

Barcode - 4990010005059

Title - Government Gazette(July-December)1897

Subject - GENERALITIES

Author - N. A.

Language - bengali

Pages - 786

Publication Year - 1897

Creator - Fast DLI Downloader

<https://github.com/cancerian0684/dli-downloader>

Barcode EAN.UCC-13



4 990010 000505 9

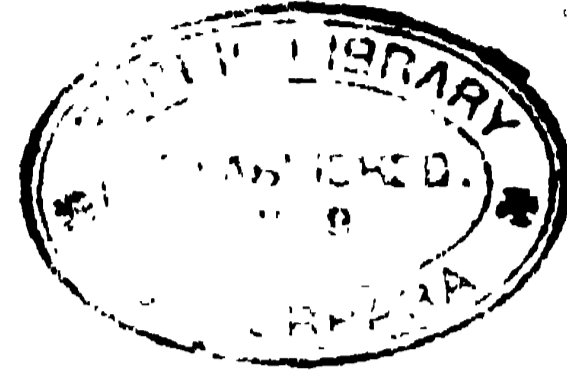
Gov- GA 22

JULY-DEE

1897

Bas.
Librarian

Uttarpara Joykrishna Public Library
Govt. of West Bengal



গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, JULY 6, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৬ জুলাই।

CONTENTS

	PAGE.	নির্ধেট।	
PART I.—Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভাবতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	পৃষ্ঠা।
PART II.—Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal	247—249	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	নাট।
PART III.—Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভাবতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাট।
PART IIIA.—Acts of the Legislative Council of India	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভাবতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	১৩—১৭
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	13—14	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাট।
PART V.—Acts of the Bengal Council	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাট।
PART VI.—Bills of the Bengal Council	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও বেবিনউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র	নাট।
PART VII.—Circular Orders by the High Court and Board of Revenue	Nil.	অষ্টম খণ্ড।—ইশ্তিহাব প্রভৃতি	৩৭৭—৩৮০
PART VIII.—Advertisements	377—386	পারিশিষ্ট গবর্ণমেণ্টের গেজেট	নাট।
SUPPLEMENT	Nil.		

PART II.

Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

Number.	Names of candidates in order of merit.	Titles conferred.	Government rewards to pupils.	Private rewards to pupils.	Names of teachers.	Place of instruction.	Government rewards to teachers.	Private rewards to teachers.	REMARKS.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Second Division.</i>		Rs.	DARSANA OR HINDU PHILOSOPHY.			Rs.		
1	Upendranath Goswami.	Tarkatirtha	20 (Special.)	Hara Kumar Tagore gold "Keyur" Darbhanga scholarship of Rs. 13 a month; Burdwan scholarship of Rs. 40.	Siva Chandra Sarvobhouma.	Sanskrit Tol, Mulajor.	Raj Krishna Rai stipend of Rs. 50; Hara Kumar Tagore prize of Rs. 45.	
	<i>Second Division.</i>		Rs.	C, i.e., VEDANTA PHILOSOPHY.					
1	Girisa Chandra Bhat-tacharya.	Vedantatirtha.	20 (Special.)	Dewan Krishna Kanta Nandi scholarship of Rs. 7 a month; Hara Kumar Tagore prize of Rs. 25.	Chandra Kanta Tar-kalankar.	Calcutta	Burdwan prize of Rs. 45.	
2	Radharaman Ch a t-toraj.	Ditto	Parvati Debi prize of Rs. 50.	Harinath Vedanta-vagis.	Raja's Tol, Burdwan.	
	<i>Second Division.</i>		Rs.	D, i.e., SANKHYA PHILOSOPHY.					
1	Barada Charan Ka-vyatirtha.	Sankhyatir-tha.	Jagan Mohan Mu-kerji prize of Rs. 50.	Parvati Charan Tar-katirtha.	Calcutta	
	<i>Second Division.</i>		Rs.	VEDAS.					
	<i>Second Division.</i>		Rs.	A, i.e., RIGVEDA.					
1	Jogesh Chandra Sany-al.	Vedatirtha.	Raja Harinath Rai Bahadur scholarship of Rs. 5 a month.	None	Nil	

DARJELING, }
The 12th June 1897. }

C. A. MARTIN,
Director of Public Instruction.

বঙ্গদেশের শিক্ষাবিভাগ ।

১৮৯৮ সালের ৩০শে জুলাই তারিখের গবর্ণমেন্টের নর্কারগাম্বুসারে ১৮৯৭ সালের কেরয়ারি মাসে সংস্কৃত উপাধির যে পরীক্ষা হয় সেই পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ ছাত্রদের নামের ও তন্ত্রির তাঁহাদিগকে যে ২ উপাধি ও পুরস্কার দেওয়া গেল তাহার নিৰ্ঘণ্টপত্র ।

নম্বর।	সংস্কৃত ছাত্রদের নাম ।	যে উপাধি দেওয়া গেল।	ছাত্রদিগকে গবর্ণমেন্টের দস্ত পুরস্কার ।	ছাত্রদিগকে ব্যক্তি বিশেষের দত্ত পুরস্কার ।	অধ্যাপকদিগের নাম ।	অধ্যাপনের স্থান।	অধ্যাপকদিগকে গবর্ণমেন্টের দস্ত পুরস্কার ।	অধ্যাপকদিগকে ব্যক্তি বিশেষের দত্ত পুরস্কার ।	মন্তব্য।
১	দ্বিতীয় শ্রেণী ।								
১	শ্রীশিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	... কাব্যতীর্থ	৫০)	৫০)	কবি বা সংস্কৃত সাহিত্য । শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি	নবদ্বীপের চৈতন্য চতুষ্পাঠী	টাকা ।	রাজকৃষ্ণ রায়ের র.ভ ৫০) টাকা, বর্দ্ধমানের পুরস্কারে ৪৫) টাকা ।	
২	শ্রীস্বরকনাথ ভট্টাচার্য্য	... এই	২৫)	২৫)	শ্রীশুকনাথ কাব্যতীর্থ	কলিকাতা	১০০)	১০০)	
৩	শ্রীরাধেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	... এই	২৫)	২৫)	শ্রীস্বরনাথ বিদ্যারত্ন	পূর্বস্থলী	১০০)	১০০)	
৪	শ্রীমহেশচন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	... এই	২৫)	২৫)	শ্রীস্বরকেশ শাস্ত্রী	ভাটপাড়া	৫০)	৫০)	
৫	শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	... এই	২৫)	২৫)	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি	চৈতন্য চতুষ্পাঠী নবদ্বীপ	১০০)	১০০)	
৬	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	... এই	২৫)	২৫)	শ্রীপার্বতীচরণ তর্কতীর্থ	কলিকাতা	১০০)	১০০)	
৭	শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য	... এই	২০) (বিশেষ)	২০) (বিশেষ)	শ্রীকৃষ্ণরত্ন ন্যায়রত্ন	কালিগ্রাম	৫০)	৫০)	
৮	শ্রীতারকচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ	... এই	২০) (বিশেষ)	২০) (বিশেষ)	সংস্কৃত কালোজের অধ্যাপক	কলিকাতা	৫০)	৫০)	
৯	শ্রীকামরোচন্দ্র ঘোষ	... এই	২০) (বিশেষ)	২০) (বিশেষ)	শ্রীসারদা চরণ কাব্যতীর্থ	এ	৫০)	৫০)	

ক্র.সং.	অধ্যাপকদিগের নাম।	যে উপাধি দেওয়া গেল।	ছাত্রদিগকে গবর্নমেন্টের দত্ত পুরস্কার।	ছাত্রদিগকে ব্যক্তিবিশেষের দত্ত পুরস্কার।	অধ্যাপকদিগের নাম।	অধ্যাপকের স্থান।	অধ্যাপক নিম্নলিখিত মেসের দত্ত পুরস্কার।	অধ্যাপকদিগকে ব্যক্তিবিশেষের দত্ত পুরস্কার।	মন্তব্য।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১০	দ্বিতীয় শ্রেণী।—(চলিতেছে)। শ্রীহরদয়নাথ চক্রবর্তী	কাব্যতীর্থ	টাকা।	শ্রীভোলানাথ কাব্যতীর্থ	হেম চতুর্পাঠী চকদীঘী	টাকা।	
১১	শ্রীশরচ্ছত্র ভট্টাচার্য্য	ঐ	শ্রীজ্ঞানানন্দ ভট্টাচার্য্য	বহেড়া	
১২	শ্রীকেশবনাথ ভট্টাচার্য্য	ঐ	শ্রীযদুনাথ কাব্যতীর্থ	হালানিয়া	
১৩	শ্রীভরদয়নাথ ভট্টাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণকেশব গোস্বামী শ্রীগোপাল মহ.পা.ত্র শর্মা	ঐ	শ্রীসেবেশ্রনাথ স্মৃতিরত্ন	সমুদ্রগড়	
		ঐ	গৌরীশ্যামের ছাত্ররত্ন ৪০ টাকা, রাজা শ্যামানন্দের ছাত্ররত্ন ৩০ টাকা।	শ্রীকৃষ্ণরত্ন ন্যায়রত্ন	কালিগ্রাম	
		ঐ	শ্রীহরিন্দ্র শাস্ত্রী	পুরীর সংস্কৃত স্কুল	২০০)	
১৬	শ্রীরামচ্ছত্র বিদ্যার্ণব	ঐ	শ্রীকিশোরীমোহন বিদ্যানিধি কাব্যতীর্থ	ময়মনসিংহ, পাথরিবাজার পাঠশালা, বাঁকী- পুর	
১৭	শ্রীশিবব্রহ্মদ পীড়ে	ঐ	শ্রীকানাইলাল ত্রিপাঠী	হেম চতুর্পাঠী, চকদীঘী	
১৮	শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য	ঐ	শ্রীভোলানাথ কাব্যতীর্থ	হেম চতুর্পাঠী, চকদীঘী	
১৯	শ্রীশশপতি নাথ ভট্টাচার্য্য	ঐ	শ্রীরামশরণ বিদ্যাবাগীশ	জুবিলীটোল, বহ- রমপুর	৫০)	
২০	শ্রীকানিন্দাস মুখোপাধ্যায়	ঐ	শ্রীসূর্য্যকুমার তর্কভূষণ	মুলা ষোড়ের সংস্কৃত তোল	২০০)	
২১	শ্রীকৃষ্ণ দাস বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	সংস্কৃত কালেন্দ্রের অক্ষয়পুস্তক	কলিকাতা	
২২	শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য	ঐ	শ্রীশুকনাথ কাব্যতীর্থ	ঐ	

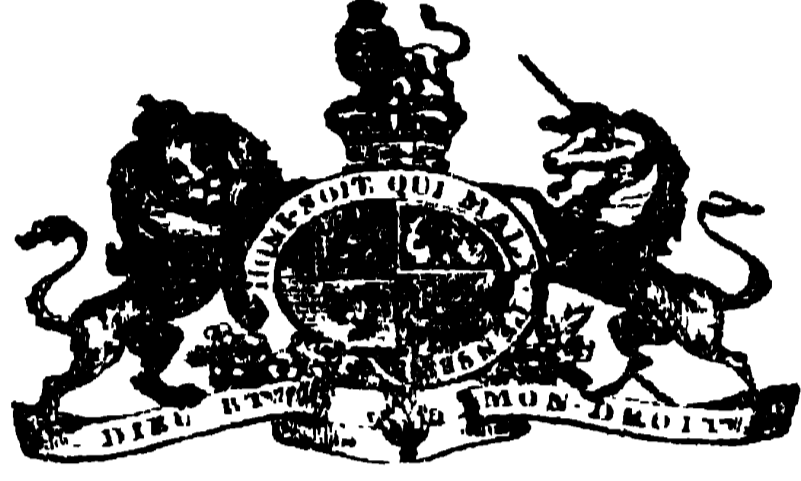
নম্বর।	অধ্যাপক- দেওয়ানের নাম।	যে উপাধি দেওয়. গেল।	ছাত্রদিগকে গবর্ণ- মেন্টের দত্ত পুরস্কার।	ছাত্রদিগকে ব্যক্তি বিশেষের দত্ত পুরস্কার।	অধ্যাপকদিগের নাম।	অধ্যাপনের স্থান।	অধ্যাপক- দিগকে গবর্ণ মেন্টের দত্ত পুরস্কার।	অধ্যাপকদিগকে ব্যক্তি বিশেষের দত্ত পুরস্কার।	মন্তব্য।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	দ্বিতীয় শ্রেণী—(শেষ হইল)।		টাকা।				টাকা।		
৪০	শ্রী শ্রীমন্ত বর্ষান	কাব্যতীর্থ	শ্রীচন্দ্রকুমার তর্কভূষণ	রত্নেশ্বরপুর	
৪১	শ্রী হরক্ষয়কুমার চক্রবর্তী	ঐ	শ্রীগোপালচন্দ্র কাব্যতীর্থ	পাবনা	
৪২	শ্রী প্রভাতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	ঐ	কেহ নাই	নাই	
	দ্বিতীয় শ্রেণী।			সংস্কৃত ব্যাকরণ।					
১	শ্রী রায়মহম্মদর চতুর্কেলি	ব্যাকরণতীর্থ	(ক) পাণিনি।	সূর্যবাগ অয়ো- ধ্যার বেদিক বিদ্যালয়	
২	শ্রী ত্রিবেণীপ্রসাদ হুকুল	ঐ	শ্রী প্রভাকর ব্যাকরণচার্য্য	অযোধ্যার রাজ- গোপাল মন্দির	
৩	শ্রী রায়চরিত্র দুর্কেলী	ঐ	শ্রীচন্দ্রচরণ শর্মা	সূর্যবাগের বেদিক বিদ্যালয়	
৪	শ্রী সত্যনারায়ণ চতুর্কেলী	ঐ	ঐ	ঐ	
	দ্বিতীয় শ্রেণী।			(ঘ) কলাপ।					
১	শ্রী তারাকান্ত ভট্টাচার্য্য	ঐ	শ্রী জগন্নাথ শিরোরহ	নোয়াখা	
২	শ্রী যদুনাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রী যদুনাথ তর্করহ	রঙ্গপুর	
	দ্বিতীয় শ্রেণী।			(ঙ) মুদ্রবোধ।					
১	শ্রী ললিতমোহন গোস্বামী	ব্যাকরণতীর্থ	শ্রী যদুনাথ তর্করহ	রঙ্গপুর	

নম্বর।	উপস্থাপিত হইয়াছে নাম।	যে উপাধি দেওয়া গেল।	ছাত্রদিগকে গবর্ণ- মেণ্টের দত্ত পুরস্কার।	ছাত্রদিগকে যাক্তি বিশেষে দত্ত পুরস্কার	অধ্যাপকদিগের নাম।	অধ্যাপনের স্থান।	অধ্যাপক দিগকে গবর্ণ- মেণ্টের দত্ত পুরস্কার।	অধ্যাপকদিগকে যাক্তি বিশেষে দত্ত পুরস্কার।	মন্তব্য।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	প্রথম শ্রেণী। শ্রীকেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ...	পুরাণতীর্থ	১০০)	পুরাণ। শ্রীহরিশচন্দ্র ভট্টবাসীশ ...	রঙ্গপুরের অন্ত- গতি বরৈহরি	টাকা।	
১	প্রথম শ্রেণী। শ্রীবেদ্যনাথ গোস্বামী ...	শ্মৃতিতীর্থ	১০০)	প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ছাত্র- রক্তি মাসে ৭) টাকা, রাজা লোকনাথ রায় বাহাদুরের ছাত্ররক্তি মাসে ৬) টাকা	শ্মৃতি অর্থাৎ হিন্দু ব্যবহার। (ক) নব্য শ্মৃতি। শ্রীহরিনাথ বেদান্তবাসীশ ...	বর্ধমানের রাজার টোল	৫০)	ক্ষেত্রমণি দে- ব্যার পুর- স্কার ৫০) টাকা।	
১	দ্বিতীয় শ্রেণী। শ্রীহরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ ...	শ্মৃতি তীর্থ	৫০)	পার্বতী দেবীর পুরস্কার ৫০) টাকা	শ্রীমদ্রনাথ বিদ্যারত্ন ...	পূর্বস্থলী	
২	শ্রীমনিষ্করণ মুখোপাধ্যায় ...	ঐ	২৫)	বর্ধমানের পুরস্কার ৪০) টাকা	শ্রীশুকুরচরণ বিদ্যাভূষণ ...	বালি	
৩	শ্রীমতঃশ্রীম ভট্টাচার্য্য ...	ঐ	শ্রীদেবীপ্রসন্ন শ্মৃতিভূষণ ...	বেলপুকুর	
৪	শ্রীভূপতিনাথ ভট্টাচার্য্য ...	ঐ	শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন ...	পূর্বস্থলী	
৫	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ...	ঐ	শ্রীধর্মগাচরণ শ্মৃতিভূষণ ...	কলিকাতা	

ক্র.সং.	উপস্থাপকের নাম।	যে উপাধি দেওয়া গেল।	ছাত্রদিগকে গবর্ণ-মেন্টের দত্ত পুরস্কার।	ছাত্রদিগকে ব্যক্তি বিশেষের দত্ত পুরস্কার।	অধ্যাপক দলের নাম।	অধ্যাপনের স্থান।	অধ্যাপকদিগকে গবর্ণমেন্টের দত্ত পুরস্কার।	অধ্যাপকদিগকে ব্যক্তি বিশেষের দত্ত পুরস্কার।	মন্তব্য।
১	২	০	৪	৬	৯	৭	৮	৯	১০
১	দ্বিতীয় শ্রেণী। শ্রীউপেন্দ্রনাথ গোস্বামী	তর্কতীর্থ	টাকা। ২০ টাকা (বিশেষ)	হিন্দু দর্শন শাস্ত্র। (ক) নব্য ন্যায়। হরকুমার ঠাকুরের স্বর্ণ- কেশর, দ্বারভাঙ্গার ছাত্র- রত্নি মাসে ১৩, টাকা। বর্ধমানের ছাত্ররত্নি ৪০, টাকা।	শ্রীশিবচন্দ্র সাক্ষোভ্যম	মুলাঘোড়ের সং- স্কৃত টোল।	টাকা।	রাজকুমার রা- য়ের রত্নি ৫০, টাকা। হরকুমার ঠাকুরের পু- রস্কার ৪৫, টাকা।	
২	দ্বিতীয় শ্রেণী। শ্রীগিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য	বেদান্ত তীর্থ	২০, টাকা (বিশেষ)	(গ) বেদান্ত দর্শন। দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দীর ছাত্ররত্নি মাসে ৭, টাকা। হরকুমার ঠাকুরের পুর- স্কার ২৫, টাকা।	শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার	কলিকাতা	বর্ধমানের পু- স্কার ৪৫, টাকা।	
৩	দ্বিতীয় শ্রেণী। শ্রীরাধাকরণ চট্টরাজ	ঐ	পার্কী দেবীর পুরস্কার ৫০, টাকা।	শ্রীহরিনাথ বেদান্ত বাগীশ	বর্ধমানের রাজার টোল	
৪	দ্বিতীয় শ্রেণী। শ্রীবরদাচরণ কাব্যতীর্থ	সাংখ্য তীর্থ	জগন্মোহন মুখোপাধ্যায়- য়ের পুরস্কার ৫০, টাকা। বেদ।	শ্রীপার্কীতীচরণ তর্কতীর্থ	কলিকাতা	
৫	দ্বিতীয় শ্রেণী। শ্রীযোগেশ চন্দ্র সান্যাল	বেদতীর্থ	রাজা হরিনাথ রায় বাহা- দুধের ছাত্ররত্নি মাসে ৫, টাকা।	

সি, এ, মার্টিন,
শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর।

১৮৯৭ সাল ১২ জুন।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, JULY 6, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৬ জুলাই।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আদেশ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 3336M.—The 28th June 1897.—Whereas a notification No. 1292M., dated the 9th March 1897, was published at pages 61-62, Part IB. of the *Calcutta Gazette* of the 10th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the rules set forth below, which were framed by the Commissioners of the Serampore Municipality, in the district of Hooghly, under section 3, Act XX of 1887, for the protection of wild birds and game within the limits of the above Municipality, and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of publication of the aforesaid notification within the Municipality, it is hereby notified that the said rules are confirmed by the Lieutenant-Governor under clause 4, section 3 of the Act, and are published for general information under clause 5, section 6 of the General Clauses Act I of 1887:—

RULES.

I. "Wild bird" for the purpose of these rules shall include jungle-fowl, pea-fowl, pheasants, partridges, quail, snipe, plover, wild duck, teal and ortolans.

II. The Local Government having by notification No. 1294M., dated 9th March 1897, declared that the provisions of section 3, Act XX of 1887, shall apply to hares and deer, the following rules will apply to those animals also, as well as to wild birds.

III. The breeding season for the purposes of these rules shall extend from the 15th March to the 15th August.

IV. Whoever during the breeding season has in his possession in Serampore any wild bird, deer or hare recently killed, or exposes for sale any such bird or animal living or dead, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5 for each bird or animal.

V. Whoever during the breeding season imports into the town the plumage of any kind of wild bird recently killed or taken, or the fur or skin of any hare or deer recently killed or taken, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5 for each bird or animal.

VI. In the case of a second conviction the fine may extend to Rs. 10 for each bird or animal.

H. H. RISLEY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

মুন্সিপল ও স্থানীয় ।

বিজ্ঞাপন ।

৩৩৩৬ এম. নম্বর ।—১৮৯৭ সাল ২৮ জুন ।—হুগলীজিলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর মুন্সিপালিটির সোমার মধ্যে বন্যপক্ষী ও সিকারোপযোগি পশুপক্ষ্যাদি রক্ষাকরণার্থ ১৮৮৭ সালের ২০ আইনের ৩ ধারামতে উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশনরদের প্রণীত নিম্নলিখিত বিধি দৃঢ়ী করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ৯ মার্চ তারিখের ১২৯২ এম নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১০ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ B খণ্ডের ৬১-৬২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব উক্ত আইনের ৩ ধারার ৪ দফামতে ঐ বিধি দৃঢ় করিতে সাধারণ ধারা বিষয়ক ১৮৮৭ সালের ১ আইনের ৬ ধারার ৫ দফামতে তাহা সাধারণের অবগত্যর্থ প্রকাশ করা গেল ।

বিধি ।

১।—এই বিধির কার্যপক্ষে “বন্য পক্ষী” শব্দে বন্য কুক্কুট, ময়ূর, চকোর, তিতির পক্ষী, বটের পক্ষী, কাদাখোঁচা টিতির পক্ষী, বন্য পাতিহাঁস, সরাস ও অটোলাঙ্গ (ক্ষুদ্র পক্ষী বিশেষ) গণ্য ।

২।—স্থানীয় গবর্নমেন্ট ১৮৯৭ সালের মার্চ মাসের ৯ তারিখের ১২৯৪ এম নং বিজ্ঞাপনক্রমে ১৮৮৭ সালের ২০ আইনের ৩ ধারার বিধান খরগোস ও হরিণের প্রতি বর্তিবে এই আদেশ করায় নিম্নলিখিত বিধি যেরূপ বন্য পক্ষির পুতি বণ্ডে সেইরূপ এই জন্তুর প্রতিও বর্তিবে ।

৩।—এই বিধির কার্যপক্ষে প্রসব করিবার ঋতু মার্চ মাসের ১৫ তারিখ হইতে আগষ্ট মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইবে ।

৪।—প্রসব করিবার ঋতুর কালের মধ্যে শ্রীরামপুরে, কোন ব্যক্তির নিকট সম্প্রতি মারা কোন বন্যপক্ষী কিম্বা হরিণ বা খরগোস থাকিলে কিম্বা কোন ব্যক্তি জীবিত বা মৃত তদ্রূপ কোন পক্ষী বা জন্তু বিক্রয়ার্থে দেখাইলে প্রত্যেক পক্ষীর বা জন্তুর নিমিত্ত তাহার ৫ পঁচ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ।

৫।—কোন ব্যক্তি সম্প্রতি মারা বা ধরা কোন প্রকার বন্য পক্ষির পালক কিম্বা সম্প্রতি মারা বা ধরা কোন খরগোসের বা হরিণের লোম বা চর্ম প্রসব করিবার ঋতুর কালের মধ্যে শহবে আয়দানী করিলে প্রত্যেক পক্ষির বা জন্তুর নিমিত্ত তাহার ৫ পঁচ টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে ।

৬।—দ্বিতীয়বার অপরাধ পূর্ণ হইলে প্রত্যেক পক্ষির বা জন্তুর নিমিত্ত ১০ দশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ।

এচ্. এচ. রিসলী.

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JULY 6, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৬ জুলাই।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইস্তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

সাগর আইল্যান্ডের পতিত ভূমির পাট্টা বিলি সম্বন্ধীয় সংশোধিত রুলের
১৯ রুলের ৩ ধারানুসারে নোটিস।

এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে যাহার নক্সা হুন্দরবনের শ্রীযুত কমিশনার সাহেবের অফিসে দেখিবার নিমিত্ত আছে; এতদন্ত তপশীলের লিখিত সেই ভূমির পাট্টা গোলোকচন্দ্র দাস প্রভৃতি পাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। ইতি মধ্যে উক্ত ভূমির উপর (১৮৬৩ সালের ২৩ আইন-মতে অর্থাৎ পতিত ভূমির উপর দাওয়া নিষ্পত্য করিবার বিধান করণার্থ আইনমতে) দাওয়া বা আপত্য করা প্রযুক্ত বা অন্য কোন কারণে নিলাম রহিত বা স্থগিত না হইলে তাহা ১৮৯৭ সালের ১২ জুলাই মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সালের ২৯ আষাঢ় সোমবার মধ্যাহ্ন সময়ে আলিপুর হুন্দরবনের শ্রীযুত কমিশনার সাহেবের অফিসে বিক্রীত হইবেক।

নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে এবং সাগর আইল্যান্ডের পতিত ভূমির পাট্টা বিক্রয়ার্থ ১৮৯৭ সালের ২৯ মাঠ তারিখের বেঙ্গল গবর্নমেন্টের ১৩৭৭ এল., আর, নং নোটিসে প্রকাশিত সংশোধিত রুলের বিধি সংযুক্ত সাধারণ নিয়মাধীনে উক্ত ভূমির পাট্টা দেওয়া যাইবেক।—

নিয়ম এই;—

উক্ত ভূমির বর্তমান পথ ও জল ও অন্য সকল ভোগস্বত্বের নিয়মাধীনে থাকিবেক।

নৌকাগম্য সকল জলস্রোত ও খাল ব্যবহার করিবার এবং ঐ সমস্ত জলস্রোত ও খালে মৎস্য ধরিবার স্বত্ব সাধারণের থাকিবেক; আর ঐ জলস্রোত ও খালের উভয় পার্শ্বে অন্যান্য ২৫ ফিট পরিসর ভূমি গুণ টানিবার পথের জন্য রাখিতে হইবেক।

পাট্টা বিলির সময়ে উক্ত ভূমিতে যে সকল জ্বালানি কি গুঁড়ী কাঠ বর্তমান থাকে তাহা ঐ ভূমি আবাদ করিবার জন্য কাটা কি পোড়ান হইলে অথবা ঐ ভূমির মধ্যে ব্যবহৃত হইলে তৎপ্রতি কোন কর ধার্য হইবেক না; কিন্তু ঐ জ্বালানি কি গুঁড়ী কাঠ বিক্রয়ার্থ স্থানান্তর প্রেরিত হইলে তৎপ্রতি গবর্নমেন্ট কর্তৃক সময়ে সময়ে যে হার ও নিয়ম প্রচারিত হয় তদনুসারে কর ধার্য হইতে পারিবেক।

উক্ত ভূমির মধ্যে, নিম্নে অথবা উপরে স্থিত ধাতু প্রভৃতির খনির উপর গবর্নমেন্টের স্বত্ব থাকিবেক তন্নিম্ন সেই ধাতু প্রভৃতি তুলিবার পাইবার ও লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে পথস্বত্ব রক্ষা করা এবং যুক্তি-সম্মত অন্য যে সুবিধা করা আবশ্যিক তাহা করিতে হইবেক; উক্ত ভূমিতে গবর্নমেন্টের মালিকীস্বত্ব থাকিবেক ও পাট্টাধারীকে কেবল দখলীস্বত্ব দেওয়া যাইবেক সেই স্বত্ব পুরুষাভ্যক্রমিক ও হস্তান্তর যোগ্য হইবেক। ইতি সন ১৮৯৭ সাল তারিখ ৮ এপ্রেল।

তপশীল।

মহালের নাম।	জেলা সব-ডিবিজান ও থানা।	বকরা।	চৌহদ্দী।
সাগর আইল্যান্ডের মধ্যগত চর ফুলডুবি।	জেলা ২৪ পরগণা, সব-ডিবিজান ডায়মণ্ড-হারবার থানা কুন্ডপী।	৯৫০০/	উত্তর;—হুগলী নদী হইতে বামনখালি খাল পর্যন্ত ১০ ব্যারিংএর একটা সরলরেখা এবং ঐ বামনখালি খালের কিয়দংশ। পূর্ব;—তেতুলতলার খাল। দক্ষিণ;—ফুলডুবির খাল। পশ্চিম;—হুগলী নদী। উপরোক্ত সীমানা সকল হুন্দরবন কমিশনার শ্রীযুত মেঃ, পী, রস সাহেবের ১৮৯৬। ৯৭, সিজনের নক্সা অনুসারে লিখিত হইল।

সাগর আইল্যান্ডের পতিত ভূমি বিলি সম্পর্কীয় সংশোধিত রুলের ১৯ রুলের
৩ ধারা অনুসারে নোটিস।

এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে যাহার নক্সা হুন্দরবনের শ্রীযুত কমিশনার সাহেবের অফিসে দেখিবার নিমিত্ত আছে ; এতদন্ত তপশীলের লিখিত সেই ভূমির পাট্টা, শ্রীযুত রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, টী, ইত্যাদি পাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন: ইতিমধ্যে উক্ত ভূমির উপর (১৮৬৩ সালের ২৩ আইনমতে অর্থাৎ পতিত ভূমির উপর দাওয়া নিষ্পত্য করিবার বিধান করণার্থ আইনমতে) দাওয়া বা আপত্য করা প্রযুক্ত বা অন্য কোন কারণে নিলাম রহিত বা স্থগিত না হইলে তাহা ১৮৯৭ সালের ১২ জুলাই মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সালের ২৯ আষাঢ় সোমবার মধ্যাহ্ন সময়ে আলীপুর হুন্দরবনের শ্রীযুত কমিশনার সাহেবের অফিসে বিক্রীত হইবেক।

নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে এবং সাগর আইল্যান্ডের পতিত ভূমির পাট্টা বিক্রয়ার্থ ১৮৯৭ সালের ২৯ মার্চ তারিখের বেঙ্গল গবর্নমেন্টের ১৩৭৭ এল, আর, নং নোটিসে প্রকাশিত ও সংশোধিত রুলের বিধি সংযুক্ত সাধারণ নিয়মাধীনে উক্ত ভূমির পাট্টা দেওয়া যাইবেক।

নিয়ম এই ;—

উক্ত ভূমি বর্তমান পথ ও জল ও অন্য সকল ভোগস্বত্বের নিয়মাধীনে থাকিবেক।

নৌকাগম্য সকল জলস্রোত ও খাল ব্যবহার করিবার এবং ঐ সমস্ত জলস্রোত ও খালে মৎস্য ধরিবার স্বত্ব সাধারণের থাকিবেক ; আর ঐ জলস্রোত ও খালের উভয় পার্শ্বে অনূ্যন ২৫ ফিট পরিসর ভূমি গুণ টানিবার পথের জন্য রাখিতে হইবেক।

পাট্টা বিলির সময়ে উক্ত ভূমিতে যে সকল জ্বালানী কি গুঁড়ী কাষ্ঠ বর্তমান থাকে, তাহা ঐ ভূমি আবাদ করিবার জন্য কাটা কি পোড়ান হইলে অথবা ঐ ভূমির মধ্যে ব্যবহৃত হইলে তৎপ্রতি কোন কর ধার্য হইবেক না কিন্তু ঐ জ্বালানী কি গুঁড়ী কাষ্ঠ বিক্রয়ার্থ স্থানান্তর প্রেরিত হইলে তৎপ্রতি গবর্নমেন্ট কর্তৃক সময়ে সময়ে যে হার ও নিয়ম প্রচারিত হয় তদনুসারে কর ধার্য হইতে পারিবেক।

উক্ত ভূমির মধ্যে, নিম্নে অথবা উপরে স্থিত ধাতু প্রভৃতির খনির উপর গবর্নমেন্টের স্বত্ব থাকিবেক ; তন্নিম্ন সেই ধাতু প্রভৃতি ডুলিবার পাইবার ও লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে পথস্বত্ব রক্ষা করা এবং যুক্তিসঙ্গত অন্য যে স্থবিধা করা আবশ্যিক তাহা করিতে হইবেক ও উক্ত ভূমিতে গবর্নমেন্টের মালিকীস্বত্ব থাকিবেক ও পাট্টাধারীকে কেবল দখলীস্বত্ব দেওয়া যাইবেক ; সেই স্বত্ব পুরুষামুকমিক ও হস্তান্তর যোগ্য হইবেক ইতি সন ১৮৯৭ সাল তারিখ ৮ এপ্রেল।

তপশীল।

মতালের নাম।	জেলা সব-ডিবিজান ও থানা।	রকবা।	চৌহদ্দী।
সাগর আইল্যান্ড প্রথম খণ্ড।	জেলা ২৪ পর- গণা, সব- ডিবিজান ডাম- মণ্ডহারবার থানা কুন্দী।	৭৩২৫/	উত্তর ;—সূর্যমুখী খাল এবং ঐ সূর্যমুখী খালের কিনারা হইতে সাগর আইল্যান্ডের দ্বিতীয় খণ্ডের পশ্চিম সীমানার লাইন পর্য্যন্ত ২৭০ ব্যারিংএর একটা সরলরেখা। পূর্ব ;—প্যাগোডা খালের কিয়দংশ। দক্ষিণ ;—বঙ্গোপসাগর। পশ্চিম ;—বঙ্গোপসাগরের কিনারা হইতে অত্র খণ্ডের উত্তর পশ্চিম কোণ পর্য্যন্ত ৩৬০ ব্যারিং- এর একটা সরলরেখা। উপরোক্ত সীমানা সকল হুন্দরবন কমিশনার শ্রীযুত মেঃ, পী, রস্ সাহেবের ১৮৯৬।৯৭ সালের নক্সা অনু- সারে লিখিত হইল।

P. Ross,

Commissioner, Sundarban.

মাগর আইল্যান্ডের পতিত ভূমি বিলি সম্বন্ধীয় সংশোধিত রুলের ১৯ রুলের
৩ ধারা অনুসারে নোটিস

এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে যাহার নক্সা সুন্দরবনের শ্রীযুত কমিশনার সাহেবের অফিসে দেখিবার নিমিত্ত আছে ; এতদ্বারা তপশীলের লিখিত সেই ভূমির পাট্টা ধনেশ প্রকাশ গঙ্গো-পাধ্যায় পাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন ; ইতি মধ্যে উক্ত ভূমির উপর (১৮৬৩ সালের ২৩ আইন মতে অর্থাৎ পতিত ভূমির উপর দাওয়া নিষ্পত্ত্য করিবার বিধান করণার্থ আইনমতে) দাওয়া বা আপত্ত্য করা প্রযুক্ত বা অন্য কোন কারণে নিলাম রহিত বা স্থগিত না হইলে তাহা ১৮৯৭ সালের ১২ জুলাই মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সালের ২৯ আষাঢ় সোমবার মধ্যাহ্ন সময়ে আলিপুর সুন্দরবনের শ্রীযুত কমিশনার সাহেবের অফিসে বিক্রীত হইবে।

নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে এবং সাগর আইল্যান্ডের পতিত ভূমির পাট্টা বিক্রয়ার্থ ১৮৯৭ সালের ২৯ মার্চ তারিখের বেঙ্গল গবর্নমেন্টের ১৩৭৭ এল., আর, নং নোটিসে প্রকাশিত সংশোধিত রুলের বিধি সংযুক্ত সাধারণ নিয়মাধীনে উক্ত ভূমির পাট্টা দেওয়া যাইবেক।—

নিয়ম এই ;—

উক্ত ভূমি বর্তমান পথ ও জল ও অন্য সকল ভোগস্বত্বের নিয়মাধীনে থাকিবেক।

নৌকাগম্য সকল জলস্রোত ও খাল ব্যবহার করিবার এবং ঐ সমস্ত জলস্রোত ও খালে মৎস্য ধরিবার স্বত্ব সাধারণের থাকিবেক ; আর ঐ জলস্রোত ও খালের উভয় পার্শ্বে অন্যান্য ২৫ ফিট পরিসর ভূমি গুণ টানিবার পথের জন্য রাখিতে হইবেক।

পাট্টা বিলির সময়ে উক্ত ভূমিতে যে সকল জ্বালানি কি গুঁড়ী কাষ্ঠ বর্তমান থাকে তাহা ঐ ভূমি আবাদ করিবার জন্য কাটা কি পোড়ান হইলে অথবা ঐ ভূমির মধ্যে ব্যবহৃত হইলে তৎপ্রতি কোন কর ধার্য হইবেক না, কিন্তু ঐ জ্বালানি কি গুঁড়ী কাষ্ঠ বিক্রয়ার্থ স্থানান্তরে প্রেরিত হইলে তৎপ্রতি গবর্নমেন্ট কর্তৃক সময়ে সময়ে যে হার ও নিয়ম প্রচারিত হয় তদনুসারে কর ধার্য হইতে পারিবেক।

উক্ত ভূমির মধ্যে, নিম্নে অথবা উপরে স্থিত ধাতু প্রভৃতির খনির উপর গবর্নমেন্টের স্বত্ব থাকিবেক, তন্মিত্ত সেই ধাতু প্রভৃতি তুলিবার ও পাইবার ও লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে পথস্বত্ব রক্ষা করা এবং যুক্তিসঙ্গত অন্য যে সুবিধা করা আবশ্যিক তাহা করিতে হইবেক ; উক্ত ভূমিতে গবর্নমেন্টের মালিকস্বত্ব থাকিবেক ও পাট্টাধারীকে কেবল দখলীস্বত্ব দেওয়া যাইবেক ; সেই স্বত্ব পুকমাসুক্রমিক ও হস্তান্তর যোগ্য হইবেক ইতি। সন ১৮৯৭ সাল তারিখ ৮ই এপ্রেল।

তপশীল।

মহালের নাম।	জেলা, সব ডিবিজান ও থানা।	বকবা।	চৌহদ্দি।
মাগর আইল্যান্ড দ্বিতীয় খণ্ড।	জেলা ২৪ পর- গণা, সব-ডিবি- জান ডায়মণ্ড- হারবার থানা কুপ্পী।	৩০০০/	উত্তর ;—ছোট গুইয়ারি খাল। পূর্ব ;—প্যাগোডা খালের কিয়দংশ। দক্ষিণ ;—সূর্যমুখী খাল এবং ঐ সূর্যমুখী খালের কিনারা হইতে অত্রখণ্ডের পশ্চিম সীমা- নার লাইন পর্যন্ত ২৭০ ব্যারিংএর একটি সরলরেখা, যাহা প্রথম খণ্ডের উত্তর সীমানার সহিত এক্য আছে। পশ্চিম ;—প্রথম খণ্ডের উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে ছোট গুইয়ারি খাল পর্যন্ত ৩৬০ ব্যারিং- এর একটি সরলরেখা। উপরোক্ত সীমানা সকল সুন্দরবন কমিশনার শ্রীযুত মেঃ, পী, রস সাহেবের ১৮৯৬। ৯৭ সিজনের নক্সা অনুসারে লিখিত হইল।

জিলা নদীয়া।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নদীয়া জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ১০ জুলাই তারিখে বেলা ১১ টার সময় নিম্নলিখিত বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তোজির নম্বর।	মহাল ও পরগণা নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর কমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর কমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২২ নং তোজি	মোজে বেলগাঁ পরগণে বেলগাঁ।	৬০৫৪৮	২২১০ নং তোজি মহাল বেলগাঁ ৥১৩০/১৩০/ রকম অংশ নীলাম হইবে অপর অংশ নীলাম হইবেক না।	অটলবিহারী পাল, কৃষ্ণধন ঘোষ শ্রীনাথ পাল চৌধুরী শ্রীশচন্দ্র পাল	৪৪১৫৬৮	৬১০/১১
১৬৭ নং তোজি	মোজে দুবরা পরগণে পাজনোর।	১৯৪১৩০/১	১৬৭১৪১১ নং তোজি মহাল দুবরা ১১০/৪১ রকম অংশ নীলাম হইবেক। অপর অংশ নীলাম হইবেক না।	বর্ধময়ী দাসী স্বয়ং ও জানবে রাধিকা প্রসাদ সুরেন্দ্র নাথ ও উপেন্দ্র নাথ ঘোষ সাং কলিকাতা ভবানীপুর।	৪৯২২১/০	৯৩/৯
১০ নং তোজি	মহাল চর বোয়ালিয়া পরগণে রাজপুর।	৯২২)	সম্পূর্ণ মহাল।	বিষ্ণুচন্দ্র সেন রাধিকা চরণ সেন সাং বহরমপুর সুরজাগঞ্জ জেলা মুরশিদাবাদ।	১৮১৭

টীকা।— যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘবে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইচ্ছা বৃদ্ধিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

W. MAXWELL,
For Collector.

জিলা মুরশিদাবাদ।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৯৭ সালের মার্চ কিস্তির বাকি খাজনা আদায় জন্য।—

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সাল ৯ জুলাই বাং ১৩০৪।২৬ আশাচ তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ধরে কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌজির নম্বর।	মহাল ও পবগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালকগণের নাম।	কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১১২	মোজা চণ্ডিপুর পঃ কাশিপুর।	৬৬৫১/৭	সমুদায়	দারাকদর সৈয়দ খোকান মির্জা ওরফে বুদ্ধন সাহেব সাং কিল্লা নেজামৎ থানা সাহানগর	২৫০/৩
৪০৭	মোজা রামবাটা পঃ ফতেসিং।	৬১৭/৬	এজমালি ক্যাস /৪১/১২ তিল।	খুদিরাম প্রামাণিক সাং হুপুখরিয়া থানা ভরৎপুর দিঃ।	৪৭৫/১	২১/১০

E. V. LEVINGE,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম—ইস্তেহার নামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুক ১৮৯৭ ইং ২৫ শে ফেব্রুয়ারি সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাকী পড়া খাজনা ছেচ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ ইং ১০ই আগস্ট মোতাবেক ১৩০৪ বাঙ্গালা ২৬ শ্রাবণ রোজ মঙ্গলবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনাওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তারিখ ১৬ জুন।

তালুকের নম্বর।	তালুকের নাম।	মালিকের নাম।	বার্ষিক জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
			খাজনা	ছেচ।	খাজনা	ছেচ।	মোট।	
৬৩৪৩ — ৫৬১৭	থানা সাতকানিয়া মোজা চরদ্বা মহল নয়াবাদ। তালুক কালীকঙ্কর উপেন্দ্র দাস, হরি কেশান দেবিদাস, রামশরণ।	কৈলাস চন্দ্র চৌধুরী, পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, হরদাস চৌধুরী, তারকচন্দ্র চৌধুরী দেবিদাস চৌধুরী এবং গোলোকচন্দ্র চৌধুরী সাকিনান চড্ধা থানা সাতকানিয়া।	১৯৮৯ ১১০	৭৭, ১১০	৭৪৬ /৯	...	৭৪৬ /৯	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

J. D. ANDERSON,
Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *six pounds* at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates : per four-ounce tin, *Rs. 2 ans. 8* ; per eight-ounce tin, *Rs. 5* ; per pound tin, *Rs. 10*. The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only*, at the undernoted rates : per four-ounce tin, *Rs. 3* ; per eight-ounce tin, *Rs. 6* ; per pound tin, *Rs. 12*. This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 oz. tin, eight annas per 8 oz. tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

কুরস্ব সিন্‌কোনা ।

কলিকাতাস্থ বোটানিক্যাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট গবর্নমেন্টের কর্মচারীগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে কুরস্ব সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ২।।০ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৫. টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০. টাকায় পাইবেন । সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট নগদ মূল্যে দিলে এই হিসাবে অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ৩. টাকায়, আট ঔন্স টিন ৬. টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২. টাকায় পাইবেন কলিকাতার প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন । উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ঔন্স টিনের ১০, আট ঔন্স টিনের ১০ ও এক পৌণ্ড টিনের ১০ ডাক মাসুল দিতে হইবে ।

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন ।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

- ১ এক পৌণ্ড টিন ১৮, বা ডাক মাসুল সমেত ১৮৫০
- II আধ " " ৯, " " " " ৯।।০
- I শিকি " " ৪।।০ " " " " ৫)

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে । এবং হহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনাডাইন নামক অপকৃত্ত কারের সহিত ইচ্ছাপূর্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারান্টি দেওয়া যাইতেছে । ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্নমেন্টের কর্মচারীগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে ।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৯৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বঙ্গদেশ গবর্নমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাছল এই অর্থাৎ নিম্ন-
লিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

	মকঃসলে	টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর ১০২
ডাকমাছল	২।০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ- দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আঙ্কনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	৪।
ডাকমাছল	১।
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	।০
ডাকমাছল	।০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার মূল সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	।০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি তার এক ২ আনা।
ডাকমাছল	।০

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মকঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাছল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের এক্টিং ছোট সেক্রেটারী।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A., in two Volumes. Price Rs. 24 : packing and postage Re. 1-12.

*** The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced student only, yet as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT., GOVT. PRINTING, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

NOTICE.

In continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

19th December 1882.

NOTE.—Rates of advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half " " "	10
Casual advertisement—4 annas per line.	

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গাল গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্মে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্নমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্নমেন্ট কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানার কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তদ্বিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্টান্টের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কোন্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১/০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ বন্টন,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই—

	টাকা
পূর্বা এক পৃষ্ঠা একবার প্রকাশ করণের	২০
আধ পৃষ্ঠা	১০
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একবার পৃষ্ঠা	১০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিফার-আট-লা ও ক্রীতীয়তীর বঙ্গদেশের সিভিল সর্বিসে নিযুক্ত বর্ধমানের ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের ক্রীযুত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের ক্রীযুত সেন্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজ্ঞা বিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য, ৫, পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্টান্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।
মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মজিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিনেড ওয়েস্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্টারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্নমেন্ট প্রেসে, থাকার স্প্রিন্ট কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা প্রেসিং অ্যান্ড প্রিন্টিং কোম্পানী লিমিটেড যন্ত্রালয়ে গবর্নমেন্টের জন্য ক্রীযুত জেমস পেটী সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রণীত হইল।



গবর্ণমেন্ট গেজেট।

TUESDAY, JULY 13, 1897.

বঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১৩ জুলাই।

CONTENTS.

	PAGE.	নির্ধৃত।	
PART I.—Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	পৃষ্ঠা।
PART II.—Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal	Nil.	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	নাই।
PART III.—Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal	85—86	দ্বিতীয় ক খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আদেশ	৩৫—৩৬
PART IIIA.—Acts of the Legislative Council of India	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
PART VII.—Circular Orders by the High Court and Board of Revenue	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র	নাই।
PART VIII.—Advertisements	351—357	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রভৃতি	৩৫১—৩৫৭
SUPPLEMENT	Nil.	পরিশিষ্ট গবর্ণমেন্টের গেজেট	নাই।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আদেশ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 3470M.—The 3rd July 1897.—Whereas a notification No. 1295M., dated the 9th March 1897, was published at page 62, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 10th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of Part IX of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as amended by Bengal Acts IV of 1894 and II of 1896, to the Jhalokati Municipality, in the district of Backergunge, and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 221 of the Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Jhalokati Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the above provisions of the Municipal Act to the said Municipality.

H. H. RISLEY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

মুন্সিপল ও স্থানীয়।

বিজ্ঞাপন।

৩৪৭০ এম, নম্বর।—১৮৯৭ সাল ৩রা জুলাই।—বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত ঝালকাটি মুন্সিপালিটিতে ১৮৯৪ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন ও ১৮৯৬ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের মুন্সিপালিটি বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের নবম পরিচ্ছেদের বিধান প্রচলিত করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ৯ই মার্চ তারিখের ১২৯৫ এম, নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১০ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১B খণ্ডের ৬২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রতি উক্ত আইনের ২২১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতামুসারে কার্য করিয়া এবং ঝালকাটি মুন্সিপালিটির সভাগত কমিশনরদের অমরোধক্রমে মুন্সিপল আইনের উক্ত বিধান উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রচলিত করিবার অমুমতি দিলেন।

এচ, এচ, রিসলী,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।



গবর্নমেন্ট গেজেট

TUESDAY, JULY 13, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১৩ জুলাই।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশতিহার প্রকৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS.

ভূমিবিষয়ক ইত্যাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ ইংরেজির ১১ আগস্ট তারিখে বেলা ১২ টার ময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। সন ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ২৪ জুন।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
বিক্রয় ধর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৩৭ ৬৪ ৭০	ধানে কটীকছরি— তং আনন্দীমান ওজা	১১৬০/৩	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হই- বেক।	শ্রীনিমাইচরণ নন্দী শ্রীমতী গুণশীলা।	৭০৫৬
৮৩ ৯১ ৯৪	ধানে রাউজান, সহর— তং বসন্তরাম কতে- য়াবাদ।	৫৫৭৫/৩	অংশ বিক্রয় হইবেক।	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ২ নং অবশিষ্ট মালীকা- নের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হই- বেক তন্নিম্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীআনন্দমোহন দে শ্রীআলী মহাং গং।	৫৫৪১/৩০	২১৩
৮৮ ৯৬ ৯৯	ধানে রাউজান, ভাটিয়ারি— তং বকশা আলী...	৯৩৭১/৩০	ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ২ নং অবশিষ্ট মালীকা- নের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হই- বেক তন্নিম্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীজান আলী শ্রীআকমল আলী গং	৭৯৯৫/৭	১৬৯০/১০

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
জেজির নম্বর ।	মহাল ও পরগণার নাম ।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা ।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না ।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ ২ অংশের বিশেষ বিবরণ ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম ।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা ।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী ।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী ।
২৪৬ ১২৬৯ ১৬২৩	ধানে ডাটিয়ারি, রাউজান— তং যশমন্ত সিংহ	১৩৮৬।৯২	অংশ বিক্রয় হইবে ।	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ৩নং অবশিষ্ট মালিকা- নের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হই- বেক তন্নিম্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না ।	শ্রীমতী আকমস্বিছা শ্রীমতী জমিলা বাতুন গং ।	১১১৪।৬৫	১৩৮।৯১০
২২২ ১৫১২ ২১০০	ধানে হাটহাজারি, পটীয়া, রাউজান সহর, সাতকানিয়া— তং কুমারকিশোর কামুনগোয় ।	৬৪৫।৯৭	ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ১নং হিং ফজলে আহা- মদের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হই- বেক তন্নিম্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না ।	শ্রীফজলে আহাম্মদ শ্রীবজলেছমদ ।	৫২৪।৬	১৩১।৬৩
৩১২ ১৬৯৪ ২১৫৭	কাড়ি রাজনীয়া— তং ধৈয়করণ হাজা- রি ।	৫৬১।৬	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হই- বেক ।	শ্রীশিবরতন হাজারি	১৪০।৯৪

সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখের বাকীপড়া ।

টীকা।—যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ সবে কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইবে বসিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের
নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না ।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
Th 5th July 1897.

J. D. ANDERSON,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম ।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম ।

সন ১৮৫৯ সালের ৭ ধারার মর্মানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে নিম্নের লিখিত মহাল চট্টগ্রাম জিলায় রাউজান থান মাহল স্থিত ১৮৯৭ ইংরেজি ২৫শে মেই শেষ তারিখের খাজানা ও ছেচ বাকির জন্যে ১৮৯৭ ইংরেজি ২৪ আগস্ট তারিখে চট্টগ্রাম কালেক্টরিতে নিলামে ধরা যাইবে । ইতি সন ১৮৯৭ই তারিখ ৫ জুন ।

ক্রমিক নম্বর ।	তালুক নম্বর ।	তালুক নাম ।	মালিকের নাম ।	সদর জমা ।		বাকী ।			মন্তব্য ।
				খাজানা ।	ছেচ ।	খাজানা ।	ছেচ ।	মোট ।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	২ ২৩৯২৯ ৫০৬	মোঁজে হাপানিয়া থানা ফটীকছুরী মহল নওয়া- বাদ ।— তালুক ফরাদ জাফর ...	ওবেদর রহমান খাঁ পিং তোরাপ আলি খাঁ সাঃ পাঁচলাইশা ।	৮৯৭	৬৭১/৬	৬৩০	৫১০	৬৮১০	...

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 7th July 1897.

J. D. ANDERSON,

Collector.

জিলা চট্টগ্রাম—ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম ।

ইস্তাহারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৭ ধারার মর্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুক ১৮৯৭ ইং ২৫ শে ফেব্রুয়ারি সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাকী পড়া খাজানা ছেচ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ ইং ১০ই আগস্ট মোতাবেক ১৩০৪ বাঙ্গালা ২৬ শ্রাবণ রোজ মঙ্গলবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনাওজরে দকাশ্যে নিলামে ধরা যাইবে । ইতি ১৮৯৭ ইং তারিখ ১৬ জুন ।

তালুক নম্বর ।	তালুক নাম ।	মালিকের নাম ।	বার্ষিক জমা ।		বাকী ।			মন্তব্য ।
			খাজানা	ছেচ ।	খাজানা ।	ছেচ ।	মোট ।	
৬৩৪৩ ৫৬১৭	থানা সাতকানিয়া মোঁজা চড়ছা মহল নয়াবাদ ।— তালুক • কালীকিঙ্কর উপেন্দ্র দাস, হরি ঈশান দেবিদাস, রামশরণ ।	কৈলাস চন্দ্র চৌধুরী, পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, হরদাস চৌধুরী, তারকচন্দ্র চৌধুরী দেবিদাস চৌধুরী এবং গোলোকচন্দ্র চৌধুরী সাকিনান চড়ছা থানা সাতকানিয়া ।	১৯৮৯ ১১০	৭৭, ১১০	৭৪৬ /৯	...	৭৪৬ /৯	সম্পূর্ণ তা- লুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 18th June 1897.

J. D. ANDERSON,

Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking six pounds at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates : per four-ounce tin, Rs. 2 annas 8; per eight-ounce tin, Rs. 5; per pound tin, Rs. 10. The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, for cash only, at the undernoted rates : per four-ounce tin, Rs. 3; per eight-ounce tin, Rs. 6; per pound tin, Rs. 12. This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 oz. tin, eight annas per 8 oz. tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরস্ব সিন্‌কোনা ।

কলিকাতাস্থ বোটানিক্যাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে জ্বরস্ব সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ২।।০ টাকায়, আট ওন্স টিন ৫. টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০. টাকায় পাইবেন । সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট নগদ মূল্য দিলে এই হিসাবে অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ৩. টাকায়, আট ওন্স টিন ৬. টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২. টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন । উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ওন্স টিনের ১০, আট ওন্স টিনের ১০ ও এক পৌণ্ড টিনের ১০ ডাক মাসুল দিতে হইবে ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন ।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

- ১ এক পৌণ্ড টিন ১৮, বা ডাক মাসুল সমেত ১৮৫০
- ॥ আধ " " ৯ " " " " ৯।।০
- । শিকি " " ৪।।০ " " " " ৫)

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে । এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনীডাইন নামক অপকৃষ্ট দ্রব্যের সহিত ইচ্ছাপূর্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারান্টি দেওয়া যাইতেছে । ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে ।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাল্লা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাহুল এই অর্থাৎ নিম্ন-
লিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

	মকঃসলে	টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর ১০২
ডাকমাহুল	২১।০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে কারতবর্ষের ও বঙ্গ- দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	৪।
ডাকমাহুল	১।
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	১।
ডাকমাহুল	১।
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	১। ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক ২ আনা।
ডাকমাহুল	১।

কলিকাতায়।

কালকাতায় ও মকঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাহুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একুটিং ছোট সেক্রেটারী।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A., in two Volumes. Price Rs. 24 : packing and postage Re. 1-12.

. The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced student only, yet as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT., GOVT. PRINTING, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

NOTICE.

In continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—Rates of advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half " " "	10
Casual advertisement—4 annas per line.	

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই যর্থের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্নমেন্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্নমেন্ট কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কোটাণ্টের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিকোণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ বর্লটন,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।— কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই২।—

	টাকা।
পুরা এক পৃষ্ঠা এক২ বার প্রকাশ করণের	২০০
আধ পৃষ্ঠা	১০০
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক২ পৃষ্ঠা	১০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.— Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিভিল সর্বিসে নিযুক্ত বর্ধমানের ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজা বিষয়ক আইন সংহিতা।

এক২ খানি পুস্তকের মূল্য, ৫, পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কোটাণ্টের নিকট এক২ খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন। মন্তব্য।— উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রুগনেড ওয়েস্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজি-স্টারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্নমেন্ট প্রেসে, থাকার স্প্রিঙ্গ কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।



গবর্ণমেন্ট গেজেট।

TUESDAY, JULY 20, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২০ জুলাই।

CONTENTS

	PAGE.	নির্ঘণ্ট।	
PART I.—Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	পৃষ্ঠা।
PART II.—Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal	Nil.	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	নাই।
PART III.—Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART IIIA.—Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাঠ্যলিপি	নাই।
PART IIII.—Acts of the Legislative Council of India	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাঠ্যলিপি	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council	Nil.	অষ্টম খণ্ড।—ইশ্‌তিহাব প্রভৃতি	৩৫৯-৩৬৫
PART VII.—Circular Orders by the High Court and Board of Revenue	Nil.	পরিশিষ্ট গবর্ণমেন্টের গেজেট	নাই।
PART VIII.—Advertisements	359-365		
SUPPLEMENT	Nil.		

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহাব প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ ইংরেজির ১১ আগস্ট তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। সন ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ২৪ জুন।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ক্রমিক নম্বর।	মহাল ও পাবগণাব নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কে-ল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাচার মালিকগণের নাম, কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশ সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাচার বাকী	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	
৩৭ ৬৪ ৭০	থানে ফটীকছরি— তং আনন্দামান ওজা	১১৬০০৩	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হই- বেক।	শ্রীনিমাইচরণ নন্দা শ্রীমতী গুণশীলা।	৭০৬৬	
৮৩ ৩৯১ ৫৫৪	থানে রাউজান, সহর— তং বসন্তরাম ফতে- য়াবাদ।	৫৫৭৬০৩	অংশ বিক্রয় হইবেক।	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ২ নং অবশিষ্ট মালীকা- নের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হই- বেক তন্নিম্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীআনন্দমোহন দে শ্রীআলা মহাং গং।	৫৫৪১১০ ২১০	
৮৮ ৫৯৬ ৫৫৯	থানে রাউজান, ভাটিয়ারি— তং বকশা আলী...	৯৩৭১১০	ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ২ নং অবশিষ্ট মালীকা- নের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হই- বেক তন্নিম্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীজান আলী শ্রীআকমল আলী গং	৭৯৯৬৭ ১৬৯০/১০	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদব জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদব জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৪৬ ১২৬৯ ১৬২৩	খানে ভাটিয়ারি, রাউজান — তং যশমন্ড সিংহ	১৩৮৬।৯২	অংশ বিক্রয় হইবে।	১৮৭৯ সালের ১১ আইনমতে জমা অতন্ত্র হইয়া ৩নং অবশিষ্ট মালিকা- নের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হই বেক তন্নিম্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীমতী আকমন্নিছা শ্রীমতী জমিলা খাতুন গং।	১১১৪।৬৫	১৩৮।৯১০
২৯৯ ১৫১২ ২১০০	খানে হাটহাজারি, পটিয়া, রাউজান সহর, সাতকানিয়া তং কুমারকিশোর কানুনগোয়।	৫২৫।৯৭	ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা অতন্ত্র হইয়া ১নং শ্রীকজলে তাহা- মদের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হই- বেক তন্নিম্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীকজলে আতাম্মদ শ্রীবজলেছমদ।	৫২৪।৬	১৩১।৩
৩১৯ ১৬৯৪ ২১৫৭	কাঁড়ি রাজনোয়া - তং খেমকরণ হাজারি।	৫৬১।৬	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হই- বেক।	শ্রী শিবরতন হাজারি	১৪০।৪

সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখের বাকীপড়া।

টীকা।—যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘবে কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেট স্থলে তাহা বিক্রয় হইবে যে ঐ অংশের
নামিক অতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

(CHITTAGONG COLLECTORATE,)
The 5th July 1897.)

J. D. ANDERSON
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহার নামা কাছারি কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

সন ১৮৫৯ সালের ৭ ধারার মর্মানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে নিম্নের লিখিত মহাল চট্টগ্রাম জিলায় রাউজান খাস মাহল স্থিত ১৮৯৭ ইংরেজি ২৫শে মেই শেষ তারিখের খাজানা ও ছেচ বাকির জন্যে ১৮৯৭ ইংরেজি ২৪ আগস্ট তারিখে চট্টগ্রাম কালেক্টরিতে নিলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ই তারিখ ৫ জুন।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকার নম্বর।	তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদব জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেচ।	খাজানা।	ছেচ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	২ ২৩৯২৯ ৫০৬	মোঁজে হাপানিয়া থানা ফটীকছুরী মহল নওয়ান- বাদ।— তালুক ফরাদ জাফর ...	ওবেদর রহমান ঙাঁ পিং তোরাপ আলি ঙাঁ সাঃ পাঁচলাইশা।	৮৯৭	৬৭১/৬	৬৩০	৫১০/০	৬৮১০/০	...

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 7th July 1897.

J. D. ANDERSON,

Collector.

জিলা চট্টগ্রাম—ইস্তাহার নামা কাছারি কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকার ১৮৯৭ ইং ২৫ শে ফেব্রুয়ারি সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাকী পড়া খাজানা ছেচ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ ইং ১০ই আগস্ট মোতাবেক ১৩০৪ বাঙ্গালা ২৬ শ্রাবণ রোজ মঙ্গলবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনাওজরে প্রকাশ্যে নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তারিখ ১৬ জুন।

তালুকের নম্বর।	তালুকের নাম।	মালিকের নাম।	বার্ষিক জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
			খাজানা	ছেচ।	খাজানা।	ছেচ।	মোট।	
৬৩৪৩	থানা সাতকানিয়া মোঁজা চড়ম্বা মহল নওয়ান।—	কৈলাস চন্দ্র চৌধুরী, পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, হরদাস চৌধুরী, তারকচন্দ্র চৌধুরী দেবিদাস চৌধুরী এবং গোলোকচন্দ্র চৌধুরী সাকিনান চড়ম্বা থানা সাতকানিয়া।	১৯৮৯	৭৭,	৭৪৬	...	৭৪৬	সম্পূর্ণ তা- লুক বিক্রী হইবে।
৫৬১৭	তালুক কালীকিঙ্কর উপেন্দ্র দাস, হরি ঈশান দেবিদাস, রায়শরণ।		১১০	১১০	১২	...	১২	

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 18th June 1897.

J. D. ANDERSON,

Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking six pounds at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates : per four-ounce tin, Rs. 2 annas 8; per eight-ounce tin, Rs. 5; per pound tin, Rs. 10. The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, for cash only, at the undernoted rates : per four-ounce tin, Rs. 3; per eight-ounce tin, Rs. 6; per pound tin, Rs. 12. This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 oz. tin, eight annas per 8 oz. tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরহ্ন সিন্‌কোনা ।

কলিকাতাস্থ বোটানিক্যাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট গবর্নমেন্টের কর্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে জ্বরহ্ন সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ২।।০ টাকায়, আট ওন্স টিন ৫. টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০. টাকায় পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট নগদ মূল্য দিলে এই হিসাবে অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ৩. টাকায়, আট ওন্স টিন ৬. টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২. টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ওন্স টিনের ১০, আট ওন্স টিনের ১০ ও এক পৌণ্ড টিনের ১০ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন ।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন ১৮. বা ডাক মাসুল সমেত ১৮.৬০

১। আধ " " ৯. " " " " ৯।।০

১ শিকি " " ৪।।০ " " " " ৫)

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনাডাইন নামক অপকৃত্ত স্ফারের সহিত ইচ্ছাপূর্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টি দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্নমেন্টের কর্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengals Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mufassal.

			Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—						
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage

E. N. BAKER.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাল্লা গবর্নমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাসুল এই অবধি নিম্ন-লিখিত ধারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

	মফঃসলে	টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর ১০২
ডাকমাসুল	২৫০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (বাহাতে কারতবর্ষের ও বঙ্গ-দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	৪১
ডাকমাসুল	১১
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	১০
ডাকমাসুল	১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	১০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি তার এক ২ আনা।
ডাকমাসুল	১০

কলিকাতায়।

কালকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাসুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার :

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একুটিং ছোট সেক্রেটারী।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Muller, M.A., in two Volumes. Price Rs. 21 packing and postage Re. 1-12

*** The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymns is in the examinations required of the more advanced student only, yet as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT., GOVT. PRINTING, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

NOTICE.

In continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers of offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazette, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1887.

NOTE.—Rates of advertisements in the CALCUTTA GAZETTE

	Rs.
Full page, per issue	20
Half " "	10

Casual advertisement—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রটিরিক্ত এই মর্মেয় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্নমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্নমেন্ট কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কোন্টাণ্টের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহাব কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিক্টেট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডব্লিউ বল্টন.

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর :

মূল্য।— কলিকাতা গেজেটে ইশতিহাব প্রকাশ কানবার তাব ঐ২১।—	১০০
পূর্বা এক পৃষ্ঠা একমুদ্রা প্রকাশ কবণের
কম্পিউটার
কখন কখন ইশতিহাব প্রকাশ কবিত্তে কহলে একমুদ্রা পণ্ডিত	...

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B. - Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিফ্টার-আট-লা ও শ্রীশ্রীমতার বঙ্গদেশের সিবিল সার্ভিসে নিযুক্ত বঙ্গমানের ডিফ্রিক্ট ও সেক্রেটারী ও সেক্রেটারী কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এম, এড সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজ্ঞা বিষয়ক আইন সংহিতা।

একমুদ্রা পুস্তকের মূল্য, ৫ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কোন্টাণ্টের নিকট একমুদ্রা পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিরা ডাকে পাঠাইবার খরচ ১০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন। মন্তব্য।— উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকায়েপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিন্ট ওয়েস্ট টৌন হালের হাডায় হিত বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগের অধিনে রেজিষ্টারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্নমেন্ট প্রেসে, প্রকাশ্য স্প্রিন্ট কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা গেজেটের ১৬৫ নম্বর যন্ত্রালয়ে গবর্নমেন্টের অন্য ঐ২১১ পোর্টা সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশ্য হইল।
B 49a-20 7-97-1143-120





গবর্ণমেন্ট গেজেট।

TUESDAY, JULY 27, 1897.

বঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৭ জুলাই।

CONTENTS.		নির্ধেট।	
	PAGE.		পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভাবতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	নাই।
PART II.—Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal	243—246	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	২৪৩—২৪৬
PART IIA.—Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal	67—69	দ্বিতীয় ক খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আদেশ	৬৭—৬৯
PART III.—Acts of the Legislative Council of India	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভাবতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভাবতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
PART VII.—Circular Orders by the High Court and Board of Revenue	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র	নাই।
PART VIII.—Advertisements	367—376	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহাব প্রভৃতি	৩৬৭—৩৭৫
SUPPLEMENT	Nil.	পারিশিষ্ট গবর্ণমেন্টের গেজেট	নাই।

PART II.

Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

 ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

 MARINE DEPARTMENT.

The 16th July 1897.

No. 130 Marine.—The following telegram, dated the 5th July 1897, from the Secretary of State for India, relative to the grant of Bills of Health to sailing vessels and sambuks sailing from Aden to the Red Sea ports, is published for general information.

A. D. McARTHUR, *Colonel, R.E.,*
Secy. to the Govt. of Bengal.

Dated the 5th July 1897.

From—The Secretary of State, London,
 To—The Viceroy, Simla.

Following telegram sent to Aden, 5th July—Plague. Constantinople Board of Health desire Bills of Health given to every sailing vessel and sambuk from Aden to the Red Sea ports, stating destination, number of crew and passengers, and nature of cargo.

The 19th July 1897.

No. 132 Marine.—The following telegram, dated the 2nd July 1897, from the Secretary of State for India, relative to the withdrawal of quarantine restrictions by the authorities in Switzerland, the imposition of which was notified in this Department Notification No. 40-Marine, dated the 19th February 1897, is published for general information:—

A. D. McARTHUR, *Col., R.E.,*
Secy. to the Govt. of Bengal.

Copy of a telegram, dated the 2nd July 1897, from the Secretary of State, London, to the Viceroy, Simla.

Switzerland.—Prohibition mentioned in my telegram of 16th February last has been cancelled.

The 20th July 1897.

No. 134 Marine.—The following telegram No. 30, dated the 8th July 1897, from H. B. M.'s Charge' d'Affaires, Teheran, relative to the imposition of quarantine restrictions in Persia, is published for general information, in continuation of this Department Notification No. 44 Marine, dated the 23rd February 1897.

A. D. McARTHUR, *Col., R.E.,*
Secy. to the Govt. of Bengal.

Copy of a telegram, No. 30, dated the 8th July 1897, from H. B. M.'s Charge' d'Affaires, Teheran, to Foreign Secretary, Simla.

By order of the Persian Government the quarantine for arrivals in Persia is to be reduced to three days. Please inform the Doctor in Seistam.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের জ্ঞাদেশ ।

মেরিন্ ডিপার্টমেন্ট ।

১৮৯৭ সাল ১৬ জুলাই ।

মেরিন্ ১৩০ নম্বর । এদন হইতে সুপসাগরের বন্দরসমূহে পাইলভরে যে সকল জাহাজ ও সাম্বক যায় তাহাদের স্বাস্থ্যের সার্টিফিকেট দেওন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীযুত ফেট সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৯৭ সালের ৫ জুলাই তারিখের নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম সাধারণের অবগত্যর্থ প্রকাশ করা গেল ।

এ, ডি, ম্যাকআর্থর, কর্নেল, আর, ই,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

১৮৯৭ সাল তারিখ ৫ জুলাই ।

সিমলায় শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধির নিকট,
লণ্ডনস্থ শ্রীযুত ফেট সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম ।

৫ জুলাই তারিখে এদনে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম প্রেরিত হইয়াছে—মড়ক । কনফার্মিনোপালের বোর্ড অফ হেলথের ইচ্ছা এই, এদন হইতে সুপসাগরের বন্দরসমূহে পাইলভরে গামি প্রত্যেক জাহাজ ও সাম্বককে স্বাস্থ্যের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, ও সেই সার্টিফিকেটে ঐ জাহাজ ও সাম্বক যে স্থানে যাইবে, এবং তাহার মাল্লার ও আরোহীর সংখ্যা ও যে প্রকারের মাল তাহা লেখা থাকে ।

১৮৯৭ সাল ১৯ জুলাই ।

মেরিন্ ১৩২ নম্বর ।—কারান্টাইন নিষেধ বিধি ধার্যকরণের যে কথা এই ডিপার্টমেন্টের ১৮৯৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের মেরিন্ ৪০ নম্বরে প্রকাশ করা গিয়াছে সুইটজারলণ্ডের কর্তৃপক্ষের দ্বারা সেই বিধি রহিত করণ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীযুত ফেট সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৯৭ সালের ২ জুলাই তারিখের নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম সাধারণের অবগত্যর্থ প্রকাশ করা গেল ।

এ, ডি ম্যাকআর্থর, কর্নেল, আর, ই,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

সিমলায় শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধির নিকট লণ্ডনস্থ শ্রীযুত ফেট সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৯৭
সালের ২ জুলাই তারিখের টেলিগ্রামের প্রতিলিপি ।

সুইটজারলণ্ড—আমার গত ফেব্রুয়ারি মাসের ১৬ তারিখের টেলিগ্রামে প্রকাশিত নিষেধ রহিত করা গেল ।

১৮৯৭ সাল ২০ জুলাই ।

মেরিন্ ১৩৪ নম্বর ।—পারস্যে কারান্টাইনের নিষেধ বিধি ধার্য করণ সম্বন্ধে টেহেরনের এচ, বি, এম'স চার্জ ডি' আফেয়রের ১৮৯৭ সালের ৮ জুলাই তারিখের নিম্নলিখিত ৩০ নং টেলিগ্রাম এই ডিপার্টমেন্টের ১৮৯৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখের মেরিন্ ৪৪ নং বিজ্ঞাপনের অমুক্রমে সাধারণের অবগত্যর্থ প্রকাশ করা গেল ।

এ, ডি, ম্যাকআর্থর, কর্নেল, আর, ই,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

সিমলায় শ্রীযুত ফরিন্ সেক্রেটারী সাহেবের নিকট টেহেরনের শ্রীযুত এচ, বি, এমসের
চার্জ ডি' আফেয়রের ১৮৯৭ সালের ৮ জুলাই তারিখের ৩০ নং
টেলিগ্রামের প্রতিলিপি ।

পারস্যের গবর্নমেন্টের আজ্ঞাক্রমে পারস্যে আগত জাহাজের পক্ষে কারান্টাইন কমাইয়া তিন দিন করা যাইবে । সিন্ধামের ডাক্তারকে ইহা জ্ঞাত করুন ।

বঙ্গমহিলাগণের রচনার নিমিত্ত বাবু ব্রজমোহন দত্ত স্থাপিত পারিতোষিক ।

১৮৯৭-৯৮ অক্টোবর জন্ম বাবু ব্রজমোহন দত্তের দেয় ৪০, টাকা পারিতোষিকের নিমিত্ত নিম্নলিখিত
প্রবন্ধটি নির্দিষ্ট হইয়াছে “ গার্হস্থ্য বিষয়ে নর নারীর কর্তব্য । ”

পারিতোষিক দানের নিয়ম ।

- (১) বঙ্গমহিলা মাত্রেই পারিতোষিকপ্রার্থিনী হইতে পারিবেন ; এতৎসম্বন্ধে বয়সের কোন
নিয়ম নাই ।
- (২) পারিতোষিকপ্রার্থিনীগণকে বঙ্গভাষাতেই হউক বা সংস্কৃত ভাষাতেই হউক কোন একটি
নির্দিষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে ।
- (৩) এই বিজ্ঞাপন প্রচারের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে প্রবন্ধগুলি বিচারের জন্য সেন্ট্রাল
টেক্‌স্ট বুক কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে ।
- (৪) প্রত্যেক প্রবন্ধের সহিত পারিতোষিকপ্রার্থিনীর স্বামী, পিতা বা অন্য অভিভাবককে এই
মর্মে পত্র লিখিয়া পাঠাইতে হইবে, যে, তাঁহার বিশ্বাসমতে, রচয়িত্রী, এই প্রবন্ধ রচনা-
কালে, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে কোন প্রকার সাহায্যই গ্রহণ করেন নাই ।

১৮৯৭ অক্টোবর ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে কলিকাতায়, (৪ নং ডালহাউসী, স্কোয়ার)
প্রেসিডেন্সি সার্কেলের স্কুল সমূহের ইন্স্পেক্টরের অফিসে, সেন্ট্রাল টেক্‌স্ট বুক কমিটির সম্পাদক
মহাশয়ের নামে এই প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে । এই প্রবন্ধের মোড়কের (কভারের) উপর “ ব্রজমোহন
দত্ত পারিতোষিকের রচনা ” এইরূপ লিখিত থাকিবে । যাহার রচনা সর্কোৎকৃষ্ট হইবে কলিকাতা
গেজেটে তাঁহার নাম প্রকাশিত হইবে ।

যিনি একবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে অন্য বৎসর পুনর্বার প্রবন্ধ
রচনা করিতে পারেন । যদি তাঁহার রচনা সে বারেও সর্কোৎকৃষ্ট হয় তাহা হইলে তাঁহার নাম
কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পারিতোষিক, রচনার গুণানুসারে, তাঁহার পরবর্ত্তিনী
মহিলাকে প্রদত্ত হইবে ।

যদি বিচারকগণ সর্কোৎকৃষ্ট রচনাটিকেও পারিতোষিকের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা না করেন,
তাহা হইলে পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে না ।

কলিকাতা
১লা জুলাই ১৮৯৭ }

সি, এ, মার্টিন
বাল্লা দেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ।



গবর্নমেন্ট গেজেট।

TUESDAY, JULY 27, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৭ জুলাই।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের আদেশ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 3703M.—The 15th July 1897.—Whereas a notification No. 2559M., dated the 8th May 1897, was published at page 118, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 12th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of Part IX of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as amended by Bengal Acts IV of 1894 and II of 1896, to the undermentioned area situated within the Barisal Municipality, in the district of Backergunge, and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 221 of the Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Barisal Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the above provisions of the Municipal Act to the said area situated within the above Municipality:—

West.—West Bogura road, North Bogura road and Sakutia road.

North.—Jail khal.

South.—Kalibari road.

East.—Existing limits.

C. E. A. W. OLDHAM,

Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

No. 3745M.—The 17th July 1897.—Whereas a notification No. 1598M., dated the 23rd March 1897, was published at page 75, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 24th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to sanction the levy by the Commissioners of the Asansol Municipality, in the district of Burdwan, of a tax under section 131 of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as amended by Bengal Act IV of 1894, on carriages and on horses and other animals specified in the fifth schedule of the Act, at rates not exceeding those mentioned in the said schedule, and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 86 (a) of the Act, and in accordance with the recommendations of the Commissioners of the Asansol Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the above proposal.

C. E. A. W. OLDHAM,

Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

মুন্সিপল ও স্থানীয় ।

বিজ্ঞাপন ।

৩৭০৩ এম্ নম্বর ।— ১৮৯৭ সাল ১৫ জুলাই ।—বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত বরিশাল মুন্সিপালিটির মধ্যে স্থিত নিম্নলিখিত স্থানে ১৮৯৪ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন ও ১৮৯৬ সালের ২ আইন দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের মুন্সিপালিটি বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের নবম পরিচ্ছেদের বিধান প্রচলিত করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ৮ মে তারিখের ২৫৫৯ এম, নং যে বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১২ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ B খণ্ডের ১১৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থ্যে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রতি উক্ত আইনের ২২১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাসূত্রে কার্য্য করিয়া এবং বরিশাল মুন্সিপালিটির সভাগত কমিশনরদের অমুরোধক্রমে মুন্সিপল আইনের উক্ত বিধান উক্ত মুন্সিপালিটির মধ্যে স্থিত উক্ত স্থানে প্রচলিত করিবার অমুমতি দিলেন ।

পশ্চিম সীমা ।—পশ্চিম বগুড়া রাস্তা, উত্তর বগুড়া রাস্তা ও সাকুটিয়া রাস্তা ।

উত্তর সীমা ।—জেলের খাল ।

দক্ষিণ সীমা ।—কালীবাড়ী রাস্তা ।

পূর্ব সীমা ।—বর্তমান সীমা ।

সি, ই, এ, ডবলিউ, ওল্ডহাম,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

৩৭৪৫ এম্ নম্বর ।— ১৮৯৭ সাল ১৭ জুলাই ।—বর্তমান জিলার অন্তর্গত আসেনসোল মুন্সিপালিটির কমিশনরদের দ্বারা ১৮৯৪ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের মুন্সিপালিটি বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের পঞ্চম তপসীলে নির্দিষ্ট গাড়ী, ঘোড়া ও অন্যান্য জন্তুর উপর উক্ত তফসীলের লিখিত হারের অনধিক হারে উক্ত আইনের ১৩১ ধারামতে টাক্স আদায় করিবার অমুমতি দিতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ২২ মাচ্ তারিখের ১৫৯৮ এম, নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ২৪ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ B খণ্ডের ৭৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থ্যে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রতি উক্ত আইনের ৮৬ (ক) ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদসূত্রে কার্য্য করিয়া এবং আসেনসোল মুন্সিপালিটির সভাগত কমিশনরদের অমুরোধক্রমে উক্ত প্রস্তাব অমুমোদন করিলেন ।

সি, ই, এ, ডবলিউ ওল্ডহাম,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।



গবৰ্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JULY 27, 1897.

যঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৭ জুলাই।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশতিহার প্রকৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS.

ভূমিবিষয়ক ইত্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ ইংরেজির ১১ আগস্ট তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। সন ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ২৪ জুন।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌমিক নম্বর।	মহাল ও পবগণাব নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কোন অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৩৭ ৬৪ ৭০	থানে ফটাকছরি— তং আনন্দীমান ওল্লা	১১৬০/৩	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হই- বেক।	শ্রীনিমাইচরণ নন্দী শ্রীমতী গুণশীলা।	৭০৬৬
৮৩ ৩৯১ ৫৫৪	থানে রাউজান, সহর— তং বসন্তরাম ক্ষতে- য়াবাদ।	৫৫৭৬০/৩	অংশ বিক্রয় হইবেক।	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ২ নং অবশিষ্ট মালীকা- নের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হই- বেক তন্নিম্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীআনন্দমোহন দে শ্রীআলী মহাং গং।	৫৫৪১১/০	২১/৩
৮৮ ৩৯৬ ৫৫৯	থানে রাউজান, ভাটিয়ারি— তং বকশা আলী...	৯৩৭১১/০	ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ২ নং অবশিষ্ট মালীকা- নের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হই- বেক তন্নিম্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীজান আলী শ্রীআকমল আলী গং	৭৯৯৬০/৭	১৬৯০/১০

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
সীতার নং।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৪৬ ৬৯ ২৩	থানে ভাটিয়ারি, রাউজান— তং যশমন্ত সিংহ	১৩৮৬।১২	অংশ বিক্রয় হইবে।	১৮৭৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ৩ নং অবশিষ্ট মালিকা- নের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রয় হই- বেক তন্মিন্ন অন্য কোন অংশ বিক্রয় হইবেক না।	শ্রীমতী আকমলিছা শ্রীমতী জমিলা খাতুন গং।	১১১৪।১৫	১৩৮।১০
১২ ১২ ১০	থানে হাটহাজারি, পটীয়া, রাউজান সহর, সাতকাণিয়া— তং কৃষ্ণকিশোর কানুনগোয়।	৬৪৫।১৭	ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ১ নং হিং ফজলে আহা- মদের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রয় হই- বেক তন্মিন্ন অন্য কোন অংশ বিক্রয় হইবেক না।	শ্রীফজলে আহাম্মদ শ্রীবজলেছমদ।	৫২৪।১৬	১৩১।১১
৯ ৪ ৭	কাঁড়ি রাজনীয়া— তং খেমকরণ হাজারি।	৫৬১।১৬	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হই- বেক।	শ্রীশিবরতন হাজারি	১৪০।১৪

সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখের বাকীপড়া।

টীকা।—যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘবে কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের
স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
Th 5th July 1897.

J. D. ANDERSON,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহার নামা কাছারি কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

সন ১৮৫৯ সালের ৭ ধারার মর্মানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে নিম্নের লিখিত মহাল চট্টগ্রাম জিলায় রাউজান খাস মহাল স্থিত ১৮৯৭ ইংরেজি ২৫শে মেই শেষ তারিখের খাজানা ও ছেচ বাকির জন্যে ১৮৯৭ ইংরেজি ২৪ আগস্ট তারিখে চট্টগ্রাম কালেক্টরিতে নিলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ই তারিখ ৫ জুলাই।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকার নম্বর।	তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেচ।	খাজানা।	ছেচ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	২ ২৩৯২৯ ৫০৬	মোঁজে হাপানিয়া থানা ফটীকছুরী মহল নওয়া- বাদ।— তালুক করাদ জাফর ...	ওবেদর রহমান খাঁ পিং তোরাপ আলি খাঁ সাঃ পীতলাইশা।	৮৯৭	৬৭১/৬	৬৩০	৫১০/০	৬৮১০/০	...

(CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 7th July 1897.)

J. D. ANDERSON,
Collector

জিলা চট্টগ্রাম—ইস্তাহার নামা কাছারি কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকার ১৮৯৭ ইং ২৫ শে ফেব্রুয়ারি সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাকী পড়া খাজানা ছেচ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ ইং ১০ই আগস্ট মোতাবেক ১৩০৪ বাঙ্গালা ২৬ শ্রাবণ রোজ মঙ্গলবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনাওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ১৮৯৭ ইং তারিখ ১৬ জুন।

তালুকের নম্বর।	তালুকের নাম।	মালিকের নাম।	বার্ষিক জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
			খাজানা	ছেচ।	খাজানা।	ছেচ।	মোট।	
৬৩৪৩	থানা সাতকানিয়া মোঁজা চড়ছা মহল নয়াবাদ।—	কৈলাস চন্দ্র চৌধুরী, পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, হরদাস চৌধুরী, তারকচন্দ্র চৌধুরী দেবিদাস চৌধুরী এবং গোলোকচন্দ্র চৌধুরী সাকিনান চড়ছা থানা সাতকানিয়া।	১২৮৯	৭৭	৭৪৬	...	৭৪৬	সম্পূর্ণ তা- লুক বিক্রী হইবে।
৫৬১৭	তালুক কালীকঙ্কর উপেন্দ্র দাস, হরি কামান দেবিদাস, রামশরণ।		১১০	১১০	১২		১২	

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 18th June 1897.

J. D. ANDERSON,
Collector.

জিলা নোয়াখালী।

জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ধরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌকির নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কিনা।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১২	দাম্ভরা হিঃ ১১ = ১০	অংশ ...	হিসাব পৃথক হিঃ	শ্রী চন্দ্রনাথ গুপ্ত	৮০৯৫৬	৪৮০।০২
১	ক্রান্তী পং দাম্ভরা।			১১০।।/৮ তিলা	চৌধুরী গং।			
৪৫	কিসমত মহেশ্বর না- নারায়ণ পং সুন্দীপ।	৬৩৭/১১	সম্পূর্ণ	শ্রীমতী আইজেন- য়েছা।	১২২।১১
২১১	চাকলে বামনী জমি- দারী চাং বামনী।	অংশ ...	হিসাব পৃথক হিঃ	মেঃ পি, জে, ডেলনি	২৭৭।৬৫	৫৫৫।৬৯
				১০ আনা।	গং নাবলগান পক্ষে মাতা অভি- ভাবক মিস এনেলা জে, ডেলনি সাহেবা।			
			খাস মহাল টেনিউর—					
১৬৭৫	চর উম্মর রায় মধ্যে ২ নং গং মঃ ম্যাদি হাওয়াল লাছদলাল।	৮৫৫।৫	সম্পূর্ণ	আবদুল হাকিম মিঞাজি গং।	২৮।০
১৬৭৫	ঐ চর মধ্যে ৩ নং গং মঃ ম্যাদি হাওয়াল ব্রজরাম মাঝি গং।	৭২০।।৬	ঐ	ব্রজরাম মাঝি গং	২৩।০

LALIT KUMAR DAS,
Deputy Collector in charge.

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৭ ইংরাজির ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখের বাকী পড়া ৫০০) টাকার উর্ধ্ব, জমার নওয়াবদি তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেচ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সালের ৭ আং ১৮৭১ সালের ২ আং ১৮৫৯ সালের ১১ আং ৬ ধারার অধীনে ১৮৯৭ ইং তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১৩০৪ বাং তারিখ ২৩ ভাদ্র রোজ মঙ্গলবার ধার্যে জিলা কালেক্টরিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৯ জুলাই।

ক্রমিক নম্বর।	তালু- কাব নম্বর।	তালুকাব নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকীর পরিমাণ।			মন্তব্য।
				খাজনা।	সেম।	খাজনা।	সেম।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	৪৮১৯ ২৩৮৭৯ ৫৮২ ১৫৩২	মোঁজে জুজখলা থানা ফটীকছুরি মহাল নও- য়াবাদ।							
	৪২৪২ ২৪০২১ ৩৬৭৪	তাং সেখ ওবেদুল্লা খাঁ হাং তাং লতিপা খাতুন মোঁজে ভূজপুর থানা ফটীকছুরি মহাল নও- য়াবাদ।	শ্রীমতী লতিফা খাতুন ...	১১০৯।।৯	৫৮/০	৫৫৪)	২২৮৬/৩	৫৭৬৮৬/৩
		তাং এয়ার আলি খাঁ হাং তাং ওবেদর রহমান খাঁ।	ওবেদর রহমান খাঁ ...	৭০৩)	৩৬৬/০	৩৪৬।।৯	১৩৮৯	৩৬০।/৬

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 23rd July 1897.

J. D. ANDERSON,

Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking six pounds at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, Rs. 2 ans. 8; per eight-ounce tin, Rs. 5; per pound tin, Rs. 10. The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, for cash only, at the undernoted rates: per four-ounce tin, Rs. 3; per eight-ounce tin, Rs. 6; per pound tin, Rs. 12. This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 oz. tin, eight annas per 8 oz. tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

কুরঙ্গ সিন্‌কোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট গবর্ন-
মেন্টের কর্মচারীগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে
কুরঙ্গ সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ওঁন্স টিন ২।।০ টাকায়, আট ওঁন্স টিন ৫.২ টাকায় ও এক পৌণ্ড
টিন ১০. টাকায় পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট নগদ মূল্য
দিলে এই হিসাবে অর্থাৎ চারি ওঁন্স টিন ৩, টাকায়, আট ওঁন্স টিন ৬. টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন
১২, টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই
ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ওঁন্স টিনের ১০, আট ওঁন্স টিনের ১২
ও এক পৌণ্ড টিনের ১২ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন ।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন ১৮, বা ডাক মাণ্ডল সমেত ১৮৫০

৥ আধ ” ” ৯) ” ” ” ” ৯১০

। শিকি ” ” ৪১০ ” ” ” ” ৫)

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে । এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনৌডাইন নামক অপকৃত্ত ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারান্টি দেওয়া যাইতেছে । ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্নমেন্টের কর্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে ।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengals Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mufassal.

			Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
	Postage	...	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	"
	Postage	...	1	0	0	"
For a single copy—						
Entire Gazette	0	4	0	
	Postage	...	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
	Postage	...	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাঙ্গালা গবর্নমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্ন-লিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

	মকঃসলে	টাকা ।
সম্পূর্ণ গেজেট	...	বৎসর ১০-
ডাকমাশুল	...	" ২১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে কারতবর্ধের ও বঙ্গ-দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	" ৪)
ডাকমাশুল	...	" ১)
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	...	" ১০
ডাকমাশুল	...	" ১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	...	" ৪ পৃষ্ঠার উপর মূল্য অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক ২ আনা ।
ডাকমাশুল	...	" ১০

কলিকাতায় ।

কালকাতায় ও মকঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না ।

ই, এন, বেকার ।

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একুটিং ছোট সেক্রেটারী ।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A., in two Volumes. Price Rs. 24 : packing and postage Rs. 1-12.

••• The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced student only, yet as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible. I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT., GOVT. PRINTING, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

NOTICE.

In continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengales Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—Rates of advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

				Rs.
Full page, per issue	20
Half "	"	"	"	10
Casual advertisement---4 annas per line.				

বিজ্ঞাপন ।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্মে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল ।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্ট কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তদ্বিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল ।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কোণ্টার্টের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে উপ-রোক্ত কার্যালয় ভিন্ন বেগন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না ।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কোন্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে ।

সি, ডবলিউ বন্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর ।

মন্তব্য — কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই—

				টাকা।
পূর্বা এক পৃষ্ঠা এক বার প্রকাশ করণের	২০
আধ পৃষ্ঠা	১০
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক পৃষ্ঠা	১০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে ।

বারিষ্টার-আট-লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিভিল সর্বিসেসে নিযুক্ত বর্ধমানের ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, কিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজ্ঞা বিষয়ক আইন সংহিতা ।

একং খানি পুস্তকের মূল্য, ৫, পাঁচ টাকা ।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার ধরচ ।/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন । যন্ত্রালয় । -উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে ।

বিজ্ঞাপন ।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মজিস্তার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রুনেড ওয়েন্ট টোন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজি-স্টারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে ।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার স্পিক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায় ।

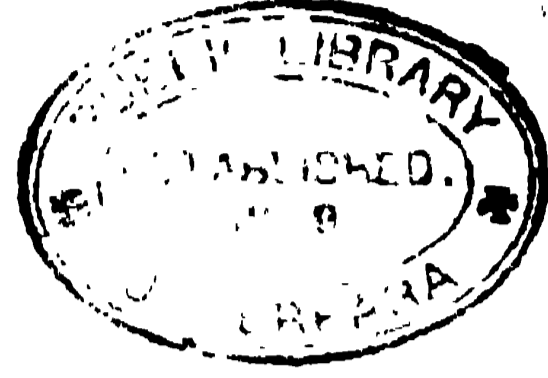
বিজ্ঞাপন ।

সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে শ্রীরামপুর নিবাসি শ্রীরাধিকা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, তস্য পত্নী শ্রীমতী নিত্যময়া দেবি, এবং কন্যা শ্রীমতী ভুবন মোহিনি দেবি এই তিনজনায় বালি নিবাসি শ্রীযোগীন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে এবং গোঘাট নিবাসি শ্রীরামেশ্বর সেন বন্ধিকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন । এক্ষণে উহার দুই জনায় হিসাবাদি না দেওয়াতে উহাদিগকে উক্ত কার্য্য হইতে অবসর দেওয়া হইয়াছে । উহাদিগের দ্বারায় যদি কেহ কোন কার্য্য করান বা টাকা লেন দেন করেন তাহা আদালতে এবং সর্বস্থানে অগ্রাহ্য ও নামঞ্জুর হইবেক ।

শ্রীরাধিকা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ।

(11-1)

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্য শ্রীযুত জেমস পেটী সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



গবর্ণমেন্ট গেজেট।

TUESDAY, AUGUST 3, 1897.

বঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৩ আগস্ট।

CONTENTS

	PAGE.	নির্ধক্ট।	
PART I.—Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ	পৃষ্ঠা।
PART II.—Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal	247—249	আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	নাই।
PART III.—Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal	Nil.	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ,	
PART IIIA.—Acts of the Legislative Council of India	Nil.	আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	২৪৭—২৪৯
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	13—14	দ্বিতীয় ক খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আদেশ	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council	Nil.	আইন	নাই।
PART VII.—Circular Orders by the High Court and Board of Revenue	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের	
PART VIII.—Advertisements	377—385	পাতুলিপি	১৩ ১৫
SUPPLEMENT	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
		ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের	
		পাতুলিপি	নাই।
		সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও বেবিনউ বোর্ডের	
		সাধারণ জ্ঞাপনপত্র	নাই।
		অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহাব প্রভৃতি	৩৭৭ ৩৮০
		পবিশিষ্ট গবর্ণমেন্টের গেজেট	নাই।

PART II.

Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MARINE DEPARTMENT.

The 27th July 1897.

No. 137 Marine.—The following telegram, dated the 14th June 1897, from Sir N. O'Connor, St. Petersburg, regarding the outbreak of plague, is published for general information.

A. D. McARTHUR, Colonel, R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal.

Telegram from Sir N. O'Connor to the Foreign Office, dated St. Petersburg, 14th June 1897.

AMoy in South China, Hui in Indo-China, and Jeddah on Red Sea declared plague-infected.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

মেরিন্ ডিপার্টমেন্ট।

১৮৯৭ সাল ২৭ জুলাই।

মেরিন্ ১৩৭ নম্বর।—মডকের প্রাচুর্য্যব সম্বন্ধে সেন্ট পিটার্সবার্গের শ্রীযুত সর্ এন ওকোনার সাহেবের ১৮৯৭ সালের ১৪ জুন তারিখের নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম সাধারণের অবগত্যর্থ প্রকাশ করা গেল।

এ, ডি, ম্যাকআর্থর, কলনেল আর. ই.

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

ফরিন্ আফিসের শ্রীযুত সর্ এন ওকোনার সাহেবের সেন্ট পিটার্সবার্গ হইতে প্রেরিত
১৮৯৭ সালের ১৪ জুন তারিখের টেলিগ্রাম।

দক্ষিণ চিনের অন্তর্গত আময়ে, ইণ্ডো চিনের অন্তর্গত হইয়ে সুপ সাগরের তটস্থ জেদায় মডক সংক্রামিত হইয়াছে বলিয়া ব্যক্ত করা গিয়াছে।

বঙ্গমহিলাগণের রচনার নিমিত্ত বাবু ব্রজমোহন দত্ত স্থাপিত পারিতোষিক।

১৮৯৭-৯৮ অর্কের জন্য বাবু ব্রজমোহন দত্তের দেয় ৪০, টাকা পারিতোষিকের নিমিত্ত নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি নির্দিষ্ট হইয়াছে “গার্হস্থ্য বিষয়ে নত নারীর কর্তব্য।”

পারিতোষিক দানের নিয়ম।

- (১) বঙ্গমহিলা যাহা এই পারিতোষিকপ্রার্থিনী হইতে পারিবেন; এতৎসম্বন্ধে বয়সের কোন নিয়ম নাই।
- (২) পারিতোষিকপ্রার্থিনীগণকে বঙ্গভাষাতেই হউক বা সংস্কৃত ভাষাতেই হউক কোন একটি নির্দিষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে।
- (৩) এই বিজ্ঞাপন প্রচারের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে প্রবন্ধগুলি বিচারের জন্য সেণ্ট্রাল টেক্‌স্টবুক কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে।
- (৪) প্রত্যেক প্রবন্ধের সহিত পারিতোষিকপ্রার্থিনীর স্বামী, পিতা বা অন্য অভিভাবককে এই মর্মে পত্র লিখিয়া পাঠাইতে হইবে, যে, তাঁহার বিশ্বাসমতে, রচয়িতা, এই প্রবন্ধ রচনাকালে, প্রাণশয় বা অপ্রকাশ্য ভাবে কোন প্রকার সাহায্যই গ্রহণ করেন নাই।

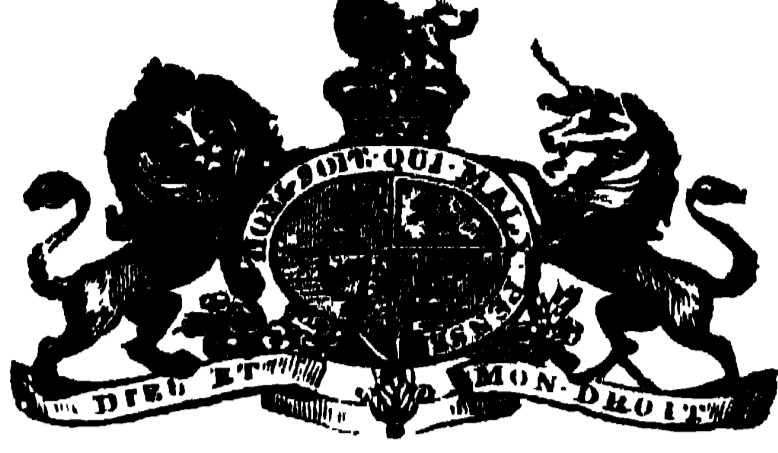
১৮৯৭ অর্কের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে কলিকাতায়, (৪ নং ডালহাউস স্ট্রোয়ায়) প্রেসিডেন্সি সার্কেলের স্কুল সমূহের ইন্স্পেক্টরের আফিসে, সেণ্ট্রাল টেক্‌স্টবুক কমিটির সম্পাদক মহাশয়ের নামে এই প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। এই প্রবন্ধের মোড়কের (কভারের) উপর “ব্রজমোহন দত্ত পারিতোষিকের রচনা” এইরূপ লিখিত থাকিবে। যাহার রচনা সন্মোক্ত হইবে কলিকাতা গেজেটে তাঁহার নাম প্রকাশিত হইবে।

যিনি একবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে অন্য বৎসর পুনরায় প্রবন্ধ রচনা করিতে পারেন। যদি তাঁহার রচনা সে বারেও সন্মোক্ত হয় তাহা হইলে তাঁহার নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পারিতোষিক রচনার গুণানুসারে, তাঁহার পরবর্ত্তিনী মহিলাকে প্রদত্ত হইবে।

যদি বিচারকগণ সন্মোক্ত রচনাটিকেও পারিতোষিকের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে না।

কলিকাতা
১লা জুলাই ১৮৯৭

সি. এ. মার্টিন
বঙ্গালা দেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর।



গবর্ণমেন্ট গেজেট ।

শুক্লাবার, ১৮৯৭ সাল ৩ আগস্ট ।

চতুর্থ খণ্ড ।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থা বিভাগ ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপিখানি ১৮৯৭ সালের ১লা জুলাই তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় উপস্থিত করা হইয়াছিল :—

১৮৯৭ সালের ১০ নম্বর ।

আদালতের রহম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইন
আরও সংশোধন করণার্থ আইনের
পাণ্ডুলিপি ।

আদালতের রহম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইন
আরও সংশোধন করা বিহিত । অতএব এতদ্বারা
নিম্নলিখিতমত বিধান করা গেল :—

১ ধারা । (১) এই আইনটিকে আদালতের রহম
বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইন
সংশোধন করণার্থ ১৮৯৭
সালের আইন বলা যাইতে
পারিবে, এবং

(২) ইহা অবিলম্বে আমলে আসিবে ।

২ ধারা । আদালতের রহম বিষয়ক ১৮৭০ সালের
আইনের ১৯ ছ ধারার পর
নিম্নলিখিত দুইটা ধারা যোগ
করিতে হইবে, অর্থাৎ :—

“১৯ জ ধারা । (১) জিলার প্রধান রাজস্ব
কর্মচারী যে মোকদ্দমায় তাঁহার
জিলার অধীনস্থ কোন আদা-
লতে প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার
ক্ষমতাপত্রের নিমিত্ত দরখাস্ত
করা হয় যে কোন সময়ে সেই
মোকদ্দমার রিকর্ড পরিদর্শন
করিবার ঠিকার পরিদর্শন
করিবার এবং ইষ্টেটের কম
কবিয়া মূল্য-ধারণের কথা
প্রমাণ করিবার ক্ষমতার
কথা ।

করিতে বা করাইতে পারিবেন এবং এরূপ পরিদর্শন
করিয়া বা অন্য প্রকারে তাঁহার যদি এরূপ বিবেচনা
হয় যে দরখাস্তকারী মৃত ব্যক্তির ইষ্টেটের মূল্য কম
করিয়া ধরিয়াছেন তাহা হইলে তিনি যে আদালতে
ঐ দরখাস্ত দায়ের থাকে সেই আদালতকে ঐ ইষ্টেটের
যথার্থ মূল্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার আদেশ করিতে
পারিবেন ।

(২) কোন আদালতকে প্রকৌশলমতে আদেশ
করা হইলে তিনি তদনুসারে অনুসন্ধান করিবেন এবং
মৃত ব্যক্তির ইষ্টেটের যে যথার্থ মূল্য অবধারণ করা
উচিত ছিল যত দূর সম্ভব তাহার কাছাকাছি মূল্য-
নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন ।

(৩) যে ব্যক্তি প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্রের
নিমিত্ত দরখাস্ত করেন আদালত এরূপ কোন অনু-
সন্ধানের প্রয়োজনার্থ স্বয়ং বা কমিশনের দ্বারা শপথ-
ক্রমে তাঁহার সাক্ষ্য লইতে পারিবেন এবং ঐ ইষ্টেটের
যথার্থ মূল্য প্রমাণ করিবার নিমিত্ত ঐ রাজস্ব
কর্মচারী কিম্বা ঐ দরখাস্তকারী আরও যে সাক্ষ্য
আদালতে উপস্থিত করেন তাহা গ্রহণ করিতে
পারিবেন ।”

“১৯ এ ধারা । (১) প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার
ক্ষমতাপত্রের নিমিত্ত প্রত্যেক
দরখাস্তের সহিত প্রবেট বা
ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্রের
সম্বন্ধে এই আইনানুসারে যে কা
আদায় করা যাইতে পারে সেই
কীর সমান টাকা আমানত করিতে হইবে ।

(২) দরখাস্ত যদি মঞ্জুর করা হয় তাহা হইলে (১) প্রকরণানুসারে আমানত করা টাকা পূর্বোক্তমতে আদায়যোগ্য কী সূচিত করণার্থ যে ইন্টাঙ্ক ব্যবহার করিতে হইবে সেই ইন্টাঙ্ক ক্রয় করিবার

নিমিত্ত আদালতের আদেশানুসারে ব্যয়িত হইবে।

(৩) ১ প্রকরণমতে আমানত করা যে টাকা (২) প্রকরণানুসারে ব্যয়িত না হয় তাহা আমানতকারীকে ফেরত দেওয়া হইবে।”

অভিপ্রায় ও হেতুর বিবরণ।

যে ইন্টেট সম্বন্ধে প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র প্রদত্ত হয় দরখাস্তকারী কর্তৃক সেই ইন্টেটের যে মূল্য অবধারিত হয় তাহার উপর ১৮৭০ সালের ৭ আইনানুসারে আদালতের রসুম স্বরূপ শতকরা একটা নির্দিষ্ট টাকা আদায় করা যাইতে পারে। ১৮৭৫ সালের ১৩ আইন এবং ১৮৯০ সালের ৮ আইনের দ্বারা সংশোধিত ঐ আইনের ৩ ক অধ্যায়ে দরখাস্তকারী যে কী দিয়াছেন তাহা ন্যায্য কীর অপেক্ষা অত্যধিক দেখা গেলে কী ফেরত দিবার নিমিত্ত আর দরখাস্তকারী প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্রের নিমিত্ত দরখাস্ত করিবার সময় তাঁহার হস্তে যে সম্পত্তি আসিবে সেই সম্পত্তি কম করিয়া ধরিয়া যদি সেই হিসাবে কী দিয়া থাকেন তাহা হইলে যে কী দিয়াছেন এবং যে কী তাঁহার দেওয়া উচিত ছিল ইহার মধ্যে যত টাকা বৈলক্ষ্য হয় সেই টাকা পরে আদায় করিবার নিমিত্ত বিধান আছে।

২। কিন্তু দরখাস্তকারীর মূল্যাবধারণ যে ঠিক ইহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব কর্মচারিদিগের কোন উপায় করিয়া দেওয়া হয় নাই। দেখা গিয়াছে যে আইনের এই দোষে কার্য পক্ষে কতক অসুবিধা ঘটে। অতএব জিলার প্রধান রাজস্ব কর্মচারী যে যোকদ্দমায় প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্রের নিমিত্ত দরখাস্ত করা হয় সেই যোকদ্দমার রিকর্ড পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং সম্পর্কযুক্ত ইন্টেটের কম করিয়া মূল্য অবধারিত হইয়া থাকিলে আদালতে তাহা প্রমাণ করিতে পারিবেন আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের ৭ আইনে এই মর্মেয় একটি ধারা যোগ করিয়া ঐ দোষ সংশোধন করিবার প্রস্তাব করা যাইতেছে।

৩। যাহাতে প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র দিবার নিমিত্ত পরে যে কী লওয়া যাইতে পারিবে তাহা প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার পত্রের নিমিত্ত দরখাস্ত করিবার সময়ই লওয়া যাইতে পারে তজ্জন্য ঐ আইনে উত্তরাধিকারিত্বের সার্টিফিকেট বিষয়ক ১৮৮৯ সালের ৭ আইনের ১৪ ধারার অস্বরূপ বিধান সন্নিবেশিত করিবার প্রস্তাবও করা যাইতেছে। এক্ষণে যেসকল আইন আছে তাহাতে কী প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্রের নিমিত্ত দরখাস্ত করিবার সময় দিতে হয় না, প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র প্রদত্ত হইবার সময় দিতে হয়। যে ব্যক্তির সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক ১৮৬৫ সালের ১০ আইনের ১৮৭ ও ১৯০ ধারা খাটে না এবং আপন উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার নিমিত্ত যাহার প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র উপস্থিত করিবার প্রয়োজন নাই তিনি প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্রের নিমিত্ত আপন দরখাস্তের উপর প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র প্রদত্ত হইবার হুকুম পাইয়াই আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন এবং প্রার্থিত প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র না লইলে এবং তজ্জন্য নির্দিষ্ট কী না দিলেও তাঁহার চলে। ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে আইনের যে এইরূপ ফল হয় আইন কর্তাদের কখনই এরূপ অভিপ্রায় ছিল না। অতএব পাণ্ডুলিপির ২ ধারার শেষাংশ এইরূপ বল নিবারণের অভিপ্রায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

জে, উদ্ভবরণ।

২৬এ জুন, ১৮৯৭ সাল।

জে, এম্, ম্যাকফার্সন,
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।
CHUNDER NATH BOSK,
Bengali Translator.



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 3, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৩ আগস্ট।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার এত্‌তি।

LAND ADVERTISEMENTS.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ ইংরেজির ১১ আগস্ট তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। সন ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ২৪ জুন।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌগোলিক নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদব জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদব জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৩৭ ৬৪ ৭০	ধানে কটাকছুরি— তং আনন্দীমানওলা	১১৬০/৩	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবেক।	শ্রীনিমাইচরণ নন্দা শ্রীমতী গুণশীলা।	৭০৫৬
৮৩ ৩৯১ ৫৫৪	ধানে রাউজান, সহর— তং বসন্তরাম কতে- য়াবাদ।	৫৫৭৫০/৩	অংশবিক্রয় হইবেক।	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ২ নং অবশিষ্ট মালীকা- নের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হই- বেক তন্নিম্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীআনন্দমোহন দে শ্রীআলী মহাং গং।	৫৫৪১১/০	২১৩
৮৮ ৩৯৬ ৫৫২	ধানে রাউজান, ভাটিয়ারি— তং বকশা আলী...	২৩৭১১/০	ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ২ নং অবশিষ্ট মালীকা- নের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হই- বেক তন্নিম্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীজান আলী শ্রীআকমল আলী গং	৭২২৫০/৭	১৬২০/১০

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
জি.নং	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৪৬ ১২৬৯ ১৬২৩	ধানে ভাটিয়ারি, রাউজান— তং যশমন্ত সিংহ	১৩৮৬।১২	অংশ বিক্রয় হইবে।	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ৩নং অবশিষ্ট মালিকানের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হইবেক তন্নিম্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীমতী আকমম্বিছা শ্রীমতী জমিলা ষাভুন গং।	১১১৪।১৫	১৩৮।১০
২৯২ ১৫১২ ২১০০	ধানে হাটহাজারি, পটীয়া, রাউজান, সহর, সাতকানিয়া— তং কৃষ্ণকিশোর কামুনগোয়।	৬৪৫।৯	ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ১নং হিং কজলে আহামদের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হইবেক তন্নিম্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীকজলে আহামদ শ্রীবজলেছমদ।	৫২৪।৬	১৩১।৪
৩১৯ ১৬৯৪ ২১৫৭	ফাঁড়ি রাজনীয়া— তং খেমকরণ হাজা- রি।	৫৬১।৬	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবেক।	শ্রীশিবরতন হাজারি	১৪০।৮

সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখের বাকীপড়া।

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘবে কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইবে বাকীয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
Th 5th July 1897.

J. D. ANDERSON,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম ।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম ।

সন ১৮৫৯ সালের ৭ ধারার মর্মানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে নিম্নের লিখিত মহাল চট্টগ্রাম জিলায় রাউজান থান মাহাল স্থিত ১৮৯৭ ইংরেজি ২৫শে মেই শেষ তারিখের খাজানা ও ছেচ বাকির জন্যে ১৮৯৭ ইংরেজি ২৪ আগস্ট তারিখে চট্টগ্রাম কালেক্টরিতে নিলামে ধরা যাইবে । ইতি সন ১৮৯৭ইং তারিখ ৫ জুলাই ।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকার নম্বর।	তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেচ।	খাজানা।	ছেচ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	২ ২৩৯২৯ ৫০৬	মোঁজে হাপানিয়া থানা ফটীকছরী মহল নওয়া- বাদ।— তালুক ফরাদ জাফর ...	ওবেদর রহমান ঝাঁ পিং তোরাপ আলি ঝাঁ সাঃ পাঁচলাইশ।	৮৯৭	৬৭১/৬	৬৩০	৫১০/০	৬৮১০/০	...

CHITTAGONG COLLECTORATE,)
The 7th July 1897.)

J. D. ANDERSON,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম—ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম ।

ইস্তাহারনামা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকার ১৮৯৭ ইং ২৫ শে ফেব্রুয়ারি সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাকী পড়া খাজানা ছেচ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ ইং ১০ই আগস্ট মোতাবেক ১৩০৪ বাঙ্গালা ২৬ শ্রাবণ রোজ মঙ্গলবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরিতে কাছারিতে বিনাওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে । ১৮৯৭ ইং তারিখ ১৬ জুন ।

তালুকার নম্বর।	তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	বায়িক জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
			খাজানা	ছেচ।	খাজানা।	ছেচ।	মোট।	
৬৩৪৩ ৫৬১৭	থানা সাতকানিয়া মোঁজা চড়মা মহল নয়াবাদ।— তালুক কালীকঙ্কর উপেন্দ্র দাস, হরি ঈশান দেবিদাস, রামশরণ।	কৈলাস চন্দ্র চৌধুরী, পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, ঈরদাস চৌধুরী, তারকচন্দ্র চৌধুরী দেবিদাস চৌধুরী এবং গোলোকচন্দ্র চৌধুরী সাকিনান চড়মা থানা সাতকানিয়া।	১৯৮৯ ১১৭	৭৭, ১১৭	৭৪৬ /৯	...	৭৪৬ /৯	সম্পূর্ণ তা- লুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,)
The 18th June 1897.)

J. D. ANDERSON,
Collector.

জিলা নোয়াখালী।

জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত ঘাইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ধরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগনাব নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কিনা।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১২ ১ ৪৫ ২১১ ২	দান্দরা হিঃ ১১১-১০ ক্রান্তী পং দান্দরা। কিসমত মহেশ্বর না- নারায়ণ পং শুন্দীপ। চাকলে বামনী জমি- দারী চাং বামনী। ৬৩৭/১১	অংশ ... সম্পূর্ণ ...	হিসাব পৃথক হিঃ ১১১/৮ তিলা	শ্রী চন্দ্রনাথ গুপ্ত চৌধুরী গং। শ্রীমতী আইজা- মেছা।	৮০৯৬৬ ১২২/১১	৪৮০/২
		অংশ ...	হিসাব পৃথক হিঃ ১০ আনা।	মেঃ পি, জে, ডেলনি গং নাবলগান পক্ষে মাতা অভি- ভাবক মিস এনেলা জে, ডেলনি সাহেবা।	২৭৭৬৬	৫৫৬৬৯
			খাস মহাল টেনিউর—					
১৬৭৫	চর উশ্বর রায় মধ্য ২ নং গং মঃ ম্যাডি হাওয়ালা লাছদলাল।	৮৫৫৫	সম্পূর্ণ	আবতুল হাকিম মিঞাজি গং।	২৮০
১৬৭৫	ঐ চর মধ্য ৩ নং গং মঃ ম্যাডি হাওয়ালা ব্রজরাম মাঝি গং।	৭২০/১৩	ঐ	ব্রজরাম মাঝি গং	২৩০

LALIT KUMAR DAS,
Deputy Collector in charge.

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৭ ইংরাজির ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখের বাকী পড়া ৫০০ টাকার উর্দু জমার নওয়াদ তালুকদারি বাকী খাজনা ও ছেচ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সালের ৭ আং ১৮৭১ সালের ২ আং ১৮৫৯ সালের ১১ আং ৬ ধারার মর্গমতে ১৮৯৭ ইং তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১৩০৪ বাং তারিখ ২৩ ভাদ্র রোজ মঙ্গলবার ধার্যে জিলা কালেক্টরিতে একশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৯ জুলাই।

ক্রমিক নম্বর।	তালুক- কার নম্বর।	তালুকাব নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকীর পরিমাণ।			মন্তব্য।
				খাজনা।	সেস।	খাজনা।	সেস।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	৪৮১৯ ২৩৮৭৯ ৫৮৯ ১৫৩২	মোজে জুজখলা থানা ফটীকছুরি মহাল নও- য়াবাদ।							
	৪২৪২ ২৪০২১ ৩৬৭৪	মোজে ভুজপুর থানা ফটীকছুরি মহাল নও- য়াবাদ।	শ্রীমতী লতিফা খাতুন ...	১১০৯।।৮	৫৮/০	৫৫৪)	২২৬।৩	৫৭৬৬।৩
		মোজে ভুজপুর থানা ফটীকছুরি মহাল নও- য়াবাদ।	ওবেদর রহমান খাঁ ...	৭০৩)	৩৬।০	৩৪৬।৯	১৩৬৯	৩৬০।৬

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 23rd July 1897.

J. D. ANDERSON,

Collector.

Cinchona febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking six pounds at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, Rs. 2 annas 8; per eight-ounce tin, Rs. 5; per pound tin, Rs. 10. The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, for cash only, at the undernoted rates: per four-ounce tin, Rs. 3; per eight-ounce tin, Rs. 6; per pound tin, Rs. 12. This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 oz. tin, eight annas per 8 oz. tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরস্থ সিন্‌কোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিক্যাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট গবর্ন-
মেন্টের কর্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে
জ্বরস্থ সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ২।।০ টাকায়, আট ওন্স টিন ৫. টাকায় ও এক পৌণ্ড
টিন ১০. টাকায় পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট নগদ মূল্য
দিলে এই হিসাবে অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ৩. টাকায়, আট ওন্স টিন ৬. টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন
১২. টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই
ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপর্যুক্ত হার চারি ওন্স টিনের ১.০, আট ওন্স টিনের ৫.০
ও এক পৌণ্ড টিনের ১০. ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন ১৮) বা ডাক মাশুল সমেত ১৮৫০

II আধ " " ৯) " " " " ৯১০

I শিকি " " ৪১০ " " " " ৫)

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনাডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারান্টি দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the *Mufassal*.

			Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—						
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For *Calcutta*.

The same rates as those of the *mufassal*, with the exception of the charge for postage.

L. N. BAKER.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৯৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বঙ্গদেশে গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

	মফঃসলে	টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	...	বৎসর ১০২
ডাকমাশুল	...	" ২১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	" ৪)
ডাকমাশুল	...	" ১)
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	...	" ১০
ডাকমাশুল	...	" ১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	...	" ১০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক তাহার প্রত্যেক ২ পৃষ্ঠা প্রতি আন।
ডাকমাশুল	...	" ১০

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের এক্টিং ছোট সেক্রেটারী

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বাজাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে ।

বারিষ্টার-আট-লা ও স্ট্রীমতীর বঙ্গদেশের সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত বর্ধমানের ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের স্ট্রীমু ও সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি নাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের স্ট্রীমুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজ্ঞা বিষয়ক আইন সংহিতা ।

একং বানি পুস্তকের মূল্য, ৫, পাঁচ টাকা ।

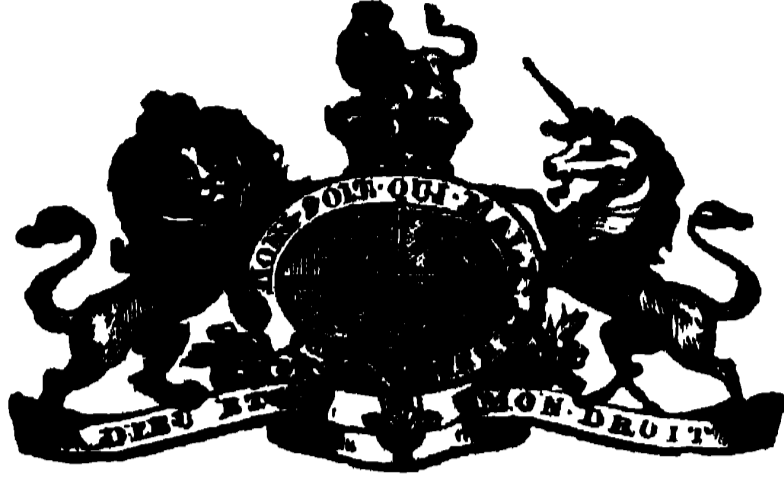
কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাজাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং বানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার ধরচ।/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন । যত্নব্য ।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে ।

বিজ্ঞাপন ।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রানেড ওয়েস্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজি-স্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে ।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার স্প্রিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায় ।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের অন্য স্ট্রীমুত জেমস পেটী সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল ।



গবর্ণমেন্ট গেজেট।

TUESDAY, AUGUST 10, 1897.

বঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১০ আগষ্ট।

CONTENTS.

CONTENTS.	PAGE.	মির্ষট।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ	পৃষ্ঠা।
PART II.—Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal	251—254	আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	নাই।
PART III.—Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal	Nil.	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ,	
PART IV.—Acts of the Legislative Council of India	51	আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	২৫১—২৫৭
PART V.—Bills of the Legislative Council of India	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আদেশ	নাই।
PART VI.—Acts of the Bengal Council	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	৫১
PART VII.—Bills of the Bengal Council	Nil.	আইন	
PART VIII.—Circular Orders by the High Court and Board of Revenue	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের	
PART IX.—Advertisements	387—396	পাতুলিপি	নাই।
SUPPLEMENT	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
		সপ্তম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের	
		পাতুলিপি	নাই।
		অষ্টম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের	
		সাধারণ জ্ঞাপনপত্র	নাই।
		নবম খণ্ড।—ইশতিহার প্রভৃতি	৩৮৭—৩৯৬
		পরিশিষ্ট গবর্ণমেন্টের গেজেট	নাই।

PART II.

Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

REVENUE DEPARTMENT—(MISCELLANEOUS).

NOTIFICATION—No. 2226(Mis.)

The 29th July 1897.—Dabi Prosad, late Accountant in the office of the Deputy Commissioner of Dumka, Sonthal Parganas, having been dismissed from Government service, is debarred from re-employment in any capacity under Government.

M. FINUCANE,
Secy. to the Govt. of Bengal.

MARINE DEPARTMENT.

The 3rd August 1897.

No. 141 Marine.—The following telegram, dated the 23rd July 1897, from the Government of Ceylon, relative to the imposition of quarantine restrictions on arrivals from Western India, is published for general information.

A. D. McARTHUR, Col., R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal.

Copy of a telegram, dated the 23rd July 1897, from the Colonial Secretary, Colombo, to the Secretary to the Government of India, Home Department.

QUARANTINE imposed on arrivals from Western India reduced to ten days from date of departure. Prohibition of landing and transshipment limited to goods classed susceptible. Venice Sanitary Conference revised rules will follow.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

মেরিনিউ ডিপার্টমেন্ট—(বিবিধ)।

(বিবিধ) ২২৮৫ নম্বর—বিজ্ঞাপন।

১৮৯৭ সাল ২৯ জুলাই।—সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত ছুমকার ডেপুটী কমিশনরের আকিসের ভূতপূর্ব আর্কোনাট শ্রীদেবী প্রসাদ গবর্ণমেন্টের কর্মচ্যুত হওয়াতে পুনর্বার আর কখন কোনরূপে গবর্ণমেন্টের কর্মে নিযুক্ত হইতে পারিবে না।

এম, কিম্বকেন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

মেরিন্ ডিপার্টমেন্ট।

১৮৯৭ সাল ৩ আগস্ট।

মেরিন্ ১৪১ নম্বর।—পশ্চিম ভারতবর্ষহইতে আগত জাহাজের উপর কারাণ্টাইন নিষেধ বিধি ধার্যকরণ সম্বন্ধে সিংহলের গবর্ণমেন্টের ১৮৯৭ সালের ২৩ জুলাই তারিখের নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

এ, ডি, ম্যাকআর্থর, কর্নেল আর, ই,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী সাহেবের নিকট কলম্বের ঔপনিবেশিক সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৯৭ সালের ২৩ জুলাই তারিখের টেলিগ্রামের প্রতিলিপি।

পশ্চিম ভারতবর্ষহইতে আগত জাহাজের উপর যে কারাণ্টাইন ধার্য করা হইয়াছে তাহা কয়াইয়া যাত্রার তারিখ হইতে দশ দিন করা গেল। রোগ সংক্রমণ ষোগ্য শ্রেণীভুক্ত মালই জাহাজ হইতে তীরে নামান ও এক জাহাজ হইতে অন্য জাহাজে তুলিয়া দেওয়া নিষিদ্ধ। ভেনিসের সানিটরী কম্বরপের সংশোধিত বিধি পশ্চাৎ দেওয়া যাইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের মেরিন্ বিভাগের ১৮৯৭ সালের ৭ই আগস্ট তারিখের মেরিন্ ১৪৩ নং বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি।

ইটালিতে কাঁচা চায়ড়া আমদানির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা রহিত হওন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের শ্রীযুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৯৭ সালের ৩০এ জুলাই তারিখের নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম সাধারণের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশিত হইল :—

সিমলায় মহিমবর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি সাহেবের নিকট লণ্ডনস্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৯৭ সালের ৩০ এ জুলাই তারিখের টেলিগ্রামের প্রতিলিপি।

বিগত ১লা জুন তারিখের আমার টেলিগ্রাম। ইটালি। কাঁচা চায়ড়া আমদানির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা রহিত করা হইয়াছে।

বঙ্গমহিলাগণের রচনার নিমিত্ত বাবু ব্রজমোহন দত্ত স্থাপিত পারিতোষিক।

১৮৯৭-৯৮ অকের জন্য বাবু ব্রজমোহন দত্তের দেয় ৪০, টাকা পারিতোষিকের নিমিত্ত নিম্নলিখিত
প্রবন্ধটি নির্দিষ্ট হইয়াছে “গার্হস্থ্য বিষয়ে নর নারীর কর্তব্য।”

পারিতোষিক দানের নিয়ম।

- (১) বঙ্গমহিলা মাত্রেই পারিতোষিকপ্রার্থিনী হইতে পারিবেন; এতৎসম্বন্ধে বয়সের কোন
নিয়ম নাই।
- (২) পারিতোষিকপ্রার্থিনীগণকে বঙ্গভাষাতেই হউক বা সংস্কৃত ভাষাতেই হউক কোন একটি
নির্দিষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে।
- (৩) এই বিজ্ঞাপন প্রচারের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে প্রবন্ধগুলি বিচারের জন্য সেণ্ট্রাল
টেক্‌স্ট বুক কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে।
- (৪) প্রত্যেক প্রবন্ধের সহিত পারিতোষিকপ্রার্থিনীর স্বামী, পিতা বা অন্য অভিভাবককে এই
মর্মে পত্র লিখিয়া পাঠাইতে হইবে, যে, তাঁহার বিশ্বাসমতে, রচয়িত্রী, ঐ প্রবন্ধ রচনা-
কালে, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে কোন প্রকার সাহায্যই গ্রহণ করেন নাই।

১৮৯৭ অকের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে কলিকাতায়, (৪ নং ডালহাউসী স্কোয়ার)
প্রেসিডেন্সি সার্কেলের স্কুল সমূহের ইন্স্পেক্টরের আফিসে, সেণ্ট্রাল টেক্‌স্ট বুক কমিটির সম্পাদক
মহাশয়ের নামে এই প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। এই প্রবন্ধের মোড়কের (কভারের) উপর “ব্রজমোহন
দত্ত পারিতোষিকের রচনা” এইরূপ লিখিত থাকিবে। ঐহার রচনা সর্বোৎকৃষ্ট হইবে কলিকাতা
গেজেটে তাঁহার নাম প্রকাশিত হইবে।

যিনি একবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে অন্য বৎসর পুনর্বার প্রবন্ধ
রচনা করিতে পারেন। যদি তাঁহার রচনা সে বারেও সর্বোৎকৃষ্ট হয় তাহা হইলে তাঁহার নাম
কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পারিতোষিক, রচনার গুণানুসারে, তাঁহার পরবর্ত্তিনী
মহিলাকে প্রদত্ত হইবে।

যদি বিচারকগণ সর্বোৎকৃষ্ট রচনাটিকেও পারিতোষিকের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা না করেন,
তাহা হইলে পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে না।

কলিকাতা

১লা জুলাই ১৮৯৭

সি, এ, মার্টিন

বাল্লা দেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর।



গবর্ণমেন্ট গেজেট ।

বঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১০ আগস্ট ।

তৃতীয় খণ্ড ।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থা বিভাগ ।

মন্ত্রিসভাধিকৃষ্ট ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৮৯৭ সালের ২২এ জুলাই তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতি লাভ করায় সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এতদ্বারা প্রচারিত করা গেল ।—

১৮৯৭ সালের ১৫ আইন ।

কান্টনমেন্ট বিষয়ক আইন সংশোধনার্থ ১৮৯৫ সালের আইন রহিত করণার্থ এবং কান্টনমেন্ট বিষয়ক ১৮৮৯ সালের আইন সংশোধন করণার্থ আইন ।

কান্টনমেন্ট বিষয়ক আইন সংশোধনার্থ ১৮৯৫ সালের আইন রহিত করা এবং কান্টনমেন্ট বিষয়ক ১৮৮৯ সালের আইন সংশোধিত করা বিহিত । অতএব এতদ্বারা নিম্নলিখিতমত বিধান করা গেল ।—

১ ধারা । (১) এই আইনটিকে কান্টনমেন্ট বিষয়ক নাম ও আবেদন কথায় ১৮৯৭ সালের আইন বলা যাইতে পারিবে । এবং

(২) ইহা অবিলম্বে আমলে আসিবে ।

The Cantonments Act, 1897.

২ ধারা । কান্টনমেন্ট বিষয়ক আইন সংশোধনার্থ ১৮৯৫ সালের আইন এতদ্বারা রহিত করা গেল ।

১৮৯৫ সালের ৫ আইন রহিত করণার্থ কথায় ।

৩ ধারা । কান্টনমেন্ট বিষয়ক ১৮৮৯ সালের আইনের ৩১ ধারায় “বা কমাণ্ডিং কর্মচারী” এই শব্দগুলির পরিবর্তে “বা কমাণ্ডিং চিকিৎসা সংক্রান্ত বা অপর কর্মচারী” এই শব্দগুলি বসাইতে হইবে ।

১৮৮৯ সালের ১০ আইন নং ৩১ ধারা সংশোধিত কবিব কথায় ।

জে, এম, ম্যাককাসন,
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ।

CHUNDER NATH BOSE,
Bengali Translator

|

|



গবৰ্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 10, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১০ আগষ্ট।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশতিহার এড়তি।

LAND ADVERTISEMENTS.

ভূমিবিষয়ক ইত্যাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনামুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ ইংরেজির ১১ আগস্ট তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। সন ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ২৪ জুন।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তারিখ নম্বর।	মহাল ও পবগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদব জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশ সদব জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৩৭ ৬৪ ৭০	থানে কটীকছরি— তং আনন্দী মান ওলা	১১৬০/৩	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হই- বেক।	শ্রীনিমাইচরণ নন্দী শ্রীমতী গুণশীলা।	৭০৫৬
৮৩ ৩১ ৫৫৪	থানে রাউজান, সহর— তং বসন্তরাম ফতে- য়াবাদ।	৫৫৭৫/৩	অংশ বিক্রয় হইবেক।	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ২ নং অবশিষ্ট মালীকা- নের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হই- বেক তন্নিম্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীআনন্দমোহন দে শ্রীআলী মহাং গং।	৫৫৪১/৩	২১৩
৮৮ ৩১ ৫৫৯	থানে রাউজান, ভাটিয়ারি— তং বক্সা আলী...	৯৩৭১/৩	ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ২ নং অবশিষ্ট মালীকা- নের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হই- বেক তন্নিম্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীজান আলী শ্রীআকমল আলী গং	৭২২৫/৭	১৬২০/১০

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৪৬ ১২৬৯ ১৬২৩	ধানে ভাটিয়ারি, রাউজান— তং যশমন্ত সিংহ	১৩৮৬।৯২	অংশ বিক্রয় হইবে।	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ৩ নং অবশিষ্ট মালিকানের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হইবেক তন্মধ্যে অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীমতী আকমসিছা শ্রীমতী জমিলা খাতুন গং।	১১১৪।৬	১৩৮।৯১০
২৯২ ১৫১২ ২১০০	ধানে হাটহাজারি, পটীয়া, রাউজান সহর, সাতকাণিয়া— তং কৃষ্ণকিশোর কানুনগোয়।	৬৪৫।৯	ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ১ নং হিং ফজলে আহমদের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হইবেক তন্মধ্যে অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীফজলে আহমদ শ্রীবজলেছমদ।	৫২৪।৬	১৩১।৪
৩১৯ ১৬৯৪ ২১৫৭	কাঁড়ি রাজনোয়া— তং খেমকরণ হাজা- রি।	৫৬১।৬	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবেক।	শ্রীশিবরতন হাজারি	১৪০।৮

সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখের বাকীপড়া।

টীকা।—যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘবে কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
Th 5th July 1897.

J. D. ANDERSON,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম ।

ইস্তাহার নামা কাছারি কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম ।

সন ১৮৫৯ সালের ৭ ধারার মর্মানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে নিম্নের লিখিত মহাল চট্টগ্রাম জিলায় রাউজান খাস মহাল হিত ১৮৯৭ ইংরেজি ২৫শে মেই শেষ তারিখের খাজানা ও ছেচ বাকির জন্যে ১৮৯৭ ইংরেজি ২৪ আগস্ট তারিখে চট্টগ্রাম কালেক্টরিতে নিলামে ধরা যাইবে । ইতি সন ১৮৯৭ ইং তারিখ ৫ জুলাই ।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকার নম্বর।	তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেচ।	খাজানা।	ছেচ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	২ ২৩৯২৯ ৫০৬	মোঁজে হাপানিয়া থানা ফটাকছুরী মহল নওয়া- বাদ।— তালুক ফরাদ জাকর ...	ওবেদর রহমান খাঁ পিং ভোরাপ আলি খাঁ সাঃ পাঁচলাইশ।	৮৯৭	৬৭১/৬	৬৩০	৫১০/০	৬৮১০/০	...

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 7th July 1897.

J. D. ANDERSON,

Collector.

জিলা চট্টগ্রাম—ইস্তাহার নামা কাছারি কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম ।

ইস্তাহারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুক ১৮৯৭ ইং ২৫ শে ফেব্রুয়ারি সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাকী পড়া খাজানা ছেচ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ ইং ১০ই আগস্ট মোতাবেক ১৩০৪ বাঙ্গালা ২৬ শ্রাবণ রোজ মঙ্গলবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনাওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে । ১৮৯৭ ইং তারিখ ১৬ জুন ।

তালুকের নম্বর।	তালুকের নাম।	মালিকের নাম।	বার্ষিক জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
			খাজানা।	ছেচ।	খাজানা।	ছেচ।	মোট।	
৬৩৪৩ ৫৬১৭	থানা সাতকানিয়া মোঁজা চড়ছা মহল নয়াবাদ।— তালুক কালীকঙ্কর উপেন্দ্র দাস, হরি ঈশান দেবিদাস, রামশরণ।	কৈলাস চন্দ্র চৌধুরী, পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, হরদাস চৌধুরী, তারকচন্দ্র চৌধুরী দেবিদাস চৌধুরী এবং গোলোকচন্দ্র চৌধুরী সাকিনান চড়ছা থানা সাতকানিয়া।	১৯৮৯ ১১৮	৭৭, ১১৮	৭৪৬ /৯	...	৭৪৬ /৯	সম্পূর্ণ তা- লুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 18th June 1897.

J. D. ANDERSON,

Collector.

• জিলা বাকরগঞ্জ।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সনের লাগায়ত জুন কিংসের বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সনের ২৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার তারিখে মোং বাং ১৩০৪ সনের ৯ আশ্বিন নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭। ২ আগস্ট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌতির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহা- লের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৬৭৭	তালুক সৈয়দুল্লাহ খাঁ গং পং বোজরগো- মেদপুর।	এজমালী ৬/১৫ গঙা অংশ নিলাম হইবে। অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী গং।	১০৪৩৬/৪	৬১/১ পাই
৪৪৪৬	পদ্মা ওরফে রম- জানপুর পং কাশীম- পুর সেহলাপট্টী।	৫৩৮৩)	সম্পূর্ণ মহা- লের মালিকী স্বত্ব নিলাম হইবে।	হরকুমার সেন গং	৯৯৮)
৬২৯২	চক কচুপাতরা পং চন্দ্রদ্বীপ।	৭৩২)	সম্পূর্ণ মহা- লের তালুক- দারী স্বত্ব নিলাম হইবে	শশীকুমার বসু গং	৬০৮)
৪৬৪২	ভূখালী মহাল অধীন ৪নং নিম হাওলা পং সৈদপুর।	৫৩৫/৩	সম্পূর্ণ নিম হাওলা নিলাম হইবে।	এরফাহুদ্দি গং	১১১৬০/০
ঐ	ভূখালী মহাল অধীন ৬৮৮৪১২১৮ নং যোত।	২০১)	সম্পূর্ণ যোত নিলাম হইবে।	মদন গং	৬০১)
৫২২২	চর কৃষ্ণপুরা মহাল অধীন ৮ নং গর- মকরারি হাওলা পং জিজীরা।	১০৬১১/১০	সম্পূর্ণ হাও- লা নিলাম হইবে।	কাশীচন্দ্র দাস গং	৮৪২৬/৩

টীকা।—যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাশব্দের ৫, ৭ ও ৯ ঘবে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের
নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

B. BELI,
Offg. Collector.

জিলা চট্টগ্রাম ।—ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম ।

ইহা দ্বারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৭ ইংরাজির ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখের বাকী পড়া ৫০০, টাকার উর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ চালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেচ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সালের ৭ আং ১৮৭১ সালের ২ আং ১৮৫৯ সালের ১১ আং ৬ ধারার অধিন্তে ১৮৯৭ ইং তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১৩০৪ বাং তারিখ ২৩ ভাদ্র রোজ মঙ্গলবার ধার্যে জিলার কালেক্টরিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে । ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৯ জুলাই ।

ক্রমিক নম্বর।	ভালু- কাব নম্বর।	ভালুকর নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী পরিমাণ।			যন্তব্য।
				খাজানা।	সেস।	খাজানা।	সেস।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	৪৮১৯	মৌজে জুজখলা থানা ফটীকছরি মহাল নও- য়াবাদ।							
	২৩৮৭৯ ৫৮৯ ১৫৩২	তাং সেখ ওবেদুল্লা খাঁ হাং তাং লতিপা খাতুন	শ্রীমতী লতিকা খাতুন ...	১১০৯১/১০	৫৮/০	৫৫৪,	২২৬/৩	৫৭৬৬/৩
	৪২৪২	মৌজে ভুজপুর থানা ফটীকছরি মহাল নও- য়াবাদ।							
	২৪০২১ ৩৬৭৪	তাং এয়ার আলি খাঁ হাং তাং ওবেদর রহমান খাঁ।	ওবেদর রহমান খাঁ ...	৭০৩,	৩৬/৬০	৩৪৬/১৯	১৩৬৯	৩৬০/৬

CHITTAGONG COLLECTORATE,

J. D. ANDERSON,

The 23rd July 1897.

Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking six pounds at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates : per four-ounce tin, Rs. 2 ans. 8; per eight-ounce tin, Rs. 5; per pound tin, Rs. 10. The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, for cash only, at the undernoted rates : per four-ounce tin, Rs. 3; per eight-ounce tin, Rs. 6; per pound tin, Rs. 12. This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 oz. tin, eight annas per 8 oz. tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বর সিন্‌কোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিক্যাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট গবর্ণ-
মেন্টের কর্মচারীগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে
জ্বর সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ২।০ টাকায়, আট ওন্স টিন ৫.০ টাকায় ও এক পৌণ্ড
টিন ১০.০ টাকায় পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট নগদ মূল্য
দিলে এই হিসাবে অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ৩.০ টাকায়, আট ওন্স টিন ৬.০ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন
১২.০ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই
ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত চার চাড়া চারি ওন্স টিনের ১.০, আট ওন্স টিনের ৫.০
ও এক পৌণ্ড টিনের ১০.০ ডাক মাহুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পোর্ট টিন ১৮, বা ডাক মাণ্ডল সমেত ১৮৫০

II আধ " " ৯) " " " " ৯১০

I শিকি " " ৪১১° " " " " ৫)

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনীডাইন নামক অপকৃত্ত কারের সহিত ইচ্ছাপূর্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারান্টি দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance:—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাক্সালা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাছল এই অবধি নিম্ন-লিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

বকঃসলে	টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর ১০৮
ডাকমাছল	" ২১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ-দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	" ৪)
ডাকমাছল	" ১)
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	" ১০
ডাকমাছল	" ১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার মূল্য সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	" ১০ ৪ পৃষ্ঠার উপর বন্ধ অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একং আনা।
ডাকমাছল	" ১০

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও বকঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাছল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একুটিং ছোট সেক্রেটারী।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A., in two Volumes. Price Rs. 24 : packing and postage Re. 1-12.

••• The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced student only, yet as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT., GOVT. PRINTING, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

NOTICE.

In continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1888.

NOTE.—Rates of advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

Full page, per issue	Rs.
Half "	20
Casual advertisement	---	4 annas	per line.	10

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্মে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্ট কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তদ্বিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কোন্টাণ্টের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রকৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিকোন্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ বন্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মূল্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এইঃ—

পূর্বা এক পৃষ্ঠা একবার প্রকাশ করণের	টাকা।
আধ পৃষ্ঠা	২০০
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একবার পৃষ্ঠা	১০০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে ।

বারিষ্টার-আট-লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সার্ভিসে নিযুক্ত বর্ডমানের ডিক্রিট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল. এল, ডি নাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজা বিসয়ক আইন সংহিতা ।

একং খানি পুস্তকের মূল্য, ৫, পাঁচ টাকা ।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন । যন্তব্য ।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে ।

বিজ্ঞাপন ।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিনেড ওয়েস্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে বেঞ্জি-ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে ।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার স্প্রিন্ট কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায় ।

কালকাতা প্রেসিডেন্সী বেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের লস) শ্রীযুত জেমস পেট্রি সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল ।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, AUGUST 17, 1897.

বঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১৭ আগষ্ট।

CONTENTS

	PAGE.	বিবরণ।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	নাই।
PART II.—Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal	255—259	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	২৫৫—২৫৯
PART IIIA.—Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal	71—73	তৃতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আদেশ	৭১—৭৩
PART III.—Acts of the Legislative Council of India	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাঠ্যলিপি	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও বেবিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র	নাই।
PART VII.—Circular Orders by the High Court and Board of Revenue	Nil.	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহাব প্রভৃতি	৩০৭—৩০৭
PART VIII.—Advertisements	397—407	পরিশোধিত গবর্ণমেণ্টের গেজেট	নাই।
SUPPLEMENT	Nil.		

PART II.

Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

 ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

 MARINE DEPARTMENT.

The 9th August 1897.

No. 144 Marine.—The following telegram, dated the 6th August 1897, from the Government of Bombay relative to the decisions of the Fourth Quarantine Board at Alexandria, is published for general information.

A. D. McARTHUR, Col., R.E.,

Secy. to the Govt. of Bengal.

Copy of a telegram, dated the 6th August 1897, from the Secretary to the Government of Bombay, General Department, to Bengal Works, Calcutta.

No. 4288. British Consul. Alexandria, telegraphs: Fourth Quarantine Board decided yesterday first to suppress measures in force arrivals from Hedjaz as plague no longer exists there; second, to consider pilgrimage as closed, but all vessels with pilgrims will go to Tour for regulation quarantine.

The 9th August 1897.

No. 146 Marine.—The following communication, dated the 26th June 1897, from Sir Francis Clare Ford, with its enclosure, relative to the Italian Maritime Sanitary Ordinance No. 5 issued with a view to prevent delays to vessels arriving in Italian ports from infected districts in India, is published for general information.

A. D. McARTHUR, Col., R.E.,

Secy. to the Govt. of Bengal.

No. 42C., dated Foreign Office, the 1st July 1897.

From—GEORGE CURZON, Esq.,

To—The Under-Secretary of State, India Office.

I AM directed by the Secretary of State for Foreign Affairs to transmit to you, to be laid before the Secretary of State for India, the accompanying copy of a despatch as marked in the margin enclosing the Italian Maritime Sanitary Ordinance No. 5, intended to obviate delays to vessels arriving in Italy from India.

No. 42C., dated Rome, the 26th June 1897.

From—FRANCIS CLARE FORD, Esq.,

To—The Marquess of Salisbury, K.G., &c., &c., &c.

I HAVE the honour to transmit herewith to Your Lordship a copy in triplicate, together with a translation of the Sanitary Maritime Ordinance marked No. 5, and dated the 20th instant, which I have received from the Department for Foreign Affairs.

The present Ordinance has been made with a view to preventing, as far as possible, delays to vessels arriving in Italian ports from infected districts in India.

It will now be possible for the owners and Captains of vessels to enlist the services, should they desire it, of Italian medical officers who would accompany the vessels from Port Said to the Italian ports to which they may be bound, and thus the delay to those vessels arriving there would be almost nominal.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

মেরিন্ ডিপার্টমেন্ট ।

১৮৯৭ সাল ২ই আগস্ট ।

মেরিন্ ১৪৪ নং ।—আলেকজান্ডার চতুর্থ ক্যারাইন বোর্ডের নিষ্পত্তি সম্বন্ধে বোম্বাই গবর্নমেন্টের ১৮৯৭ সালের ৬ আগস্ট তারিখের নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম সাধারণের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশিত হইল ।

এ, ডি, ম্যাকআর্থর, কর্নেল, আর, ই,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

কলিকাতায় বঙ্গদেশের পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের নিকট বোম্বাই গবর্নমেন্টের জেনারেল ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারির ১৮৯৭ সালের ৬ই আগস্ট তারিখের টেলিগ্রামের প্রতিলিপি ।

৪২৮৮ নং ।—আলেকজান্ডার চতুর্থ ক্যারাইন বোর্ডের নিষ্পত্তি সম্বন্ধে বোম্বাই গবর্নমেন্টের ১৮৯৭ সালের ৬ই আগস্ট তারিখের নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম সাধারণের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশিত হইল ।

১৮৯৭ সাল ৩ আগস্ট ।

মেরিন্ ১৪৬ নং ।—সংক্রামক দোষে দূষিত ভারতবর্ষীয় জিলা সমূহহইতে আগত জাহাজের বন্দর প্রবেশে বিলম্ব নিবারণার্থ ইটালির গবর্নমেন্টের সামুদ্রিক স্বাস্থ্য বিষয়ক ৫নং আদেশ সম্বন্ধীয় স্যার ফ্রান্সিস ক্রেয়ার ফোর্ড সাহেবের ১৮৯৭ সালের ২৬ই জুন তারিখের নিম্নলিখিত পত্র ও তৎসহ প্রেরিত পত্রাদি সাধারণের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশিত হইল ।

এ, ডি, ম্যাকআর্থর, কর্নেল, আর, ই,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

৪২৮ নং । কয়েন্স আপিস । তারিখ ১৮৯৭ সাল ১লা জুলাই ।

ইন্ডিয়া আপিসের ছোট ফেট সেক্রেটারী সাহেবের নিকট জর্জ কুর্জন্ সাহেবের পত্র ।

ভারতবর্ষের পক্ষে ফেট সেক্রেটারী সাহেবের সম্মুখে স্থান করিবার জন্য পার্শ্বোল্লিখিত রাজকীয় পত্রখানি আপনার নিকট পাঠাইবার নিমিত্ত আমি বৈদেশিক বিষয়ের ফেট সেক্রেটারী সাহেব কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি । ভারতবর্ষ হইতে ইটালিতে আগত জলযানের বন্দর প্রবেশে বিলম্ব নিবারণের অভিপ্রায়ে প্রণীত ইটালির গবর্নমেন্টের সামুদ্রিক স্বাস্থ্য বিষয়ক ৫ নং আদেশ এই পত্রের সহিত আছে ।

৪২৮, রোম, ১৮৯৭ সাল ২৩ই জুন ।

শ্রীযুত মারকুইস অফ সলিসবারি কে, জি সাহেবের নিকট ফ্রান্সিস ক্রেয়ার ফোর্ড সাহেবের পত্র ।

মৎকর্তৃক বৈদেশিক বিভাগ হইতে প্রাপ্ত সামুদ্রিক স্বাস্থ্য বিষয়ক ২০ তারিখের ৫ নং আদেশের তিন খণ্ড অনুবাদসহ আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি ।

ভারতবর্ষের সংক্রামক দোষে দূষিত জিলা হইতে ইটালিয়ায় বন্দরে আগত জলযানের বন্দর প্রবেশে যত দূর সম্ভব বিলম্ব নিবারণের অভিপ্রায়ে বর্তমান আদেশটা প্রণীত হইয়াছে ।

জলযানের অধিকারী ও কাপ্তানেরা এক্ষণে ইচ্ছা করিলে ইটালিয়াসী চিকিৎসক নিযুক্ত করিতে পারিবেন । এই সকল চিকিৎসক পোর্ট সায়েদহইতে জলযান যে ইটালীয় বন্দরে যাইবে জলযানের সহিত সেই বন্দরে যাইবেন এবং ইহাতে এই সকল জলযানের এই বন্দরে উপস্থিত হওনে নামমাত্র বিলম্ব ঘটিবে ।

(TRANSLATION.)

Ministry of the Interior.

1897.—Sanitary Maritime Ordinance No. 5.—For the purpose of affording shipping and trade all the facilities consistent with the requirements of the Sanitary Service and particularly for the purpose of avoiding delays in granting free pratique to steamers which, though free from disease, have to undergo medical inspection and disinfection for the sole reason of their coming from a place infected by plague.

Seen the Law of 22nd December 1888, No. 5849 (3rd series), for the protection of hygiene and public health.

*The Minister of the Interior decrees:—*In cases when the owners or masters of steamers coming from Indian ports specified in the Maritime Sanitary Ordinance of the 1st of May last, and bound for Italy, make a formal application to that effect, a doctor, to be appointed in each case by this Ministry, can be embarked on such steamers at Port Said.

*Section 2.—*The said doctor will be entrusted with the general sanitary surveillance on board the ship during the crossing from Port Said to the Italian ports of destination, and within 24 hours preceding the arrival of the steamer in an Italian port, he is to ascertain that the disinfection of the soiled articles of wearing or domestic apparel has been carried out, and will proceed to a medical examination of all persons on board.

*Section 3.—*It will besides be the doctor's duty to lodge, with the Harbour authorities on arrival of the steamer, a written declaration showing the hygiene and sanitary conditions on board, and suggesting the treatment to be adopted. Should everything prove to be in good order, the steamer will, as far as the sanitary formalities are concerned, be admitted to free pratique. Should, however, any abnormal circumstance have been detected, the steamer will in that case have to undergo all those measures which are in respect of the various cases set forth in the Sanitary Maritime Ordinances now in force.

*Section 4.—*The above-mentioned doctor will be entitled to passage and first-class fare on board, free of charge, and his fee, which in each case shall be fixed with the approval of this Ministry, will be defrayed by the Masters of the Steamers.

*Section 5.—*The dispositions of Sanitary Maritime Ordinance of 8th May last, No. 3, remain unchanged in their substance, as the present Ordinance is meant only to modify the formalities regarding the carrying out of the medical inspection and of the disinfections of such steamers as were constantly in a normal condition from the time of their departure to that of arrival.

The Prefects of the Maritime Provinces and the Harbour authorities of the Kingdom are charged with the execution of the present Ordinance.

For the Minister,

BERTARELLI.

(অনুবাদ ।)

আভ্যন্তরিক মন্ত্রিসভা ।

১৮৯৭ সাল ।—সামুদ্রিক স্বাস্থ্য বিষয়ক ৫ নং আদেশ ।—যাহা স্বাস্থ্য বিভাগের আদেশের বিরোধী নহে জাহাজের ও বাণিজ্যের এরূপ সমস্ত স্থবিধা করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে বিশেষতঃ আরোহী দের মধ্যে পীড়া না থাকিলেও মড়ক দূষিত স্থান হইতে আসিতেছে কেবল মাত্র এই কারণে যে সকল ক্রীমরকে চিকিৎসকের পরিদর্শনের এবং সংক্রামক দোষ নাশক প্রক্রিয়ার অধীন হইতে হয় সেই সকল ক্রীমরকে কুলের সহিত সংশ্রব করিবার অহুমতি প্রদানে বিনয় নিবারণের অভিপ্রায়ে প্রণীত ।

সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষার্থ ১৮৮৮ সালের ২২এ ডিসেম্বর তারিখের (তৃতীয় দফার) ৫৮৪৯ নং আইন দেখা গেল ।

আভ্যন্তরিক মন্ত্রী এই আদেশ করিলেন :—বিগত ১লা মে তারিখের সামুদ্রিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আদেশের লিখিত ভারতবর্ষীয় বন্দরহইতে আগত যে ক্রীমর ইটালি যাত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছে সেই ক্রীমরের অধিকারী বা কাপ্তান একজন ডাক্তারের নিমিত্ত দস্তুরমত দরখাস্ত করিলে পোর্ট সায়দে ঐ জাহাজে একজন ডাক্তার তুলিয়া দিতে পারা যাইবে । ঐ ডাক্তার প্রত্যেক স্থলেই এই মন্ত্রিসভা কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন ।

২ ধারা । ঐ জাহাজের পোর্ট সায়দে হইতে উদ্ভিক্ত ইটালীয় বন্দরে যাত্রা কালে উক্ত ডাক্তারের হস্তে জাহাজের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সাধারণ তদারকের ভার থাকিবে এবং জাহাজ কোন ইটালীয় বন্দরে উপনাত হইবার পূর্বে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহাকে সমস্ত দূষিত পরিধেয় বা গার্হস্থ্য বস্ত্রের সংক্রামক দোষ নাশের কথা নির্ণয় করিতে হইবে এবং জাহাজস্থ সকল ব্যক্তির স্বাস্থ্য কিরূপ তাহা পরীক্ষা করিয় দেখিতে হইবে ।

৩ ধারা । ক্রীমর উপনাত হইলে জাহাজের স্বাস্থ্য এবং তিনি দেখুপ করিবার পরামর্শ দেন তাহার একটা লিখিত বিবরণ বন্দরের কর্তৃপক্ষগণের নিকটে দেওয়াও ঐ ডাক্তারের কর্তব্য কর্ম । সমস্ত বন্দোবস্তই যদি ঠিক রকমের হয় তাহা হইলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বাধাবিধি নিয়ম না করিয়া ঐ ক্রীমরকে কুলের সহিত অবাধে সংশ্রব করিবার অহুমতি দেওয়া যাইবে । কিন্তু অস্বাভাবিক রকম কোন অবস্থা ধরা পড়িলে সামুদ্রিক স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রস্তুত আদেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে যেরূপ ব্যবস্থার কথা লেখা আছে ক্রীমরকে সেই সকল ব্যবস্থার অধীন হইতে হইবে ।

৪ ধারা । উপরিলিখিত ডাক্তার বিনা খরচে জাহাজে চড়িয়া যাইতে পারিবেন এবং প্রথম শ্রেনীর খাদ্য পাইবেন এবং ক্রীমরের কাপ্তান তাহার ফা দিবেন ঐ ফা প্রত্যেক স্থলে মন্ত্রিসভার অনুমোদন গ্রহণ করিয়া নির্দিষ্ট হইবে ।

৫ ধারা । বিগত ৮ই মে তারিখের সামুদ্রিক স্বাস্থ্য বিষয়ক ৩নং আদেশের মূলতঃ কোন পরিবর্তন হইল না । কারণ যে সকল ক্রীমর যাত্রার কাল হইতে আগমনের কাল পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে সেই সকল ক্রীমরের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিদর্শন এবং সংক্রামক দোষ নাশ সম্বন্ধে যে বাধাবিধি ব্যবস্থা আছে কেবল মাত্র তাহার পরিবর্তনের অভিপ্রায়েই বর্তমান আদেশ প্রণীত হইল ।

রাজ্যের সমুদ্রকূলবর্তী প্রদেশ সকলের প্রিফেক্টগণকে এবং বন্দরের কর্তৃপক্ষগণকে বর্তমান আদেশ কার্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত আদেশ করা গেল ।

রোম,

১৮৯৭ সাল ২০শে জুন ।

মন্ত্রির পরিবর্তে,

বার্টে রেলি ।

ইতিয়া গেজেটে হোম ডিপার্টমেন্টের ১৮৯৭ সালের ২৫শে জুন তারিখে ১৭৫০নং বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত ।



গবর্ণমেন্ট গেজেট।

TUESDAY, AUGUST 17, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১৭ আগষ্ট।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আদেশ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 4137M.—The 9th August 1897.—It is hereby notified for general information that on the application of the Commissioners of the Sherpur Municipality in the district of Mymensingh, the Lieutenant-Governor is pleased to declare that the provisions of section 3 of Act XX of 1887, with respect to wild birds, shall apply, so far as regards the rules framed by the Municipal Commissioners of Sherpur, to deer and hares.

C. E. A. W. OLDHAM,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

No. 4138M.—The 9th August 1897.—It is hereby notified for general information that on the application of the Commissioners of the Dacca Municipality in the district of Dacca, the Lieutenant-Governor is pleased to declare that the provisions of section 3 of Act XX of 1887, with respect to wild birds, shall apply, so far as regards the rules framed by the Municipal Commissioners of Dacca, to deer and hares.

C. E. A. W. OLDHAM,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

No. 4139M.—The 9th August 1897.—It is hereby notified for general information that on the application of the Commissioners of the Barisal Municipality, in the district of Backergunge, the Lieutenant-Governor is pleased to declare that the provisions of section 3 of Act XX of 1887, with respect to wild birds, shall apply, so far as regards the rules framed by the Municipal Commissioners of Barisal, to deer and hares.

C. E. A. W. OLDHAM,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

মুন্সিপাল ও স্থানীয় ।

বিজ্ঞাপন ।

৪১৩৭ এম্ নং ।—১৮৯৭ সাল ১ই আগস্ট ।—সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত শেরপুর মুন্সিপালিটির কমিশনরগণের প্রার্থনাক্রমে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব এই আদেশ করিলেন যে বন্য পক্ষী সম্বন্ধে ১৮৮৭ সালের ২০ আইনের ৩ ধারার বিধান শেরপুর মুন্সিপালিটির কমিশনরগণের প্রণীত বিধি সম্পর্কে হরিণ ও খরগোস সম্বন্ধেও খাটিবে ।

সি, ই, এ, ডবলিউ, ওল্ডহ্যাম,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের এক্টিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

৪১৩৮ এম্ নং ।—১৮৯৭ সাল ১ই আগস্ট ।—সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ঢাকা জিলার অন্তর্গত ঢাকা মুন্সিপালিটির কমিশনরগণের প্রার্থনাক্রমে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব এই আদেশ করিলেন যে বন্য পক্ষী সম্বন্ধে ১৮৮৭ সালের ২০ আইনের ৩ ধারার বিধান ঢাকা মুন্সিপালিটির কমিশনরগণের প্রণীত বিধি সম্পর্কে হরিণ ও খরগোস সম্বন্ধেও খাটিবে ।

সি, ই, এ, ডবলিউ, ওল্ডহ্যাম,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের এক্টিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

৪১৩৯ এম্ নং ।—১৮৯৭ সাল ১ই আগস্ট ।—সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত বরিশাল মুন্সিপালিটির কমিশনরগণের প্রার্থনাক্রমে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব এই আদেশ করিলেন যে বন্য পক্ষী সম্বন্ধে ১৮৮৭ সালের ২০ আইনের ৩ ধারার বিধান বরিশাল মুন্সিপালিটির কমিশনরগণের প্রণীত বিধি সম্পর্কে হরিণ ও খরগোস সম্বন্ধেও খাটিবে ।

সি, ই, এ, ডবলিউ, ওল্ডহ্যাম,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের এক্টিং সেক্রেটারী ।

11

1

1

1



গবৰ্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 17, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১৭ আগষ্ট।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশতিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS.

ভূমিবিষয়ক ইশ্বাহার।

জিলা বীরভূম — জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বীরভূম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত হালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১ টার সময় মলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌমিক নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদব জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কোন মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদব জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
০১ নং	হেৰুকা, পরগণা আকবরসাহি থানা মোড়- শ্বর।	১৫৫৯১/০	সম্পূর্ণ	ভোলানাথ ঘোষ দিগর।	৪১১৬
০২ নং	দাঁড়কা, পরগণা ইছাপুখুরিয়া থানা লাভপুর।	১৮০৩/০	এজমালি অংশ রকম ১১৯ গণ্ডা ২ দস্তা এই এজমালি অংশ ভিন্ন মহা- লের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	সতীশ চন্দ্র রায় দিগর।	২২৩১/১	৮৪ পাই।
০৩ নং	খম্বা, পরগণা খটকা থানা সিউড়ী।	১৩৮৩/০	এজমালি অংশ রকম ১১৯—১৫ তিল এই এজমালি অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	গিরিশ চন্দ্র চট্টো- পাধ্যায়।	৭৩২/০	৫১২
০৪ নং	আকুনি পরগণা স্বরূপসিংহ থানা মোড়- শ্বর।	১৮৩২১/০	১৭ ^০ ২ নং পৃথক হিসাব কাজিপুর বাগ- বাদিনী ও তুড়ি গ্রাম মোজার রকম ফোল আনা এবং সাহাজাদপুর চক ও সাহাজাদপুর নও- য়াবাদ মোজার রকম ১/০ আনা এই পৃথক হিসাব ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	সতীশ চন্দ্র মুখো- পাধ্যায় দিগর।	৫৭২১/০	২৯১/০

টীকা।— যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ যবে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইচ্ছা বৃদ্ধিতে হইবে যে ঐ অংশের মিত্র স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও উপরি লিখিত অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।

BIRBHUM COLLECTORATE.
dated Suri, the 9th August 1897.

F. N. FISCHER,
Collector.

জিলা নোয়াখালী।

জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত গুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত-ইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহ আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ১৫ সেপ্টেম্বর বিধে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ধরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া স্থিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ডাক্তার নং।	মহাল ও পরগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহা- লের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১২ ১ ৪৫	দাম্ভরা হিঃ ১/১। ১০ ক্রান্তী পং দাম্ভরা। কিসমত মহেন্দ্র নানারায়ণ পং শুন্দীপ। ৬৩৭/১১	অংশ .. সম্পূর্ণ ...	হিসাব পৃথক হিঃ ১/১০।।/৮ তিলা	শ্রী চন্দ্রনাথ গুপ্ত চৌধুরী। শ্রীমতী আইজা- মেছা।	৮০৯৬৬ ১২২।১১	৪৮০।৭/২
২১১ ২	চাকলে বামনী জমি- দারী চাং বামনী।	অংশ ...	হিসাব পৃথক হিঃ ।০ আনা।	মেঃ পি, জে, ডেলনি গং নাবলগান পক্ষে মাতা অভি- ভাবক মিস এলেনা জে, ডেলনি সাহেবা।	২৭৭৬৬০	৫৫৬৬৯
খাস মহাল টেনিউর —								
৬৭৫	চর উশ্বর রায় মধ্য ২ নং গং মঃ ম্যাডি হাওলা নজুদলাল।	৮৫৫.৫	সম্পূর্ণ	আবদুল হাকিম মিঞাজি গং।	২৮।০
৬৭৫	ঐ চর মধ্য ৩ নং গং মঃ ম্যাডি হাওলা ব্রজরাম মাঝি গং।	৭২.০।।/১০	ঐ	ব্রজরাম মাঝি গং	২৩.১০

LALIT KUMAR DAS,
Deputy Collector in charge.

জিলা বাকরগঞ্জ।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৯৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাকরগঞ্জ জিলায় অর্ন্ত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সনের লাগায়ত জুন কিস্তির বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনামুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সনের ২৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার তারিখে মোং বাং ১৩০৪ সনের ৯ আশ্বিন নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭। ২ আগস্ট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌজির নং।	মহাল ও পবগণাব নাম।	সম্পূর্ণ মহা- লের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৬৭৭	তালুক সৈজ্জদীন খাঁ গং পং বোজরগো- মেদপুর।	এজমালী দাঃ ১৫ গাণ্ডা অংশ নিলাম হইবে। অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী গং।	১০৪৩৬/৪	৬৯/১ পাই।
৪০৪৬	পদ্মা ওরফে রম- জানপুর পং কাশীম- পুর সেহলাপট্টা।	৫৩৮৩)	সম্পূর্ণ মহা- লের মালিকী স্বত্ব নিলাম হইবে।	হরকুমার সেন গং	৯৯৮)
৬২৯২	চক কচুপাতরা পং চন্দ্রদ্বীপ।	৭৩২)	সম্পূর্ণ মহা- লের তালুক- দারী স্বত্ব নিলাম হইবে।	শশীকুমার বসু গং	৬০৮)
৪৬৪২	ভূমখালী মহাল অধীন ৪নং নিম হাওলা পং সৈদপুর।	৫৩৫/৩	সম্পূর্ণ নিম হাওলা নিলাম হইবে।	এরকাহুদ্দি গং	১১১৬০/০
ঐ	ভূমখালী মহাল অধীন ১৮৮৪।২১৮ নং যোত।	৯০১)	সম্পূর্ণ যোত নিলাম হইবে।	মদন গং	৬০১)
৫২২২	চর কৃষ্ণপুরা মহাল অধীন ৮ নং গর- মকররি হাওলা পং জজীরা।	১০৬১।০/১০	সম্পূর্ণ হাও- লা নিলাম হইবে।	কাশীচন্দ্র দাস গং	৮৪২৬।৩

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাশব্দের ৫, ৭ ও ৯ যবে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের
মিত্ত স্বত্ব হিসাব রাখা হইয়া গকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

B. BELL,
Offg. Collector.

জিলা চট্টগ্রাম ।—ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম ।

ইহাধারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৭ ইংরাজির ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখের বাকী পড়া ৫০০ টাকার উর্ক জমার নওয়াবাদ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেচ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সালের ৭ আং ১৮৭১ সালের ২ আং ১৮৫৯ সালের ১১ আং ৬ ধারার মর্মানতে ১৮৯৭ ইং তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১৩০৪ বাং তারিখ ২৩ ভাদ্র রোজ মঙ্গলবার ধার্যে জিলার কালেক্টরিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে । ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৯ জুলাই ।

ক্রমিক নম্বর।	তালু- কার নম্বর।	তালুকার নাম ।	মালিকের নাম ।	সদর জমা ।		বাকীর পরিমাণ ।			মন্তব্য ।
				খাজানা।	সেস।	খাজানা।	সেস।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	৪৮১৯	মোজে জুজখলা থানা কটীকছুরি মহাল নও- য়াবাদ ।							
	২৩৮৭৯ ৫৮১ ১৫৩২	তাং সেখ ওবেদুল্লা খাঁ হাং তাং লতিপা খাতুন	শ্রীমতী লতিকা খাতুন ...	১১০৯/৯	৫৮/০	৫৫৪)	২২৬/৩	৫৭৬৬/৩
	৪২৪২	মোজে ভুজপুর থানা কটীকছুরি মহাল নও- য়াবাদ ।							
	২৪০২১ ৩৬৭৪	তাং এয়ার আলি খাঁ হাং তাং ওবেদর রহমান খাঁ ।	ওবেদর রহমান খাঁ ...	৭০৩)	৩৬৬/০	৩৪৬/৯	১৩৬৯	৩৬০/৬

CHITTAGONG COLLECTORATE,

J. D. ANDERSON,

The 23rd July 1897.

Collector.

জিলা চট্টগ্রাম ।—ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম ।

সন ১৮৫৯ সালের ৭ ধারার মর্মানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে নিম্নের লিখিত মহাল চট্টগ্রাম জিলার রাউজান থানা মহাল স্থিত ১৮৯৭ ইংরেজি ২৫শে মেই শেষ তারিখের খাজানা ও ছেচ বাকির জন্যে ১৮৯৭ ইংরেজি ২৪ আগস্ট তারিখে চট্টগ্রাম কালেক্টরিতে নিলামে ধরা যাইবে । ইতি সন ১৮৯৭ ইং তারিখ ৫ জুলাই ।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকার নম্বর।	তালুকার নাম ।	মালিকের নাম ।	সদর জমা ।		বাকী ।			মন্তব্য ।
				খাজানা।	ছেচ।	খাজানা।	ছেচ	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		মোজে হাপানিয়া থানা কটীকছুরা মহাল নওয়ান- বাদ ।—							
	২৩৯২৯ ৫০৬	তালুক ফরাদ জাকর ...	ওবেদর রহমান খাঁ পিং তোরাপ আলি খাঁ সাঃ পীচলাইশ ।	৮২৭	৬৭/৬	৬৩০	৫১০/০	৬৮১০/০	...

CHITTAGONG COLLECTORATE,

J. D. ANDERSON,

The 7th July 1897.

Coll.ctr.

জিলা খুলনা ।

জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক ।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে খুলনা জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনামুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদবজমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কিনা।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদবজমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৭৭।১	খুলিয়াপুর থানা কালীগঞ্জ।	১৭৪৭৮৮৫	না	১/০ পাঁচ আনা অংশ।	দাগিনী দাসী চৌধুরাণী।	৫৪৬২০/৯- ^৩ / _৪	৮১৪।৪ ^১ / _২

টিকা - যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫. ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

KHULNA, COLLECTORATE,)

W. H. VINCENT,

The 13th August 1897.)

Collector.

জেলা ফরিদপুর। - জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক ।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনামুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে । ১৮৯৭। ১০ আগস্ট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদবজমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কিনা।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদবজমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৫০	পং কাশীম নগর মহাল পঞ্চাশ হাজারী।	৩৮৯২	ষোল আনা	ঈশ্বরচন্দ্র সাহা গয়-রহ।	৫০১/৩
৬৫১৮	পং হাবেলী জুপা মামুদপুর সোল-পুরের অতিরিক্ত মহাল।	১০৪৭)	ঐ	প্রসন্নকুমার সেন	২৬১)

টিকা - যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫. ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

J. H. TEMPLE,
Collector.

জিলা মালদহ ।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক ।

১৮৯৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মালদহ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ । ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা দুই প্রহর ১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তোজির নম্বর ।	মহাল ও পরগনার নাম ।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা ।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না ।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম ।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, ঐ অংশের সদর জমা ।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী ।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, তাহার বাকী ।
১৩৬	তরফ কাঁকট পরগণা মাকরাইন ।	১৫৩৪।৬০	না	রেসিডুয়ারী অংশ অর্থাৎ সম্পূর্ণ মহালের ১০ আট আনা অংশ নিলাম হইবে । এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ নিলাম হইতে মুক্ত থাকিল ।	১ । বিবি মহাতাব-ম্নেসা ।। ২ । আয়ুব খাঁ স্বয়ং ৩ । আয়ুব খাঁ পক্ষে ইউসফ খাঁ নাবালক ।	৭৬৭।৬০	২৬।২
২০৪	তরফ ফতেপুর পরগনা বাহাদুরপুর ।	১৭৫১।৬০	না	রেসিডুয়ারী অংশ অর্থাৎ সম্পূর্ণ মহালের ৬০ আনা অংশ নিলাম হইবে । এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ নিলাম হইতে মুক্ত থাকিল ।	১ । সেখবাবর আলী ২ । সেখ সফরদার আলি । ৩ । সেখ আকবর আলী । ৪ । বিবি কাদিরম্নেসা । ৫ । বিবি সমতম্নেসা । ৬ । মহম্মদ সামিকদ্দিন । ৭ । মহম্মদ নাসিরুদ্দিন । ৮ । মহম্মদ আতাহোসেন ।	১৫৩২।৬০	১)
৫৫৪	চতুর্থতোক ১০ আনা মৌজা সাবইল পরগনা রাজনগর তৌজি রোলে লিখিত আছে কিন্তু এ রেজেক্টরীতে চাঁদপুর চতুর্থ কিশমত লিখিত আছে ।	১১০১।৬০	সম্পূর্ণ	রামকুমার সরকার অভিনাবক পক্ষে নাবালক পুত্র রামগোপাল সরকার ।	৪৭।৬০
৬২৫	মৌজা চক উজিয়ার পরগনা রাজনগর ।	৩৪৫৬।৬০	রেসি ডুয়ারি অংশ অর্থাৎ ৬১৬-- ^১ / _৪ ক্রান্তি বার আনা ষোল গণ্ডা ^১ / _৪ ক্রান্তি অংশ নিলাম হইবে । এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ নিলাম হইতে মুক্ত থাকিল ।	বিবি ফেরোজা খাতুন, সাকের ম্নেসা, পালবি ম্নেসা, সামিকদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী, আজিকদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী, লতিফম্নেসা, মাজিরুদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী, সামিরম্নেসা, বেসারত আলী চৌধুরী স্বয়ং ও বেসারত-আলী চৌধুরী পক্ষে সাখিনা খাতুন, আলিব-ম্নেসা, ও তাগিজম্নেসা ও বিবিরম্নেসা ।	২৭৬৭।৬০	২০।৬০

উল্লিখিত মহালগুলি ১৮৯৭ সালের বাকী রাজস্ব আদায় জন্য নিলাম হইবে । ইতি

টীকা—যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাশব্দের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না ।

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *six pounds* at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates : per four-ounce tin, *Rs. 2 anns. 8*; per eight-ounce tin, *Rs. 5*; per pound tin, *Rs. 10*. The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only*, at the undernoted rates : per four-ounce tin, *Rs. 3*; per eight-ounce tin, *Rs. 6*; per pound tin, *Rs. 12*. This medicine is also sold by the principal European and Native Druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 oz. tin, eight annas per 8 oz. tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

কুরঙ্গ সিন্‌কোনা ।

কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট গবর্ণ-
মেন্টের কর্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে
কুরঙ্গ সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ২।০ টাকায়, আট ওন্স টিন ৫.০ টাকায় ও এক পৌণ্ড
টিন ১০.০ টাকায় পাইবেন । সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট নগদ মূল্য
দিলে এই হিসাবে অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ৩.০ টাকায়, আট ওন্স টিন ৬.০ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন
১২.০ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই
ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন । উপরোক্ত ছয় ছাড়া চারি ওন্স টিনের ১.০, আট ওন্স টিনের ২.০
ও এক পৌণ্ড টিনের ৫.০ ডাক মাসুল দিতে হইবে ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন ।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন	১৮.০	বা ডাক মাসুল সমেত	১৮.৫০
II আধ ” ”	৯.০	” ” ” ”	৯.২৫
I শিকি ” ”	৪.৫০	” ” ” ”	৪.৭৫

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে । এবং
ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনাডাইন নামক অপকৃষ্ট কারের সহিত ইচ্ছাপূর্বক মিশান হয় নাই
তাহার গ্যারাণ্টি দেওয়া যাইতেছে । ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণের নিকট বিক্রয়
করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট পাওয়া
যাইতে পারিবে ।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengala Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	”
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	”
Postage	1	0	0	”
For a single copy—				
• Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাল্লালা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাছল এই অবধি নিম্ন-
লিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

	মকঃসলে	টাকা ।
সম্পূর্ণ গেজেট	১০৮
ডাকমাছল	২১।০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাছাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ- দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	৪।
ডাকমাছল	১।
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	১০
ডাকমাছল	১।
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	১। ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আন একং আন।।
ডাকমাছল	১।

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মকঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাছল লাগিবে না ।

ই, এন, বেকার ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একুটিং ছোট সেক্রেটারী ।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A., in two Volumes. Price Rs. 24 : packing and postage Re. 1-12.

* The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced student only, yet as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT., GOVT. PRINTING, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

NOTICE.

In continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the *Gazettes*, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—Rates of advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half " " "	10
Casual advertisement---4 annas per line.	

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্মে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্নমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্নমেন্ট কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানার কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কোটাণ্টের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে উক্ত রোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিকোন্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ বন্টন,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮৭ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হাব এইঃ—

	টাকা:
পূর্বা এক পৃষ্ঠা একই বার প্রকাশ করণের	২০০
আধ পৃষ্ঠা	১০০
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একই পৃষ্ঠা	১০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আর্ট-লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সার্ভিসে নিযুক্ত বর্তমানের ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজ্ঞা বিষয়ক আইন সংহিতা।

একই খানি পুস্তকের মূল্য, ৫, পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কোটাণ্টের নিকট একই খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার ধরচ। ১০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিন্গ ফিল্ড টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগের আপিসে রেজি-স্টারের নামে শিকোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্নমেন্ট প্রেসে, থাকার স্প্রিঙ কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

INSOLVENCY NOTICE.

COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of CHUNI LAL BOID AND ANOTHER, Insolvents.

NOTICE is hereby given that Tuesday, the 7th day of September next, is appointed for the further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend, and that an account in detail of the receipts and disbursements of the Official Assignee, from the 3rd day of April until the 30th day of July 1897, has been filed, and may be inspected in the Office of the Chief Clerk. Any Creditor or other person interested who may intend to establish or oppose any claim upon the Estate of the said Insolvent will be heard, notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing.

The like Notice.—In the matter of CHANDMULL JORWARMULL, Insolvents. Wherein the account of the Official Assignee, from 9th February to 30th July 1897, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of BHOYRODAN AND ANOTHER, Insolvents. Wherein the account of the Official Assignee, from 22nd July 1896 to 30th July 1897, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of DHARUM CHAND, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee, from 18th February to 30th July 1897, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of JOHURRYLALL PAUL AND ANOTHER, Insolvents. Wherein the account of the Official Assignee, from 15th February to 30th July 1897, has been filed in the Chief Clerk's Office.

OFFICIAL ASSIGNEE'S OFFICE,
Calcutta, 16th August 1897. }

A. B. MILLER,
Official Assignee.
(12—1)

কলকাতা প্রেসিডেন্সী কোর্ট অফিসের অফিসে গবর্ণমেণ্টের জন্য প্রিন্ট করা হইয়াছে।



গবর্ণমেন্ট গেজেট।

বঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৪ আগস্ট।

CONTENTS.

	PAGE.	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	পৃষ্ঠা।
PART II.—Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal	Nil.	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	নাই।
PART IIA.—Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal	Nil.	দ্বিতীয় ক খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আদেশ	নাই।
PART III.—Acts of the Legislative Council of India	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাঠ্যলিপি	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাঠ্যলিপি	নাই।
PART VII.—Circular Orders by the High Court and Board of Revenue	1—2	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র	১—২
PART VIII.—Advertisements	409—421	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রভৃতি	৪০৯—৪২১
SUPPLEMENT	Nil	পরিশিষ্ট গবর্ণমেন্টের গেজেট	নাই।

সপ্তম খণ্ড।

হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র।

সপ্তম খণ্ড।

সরকুলর অর্ডর।

বঙ্গদেশের অন্তর্গত ফোর্ট উইলিয়মস্থ হাই কোর্টের আদেশমতে প্রচারিত সরকুলর অর্ডর।

বর্তমান বিধি।

২৪ বিধি। [সেশন জজের কালেক্টর পুরণ সম্বন্ধে উপদেশ।—১৮৭৯ সালের ১৪ই অক্টোবর তারিখের ৫ নম্বর সরকুলর অর্ডর।]

(ঘ) সেশন জজদিগকে মস্তব্যের ঘরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিখিতে হইবে :—কোন বিচার মূলতবি রাখা হইলে সেই মূলতবির হেতু, কোন কয়েদির উপর নির্জন কারাবাস দণ্ডের আদেশ হইলে সেই দণ্ডের কাল, ঐ সেশনেই ভিন্ন এক মোকদ্দমায় প্রদত্ত দণ্ডের অতিরিক্ত দণ্ডস্বরূপ কয়েদির উপর দণ্ডাজ্ঞার আদেশ হইলে কিম্বা কয়েদী যে দণ্ড ভোগ করিতেছে সেই দণ্ডের কাল অতীত হইলে ভোগ করিতে হইবে এমন দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইলে সেই কথা, জুরির মীমাংসা সম্বন্ধে জজের মত অর্থাৎ ঐ মতের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য আছে কি না এবং তাঁহার মতে মোকদ্দমার সাক্ষ্য বিবেচনায় ঐ বিশেষ নির্ণয় ন্যায্য কি না এবং মতভেদ হইলে সেই মতভেদের কারণ (১) এবং যে ব্যক্তি মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডনীয় সেই ব্যক্তির উপর যে কারণে মৃত্যু দণ্ড ভিন্ন অপর কোন দণ্ডের (ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য-প্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৭৪ ধারা) আদেশ হইল তাহা, কোন বিশেষ মোকদ্দমায় বিশেষ লম্বু বা বিশেষ কঠোর দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিবার হেতু এবং হাই কোর্ট যাহাতে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য-প্রণালী বিষয়ক আইনের ৩২ অধ্যায়ের প্রদত্ত সংশোধন করিবার ক্ষমতা পরিচালনে সক্ষম হন তজ্জন্য সাধারণতঃ যে যে বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যিক সেই সেই বিষয়।

ফৌজদারী।

১ নং, তারিখ ১২ই জুলাই, ১৮৯৭ সাল।

হাই কোর্টের ফৌজদারী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডর পুস্তকের ২০ পৃষ্ঠায় ১ অধ্যায়ের ২৪ বিধির (ঘ) দফার পর নিম্নলিখিত শব্দগুলি বসাইতে হইবে :—

কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৭৫ ধারার অর্থানুযায়ী অভিযোগ সম্পর্কে বর্দ্ধিত দণ্ডের আদেশ হইলে সেশন জজকে মস্তব্যের ঘরে ঠিক পূর্ববর্তী অপরাধ নির্ণয়ের তারিখ, ঐ উপলক্ষে প্রদত্ত দণ্ড এবং পূর্বে যতবার অপরাধ সাব্যস্ত বা স্বীকৃত হয় তাহার মোট সংখ্যা লিখিতে হইবে।

(১) যে সকল স্থলে আসেসরের সাহায্যে মোকদ্দমার বিচার হয় সেই সকল স্থলে ঐরূপ কারণ লিখিবার প্রয়োজন নাই।

CHUNDER NATH BOSE,
Bengali Translator.



গবৰ্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 24, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৪ আগষ্ট।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইন্ডিয়াৰ এড্ৰতি।

LAND ADVERTISEMENTS.

ভূমিবিষয়ক ইভাহার।

জিলা বীরভূম।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বীরভূম জিলায় অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌমিক নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১০১ নং	হেককা, পরগণা আকবরসাহি খানা মোড়ে- শ্বর।	১৫৫৯১/০	সম্পূর্ণ	ভোলানাথ ঘোষ দিগর।	৪১১৬
১০২ নং	দাঁড়কা, পরগণা ইছাপুখুরিয়া খানা লাভপুর।	১৮০৩/০	এজমালি অংশ রকম ১১১৯ গুণ্ডা ২ দস্তী এই এজমালি অংশ ভিন্ন মহা- লের অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	সতীশ চন্দ্র রায়ে দিগর।	২২৩১/১	৮৪ পাই।
১০৩ নং	খম্বা, পরগণা খটকা খানা সিউড়ী।	১৩৮৩/০	এজমালি অংশ রকম ১১১—১৫ তিল এই এজমালি অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	গিরিশ চন্দ্র চট্টো- পাধ্যায়।	৭৩২/০	৫১১২
১৭০ নং	আকুনি পরগণা স্বরূপসিংহ খানা মোড়ে- শ্বর।	১৮৩২/০	১৭০ ২ নং পৃথক হিসাব কাজিপুর বাগ- বাদিনী ও ভুড়ি গ্রাম মোজার রকম ষোল আনা এবং সাহাজাদপুর চক ও সাহাজাদপুর নও- য়াবাদ মোজার রকম ১/০ আনা এই পৃথক হিসাব ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	সতীশ চন্দ্র মুখো- পাধ্যায় দিগর।	৫৭২/১০	২৯/০

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের
নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও উপরি লিখিত অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।

BIRBHUM COLLECTORATE,
Dated Sur, the 9th August 1897.

F. N. FISCHER,
Collector.

জিলা নোয়াখালী ।

জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারায়তে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত হালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত নাইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ । ১৫ সেপ্টেম্বর গরিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে । যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ধরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর ।	মহাল ও পবগনার নাম ।	সম্পূর্ণ মহা- লের সদব জমা ।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না ।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ ২ অংশের বিশেষ বিবরণ ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম ।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদব জমা ।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী ।
১২ ১ ৪৫ ২১১ ২	দাম্ভরা হিঃ ১/১১ - ১০ ক্রান্তী পং দাম্ভরা । কিসমত মহেন্দ্র নানারায়ণ .পং শুন্দীপ । চাকলে বামনী জমি- দারী চাং বামনী । ৬৩৭/১১	অংশ ... সম্পূর্ণ ... অংশ ...	হিসাব পৃথক হিঃ । ১/১১।/৮ তিলা হিসাব পৃথক হিঃ । ১০ আনা ।	শ্রী চন্দ্রনাথ গুপ্ত চৌধুরী । শ্রীমতী আইজা- য়েছা । মেঃ পি, জে, ডেলনি গং . নাবালগান পক্ষে মাতা অভি- ভাবক মিস এলেনা জে, ডেলনি সাহেবা ।	৮০৯৬৬ ২৭৭৬৬০ ১২২১১১	৪৮০।০/২ ৫৫৬৬৯
১৬৭৫	চর উশ্বর রায় মধ্যে ২ নং গং মঃ ম্যাদি হাওলা নজুদলাল ।	৮৫৫.৫	সম্পূর্ণ	আবদুল হাকিম মিঞাজি গং ।	২৮।০
১৬৭৫	ঐ চর মধ্যে ৩ নং গং মঃ ম্যাদি হাওলা ব্রজরাম মাঝি গং ।	৭২০।।১০	ঐ	ব্রজরাম মাঝি গং	২৩।০

LALIT KUMAR DAS,
Deputy Collector in charge.

জিলা বাকরগঞ্জ।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে একত্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সনের লাগায়ত ছয় কিস্তির বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সনের ২৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার তারিখে মোং বাং ১৩০৪ সনের ৯ আশ্বিন নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭। ২ আগস্ট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌতির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহা- লের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৬৭৭	তালুক সৈয়দুল্লাহ খাঁ গং পং বোজরগো- মেদপুর।	এজমালী দা/১৫ গণ্ডা অংশ নিলাম হইবে। অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী ১০৪৩৫/৪ গং।	৬৮৮। পাই।
৪৫৪৬	পদ্মা ওরফে রম- জানপুর পং কাশীম- পুর সেহলাপটী।	৫৩৮৩,	সম্পূর্ণ মহা- লের মালিকী স্বত্ব নিলাম হইবে।	হরকুমার সেন গং	৯৯৮,
৬২৯২	চক কচুপাতরা পং চন্দ্রদ্বীপ।	৭৩২,	সম্পূর্ণ মহা- লের তালুক- দারী স্বত্ব নিলাম হইবে	শশীকুমার বসু গং	৬০৮,
৪৬৪২	ভূষখালী মহাল অধীন ৪নং নিম হাওলা পং সৈদপুর।	৫৩৫২/৩	সম্পূর্ণ নিম হাওলা নিলাম হইবে।	এরফাহুদ্দি গং	১১১৫০/০
ঐ	ভূষখালী মহাল অধীন ৬৮৮৪১২১৮ নং যোত।	২০১,	সম্পূর্ণ যোত নিলাম হইবে।	মদন গং	৬০১,
৫২২২	চর কৃষ্ণপুরা মহাল অধীন ৮ নং গর- মকররি হাওলা পং জজীরা।	১০৬১১/১০	সম্পূর্ণ হাও- লা নিলাম হইবে।	কাশীচন্দ্র দাস গং	৮৪২৫/৩

টীকা।—যে ক্ষেত্রে উপরে লিখিত বর্ণনাশব্দে ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই ক্ষেত্রে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের
নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

B. BELL,
Offg. Collector.

জিলা চট্টগ্রাম। - ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহাধারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৭ ইংরাজির ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখের বাকী পড়া ৫০০ টাকার উর্ক জমার নওয়াদ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেচ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সালের ৭ আং ১৮৭১ সালের ২ আং ১৮৫৯ সালের ১১ আং ৬ ধারার মর্মানতে ১৮৯৭ ইং তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১৩০৪ বাং তারিখ ২৩ ভাদ্র রোজ মঙ্গলবার ধার্যে জিলা কালেক্টরিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৯ জুলাই।

ক্রমিক নম্বর।	তালু কার নম্বর।	তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদব তমা।		বাকীর পরিমাণ।			মন্তব্য।
				খাজনা।	সেস।	খাজনা।	সেস।	মেট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	৪৮১৯ ২৩৮৭৯ ৫৮৯ ১৫৩২	মোঁজে জুজখলা থানা ফটীকছুরি মহাল নও- য়াবাদ।	শ্রীমতী লতিফা খাতুন ...	১১০৯১/০	৫৮/০	৫৫৪)	২২৫১/৩	৫৭৬৫১/৩
	৪৯৪২ ২৪০২১ ৩৬৭৪	মোঁজে তুজপুর থানা ফটীকছুরি মহাল নও- য়াবাদ।	ওবেদর রহমান খাঁ ...	৭০৩)	৩৬৫/০	৩৪৬।৯	১৩৫৯	৩৬০।/৬

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 23rd July 1897.

J. D. ANDERSON,

Collector.

জিলা চট্টগ্রাম। - ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

সন ১৮৫৯ সালের ৭ ধারার মর্মানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে নিম্নের লিখিত মহাল চট্টগ্রাম জিলা রাউজান খাস মহাল স্থিত ১৮৯৭ ইংরেজি ২৫শে মেই শেষ তারিখের খাজনা ও ছেচ বাকির জন্যে ১৮৯৭ ইংরেজি ২৪ আগস্ট তারিখে চট্টগ্রাম কালেক্টরিতে নিলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইং তারিখ ৫ জুলাই।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকার নম্বর।	তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদব তমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজনা।	ছেচ।	খাজনা।	ছেচ	মেট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	২৩৯২৯ ৫০৬	মোঁজে হাপানিয়া থানা ফটীকছুরী মহাল নওয়া- বাদ। - তালুক ফরাদ জাঁফর ...	ওবেদর রহমান খাঁ পিং তোরাপ আলি খাঁ সঃ পাঁচলাইশ।	৮৯৭	৬৭।।/৬	৬৩০	৫১০/০	৬৮১০/৮	...

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 7th July 1897.

J. D. ANDERSON,

Collector.

জিলা খুলনা ।

জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক ।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে খুলনা জিলায় অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ । ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর ।	মহাল ও পরগণার নাম ।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা ।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কিনা ।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ ২ অংশের বিশেষ বিবরণ ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম ।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা ।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী ।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী ।
৭৭।১	ধুলিয়ানপুর থানা কালীগঞ্জ ।	১৭৪৭৮৮৫	না ...	১/০ পাঁচ আনা অংশ ।	দামিনী দাসী চৌধুরাণী ।	৫৪৬২০/৯ ^৩ / _৪	...	৮১৪।৪ ^১ / _২

টীকা - যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাগণের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের সমস্ত স্বত্ব হিমাংস রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না ।

KHULNA COLLECTORATE,
The 13th August 1897.

W. II. VINCENT,
Collector

জেলা ফরিদপুর - জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক ।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ফরিদপুর জিলায় অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ । ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে । ১৮৯৭ । ১০ আগস্ট ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর ।	মহাল ও পরগণার নাম ।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা ।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কিনা ।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ ২ অংশের বিশেষ বিবরণ ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম ।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা ।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী ।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী ।
২৫০	পং কাশীম নগর মহাল পঞ্চাশ হাজারী ।	৩৮৯২	যোল আনা	ঈশ্বরচন্দ্র সাহা গয়- রহ ।	৫০১।৩
৬৫১৮	পং হাবেলী তপ্পা মামুদপুর সোলু-পুরের অতিরিক্ত মহাল ।	১০৪৭	ঐ	প্রসন্নকুমার সেন	২৬১।

টীকা - যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাগণের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের সমস্ত স্বত্ব হিমাংস রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না ।

J. H. TEMPLE,
Collector.

জিলা মালদহ।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক ।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মালদহ জিলায় অন্তর্গত উল্লিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭।২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা দুই হইতে ১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তারিখ নম্বর।	মহাল ও পর্বগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, তাহার বাকী।
১৩৬	তরফ কাঁকট পর- গণা মাকরাইন।	১৫৩৪।০	না	রেসিডুয়ারী অংশ অর্থাৎ সম্পূর্ণ মহা- লের ১১ আট আনা অংশ নিলাম হইবে। এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ নিলাম হইতে মুক্ত থাকিল।	১। বিবি মহাতাব- ম্মেসা। ২। আয়ুব খাঁ স্ব ৩। আয়ুব খাঁ পক্ষে ইউসফ খাঁ নাবা- লক।	৭৬৭।০	২৫।০
২০৪	তরফ কতেপুর পরগনা বাহা- দুরপুর।	১৭৫১।০	না	রেসিডুয়ারী অংশ অর্থাৎ সম্পূর্ণ মহা- লের ৫০ আনা অংশ নিলাম হইবে এতদ্ব্যতীত অব- শিষ্ট অংশ নিলাম হইতে মুক্ত থাকিল।	১। সেখবাবর আলী ২। সেখ সফরদার আলী। ৩। সেখ আকবর আলী। ৪। বিবি কাদিরম্মেসা। ৫। বিবি সমতম্মেসা। ৬। মহম্মদ সামিকদ্দিন। ৭। মহম্মদ নাসিরুদ্দিন। ৮। মহম্মদ আতাহোসেন।	১৫৩২।০	১)
৫৫৪	চতুর্থতোক ১০ আনা মৌজা সাবইল পরগনা কিন্তু এ রেজেক্টরীতে চাঁদপুর চতুর্থ কিশমত লিখিত আছে	১১০১।০	সম্পূর্ণ	রামকুমার সরকার অভিভাবক পক্ষে নাবালক পুত্র রামগোপাল সর- কার।	৪৭।০
৬২৫	মৌজা চক উজি- য়াল পরগনা রাজনগর।	৩৪৫।০	রেসি ডুয়ারি অংশ অর্থাৎ ৫১৬ = $\frac{১}{৪}$ ক্রান্তি বার আনা যোল গণ্ডা $\frac{১}{৪}$ ক্রান্তি অংশ নি- লাম হইবে। এত- ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ নিলাম হই- তে মুক্ত থাকিল।	বিবি ফেরোজা খাতুন, সাকের ম্মেসা, পালবি ম্মেসা, সামিকদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, আজিকদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, লতিফম্মেসা, মাজিরুদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, সামিরম্মেসা, বেসারত আলী চৌধুরী স্বয়ং ও বেসারত- আলী চৌধুরী পক্ষে সাখিনা খাতুন, আলিব- ম্মেসা, তামিজম্মেসা ও বিবিরম্মেসা।	২৭৬৭।০	২০।০

উল্লিখিত মহালগুলি ১৮৯৭ সালের বাকী রাজস্ব আদায় জন্য নিলাম হইবে। ইতি

টিকা—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে বাকী ও অংশ হইবে যে ঐ অংশের
স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

MALDA COLLECTORATE,

The 10th August 1897.

H. LUKA,

Collector.

জিলা বর্ধমান।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বর্ধমান জিলার অন্তর্গত নিম্ন-লিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকিসে ১৮৯৭ সালের মার্চ কিংবাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনামুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১২টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌতির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহা- লের সনদের ক্রম।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কিনা।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশের বা ঐ অংশের বি- শেষ বিবরণ। উল্লি- খিত অংশ ব্যতীত অন্যান্য অংশ বিক্রয় হইবে না।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশ ের সনদের ক্রম।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৬২	পালশোনা পং খেড়া	৭৪০০১১/১১	...	এই মহালে ২,৩, ৪ ও ৫ নং পৃথক হিসাবের মহাল বাদে ১নং পৃথক হিসাবের মহাল নিলাম হইবে মূল মহাল ও বাকি পড়িয়াছে তাহার নিলাম জন্য পৃথক ইস্তাহার দে- ওয়া গেল।	আশুতোষ চন্দ্র সিং	২২৫/৬	৩১৮৫৯
৬২	পালশোনা পং খেড়া	৭৪০০১১/১১	এই মহালে ২,৩, ৪ ও ৫ নং পৃথক হিসাবের মহাল বাদে মূল মহাল নিলাম হইবে ১ নং পৃথক হিসাবও বাকি পড়িয়াছে তা- হার নিলাম জন্য পৃথক ইস্তাহার দেও- য়া গেল।	আশুতোষ চন্দ্র সিং	২৫১৮/৭	৮৬১৫০/৫

টীকা।—যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ নম্বরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের
ক্রমিক নম্বর হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

BEJOY K. BOSE.
For Collector.

জেলা বর্ধমান ।— নিলামি বিজ্ঞাপন ।

এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বর্ধমান জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহলে গবর্ণমেন্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত বর্ধমান জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৭ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখ মোতাবেক বাজলা ১৩০৪ সনের ৯ আশ্বিন তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক ।

খরিদারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে ।—

নিলামের সর্ত্ত ;—

প্রথম । নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্ব্বা-
পেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে । এই মহালের খরিদা-
রকে ইহার মালিকস্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে তাহা চিরস্থ রূপে গণ্য
হইয়া এই মহালে গবর্ণমেন্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবে ।

দ্বিতীয় । চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্য্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণে যে সকল
পাট্টা বর্ত্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভিনিউ কার্য্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত
হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার
করিতে খরিদারগণ বাধ্য হইবে ।

তৃতীয় । নিলামি মূল্য ১০০ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে ।

চতুর্থ । নিলামি মূল্য ১০০ টাকার উক্ত হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ
দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের
মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পক্ষ উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে
তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে
(যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার
ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়কারি খরিদারের দায়ীত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে ।

ক্রমিক নম্বর ।	মহাল ও পংগণার নাম ।	একবেব হিসাবে যত- দূব জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ ।	গবর্ণমেন্টের রাজস্ব যাহাধার্য্য হইয়াছে ।	মন্তব্য ।
		একর কড পোঃ ।	টাঃ আঃ পাই ।	
৬৪৪৮	কালুওক দিঃ পং মজ্জাকরসাহি	৯ ২ ২	৪৮ ৬ ৯	
৬৪৪৯	কর্জলা দিঃ পং বর্ধমান	৭ ১ ১৮	৩৩ ১ ৩	
৬৪৫৪	বটগ্রাম দিঃ পং মজ্জাকরসাহি	৫ ২ ২	২৮ ৬ ৩	
৬৪৫০	উঁচালন পং সমরসাহি	৫ ৩ ৩৯	২৭ ১১ ৬	
৬৪৫৩	কৃষ্ণপুর ওরফে কামালপুর পং খণ্ডঘোষ	৬ ১ ২২	৩৬ ১ ৬	
৬৪৫১	বুলচন্দ্রপুর পং সমরসাহি	৭ ১ ২২	৩৭ ১১ ৬	
৬৪৫২	নিগোন পং শ্বেঞা	৭ ২ ৩৬	৫২ ১১ ০	
৭৩	ডফরপুর পং অস্থিকা	৪ ৩ ১৬	১৭ ১ ৩	
৬৩২০	পাঁচরখী পং জাহাজিরাবাদ	৪ ০ ১৭	১৫ ১ ৭	
৬৪৯৪	কোত্তারডিহি পং সেরগড়	০ ৩ ৩৯	১ ৬ ৩	
৬৪৯৭	কোত্তারডিহি পং সেরগড়	০ ০ ১৮	০ ০ ০	
৬৫২৪	কোত্তারডিহি পং সেরগড়	০ ২ ৯	২ ১১ ৬	
৬৫২৬	কোত্তারডিহি পং সেরগড়	০ ০ ২৯	০ ০ ০	
৬৫২৭	কোত্তারডিহি পং সেরগড়	০ ০ ২২	০ ০ ০	
৬৫৩৭	কোত্তারডিহি পং সেরগড়	০ ০ ৯	০ ০ ০	
৬৫৪৪	কোত্তারডিহি পং সেরগড়	০ ০ ৭	০ ০ ০	
৬৫৫৩	কোত্তারডিহি পং সেরগড়	০ ০ ৩২ ½	১ ০ ০	

কালেক্টরের কাছারি
জেলা বর্ধমান
তারিখ ২১ আগস্ট ১৮৯৭

C. FISHER,
Collector.

জিলা মুরশিদাবাদ।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৯৭ সালের জুন কিস্তির বাকির জন্য।—

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত নম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর মোং ১৩০৪ সালের ১৩ আশ্বিন তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ-মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৪৫৩	চর ছেতানী থানা বড়ুয়া।	৭৪৯।।°	সমুদয়	ধনেশ প্রকাশ গাঙ্গুলী সাং কলিকাতা নং ৯ প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের ষ্টীট।	১৮৭)

OPENDRA CHUNDR MOZUMDAR,
For Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking six pounds at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, Rs. 2 ans. 8; per eight-ounce tin, Rs. 5; per pound tin, Rs. 10. The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, for cash only, at the undernoted rates: per four-ounce tin, Rs. 3; per eight-ounce tin, Rs. 6; per pound tin, Rs. 12. This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 oz. tin, eight annas per 8 oz. tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

ক্রয় সিন্‌কোনা।

কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট গবর্ন-মেন্টের কর্মচারীগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে ক্রয় সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ২।।° টাকায়, আট ওন্স টিন ৫° টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০° টাকায় পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট নগদ মূল্য দিলে এই হিসাবে অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ৩° টাকায়, আট ওন্স টিন ৬° টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২° টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ওন্স টিনের ১°, আট ওন্স টিনের ১।° ও এক পৌণ্ড টিনের ১।° ডাক মামুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন ১৮)	বা ডাক মাশুল সমেত ১৮৫০
৥ আধ " " ৯)	" " " " ৯১০
। শিকি " " ৪১০)	" " " " ৫)

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনীডাইন নামক অপকৃষ্ট কারের সহিত ইচ্ছাপূর্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারান্টি দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট পাওয় যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mufassal.

			Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—						
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৯৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাল্লা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্ন-লিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

	মকঃসলে	টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	...	বৎসর ১০৮
ডাকমাশুল	...	" ২১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ-দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	" ৪)
ডাকমাশুল	...	" ১)
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	...	" ১০
ডাকমাশুল	...	০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	...	" ০ ৪ পৃষ্ঠার উপর মকঃ অধিক ২২ তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক ২ আনা।
ডাকমাশুল	...	০

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মকঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একুটিং ছোট সেক্রেটারী।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A., in two Volumes. Price Rs. 24 : packing and postage Rs. 1-12.

••• The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced student only, yet as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT., GOVT. PRINTING, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

NOTICE.

In continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1888.

NOTE.—Rates of advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half " " " " " " " "	10
Casual advertisement—4 annas per line.	

বিজ্ঞাপন ।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐং গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৯৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্মেণ্ড বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল ।

গবর্ণমেন্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্ট কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট হা পাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত হা পাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল ।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কোনাটের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে উপ-রোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না ।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিকোর্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১/০ এক আনা পাঠাইতে হইবে ।

সি, ডবলিউ বন্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী :

১৮৯৭ সালের ১২ ডিসেম্বর ।

মন্তব্য ।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এইং ।—				টাকা,
প্রথম এক পৃষ্ঠা এক বার প্রকাশ করণের	২০
আম গৃহীত	১০
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক পৃষ্ঠা	১২

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে ।

বারিফার-আট-লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিভিল সর্বিসে নিযুক্ত বর্ধমানের ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, কিলড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজ্ঞা বিষয়ক আইন সংহিতা ।

একং খানি পুস্তকের মূল্য, ৫, পাঁচ টাকা ।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন । মন্তব্য ।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে ।

বিজ্ঞাপন ।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রুনেড ওয়েফ্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগের আপিসে রেজি-স্টারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে ।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার স্প্রিঙ কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায় ।

কালকাতা প্রেসিডেন্সী ছেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্য শ্রীযুত জেমস পেট্রি সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল ।





গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, AUGUST 31, 1897.

বঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৩১ আগস্ট।

CONTENTS

	PAGE.	বিবরণ।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দেশনাদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	পৃষ্ঠা।
PART II.—Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal	261—267	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দেশনাদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	নাই।
PART IIA.—Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal	76—78	দ্বিতীয় ক খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আদেশ	২৬১—২৬৭
PART III.—Acts of the Legislative Council of India	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	৭৫—৭৬
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাঠ্যলিপি	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাঠ্যলিপি	নাই।
PART VII.—Circular Orders by the High Court and Board of Revenue	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র	নাই।
PART VIII.—Advertisements	429—437	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রভৃতি	৪২৩—৪৩৭
SUPPLEMENT	Nil.	পরিশিষ্ট গবর্ণমেণ্টের গেজেট	নাই।

PART II.

Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দেশনাদেশ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MARINE DEPARTMENT.

The 23rd August 1897.

No. 152 Marine.—With the previous sanction of the Governor-General in Council, the Lieutenant-Governor is pleased to declare that the rules for quarantine against plague, promulgated in the notification issued by this Department, No. 1 Marine, dated the 4th January 1897, shall cease to have effect in the port of Calcutta against vessels leaving Karachi on or after the 17th August 1897.

A. D. McARTHUR, Col., R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal.

The 23rd August 1897.

No. 153 Marine.—The following telegram, dated the 5th August 1897, from the Political Resident, Turkish Arabia, relative to the imposition of quarantine restrictions, is published for general information.

A. D. McARTHUR, Col., R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal.

Telegram dated Bagdad, the 5th August 1897.

From—The Political Resident in Turkish Arabia,
 To—The Foreign Secretary, Simla.

QUARANTINE against arrivals from India and Baluchistan reduced to ten days from 3rd August. Prohibition against entry Shiaks and corpses from India is still in force.

The 23rd August 1897.

No. 154 Marine.—The following documents regarding quarantine and trade restrictions imposed in other countries in consequence of the existence of bubonic plague in India are published for general information:—

A. D. McARTHUR, Colonel, R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal

Letter from the Foreign Office, to the Indian Tea Association.

May 21, 1897.

With reference to my letter of the 3rd instant, I am directed by the Marquess of Salisbury to transmit to you a copy of a memorandum* which has been received from Her Majesty's Ambassador at St. Petersburg, in which are set forth the regulations that are now being enforced in respect of tea and other products of Eastern origin by the Russian Customs.

Sir N. O'Connor states that no prohibition against the importation of tea is in existence, and that the process of disinfection which is described in the memorandum, and which is only applied to the outer covering of the chests, could not possibly cause any injury to the tea.

I am, &c.,
 (Signed) GEORGE N CURZON.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

মেরিন্ ডিপার্টমেন্ট ।

১৮৯৭ সাল ২৩ আগস্ট ।

মেরিন্ ১৫২ নম্বর।—শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব অগ্রে মন্ত্রিসভাধিক্ষিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি লইয়া এই আদেশ করিতেছেন যে, ১৮৯৭ সালের জুলাই মাসের ৪ তারিখের এই ডিপার্টমেন্টের মেরিন্ ১নং বিজ্ঞাপনে মড়কের বিরুদ্ধে যে কারান্টাইন বিধি প্রচারিত করা গিয়াছে তাহা ১৮৯৭ সালের আগস্ট মাসের ১৭ তারিখে কিম্বা তাহার পর করাচী হইতে যে সকল জাহাজ ছাড়িয়া আইসে সেই সকল জাহাজ সম্বন্ধে কলিকাতা বন্দরে খাটিবে না ।

এ, ডি, ম্যাকআর্থর, কর্নেল, আর, ই,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

১৮৯৭ সাল ২৩ আগস্ট ।

মেরিন্ ১৫৩ নম্বর । - কারান্টাইন নিষেধ বিধি ধার্যকরণ সম্বন্ধে তুরস্কধীন আরবের পোলিটিকাল রেসিডেন্ট সাহেবের ১৮৯৭ সালের ৫ আগস্ট তারিখের নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল ।

এ, ডি, ম্যাকআর্থর, কর্নেল আর, ই,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বাগদাদ হইতে প্রেরিত ১৮৯৭ সালের ৫ আগস্ট তারিখের টেলিগ্রাম ।

সিমলায় শ্রীযুত ফরিন্ সেক্রেটারী সাহেবের নিকট ।

তুর্কি আরবের পোলিটিকাল রেসিডেন্ট সাহেবের টেলিগ্রাম ।

ভারতবর্ষ ও বেঙ্গলি স্থান হইতে আগত জাহাজের বিরুদ্ধে ৩ আগস্ট হইতে কারান্টাইন কমান্ডিয়া দশ দিন করা গেল । আগত ভারতবর্ষ হইতে শিয়াদেব এবং শবের প্র বশ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা অদ্যাপি বলবৎ আছে ।

১৮৯৭ সাল ২৩ আগস্ট ।

• মেরিন্ ১৫৪ নম্বর । ভারতবর্ষে বৌচিফাল মড়কের প্রাদুর্ভাব হেতু অন্যান্য দেশে যে কারান্টাইন ও বাণিজ্য সম্বন্ধে নিষেধ বিধি স্থাপিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত কাগজপত্র সাধারণের অবগতিতে নিমিত্ত প্রকাশিত হইল :—

এ, ডি, ম্যাকআর্থর, কর্নেল আর, ই,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

ফরেন অফিস হইতে ইণ্ডিয়ান টি এ স্যাসিয়েমেনে প্রেরিত পত্র ।

১৮৯৭ সালের ২১শে মে ।

আমার ৩রা তারিখের পত্র উপলক্ষে আমি মার্কুইস অব সালিসবরির দ্বারা আদিষ্ট হইয়া আপনাদিগকে শ্রীশ্রীমতীর সেন্টপিটসবার্গস্থিত আন্থাসাডারের নিকট হইতে প্রাপ্ত স্মারকলিপির * এক খণ্ড প্রতিলিপি পাঠাইতেছি । ঐ স্মারকলিপিতে রুসিয়ায় কষ্টম বিভাগ দ্বারা চা ও পূর্ব মহাদেশে উৎপন্ন অপরাপর দ্রব্য সম্বন্ধে যে সকল বিধি প্রচলিত হইতেছে তাহা বর্ণিত আছে ।

* ছাপা হইয়া নাই ।

স্যার এন, ও কৌনার সাহেব বলেন যে চার আমদানি সম্বন্ধে কোন নিষেধাজ্ঞা নাই এবং স্মারকলিপিতে সংক্রামক দোষশূন্যকরণের যে প্রণালী বর্ণিত আছে এবং যে প্রণালী কেবলমাত্র বাণের বাহিরের আবরণে প্রয়োগ করা যায় তাহা দ্বারা চার কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই ।

(সহি) জর্জ এন কুর্জন ।

*Notification by the Board of Trade.**London, July 9, 1897.*

The Board of Trade have received, through the Secretary of State for the Colonies, the following copy of a Notice issued by the Governor of Malta, viz. :

Government Notice.

His Excellency the Governor, having heard the opinion of the Board of Health, has been pleased to modify Government Notice No. 118 of 7th June 1897, and to direct that the following regulations be observed, viz. :

1. Vessels which are not allowed to enter the Harbour, but are allowed to communicate in quarantine with the Islands of Comino and Cominotto under such restrictions as the Collector of Customs may direct.

(a) Vessels that have on board, or have had during the voyage cases of cholera, yellow fever or plague or cases of a disease with symptoms resembling those of cholera, yellow fever or plague.

(b) Vessels with pilgrims from the East.

(c) Vessels arriving from Arabian Ports in the Red Sea and the Persian Gulf which have not been admitted to free pratique at Suez and Port Said.

2. Vessels which are allowed to enter the Quarantine Harbour to coal and take in provisions under quarantine restrictions.

(a) Vessels arriving from Bombay or Kurrachee which have not been admitted to free pratique in any port in the Adriatic or Mediterranean Sea, or which have not, to the satisfaction of the Chief Government Medical Officer, been thoroughly disinfected before being admitted to free pratique at the said port.

(b) Vessels arriving from any port without a clean bill of health, which do not fall under any of the preceding regulations.

3. Medical Inspection.

All vessels arriving at Malta shall undergo strict medical inspection.

4. Passengers.

Passengers arriving from Mediterranean Ports must, before landing, declare on oath that they have not been in Bombay or Kurrachee within the last 30 days. All passengers who have been within the last 30 days in Bombay or Kurrachee shall be landed at the Lazaretto and remain there, under such restrictions as may be ordered by the Port Authority, for a period not less than 7 days from the date of disinfection and not less than the number of days required to complete 30 days from the date of departure.

5. Goods.

The importation of coffee coloured with substances injurious to health is prohibited.

The importation of cotton seed from any port subject to quarantine is forbidden.

The importation of rags is prohibited.

The importation is forbidden before disinfection of the following articles, viz., wearing apparel, soiled linen and clothing, bedding materials, hides, feathers, bones and jute goods.

The importation of vines, vine shoots and fruit packed in vine leaves is prohibited. The importation of plants or roots from any port of the Mediterranean is prohibited unless the same are accompanied by a satisfactory certificate that phylloxera is not known to exist at the place of origin.

By command,

F. VELLA,

Acting Chief Secretary to Government.

বোর্ড অব ট্রেডের বিজ্ঞাপন।

লণ্ডন, ১৮৯৭ সাল ৯ই জুলাই।

মান্টার গবর্নর দ্বারা প্রচারিত নোটিসের নিম্নলিখিত প্রতিলিপি বোর্ড অব ট্রেড উপনিবেশ সমূহের পক্ষে সেক্রেটারি অব স্টেটের হাত দিয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ :—

গবর্নমেন্ট নোটিস।

বোর্ড অব হেলথের মত শ্রবণে মহামহিম শ্রীযুত গবর্নর সাহেব ১৮৯৭ সালের ৭ই জুন তারিখের ১১৮ নং গবর্নমেন্ট নোটিস সংশোধন করিয়াছেন এবং নিম্নলিখিত বিধিগুলি মান্য করিবার আদেশ দিয়াছেন, যথা :—

১। যে সকল জাহাজকে বন্দরে ঢুকিতে দেওয়া হয় না কিন্তু কচ্চমের কালেক্টর সাহেব যে সকল নিষেধ বিধির আদেশ করেন সেই সকল নিষেধ বিধির অধীনে কোমিনো ও কোমিনটো দ্বীপদ্বয়ের সহিত ক্বারাণ্টাইনধীনে সংশ্রব রাখিতে দেওয়া হয়।

(ক) যে সকল জাহাজে ওলাউঠা, পীত জ্বর কিম্বা বীচিকোলা মড়কাক্রান্ত রোগী, অথবা ওলাউঠা, পীত জ্বর বা বীচিকোলা মড়কের লক্ষণের সদৃশ লক্ষণযুক্ত কোন পীড়াক্রান্ত রোগী আছে অথবা সমুদ্রে যাত্রার কালে ছিল।

(খ) যে সকল জাহাজে পূর্ব মহাদেশ হইতে তীর্থযাত্রী আছে।

(গ) সুপ সাগরস্থিত ও পারস্য উপসাগরস্থিত আরবদেশের বন্দর সকল হইতে আগত যে সকল জাহাজ সুয়েজে ও পোর্ট সেইদে কুলের সহিত অবাধে সংশ্রব করিবার অনুমতিপত্র পায় নাই।

২। যে সকল জাহাজকে কয়লা ও খাদ্য দ্রব্যাদি লইবার জন্য ক্বারাণ্টাইন নিষেধ বিধির অধীনে ক্বারাণ্টাইন বন্দরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়।

(ক) বোম্বাই বা করাচী হইতে আগত যে সকল জাহাজ আড়িয়াটিক কিম্বা ভূমধ্যস্থ সাগরের কোন বন্দরে কুলের সহিত অবাধে সংশ্রব করিবার অনুমতিপত্র পায় নাই কিম্বা যে সকল জাহাজকে উক্ত বন্দরে কুলের সহিত অবাধে সংশ্রব করিবার অনুমতিপত্র দিবার পূর্বে গবর্নমেন্টের প্রধান মেডিক্যাল কর্মচারীর সম্মুখে জন্মিতে পারে এরূপ সম্যকভাবে সংক্রামক দোষশূন্য করা হয় নাই।

(খ) পূর্ববর্তী কোন বিধির অধীনে আইসে না এরূপ যে সকল জাহাজ কোন বন্দর হইতে অনুকূল স্বাস্থ্য সার্টিফিকেট না লইয়া আইসে।

৩। চিকিৎসক দ্বারা পরিদর্শন।

মান্টার যে সকল জাহাজ উপস্থিত হয় তাহাদের সকলগুলিই চিকিৎসক দ্বারা বিশেষ রূপে পরিদৃষ্ট হইবে।

৪। যাত্রী।

ভূমধ্যস্থ সাগরের বন্দর হইতে যে সকল যাত্রী উপস্থিত হয় তাহাদিগকে কুলে নামিবার পূর্বে শপথ করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে যে ঠিক পূর্ববর্তী ৩০ দিনের মধ্যে তাহারা বোম্বাই বা করাচী ত ছিল না। যে সকল যাত্রী ঠিক পূর্ববর্তী ৩০ দিনের মধ্যে বোম্বাই বা করাচীতে ছিল তাহাদিগকে লাজারেটোতে নামান হইবে ও বন্দরের কর্তৃপক্ষ যে সকল নিষেধ বিধির আদেশ করেন তদধীনে তথায় সংক্রামক দোষশূন্য হওয়ার তারিখ হইতে ৭ দিনের কম না হয় ও যাত্রার তারিখ হইতে ৩০ দিন পূর্ণ করিতে যে কম দিন প্রয়োজন হয় সেই কম দিনের কম না হয় এরূপ কালের নিমিত্ত থাকিতে হইবে।

৫। মাল।

স্বাস্থ্যের অনিষ্টকর দ্রব্য দ্বারা রঞ্জিত কাফির আমদানি নিষিদ্ধ।

ক্বারাণ্টাইনের অধীন কোন বন্দর হইতে জুলার বীচির আমদানি নিষিদ্ধ।

ছেঁড়া নেকড়ার আমদানি নিষিদ্ধ।

সংক্রামক দোষশূন্য করণের পূর্বে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির আমদানি নিষিদ্ধ, যথা, পরিধেয় বস্ত্র, ময়লা লিনেন ও কাপড়চোপড়, বিছানার উপকরণ, চামড়া পালক, হাড় এবং পাটের জিনিষ।

আঙ্গুর পাতায় মোড়ক করা আঙ্গুর গাছ, আঙ্গুর গাছের চারা ও কুলের আমদানি নিষিদ্ধ। ভূমধ্যস্থ সাগরের কোন বন্দর হইতেই চারা গাছ কিম্বা গাছের মূল আমদানি করা হইবে না। উৎপত্তি স্থানে ফিলোজেরার প্রাদুর্ভাব আছে বলিয়া জানা নাই ইহার সম্ভাষণজনক সার্টিফিকেট সঙ্গে থাকিলে গাছ ও গাছের মূলের আমদানি করিতে দেওয়া হইবে।

আদেশক্রমে,

এফ. ভেল্লা,

গবর্নমেন্টের একুটিং চিফ সেক্রেটারী।

Extract from the "Ceylon Government Gazette" No. 5489 of July 23, 1897.

Regulations made by the Governor, with the advice of the Executive Council, under the provisions of the Ordinance No. 3 of 1897:—

1. The regulations made by the Governor, with the advice of the Executive Council, bearing date the 13th and 26th March 1897, are hereby repealed.
2. The landing at any place in this Island of the following goods, shipped at any port on the West Coast of India, or transhipped to any vessel from any vessel which shall have conveyed such goods from any port on the West Coast of India, is prohibited:—
 - (1) Used body linen, clothes, bedding, and other personal effects.
 - (2) Rags, including rags compressed by hydraulic pressure and transported in bales as merchandise.
 - (3) Used sacking or bags, carpets, and old embroidery.
 - (4) Green and untanned hides and skins.
 - (5) Animal refuse, claws, hoofs, horsehair, hair of animals generally, raw silk, and wool.
 - (6) Human hair.
3. The transhipment within any port of Ceylon of such prohibited goods from one vessel to another is prohibited.
4. The Principal Officer of Customs at any place at which any landing or transhipment shall take place of such prohibited goods shall, unless the Governor shall otherwise direct, cause the destruction of such goods. The cost of effecting such destruction shall be paid by the owner and consignee of such goods and by the master of the vessel by which such goods were carried. No compensation for such destruction shall be paid to any person.
5. Any vessel having on board any such prohibited goods shall, so long as she shall have any such goods on board, be deemed in quarantine, and such vessel and all persons and goods shall in respect of such vessel be subject to the regulations published on 2nd March 1897, relating to vessels in quarantine.

By His Excellency's command,

Colonial Secretary's Office,
Colombo, July 23, 1897.

E. NOEL WALKER,
Colonial Secretary.

Regulations made by the Governor, with the advice of the Executive Council, under the provisions of the Ordinance No. 3 of 1897:—

1. The regulations made by the Governor, with the advice of the Executive Council, bearing date the 2nd March 1897, are hereby repealed.
2. Every vessel or boat coming to any place in this Island from any place on the West Coast of India shall be subjected to quarantine for a period not exceeding ten days from the date of departure from such port.
3. No person shall within such period of ten days land at any place in this Island from any such vessel or boat.
4. No person shall at any time within such period of ten days carry, take, or convey any goods from any such vessel or boat to any place in this Island.

By His Excellency's command,

Colonial Secretary's Office,
Colombo, July 23, 1897.

E. NOEL WALKER,
Colonial Secretary.

১৮৯৭ সালের ২৩শে জুলাই তারিখের ৫৪৮৯নং “সিংহল গবর্নমেন্ট গেজেট” হইতে উদ্ধৃত।

১৮৯৭ সালের ৩নং অর্ডিন্যান্সের বিধানানুসারে একজিকিউটিব কাউন্সিলের পরামর্শমত গবর্নর সাহেবের প্রণীত বিধি :—

১। একজিকিউটিব কাউন্সিলের পরামর্শমত গবর্নর সাহেবের প্রণীত ১৮৯৭ সালের ১৩ই ও ২৬শে মার্চ তারিখের বিধিগুলি এতদ্বারা রহিত করা গেল।

২। ভারতবর্ষের পশ্চিমকূলের কোন বন্দরে জাহাজে বোঝাই করা অথবা ভারতবর্ষের পশ্চিম কূলের কোন বন্দর হইতে যে জাহাজ ঐরূপ মাল আনিয়াছে সেই জাহাজ হইতে অন্য জাহাজে বোঝাই করা নিম্নলিখিত মাল সকলের এই দ্বীপের কোন স্থানে নামান নিষিদ্ধ :—

- (১) ব্যবহৃত পরিধেয় লিনেন, কাপড়চোপড়, বিছানা, এবং অপর শারীরিক ব্যবহারের জিনিষ।
- (২) ছেঁড়া নেকড়া। ইহার মধ্যে হাইড্রুলিক কলের চাপে চাপা এবং বাণিজ্য দ্রব্যস্বরূপ গাঁইট বন্ধ করিয়া চালান করা নেকড়াও ধরা হইল।
- (৩) ব্যবহৃত খলিয়ার কাপড় বা খলিয়া, কার্পেট এবং বস্তাদির ছুঁচে তোলা পুরাতন পাড়।
- (৪) কাঁচা ও পাট করা নয় এরূপ চামড়া ও পশুর গায়ের ছাল।
- (৫) জীবদেহের অব্যবহার্য দ্রব্য, নখর, খুর, বালাম্‌চি, সমস্ত প্রাণীর চুল, কাঁচা রেশম এবং পশম।
- (৬) মাসুঘের চুল।

৩। সিংহলের কোন বন্দরের মধ্যে এইরূপ নিষিদ্ধ দ্রব্যের এক জাহাজ হইতে অন্য জাহাজে বোঝাই করা নিষিদ্ধ।

৪। ঐরূপ নিষিদ্ধ দ্রব্য যে কোন স্থানে নামান হয় বা এক জাহাজ হইতে অন্য জাহাজে বোঝাই করা হয় সেই স্থানের কফটমের প্রধান কর্মচারী, গবর্নর সাহেব অন্যরূপ আদেশ না করিলে, ঐরূপ দ্রব্য বিনষ্ট করাইবেন। ঐরূপ বিনাশ করণের খরচ মালের অধিকারী ও যাহাকে মাল পাঠান হইতেছিল তিনি এবং যে জাহাজে ঐ দ্রব্য আনীত হয় সেই জাহাজের কাপ্তান দিবেন। ঐরূপ বিনাশের জন্য কাহাকেও কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না।

৫। যে কোন জাহাজে ঐরূপ কোন নিষিদ্ধ দ্রব্য থাকে উহাকে যত দিন ঐরূপ দ্রব্য জাহাজের উপর থাকে ততদিন ক্লারান্টাইনের অধীন বালিয়া গণ্য করা যাইবে এবং ঐ জাহাজ এবং ঐ জাহাজে আছে বালিয়া উহার সমস্ত লোক ও মাল সম্বন্ধে ক্লারান্টাইনের অধীন জাহাজ সকলের সম্পর্কে ১৮৯৭ সালের ২রা মার্চ তারিখে প্রকাশিত বিধি সকলের অধীন হইবে।

মহামহিমের আদেশক্রমে.

উপনিবেশের সেক্রেটারীর আফিস,
কলম্বো, ১৮৯৭ সাল ২৩শে
জুলাই।

ই, নোয়েল ওয়াকার,

উপনিবেশের সেক্রেটারী।

১৮৯৭ সালের ৩ নং অর্ডিন্যান্সের বিধানানুসারে ও একজিকিউটিব কাউন্সিলের পরামর্শমত গবর্নর সাহেবের প্রণীত বিধি :—

১। একজিকিউটিব কাউন্সিলের পরামর্শমত গবর্নর সাহেবের প্রণীত ১৮৯৭ সালের ২রা মার্চ তারিখের বিধিগুলি এতদ্বারা রহিত করা গেল।

২। ভারতবর্ষের পশ্চিম কূলের কোন স্থান হইতে যে কোন জাহাজ বা নৌকা এই দ্বীপের কোন স্থানে আইসে তাহাকে ঐরূপ বন্দর হইতে যাত্রার তারিখ হইতে দশ দিনের অনধিক কালের জন্য ক্লারান্টাইনের অধানে রাখা যাইবে।

৩। ঐরূপ কোন জাহাজ বা নৌকা হইতে কোন ব্যক্তি ঐ দশ দিনের মধ্যে এই দ্বীপের কোন স্থানে নামিতে পারিবে না।

৪। ঐ দশ দিনের মধ্যে কোন সময়ে কোন ব্যক্তি ঐরূপ কোন জাহাজ বা নৌকা হইতে কোন মাল এই দ্বীপের কোন স্থানে লইয়া বা বহিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না।

উপনিবেশের সেক্রেটারীর আফিস,
কলম্বো ১৮৯৭ সাল ২৩শে জুলাই।

মহামহিমের আদেশক্রমে,

ই, নোয়েল ওয়াকার,

উপনিবেশের সেক্রেটারী।



গবর্নমেন্ট গেজেট।

TUESDAY, AUGUST 31, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৩১ আগস্ট।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের আদেশ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 4383M.—The 19th August 1897.—Whereas a notification No. 663M., dated the 5th February 1897, was published at page 36, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 10th February 1897, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of sections 254 to 259, 260 A and 274 of Part VI of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as modified up to November 1896, to the Bally Municipality, in the district of Howrah, and whereas no valid objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 221 of the Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Bally Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the above provisions of the Municipal Act to the said Municipality.

C. E. A. W. OLDHAM,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

মুন্সিপল ও স্থানীয়।

বিজ্ঞাপন।

৪৩৮৩ এম্, নং ১.—১৮৯৭ সাল ১৯ আগস্ট।—হাবড়া জিলার অন্তর্গত বালি মুন্সিপালিটিতে ১৮৯৬ সালের নবেম্বর মাস পর্যন্ত পরিবর্তিত বঙ্গদেশের মুন্সিপালিটি বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ২৫৪ অবধি ২৫৯ পর্যন্ত ও ২৬০ক ও ২৭৪ ধারার বিধান প্রচলিত করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৫ তারিখের ৬৬৩ এম্, নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১০ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১B খণ্ডের ৩৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে যুক্তিসিদ্ধ কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থ্যে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রতি উক্ত আইনের ২২১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতামুসারে কার্য্য করিয়া এবং বালি মুন্সিপালিটির সভাগত কমিশনরদের অমুরোধক্রমে মুন্সিপল আইনের উক্ত কএক ধারার বিধান উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রচলিত করিবার অনুমতি দিলেন।

সি, ই, এ, ডবলিউ, ওল্ডহাম,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একুটিং সেক্রেটারী।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 31, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৩১ আগস্ট।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশতিহার প্রকৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS.

ভূমিবিষয়ক ইত্যাহার।

জিলা বীরভূম।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বীরভূম জিলায় অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের আকিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌমিক নং।	মহাল ও পরগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১০১ নং	হেককা, পরগণা আকবরসাহি থানা মোড়- শ্বর।	১৫৫২৮/০	সম্পূর্ণ	ভোলানাথ ঘোষ দিগর।	৪১৬
১০২ নং	দাঁড়কা, পরগণা ইছাপুখুরিয়া, থানা লাভপুর।	১৮০৩/০	এজমালি অংশ রকম ১/১৯ গণ্ডা ২ দস্তা এই এজমালি অংশ ভিন্ন মহা- লের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	সতীশ চন্দ্র রায় দিগর।	২২৩১/১	৮৪ পাই।
১০৩ নং	খম্বা, পরগণা খটজা থানা সিউড়ী।	১৩৮৩/০	এজমালি অংশ রকম ১১৯—১৫ তিল এই এজমালি অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	গিরিশ চন্দ্র চট্টো- পাধ্যায়।	৭৩২/০	৫১২
৭০ নং	আকুনি পরগণা স্বরূপসিংহ- থানা মোড়- শ্বর।	১৮৩২১/০	১৭০ ২ নং পৃথক হিসাব কাজিপুর বাগ- বান্দিনী ও ভুড়ি গ্রাম মোজার রকম ষোল আনা এবং সাহাজাদপুর চক ও সাহাজাদপুর নও- য়াবাদ মোজার রকম ১/০ আনা এই পৃথক হিসাব ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	সতীশ চন্দ্র মুখো- পাধ্যায় দিগর।	৫৭২১১/০	২৯/০

টীকা।— যে ক্ষেত্রে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘবে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই ক্ষেত্রে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের সমস্ত স্বতন্ত্র হিসাব বাখা হইয়া থাকে ও উপরি লিখিত অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।

BIRBHUM COLLECTORATE.
dated Suri, the 9th August 1897.

F. N. FISCHER,
Collector.

জিলা নোয়াখালী।

জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জিলায় অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ধরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌমিক নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদব জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদব জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১২	দাম্ভরা হিঃ ১/১ = ১০	অংশ ...	হিসাব পৃথক হিঃ	শ্রী চন্দ্রনাথ গুপ্ত	৮০৯৬৬	৪৮০।৯২
৪৫	ক্রান্তী পং দাম্ভরা। কিসমত মহেন্দ্র নানারায়ণ পং ভূম্ভূপ।	৬৩৭/১১	সম্পূর্ণ ...	১/১০।।/৮ তিলা	চৌধুরী। শ্রীমতী আইজা- মেছা।	১২২।১১
২১১	চাকলে বামনী জমি- দারী চাং বামনী।	অংশ ...	হিসাব পৃথক হিঃ ।০ আনা।	মেঃ পি, জে, ডেলনি গং নাবালগান পক্ষে মাতা অভি- ভাবক মিস এলেনা জে, ডেলনি সাহেবা।	২৭৭৬৬০	৫৫৬৬৯
খাস মহাল টেনিউর—								
১৬৭৫	চর উশ্বর রায় মধ্য ২. নং গং মঃ ম্যাদি হাওলা নজ্জুলাল।	৮৫৫.৫	সম্পূর্ণ	আবদুল হাকিম মি. এঞ্জি গং।	২৮।০
১৬৭৬	ঐ চর মধ্য ৩ নং গং মঃ ম্যাদি হাওলা ব্রজরাম মাঝি গং।	৭২০।।১০	ঐ	ব্রজরাম মাঝি গং	২৩।০

LALIT KUMAR DAS,
Deputy Collector in charge.

জিলা বাকরগঞ্জ।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সনের আগস্ট মাসে জন্ম কিস্তির বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সনের ২৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার তারিখে মোং বাং ১৩০৪ সনের ৯ আশ্বিন নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭। ২ আগস্ট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ক্রমিক নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহা- লের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কোন অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৬৭৭	তালুক সৈয়দুল্লাহ ঝাঁ গং পং বোজরগো- মেদপুর।	এজমালী ৫/১৫ গঙা অংশ নিলাম হইবে। অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী গং।	৬৮৮। পাই।
৪৫৪৬	পদ্মা ওরফে রম- জানপুর পং কাশীম- পুর সেহলাপট্টী।	৫৩৮৩,	সম্পূর্ণ মহা- লের মালিক স্বত্ব নিলাম হইবে।	হরকুমার সেন গং	২২৮,
৬২৯২	চক কচুপাতরা পং চন্দ্রদ্বীপ।	৭৩২,	সম্পূর্ণ মহা- লের তালুক- দারী স্বত্ব নিলাম হইবে।	শশীকুমার বসু গং	৬০৮,
৪৬৪২	ভূষখালী মহাল অধীন ৪নং নিম হাওলা পং সৈদপুর।	৫৩৫/৩	সম্পূর্ণ নিম হাওলা নিলাম হইবে।	এরফাউদ্দিন গং	১১১৫/০
ঐ	ভূষখালী মহাল অধীন ৬৮৮৪১২১৮ নং যোত।	২০১,	সম্পূর্ণ যোত নিলাম হইবে।	মদন গং	৬০১,
৫২২২	চর কৃষ্ণপুরা মহাল অধীন ৮ নং গর- মকররি হাওলা পং জজীরা।	১০৬১১/১০	সম্পূর্ণ হাও- লা নিলাম হইবে।	কাশীচন্দ্র দাস গং	৮৪২৫/৩

টকা।—যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনামতের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের
নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

B. BRILL,
Offg. Collector.

জিলা চট্টগ্রাম ।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম ।

ইহাঙ্গারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৭ ইংরাজির ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখের বাকী পড়া ৫০০, টাকার উর্ক, জমার নওয়াবাদ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেচ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সালের ৭ আং ১৮৭১ সালের ২ আং ১৮৫৯ সালের ১১ আং ৬ ধারার মর্মমতে ১৮৯৭ ইং তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১৩০৪ বাং তারিখ ২৩ ভাদ্র বোজ মঙ্গলবার ধার্যে জিলা কালেক্টরিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে । ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৯ জুলাই ।

ক্রমিক নম্বর ।	তালু- কার নম্বর ।	তালুকান নাম ।	মালিকের নাম ।	সদর জমা ।		বাকীর পরিমাণ ।			মন্তব্য ।
				খাজানা ।	সেস ।	খাজানা ।	সেস ।	মোট ।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	৪৮১৯	মোঃ জুজখলা খানা ফটীকছুরি মহাল নও- য়াবাদ ।							
	২৩৮৭৯ ৫৮৯ ১৫৩২	তাং সেখ ওবেদুল্লা খাঁ হাং তাং নতিপা খাতুন	শ্রীমতী নতিপা খাতুন ...	১১০৯১১	৫৮/০	৫৫৪,	২২৫/৩	৫৭৬৫/৩
	৪৯৪২	মোঃ জুজপুর খানা ফটীকছুরি মহাল নও- য়াবাদ ।							
	২৪০২১ ৩৬৭৪	তাং এয়ার আলি খাঁ হাং তাং ওবেদর রহমান খাঁ ।	ওবেদর রহমান খাঁ ...	৭০৩,	৩৬৫/০	৩৪৬/৯	১৩৫৯	৩৬০/৬

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 23rd July 1897.

J. D. ANDERSON,

Collector.

জিলা খুলনা ।

জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক ।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে খুলনা জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ । ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌজির নম্বর ।	মহাল ও পরগণার নাম ।	সম্পূর্ণ মহালের সদব জমা ।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না ।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ ২ অংশের বিশেষ বিবরণ ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম ।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদব জমা ।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী ।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী ।
৭৭।১	ধুলিয়াপুর থানা কালীগঞ্জ ।	১৭৪৭৮৮৫	না	১/০ পাঁচ আনা অংশ ।	দাগিনী দাসী চৌধুরাণী ।	৫৪৬২৯ $\frac{৩}{৪}$	৮১৪।৪ $\frac{১}{২}$

টীকা - যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কে ন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না ।

KHULNA COLLECTORATE,
The 13th August 1897.

W. II. VINCENT.

Collector.

জিলা ফরিদপুর ।- জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক ।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ । ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে । ১৮৯৭ । ১০ আগস্ট ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌজির নম্বর ।	মহাল ও পরগণার নাম ।	সম্পূর্ণ মহালের সদব জমা ।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না ।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ ২ অংশের বিশেষ বিবরণ ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম ।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদব জমা ।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী ।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী ।
২৫০	পং কাশীম নগর মহাল পঞ্চাশ হাজারী ।	৩৮৯২	ষোল আনা	ঈশ্বরচন্দ্র সাহা গয়-রহ ।	৫০১।৩
৬৫১৮	পং হাবেলী তুপ্পা মায়ুদপুর সোল-পুরের অতিরিক্ত মহাল ।	১০৪৭)	ঐ	প্রসন্নকুমার সেন	২৬১।

টীকা - যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না ।

J. H. TEMPLE,
Collector.

জিলা মালদহ।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক ।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মালদহ জিলায় অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা দুই প্রহর ১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজিব নম্বর।	মহাল ও পর্বগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহাব মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, তাহাব বাকী।
১৩৬	তরফ কাঁকট পরগণা মাকরাইন।	১৫৩৪।০	না	রেসিডুয়ারী অংশ অর্থাৎ সম্পূর্ণ মহালের ১০ আট আনা অংশ নিলাম হইবে। এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ নিলাম হইতে মুক্ত থাকিল।	১। বিবি মহাতাব-ম্নেসা। ২। আয়ুব খাঁ স্বয় ৩। আয়ুব খাঁ পক্ষে ইউসফ খাঁ নাবালক।	৭৬৭।০	২৫৮
২০৪	তরফ কতেপুর পরগণা বাহা-দুরপুর।	১৭৫১।০	না	রেসিডুয়ারী অংশ অর্থাৎ সম্পূর্ণ মহালের ৫ আনা অংশ নিলাম হইবে। এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ নিলাম হইতে মুক্ত থাকিল।	১। সেখাবার আলী ২। সেখ সফরদার আলী। ৩। সেখ আকবর আলী। ৪। বিবি কাদিরম্নেসা। ৫। বিবি সমতম্নেসা। ৬। মহম্মদ সামিরুদ্দিন। ৭। মহম্মদ নাসিরুদ্দিন। ৮। মহম্মদ আতাহোসেন।	১৫৩২।০	১)
৫৫৪	চতুর্থতোক ১০ আনা মৌজা সাবইল পরগণা রাজনগর	১১০১।০	সম্পূর্ণ	রামকুমার সরকার অভিভাবক পক্ষে নাবালক পুত্র রামগোপাল সরকার।	৪৭৫
৬২৫	মৌজা চক উজি মাল পরগণা রাজনগর।	৩৪৫৬।০	রেসি ডুয়ারী অংশ অর্থাৎ ৫১৬ = ৪ ক্রান্তি বার আনা ষোল গণ্ডা ২ ৪ ক্রান্তি অংশ নিলাম হইবে। এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ নিলাম হইতে মুক্ত থাকিল।	বিবি ফেরোজা খাতুন, সাকের ম্নেসা, পালবি ম্নেসা, সামিরুদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, আজিরুদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, লতিফম্নেসা, মাজিরুদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, সামিরম্নেসা, বেসারত আলী চৌধুরী স্বয়ং ও বেসারত আলী চৌধুরী পক্ষে সাখিনা খাতুন, আলিব ম্নেসা, তামিজম্নেসা ও বিবিরম্নেসা।	২৭৬৭।০	২০৫

উল্লিখিত মহালগুলি ১৮৯৭ সালের বাকী রাজস্ব আদায় জন্য নিলাম হইবে। ইতি

টীকা—যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘবে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

MALDA COLLECTORATE,
The 10th August 1897.

J. H. LEA,
Collector.

জিলা বর্ধমান।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞপন ক।

১৮৫১ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বর্ধমান জিলায় অন্তর্গত নিম্ন-লিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সালের মার্চ কিস্তির বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনামুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১২টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌমিক নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহা- লের সময় জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশের বা ঐ অংশের বি- শেষ বিবরণ। উল্লি- খিত অংশ ব্যতীত অন্যান্য অংশ বিক্রয় হইবে না।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সময় জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৬২	পলশোনা পং খেঞা	৭৪০০১১/১১	এই মহালে ২,৩, ৪ ও ৫ নং পৃথক হিসাবের মহাল বাদে ১ নং পৃথক হিসাবের মহাল নিলাম হইবে মূল মহাল ও বাকি পড়িয়াছে তাহার নিলাম জন্য পৃথক ইস্তাহার দে- ওয়া গেল।	আশুতোষ চন্দ্র সিং	২২৫/৬	৩১৮৫২
৬২	পলশোনা পং খেঞা	৭৪০০১১/১১	এই মহালে ২,৩, ৪ ও ৫ নং পৃথক হিসাবের মহাল বাদে মূল মহাল নিলাম হইবে ১ নং পৃথক হিসাবও বাকি পড়িয়াছে তা- হার নিলাম জন্য পৃথক ইস্তাহার দেও- য়া গেল।	আশুতোষ চন্দ্র সিং	২৫১৮/৭	৮৬১৫০/৫

টিকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ধরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের
নিমিত্ত খতম হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

BEJOY K. BOSE.
Deputy Collector in Charge,
For Collector on tour.]

জেলা বর্ধমান ।- নিলামি বিজ্ঞাপন ।

এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বর্ধমান জেলার অস্থাপতি নিম্নলিখিত মহলে গবর্ণমেন্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ব অল্পসারে উক্ত বর্ধমান জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৭ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখ মোতাবেক বাজলা ১৩০৪ সনের ৯ আশ্বিন তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক ।

খরিদারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ব সকলে বাধ্য হইতে হইবে ।-

নিলামের সর্ব ;-

প্রথম । নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্ব-পেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে । এই মহালের খরিদারকে ইহার মালিকস্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য হইয়াছে তাহা চিরস্থ রূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্ণমেন্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবে ।

দ্বিতীয় । চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণে যে সকল পাট্টা বর্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভিনিউ কার্যাকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা ক্রমক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদারগণ বাধ্য হইবে ।

তৃতীয় । নিলামি মূল্য ১০০ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে ।

চতুর্থ । নিলামি মূল্য ১০০ টাকার উর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পক্ষ উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়কারি খরিদারের দায়িত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে ।

ক্রম নম্বর ।	মহাল ও পংগণার নাম ।	একবেব হিসাবে যত- দুব জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ ।	গবর্ণমেন্টের রাজস্ব যাহাধার্য হইয়াছে ।	মন্তব্য ।
		একর কড পোঃ ।	টাঃ আঃ পাই ।	
৬৪৪৮	কালু ওক দিঃ পং মজ্জারসাহি	৯ ২ ২	৪৮ ৯ ৯	
৬৪৪৯	কজলা দিঃ পং বর্ধমান	৭ ১ ১৮	৩৩ ১ ৩	
৬৪৫৪	বটগ্রাম দিঃ পং মজ্জারসাহি	৫ ২ ২	২৮ ৬ ৩	
৬৪৫০	উচালন পং সমরসাহি	৫ ৩ ৩৯	২৭ ১১ ৬	
৬৪৫৩	কুম্ভপুর ওরফে কামালপুর পং খণ্ডঘোষ	৬ ১ ২২	৩৬ ১ ৬	
৬৪৫১	বঃ চন্দ্রপুর পং সমরসাহি	৭ ১ ২২	৩৭ ১১ ৬	
৬৪৫২	নিগোন পং ধেঞা	৭ ২ ৩৬	৫২ ১১ ০	
৭৩	ডকরপুর পং অস্থিকা	৪ ৩ ১৬	১৭ ১ ৩	
৬৩২০	পাঁচরখী পং জাহাঙ্গিরাবাদ	৪ ০ ১৭	১৫ ১ ৬	
৬৪৯৪	কোঙারডিহি পং সেরগড়	০ ৩ ৩৯	১ ৯ ৩	
৬৪৯৭	কোঙারডিহি পং সেরগড়	০ ০ ১৮	০ ০ ০	
৩৫২৪	কোঙারডিহি পং সেরগড়	০ ২ ৯	২ ১১ ৬	
৩৫২৬	কোঙারডিহি পং সেরগড়	০ ০ ২৯	০ ০ ০	
৩৫২৭	কোঙারডিহি পং সেরগড়	০ ০ ২২	০ ০ ০	
৩৫৩৭	কোঙারডিহি পং সেরগড়	০ ০ ৯	০ ০ ০	
৩৫৪৪	কোঙারডিহি পং সেরগড়	০ ০ ৭	০ ০ ০	
৩৫৫৩	কোঙারডিহি পং সেরগড়	০ ০ ৩২ $\frac{১}{২}$	১) ০ ০	

কালেক্টরের কাছারি
জেলা বর্ধমান
তারিখ ২১ আগস্ট ১৮৯৭

C. FISHER,
Collector.

জিলা ২৪ পরগণা।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে নিম্নলিখিত জমিদারি মহালাতের সন ১৮৯৭ সালের জুন কিস্তির রাজস্ব ২৮ জুন সূর্যাস্ত পর্যন্ত দাখিল না হওয়ায় ঐ সমস্ত মহাল সন ১৮৯৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে জেলা ২৪ পরগণার কালেক্টরিতে বেওয়ার নিলামে ধরা যাইবেক।

প্রথম শ্রেণীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মহাল।—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক্রমিক নম্বর।	ভৌমিক নম্বর।	পরগণা ও মহালের নাম।	পূর্বা মহালের সদর জমা।	পূর্বা মহাল বিক্রয় হইবে কিনা।	যদি একটি অংশ বিক্রয় হয় সেই অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি নিলাম হইবেক তাহার মালিকের নাম।	যদি একটি অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার সদর জমা।	যদি পূর্বা মহাল বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকি পরিমাণ।	যদি অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকি পরিমাণ।
১	১	পং মাগুরা, কিং চেতলা দিং।	৫৪২২৬২	...	শ্রীপুর ও বাগেরখোল ও রাঙ্গু মোল্লার চক ও মোজার প্রত্যেক মোজায় ১০ আনা বাদে অবশিষ্ট ১০ আনা ও অন্যান্য সমস্ত মোজা।	হরিশচন্দ্র রায় ...	৫০১৫৬/২	১৮/১১।
২	৩৬	পং মাগুরা কিং ধাপামানপুর।	২৭৭৮ ১৩৪ ^১ / _২	...	৬২৬৭ ^১ / _৩ দস্তি স্বতন্ত্র হিসাব বাদে অবশিষ্ট ১১৭ ^১ / _৩ দস্তি।	বাঁকেবিহারি লাল মণ্ডল দিং।	৬৬৭।৮	৬৯।৫।
৩	৫৩	পং মাগুরা কিং রামেশ্বরপুর দিং।	৩১৯৬/৫	...	জালিপুর দিং ১৪ মোজার প্রত্যেক মোজায় ১৬ ষোল আনা চক্রবেড়ে দিং ৪ মোজার প্রত্যেক মোজায় ১১/১৯—ক্রান্তী ও রামেশ্বরপুর মোজায় ৬/১৩২ কাপ অংশ।	ঐ	২১৬২।৩।	১৯।/৪
৪	৮৫	পং মাগুরা কিং আবগাছিয়া দিং।	৯৮৪৬/৭	...	৩ মোজা বাদে অবশিষ্ট ১০ মোজার ৭ মোজায় ১৬ ষোল আনা চক কাঠালিয়া মোজায় ১১/০ আনা ও বাবনপুর ও নেনা মোজায় ৬/৮। অংশ।	জগৎচন্দ্র রায় চৌধুরী।	৮৬১।১।	৮৬/২
৫	৩১৪	পং মুড়াগাছা কিং হরিনারায়ণপুর।	১২২১২ ৬/৪।	...	১১/১৪। = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ১০/১৯৬/৫।—ক্রান্তী।	রাজেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী দিং।	৬৩৫৩৬৪	৫১।৬/৩।
৬	৩৪১। ২	পং ঘড় দিং কিং রায়পুর।	৬৭৪২ ১। ২	...	৬/৬। = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৬/৩।—ক্রান্তী।	বাঁকে বিহারি লাল মণ্ডল।	১১২৩৬০	৮০/১

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক্রমিক নম্বর।	ভৌমিক নম্বর।	পবর্ণনা ও মহালের নাম।	পূর্বা মহালের সদব জমা।	পূর্বা মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	যদি একটা অংশ বিক্রয় হয় তবে সেই অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি নিলাম হইবে তাহার মালিকের নাম।	যদি একটা অংশ বিক্রয় কবিতে হয় তাহার সদব জমা।	যদি পূর্বা মহাল বিক্রয় কবিতে হয় তাহার বাকিরপরিমাণ।	যদি অংশ বিক্রয় ক বতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ।
৭৩৯২	পং আজিমাবাদ কিং হুদা জয়-চণ্ডিপুর।	৮৩১৩৭/৮	...	৬/৬৥ = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৯১৩-ক্রান্তী।	সারদা দাসী ...	১৩৮৫৥/২	৬৬২/১০৬	
৮৩৯২। ৪	পং আজিমাবাদ কিং হুদা জয়-চণ্ডিপুর।	৮৩১৩৭/৮	...	৬/৬৥ = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৯১৩-ক্রান্তী।	বাঁকেবিহারিলাল মণ্ডল।	১৩৮৫৥/৪	৯৯১/১	
৯৪০৩.	পং আজিমাবাদ কিং পাথর বেড়িয়া দিং।	৫১৪৩৭/৩	...	৥/১৪৥ = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৯৫৥-ক্রান্তী।	ব্রজেশ্বরনাথ রায় দিং।	২.০১৪৥/৬৬	৩২৥৥	
১০১৫৩৪। ৫	পং ময়দা কিং বাঁটরা।	১৪৩৮১/৯৪	...	৬১৬-ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৭৩৬ = ক্রান্তী।	সুরেশ্বর নাথ দত্ত	২৯৩২৥/৪	১৮০৬/৬	
১১২০৩৬	পং উখড়া কিং দাতারি।	৫৪৭৥/৪	পূর্বা মহাল।	সারদা চরণ দত্ত দিং।	১৩৥/৮	
১২২১৬৬	পং উখড়া কিং পাটডাঙ্গা।	৫৫০৬/০	ঐ	বীরেশ্বর দে দিং	১৭৥/২	

CHUNDER NARAIN SINGH,
For Collector.

জিলা মুরশিদাবাদ।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৯৭ সালের জুন কিস্তির বাকির জন্য।—

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর মোং ১৩০৪ সালের ১৩ আশ্বিন তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌমিক নম্বর।	মহাল ও পবর্ণনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদব জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ-মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদব জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার দাবী।	কোন অংশ-মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার দাবী।
১৪৫৩	চর ছেতানী থানা বড়ুয়া।	৭৪২৥০	সমুদয়	ধনেশ প্রকাশ গাঙ্গুলী সাং কলিকাতা নং ৯ প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের স্ট্রীট।	১৮৭)

OPENDRA CHUNDR MOZUMDAR,
For Collector.

জিলা নদীয়া।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নদীয়া জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনামুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার • বাকী।
১৬৭	ভৌজি মহাল দুবরা পরগণে পাজ- নোর।	১২৪১৩১/১	১৬৭১২ নং ভৌজি দুবরা /১৪১৩৬১/০ এক আনা চৌদ্দ গণ্ডা এক কড়া ষোল তিল দুই কড়ার তিল দুই কাগ তিন ক অংশ কেবল অংশমাত্র বিক্রয় হইবে সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবেক না।	সারদাশ্রসাদ হর ভবানীশ্রসাদ হর তারিণীশ্রসাদ হর দিগর।	২০০৬৬৩	৭১১ সার্টিফিকে- টের বাকী।

টীকা। - যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ নং ক্রমে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে তাহা লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের
নিমিত্ত অত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

W. MAXWELL,
For Collector

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking six pounds at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, Rs. 2 annas 8; per eight-ounce tin, Rs. 5; per pound tin, Rs. 10. The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, for cash only, at the undernoted rates: per four-ounce tin, Rs. 3; per eight-ounce tin, Rs. 6; per pound tin, Rs. 12. This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 oz. tin, eight annas per 8 oz. tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

ক্রম সিন্কেনা।

কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট গবর্ন-
মেন্টের কর্মচারীগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে
ক্রম সিন্কেনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ২।০ টাকায়, আট ওন্স টিন ৫. টাকায় ও এক পৌণ্ড
টিন ১০. টাকায় পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট নগদ মূল্য
মিলে এই হিসাবে অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ৩. টাকায়, আট ওন্স টিন ৬. টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন
১২. টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই
ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত চার চাড়া চারি ওন্স টিনের ১০, আট ওন্স টিনের ৫০
ও এক পৌণ্ড টিনের ১০ ডাক মাস্তুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন ১৮) বা ডাক মাশুল সমেত ১৮৫০

৥ আধ ” ” ৯) ” ” ” ” ৯১০

। শিকি ” ” ৪১১° ” ” ” ” ৫)

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনৌডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টি দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট পাওয় যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1888.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the *Mufussal*.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	”
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	”
Postage	1	0	0	”
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For *Calcutta*.

The same rates as those of the *mufussal*, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER.

Offa. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি দিন-লিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

	মকঃসলে	টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৮
ডাকমাশুল	”	২১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	”	৪)
ডাকমাশুল	”	১)
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	”	১০
ডাকমাশুল	”	১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	”	১০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একং আনা।
ডাকমাশুল	”	১০

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মকঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একুটিং ছোট সেক্রেটারী।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller; M.A., in two Volumes. Price Rs. 24 : packing and postage Re. 1-12.

••• The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced student only, yet as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT., GOVT. PRINTING, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

NOTICE.

In continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1887.

NOTE — Rates of advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half " " " "	10
Casual advertisement---4 annas per line.	

বিজ্ঞাপন ।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্মে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল ।

গবর্নমেন্টের কায্যালয় কিম্বা গবর্নমেন্ট কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কায্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল ।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কোটাণ্টের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কায্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রত্নি প্রকাশ করা যাইবে না ।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কন্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে ।

সি, ডবলিউ বোল্টন,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ।

১৮৮৯ সালের ১২ ডিসেম্বর ।

মূল্য — কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই ২ —

সুবা এক পৃষ্ঠা একবার প্রকাশ করণের	২০
আধ পৃষ্ঠা	১০
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একবার পৃষ্ঠা	১০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে ।

বারিষ্টার-আট-লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত বর্ধমানের ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজা বিষয়ক আইন সংহিতা ।

একং খানি পুস্তকের মূল্য, ৫, পাঁচ টাকা ।

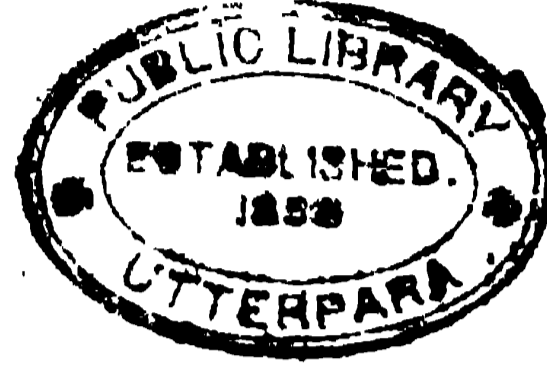
কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্ট্যান্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন । যন্তব্য ।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে ।

বিজ্ঞাপন ।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিন্ট এমেন্ট টোন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগের আপিসে রেজি-স্টারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে ।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্নমেন্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায় ।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী প্রিন্টিং ও পাবলিশিং সোসাইটি গবর্নমেন্টের জন্য শ্রীযুত ডেপুটি সেক্রেটারী সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল ।



গবর্ণমেন্ট গেজেট।

TUESDAY, SEPTEMBER 7, 1897.

যঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৭ সেপ্টেম্বর।

CONTENTS.

	PAGE.	নির্ধেট।	
PART I.—Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	পৃষ্ঠা।
PART II.—Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal	269—272	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	নাই।
PART III.—Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal	77—79	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	২৬৯—২৭২
PART IIIA.—Acts of the Legislative Council of India	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাঠ্যলিপি	৭৭—৭৯
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাঠ্যলিপি	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ আপীলপত্র	নাই।
PART VII.—Circular Orders by the High Court and Board of Revenue	Nil.	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রভৃতি	৪৩৯—৪৫৫
PART VIII.—Advertisements	439—455	পরিশিষ্ট গবর্ণমেন্টের গেজেট	নাই।
SUPPLEMENT	Nil.		

PART II.

Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট।

মড়ক সংক্রান্ত ৩ নং বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা ১৮৯৭ সাল ১৭ আগস্ট।

ব্যাপক পীড়া বিষয়ক ১৮৯৭ সালের ৩ আইনের ২ ধারা এবং ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখের ৩০২ নং বিজ্ঞাপন অনুসারে প্রদত্ত ক্ষমতা পরিচালন করতঃ এবং ১৮৯৭ সালের ২৫এ মে তারিখের মড়ক সংক্রান্ত ৩ নং বিজ্ঞাপন রহিত করিয়া বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব এই আদেশ করিলেন যে, যে সকল জলযান ও ব্যক্তি বঙ্গদেশের অন্তর্গত নিম্নলিখিত বন্দরগুলি ছাড়িয়া ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন বন্দরে যাত্রা করিবে তাহার নিম্নলিখিত বিধির বিধানগুলির অধীন হইবে।—

কলিকাতা।	বালেশ্বর।	ফলস্পয়েন্ট।
চট্টগ্রাম।	চাঁদবালি।	পুরি।

বিধি।

১। স্বাস্থ্যের পরিদর্শন ও সার্টিফিকেট।—যতক্ষণ পর্যন্ত বন্দরের স্বাস্থ্য

সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ কোন জলযান পরিদর্শন না করেন এবং ঐ জলযানের কাপ্তান বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে নিম্নলিখিত কারণে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এই সার্টিফিকেট না পান যে তিনি জাহাজে উঠিবার সময় দিবাভাগে ঐ জলযানের কাপ্তান বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে, উহার কর্মচারীগণকে, উহার মাল্লাদিগকে এবং উহার আরোহী থাকিলে আরোহীগণকে পরিদর্শন করিয়াছেন এবং ঐ সকল ব্যক্তি জীবনের আশঙ্কাজনক সংক্রামক রোগ এবং বীচি ফুলা মড়ক হইতে মুক্ত, ততক্ষণ ঐ জলযান উক্ত কোন বন্দর ছাড়িয়া ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন বন্দরে যাত্রা করিবে না। কিন্তু আরোহির বেলা এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত কমিশন প্রাপ্ত চিকিৎসকের ১ ক্রোড়পত্র স্বরূপ সংযুক্ত কারণে প্রদত্ত এবং জাহাজ যাত্রা করিবার পূর্বে ১২ ঘণ্টার অধিক না হয় তারিখযুক্ত সার্টিফিকেট বন্দরের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরীক্ষার পরিবর্তে গৃহীত হইবে। ঐরূপ সার্টিফিকেট স্বাস্থ্যের সার্টিফিকেটে সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে এবং উহার অংশস্বরূপ হইবে।

২। সংক্রামক দোষ দূষিত ব্যক্তিদের স্থানান্তর করণ।—বন্দরের

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ যদি এরূপ বিবেচনা করেন যে এরূপ পরিদর্শিত কোন জলযানস্থ কোন ব্যক্তি বীচিফুলা মড়কাক্রান্ত হইয়াছেন কিম্বা উক্ত মড়কের সংক্রমণ হইতে মুক্ত নহেন তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে এবং তাঁহার আত্মীয়গণকে এবং চিকিৎসক নহেন এমন অমুচর বর্গকে জলযান হইতে গবর্নমেন্ট কর্তৃক স্থাপিত মড়কের হাঁস্পাতালে কিম্বা পরিদর্শনের স্থলে লইয়া যাইতে হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি কিম্বা তাঁহার আত্মীয় ও অমুচরবর্গ জাহাজের যে সকল অংশে গতিবিধি করিয়াছেন সেই সেই অংশ তাঁহার সন্তোষজনক ভাবে সংক্রামক দোষ শূন্য করিতে হইবে। যাহা মড়ক বলিয়া নির্ণয় বা বিশ্বাস করা হয় এমন কোন রোগ জাহাজে দেখিতে পাওয়া গেলে স্বাস্থ্যের সার্টিফিকেটে ঐ কথা লিখিতে হইবে এবং সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

৩। সন্দিগ্ধ দ্রব্য সংক্রামক দোষ শূন্য করণ।—দূষিত বা সন্দিগ্ধ সকল

দ্রব্য বন্দরের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানাধীনে ২ ক্রোড়পত্রের নির্দিষ্ট প্রকারে কূলে কিম্বা সংক্রামক দোষ নাশার্থ উনানে দোষ শূন্য করিতে হইবে।

৪। নূতন স্বাস্থ্যের সার্টিফিকেট কখন আবশ্যিক হইবে।—

জলযানের কাপ্তান বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই সকল বিধির বিধানানুসারে স্বাস্থ্যের সার্টিফিকেট পাইবার পর জলযান বন্দর হইতে যাত্রা করিবার পূর্বে কোন ব্যক্তি উহাতে গৃহীত হইবে না। কিন্তু

বন্দরের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ পুনরায় ঐ জলযান পরিদর্শন করিলে এবং জলযানের কাপ্তান বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আর একখানি স্বাস্থ্যের সার্টিফিকেট পাইলে লোক গৃহীত হইতে পারিবে ।

৫। বন্দর ছাড়িয়া যাইবার অনুমতি ।—(ক) এই বিধির (খ) দফার বিধানানুসারে না হইলে, যে জলযান উক্ত কোন বন্দর হইতে ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন বন্দরে যাইতে উদ্যত হইয়াছে সেই জলযানের কাপ্তান বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্বোক্ত প্রকারে স্বাস্থ্যের যে সার্টিফিকেট লইতে হইবে তাহা না দেখান ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ জলযানকে বন্দর ছাড়িয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হইবে না এবং ঐরূপ স্বাস্থ্যের সার্টিফিকেট না দেখাইলে বন্দর ছাড়িয়া যাইবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করা কঠমের কর্মচারীগণের কর্তব্য কর্ম ।

(খ) কিন্তু কোন জলযানের এজেন্টগণ যদি এই গারান্টি দেন যে যাত্রা করিবার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহারা বন্দরের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের কিম্বা অতিরিক্ত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরিত শেষ প্রদত্ত স্বাস্থ্যের সার্টিফিকেটের দোকর খণ্ড দেখাইবেন এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ যদি কোন কারণে ঐ সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করেন তাহা হইলে তাঁহারা জলযান জাহাজ রাখিবার স্থানে কিরাইয়া আনিবেন তাহা হইলে কঠমের কালেক্টর সামুদ্রিক কঠম বিষয়ক আইনের ৬৬ ধারা অনুসারে বন্দর ছাড়িয়া যাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন ।

৬। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষগণ ।—এই সকল বিধি অনুসারে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের যে কঠব্য আছে তাহা নিম্নলিখিত ডাক্তরগণ কর্তৃক কিম্বা উক্ত কার্যের নিমিত্ত শ্রীযুত স্যেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সময়ে সময়ে অপর যে সকল ডাক্তর নিযুক্ত করিবেন তাঁহাদের কর্তৃক সম্পাদিত হইবে ।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ ।

কলিকাতা	বন্দরের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ এবং অতিরিক্ত কর্তৃপক্ষ ।
চট্টগ্রাম	সিভিল সার্জন ।
নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জের সিভিল হস্পিটাল আসিষ্ট্যান্ট ।
বালেশ্বর	সিভিল সার্জন ।
চাঁদবালি	চাঁদবালির সিভিল হস্পিটাল আসিষ্ট্যান্ট ।
কলসপয়েন্ট	জম্মুর সিভিল হস্পিটাল আসিষ্ট্যান্ট ।
পুরি	সিভিল সার্জন ।

সি, ই, এ, ডবলিউ ওলডহ্যাম,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একুটিং সেক্রেটারী ।

স্বাস্থ্যের সার্টিফিকেট ।

আমি এই সার্টিফিকেট দিতেছি যে

*কর্মচারী এবং কার্যদক্ষ খালসি সমেত ।
নামক _____ টন বোঝাইয়ের
যে জাহাজ (বা ফীমর) _____ জন *
মাল্লা এবং _____ জন আরোহী লইয়া _____ নিশান তুলিয়া
সাহেবের অধ্যক্ষতাবধানে

যাইতে উদ্যত হইয়াছে এই বন্দর ছাড়িয়া যাইবার সময় তাহার স্বাস্থ্যের অবস্থা সন্তোষজনক এবং আমি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ভিন্ন উহার কর্মচারী, আরোহী ও মাল্লাগণকে জাহাজে উঠিবার সময় দিবাভাগে পরিদর্শন করিয়াছি এবং তাঁহাদের কাহারই জীবনের আশঙ্কাজনক সংক্রামক রোগ বা বীচিফুলা মড়ক হয় নাই ।

আমি আরও সার্টিফিকেট দিতেছি যে _____ সহরে ও বন্দরে এক্ষণে বীচিফুলা মড়ক, ব্যাপক ওলাউঠা, পীত জ্বর কিম্বা আশঙ্কাজনক অপর কোন ব্যাপক পীড়া নাই ।†

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ (ইঁহাদিগকে আমি চিনি কিম্বা আমার সন্তোষজনক ভাবে ইঁহাদিগকে সনাক্ত কর হইয়াছে) এতদর্থে যথাযথরূপে নিযুক্ত ডাক্তরগণের নিকট হইতে এতৎসংযুক্ত সার্টিফিকেট উপস্থিত করিয়াছেন ।

১ ক্রোড়পত্র।

সার্টিফিকেট।

আমি এতদ্বারা এই সার্টিফিকেট দিতেছি যে আমি _____ জাহাজের
আরোহী জী _____ কে _____ বন্দর হইতে
জাহাজ ছাড়িবার অনধিকার ঘণ্টা পূর্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে পার্শ্বে যেরূপ লিখিত হইল
তন্মত ঠাহার আশ্বেয়র অবস্থা ভাল এবং বীচিফুল মড়কের কোন চিহ্ন ঠাহাতে নাই।

শ্রেণী।

পদের নাম।

যে সকল আরোহী সমুদ্রপথে _____ বন্দর ছাড়িয়া যাইবেন তাঁহাদের
পরীক্ষার্থ ১৮৯৭ সালের ১৭ই আগষ্ট তারিখের মড়ক সংক্রান্ত ৩ নং বিজ্ঞাপনের ১ বিধি অনুসারে
বিশেষরূপে নিযুক্ত।

২ ক্রোড়পত্র।

দূষিত বা সন্দিগ্ধ সকল ভিতরের জামা প্রভৃতি, বিছানা, পোষাক, গদি, গালিচা প্রভৃতি নর্মান
প্রেসের অর্থাৎ বাষ্প সহই হউক বা বাষ্প বিনাই হউক দেড় হইতে দুই ডিগ্রী প্রেসে তোলা উনানে
সংক্রামক দোষ শূন্য করিতে হইবে।

কোন তোলা উনান সংক্রামক দোষ শূন্য করণকম বলিয়া পাশ করিবার পূর্বে কোন গদির
মধ্যস্থলের তাপ যখন অন্ততঃ (সেন্টিগ্রেড) ১০০ ডিগ্রী হয় তখন উহা সিগনাল থার্মমিটার দিয়া
দেখিয়া ঐ উনানের পরীক্ষা করিতে হইবে।

সম্যক প্রকারে দোষ শূন্য করিতে হইলে ১০ হইতে ১৫ মিনিট ধরিয়া এই তাপ রাখিতে হইবে।

সংক্রামক দোষ নাশের জল—

(ক) করোসিব সবলিমেটের দ্রব। হাজারে একভাগ। ইহাতে ১০ ভাগ ক্লোরাইড অফ
সোডা যোগ করিতে হইবে।

এই দ্রব আনিলাইন রঙ বা নীলবড়ি দিয়া রঞ্জিত করিতে হইবে। ইহা ধাতু পাত্রে রাখা
হইবে না।

(খ) সফট সোপ (সাবান) গোলা উষ্ণ জলে একশ ভাগে পাঁচ ভাগ বিশুদ্ধ ক্রিস্টলাইজ কার্ব-
লিক আসিডে দ্রব কিম্বা একশ ভাগে পাঁচ ভাগ অবিশুদ্ধ কয়ার্সাল কার্বলিক আসিডের
দ্রব।

এই কার্বলিকের দ্রব বেশ কাজে লাগিবে। বিশেষতঃ ধাতু, যন্ত্র প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যে ১০০
ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপ কিম্বা করোসিব সবলিমেট লাগান যায় না সেই সকল দ্রব্য দোষ শূন্য করিবার
পক্ষে খুব কাজেই লাগিবে। যে সকল বন্দরে নির্দিষ্ট পাটেন্টের সংক্রামক দোষ শূন্য করিবার তোলা
উনান নাই সেই সকল বন্দরেও ঐ দ্রব ব্যবহার করিতে পারা যাইবে।



গবর্নমেন্ট গেজেট।

TUESDAY, SEPTEMBER 7, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৭ সেপ্টেম্বর।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক. খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের আদেশ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 4541M.—The 30th August 1897.—Whereas a notification, No. 2749M., dated the 18th May 1897, was published at page 133, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 19th idem, declaring the Lieutenant-Governor's intention to sanction, under section 86 of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as amended by Bengal Acts IV of 1894 and II of 1896, the levy by the Commissioners of the Asansol Municipality, in the district of Burdwan, of a fee on the registration, under section 142, of all carts kept or used in the ordinary course of business within the Municipality, and whereas no reasons have been shown to the contrary, it is notified for general information that the Lieutenant-Governor hereby sanctions the levy, by the Commissioners of the Asansol Municipality, of the said fee on the registration of carts at rates not exceeding those mentioned in section 143 of the Act.

C. E. A. W. OLDHAM,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

No. 4561M.—The 30th August 1897.—Whereas a notification No. 2552M., dated the 7th May 1897, was published at page 117, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 12th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of sections 254 to 260A and 274 of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as amended by Bengal Acts IV of 1894 and II of 1896, to the Bhadreswar Municipality, in the district of Hooghly, and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 221 of the Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Bhadreswar Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the above provisions of the Municipal Act to the said Municipality.

C. E. A. W. OLDHAM,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

No. 4577M.—The 31st August 1897.—Whereas a notification No. 2687M., dated the 15th May 1897, was published at page 128, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 19th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of sections 245, 246, 247, 248, 254 to 260A and 274 of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as modified up to November 1896, to the Kotrung Municipality, in the district of Hooghly, and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 221 of the Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the above Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the above provisions of the Municipal Act to the said Municipality.

C. E. A. W. OLDHAM,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

মুন্সিপল ও স্থানীয় ।

বিজ্ঞাপন ।

৪৫৪১ এম্. নম্বর ।—১৮৯৭ সাল ৩০ আগস্ট ।—বর্ধমান জিলার অন্তর্গত আসেনসোল মুন্সিপালিটার মধ্যে যে সকল গরুর গাড়ী রাখা যায় বা চলিত কার্যসূত্রে ব্যবহৃত হয় তাহা, ১৮৯৪ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন ও ১৮৯৬ সালের ২ আইন দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের মুন্সিপালিটা বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ১৪২ ধারা মতে রেজেক্টরী করিবার ফি উক্ত মুন্সিপালিটার কমিশনরদের দ্বারা আদায়ের অমুমতি উক্ত আইনের ৮৬ ধারা মতে দেওনার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের মে মাসের ১৮ তারিখের ২৭৪৯ এম্. নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১৯ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১৩ খণ্ডের ১৩৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও তদ্বিপক্ষে কোন কারণ দর্শান না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থ এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার লিখিত হারের তনধিক হারে আসেনসোল মুন্সিপালিটার কমিশনরদের দ্বারা গরুর গাড়ী রেজেক্টরী করিবার উক্ত ফী আদায় হইবার অমুমতি দিলেন ।

সি. ই. এ. ডবলিউ, ওল্ডহ্যাম,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

৪৫৬১ এম্. নম্বর ।—১৮৯৭ সাল ৩০ আগস্ট ।—হুগলি জিলার অন্তর্গত ভদ্রেশ্বর মুন্সিপালিটাতে ১৮৯৪ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন ও ১৮৯৬ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের মুন্সিপালিটা বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ২৫৪ অবধি ২৬০ ক পর্যন্ত ও ২৭৪ ধারার বিধান প্রচলিত করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ৭ মে তারিখের ২৫৫২ এম্. নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১২ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১৩ খণ্ডের ১১৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুন্সিপালিটাতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থ এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রতি উক্ত আইনের ২২১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া এবং ভদ্রেশ্বর মুন্সিপালিটার সভাগত কমিশনরদের অমুরোধক্রমে মুন্সিপল আইনের উক্ত বিধান উক্ত মুন্সিপালিটাতে প্রচলিত করিবার অমুমতি দিলেন ।

সি. ই. এ. ডবলিউ ওল্ডহ্যাম

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

৪৫৭৭ এম্. নম্বর ।—১৮৯৭ সাল ৩১ আগস্ট ।—হুগলি জেলার অন্তর্গত কোতরঙ্গ মুন্সিপালিটাতে ১৮৯৬ সালের নবেম্বর মাস পর্যন্ত সংশোধিত বঙ্গদেশের মুন্সিপালিটা বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮ ও ২৫৪ অবধি ২৬০ ক পর্যন্ত ধারার এবং ২৭৪ ধারার বিধান প্রচলিত করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের মে মাসের ১৫ তারিখের ২৬৮৭ এম্. নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১৯ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১৩ খণ্ডের ১২৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুন্সিপালিটাতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থ এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রতি উক্ত আইনের ২২১ ধারা মতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া এবং উক্ত মুন্সিপালিটার সভাগত কমিশনরদের অমুরোধক্রমে মুন্সিপল আইনের উক্ত বিধান উক্ত মুন্সিপালিটাতে প্রচলিত করিবার অমুমতি দিলেন ।

সি. ই. এ. ডবলিউ, ওল্ডহ্যাম,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, SEPTEMBER 7, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৭ সেপ্টেম্বর।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত।

LAND ADVERTISEMENTS.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা বীরভূম।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বীরভূম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌমিক নং।	মহাল ও পরগণা নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর কমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর কমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১০১ নং	হেঁককা, পরগণা আকবরসাহি থানা মোড়ে- শ্বর।	১৫৫৯৩।০	সম্পূর্ণ	ভোলানাথ ঘোষ দিগর।	৪১।৬
১০২ নং	দাঁড়কা, পরগণা ইছাপুখুরিয়া থানা লাভপুর।	১৮০৩।০	এজমালি অংশ রকম ।।১৯ গাণ্ডা ২ দস্তী এই এজমালি অংশ ভিন্ন মহা- লের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	সতীশ চন্দ্র রায় দিগর।	২২৩।১	৮৫ পাই।
১০৩ নং	খন্না, পরগণা খটকা থানা সিউড়ী।	১৩৮৩৩।০	এজমালি অংশ রকম ।।৯—১৫ তিল এই এজমালি অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	গিরিশ চন্দ্র চট্টো- পাধ্যায়।	৭৩২।০	৫।২
১৭০ নং	আকুনি পরগণা স্বরূপসিংহ থানা মোড়ে- শ্বর।	১৮৩২।০	১৭০ ২ নং গৃধক হিসাব কাজিপুর বাগ- বাদিনী ও ভুড়ি গ্রাম মোজার রকম ষোল আনা এবং সাহাজাদপুর চক ও সাহাজাদপুর নও- য়াবাদ মোজার রকম ১।০ আনা এই গৃধক হিসাব ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	সতীশ চন্দ্র মুখো- পাধ্যায় দিগর।	৫৭২।৬।০	২৯।০

টীকা।— যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ হবে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের
নিমিত্ত অন্তত্ব হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও উপরি লিখিত অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।

জিলা নোয়াখালী।

জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জিলায় অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ধরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌগোলিক নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহা- লের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১২ ১ ৪৫	দাম্ভরা হিঃ ১/১১—১০ ক্রান্তী পং দাম্ভরা। কিসমত মহেশ্বর নানারায়ণ পং শুন্দীপ। ৬৩৭/১১	অংশ ... সম্পূর্ণ ...	হিসাব পৃথক হিঃ ১/১১/৮ তিলা	শ্রী চন্দ্রনাথ গুপ্ত চৌধুরী। শ্রীমতী আইজা- ম্বেছা।	৮০৯৬৬ ১২২/১১	৪৮০/৮২
২১১ ২	চাকলে বামনী জমি- দারী চাং বামনী।	অংশ ...	হিসাব পৃথক হিঃ ১০ আনা।	মেঃ পি, জে, ডেলনি গং নাবালগান পক্ষে মাতা অভি- ভাবক মিস এলেনা জে, ডেলনি সাহেবা।	২৭৭৬৬০	৫৫৬৬২
খাস মহাল টেনিউর—								
১৬৭৫	চর উত্তর রায় মধ্যে ২ নং গং মঃ ম্যাডি হাওলা নজুদলাল।	৮৫৫৫	সম্পূর্ণ	আবদুল হাকিম মিঞাজি গং।	২৮১
১৬৭৫	ঐ চর মধ্যে ৩ নং গং মঃ ম্যাডি হাওলা ব্রজরাম মাঝি গং।	৭২০/১০	ঐ	ব্রজরাম মাঝি গং	২৩১

LALIT KUMAR DAS,
Deputy Collector in charge.

জিলা বাকরগঞ্জ।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সনের লাগায়ত জুন কিস্তির বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সনের ২৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার তারিখে মোং বাং ১৩০৪ সনের ৯ আশ্বিন নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭। ২ আগস্ট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
জোজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৬৭৭	তালুক সৈয়দুলীন খাঁ গং পং বোজরগো-মেদপুর।	এজমালী দ/১৫ গঙা অংশ নিলাম হইবে। অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী গং।	১০৪৩৫/৪	৬১/১ পাই।
৪৫৪৬	পদ্মা ওরফে রম-জানপুর পং কাশীম-পুর সেহলাপট্টী।	৫৩৮৩)	সম্পূর্ণ মহালের মালিকী স্বত্ব নিলাম হইবে।	হরকুমার সেন গং	৯৯৮)
৬২৯২	চক কচুপাতরা পং চন্দ্রদ্বীপ।	৭৩২)	সম্পূর্ণ মহালের তালুক-দারী স্বত্ব নিলাম হইবে।	শশীকুমার বসু গং	৬০৮)
৪৬৪২	তুষখালী মহাল অধীন ৪নং নিয় হাওলা পং সৈদপুর।	৫৩৫/৩	সম্পূর্ণ নিয় হাওলা নিলাম হইবে।	এরফাহুদ্দি গং	১১১৫০/০
ঐ	তুষখালী মহাল অধীন ৬৮৮৪১২১৮ নং যোত।	৯০১)	সম্পূর্ণ যোত নিলাম হইবে।	মদন গং	৬০১)
৫২২২	চর কৃষ্ণপুরা মহাল অধীন ৮ নং গর-মকররি হাওলা পং জজীরা।	১০৬১০/১০	সম্পূর্ণ হাওলা নিলাম হইবে।	কাশীচন্দ্র দাস গং	৮৪২৫/৩

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

B. BELL,
Offg. Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৭ ইংরাজির ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখের বাকী পড়া ৫০০, টাকার উর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ গালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেচ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সালের ৭ আং ১৮৭১ সালের ২ আং ১৮৫৯ সালের ১১ আং ৬ ধারার অর্ধ্যমতে ১৮৯৭ ইং তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১৩০৪ বাং তারিখ ২৩ ভাদ্র রোজ মঙ্গলবার ধার্যে জিলা কালেক্টরিতে প্রকাশ্য নলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৯ জুলাই।

ক্রমিক নম্বর।	তালু- কাব নম্বর।	তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদব জমা।		বাকী পবিমাণ।			মন্তব্য।
				খাজানা।	সেস।	খাজানা।	সেস।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	৪৮১৯	মোঁজে জুজখলা থানা ফটীকছুরি মহাল নও- য়াবাদ।							
	২৩৮৭৯ ৫৮৯ ১৫৩২	তাং সেখ ওবেদুল্লা খাঁ হাং তাং লতিপা খাতুন	শ্রীমতী লতিফা খাতুন ...	১১০৯১১	৫৮/০	৫৫৪)	২২৬১/৩	৫৭৬৬১/৩
	৪৯৪২	মোঁজে তুজপুর থানা ফটীকছুরি মহাল নও- য়াবাদ।							
	২৪০২১ ৩৬৭৪	তাং এয়ার আলি খাঁ হাং তাং ওবেদর রহমান খাঁ।	ওবেদর রহমান খাঁ ...	৭০৩)	৩৬৬/০	৩৪৬।৯	১৩৬৯	৩৬০।/৬

CHITTAGONG COLLECTORATE,)
The 23rd July 1897.)

J. D. ANDERSON,
Collector.

জেলা করিমপুর।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে করিমপুর জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ১৮৯৭। ১০ আগস্ট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌলির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহা- লের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৫০	পং কাশীম নগর মহাল পঞ্চাশ হাজারী।	৩৮৯২	বোলআনা	ঈশ্বরচন্দ্র সাহা গম্ব- রহ।	৫০১৩
৬৫১৮	পং হাবেলী ডাঙ্গা মায়ুদপুর সোল- পুরের অতিরিক্ত মহাল।	১০৪৭)	ঐ	প্রসন্নকুমার সেন	২৬১)

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ যবে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইতি বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের
নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

J. H. TEMPLE,
Collector.

ইস্তাহার নামা কাছারী কালেক্টরী জেলা চট্টগ্রাম।

ইহার দ্বারা জানান যাইতেছে যে এই কাছারী সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তালুকাদির ১৮৯৭ ইং সনের ২৫শে মেই শেষ তারিখের বাকী পড়া খাজানা ও ছেচু আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মানুসারে ১৮৯৭ ইং সনের ২০ অক্টোবর মোতাবেক ১৩০৪ বাং সনের ৪ কার্তিক রোজ বুধবার জেলা চট্টগ্রাম কালেক্টর কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইং তারিখ ২৪ আগস্ট।

নম্বর ও মহাল।		খানা, মৌজা ও মহালের নাম।	মানিকের নাম।	বার্ষিক কমা।		বাকী।			মন্তব্য।	
সনং রেং নম্বর।	তালুকের নম্বর।			খাজানা।	ছেচু।	খাজানা।	ছেচু।	ঘোটা।		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
৮৫	১২১	খানা রায়ু মোর্জে খুরুলিয়া মহাল নয়াবাদ তালুক ষাংকুল্লা।	হার্কান আলী চৌধুরি পিং মাহামুদ হারি সিকদার সাকিন পা-তুলী মাছুয়াখালী।	৬৭৬।৯	৬৯৬।০	২৫৩।৯/৩	২৩।০	১৮৯৬।৯৭ ইং স-পূর্ণ বাকি।	১০২৩।৩	
৮৬	১২২	খানা রায়ু মোর্জে খুরুলিয়া মহাল নয়াবাদ তালুক বকুসালি।	মহম্মত আলী চৌধুরি পিং অজাগর আলী চৌধুরি সাং জলদি।	৬৮৮।৯	২২।৬	২৫৮।৩	৩০।৬		২৮২।৯	
১২১	১৬৫	খানা রায়ু মোর্জে উত্তর মিঠাছড়ি মহাল নয়াবাদ তালুক রস্তুম আলী।	আমির বাহু চৌধুরীয়া মেহের নিছা চৌধুরিয়া আলাহিয়ে না-জির আলী চৌং সাং উত্তর মিঠাছড়ী ওগয়-রহ।	১০৭১।০	১২২।	৪০১।৬	৪০।৯		৪৪২।৯	
১৭৭	২৩৭	খানা রায়ু মোর্জে খুটা-খালী মহাল নয়াবাদ তালুক মোবারক আলী।	জামিলা ষাফুন্ আহ-লিয়ে মৌলবি আজ-মল্লা ষাং সাং হারবাজ।	৮৫৮।৬	১০।৯	২১৫।	৩৩।৬		২৪৮।৬	
১৮৮	২৫০	খানা রায়ু মোর্জে শাকুয়া-খালী মহাল নয়াবাদ তালুক মাহামুদ র.জ।	মৌলবা মহম্মত আলী ও ছৈয়দ আলী পিং আনয়ার আলী চৌং সাং পাতলী মাছুয়া-খালী ওগয়রহ।	৫৫০।৯	১৪১।৬	১৩৭।৯	৪৭।৯		১৮৪।৯	
২৭২	২৭৪	খানা চকরিয়া মোর্জে ভেওলামানিকচর মহাল নয়াবাদ তালুক বিবি প্রাক।	আসমত আলী জ হা-বকু পিং মাগন আলী সাং হরিণা খানা সাতকানিয়া।	১৫৩২।	১৬৮।৯	৫৭৭।	৫৬৬।৯		৬৩৩।৯	
২৮০	২৮৩	খানা চকরিয়া মোর্জে সিলখালি মহাল নয়াবাদ তালুক বিবি প্রাক।	গোলনেছ নিছা, বল-কিচ বিবি নাকালকা কন্যা ও সেখ মাহা-ম্মদ কালু চৌং সাং জলদি ওগয়রহ।	৭৯৬।৯	২১।৬	২২৮।৯	২০।৯	১৮৯৬ ইং সেপ্টে-ম্বর, ডিসেম্বর কিস্তীর বাকি।	৭৬৬।৯	
২৮৮	৭৮।৫০৮ ৪৬৪।৫৬০	খানা চকরিয়া মোর্জে টেটং মহাল নয়াবাদ তালুক হরিদাস বহ-দার।	এসাদ আলী চৌং পিং সেখ মাহামুদ জমা সাং তৈলার দ্বীপ খানা বাঁশখালী।	৭৬৩।	১২১।৬	১৮।	৬৩।৯		২৪৪।৯	

জিলা বর্ধমান।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বর্ধমান জিলার অন্তর্গত নিম্ন-লিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সালের মার্চ কিংবাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১২টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কিনা।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশের বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ। উল্লিখিত অংশ ব্যতীত অন্যান্য অংশ বিক্রয় হইবে না।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৬২	পালশোনা পং খেঞা	৭৪০০১১/১১	এই মহালে ২,৩, ৪ ও ৫ নং পৃথক হিসাবের মহাল বাদে ১নং পৃথক হিসাবের মহাল নিলাম হইবে মূল মহাল ও বাকি পড়িয়াছে তাহার নিলাম জন্য পৃথক ইস্তাহার দেওয়া গেল।	আশুতোষ চন্দ্র দিঃ	২২৫/৬	৩১৮৬২
৬২	পালশোনা পং খেঞা	৭৪০০১১/১১	এই মহালে ২,৩, ৪ ও ৫ নং পৃথক হিসাবের মহাল বাদে মূল মহাল নিলাম হইবে ১ নং পৃথক হিসাবও বাকি পড়িয়াছে তাহার নিলাম জন্য পৃথক ইস্তাহার দেওয়া গেল।	আশুতোষ চন্দ্র দিঃ	২৫১৮/৭	৮৬১৬৫

টীকা।—যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ধরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের বিক্রয় পৃথক হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

BEJOY K. BOSE.
Deputy Collector in Charge,
For Collector on tour.

জেলা বর্ধমান ।— নিলামি বিজ্ঞাপন ।

এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বর্ধমান জেলার অস্থাপতি নিম্নলিখিত মহলে গবর্নমেন্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ব অমুসারে উক্ত বর্ধমান জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৭ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখ মোতাবেক বাজলা ১৩০৪ সনের ৯ আশ্বিন তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক ।

খরিদারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ব সকলে বাধ্য হইতে হইবে ।—

নিলামের সর্ব ;—

প্রথম । নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্বোপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে । এই মহালের খরিদারকে ইহার মালিকস্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য হইয়াছে তাহা চিরস্থ রূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্নমেন্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদারের প্রতি পর্যাপ্ত হইবে ।

দ্বিতীয় । চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণে যে সকল পাট্টা বর্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভিনিউ কার্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদারগণ বাধ্য হইবে ।

তৃতীয় । নিলামি মূল্য ১০০ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাত্ দিতে হইবে ।

চতুর্থ । নিলামি মূল্য ১০০ টাকার উক্ত হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাত্ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পক্ষ উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়কারি খরিদারের দায়িত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে ।

ক্রমিক নম্বর ।	মহাল ও পরগণার নাম ।	একবের হিসাবে যত- দূব জমা যথ ভূমি অনুমাত্রিক পরিমাণ ।	গবর্নমেন্টের রাজস্ব যাহাধার্য হইয়াছে ।	মন্তব্য ।
		একর কড পোঃ ।	টাঃ আঃ পাই ।	
৬৪৪৮	কালু গুক দিঃ পং মজারসাহি	৯ ২ ২	৪৮ ৯ ৯	
৬৪৪৯	কর্জলা দিঃ পং বর্ধমান	৭ ১ ১৮	৩৩ ১ ৩	
৬৪৫৪	বটগ্রাম দিঃ পং মজারসাহি	৫ ২ ২	২৮ ৬ ৩	
৬৪৫০	উচালন পং সমরসাহি	৫ ৩ ৩৯	২৭ ১১ ৬	
৬৪৫৩	কৃষ্ণপুর ওরফে কামালপুর পং খণ্ডঘোষ	৬ ১ ২২	৩৬ ১ ৬	
৬৪৫১	বুচ্চম্পুর পং সমরসাহি	৭ ১ ২২	৩৭ ১১ ৬	
৬৪৫২	নিগোন পং ধেঞা	৭ ২ ৩৬	৫২ ১১ ০	
৭৩	ডকরপুর পং অস্থিকা	৪ ৩ ১৬	১৭ ১ ৩	
৬৩২০	পাঁচরখী পং জাহাজিরাবাদ	৪ ০ ১৭	১৫ ১ ৬	
৬৪৯৪	কোড়ারডিহি পং সেরগড়	০ ৩ ৩৯	১ ৯ ৩	
৬৪৯৭	কোড়ারডিহি পং সেরগড়	০ ০ ১৮	০ ০ ০	
৬৫২৪	কোড়ারডিহি পং সেরগড়	০ ২ ৯	২ ১১ ৬	
৬৫২৬	কোড়ারডিহি পং সেরগড়	০ ০ ২৯	০ ০ ০	
৬৫২৭	কোড়ারডিহি পং সেরগড়	০ ০ ২২	০ ০ ০	
৬৫৩৭	কোড়ারডিহি পং সেরগড়	০ ০ ৯	০ ০ ০	
৬৫৪৪	কোড়ারডিহি পং সেরগড়	০ ০ ৭	০ ০ ০	
৬৫৫৩	কোড়ারডিহি পং সেরগড়	০ ০ ৩২ $\frac{১}{২}$	১) ০ ০	

কালেক্টরের কাছারি
জেলা বর্ধমান
তারিখ ২১ আগস্ট ১৮৯৭

C. FISHER,
Collector.

জিলা ২৪ পরগণা।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে নিম্নলিখিত জমিদারি মহালান্তের সন ১৮৯৭ সালের জুন কিস্তির রাজস্ব ২৮ জুন সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দাখিল না হওয়ায় ঐ সমস্ত মহাল সন ১৮৯৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে জেলা ২৪ পরগণার কালেক্টরিতে বেওয়ার নিলামে ধরা যাইবেক।

প্রথম শ্রেণীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহাল।—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক্রমিক নম্বর।	ভৌমিক নম্বর।	পরগণা ও মহালের নাম।	পুরা মহালের সদর জমা।	পুরা মহাল বিক্রয় হইবে কিনা।	যদি একটি অংশ বিক্রয় হয় সেই অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি নিলাম হইবেক তাহার মালিকের নাম।	যদি একটি অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার সদর জমা।	যদি পুরা মহাল বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ।	যদি অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ।
১	১	পং মাগুরা, কিং চেতলা দিং।	৫৪২২৬২	...	ত্রিপুর ও বাগেরখোল ও রাঙ্গু মোল্লার চক ৩ মোজার প্রত্যেক মোজায় ১১০ আনা বাদে অবশিষ্ট ১১০ আনা ও অন্যান্য সমস্ত মোজা।	হরিচন্দ্র রায় ...	৫০১৫৬/২	১৮১/১১১
২	৩৬	পং মাগুরা কিং ধাপামানপুর।	২৭৭৮ ১৩৪ ^১ / _২	...	৬২৬৭ ^১ / _৩ মস্তি স্বতন্ত্র হিসাব বাদে অবশিষ্ট ১১৭১ ^১ / _৩ মস্তি।	বাঁকেবিহারি লাল মণ্ডল দিং।	৬৬৭১১৮৮	৬৯১/৫১
৩	৫৩	পং মাগুরা কিং রামেশ্বরপুর দিং।	৩১৯৬/৫	...	আলিপুর দিং ১৪ মোজার প্রত্যেক মোজায় ১৬ ষোল আনা চক্রবেড়ে দিং ৪ মোজার প্রত্যেক মোজায় ১১/১৯—ক্রান্তী ও রামেশ্বরপুর মোজায় ৬/১৩২ কাগ অংশ।	ঐ	২১৬২/১৩১	১৯১/৪
৪	৮৫	পং মাগুরা কিং আবগাছিয়া দিং।	৯৮৪৬/৭	...	৩ মোজা বাদে অবশিষ্ট ১০ মোজার ৭ মোজায় ১৬ ষোল আনা চক কাঠালিয়া মোজায় ১১/০ আনা ও বাবনপুর ও নোনা মোজায় ৬/৮১ অংশ।	জগৎচন্দ্র রায় চৌধুরী ॥	৮৬১১১/১০	৮৬১/২
৫	৩১৪	পং মুড়াগাছা কিং হরিনারায়ণপুর।	১২২১২ ৬/৪১	...	১১/১৪১ = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ১০/১৯৬/৫১—ক্রান্তী।	রাজেশ্বর নাথ রায় চৌধুরী দিং।	৬৩৫৩৬৪	৫১১/৩১
৬	৩৪১ ৯	পং ষড় দিং কিং রায়পুর।	৬৭৪২ ১১ ^১ / _২	...	৬/৬১ = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ১/৩১—ক্রান্তী।	বাঁকে বিহারি লাল মণ্ডল।	১১২৩৬০	৮০১/১

ক্রমিক নম্বর।	ভৌমিক নম্বর।	পরগণা ও মহালের নাম।	পুরা মহালের সদর জমা।	পুরা মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	যদি একটি অংশ বিক্রয় হয় তবে সেই অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি নিলাম হইবেক তাহার মালিকের নাম।	যদি একটি অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার সদর জমা।	যদি পুরা মহাল বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ।	যদি অংশ বিক্রয় ক বতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ।
৭৩৯২		পং আজিমাবাদ কিং হদা জম-চণ্ডিপুর।	৮৩১৩।৮	...	৮/৬। = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৮/১৩। - ক্রান্তী।	সারদা দাসী ...	১৩৮৫।/২	৬৮/১০৮
৮৩৯২।	৪	পং আজিমাবাদ কিং হদা জম-চণ্ডিপুর।	৮৩১৩।৮	...	৮/৬। = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৮/১৩। - ক্রান্তী।	বাকিবিহারিলাল মণ্ডল।	১৩৮৫।/৪	৯৯।/১
৯৪০৩		পং আজিমাবাদ কিং পাথর বেড়িয়া দিং।	৫১৪৩।/৩	...	১।/১৪। = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ১/৫। - ক্রান্তী।	ব্রজেননাথ রায় দিং।	২০১৪।/৬৮	৩২।৪।
১০১৫৩৪	১৫	পং ময়দা কিং বাঁটরা।	১৪৩৮।/৪	...	৮/৬ - ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৮/৩৮ = ক্রান্তী।	হরেন্দ্র নাথ দত্ত	২৯৩২।/৪	১৮০৮/৬
১১২০৩৬		পং উষড়া কিং দাতারি।	৫৪৭।/৪	পুরা মহাল।	সারদা চরণ দত্ত দিং।	১৩।/৮
১২২১৬৬		পং উষড়া কিং পাটডাঙ্গা।	৫৫০৮।/০	ঐ	বীরেশ্বর দে দিং	১৭।/২

CHUNDER NARAIN SINGH,
For Collector.

জিলা মুরশিদাবাদ।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৯৭ সালের জুন কিস্তির বাকির জন্য।—

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর মোং ১৩০৪ সালের ১৩ আশ্বিন তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

ক্রমিক নম্বর।	ভৌমিক নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৪৫৩		চর ছেত্তানী থানা বড়ুয়া।	৭৪৯।।০	সমুদয়	ধনেশ প্রকাশ গাঙ্গুলী সাং কলিকাতা নং ৯ প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের ষ্টীট।	১৮৭)

OPENDEA CHUNDR MOZUMBAR,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

ইত্তাহার নামা কাছারী কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইত্তাহার সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের মর্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকাদির ১৮২৭ ইংরেজী ২৫শে মেই সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাকি পড়া খাজানা ছেহু আদায়ের নিমিত্ত ১৮২৭ ইংরেজী ২১ অক্টোবর মোতাবেক ১৩০৪ বাঙ্গালী ৫ কাঙ্কিক রোজ রহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে, ইতি ১৮২৭ ইংরেজী তারিখ ১ সেপ্টেম্বর।

তালুকের নম্বর।	খান, মোজা ও তালুকের নাম।	মালীকের নাম।	সমর জমা।		বাকী।		মন্তব্য।
			খাজানা।	ছেহু।	খাজানা।	ছেহু।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২ ৪০১	খানা সাতকানিয়া হাল বাস- খালী মোজা ছোট ছহুয়া মহল নয়াবাদ তাং ছোট ছহুয়া।	বাবু যোগেশ চন্দ্র রায় কেট পক্ষে রায় কৈলাস চন্দ্র দাস বাহাদুর জেনেরল ম্যানেজার।	২২৪৩)	৪২৬৮/৬	৮৩৪।০	১০২২	২৩৬।২ ১৮২৪।২৫ হইতে ২২৪৩) ১৮২৭।২৮ ইস্তক ১৮২৮।২৯ হইতে ৩৩৬০.০ ১৯০৩।০৪ ইস্তক ১৯০৪।০৫ হইতে ৩৪৩৬) ১৯১৩।১৪ ইস্তক ১৯১৪। ১৫ হইতে ৩৪৭৪।০ ১৯২৫ ইস্তক
৩ ৪০২	খানা সাতকানিয়া হাল বাস- খালী মোজা পুইছুরী মহাল নয়াবাদ তাং কুঞ্চরঞ্জিত।	গোলোক চন্দ্র সিকদার পিং রায়সেবক সিকদার সাং কলাউজান।	৬৯৬৬০	৭৮।৮/৬	৭২।৮/৬
৪ ৪০৩	খানা সাতকানিয়া হাল বাস- খালী মোজা পুইছুরী মহাল নয়াবাদ তাং মোবারেক আসা বঙ্গা আলী।	আনোয়ার আলী পিং বঙ্গা আলী ও হামিদ উল্লা চৌঃ স্বয়ং ও নাবালক ভাতা ছুইয়দ উল্লা, আজমল্লা ভয়ি ছুইয়দমিছা. জমিলা খাতুনের পক্ষে হিং আজ মল্লা খাঁ, মতিয়র রহমান স্বয়ং ও নাবালক এজাহার মিঞার পক্ষে হিং।	১৯৬৬)	২৪৫।/৬	১৪৭৪।০	১৮৬।/৬	১৮২৫। ২৬ হইতে ১৯৬৬) ১৯০০।০১ ইস্তক ১৯০১।০২ ইস্তক ২২৪২) ১৯০২।০৩ হইতে ৩১২০) ১৯২৫ ইস্তক

নং	খানা সাতকানিয়া হাল বাস- খালী মোজা চাষল মহাল নয়াবাদ তাং তাজমিছা চোং।	ফজর আলী পিং মহুইর আলী চোং সাং তৈনার দ্বীপ।	১৬৩৭)	১৬১১/৬	১৬৬১/২
৬১	খানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মোজা চাষল মহাল নয়াবাদ তাং আবহুল মজিদ।	নেজামত আলী পিং মাহাং রফি সাং বারখাইন ...	৫৩১৯°	৬৫১/°	৪৮১
৪২°	খানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মোজা চাষল মহাল নয়াবাদ তাং আবহুল মজিদ।	রাজচন্দ্র সেন পিং রাজকিশোর সেন ও বংশীমোহন সেনের পক্ষে ও হরেন্দ্র বিজয় রায় কেট পক্ষে রায় কৈলাস চন্দ্র দাস বাহাদুর জেনেরল ম্যানেজার।	৫১১৬°	৭১°	১৬৩৯/২

CHITTAGONG COLLECTORATE, }
The 3rd September 1897.

J. PHILLIMORE,
Offg. Collector.

জিলা নদীয়া।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নদীয়া জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৬৭	ভৌজি মহাল দ্বারা পরগণে পাজ- নোর।	১৯৪১৩১০/১	১৬৭১২ নং ভৌজি দ্বারা /১৪১১৬১১০ এক আনা চৌদ্দ গুণ্ডা এক কড়া ষোল তিল দুই কড়ার তিল দুই কাগ তিন রকম অংশ কেবল অংশমাত্র বিক্রয় হইবে সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবেক না।	সারদা প্রসাদ সুর ভবানীপ্রসাদ সুর তারিণীপ্রসাদ সুর দিগর।	২০০৬৬৩	৭১১০ সার্টিফিকে- টের বাকী।

টিকা—যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনামতের ৫, ৭ ও ৯ যবে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের
নিমিত্ত অতদ্বি হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

W. MAXWELL,
For Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking six pounds at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, Rs. 2 annas 8; per eight-ounce tin, Rs. 5; per pound tin, Rs. 10. The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, for cash only, at the undernoted rates: per four-ounce tin, Rs. 3; per eight-ounce tin, Rs. 6; per pound tin, Rs. 12. This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 oz. tin, eight annas per 8 oz. tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

ক্রয় সিনকোনা।

কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট গবর্ন-
মেন্টের কর্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে
ক্রয় সিনকোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ২।০ টাকায়, আট ওন্স টিন ৫.০ টাকায় ও এক পৌণ্ড
টিন ১০.০ টাকায় পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট নগদ মূল্য
দিলে এই হিসাবে অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ৩.০ টাকায়, আট ওন্স টিন ৬.০ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন
১২.০ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই
ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত চার চারি ওন্স টিনের ১০, আট ওন্স টিনের ৫০
ও এক পৌণ্ড টিনের ১০ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন ১৮) বা ডাক মাশুল সমেত ১৮৫০

৥ আধ " " ৯) " " " " ৯১০

। শিকি " " ৪১০ " " " " ৫)

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনীডাইন নামক অপকৃষ্ট দ্রব্যের সহিত ইচ্ছাপূর্বক মিশ্রিত হয় নাই তাহার গ্যারান্টি দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1888.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the *Mufassal*.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For *Calcutta*.

The same rates as those of the *mufassal*, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offo. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৯৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাল্লা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্ন-লিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

	মকঃসলে	টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০২
ডাকমাশুল	"	২১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ-দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আচনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	"	১)
ডাকমাশুল	"	১)
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	"	১০
ডাকমাশুল	"	১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	"	১০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একং আনা।
ডাকমাশুল	"	১০

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মকঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একুটিং ছোট সেক্রেটারী।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A., in two Volumes. Price Rs. 24 : packing and postage Rs. 1-12.

••• The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced student only, yet as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT., GOVT. PRINTING, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

NOTICE.

In continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the *Gazettes*, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—Rates of advertisements in the CALCUTTA GAZETTE

				Ra.
Full page, per issue	20
Half "	10
Casual advertisement---4 annas per line.				

বিজ্ঞাপন ।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া মাট/ব না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্মে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল ।

গবর্নমেন্টের কায্যালয় কিম্বা গবর্নমেন্ট কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কায্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তদ্বিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল ।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কোটাণ্টের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে উপ-রোক্ত কায্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না ।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিকোর্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে ।

সি, ডবলিউ বন্টন,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর ।

মন্তব্য ।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই—

				টাকা
পূর্বা এক পৃষ্ঠা একবার প্রকাশ করণের	২০০
আধ পৃষ্ঠা	১০০
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একবার পৃষ্ঠা	১০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে ।

বারিষ্টার-আট-লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত বর্ধমানের ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, কিলড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজ্ঞা বিষয়ক আইন সংহিতা ।

একং খানি পুস্তকের মূল্য, ৫, পাঁচ টাকা ।

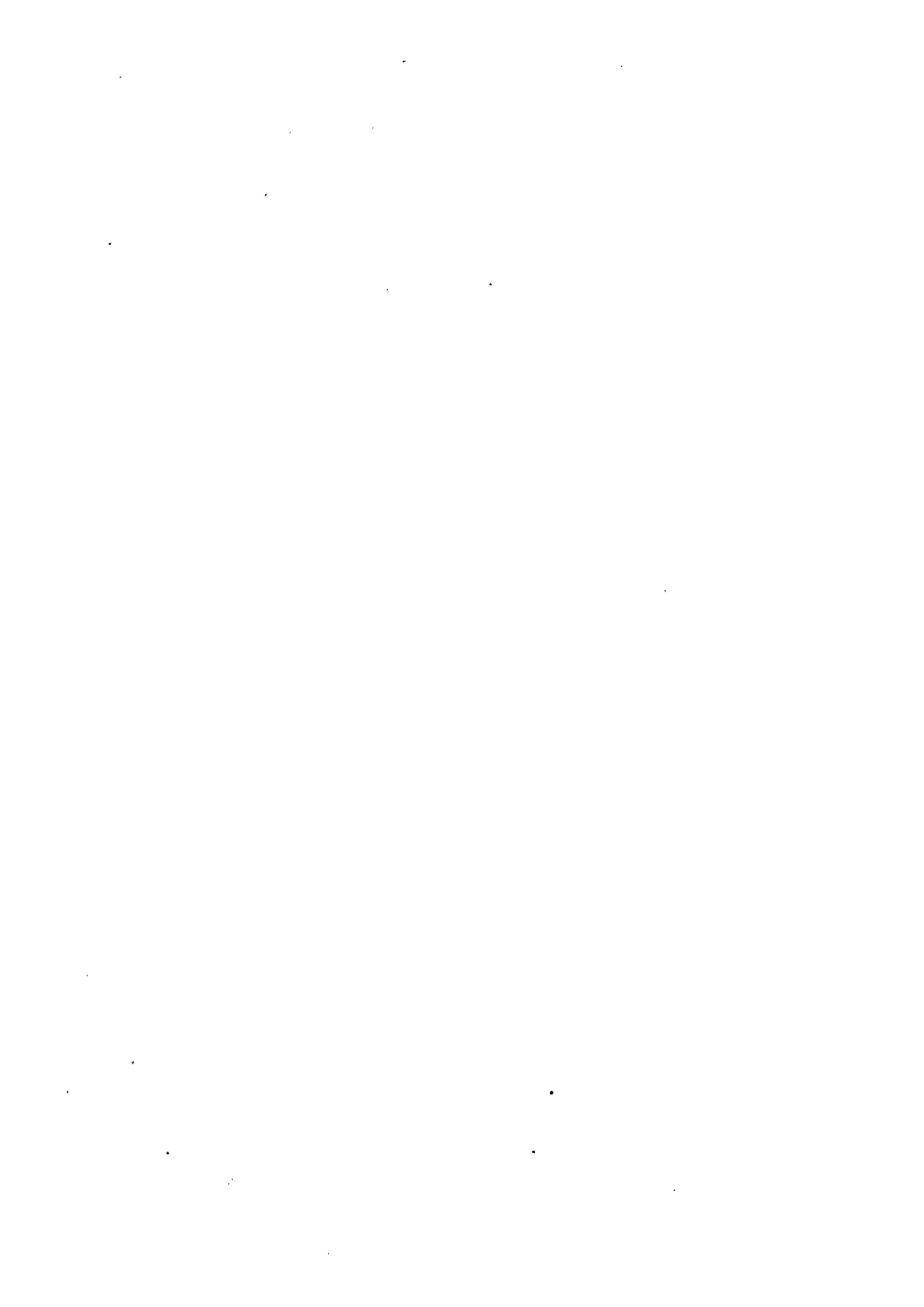
কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন । যত্নব্য ।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে ।

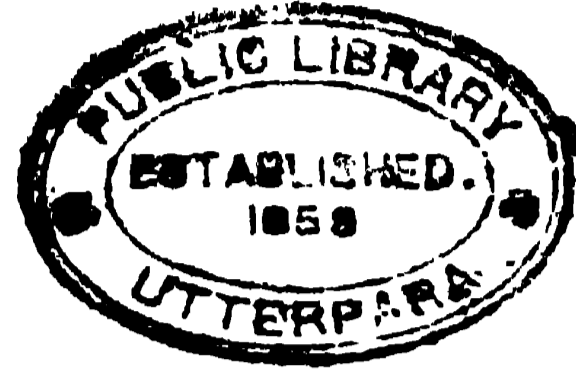
বিজ্ঞাপন ।

রাজকায্যেপালকে বঙ্গদেশের মজিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রানেড স্ট্রেন্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের কাযবিভাগের আপিসে বেঞ্জি-ফারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে ।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার স্প্রিন্ট কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায় ।

কলিকাতা প্রোগ্রামেটরী বেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্য শ্রীযুত জেমস পেট্রী সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল ।





গবর্ণমেন্ট গেজেট।

TUESDAY, SEPTEMBER 14, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১৪ সেপ্টেম্বর।

CONTENTS.

	PAGE.	নিবন্ধ।	
PART I.—Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	পৃষ্ঠা।
PART II.—Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal	273—301	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	নাই।
PART IIA.—Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal	Nil.	দ্বিতীয় ক খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আদেশ	২৭৩—৩০১
PART III.—Acts of the Legislative Council of India	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাতুলিপি	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাতুলিপি	নাই।
PART VII.—Circular Orders by the High Court and Board of Revenue	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র	নাই।
PART VIII.—Advertisements	457—472	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রভৃতি	৪৫৭—৪৭২
SUPPLEMENT	Nil.	পরিশিষ্ট গবর্ণমেন্টের গেজেট	নাই।

PART II.

Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

৪৭৬৬ জে, ডি, নং বিজ্ঞাপন।

১৮২৭ সাল ২৪এ আগস্ট।

স্ফোটনীয় দ্রব্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৪ সালের ৪ আইনের ৫ ও ৭ ধারাক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতার পরিচালন করিয়া যে একটি বিধি প্রণীত করিবার প্রস্তাব করা যাইতেছে তাহার নিম্নলিখিত পাণ্ডুলেখ্য যে ব্যক্তিদের এতদ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা তাঁহাদিগের অবগতির নিমিত্ত উক্ত আইনের ১৮ ধারার আদেশ এবং ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টের ১৮৮৭ সালের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখের ১৯৬৪ নং বিজ্ঞাপনের আদেশ অনুসারে প্রকাশিত করা হইল, এবং এতদ্বারা এই স্মৃতিস দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব উক্ত পাণ্ডুলেখ্য ১৮২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের চতুর্বিংশ দিবসের পর বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

২। উক্ত পাণ্ডুলেখ্য সম্বন্ধে ঐ তারিখের পূর্বে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন আপত্তি বা পরামর্শ প্রাপ্ত হওয়া গেলে তাহা শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কর্তৃক বিবেচিত হইবে।

সি, ডবলিউ, বোল্টন,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের প্রধান সেক্রেটারী।

মন্তব্য।—বর্তমান বিধিতে যে সকল পরিবর্তনের প্রস্তাব করা যাইতেছে তাহা বড় অক্ষরে প্রদর্শিত হইল।

পাণ্ডুলেখ্য।

স্ফোটনীয় দ্রব্যবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৪ সালের ৪ আইনের ৫ ও ৭ ধারাক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতার পরিচালন করিয়া ও অগ্রে মন্ত্রিসভাধিকৃত শ্রীযুত গবর্নর জেনারেল সাহেবের মঞ্জুরি গ্রহণ করতঃ শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব নিম্ন বঙ্গ প্রকৃতি প্রদেশ সমূহে স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করণ, নিকটে রাখণ ও বিক্রয় করণ কার্যের ব্যবস্থা করণার্থ নিম্নলিখিত বিধি প্রণয়ন করিলেন।

স্ফোটনীয় দ্রব্যবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৪ সালের ৪ আইনমতে স্থানীয় গবর্নমেন্ট ভারতবর্ষীয় বন্দরবিষয়ক ১৮৮৯ সালের আইনের অর্থনির্দেশানুযায়িক যে কোন বন্দরের জন্য স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিবার ব্যবস্থা করণার্থ বিশেষ বিধি প্রণীত করিয়াছেন বা করেন, স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখণ সম্বন্ধীয় এই সকল বিধির কোন কথা সেই বন্দর সম্বন্ধে খাটিবে না।

(ক) গবর্নমেন্টের লুকুম অনুসারে, কিম্বা

(খ) স্ফোটনীয় দ্রব্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৪ সালের ৪ আইনের কার্য সম্পাদনার্থ কিম্বা কোন বারুদ-খানার রক্ষকস্বরূপ কি কারিগর কি সৈনিক কি নাবিক কি পুলিশের নোক কি অন্য কিছুস্বরূপ গবর্নমেন্টের অধীনে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক কিম্বা ভারতবর্ষীয় বলন্টিয়র বিষয়ক ১৮৬৯ সালের ২০ আইন অনুসারে বলন্টিয়রস্বরূপ যাহার নাম লেখা হইয়াছে এরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক ঐ ঐ ব্যক্তি বন্দিয়া আপন চাকরী বা কর্তব্যকর্ম সম্পাদন উপলক্ষে—

কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা গেল, কিম্বা নিকটে রাখা হইলে কিম্বা বিক্রয় করা হইলে তৎসম্বন্ধে এই সকল বিধির কোন কথা খাটিবে না।

নিম্ন বঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশ সমূহে স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করণ, নিকটে রাখন ও বিক্রয় করণার্থ স্ফোটনীয় দ্রব্য বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইনমত বিধি ।

গোড়ার কথা ।

১। এই সকল বিধির কার্যপক্ষে স্ফোটনীয় দ্রব্য নিম্নলিখিতরূপে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইবে, যথা;—

১ম শ্রেণী	বারুদ ।
২য় শ্রেণী	নাইট্রেট মিশ্র ।
৩য় শ্রেণী	নাইট্রো-কম্পোণ্ড ।
৪র্থ শ্রেণী	ক্লোরট মিশ্র ।
৫ম শ্রেণী	ফুল্মিনেট (শব্দকারক) ।
৬ষ্ঠ শ্রেণী	যুদ্ধোপকরণ ।
৭ম শ্রেণী	আতসবাজি ।

এবং কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য একাধিক শ্রেণীর বর্ণনার মধ্যে পড়িলে যে কয়েক শ্রেণীর বর্ণনার মধ্যে পড়ে কেবল তাহার শেষ শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইবে ।

১ম শ্রেণী ।—বারুদ নামক শ্রেণী ।

সাধারণতঃ যাহা বারুদ বলিয়া খ্যাত, “বারুদ” শব্দে কেবল তাহাই বুঝাইবে ।

২য় শ্রেণী ।—নাইট্রেট মিশ্র নামক শ্রেণী ।

যাহা সাধারণতঃ বারুদ বলিয়া খ্যাত, তাহা ছাড়া কোন প্রকার অঙ্গারের সহিত অথবা স্ফোটনগুণ-শূন্য কোন অঙ্গারাত্মক দ্রব্যের সহিত সামান্যরূপে নাইট্রেট মিশ্রিত যাহা যে কোন দ্রব্য প্রস্তুত করা যায় তাহাতে গন্ধক যোগ করা যাউক বা না যাউক, ও তাহাতে স্ফোটনীয় অন্য কোন দ্রব্য সামান্যরূপে মিশ্রান যাউক বা না যাউক “নাইট্রেট মিশ্র” শব্দে তদ্রূপ প্রস্তুত দ্রব্য বুঝাইবে ।

নাইট্রেট মিশ্র শ্রেণীর মধ্যে এইরূপ স্ফোটনীয় দ্রব্য, যথা—

পাইরোলিথ্
পুড্রোলিথ্
পুডর সালফিউরিক্

ও পুর্বোক্ত অর্থকরণের অন্তর্গত প্রস্তুত করা কোন দ্রব্য ধরা যাইবে ।

৩য় শ্রেণী ।—নাইট্রো-কম্পোণ্ড নামক শ্রেণী ।

রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন যে দ্রব্যের স্ফোটনীয় গুণ থাকে অথবা যাহা ধাতুর সহিত সংযুক্ত হইলে স্ফোটনীয় দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারে, এবং যাহা মহাদ্রাবকের সহিত মিশ্রিত হউক বা না হউক, এরূপ যবক্ষার দ্রাবকের অথবা মহাদ্রাবক মিশ্রিত নাইট্রেটের সহিত কোন অঙ্গারাত্মক দ্রব্যের রাসায়নিক কার্যক্রমে উৎপন্ন হয়, তাহাতে অন্য কোন দ্রব্য সামান্যরূপে মিশ্রিত করা যাউক বা না যাউক, “নাইট্রো-কম্পোণ্ড” শব্দে তদ্রূপ সংযুক্ত দ্রব্য বুঝাইবে ।

নাইট্রো-কম্পোণ্ড শ্রেণীতে দুইটা বিভাগ আছে ।

১ম বিভাগের মধ্যে এইরূপ স্ফোটনীয় দ্রব্য, যথা,—

নাইট্রো গ্লিসেরাইন্,	ডুয়লাইন্,
ডিনামাইট্,	গ্লাঅক্সিলাইন্,
লিথোক্রাকট্র,	মেথিলিক নাইট্রেট্,

এবং রাসায়নিক সংযোগ বা সামান্যরূপ মিশ্রণ দ্বারা প্রস্তুত করা যে দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকরূপে নাইট্রো গ্লিসেরাইন্ অথবা কোন তরল নাইট্রো-কম্পোণ্ড থাকে, তাহা ধরা যাইবে ।

২য় বিভাগের মধ্যে এইরূপ স্ফোটনীয় দ্রব্য, যথা,—

সাধারণতঃ যাহা গনকটন্,	কটন গন পোর্ডর,
বলিয়া খ্যাত সেই গনকটন্	সুলজ পোর্ডর,
গনপেপার,	নাইট্রো মেনাইট্,
জিলয়ডাইন্,	পিক্রেটিজ্,
গনসডফ্,	পিক্রিক পোর্ডর,
নাইট্রেট গনকটন্,	টনাইট্ (বা কটন পোর্ডর),

এবং পুর্বোক্ত অর্থকরণমত যে কোন নাইট্রো-কম্পোণ্ড প্রথম বিভাগের অন্তর্গত নহে, তাহা ধরা যাইবে ।

৪র্থ শ্রেণী।—ক্লোরেট মিশ্রনামক শ্রেণী।

যে কোন স্ফোটনীয় দ্রব্যে ক্লোরেট থাকে, “ক্লোরেট মিশ্র” শব্দে সেই দ্রব্য বুঝাইবে।
ক্লোরেট মিশ্র শ্রেণীতে দুইটি বিভাগ আছে।

১ম বিভাগের মধ্যে এইরূপ স্ফোটনীয় দ্রব্য, যথা—
হরসি সাহেবের ব্রাঙ্কিং পোর্ডর,
ব্রেন সাহেবের ব্রাঙ্কিং পোর্ডর,

এবং ক্লোরেট দিয়া প্রস্তুত করা যে কোন দ্রব্যে অংশতঃ নাইট্রো-গ্লিসেরাইন অথবা অন্য কোন তরল নাইট্রো-কম্পৌণ্ড আছে, তাহা ধরা যাইবে।

২য় বিভাগের মধ্যে এইরূপ স্ফোটনীয় দ্রব্য, যথা,—

হরসি সাহেবের মূল ব্রাঙ্কিং পোর্ডর, এরহাট সাহেবের পোর্ডর, রেভার্সি সাহেবের পোর্ডর,	হক্সটেটার সাহেবের ব্রাঙ্কিং চার্জ, . রাইসেন সাহেবের ব্রাঙ্কিং চার্জ, টিউটোনাইট।
ক্লোরেট গনকটন,	

এবং পূর্বেকৃত অর্থকরণমত যে কোন ক্লোরেট মিশ্র প্রথম বিভাগের অন্তর্গত না হয়, তাহা ধরা যাইবে।

৫ম শ্রেণী।—ফুলমিনেট (শব্দকারক) নামক শ্রেণী।

রাসায়নিক সংযোগ বা সামান্যরূপ মিশ্রণ দ্বারা উৎপন্ন কোন দ্রব্য পূর্বেকৃত কোন শ্রেণীর অন্তর্গত হউক বা না হউক, যদি ঐ দ্রব্যের অতিশয় স্ফোটনশীলতা বশতঃ উহা রঞ্জকের টুপীতে অথবা স্ফোটন সমুৎপাদন করণের অন্য কোন সরঞ্জামে ব্যবহারের উপযোগী হয়, অথবা অত্যন্ত স্ফোটনশীলতা বশতঃ ও অত্যন্ত অস্থায়িত্ব অর্থাৎ অতি সামান্য উত্তেজক কারণে বিশিষ্ট হইয়া যাইবার প্রবণতা বশতঃ বিশেষরূপ আশঙ্কাজনক হয়, তাহা হইলে “ফুলমিনেট” শব্দে ঐ দ্রব্য বুঝাইবে।

ফুলমিনেট শ্রেণীর দুইটি বিভাগ আছে।

১ম বিভাগের মধ্যে এইরূপ সংযুক্ত দ্রব্য যথা রূপার ও পারার ফুলমিনেট এবং এই সকল দ্রব্য দিয়া প্রস্তুত যে দ্রব্য রঞ্জকের টুপীতে ব্যবহৃত হয়, এবং অজ্ঞানাত্মক দ্রব্য যোগ করিয়া বা না করিয়া ফস্ফরস কিম্বা কএক প্রকার ফস্ফরস সংযুক্ত দ্রব্যের সহিত ক্লোরেট মিশাইয়া যে কোন দ্রব্য প্রস্তুত করা যায় এবং অজ্ঞানাত্মক দ্রব্য যোগ করিয়া বা না করিয়া গন্ধক বা গন্ধকসংযুক্ত দ্রব্যের সহিত ক্লোরেট মিশাইয়া যে কোন দ্রব্য প্রস্তুত করা যায় তাহা ধরা যাইবে।

২য় বিভাগের মধ্যে এইরূপ দ্রব্য যথা নাইট্রোজেনের ক্লোরাইড ও আইওডাইড, ফুলমিনেট স্বর্ণ ও রৌপ্য, ডায়াজোবেনজোল ও ডায়াজোবেনজোলের নাইট্রেট ধরা যাইবে।

৬ষ্ঠ শ্রেণী।—যুদ্ধোপকরণ নামক শ্রেণী।

পূর্বেকৃত কোন শ্রেণীর কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য যদি কোন আধার বা কলের মধ্যে এরূপে পুরিয়া রাখা যায় বা প্রকারান্তরে এরূপে কার্যোপযোগী বা প্রস্তুত করা যায় যে, তাহাতে বন্দুক, কামান বা অন্য কোন আগ্নেয়াস্ত্রের অথবা পাহাড়াদি ভাঙ্গিবার টোটা বা ছুড়িবার দ্রব্য হয় কিম্বা পাহাড়াদি ভাঙ্গিবার বা কাঁপা গোলায় নির্বিঘ্নকর বা অন্যরূপ পলিতা হয়, কিম্বা স্ফোটনীয় দ্রব্যে অগ্নি দিবার নল হয় অথবা রঞ্জকের টুপী, ডিটোনেটর কোয়ালার সিগনাল, কাঁপা গোলা টরপিণ্ডো, যুদ্ধের হাউই ও আতসবাজি ভিন্ন অন্য কোনরূপ কল হয়, তাহা হইলে “যুদ্ধোপকরণ” শব্দে ঐ দ্রব্য বুঝাইবে।

“রঞ্জকের টুপী” শব্দে ডিটোনেটর গণ্য হইবে না।

যে কোষ বা আধার এরূপ বলবিশিষ্ট ও এরূপে নির্মিত ও যাহাতে এরূপ পরিমাণে ফুলমিনেট শ্রেণীর স্ফোটনীয় দ্রব্য থাকে যে একটী কোষ বা আধারের স্ফোটন হইলে এরূপ অন্যান্য কোষ বা আধারের স্ফোটন ঘটিবে, “ডিটোনেটর” শব্দে তদ্রূপ কোষ বা আধার বুঝাইবে।

পাহাড়াদি ভাঙ্গিবার যে পলিতা জ্বলে কিন্তু শব্দ করিয়া কাটিয়া যায় না ও যাহাতে আপনি জ্বলিত হইবার উপায় থাকে না এবং যাহা এরূপ বলবিশিষ্ট ও এরূপে নির্মিত ও যাহাতে এরূপ

পরিমাণে স্ফোটনীয় দ্রব্য থাকে যে ঐ পলিতা জ্বলিলে পাশাপাশি ঐরূপ অন্য পলিতা জ্বলিত হয় না “নির্বিঘ্নকর পলিতা” শব্দে সেই পলিতা বুঝাইবে।

বন্দুকাদির যে টোটার কোষ ঐ বন্দুকাদি আওয়াজ করিবার পর উহা হইতে বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে ও যাহা এরূপে বদ্ধ যে এক টোটা হইতে অন্য টোটায় স্ফোটন সংক্রামিত হয় না, “নির্বিঘ্নকর টোটা” শব্দে তদ্রূপ টোটা বুঝাইবে। রাইফল কোষের মেসিনগনের টোটা উপরিলিখিত প্রকারের হইলে, তাহা রাইফলের সঙ্গে একই চেম্বরবিশিষ্ট মেসিনগনের সহিত ব্যবহারার্থই হউক বা বিশেষ চেম্বরবিশিষ্ট মেসিনগনের সহিত ব্যবহারার্থই হউক, “নির্বিঘ্নকর টোটা” বলিতে সেই টোটাও বুঝাইবে।

ছোট বন্দুক প্রভৃতির টোটা যে গেজ পর্য্যন্ত হইলে “নির্বিঘ্নকর” বলিয়া গ্রাহ্য করা যাইতে পারে তাহার সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ ১ ইঞ্চি। যে সকল মেসিনগনের টোটা “নির্বিঘ্নকর” বলিয়া গ্রাহ্য করা যাইতে পারে তাহার গেজ এই এই :—

.৩০৩ ইঞ্চি করডাইট।

মার্টিনি হেনরি রাইফল, সলিড কেস।

.৪৫ ইঞ্চি গার্ডনর, গার্টালিং ও নর্ডেন ফেল্ড (মার্টিনি হেনরি চেম্বরবিশিষ্ট বন্দুক ছাড়া)।

.৪ ইঞ্চি।

ইহার অপেক্ষা বেশী গেজের টোটা “নির্বিঘ্নকর” টোটা নয়।

যুদ্ধোপকরণ নামক শ্রেণীতে তিনটি বিভাগ আছে।

১ম বিভাগের মধ্যে কেবল নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ধরা যায় যথা,—

নির্বিঘ্নকর টোটা।

রেলওয়ের কোয়ামার সিগনাল।
রঞ্জকের টুপা।

পাছাড়াই ভাঙ্গিবার নির্বিঘ্নকর পলিতা।

বোমের নিমিত্ত পলিতা ও বন্দুকের নিমিত্ত টিউব ফ্রিকশন। কিন্তু একটি মোড়কের মধ্যে ৫টি পলিতা বা ২৫টি টিউবের বেশী না থাকে এবং মোড়কটি বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে এমন ভাবে বদ্ধ ধাতু নির্মিত চোঙ্গ হওয়া চাই।

পূর্বেক্ত অর্থকরণমত যে যুদ্ধোপকরণের আপনি জ্বলিবার উপায় নাই ও যাহা ১ম বিভাগের অন্তর্গত নহে, ২য় বিভাগের মধ্যে তাহাই ধরা যায়, অর্থাৎ যাহার আপনি জ্বলিবার উপায় নাই এরূপ নম্নলিখিত দ্রব্য, যথা—

নির্কিব্বকর টোটা না হয় বন্দুকাদির এরূপ টোটা,

কামানের, কাঁপা গোলার, স্ফুটন করিবার, পাহাড়াদি ভাঙিবার ও তদ্রূপ অন্যান্য কার্যের টোটা ও ছুড়িবার দ্রব্য,

যাহাতে কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য থাকে, এরূপ কাঁপা গোলা ও টরপিডো,
নির্কিব্বকর পলিতা নহে, এরূপ পাহাড়াদি ভাঙিবার পলিতা,
কাঁপা গোলার পলিতা,
স্ফোটনীয় দ্রব্য অগ্নি দিবার নল,
যুদ্ধের হায়ুই,

পূর্বেক্ত অর্থকরণমত যে যুদ্ধোপকরণের আপনি জ্বলিত হইবার উপায় আছে ও যাহা ১ম বিভাগের অন্তর্গত নহে, ৩য় বিভাগে তাহাই ধরা যাইবে, অর্থাৎ যাহা আপনি জ্বলিবার উপায় আছে এক্ষকারের নিম্নলিখিত দ্রব্য যথা,—

ডিটোনেটর।

নির্কিব্বকর টোটা নহে এরূপ বন্দুকাদির টোটা।

নির্কিব্বকর পলিতা নহে, পাহাড়াদি ভাঙিবার এরূপ পলিতা।

কাঁপা গোলার পলিতা।

স্ফোটনীয় দ্রব্যে অগ্নি দিবার নল।

যে টোটা প্রভৃতির সংযোগ বা অংশ স্বরূপ এরূপ বন্দোবস্ত থাকে যাহা ঘর্ষণ বা আঘাত দ্বারা তাহাতে স্ফোটন ঘটাইবার বা অগ্নি লাগাইবার উপযোগী, আপনি জ্বলিত হইবার উপায় শিষ্ট যুদ্ধোপকরণ শব্দে তদ্রূপ যুদ্ধোপকরণ বুঝাইবে।

৭ম শ্রেণী।—আতসবাজি নামক শ্রেণী।

আতসবাজি শ্রেণীর দুইটা বিভাগ আছে।

১ম বিভাগে আতসবাজি প্রস্তুত করিবার উপকরণাদিকে ধরিতে হইবে অর্থাৎ রাসায়নিক সংযোগ কিম্বা সামান্যরূপ মিশ্রণ দ্বারা প্রস্তুত স্ফোটনীয় বা আতসবাজি নামক ভাবে যে দ্রব্য আতসবাজি প্রস্তুত করণার্থ ব্যবহৃত হয় ও পূর্বেক্ত কয়েক শ্রেণীর স্ফোটনীয় দ্রব্যের অন্তর্গত না হয় তাহা এবং পশ্চাল্লিখিত নিয়মবিধির অধীনে ভারার ও রঞ্জিল আলোর উপকরণ।

তৈয়ারি করা আতসবাজি ২য় বিভাগের অন্তর্গত অর্থাৎ উপরি লিখিত কোন শ্রেণীর স্ফোটনীয় দ্রব্য এবং আতসবাজির মিশ্রিত উপকরণ যখন কোন কেসে পুরিয়া কি অন্য কোন প্রকার কোশলে যুক্তিয়া কি অন্য কোন রকমে পটকা, দমা, টয়ক্যাপ বা আমসি, সাপ বাজি, (যুদ্ধের হায়ুই, ভিন্ন) হায়ুই, মারুণ বাজি, লাঙ্গবাজি, চরকি বাজি, চাইনিজ ফায়ার বাজি রোমান কাণ্ডল বাজি কিম্বা অন্যান্য প্রকার আতসবাজি বা আতসবাজির সিগনাল বা শব্দের সিগনাল হইবার পক্ষে বিশিষ্ট উপযোগী কোন দ্রব্য প্রস্তুত করা হয় তখন ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্য ও মিশ্রিত উপকরণ।

কিন্তু শক্ত করিয়া নির্মিত ও বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে এরূপে বন্ধ যে ধাতুর আবরণের মধ্যে অনধিক এক পোঁও রঞ্জিল আলোর এরূপ উপকরণ থাকে যাহা আপনা আপনি জ্বলিয়া উঠিতে না পারে তাহাকে “তৈয়ারি করা আতসবাজি” বণিয়া বিবেচনা করা যাইবে।

প্রস্তুত করণ, নিকটে রাখন ও বিক্রয় করণ বিষয়ক
(ক) সাধারণ বিধি।

২। এই বিধিতে প্রদত্ত স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার লাইসেন্সের নিয়মাধীনে ও তদনুসারে না হইলে কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা যাইবে না :—

কিন্তু,—

(ক) কার্যে লাগাইবার অথবা বিক্রয়ের জন্য না হইয়া কেবল কিম্বা পরীক্ষা কার্যের নিমিত্ত অল্প পরিমাণে কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা গেলে তৎপ্রতি কিম্বা

(খ) এই বিধিতে ব্যক্তি বিণেষের ব্যবহারের জন্য নিকটে রাখিবার নিমিত্ত যে পরিমাণের অনুমতি দেওয়া গেল বিক্রয়ের জন্য না হইয়া ব্যক্তিবিশেষের ব্যবহারার্থে নির্বিঘ্নকর টোটা সেই পরিমাণে ভরা গেলে তৎপ্রতি,

— এই ধারা খাটিবে না।

৩। যে কোন ব্যক্তি ২ বিধি লঙ্ঘন করিয়া স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবে তাহার ৩০০০) টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

৪। এই বিধিতে প্রদত্ত স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিবার লাইসেন্সের নিয়মাধীনে ও তদনুসারে না হইলে স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখা যাইবে না।

কিন্তু এই বিধি নিম্নলিখিত স্থলে খাটিবে না,—

(১) কোন ব্যক্তি বিক্রয়ের জন্য না হইয়া আপন ব্যবহারের নিমিত্ত —

(ক) একই বাটীতে ৩০ পৌণ্ডের অনধিক পরিমাণ বারুদ কিম্বা উক্ত পরিমাণ বারুদের পরিবর্তে ১৫ পৌণ্ড পরিমিত অন্য কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য কিম্বা তদপেক্ষা কম পরিমাণ যে বারুদ তদভিত্তিতে নিকটে রাখা না যায় তাহার পরিবর্তে অন্য কোন স্ফোটনীয় দ্রব্যের ঐ পরিমাণের অর্ধেক কিম্বা

(খ) ১৫০ পৌণ্ড পরিমাণের অনধিক যে বারুদ নির্বিঘ্নকর টোটার মধ্যে থাকে তাহা কিম্বা তৎপরিবর্তে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ১ম বিভাগের যুদ্ধোপকরণের মধ্যে যে স্ফোটনীয় দ্রব্য থাকে তাহার ১৫০ পৌণ্ড কিম্বা তদপেক্ষা কম পরিমাণে যে বারুদ তদভিত্তিতে নিকটে রাখা না যায় তাহার পরিবর্তে অন্য যে স্ফোটনীয় দ্রব্য তদ্রূপ মধ্যে থাকে তাহার ঐ পরিমাণ নিকটে রাখিলে তৎপ্রতি এই বিধি খাটিবে না।

ব্যতিক্রম স্থল।—এই ধারার নিয়মবিধির উপরিলিখিত অংশের কোন কথা ক্রমে কোন ব্যক্তি আপন ব্যবহারার্থে নিম্নলিখিত কোন দ্রব্য নিকটে রাখিবার অনুমতি পাইলেম বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে না।—

(ক) ৪ক ধারার নিয়মের অধীনে না হইলে ৩য় (বাইটো কম্পোণ্ড) শ্রেণীর ১ম বিভাগের অন্তর্গত কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য, কিম্বা ৫ম (ফুলমিনেট) শ্রেণীর কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য কিম্বা,

(খ) স্ফোটনীয় দ্রব্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় (১৮৮৪ সালের ৪ আইনের) ৩ ধারামত বিজ্ঞাপনক্রমে যে স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিতে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করা গিয়াছে তাহা, কিম্বা

(গ) উক্ত ধারামত বিজ্ঞাপনক্রমে যে স্থলে কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য নিয়মাধীনে নিকটে রাখিতে নিষেধ করা গিয়াছে সেই স্থলে উক্ত সকল নিয়মাধীনে না হইলে ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্য।

২। বিক্রয়ের জন্য না হইয়া অবিলম্বে ব্যবহার করিবার নিমিত্তে আনীত ও অভিপ্রেত আতসবাজি পরিমাণে যতই হউক নিকটে রাখা গেলে এবং সর্বসাধারণের নির্বিঘ্নতার জন্য যথারীতি সাবধানতা সহকারে কোন নির্বিঘ্ন ও উপযুক্ত স্থানে ১৪ দিনের অনধিক কাল উহা রক্ষিত হইলে তৎপ্রতি এই বিধি খাটিবে না।

৩। স্ফোটনীয় দ্রব্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় (১৮৮৪ সালের ৪ আইন) যতে প্রণীত কোন স্ফোটনীয় দ্রব্যের চালান বিষয়ক বিধির বিধান অনুসারে উহা রক্ষা বা চালান করা গেলে চালান করিবার জন্য কোন বাহক বা অন্য ব্যক্তি উক্ত দ্রব্য নিকটে রাখিলে তৎপ্রতি এই বিধি খাটিবে না।

৪। সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক উপস্থিত সময়ের প্রচলিত আইন সমূহের বিধানানুসারে কিম্বা ঐ সকল আইনমত কোন আদেশ বা নিয়মানুসারে কোন জাহাজে বারুদ, হাঙ্গুই কিম্বা অন্য স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখা গেলে, তৎপ্রতি এই বিধি খাটিবে না।

৪ ক। নিম্নলিখিত নিয়মগুলির কোন একটির অধীনে না হইলে ৩য় (নাইটো কম্পোণ্ড) শ্রেণীর ১ম বিভাগের অন্তর্গত কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিতে পারা যাইবে না :—

(ক) D কিম্বা E ফারমে প্রদত্ত লাইসেন্সের অধীনে না হইলে।

(খ) D কিম্বা E ফারমে প্রদত্ত লাইসেন্সধারী কোন ব্যক্তিকর্তৃক তাঁহার অধীনে কর্মকারী কোন ব্যক্তিকে প্রদত্ত ছাড়পত্রের অধীনে না হইলে। ঐ ছাড়পত্রে ৫ পৌণ্ডের অনধিক পরিমাণ ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখিবার অনুমতি থাকিবে এবং উহা ২৪ ঘণ্টার অধিক বলবৎ থাকিবে না। প্রত্যেক ছাড়পত্রে অধীনস্থ কর্মকারী যে ব্যক্তিকে দেওয়া হইল তাঁহার নাম, যে পরিমাণ রাখিবার অনুমতি দেওয়া গেল তাহা এবং যে তারিখের যে ঘণ্টায় দেওয়া গেল তাহা লিখিত থাকিবে।

(গ) E ফারমে প্রদত্ত লাইসেন্সধারী কোন ব্যক্তি D ফারমে প্রদত্ত লাইসেন্সধারী কোন ব্যক্তির অধীনে কর্মকারী কোন ব্যক্তিকে মোহামুক্তি বন্ধ বাস্তব করিয়া ৬০ পৌণ্ডের অনধিক ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্য ঐ লাইসেন্সধারীর নিকটে লইয়া যাইবার জন্য কিম্বা E ফারমে প্রদত্ত লাইসেন্সধারী কোন ব্যক্তির অধীনে কর্মকারী কোন ব্যক্তিকে ঐরূপ বাস্তব করিয়া ঐ লাইসেন্সধারীর নিকটে ১০০ পৌণ্ডের অনধিক ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্য লইয়া যাইবার জন্য যে ছাড়পত্র দেন তদনুসারে না হইলে। ঐ ছাড়পত্র ২৪ ঘণ্টার অধিক বলবৎ থাকিবে না।

এই ধারার প্রয়োজনার্থ “লাইসেন্সধারী” শব্দে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকেও বুঝাইবে :—

(১) কোন কোম্পানিকে প্রদত্ত লাইসেন্সের স্থলে ঐ কোম্পানির স্থানীয় এজেন্ট কিম্বা কার্যাব্যক্তকে কিম্বা ঐ কোম্পানির

অধীনে কর্মকারী যে ব্যক্তিকে ঐ স্থানীয় এজেন্ট বা কার্য্যাধ্যক্ষ এই ধারামত আপন ক্ষমতা পরিচালনার্থ লিখিত অনুমতি দেন তাঁহাকে । ঐ অনুমতিপত্রে জিলার মাজিস্ট্রেট বা মহকুমার কর্তৃপক্ষ ক্রোড় স্বাক্ষর করিবেন ।

(২) কোন ব্যক্তি বিশেষকে প্রদত্ত লাইসেন্সের স্থলে ঐ ব্যক্তির অধীনে কর্মকারী যে ব্যক্তি এই ধারামত তাঁহার ক্ষমতা পরিচালনার্থ উপরোক্ত নিয়মাধীনে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন তাঁহাকে ।

৫। কোন ব্যক্তি ৪ কিম্বা ৪ক বিধি লঙ্ঘন করিয়া কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিলে তাহার এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে ।

৬। এই বিধিমতে প্রদত্ত স্ফোটনীয় দ্রব্য বিক্রয় করিবার লাইসেন্সের নিয়মাধীনের ও তদনুসারে মা হইলে কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য বিক্রয় করা যাইবে না ।

কিন্তু যে ব্যক্তি আপন ব্যবহারার্থে আইনমতে কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিতে পারে উহা তৎকর্তৃক যে ব্যক্তির উহা নিকটে রাখিবার পক্ষে আইনে নিষেধ নাই তাঁহাকে বিক্রয় করণের প্রতি এই বিধি খাটিবে না ।

৭। কোন ব্যক্তি ৬ বিধি লঙ্ঘন করিয়া স্ফোটনীয় দ্রব্য বিক্রয় করিলে তাহার পাঁচশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে ।

(খ) বারুদ এবং কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার, নিকটে রাখিবার ও বিক্রয় করিবার লাইসেন্স দিবার বিধি ।

৮। ১ম (বারুদ) শ্রেণীর কিম্বা ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ১ম বিভাগের কিম্বা ৭ম (আতসবাজি) শ্রেণীর কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার, নিকটে রাখিবার ও বিক্রয় করিবার কিম্বা নিকটে রাখিবার ও বিক্রয় করিবার কিম্বা নিকটে রাখিবার লাইসেন্স প্রবল থাকিবার সময়ে লাইসেন্সদাতা কর্তৃপক্ষ মোট যে পরিমাণের ও যে যে স্থানের অনুমোদন করেন সেই পরিমাণে তত্তৎস্থানে উক্ত দ্রব্য প্রস্তুতাদি করিবার লাইসেন্স কোন প্রেসিডেন্সী নগর ও উহার শাখানগরে হইলে পোলিসের কমিশনের সাহেব এবং অন্যত্র জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত হইতে পারিবে ।

কিন্তু কোন লাইসেন্সধারী যে স্থানের প্রতি লাইসেন্স খাতে সেই স্থানে একই সময়ে ২০০ পোর্ণ্ডের অধিক বারুদ, ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ১ম বিভাগের যুদ্ধোপকরণ অন্তর্গত ৫০০ পোর্ণ্ডের অধিক কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য ও ২০০ পোর্ণ্ডের অধিক আতসবাজি অথবা ঐ সকল স্ফোটনীয় দ্রব্যের মধ্যে কোনটির যত কম পরিমাণ লাইসেন্সদাতা কর্তৃপক্ষ এতদর্থে আদেশ করেন তাহার অধিক রাখিতে পারিবেন ঐরূপ লাইসেন্সের কোন কথায় এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে না ।

৯। ঠিক পূর্ব বিধিমতে প্রদত্ত প্রত্যেক লাইসেন্সের জন্য নিম্নলিখিত ফী দিতে হইবে ।—

(১) ঠিক পূর্ববর্তী বিধিতে স্ফোটনীয় দ্রব্যের যে অভ্যুচ্চ পরিমাণের উল্লেখ হইয়াছে সেই পরিমাণে কিম্বা তদপেক্ষা ন্যূন পরিমাণে ঐ দ্রব্য প্রস্তুত করিবার, নিকটে রাখিবার ও বিক্রয় করিবার প্রত্যেক লাইসেন্সের জন্য ২০, টাকা ফী ।

(২) ঠিক পূর্ববর্তী বিধিতে স্ফোটনীয় দ্রব্যের যে পরিমাণের উল্লেখ হইয়াছে তাহার অর্ধেক পরিমাণে কিম্বা তদপেক্ষা ন্যূন পরিমাণে ঐ দ্রব্য প্রস্তুত করিবার, নিকটে রাখিবার ও বিক্রয় করিবার প্রত্যেক লাইসেন্সের জন্য ১০, টাকা ফী ।

(৩) ঠিক পূর্ববর্তী বিধিতে স্ফোটনীয় দ্রব্যের যে পরিমাণের উল্লেখ হইয়াছে তাহার সিকি পরিমাণে কিম্বা তদপেক্ষা ন্যূন পরিমাণে ঐ দ্রব্য প্রস্তুত করিবার, নিকটে রাখিবার ও বিক্রয় করিবার প্রত্যেক লাইসেন্সের জন্য ৫, টাকা ফী ।

(৪) ঠিক পূর্ববর্তী বিধিতে স্ফোটনীয় দ্রব্যের যে অভ্যুচ্চ পরিমাণের উল্লেখ হইয়াছে সেই পরিমাণে কিম্বা তদপেক্ষা ন্যূন পরিমাণে ঐ দ্রব্য নিকটে রাখিবার ও বিক্রয় করিবার জন্য ১০, টাকা ফী ।

(৫) ঠিক পূর্ববর্তী বিধিতে স্ফোটনীয় দ্রব্যের যে পরিমাণের উল্লেখ হইয়াছে তাহার অর্ধেক পরিমাণে কিম্বা তদপেক্ষা ন্যূন পরিমাণে ঐ দ্রব্য নিকটে রাখিবার ও বিক্রয় করিবার জন্য ৫ টাকা ফী।

(৬) ঠিক পূর্ববর্তী বিধিতে স্ফোটনীয় দ্রব্যের যে পরিমাণের উল্লেখ হইয়াছে তাহার সিকি পরিমাণে কিম্বা তদপেক্ষা ন্যূন পরিমাণে ঐ দ্রব্য নিকটে রাখিবার ও বিক্রয় করিবার জন্য ২।০ টাকা ফী, এবং

(৭) স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিবার প্রত্যেক লাইসেন্সের জন্য ১।০ আনা ফী।

১০। ৮ বিধিতে প্রদত্ত প্রত্যেক লাইসেন্স প্রত্যেক সংযুক্ত তফসীলের A বা B, কিম্বা কল-বিশেষে C চিহ্নিত ফারমে প্রদত্ত হইবে এবং ঐ ফারমের নির্দিষ্ট নিয়মসমূহের অধীন হইবে।

১১। যে সকল নিয়মের অধানে ৮ বিধিতে লাইসেন্স প্রদত্ত হয় যে কোন ব্যক্তি তাহার কোন নিয়ম ভঙ্গ করেন, তাহার পাঁচশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

(গ) অন্যান্য স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার লাইসেন্স দিবার বিধি।

১২। ৮ বিধির উল্লিখিত স্ফোটনীয় দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার লাইসেন্স মন্ত্রিসভাধিকৃতিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব প্রত্যেক স্থলে যত কী, যে ফারম, যে মিস্তাদ এবং যে যে নিয়ম নির্দেশ করেন সেই ফী দিলে সেই ফারমে সেই মিস্তাদের জন্য এবং সেই সেই নিয়মাধানে মন্ত্রিসভাধিকৃতিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত হইবে।

কিন্তু মন্ত্রিসভাধিকৃতিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব ঐরূপ কোন লাইসেন্সের বেলা, স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার লাইসেন্স যে প্রকার ও যে পরিমাণ স্ফোটনীয় দ্রব্য সম্পর্কীয় হয় সেই প্রকার ও সেই পরিমাণ স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিবার লাইসেন্সের জন্য পরে যে সকল নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল নিয়ম নির্দেশ করিবেন।

১৩। যে সকল নিয়মের অধানে ১২ বিধিতে লাইসেন্স প্রদত্ত হয় কোন ব্যক্তি তাহার কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহার ৩০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

(ঘ) অন্যান্য স্ফোটনীয় দ্রব্য অল্প পরিমাণে নিকটে রাখিবার লাইসেন্স দিবার বিধি।

১৪। লাইসেন্সদাতা কর্মচারী যে যে স্থানের অনুমোদন করেন ৮ বিধির উল্লিখিত স্ফোটনীয় দ্রব্য ছাড়া অন্য স্ফোটনীয় দ্রব্য সেই সেই স্থানে নিকটে রাখিবার লাইসেন্স উক্ত স্ফোটনীয় দ্রব্য যদি ৫ম (ফুলমিনেট) শ্রেণীর না হয় ও একই সময়ে যে পরিমাণ উক্ত দ্রব্য নিকটে রাখা থাকিবে তাহা ৬০ পৌণ্ডের অধিক না হয় তাহা হইলে কোন প্রেসিডেন্সী নগরে ও উহার শাখা নগরে পোলীসের কমিশনার সাহেব কর্তৃক এবং অন্যত্র জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত হইবে।

১৫। ১৪ বিধিতে প্রদত্ত প্রত্যেক লাইসেন্স প্রত্যেক সংযুক্ত তফসীলের D চিহ্নিত ফারমে প্রদত্ত হইবে, এবং ঐ ফারমের নির্দিষ্ট নিয়মসমূহের অধীন হইবে। ঐরূপ প্রত্যেক লাইসেন্সের জন্য ৫ টাকা ফী দিতে হইবে।

১৬। যে সকল নিয়মের অধানে ১৪ বিধিতে লাইসেন্স প্রদত্ত হয় কোন ব্যক্তি তাহার কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহার ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

(ঙ) সাধারণতঃ স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিবার লাইসেন্স দিবার বিধি।

১৭। ৮ ও ১৪ বিধিতে যে লাইসেন্স দেওয়া যায় স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিবার জন্য তদ্বিধি অন্য লাইসেন্স যদি উক্ত স্ফোটনীয় দ্রব্য ৫ম (ফুলমিনেট) শ্রেণীর না হয়, তাহা হইলে স্থানীয় গবর্নমেন্ট কর্তৃক নিম্নলিখিত কার্যপ্রণালী অনুসারে প্রদত্ত হইতে পারিবে :—

(১) দরখাস্তকারী জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট, কিম্বা প্রেসিডেন্সী নগর ও উহার শাখা নগরে হইলে পোলীসের কমিশনার সাহেবের নিকট একখানি লিখিত দরখাস্ত অর্পণ করিবেন। যে স্থানে স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখিবার প্রস্তাব করা হয় (ঐ স্থান পরে ইহাতে বাকনখানা বলিয়া উল্লিখিত হইল) তাহার ও তাহা যেখানে থাকে তাহার একখানি নক্সা (যে কোন ইঞ্চেল অনুসারে প্রস্তুত) ঐ দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

(২) দরখাস্তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যেগুলি খাটে তাহার বিশেষ বিবরণ থাকিবে, অর্থাৎ—

(ক) যে জমির উপর বারুদখানা থাকে তাহার চৌহদ্দী এবং ঐ স্থান বেটন করিয়া যে পরিমাণ জমী ফাঁকা রাখিতে হইবে ও যে ইমারতাদি হইতে পৃথক করিয়া উহা ফাঁকা রাখিতে হইবে তাহা কিম্বা বারুদখানা বা উহার কোন অংশের এবং অন্যান্য ইমারতাদির মধ্যে যে দূরত্ব রাখিতে হইবে তাহা।

[যদি মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কর্তৃক কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মঞ্জুরি লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক এতদর্থে সর্বাপেক্ষা কম দূরত্বের একটি টেবিল নির্দিষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলে দূরত্ব সম্বন্ধীয় গবর্ণমেন্টের তালিকায় ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্যের জন্য (যে পরিমাণ অভিপ্রেত সেই পরিমাণ গুদামজাত করা হইলে) যে দূরত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে বারুদখানা ও নানা শ্রেণীর ইমারতাদির মধ্যে দূরত্ব তদপেক্ষা কম করিয়া রাখিতে হইবে না।]

(খ) বারুদখানার বা তৎসংক্রান্ত সকল মাটির ঢিবী ও ইমারতাদির অবস্থান, প্রকৃতি ও নির্মাণ প্রণালী এবং উহাদের এক হইতে অন্যের দূরত্ব ।

(গ) যে পরিমাণ স্ফোটনীয় দ্রব্য এবং সম্পূর্ণরূপেই হউক বা আংশিক রূপেই হউক উহার মিশ্রিত উপকরণগুলির যে পরিমাণ একই সময়ে বারুদখানার সীমার মধ্যে লইয়া যাইবার অমুমতি দিতে হইবে. এবং

(ঘ) কোন ইমারতাদি যে স্থানে আছে বা যেখানে অবস্থিত বা যেখানে নির্মিত তৎসংক্রান্ত বিশেষ কোন অবস্থা হেতুক অথবা কোন কার্যপ্রণালীর ভাব বশতঃ বা অন্য কোন কারণে দরখাস্তকারী যে বিশেষ কোন নিয়মের প্রস্তাব করেন তাহা ।

(৩) উক্ত দরখাস্ত পাওয়া গেলে,

(ক) জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব অথবা স্থল বিশেষে পোলিসের কমিশনার সাহেব ঐ দরখাস্তের নোটিস প্রকাশ করাইয়া একটি দিন ধার্য্য করিয়া দিবেন । প্রস্তাবিত স্থানে বারুদখানা স্থাপন সম্বন্ধে যে ব্যক্তিদেব আপত্তি থাকে তাহার শুনানীর দিনের অনূ্যন পূর্ব সাত দিন পূর্বে উক্ত জিলার মাজিস্ট্রেট বা পোলিসের কমিশনার সাহেবের এবং দরখাস্তকারির নিকট তাহাদের উপস্থিত হইয়া আপত্তি করিবার অভিপ্রায় আছে ইহার নোটিস এবং তাহাদের নাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়ের কথা এবং তাহাদের আপত্তির হেতুর সংক্ষিপ্ত বিবরণপত্র পাঠাইয়া দিলে ঐ দিনে তাহাদের আপত্তি শুনা যাইবে ।

(খ) যে স্থলে প্রস্তাবিত বারুদখানা কোন মিউনিসিপালিটী বা কোন বন্দরের কর্তৃপক্ষের এলাকার সীমার মধ্যে কিম্বা উহার এক মাইলের মধ্যে থাকে, সে স্থলে দরখাস্তকারী দরখাস্তের এবং জিলার মাজিস্ট্রেট বা পোলিসের কমিশনার সাহেব কর্তৃক যে দিন শুনানি হইবে তাহার নোটিস ঐ কর্তৃপক্ষের উপর জারী করাইবেন ।

(গ) জিলার মাজিস্ট্রেট বা পোলিসের কমিশনার সাহেব শুনানির দিনের অনূ্যন এক মাস পূর্বে দরখাস্তকারির ব্যয়ে ঐ ২ নোটিস প্রকাশ ও জারী করাইবেন ।

(ঘ) জিলার মাজিস্ট্রেট বা পোলিসের কমিশনার সাহেব তাহার নিকট দরখাস্ত করা যাইবার পর যত শীঘ্র সম্ভব হয়, শুনানীর দিন ধার্য্য করিবেন এবং ঐরূপে যে সময় ধার্য্য হয় তাহা দরখাস্তকারী কর্তৃক নোটিসগুলি প্রকাশ ও জারী করণ হইতে উক্ত এক মাস অতীত হইবার পর যত শীঘ্র সম্ভব হয় হইবে ।

(ঙ) দরখাস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিয়া ও যেসকল তদন্ত করা আবশ্যিক বিবেচনা হয় তাহা করিবার পর, জিলার মাজিস্ট্রেট বা পোলিসের কমিশনার সাহেব প্রস্তাবিত স্থানে ঐরূপ নূতন বারুদখানা স্থাপন সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপ অমত করিতে পারিবেন অথবা তাহা করিতে বিনা সর্ভে কিম্বা অতিরিক্ত নিয়ম বা সতর্কতাসূচক সর্ভ করিয়া সম্মতি দিতে পারিবেন ।

(চ) তদন্ত শেষ হইলে, জিলার মাজিস্ট্রেট বা পোলিসের কমিশনার সাহেব তাহার অমুরোধ সহিত ঐ দরখাস্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্টে প্রেরণ করিবেন । স্থানীয় গবর্ণমেন্ট তাহার পর, জিলার মাজিস্ট্রেট বা পোলিসের কমিশনার সাহেবের অমুরোধানুযায়ী কিম্বা যেসকল উপযুক্ত বিবেচিত হয় তদ্রূপ অতিরিক্ত নিয়ম ও সতর্কতার সর্ভ যোগ করিয়া দিয়া হয় প্রার্থিত লাইসেন্স দিতে পারিবেন. নয় ঐ রূপ লাইসেন্স দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন ।

কিন্তু যদি প্রস্তাবিত বারুদখানা কোন বসতবাটী, বড় রাস্তা, ক্রীট, সাধারণের গমনাগমনের দুই মুখ খোলা পথ বা সাধারণ স্থান হইতে ২০০ গজের কম দূর হয় কিম্বা যদি স্থানীয় গবর্ণমেন্ট অন্য কোন কারণে পরামর্শসিদ্ধ বিবেচনা করেন তাহা হইলে লাইসেন্স দিবার পূর্বে স্ফোটনীয় দ্রব্যের কোন ইনস্পেক্টরের দ্বারা ঐ স্থান পরিদর্শন করাইবার পর তাঁহার মত গ্রহণ করিবেন।

যে পরিমাণ দূরত্ব রক্ষা করিতে হইবে যদি তাহার একটি টেবিল নির্দিষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐ স্থলের নিমিত্ত সর্বাপেক্ষা যে কম দূরত্ব ঐরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে তৎসম্বন্ধীয় বিধান লঙ্ঘন করা না হয় ইহা দেখিলেই যথেষ্ট হইবে।

কিন্তু দূরত্বের টেবিল প্রচারিত হইবার পূর্বে দেওয়া হইয়াছে এমন কোন লাইসেন্স নূতন করিয়া লইবার জন্য দরখাস্ত হইলে যদি স্ফোটনীয় দ্রব্যের ইনস্পেক্টর এরূপ পরামর্শ দেন যে দূরত্বের টেবিল মান্য না করিয়াও বিনা বিপদে লাইসেন্স নূতন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে তাহা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ঐ টেবিল মান্য করিতে হইবে এরূপ আদেশ না দিয়াও লাইসেন্স নূতন করিয়া দিতে পারিবেন।

(ছ) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট লাইসেন্স দিলে উহা জিয়ার মাজিস্ট্রেট বা পোলীসের কমিশনার সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। ঐ বারুদখানার ব্যবহার হইতে পারিবার নিমিত্ত লাইসেন্স অস্থায়িক উহার নির্মাণ কার্য যথেষ্টরূপ হইয়াছে তাঁহারা ইহা স্বহোদধমতে জানিলে ঐ লাইসেন্স দৃঢ় করিবেন। কিন্তু যাবৎ ঐরূপে দৃঢ়ীকৃত না হয় তাবৎ ঐ লাইসেন্স বলবৎ হইবে না।

১৮। ১৭ বিধিতে প্রদত্ত প্রত্যেক লাইসেন্সের জন্য ২০ টাকা ফী দিতে হইবে।

১৯। ১৭ বিধিতে প্রদত্ত প্রত্যেক লাইসেন্স এতৎ সংযুক্ত তফসীলের E চিহ্নিত কারমে প্রদত্ত হইবে এবং ঐ কারমের নির্দিষ্ট নিয়ম সমূহের অধীন হইবে।

১৯ ক। অণ্ডে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের মঞ্জুরি লইয়া এবং যে কোন নিয়ম বা নিষেধ করা আবশ্যিক বিবেচিত হয় তদধীনে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ১৭ বিধি অনুসারে কোন ভাসমান বারুদখানায় স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিবার অনুমতি দিতে পারিবেন ও ঐরূপ সকল বিশেষ স্থলে ১৭ বিধির নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালীর ও লাইসেন্সের E চিহ্নিত কারমের আবশ্যিকমত পরিবর্তন করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

২০। যে সকল নিয়মের অধীনে ১৭ বিধিতে লাইসেন্স প্রদত্ত হয় কোন ব্যক্তি তাহার কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহার ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

২১। মন্ত্রিসভাভিত্তিক ক্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব প্রত্যেক স্থলে যে ফী, যে কারম ও যে নিয়ম নির্দেশ করেন সেই ফী দিলে সেই কারমে সেই নিয়মধীনে তৎকর্তৃক ৫ম (ফুলমিনেট) শ্রেণীর স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিবার লাইসেন্স প্রদত্ত হইবে।

২২। যে সকল নিয়মের অধীনে ২১ বিধিযুক্ত লাইসেন্স প্রদত্ত হয়, কোন ব্যক্তি তাহার কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহার ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

(৬) অন্যান্য স্ফোটনীয় দ্রব্য বিক্রয় করিবার লাইসেন্স দিবার বিধি।

২৩। ৮ বিধির উল্লিখিত স্ফোটনীয় দ্রব্য ছাড়া অন্য স্ফোটনীয় দ্রব্য বিক্রয় করিবার লাইসেন্স প্রেসিডেন্সী নগর ও উহার শাখানগরে পোলীসের কমিশনার সাহেব কর্তৃক, এবং অন্যত্র জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কর্তৃক উক্ত দ্রব্য নিকটে রাখিবার লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রদত্ত হইতে পারিবে।

২৪। ২৩ বিধিযুক্ত প্রদত্ত প্রত্যেক লাইসেন্সের জন্য ৫ টাকা কী দিতে হইবে।

২৫। ২৩ বিধিযুক্ত প্রদত্ত প্রত্যেক লাইসেন্স এতৎসংযুক্ত তফসীলের F চিত্রিত কারমে প্রদত্ত হইবে এবং ঐ কারমের নির্দিষ্ট নিয়মসমূহের অধীন হইবে।

২৬। যে সকল নিয়মের অধীনে ২৩ বিধিযুক্ত লাইসেন্স প্রদত্ত হয় কোন ব্যক্তি তাহার কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে, তাহার ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

(৭) অতিরিক্ত বিধি।

২৭। এই বিধিতে নিম্নে যে কর্মচারীদের উল্লেখ করা হইল তাহারা যথাক্রমে পশ্চাৎলিখিত স্থানের মধ্যে নিম্নোক্ত কর্ম সকল করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।—

(ক) স্ফোটনীয় দ্রব্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৪ সালের ৪ আইনক্রমে প্রদত্ত কোন লাইসেন্স অনুসারে যে কোন স্থান, গাড়ী বা জলযানে কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা, নিকটে রাখা, ব্যবহার করা বিক্রয় করা, চালান করা বা আমদানী করা হইতেছে কিম্বা কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য ঐ আইন কিম্বা ঐ আইনমত বিধি লঙ্ঘন করিয়া প্রস্তুত করা, নিকটে রাখা, ব্যবহার করা, বিক্রয় করা, চালান করা বা আমদানী করা হইয়াছে বা হইতেছে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস করিবার কারণ আছে সেই স্থান, গাড়ী বা জলযানে প্রবেশ করিবার ও তাহা দেখিবার ও পরীক্ষা করিবার।

(খ) তাহার মধ্যে স্ফোটনীয় দ্রব্যের জন্য তাল্লাস করিবার।

(গ) তাহার মধ্যে প্রাপ্ত কোন স্ফোটনীয় দ্রব্যের নমুনার মূল্য দিয়া তাহা গ্রহণ করিবার, এবং

(ঘ) তথায় প্রাপ্ত যে কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য সম্বন্ধে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে উক্ত আইনের কিম্বা উক্ত আইনমত বিধির বিধান লঙ্ঘন করা হইয়াছে তাহা আপন বিবেচনানুসারে ধৃত করিবার, আটক করিবার, স্থানান্তরিত করিবার ও সর্বসাধারণের নিরাপত্তার নিমিত্ত আবশ্যিক হইলে, নষ্ট করিবার।

স্থান।	কর্মচারী।
বঙ্গদেশের সমস্ত অংশে ...	ইছাপুরের বারুদের কারখানার সুপারিন্টেন্ডেন্ট।
	ইছাপুরের বারুদের কারখানার আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট।
আপনং জেলার মধ্যে ...	সমস্ত জেলার মাজিস্ট্রেট।
আপনং এলাকার অন্তর্গত স্থানের মধ্যে।	জেলার মাজিস্ট্রেটের অধীন সমস্ত মাজিস্ট্রেট।
কলিকাতা নগরে ও সহর-তলীতে।	কলিকাতার পুলিশের কমিশনার এবং পুলিশের কমিশনার হইতে বিশেষমতে তদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে ইন্স্পেক্টরের পদের নিম্ন পদধারী না হন এমন সমস্ত পুলিশের কর্মচারী।

কিন্তু—

- (১) যখনই ইছাপুরের বারুদের কারখানার সুপারিন্টেন্ডেন্ট বা আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট কিম্বা জেলার মাজিস্ট্রেটের অধীন কোন মাজিস্ট্রেট ঐরূপ কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য ধ্বংস করেন, আটক করেন বা স্থানান্তরিত করেন তাঁহাকে তখনই ঐ বিষয় জেলার মাজিস্ট্রেটকে রিপোর্ট করিতে হইবে, এবং
- (২) উক্ত কারখানার সুপারিন্টেন্ডেন্ট বা আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট কিম্বা জেলার মাজিস্ট্রেটের অধীন কোন মাজিস্ট্রেট অথবা জেলার মাজিস্ট্রেটের মঞ্জুরি না লইয়া ঐরূপ কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য নষ্ট করিবেন না।

২৮। কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিবার লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি আপনার বারুদখানা বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রেমিসসম্বন্ধে উক্ত স্ফোটনীয় দ্রব্য দিয়া বিক্রয়ের নিমিত্ত বা অন্য কোন প্রয়োজনার্থে ছোট ছোট বন্দুক প্রভৃতির কোন টোটা পূরণ করেন বা গিয়া তাঁহাকে ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার লাইসেন্স হইতে হইবে না।

কিন্তু তাঁহার নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপ্তি পালন করিতে হইবে,
অর্থাৎ :—

- (১) যে ঘরে ঐরূপ পূরণ কার্য্য চলিতেছে সেই ঘরে পঁচ পোণ্ডের বেশী বারুদ কিম্বা অপর কোন স্ফোটনীয় দ্রব্যের যে পরিমাণ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদর্থে নির্দিষ্ট করেন সেই দ্রব্যের সেই পরিমাণের বেশী থাকিবে না। কিন্তু উহা লইয়া নির্দিষ্ট টোটা প্রস্তুত করা হইলে থাকিতে পারিবে।
- (২) ঐরূপ পূরণ কার্য্য চলিবার সময় টোটা প্রস্তুত করিবার সহিত যাহার সংশ্রব নাই ঐরূপ কোন কার্য্য ঐ ঘরে করা যাইবে না।
- (৩) ঐরূপ পূরণ কার্য্য চলিবার সময় ঐ ঘরে অগুন বা কোন প্রকার কৃত্রিম আগুন থাকিবে না। কিন্তু ঐরূপ গঠন, অবস্থান বা রকমের আগুন থাকিতে পারিবে যাহা হইতে অগুন লাগিবার বা স্ফোটন হইবার কোন আশঙ্কা নাই।
- (৪) যে ঘরে ঐ পূরণ কার্য্য চলে তাহা বারুদখানা হইতে পৃথক করা হইবে কি উহার খুব নিকট থাকিবে এবং বারুদখানা হইতে উহার যেরূপ দূর হইবার কথা লাইসেন্সদায়ী কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সে লিখিয়া দেন তত দূরে হইবে। এবং
- (৫) দখীলকার লাইসেন্সদায়ী কর্তৃপক্ষকে নুটিস দিবেন যে, এই বিধি অনুসারে টোটা যেরূপ পূরণ করিবার অনুমতি দেওয়া হইল তাঁহার তদ্রূপ পূরণ কার্য্য চালাইবার অভিপ্রায় আছে।

২৮ ক। কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিবার লাইসেন্স-প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি আপনার বারুদখানা বা লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রেমিস সম্বন্ধে টোটা পূরণ করিয়া, চার্জ প্রস্তুত করিয়া শুষ্ক করিয়া, ঝাড়িয়া, লাগাইয়া দিয়া বা অন্য রকমে কেবলমাত্র আপন সূড়ঙ্গে কিম্বা খনিতে কিম্বা আপনার চালান অথবা আপন কর্তৃত্বাধীন কোন খাদ বা ওয়ার্কে ব্যবহারার্থ উক্ত স্ফোটনীয় দ্রব্য উপযোগী করেন বা প্রস্তুত করেন বলিয়া তাঁহাকে ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার লাইসেন্স লইতে হইবে না।

কিন্তু তাঁহার নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি পালন করিতে হইবে,
অর্থাৎ :—

- (১) যে কারখানায় ঐরূপ উপযোগীকরণ বা প্রস্তুতকরণ কার্য্য চলি তথ্য ১০০ পৌণ্ডের বেশী বারুদ কিম্বা অপর কোন স্ফোটনীয় দ্রব্যের যে পরিমাণ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট তদর্থে নির্দিষ্ট করেন সেই দ্রব্যের সেই পরিমাণের বেশী থাকিবে না।
- (২) ঐরূপ উপযোগীকরণ বা প্রস্তুত করণ কার্য্য চলিবার সময় ঐ কার্য্যের সহিত যাহার সংশ্রব নাই ঐরূপ কোন কার্য্য উক্ত কারখানায় করা যাইবে না।
- (৩) উক্ত কারখানা বারুদখানা হইতে পৃথক রাখা হইবে কিন্তু উহার খুব নিকটে থাকিবে এবং বারুদখানা হইতে উহার যেরূপ দূর হইবার কথা লাইসেন্সদায়ী কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সে লিখিয়া দেন তত দূরে হইবে।
- (৪) এক প্রকার স্ফোটনীয় দ্রব্য পরিবর্তিত করিয়া অন্য প্রকার স্ফোটনীয় দ্রব্য করা হইবে না ও উহা নষ্ট বা বিশ্লিষ্ট করিয়া উহার উপাদান বাহির করা হইবে না। এবং
- (৫) দখীলকার লাইসেন্সদায়ী কর্তৃপক্ষকে নুটিস দিবেন যে, এই বিধি অনুসারে যেরূপ উপযোগীকরণ বা প্রস্তুত করণ কার্য্যের অনুমতি দেওয়া হইল তাঁহার তদ্রূপ কার্য্য চালাইবার অভিপ্রায় আছে।

ঘ। সাধারণ বিধি।

২৯। এই সকল বিধিতে প্রদত্ত প্রত্যেক লাইসেন্স যেই নিয়মাধীনে প্রদত্ত হয়, তাহার কোন নিয়ম লঙ্ঘন হইলে ঐ লাইসেন্স রহিত করা যাইতে পারিবে।

৩০। স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার, নিকটে রাখিবার বা বিক্রয় করিবার লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে কি তিনি দেউলিয়া হইলে কিম্বা মানসিক শ্রমে অপারগ কি অন্য রকমে অক্ষম হইয়া পড়িলে, উক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্ম্ম যে ব্যক্তি চালান তাঁহার ঐ লাইসেন্সদায়ী কর্তৃপক্ষের নিকট মূল লাইসেন্সের অবশিষ্ট কাল ঐ লাইসেন্সক্রমে কার্য্য করণার্থে আপন নামে নূতন লাইসেন্স পাইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিতে হইলে যুক্তিসিদ্ধ যে কাল আবশ্যিক সেই কালের জন্য কার্য্য চালাইবার নিমিত্ত স্ফোটনীয় দ্রব্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় (১৮৮৪ সালের ৪) আইনমতে কি ঐ আইনক্রমে প্রণীত বিধিমতে সম্পত্তি—দণ্ড বা অন্য কোন দণ্ড হইতে পারিবে না। এক টাকা দিলে ঐ নূতন লাইসেন্স দেওয়া যাইবে।

৩১। এই সকল বিধিতে যে কী আদায় করা যাইবে তাহা “ছাপা করা ইন্টাঙ্গ” যোগে লওয়া যাইবে। লাইসেন্স পাইবার কি লাইসেন্স নূতন করিয়া লইবার দরখাস্ত, তৎসম্বন্ধে অন্য রকমের বিধান না হইয়া থাকিলে সাদা কাগজে লেখা যাইবে। তদ্রূপ লাইসেন্স দিতে হইলে বা নূতন করিয়া দিতে হইলে যে কী লওয়া যাইতে পারে সেই কীর তুল্য মূল্যের “ছাপা করা ইন্টাঙ্গ” কাগজে লাইসেন্সগুলি লিখিতে হইবে।

৩২। ১২ বিধিমাতে স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার লাইসেন্স কিম্বা ২১ বিধিমাতে এম (ফুলমিনেট) শ্রেণীর কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিবার লাইসেন্স ছাড়া অন্য সকল লাইসেন্সের মিয়াদ যে বৎসরের জন্য এই লাইসেন্স দেওয়া যায় সেই বৎসরের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে ফুরাইবে। ১২ ও ২১ বিধিমাতে প্রদত্ত লাইসেন্স এই লাইসেন্সের লিখিত মিয়াদের জন্য প্রবল থাকিবে। কিন্তু কোন লাইসেন্সের মিয়াদ অতীত হইবার পূর্বে দরখাস্ত করা গেলে ও প্রথম বারের কি দিলে এই লাইসেন্স নূতন করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু যদি ভাবগতিকের এরূপ পরিবর্তন হইয়া থাকে যে আত্মন ও বিধি অনুসারে নূতন লাইসেন্স দেওয়া যাইতে পারে না অথবা যদি লাইসেন্সদাতা কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স দিতে আপত্তি আছে বিবেচনা করেন তাহা হইলে উহা নূতন করিয়া দেওয়া যাইবে না।

৩৩। এই সকল বিধিমাতে প্রদত্ত লাইসেন্স হারান গেলে কি দৈবাৎ নষ্ট হইলে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি ১০ আট আনা ফী দিলে দোকর লাইসেন্স পাইতে পারিবেন।

৩৪। এই সকল বিধি অনুসারে প্রদত্ত লাইসেন্সধারী কি এরূপ লাইসেন্সক্রমে কার্যকারী কোন ব্যক্তি, স্ফোটনীয় দ্রব্য সমূহের কোন ইনস্পেক্টর কোন মাজিস্ট্রেট, কি পোলিস ফেশনের অধ্যক্ষ কি পোলিসের উর্দ্ধতন পদধারী কোন পোলিসের কর্মচারী তাঁহার প্রতি এই লাইসেন্স উপস্থিত করিবার আদেশ করিলে, উহা উপস্থিত করিতে বাধ্য হইবেন।

৩৫। মাজিস্ট্রেটেরা কি অন্য যে কর্তৃপক্ষেরা এই সকল বিধিক্রমে কার্য করেন তাঁহাদিগকে আপনং শাসনসংক্রান্ত উপরিস্থ কর্তৃপক্ষের ও স্থানীয় গবর্নমেন্টের কর্তৃত্বাধীনে আপন কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিতে হইবে।

৩৬। পূর্ববর্তী বিধিসমূহ অনুসারে লাইসেন্স দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষ উচিত বোধ করিলে লাইসেন্সের উপর লিখিত আজ্ঞা দিয়া ভারতবর্ষীয় অস্ত্র বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ১১ আইনমত উক্ত প্রকারের লাইসেন্সের ন্যায় এই লাইসেন্স কলবৎ হইবে, এই আদেশ করিতে পারিবেন।

৩৭। যে ব্যক্তির ভারতবর্ষীয় অস্ত্র বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ১১ আইনক্রমে কি এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে এই আইনের অর্থমত যুদ্ধোপকরণের মধ্যে গণ্য কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য আইনমতে রাখিতে পারেন তাঁহারা আপনং ব্যবহারার্থ যুক্তিযুক্ত পরিমাণে এরূপ স্ফোটনীয় দ্রব্য এই সকল বিধিমাতে লাইসেন্স বিনা রাখিতে পারিবেন।

তফসীল ।

A ফারম ।

(৮ ধারা দেখ ।)

ইন্সাম্প যোগে

টাকা ফী ।

বাকদ কিম্বা ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ১ম বিভাগের অন্তর্গত কিম্বা
৭ম (আতসবাজি) শ্রেণীর অন্তর্গত কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার, বিক্রয় করিবার
ও নিকটে রাখিবার লাইসেন্স ।

প্রেসিডেন্সী নগরে এবং উহার শাখানগরে পোলিসের কমিশনার সাহেব কর্তৃক এবং
অন্যত্র জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত ।

লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম প্রভৃতি ও বাসস্থান ।	যে স্থানে ব্যবসা হয় বা কুঠি বা দোকান থাকে ।	কোন এক সময়ে যত স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখা যাইবে তাহার সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ ।	বৎসরের মধ্যে যাহা প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা কত ও কি প্রকারেব ।	বৎসরের মধ্যে য'হা নিকটে রাখিতে ও বিক্রয় করিতে হইবে তাহা কত ও কি প্রকারেব ।	যে তারিখে লাইসেন্সের মিয়াদ অতীত হয় ।
					১৮৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর ।

জিলা

(স্বাক্ষর ।)

মোহর ।

র

১৮৯ সাল তাং

নিয়ম।

১। এই লাইসেন্স স্ফাটনীয় দ্রব্য বিক্রয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৪ সালের ৪ আইনের ও এই আইনক্রমে প্রণীত বিধির নিয়মাধীনে দেওয়া গেল।

২। স্থানীয় গবর্নমেন্ট সময়ে সময়ে যে কার্যের আদেশ করেন লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি সেই কার্যে যত স্ফাটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা গেল, হাতে যত মোজ্বুত থাকে এবং যত বিক্রয় হয় তাহার কাগজপত্র ও হিসাব রাখিবেন।

৩। কোন মাজিক্রেট বা ইনস্পেক্টরের নিম্পদস্থ নহেন এমন কোন পোলিসের কর্মচারী আদেশ করিলেই লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি তাঁহাকে আপন মোজ্বুত দ্রব্য এবং প্রস্তুত ও বিক্রয় সম্বন্ধীয় বহি দেখাইবেন।

৪। স্ফাটনীয় দ্রব্য কোন তাম্বুতে কিম্বা কম মজ্বুত রূপে নির্মিত কোন বিলডিঙের মধ্যে প্রস্তুত করিতে হইবে এবং এই স্থান কেবল মাত্র এই কার্যের জম্য ব্যবহৃত হইবে, এবং কোন বসত বাটী হইতে নিম্নলিখিত রূপ দূর থাকিবে।—

(ক) বারুদ হইলে, ১০০ গজ,

(খ) ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ১ম বিভাগের অথবা ৭ম (আতসবাজি) শ্রেণীর স্ফাটনীয় দ্রব্য হইলে, ৫০ গজ।

এবং কোন বড় রাস্তা, স্ট্রীট, গুই মুখ খোলা সাধারণের পথ, কিম্বা সাধারণ স্থান হইতেও এই পরিমাণ দূর হইবে। ছোট ছোট বন্দুক প্রভৃতির জন্য টোটা পূরণ কার্য করিতে হইলে, এই কার্য, যদি ভাল বিবেচনা করা হয় তবে, কোন বিলডিঙের উপরকার ঘরে করা যাইতে পারিবে। কিন্তু যে ঘরে এই কার্য চলিতেছে সেই ঘরে স্ফাটনীয় দ্রব্যের ৫ পৌণ্ডের বেশী (নির্দিষ্ট টোটার মধ্যগত স্ফাটনীয় দ্রব্য ছাড়া) থাকিবে না। অপর সকল স্থলেই প্রস্তুতকরণ কার্য একটি একতাল বিলডিঙে চালাইতে হইবে।

৫। এই লাইসেন্সমত স্ফাটনীয় দ্রব্য বিক্রয় করা গেলে এই বিক্রয় কার্য লাইসেন্সের লিখিত বাটীতেই সম্পন্ন করিতে হইবে।

৬। যাহাকে ১৩ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বলিয়া বোধ হয় এমন কোন ছেলেকে স্ফাটনীয় দ্রব্য বিক্রয় করা হইবে না।

৭। লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকটে যে স্ফাটনীয় দ্রব্য থাকে তাহা স্থানীয় গবর্নমেন্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট কর্মচারির অনুমোদিত কোন শক্তরূপে নির্মিত এবং জ্বলনশীল নহে এমন বিলডিঙে রাখিতে হইবে অথবা কোন বসতবাটী, বড় রাস্তা, স্ট্রীট, গুই মুখ খোলা সাধারণের পথ বা সাধারণ স্থান হইতে ৪ নং নিয়মের নির্দিষ্টমত দূরে অবস্থিত একটি দহনভয়রহিত সিন্দুকে রাখা যাইবে। এই সিন্দুকএরূপে প্রস্তুত ও বন্ধ করিতে হইবে যেন অসুস্থি প্রাপ্ত হয় নাই এমন লোকে উহার নিকট যাইতে না পারে এবং যেন বাহির হইতে উহার কোন বিপদ না হয় এমন করিয়া উহার কায়দা করা হয়।

কিন্তু ৫০ পৌণ্ডের অনধিক পরিমাণ বারুদ কিম্বা এরূপে যাহা রক্ষিত হয় নাই এরূপ বারুদের প্রতি পৌণ্ডের পরিবর্তে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ১ম বিভাগের যুদ্ধোপকরণের অন্তর্গত স্ফাটনীয় দ্রব্যের ২ পৌণ্ড অথবা ৭ম (আতসবাজি) শ্রেণীর কোন স্ফাটনীয় দ্রব্যের এই পরিমাণ কোন বসতবাটীর মধ্যে কিম্বা পুরোক্তমত বিলডিঙ ছাড়া অন্য বিলডিঙের মধ্যে কেবল মাত্র স্ফাটনীয় দ্রব্য রাখিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত কোন আধারে রাখা যাইতে পারিবে।

আরও এই বিধান করা গেল যে ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর প্রথম বিভাগের স্ফোটনীয় দ্রব্য ছাড়া যে কোন স্ফোটনীয় দ্রব্যের আপনি জুলিয়া উঠিবার উপায় আছে তাহা দহনভয়রহিত সিন্দুকে রাখা যাইবে না ।

৮। স্ফোটনশীল বা অত্যন্ত জ্বলনশীল সমস্ত দ্রব্য বা পদার্থ ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্য হইতে এবং যে কোন ঘর বা বিলডিঙের অংশ বা দহনভয়রহিত সিন্দুক বা আধারে উহা থাকে তাহা হইতে এরূপ দূরে রাখিতে হইবে যাহাতে কোন বিপদাশঙ্কা না হয় এবং যে কোন ব্যক্তি ঐ ঘর বা বিলডিঙের অংশ বা সিন্দুক বা আধারে প্রবেশ করে তাহার নিকট বা তাহার বুট বা জুতা সংলগ্ন বা বুট বা জুতায় কোন লোহা বা ইস্পাত থাকিবে না ।

৯। যে বিলডিঙ কেবল স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার বা রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয় তাহার কিম্বা দহনভয়রহিত সিন্দুকের কিম্বা আধারে ভিতরদিকে প্রস্তুত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় কল কারখানা ভিন্ন কোন লোহা বা ইস্পাত বাহির হইয়া থাকিবে না ।

১০। ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ১ম বিভাগের কিম্বা ৭ম (আতসবাজি) শ্রেণীর ২য় বিভাগের অন্তর্গত ৫ পোর্ণ্ডের অধিক পরিমিত সমস্ত স্ফোটনীয় দ্রব্য এবং ১ পোর্ণ্ডের অধিক পরিমিত অন্য সকল স্ফোটনীয় দ্রব্য শক্ত বাগ্ন, থলিয়া, কানেশারা বা অন্য আধারে রাখিতে হইবে । ঐ বাগ্ন প্রকৃতি এরূপে নির্মাণ ও বদ্ধ করিতে হইবে যে ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্য তাহার ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে না পারে । এবং উক্ত দ্রব্য যদি সাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রদর্শিত হয় বা বিক্রীত হয় তাহা হইলে উক্ত দ্রব্য থাকিবার বাহিরের আধারের উপর বড়ং অক্ষরে ছেঁকা দিয়া কিম্বা শক্ত করিয়া লাগান লেবেল বা অপর মার্কী দিয়া উক্ত স্ফোটনীয় দ্রব্যের নাম লাগাইয়া দিতে হইবে ।

১১। এই লাইসেন্সমতে যে প্রত্যেক প্রকার স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখা যাইতে পারে তাহার ও এরূপ অন্য দ্রব্যের মধ্যে এরূপ ও এমন পদার্থের ব্যবধান থাকিবে অথবা এরূপ ফাঁক থাকিবে যাহাতে এরূপ একটি স্ফোটনীয় দ্রব্যে অগ্নি লাগিলে বা স্ফোটন ঘটিলে তাহা অপরটিতে সংক্রামিত হইতে না পারে ।—
কিন্তু এক শ্রেণীর স্ফোটনীয় দ্রব্য সকল একত্র রাখা যাইতে পারিবে এবং বারুদ নির্বিঘ্নকর পলিতার সহিত রাখা যাইতে পারিবে ।

১২। * লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় অস্ত্র বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ১১ আইনমতে প্রণীত বিধির ১১ বিধির আদেশানুসারে আপন দোকান বা ব্যবসায় স্থানে একটি সাইনবোর্ড লাগাইয়া দিবেন । ও আপন দোকানে ঐ আইনের ২৮ ধারার একখানি নকল লটকাইয়া দিবেন ।

১৩। * লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় অস্ত্রবিষয়ক ১৮৭৮ সালের ১১ আইনমতে নির্দিষ্ট কাররের ৮ বা ৯ নং কারর অনুযায়িক লাইসেন্সধারী প্রত্যেক ক্রেতার লাইসেন্স ক্রয় করিবার সময়ে নিম্নলিখিত কথাগুলি পৃষ্ঠলিপি করিয়া দিবেন :—

- (ক) বিক্রীত দ্রব্য যাহাকে অর্পণ করা যায় সেই ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা ।
- (খ) বিক্রীত দ্রব্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ ।
- (গ) বিক্রয়ের তারিখ ।

এবং ঐ পৃষ্ঠলিপিতে আপনার স্বাক্ষর সংযোগ করিবেন ।

* লাইসেন্সপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সের উপর লিখিত আঙ্কাক্রমে যদি এরূপ অর্দেশ করেন যে এই লাইসেন্স ভারতবর্ষীয় অস্ত্র বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ১১ আইনমতে প্রদত্ত এরূপ লাইসেন্সের ন্যায় ফলবৎ হইবে তাহা হইলেই কেবল এই নিয়মগুলি যোগ করিয়া দিতে হইবে ।

B ফারম।

(৮ ধারা দেখ।)

ইন্সপ যোগে

টাকা ফী।

বারুদ কিম্বা ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ১ম বিভাগের অন্তর্গত কি ৭ম (আতসবাজি) শ্রেণীর অন্তর্গত কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য বিক্রয় করিবার ও নিকটে রাখিবার লাইসেন্স।

প্রেসিডেন্সী নগরে এবং উহার শাখানগরের পোলীসের কমিশনার সাহেব কর্তৃক এবং অন্যত্র জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত।

লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম প্রভৃতি ও বাসস্থান।	যে স্থানে ব্যবসায় হয় বা কুঠি বা দোকান থাকে।	কোন এক সময়ে যত স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখা যাটবে তাহার সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ।	বৎসরের মধ্যে যে স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিতে ও বিক্রয় করিতে হইবে তাহার কত ও কি প্রকারের।	যে তারিখে লাইসেন্সের মিয়াদ অতীত হয়।
				১৮৯৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর।

জিলা

১৮৯৭ সাল তাং

মোহর।

(স্বাক্ষর।)

র

নিয়ম।

১। এই লাইসেন্স স্ফোটনীয় দ্রব্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৪ সালের ৪ আইনের ও ৬ আইনক্রমে প্রণীত বিধির নিয়মাধীনে দেওয়া গেল।

২। স্থানীয় গবর্নমেন্ট সময়েই যে কারমের আদেশ করেন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই কারমে যত স্ফোটনীয় দ্রব্য হাতে মোজুদ থাকে এবং যত বিক্রয় হয় তাহার কাগজপত্র ও হিসাব রাখিবেন।

৩। কোন মাজিস্ট্রেট বা ইন্সপেক্টরের নিম্নপদস্থ নহেন এমন কোন পোলীসের কর্মচারী আদেশ করিলেই লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহাকে আপন মোজুদ দ্রব্য এবং বিক্রয় সম্বন্ধীয় বহী ও কাগজপত্র দেখাইবেন।

৪। এই লাইসেন্সমত স্ফোটনীয় দ্রব্য বিক্রয় করা গেলে ঐ বিক্রয় কার্য লাইসেন্সের লিখিত বাটীতে সম্পন্ন করিতে হইবে।

৫। যাহাকে ১৩ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বলিয়া বোধ হয় এমন কোন ছেলেকে স্ফোটনীয় দ্রব্য বিক্রয় করা হইবে না।

৬। স্ফোটনীয় দ্রব্য স্থানীয় গবর্নমেন্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট কর্মচারির অনুমোদিত কোন শক্তরূপে নির্মিত ও জ্বলনশীল নহে এমত বিলম্বিত রাখিতে হইবে অথবা কোন বসতবাটী, বড় রাস্তা, ক্রীট, দুই মুখ খোলা সাধারণের পথ, বা সাধারণ স্থান হইতে নির্দিষ্টমত দূরে * অবস্থিত একটা দহনভয়রহিত

* বারুদ হইলে, ১০০ গজ।

৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ১ম বিভাগের কিম্বা ৭ম (আতসবাজি) শ্রেণীর স্ফোটনীয় দ্রব্য হইলে, ৫০ গজ।

সিন্দুক রাখা যাইবে । ঐ সিন্দুক এরূপে প্রস্তুত ও বন্ধ করিতে হইবে যেন অগ্নিমতি প্রাপ্ত হয় নাই এমন লোক উহার নিকট যাইতে না পারে ও যেন বাহির হইতে উহার কোন বিপদ না হয় এমন করিয়া উহার কায়দা করা হয় ।

কিন্তু ৫০ পোঁড়ের অনধিক পরিমাণ বারুদ কিম্বা এরূপে যাহা রক্ষিত হয় নাই এরূপ বারুদের প্রতি পোঁড়ের পরিবর্তে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ১ম বিভাগের (যুদ্ধোপকরণের) অন্তর্গত স্ফোটনীয় দ্রব্যের ২ পোঁড় অথবা ৭ম (আতসবাজি) শ্রেণীর কোন স্ফোটনীয় দ্রব্যের ঐ পরিমাণ কোন বসতবাটীর মধ্যে কিম্বা পুর্বোক্তমত বিল্ডিঙ ছাড়া অন্য বিল্ডিঙের মধ্যে কেবলমাত্র স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখিবার নিমিত্তে ব্যবহৃত কোন আধারে রাখা যাইতে পারিবে ।

আরও এই বিধান করা গেল যে ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ১ম বিভাগের অন্তর্গত স্ফোটনীয় দ্রব্য ছাড়া যাহার অপনি জ্বলিয়া উঠিবার উপায় আছে এমন অন্য কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য দহনভয়রহিত সিন্দুক রাখিতে হইবে না ।

৭। স্ফোটনীয় বা আশুজ্বলনশীলভাবে বস্তু বা পদার্থ সকল ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্য হইতে এবং যে গৃহে বা বিল্ডিঙের অংশে দহনভয়রহিত সিন্দুক বা আধারে উহা থাকে তাহা হইতে এরূপ দূরে রাখিতে হইবে যাহাতে কোন বিপদ ঘটতে না পারে এবং যে কেহ সেই গৃহে বা বিল্ডিঙের অংশে অথবা দহনভয়রহিত সিন্দুক বা আধারে প্রবেশ করেন তিনি কোন লৌহ বা ইস্পাত নিকটে রাখিতে পারিবেন না বা তাঁহার জুতা বা বুটের উপরে বা জুতায় বা বুটে উহা সংলগ্ন থাকিবে না ।

৮। যে বিল্ডিঙ কেবলমাত্র স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয় তাহার কিম্বা উপরিলিখিত দহনভয়রহিত সিন্দুকের কিম্বা আধারের ভিতরদিকে কোন লোহা বা ইস্পাত বাহির হইয়া থাকিবে না ।

৯। ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ১ম বিভাগের কিম্বা ৭ম (আতসবাজি) শ্রেণীর ২য় বিভাগের অন্তর্গত ৫ পোঁড়ের অধিক পরিমিত সমস্ত স্ফোটনীয় দ্রব্য এবং ১ পোঁড়ের অধিক পরিমিত অন্য সকল স্ফোটনীয় দ্রব্য শক্ত বাগ, থলিয়া, কানেশারা বা অন্য আধারে রাখিতে হইবে । ঐ বাগ প্রভৃতি এরূপে নির্মাণ ও বন্ধ করিতে হইবে যে ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্য তাহার ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে না পারে । এবং উক্ত দ্রব্য যদি সাধারণের নিকটে বিক্রয়ার্থে প্রদর্শিত হয় বা বিক্রীত হয় তাহা হইলে উক্ত দ্রব্য থাকিবার বাহিরের আধারের উপর বড় অক্ষরে ছেঁকা দিয়া কিম্বা শক্ত করিয়া লাগান লেবেল বা অপার মার্ক দিয়া উক্ত স্ফোটনীয় দ্রব্যের নাম লাগাইয়া দিতে হইবে ।

১০। এই লাইসেন্সমতে যে প্রত্যেক প্রকার স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখা যাইতে পারে তাহার ও এরূপ অন্য দ্রব্যের মধ্যে এরূপ ও এমন পদার্থের ব্যবধান থাকিবে অথবা এরূপ ফাঁক থাকিবে যাহাতে এরূপ একটা স্ফোটনীয় দ্রব্যে অগ্নি লাগিলে বা স্ফোটন ঘটিলে তাহা অপরটিতে সংক্রামিত হইতে না পারে । কিন্তু একই শ্রেণীর স্ফোটনীয় দ্রব্য সকল একত্র রাখা যাইতে পারিবে এবং নির্বিঘ্নকর পলিতার সহিত বারুদ রাখা যাইতে পারিবে ।

১১। * লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় অস্ত্র বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ১১ আইনমতে প্রণীত বিধির ১১ বিধির আদেশ অনুসারে আপন দোকান বা ব্যবসায় স্থানে একটা সাইনবোর্ড লাগাইয়া দিবেন ও আপন দোকানে ঐ আইনের ২৮ ধারার একখানি নকল লটকাইয়া দিবেন ।

১২। * লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় অস্ত্রবিষয়ক ১৮৭৮ সালের ১১ আইনমতে নির্দিষ্ট কারমের ৮ বা ৯ নং কারম অনুযায়িক লাইসেন্সধারী প্রত্যেক ক্রেতার লাইসেন্সে ক্রয় করিবার সময়ে নিম্নলিখিত কথাগুলি পৃষ্ঠলিপি করিয়া দিবেন ।—

ক) বিক্রীত দ্রব্য যাহাকে অর্পণ করা যায় সেই ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা ।

* লাইসেন্সদাতা কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সের উপর লিখিত আদেশে যদি এরূপ আদেশ করেন যে এই লাইসেন্স ভারতবর্ষীয় অস্ত্রবিষয়ক ১৮৭৮ সালের ১১ আইনমতে প্রণীত এরূপ লাইসেন্সের ন্যায় ফলাফল হইবে ও তাহা হইলেই কেবল এই লাইসেন্স ল যোগ করিয়া দিতে হইবে ।

(খ) বিক্রীত দ্রব্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ।

(গ) বিক্রয়ের তারিখ।

এবং এই পৃষ্ঠলিপিতে আপনার স্বাক্ষর সংযোগ করিবেন।

C ফর্ম।

(৮ ধারা দেখ।)

ইন্সটাম্প যোগে ৥০ আনা ফী।

বারুদ কিম্বা ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ১ম বিভাগের অন্তর্গত কিম্বা ৭ম (আতসবাজি) শ্রেণীর অন্তর্গত কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিবার লাইসেন্স।

কোন প্রেসিডেন্সী নগরে এবং উহার শাখানগর সমূহে পোলিসের কমিশনার সাহেব কর্তৃক এবং অন্যত্র জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম প্রকৃতি ও বাসস্থান।	বৎসরের মধ্যে যে স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিতে হইবে তাহার কত ও কি প্রকারেব।	যে স্থানে স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখা যাইবে ও তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ।	কোন এক সময়ে যত স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখিতে পারিবে তাহার সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ।	যে তারিখে লাইসেন্সের মিয়াদ অতীত হয়।
				১৮৯৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর।

জিলা

(স্বাক্ষর)

১৮৯৭ সাল তাং

মোহর

র

নিয়ম।

১। এই লাইসেন্স স্ফোটনীয় দ্রব্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৪ সালের ৪ আইনের ও এই আইনক্রমে প্রণীত বিধির নিয়মাধীনে দওয়া গেল।

২। স্ফোটনীয় দ্রব্য স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট কর্মচারির অনুমোদিত কোন শক্তরূপে নির্মিত এবং জ্বালনশীল নহে এমন বিলডিঙের মধ্যে রাখিতে হইবে অথবা কোন বসত বাটী, বড় রাস্তা, স্ট্রীট, দুই মুখ খোলা সাধারণের পথ কিম্বা সাধারণের স্থান হইতে নির্দিষ্ট মত দূরে * অবস্থিত একটি দহনভয়রহিত সিন্দুকে রাখা যাইবে এবং উহা এরূপে নির্মিত ও বদ্ধ হইবে যেন যে ব্যক্তির অহুমতিপ্রাপ্ত হন নাই তাহার উহার নিকটে যাইতে না পারেন ও যেন বাহির হইতে উহার কোন বিপদ সম্ভাবনা না থাকে।

* বারুদ হইলে ১০০ গজ।

৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ১ম বিভাগের অথবা ৭ম (আতসবাজি) শ্রেণীর স্ফোটনীয় দ্রব্য হইলে, ৫০ গজ।

কিন্তু ৫০ পোর্ণ্ডের অনধিক পরিমাণ বারুদ কিম্বা ঐরূপে যাহা রক্ষিত হয় নাই ঐরূপ বারুদের প্রতি পোর্ণ্ডের পরিবর্তে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ১ম বিভাগের (যুদ্ধোপকরণের) অন্তর্গত স্ফোটনীয় দ্রব্যের ২ পোর্ণ্ড অথবা ৭ম (আতসবাজি) শ্রেণীর কোন স্ফোটনীয় দ্রব্যের ঐ পরিমাণ কোন বসত বাটার মধ্যে কিম্বা পুর্বোক্তমত বিল্ডিঙ ছাড়া অন্য বিল্ডিঙের মধ্যে কেবলমাত্র স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখিবার নিমিত্তে ব্যবহৃত কোন আধারে রাখা যাইতে পারিবে।

আরও এই বিধান করা গেল যে ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ১ম বিভাগের অন্তর্গত স্ফোটনীয় দ্রব্য ছাড়া যাহার আপনি জ্বলিয়া উঠিবার উপায় আছে এমন অন্য কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য দহনভয়-রহিত সিন্দুকে রাখিতে হইবে না।

৩। স্ফোটনীয় বা আশুজ্বলনশীল ভাবে বস্তু বা পদার্থ সকল ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্য হইতে এবং যে গৃহে বা বিল্ডিঙের অংশে, দহনভয়রহিত সিন্দুক বা আধারে উহা থাকে তাহা হইতে ঐরূপ দূরে রাখিতে হইবে যাহাতে কোন বিপদ ঘটতে না পারে এবং যে কেহ সেই গৃহে বা ইয়ারতের অংশে অথবা দহনভয়রহিত সিন্দুকে বা আধারে প্রবেশ করেন তিনি কোন লৌহ বা ইম্পাত নিকটে রাখিতে পারিবেন না বা তাঁহার জুতা বা বুটের উপরে বা জুতায় বা বুটে উহা সংলগ্ন থাকিবে না।

৪। যে বিল্ডিঙ কেবল মাত্র স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয় তাহার উপরি লিখিত দহনভয়রহিত সিন্দুকের কিম্বা আধারের ভিতর দিকে কোন লোহা বা ইম্পাত বাহির হইয়া থাকিবে না।

৫। ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ১ম বিভাগের কিম্বা ৭ম (আতসবাজি) শ্রেণীর ২য় বিভাগের অন্তর্গত ৫পোর্ণ্ডের অধিক পরিমিত সমস্ত স্ফোটনীয় দ্রব্য এবং ১ পোর্ণ্ডের অধিক পরিমিত অন্য সকল স্ফোটনীয় দ্রব্য শক্ত বাগ, থলিয়া, কানেশারা বা অন্য আধারে রাখিতে হইবে। ঐ বাগ প্রভৃতি ঐরূপে নির্মাণ ও বদ্ধ করিতে হইবে যে ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্য তাহার ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে না পারে।

৬। এই লাইসেন্সমতে যে প্রত্যেক প্রকার স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখা যাইতে পারে তাহার ও ঐরূপ অন্য দ্রব্যের মধ্যে ঐরূপ ও এমন পদার্থের ব্যবধান থাকিবে অথবা ঐরূপ ফাঁক থাকিবে যাহাতে ঐরূপ একটি স্ফোটনীয় দ্রব্যে অগ্নি লাগিলে বা স্ফোটন ঘটিলে, তাহা অপরটীতে সংক্রামিত হইতে না পারে।

কিন্তু একই শ্রেণীর স্ফোটনীয় দ্রব্য সকল একত্র রাখা যাইতে পারিবে এবং নির্বিঘ্নকর পলিতার সহিত বারুদ রাখা যাইতে পারিবে।

৭। লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্রয় করিবার সময়ে যে বিক্রেতার স্থানে ক্রয় করেন তৎকর্তৃক ও তাঁহার স্বাক্ষরক্রমে আপন লাইসেন্সে নিম্নলিখিত কথাগুলি পৃষ্ঠলিপি করাইয়া লইবেন।—

- (ক) ক্রয়িত দ্রব্য যাহাকে অর্পণ করা যায় সেই ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা।
- (খ) ক্রীত দ্রব্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ।
- (গ) ক্রয়ের তারিখ।

I) কার্য।

(১৪ ধারা দেখ।)

ইচ্ছাশ্রমে ৫, টাকা ফী।

স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিবার লাইসেন্স।

প্রেসিডেন্সী নগরে এবং উহার শাখানগর সমূহে পোলীসের কমিশনার সাহেব কর্তৃক এবং অন্যত্র জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত।

লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম প্রভৃতি ও বাসস্থান।	ব্যবসায়ের বা দোকানের স্থান।	যে প্রকারের স্ফোটনীয় দ্রব্য।	কোন এক সময় যত স্ফোটনীয় দ্রব্য (৬০ পৌণ্ডের অধিক না হয়) রাখা যাইবে তাহার সর্বোপেক্ষা বেশী পরিমাণ।	যে তারিখে লাইসেন্সের মিয়াদ অন্তীত হয়।

জিলা

১৮৯৭ সাল তাং

(মোহর।)

(স্বাক্ষর)

র

নিয়ম।

১। এই লাইসেন্স স্ফোটনীয় দ্রব্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৪ সালের ৪ আইনের ও এই আইনক্রমে প্রণীত বিধির নিয়মাধানে দেওয়া গেল।

২। স্ফোটনীয় দ্রব্য শক্তরূপে নির্মিত বিল্ডিংয়ের মধ্যে রাখিতে হইবে, এই বিল্ডিং কেবলমাত্র এই কার্যের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং বসতবাড়ী হইতে পৃথক থাকিবে। উহা বড় রাস্তা, স্ট্রীট, দুই মুখ খোলা সাধারণের পথ কিম্বা সাধারণের স্থান হইতে এরূপ দূরে অবস্থিত হইবে যাহাতে কোন বিপদ ঘটিতে না পারে এবং উহা এরূপে নির্মিত ও বদ্ধ হইবে যেন যে ব্যক্তির অসুস্থিতি প্রাপ্ত হইলে তাহার উহার নিকটে যাইতে না পারেন ও যেন বাহির হইতে উহার কোন বিপদ সম্ভাবনা না থাকে।

কিন্তু ১৫ পৌণ্ডের অধিক পরিমাণ এরূপ কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য পূর্বেকৃত বিল্ডিং ছাড়া অন্য বিল্ডিংয়ের মধ্যে কেবলমাত্র স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখিবার নিমিত্তে ব্যবহৃত কোন আধারে রাখা যাইতে পারিবে।

৩। স্ফোটনীয় বা আশুজ্বলনশীল ভাবের বস্তু বা পদার্থ সকল এই স্ফোটনীয় দ্রব্য হইতে এবং যে বিল্ডিং বা আধারে উহা থাকে তাহা হইতে এরূপ দূরে রাখিতে হইবে যাহাতে কোন বিপদ ঘটিতে না পারে।

৪। যে বিল্ডিং কেবল মাত্র স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয় তাহার কিম্বা আধারের ভিতরদিকে কোন লোহা বা ইস্পাত বাহির হইয়া থাকিবে না।

৫। ১ পৌণ্ডের অধিক পরিমিত এরূপ সকল স্ফোটনীয় দ্রব্য শক্ত বাগ্ন, ধলিয়া, কানেস্তারা বা অন্য আধারে রাখিতে হইবে। এই বাগ্ন প্রভৃতি এরূপে নির্মাণ ও বদ্ধ করিতে হইবে যে এই স্ফোটনীয় দ্রব্য তাহার ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে না পারে।

৬। এই লাইসেন্সমতে যে প্রত্যেক প্রকার স্ফোটনীয় দ্রব্য আইনমতে রাখা যাইতে পারে তাহার ও এরূপ অন্য দ্রব্যের মধ্যে এরূপ ও এমন কোন পদার্থের ব্যবধান থাকিবে অথবা এরূপ ফাঁক থাকিবে যাহাতে এরূপ একটা স্ফোটনীয় দ্রব্য অগ্নি লাগিলে বা স্ফোটন ঘটিলে তাহা অপরটিতে কোন মতেই সংক্রামিত হইতে না পারে।

৭। লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্রয় করিবার সময়ে যে বিক্রেতার স্থানে ক্রয় করেন তৎকর্তৃক ও তাহার স্বাক্ষরক্রমে আপন লাইসেন্সে নিম্নলিখিত বিশেষ বিবরণগুলি পৃষ্ঠলিপি করাইয়া লইবেন—

(ক) ক্রীত দ্রব্য যাহাকে অর্পণ করা যায় সেই ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা।

(খ) ক্রীত দ্রব্যের প্রভৃতি ও পরিমাণ।

(গ) ক্রয়ের তারিখ।

৮। লাইসেন্সধারী স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রাপ্তির ও বাহির করিয়া দিবার একখানি রেজিস্ট্রী রাখিবেন। উহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লেখা থাকিবে :—

প্রাপ্তির স্থলে—

- (ক) প্রাপ্তির তারিখ।
- (খ) যে যে ব্যক্তির নিকট হইতে পাওয়া গেল তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা।
- (গ) যে প্রকারের স্ফোটনীয় দ্রব্য পাওয়া গেল।
- (ঘ) যে পরিমাণ পাওয়া গেল।

বাহির করিয়া দিবার স্থলে—

- (ক) বাহির করিয়া দিবার তারিখ।
- (খ) যে ব্যক্তিকে বাহির করিয়া দেওয়া গেল তাঁহার নাম ও ঠিকানা।
- (গ) যে প্রকারের স্ফোটনীয় দ্রব্য বাহির করিয়া দেওয়া গেল।
- (ঘ) যে পরিমাণ বাহির করিয়া দেওয়া গেল।

E. ফারম।

(১৭ বিধি দেখ।)

ইস্টাম্প যোগে ২০, টাকা ফী

স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিবার লাইসেন্স।

স্থানীয় গবর্নমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত।

লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও বাসস্থান।	যে বারুদখানা সম্বন্ধে লাইসেন্স পাঠে তাহা থাকিবার তারিখের চতুঃসীমা।	বারুদখানা সংক্রান্ত বিলভিত্ত ও ওয়ার্কের অবস্থান, ভাব ও নির্মাণপ্রণালী।	যে প্রকারের স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখিতে হইবে তাহা।	বারুদখানার মধ্যে ও তাহার থাকিবার জায়গার চতুঃসীমার মধ্যে এক কালে যে পরিমাণ স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখা যাইবে।	যে তাবিখে লাইসেন্সের মিয়াদ অতীত হয়।

জিলা

১৮৯ সাল তাং

মোহর।

(স্বাক্ষর)

নিয়ম।

১। এই লাইসেন্স স্ফোটনীয় দ্রব্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৪ সালের ৪ আইনের ও এই আইনক্রমে প্রণীত বিধির নিয়মাদ্বারা শ্রদ্ধিত হইল।

২। লাইসেন্সে যে পরিমাণ স্ফোটনীয় দ্রব্যের উল্লেখ আছে বাকুদখানার এক কালে তাহার অধিক পরিমাণ স্ফোটনীয় দ্রব্য থাকিবে না।

৩। লাইসেন্সের নির্দিষ্ট স্ফোটনীয় দ্রব্য বা দ্রব্য সমূহ, তাহাদের আধারপাত্র এবং সেই সমস্ত স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখিবার জন্য যে সকল হাতিয়ার ও যন্ত্রাদির প্রয়োজন, কেবল তাহাই রাখিবার জন্য বাকুদখানা ব্যবহৃত হইবে।

৪। বাকুদখানার অভ্যন্তর ভাগ ও তথাকার বেঞ্চ, আলমারি এবং অন্যান্য সরঞ্জাম এরূপে নির্মাণ করিতে হইবে অথবা মুড়িতে বা অগ্নিত করিতে হইবে যে কোন স্থানে লোহা বা ইস্পাত বাহির হইয়া না থাকে, এবং কোনরূপ কাঁকর, লোহা, ইস্পাত অথবা তদ্রূপ কোন পদার্থ এরূপ ভাবে পৃথক হইয়া না পড়ে যাহাতে স্ফোটনীয় দ্রব্যের সহিত তাহাদের সংস্পর্শ ঘটিতে পারে। এই অভ্যন্তর ভাগ বেঞ্চ, আলমারি এবং সরঞ্জাম যুক্তযুক্ত রূপে যতদূর সম্ভব কাঁকরশূন্য করিয়া রক্ষা করিতে হইবে এবং অন্য প্রকারেও পরিষ্কার রাখিতে হইবে। যদি জলসংযোগে বিপজ্জনক হইয়া উঠে এরূপ কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখিবার কথা থাকে তাহা হইলে এই দ্রব্য যাহাতে জল না লাগিতে পারে তজ্জন্য যথারীতি সাবধান হইতে হইবে।

৫। বাকুদখানায় উপযুক্তমত বিদ্যুত পরিচালক দণ্ড সংযুক্ত করিতে হইবে, এবং তাহা বৎসরে অন্ততঃ একবার করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে।

৬। বাকুদখানা অথবা কোন ঘরের কোন অংশ বা অংশে মেরামত করিবার পূর্বে, যতদূর সম্ভব সমস্ত স্ফোটনীয় দ্রব্য অথবা তাহার মিশ্রিত উপকরণাদি সরাইয়া উঠাকে পরিষ্কার করিতে হইবে এবং এই ঘর বা তাহার অংশ সম্পূর্ণরূপে ধোয়াইতে হইবে। এই রূপে ধোয়াইবার পর স্ফোটনীয় দ্রব্য যতক্ষণ আবার এই ঘরে বা বাকুদখানার অংশে লংঘা না যাওয়া হয় ততক্ষণ এই সকল নিয়ম খাটিবে না।

৭। এইরূপে ধোয়াইবার পর ভিন্ন বাকুদখানার কোন অংশের মধ্যে অথবা উহার মেরামতের জন্য যে সকল হাতিয়ার বা যন্ত্রাদির ব্যবহার করিতে হইবে তাহা কেবল কাষ্ঠ, তামা, পিতল অথবা অন্য কোমল ধাতু বা পদার্থে নির্মিত কিম্বা কোন নিম্নপদ এবং উপযুক্ত পদার্থে আচ্ছাদিত হওয়া আবশ্যিক।

৮। পকেটশূন্য উপযুক্ত কারিকরের কাপড় অথবা উপযুক্ত জুতা ব্যবহার করিয়া ও ঝাড়া দিয়া বা অন্য প্রকারে অথবা যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া বাকুদখানার মধ্যে অগ্নি, বিলাতি দেসলাই, অথবা যে কোন দ্রব্য বা পদার্থে স্ফোটন বা অগ্নি উৎপত্তি হওয়া সম্ভব তাহা, অথবা লোহা, ইস্পাত বা কাঁকর আনয়ন বন্ধ করিবার জন্য বিহিত বিধান করিতে হইবে। কিন্তু যে কৃত্রিম আলোকের নির্মাণ প্রণালী, অবস্থান, ও প্রকৃতি বিবেচনায় অগ্নি বা স্ফোটনজনিত বিপদের সম্ভাবনা নাই, এই বিধি দ্বারা সেরূপ আলোক আনয়ন রহিত করা হইবে না।

৯। বাকুদখানার কোন অংশে কেহ ধূমপান করিবে না।

১০। কোন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধান ও তাহার সাক্ষাতে ভিন্ন ১৬ বৎসর অপেক্ষা অল্প বয়স্ক ব্যক্তি বাকুদখানায় নিযুক্ত হইবে না অথবা প্রবেশ করিবে না।

১১। লাইসেন্সপ্রাপ্ত বাকুদখানায় আইনমতে যে দুই বা ততোধিক প্রকারের স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখা যাইতে পারে তাহা একই বাকুদখানায় রাখা যাইতে পারিবে যদি তাহারা পরস্পর পৃথক করিয়া রক্ষিত হয় এবং তাহাদের মধ্যে এরূপ পদার্থে নির্মিত এবং এরূপ প্রকৃতির ব্যবধান থাকে অথবা এতটা মধ্যবর্তী স্থান থাকে যাহাতে একটায় আগুন লাগিলে বা স্ফোটন হইলে সেই আগুন বা স্ফোটন আর একটায় কোন মতেই গিয়া লাগিতে না পারে। এইরূপ দুই বা ততোধিক স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখার নিম্নলিখিত বিশেষ বিধান হইল :—

(ক) (১) বাকুদ, (২) নাইট্রেট মিশ্র (৩) নাইট্রো-কর্পোও ও (৪) ফ্লোরিট মিশ্র, শ্রেণীর-নানা স্ফোটনীয় দ্রব্য এবং ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ১ম বিভাগের নির্বিঘ্নকর পলিতা এবং ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ২য় বিভাগের যে নানা প্রকার স্ফোটনীয় দ্রব্যে লোহা বা ইস্পাত বাহির হইয়া না থাকে তাহা একত্র রাখিতে হইলে মধ্যে স্থান রাখা অথবা ব্যবধান দেওয়া আবশ্যিক না হইতে পারে।

(খ) ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ১ম বিভাগে যে সকল স্ফোটনীয় দ্রব্যের উল্লেখ আছে তাহাও মধ্যে স্থান বা ব্যবধান না দিয়াও একত্র রাখা যাইতে পারে।

(গ) ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ২য় বিভাগের যে সকল স্ফোটনীয় দ্রব্যে লোহা বা ইস্পাত বাহির হইয়া থাকে তাহাও মধ্যে ব্যবধান বা স্থান না দিয়াও একত্র রাখা যাইতে পারে।

(ঘ) ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ৩য় বিভাগের নানা প্রকারের স্ফোটনীয় দ্রব্য মধ্যে স্থান বা ব্যবধান না দিয়া রাখা যাইতে পারে ।

(ঙ) ৭ম (আতসবাজি) শ্রেণীর নানা প্রকার স্ফোটনীয় দ্রব্যের মধ্যে স্থান ও ব্যবধান না দিয়া একত্র রাখা যাইতে পারে ।

পূর্বে যে রূপ উক্ত হইল তদ্বিমুখ হই বা ততোধিক প্রকারের স্ফোটনীয় দ্রব্য এক বাকদখানায় রক্ষিত হইবে না ।

১২। লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং বাকদখানায় বা তাহার নিকটে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই ঐ বাকদখানায় আগুন লাগিয়া বা স্ফোটন হইয়া যাহাতে দুর্ঘটনা উপস্থিত না হয়, যাহাতে অসুস্থিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ বাকদখানা বা তাহার স্ফোটনীয় দ্রব্যের নিকট যাইতে না পারে তজ্জন্য বিহিত রূপে সাবধান থাকিবেন এবং যাহাতে আগুন লাগে বা স্ফোটন হয় এবং যাহা বাকদখানার কর্ণের জন্য যুক্তিযুক্ত রূপে আবশ্যিক নহে এরূপ কোন কার্য করিতে নিরস্ত থাকিবেন ।

১৩। লাইসেন্সধারী স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রাপ্তির ও বাহির করিয়া দিবার একখানি রেজিস্ট্রী রাখিবেন । উহাতে নিম্নলিখিত বিষয়-গুলি লেখা থাকিবে :—

প্রাপ্তির স্থলে—

(ক) প্রাপ্তির তারিখ ।

(খ) যে ব্যক্তির নিকট হইতে পাওয়া গেল তাঁহার নাম ও ঠিকানা ।

(গ) যে প্রকারের স্ফোটনীয় দ্রব্য পাওয়া গেল ।

(ঘ) যে পরিমাণ পাওয়া গেল ।

বাহির করিয়া দিবার স্থলে—

(ক) বাহির করিয়া দিবার তারিখ ।

(খ) যে ব্যক্তিকে বাহির করিয়া দেওয়া গেল তাঁহার নাম ও ঠিকানা ।

(গ) যে প্রকারের স্ফোটনীয় দ্রব্য বাহির করিয়া দেওয়া গেল ।

(ঘ) যে পরিমাণ বাহির করিয়া দেওয়া গেল ।

১^o ফারম ।

(২৩ বিধি দেখ ।)

ইস্টাম্প যোগে ৫ টাকা ফী ।

স্ফোটনীয় দ্রব্য বিক্রয় করিবার লাইসেন্স ।

কোন প্রেসিডেন্সী নগরে বা উহার শাখা নগরসমূহে পোলিসের কমিশনার সাহেব কর্তৃক এবং অন্যত্র জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত ।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম প্রভৃতি ও বাসস্থান ।	ব্যবসায়ের বা দোকানের স্থান ।	যে প্রকারের স্ফোটনীয় দ্রব্য বিক্রয় করা যাইবে ।	যে তারিখে লাইসেন্সের মিয়াদ অতীত হয় ।

জিলা

১৮৯

সাল

তাং

।

মোহর ।

(স্বাক্ষর ।)

র

নিয়ম।

১। এই লাইসেন্স স্ফোর্টনীয় দ্রব্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৪ সালের ৪ আইনের ও ঐ আইন-ক্রমে প্রণীত বিধির নিয়মাদ্বীনে দেওয়া গেল।

২। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে সময়ে যে কারমের আদেশ করেন লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি সেই কারমে যত স্ফোর্টনীয় দ্রব্য হোঁজুদ থাকে এবং যত বিক্রয় হয় তাহার কাগজপত্র ও হিসাব রাখিবেন।

৩। যাহাকে ১৩ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বলিয়া বোধ হয় এমন ছেলেকে স্ফোর্টনীয় দ্রব্য বিক্রয় করা হইবে না।

৪। ১ পোর্ণ্ডের অধিক পরিমিত কোন স্ফোর্টনীয় দ্রব্য সাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রদর্শিত হইলে বা বিক্রীত হইলে শক্ত বাগ্ল, থলিয়া, কানেশারা বা অন্য আধারে রাখিতে হইবে। ঐ বাগ্ল প্রভৃতি এরূপে নির্মাণ ও বদ্ধ করিতে হইবে যে ঐ স্ফোর্টনীয় দ্রব্য তাহার ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে না পারে। এবং উক্ত দ্রব্য থাকিবার বাহিরের আধারের উপর বড় অক্ষরে ছেঁকা দিয়া কিম্বা শক্ত করিয়া লাগান লেবেল বা অপার মার্ক দিয়া উক্ত স্ফোর্টনীয় দ্রব্যের নাম ও “Explosive” এই শব্দটি লাগাইয়া দিতে হইবে।

MARINE DEPARTMENT.

The 4th September 1897.

No. 167 Marine —The following Notifications Nos. 172 and 173, dated the 24th August 1897, issued by the Government of Burma, removing quarantine restrictions against vessels arriving from Karachi, are published for general information.

A. D. McARTHUR, Colonel, R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal.

Copy of a Notification No. 172, dated the 24th August 1897, by the Government of Burma, General Department.

IN exercise of the power conferred by Act I of 1870, and with the previous sanction of the Governor-General in Council, the Lieutenant-Governor directs that the rules for quarantine against plague at the ports of Akyab, Moulmein, and Bassein, which were published in this Department Notifications Nos. 13, 17, and 18, dated the 20th, 25th, and 26th January 1897, respectively, shall be cancelled from this date, so far as they relate to vessels arriving from Karachi.

Copy of a Notification No. 173, dated the 24th August 1897, by the Government of Burma, General Department.

IN exercise of the power conferred by Act I of 1870, and with the previous sanction of the Governor-General in Council, the Lieutenant-Governor directs that the rules published in this Department Notification No. 1, dated the 1st January 1897, as amended by Notification No. 101, dated the 27th May 1897, for quarantine against plague in respect of vessels arriving from Karachi, shall be cancelled from this date.

মেরিন্ ডিপার্টমেন্ট ।

১৮৯৭ সাল ৪ সেপ্টেম্বর ।

মেরিন্ ১৬৭ নম্বর ।--করাচীহইতে আগত সকল জাহাজের বিরুদ্ধে করাচীহইতে নিষেধ বিধি রহিত করণার্থ ব্রহ্মদেশের গবর্নমেন্টের প্রচারিত ১৮৯৭ সালের ২৪ আগস্ট তারিখের ১৭২ ও ১৭৩ নং নিম্ন-লিখিত বিজ্ঞাপন সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল ।

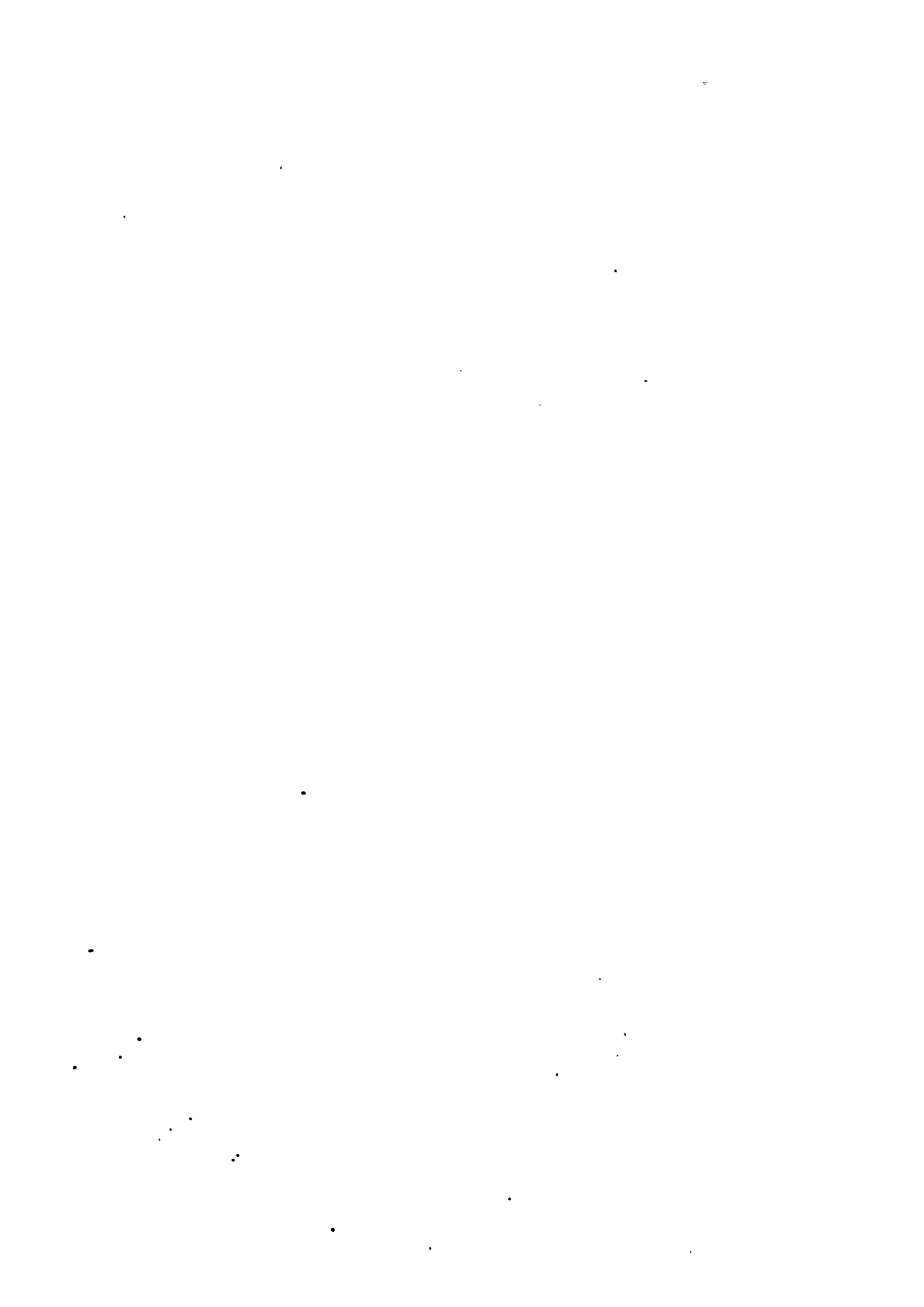
এ, ডি, মাকআর্থর, কর্ণেল, আর, ই,
ব্রহ্মদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

ব্রহ্মদেশের গবর্নমেন্টের জেনরল ডিপার্টমেন্টের ১৮৯৭ সালের ২৪ আগস্ট তারিখের ১৭২ নং বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি ।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭০ সালের ১ আইনমতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া এবং মন্ত্রিসভাধিকৃত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি অগ্রে পাইয়া এই আজ্ঞা করিলেন যে, আক্যাব, মৌলমেন ও বেসিনের বন্দর সমূহে মড়কের বিরুদ্ধে যে করাচীহইতে নিষেধ বিধি ক্রমান্বয়ে এই ডিপার্টমেন্টের ১৮৯৭ সালের ২০, ২৫, ও ২৬ জাহুয়ারি তারিখের ১৩, ১৭ ও ১৮ নং বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত হইয়াছে সেই বিধি করাচী হইতে আগত জাহাজের সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে তত দূর অদ্যকার তারিখ হইতে রহিত হইবে ।

ব্রহ্মদেশের গবর্নমেন্টের জেনরল ডিপার্টমেন্টের ১৮৯৭ সালের ২৪ আগস্ট তারিখের ১৭৩নং বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি ।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭০ সালের ১ আইনমতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া এবং মন্ত্রিসভাধিকৃত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি অগ্রে পাইয়া এই আজ্ঞা করিলেন যে করাচী হইতে আগত জাহাজ সমূহে মড়কের বিরুদ্ধে যে করাচীহইতে নিষেধ বিধি এই ডিপার্টমেন্টের ১৮৯৭ সালের মে মাসের ২৭ তারিখের ১০১ নং বিজ্ঞাপন দ্বারা সংশোধিত ১৮৯৭ সালের ১ জাহুয়ারি তারিখের ১নং বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করা গিয়াছে তাহা অদ্যকার তারিখ হইতে রহিত হইবে ।





গবৰ্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, SEPTEMBER 14, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১৪ সেপ্টেম্বর।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশতিহায এভতি।

LAND ADVERTISEMENTS.

ভূমিবিষয়ক ইত্যাহার।

জিলা বীরভূম।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বীরভূম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত হালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী জজের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌমিক নং।	মহাল ও পরগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
০১ নং	হেঁককা, পরগণা আকবরসাহি থানা মোড়- ধর।	১৫৫২৬/০	সম্পূর্ণ	ভোলানাথ দিগর।	৪১৬
০২ নং	দাঁড়কা, পরগণা ইছাপুখুরিয়া থানা লাভপুর।	১৮০৩/০	এজমালি অংশ রকম ১১১৯ গড়া ২ দস্তী এই এজমালি অংশ ভিন্ন মহা- লের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	সতীশ চন্দ্র দিগর।	২২৩১১	৮৪ পাই।
০৩ নং	ধন্বা, পরগণা খটকা থানা সিউড়ী।	১৩৮৩৬/০	এজমালি অংশ রকম ১১২—১৫ তিল এই এজমালি অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	গিরিশ চন্দ্র চট্টো- পাধ্যায়।	৭৩২/০	৫১২
০৪ নং	আকুনি পরগণা স্বরূপলিংহ থানা মোড়- ধর।	১৮৩২১/০	১৭০ ২ নং পৃথক হিসাব কাজিপুর বাগ- বাদিনী ও তুড়ি গ্রাম মোজার রকম ষোল আনা এবং সাহাজাদপুর চক ও সাহাজাদপুর নও- ম্নাবাদ মোজার রকম ১/০ আনা এই পৃথক হিসাব ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	সতীশ চন্দ্র মুখো- পাধ্যায় দিগর।	৫৭২১৬/০	২২/০

টীকা।— যে ক্ষেত্রে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই ক্ষেত্রে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের
নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও উপরি লিখিত অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।

জিলা নোয়াখালী ।

জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ।

১৮৯৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত-
 ালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত
 ইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ১৫ সেপ্টেম্বর
 রিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে । যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ধরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া
 খিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ক্রমিক নং ।	মহাল ও পরগনার নাম ।	সম্পূর্ণ মহা- লের সদর জমা ।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না ।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম ।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা ।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী ।
১২ ১	দাম্ভরা হিঃ ১১ = ১০ ক্রান্তী পং দাম্ভরা ।	অংশ ...	হিসাব পৃথক হিঃ ১১০।।/৮ তিলা	শ্রী চন্দ্রনাথ গুপ্ত চৌধুরী ।	৮০৯৬৬	৪৮০।০২
৪৫	কিসমত মহেন্দ্র নানারায়ণ পং শুন্দীপ ।	৬৩৭/১১	সম্পূর্ণ	শ্রীমতী আইজা- য়েছা ।	১২২।১১
২১১ ২	চাকলে বামনী জমি- দারী চাং বামনী ।	অংশ ...	হিসাব পৃথক হিঃ ।০ আনা ।	মেঃ পি, জে, ডেলনি গং নাবালগান পক্ষে মাতা অভি- ভাবক মিস এলেনা জে, ডেলনি সাহেবা ।	২৭৭৬৬	৫৫৬৬২
খাস মহাল টেনিউর —								
৬৭৫	চর উৎসব রায় মধ্য ২ নং গং মঃ ম্যাদি হাওলা নজুদলাল ।	৮৫৫.৫	সম্পূর্ণ	আবদুল হাকিম মিঞাজি গং ।	২৮।
৬৭৫	ঐ চর মধ্য ৩ নং গং মঃ ম্যাদি হাওলা ব্রজরাম মাঝি গং ।	৭২০।।০	ঐ	ব্রজরাম মাঝি গং	২৩।

LALIT KUMAR DAS,
Deputy Collector in charge.

জিলা বাকরগঞ্জ — জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকিসে ১৮৯৭ সনের লাগায়ত জুন কিস্তির বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সনের ২৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার তারিখে মোং বাং ১৩০৪ সনের ৯ আশ্বিন নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭। ২ আগস্ট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তোজিব নম্বর।	মহাল ও পবগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহা- লের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৬৭৭	ভালুক সৈয়দুল্লাহ খাঁ গং পং বোজরগো- মেদপুর।	এজমালী দা/১৫ গঙা অংশ নিলাম হইবে। অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী গং।	১০৪৩৫/৪	৬১/১ পাই।
৪৪৪৬	পদ্মা ওরফে রম- জানপুর পং কাশীম- পুর সেহলাপট্টী।	৫৩৮৩,	সম্পূর্ণ মহা- লের মালিকী অভ নিলাম হইবে।	হরকুমার সেন গং	২২৮,
৬২২২	চক কচুপাতরা পং চন্দ্রদ্বীপ।	৭৩২,	সম্পূর্ণ মহা- লের ভালুক- দারা স্বত্ব নিলাম হইবে	শশীকুমার বসু গং	৬০৮,
৪৬৪২	ভূমখালী মহাল অধীন ৪নং নিম হাওলা পং সৈদপুর।	৫৩৫/৩	সম্পূর্ণ নিম হাওলা নিলাম হইবে।	এরকামুদ্দিন গং	১১১৫০/০
ঐ	ভূমখালী মহাল অধীন ৬৮৮৪১২১৮ নং যোত।	৯০১,	সম্পূর্ণ যোত নিলাম হইবে।	যদন গং	৬০১,
৫২২২	চর কৃষ্ণপুরা মহাল অধীন ৮ নং গর- মকররি হাওলা পং জজীরা।	১০৬১০/১০	সম্পূর্ণ হাও- লা নিলাম হইবে।	কাশীচন্দ্র দাস গং	৮৪২৫/৩

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের
মিত্র স্বত্ব হিলাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

B. BELL,
Offg. Collector.

জেলা বর্ধমান । - নিলামি বিজ্ঞাপন ।

এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বর্ধমান জেলার অসংপাতি নিম্নলিখিত মহলে গবর্নমেন্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত বর্ধমান জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৭ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখ মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ৯ আশ্বিন তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক ।

খরিদারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে ।—

নিলামের সর্ত্ত ;—

প্রথম । নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্বোপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে । এই মহালের খরিদারকে ইহার মালিকস্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে তাহা চিরস্থ রূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্নমেন্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদারের প্রতি পর্যাপ্ত হইবে ।

দ্বিতীয় । চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্য্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণে যে সকল পাট্টা বর্ত্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভিনিউ কার্য্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদারগণ বাধ্য হইবে ।

তৃতীয় । নিলামি মূল্য ১০০ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাত্ দিতে হইবে ।

চতুর্থ । নিলামি মূল্য ১০০ টাকার উক্ত হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাত্ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পক্ষ উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়কারি খরিদারের দায়িত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে ।

ক্রমিক নম্বর ।	মহাল ও পর্বগণ্য নাম ।	একবেলা হিসাবে যত- দূর জানা য়া ভূমির অনুমানিক পরিমাণ ।	গবর্নমেন্টের বাজস্ব যাহ ধার্য্য হইয়াছে ।	মন্তব্য ।
		একর কড পোঃ	টাঃ আঃ পাই ।	
৬৪৪৮	কালু এক দিঃ পং মজাফরসাহি	৯ ২ ২	৪৮ ৯ ৯	
৬৪৪৯	কজলা দিঃ পং বর্ধমান	৭ ১ ১৮	৩৩ ১ ৩	
৬৪৫৪	বটগ্রাম দিঃ পং মজাফরসাহি	৫ ২ ২	২৮ ৫ ৩	
৬৪৫০	উচালন পং সমরসাহি	৫ ৩ ৩৯	২৭ ১১ ৬	
৬৪৫৩	কৃষ্ণপুর ওরফে কামালপুর পং ঞাণ্ডঘোষ	৬ ১ ২২	৩৬ ১ ৬	
৬৪৫১	বুলচন্দ্রপুর পং সমরসাহি	৭ ১ ২২	৩৭ ১১ ৬	
৬৪৫২	নিগোন পং ঞাণ্ড	৭ ২ ৩৬	৫২ ১১ ০	
৭৩	ডফরপুর পং অগ্নিকা	৪ ৩ ১৫	১৭ ১ ৩	
৬৩২০	পাঁচরখী পং জাহাঙ্গিরাবাদ	৪ ০ ১৭	১৫ ১ ৬	
৬৪৯৪	কোঙারডিহি পং সেরগড়	০ ৩ ৩৯	১ ৯ ৩	
৬৪৯৭	কোঙারডিহি পং সেরগড়	০ ০ ১৮	০ ০ ০	
৬৫২৪	কোঙারডিহি পং সেরগড়	০ ২ ৯	২ ১১ ৬	
৩১২৬	কোঙারডিহি পং সেরগড়	০ ০ ৯	০ ০ ০	
৩৫২৭	কোঙারডিহি পং সেরগড়	০ ০ ২২	০ ০ ০	
৩৫৩৭	কোঙারডিহি পং সেরগড়	০ ০ ৯	০ ০ ০	
৩৫৪৪	কোঙারডিহি পং সেরগড়	০ ০ ৭	০ ০ ০	
৩৫১৩	কোঙারডিহি পং সেরগড়	০ ০ ৩২ ^১ / _২	১ ০ ০	

কালেক্টরের কাছারি
জেলা বর্ধমান
তারিখ ২১ আগস্ট ১৮৯৭

C. FISHER,
Collector.

জিলা ২৪ পরগণা।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে নিম্নলিখিত জমিদারি মহালাতের সম ১৮৯৭ সালের জুন কিস্তির রাজস্ব ২৮ জুন সূর্যাস্ত পর্যন্ত দাখিল না হওয়ায় ঐ সমস্ত মহাল সন ১৮৯৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে জেলা ২৪ পরগণার কালেক্টরিতে বেওজর নিলামে ধরা যাইবেক।

প্রথম শ্রেণীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহাল।—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক্রমিক নম্বর।	ভৌমিক নম্বর।	পরগণা ও মহালের নাম।	পূর্বা মহাল লেন সদর জমা।	পূর্বা মহাল বিক্রয় হইবে কিনা।	যদি একটি অংশ বিক্রয় হয় সেই অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি নিলাম হইবেক তাহার মালিকের নাম।	যদি একটি অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার সদর জমা।	যদি পূর্বা মহাল বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকি পরিমাণ।	যদি অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকি পরিমাণ।
১	১	পং মাস্তুরা কিং চেতলা দিং।	৫৪২২৬২	...	শ্রীপুর ও বাগেরখোল ও রাজু মোল্লার চক ও মোজার প্রত্যেক মোজায় ১০ আনা বাদে অবশিষ্ট ১০ আনা ও অন্যান্য সমস্ত মোজা।	হরিশচন্দ্র রায় ...	৫০১৫৬/২	১৮১/১১১।
২	৩৬	পং মাস্তুরা কিং ধাপামানপুর।	২০৭৮ ১৩৪- ^১ / _২	...	৬২৬৭ ^২ / _৩ দস্তি স্বতন্ত্র হিসাব বাদে অবশিষ্ট ৩১৭ ^১ / _৩ দস্তি।	বাকিবহারি লাল মণ্ডল দিং।	৬৬৭১১৮	৬৯১/৫।
৩	৫৩	পং মাস্তুরা কিং রামেশ্বরপুর দিং।	৩১৯৬/৫	...	আলিপুর দিং ১৪ মোজার প্রত্যেক মোজায় ১৬ যোল চক্রবেড়ে দিং মোজার প্রত্যেক মোজায় ১/১৯—ক্রান্তী ও রামেশ্বরপুর মোজায় ৬/১৩২ কাগ অংশ।	ঐ	২১৬২১৩।	১৯১/৪
৪	৮৫	পং মাস্তুরা কিং আবগাছিয়া দিং।	২৮৪৬৭ ৭	...	৩ মোজা বাদে অবশিষ্ট ১০ মোজার ৭ মোজায় ১৬ যোল আনা চক কাঠালিয়া মোজায় ১১/০ আনা ও বাবনপুর ও নোনা মোজায় ৬/৮। অংশ।	জগৎচন্দ্র রায় চৌধুরী	৮৬১১১/১০	৮৬১/২
৫	৩১৪	পং হু জাগাছা কিং হরিনারায়ণপুর।	১২২১২ ৬/৪১।	...	১/১৪। = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ১/১৯৬/৫।—ক্রান্তী।	রাজেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী দিং।	৬৩৫৩৬৪	৫১১/৩।
৬	৩৪১। ৯	পং হু দিং কিং রায়পুর।	৬৭৪২ ১১- ^১ / _২	...	৬/৬। = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৬/১৩।—ক্রান্তী।	বাকি বিহারি লাল মণ্ডল।	১১২৩৬০	৮০/১

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ভৌগিক নম্বর।	পরিগণা ও মহালের নাম।	পূর্বা মহালের সদর জমা।	পূর্বা মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	যদি একটি অংশ বিক্রয় হয় তবে সেই অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি নিলাম হইবে তাহার মালিকের নাম।	যদি একটি অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার সদর জমা।	যদি পূর্বা মহাল বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ।	যদি অংশ বিক্রয় ক বতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ।	
৭৩২২	পং আজিমাবাদ কিং হুদা জয়-চণ্ডিপুর।	৮৩১৩।৮	...	৬/৬। = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৯/১৩ - ক্রান্তী।	সারদা দাসী ...	১৩৮৫।/২	৬৬/১০৬	
৮৩২২। ৪	পং আজিমাবাদ কিং হুদা জয়-চণ্ডিপুর।	৮৩১৩।৮	..	৬/৬। = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৯/১৩ - ক্রান্তী।	বাঁকেবিহারিলাল মণ্ডল।	১৩৮৫।/৪	৯৯।/১	
৯৪০৩	পং আজিমাবাদ কিং পাথর বেড়িয়া দিং।	৫১৪৩।৩	...	১।/১৪। = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ১০/৫। - ক্রান্তী।	ব্রজেন্দ্রনাথ রায় দিং।	২০১৪।/৬৬	৩২।৪।	
১০১৩৪। ৫	পং ময়দা কিং বাঁটরা।	১৪৩৮। ১০৪	...	৬।/৬ - ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ১/৩৬ = ক্রান্তী।	সুরেন্দ্র নাথ দত্ত	২৯৩২।/৪	১৮০।/৬	
১২০৩৬	পং উখড়া কিং দাতারি।	৫৪৭।/৪	পূর্বা মহাল।	সারদা চরণ দত্ত দিং।	১৩।/৮	
১২২১৬৬	পং উখড়া কিং পাটডাঙ্গা।	৫৫০৬।/০	ঐ	বীরেশ্বর দে দিং	১৭।/২	

CHUNDER NARAIN SINGH,
For Collector.

জিলা মুরশিদাবাদ।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৯৭ সালের জুন কিস্তির বাকির জন্য।—

১৮৯৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর মোং ১৩০৪ সালের ১৩ আশ্বিন তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌগিক নম্বর।	মহাল ও পরিগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ-মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ-মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৪৫৩	চর হেতানী থানা বড়ুয়া।	৭৪৯।/০	সমুদয়	ধনেশ প্রকাশ গাঙ্গুলী সাং কলিকাতা নং ৯ প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের ফাঁট।	১৮৭।

OPENDRA CHUNDRAN MOHAMMAD,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

ইত্তাহার নামা কাছারী কাশেমুদৌরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইহাঙ্গারী সংবাদ দেওমা যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকাদির ১৮৯৭ ইংরেজী ২৫শে মেই সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাকি পড়া ঋজানা ছেহু আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ ইংরেজী ২১ অক্টোবর মোতাবেক ১৩০৪ বাঙ্গালী ৫ কাস্তিক রোজ রহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে, ইতি ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১ সেপ্টেম্বর।

তাঙ্গকের নম্বর।	খান., মৌজা ও তাঙ্গকের নাম।	মালীকের নাম	সদব জমা।		বাকী।		মন্তব্য।	
			খ. জ. না।	ছেহু।	খাজানা।	ছেহু।		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	
১ ৪০১	খানা সাতকাণিয়া হাল বাস. খালী মৌজে ছোট ছহুয়া মহল নয়বাদ তাং ছোট ছহুয়া।	বাবু যোগেশ চন্দ্র রায় ফেট পক্ষ রায় কৈলাস চন্দ্র দাস বাহাদুর জেনেরল ম্যানেজার।	২২৭৩)	৪২৬০/৬	৮৩৪।০	১০২(২	২৩৬।৯	১৮৯৪।৯৫ হইতে ২২৪৩) ১৮৯৭।৯৮ ইস্তক ১৮৯৮।৯৯ হইতে ৩৩৬.০ ১৯০৩।০৪ ইস্তক ১৯০৪।০৫ হইতে ৩৪৩৬) ১৯১৩।১৪ ইস্তক ১৯১৪।১৫ হইতে ৩৫৭৪।।০ ১৯২৫ ইস্তক
৩ ৪০২	খানা সাতকাণিয়া হাল বাস. খালী মৌজে পুইছরী মহাল নয়বাদ তাং কুঞ্চরঞ্জিত।	গোলোক চন্দ্র সিকদার পিং রামসেবক সিকার সাং কলাউজান।	৬৯৬৬০	৭৮।।০/৬	৭২।০/৬	৭২।০/৬
৪ ৪০৩	খানা সাতকাণিয়া হাল বাস. খালী মৌজে পুইছরী মহাল নয়বাদ তাং মোবারেক আলী বক্স আলী।	আনোয়ার আলী পিং বক্স আলী ও হামিদ উল্লা চৌঃ স্বয়ং ও নাবালক আতা হৈয়দ উল্লা. আজমল্লা ভগ্নি হৈয়দমিছা, জমিলা খাতুনের পক্ষে হিং আজ মল্লা খাঁ, মতিয়র রহমান স্বয়ং ও নাবালক এজাহার মিঞার পক্ষে হিং।	১৯৩৬)	২৭৫।৬	১৪৭৪।।০	১৮৬।/৬	১৫৬.০৬/৬	১৮৯৫।৯৬ হইতে ১৯৬৬) ১৯০০।০১ ইস্তক ১৯০১।০২ ইস্তক ২৯৪৯) ১৯০২।০৩ হইতে ৩১২০) ১৯২৫ ইস্তক

২০	খানা সাতকানিয়া হাল বাস- খালী মৌজে চাহল মহাল নয়াবাদ তাং তাজমিছা চৌং ।	ফজর আলী পিং মম্বর আলী চৌং সাং তৈলার- দ্বীপ ।	১৬৩৭)	১৬১১/৬	১৬৩১/২
৬২ ৪৭৭	খানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে চাহল মহাল নয়াবাদ তাং আবদুল মজিদ ।	নেজামত আলী পিং মাহাং রফি সাং বারখাইন ...	৫৩১৬/০	৬৫১/০	৪৮১
৫২৮৮ ৪৫৬৬	খানা সাতকানিয়া মৌজে চুড়াঘনি মহাল নয়াবাদ তাং মহেশ চন্দ্র, চৈতন্যচরণ ।	রাজচন্দ্র সেন পিং রাজকিশোর সেন ও বংশীমোহন সেনের পক্ষে ও হুরেন্দ্র বিজয় রায় কেট পক্ষে রায় কৈলাস চন্দ্র দাস বাহাদুর জেনেরল ম্যানেকজার ।	৫১১৫/০	৭১০	১৬৩৬/২

J. PHILLIMORE,
Offg. Collector.

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 3rd September 1897.

জেলা করিদপুর।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে করিদপুর জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১১টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ১৮৯৭। ১০ আগস্ট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌলির নম্বর।	মহাল ও পবগণাব নাম।	সম্পূর্ণ মহা- লেব সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৫০	পং কাশীম নগর মহাল পঞ্চাশ হাজারী।	৩৮৯২	ষোলআনা	ঈশ্বরচন্দ্র সাহা গয়- রহ।	৫০১৩
৬৫১৮	পং হাবেলী তপ্পা মামুদপুর সোল- পুরের অতিরিক্ত মহাল।	১০৪৭	ঐ	প্রসন্নকুমার সেন	২৬১

টীকা।—যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘবে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের
নিমিত্ত অত্র হিসাব বাধা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

J. H. TEMPLE,
Collector.

ইস্তাহার নামা কাছারী কালেক্টরী জেলা চট্টগ্রাম।

ইহার দ্বারা জানান যাইতেছে যে এই কাছারী সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তালুকাদির ১৮৯৭ ইং সনের ২৫শে মেই শেষ তারিখের বাকী পড়া খাজানা ও ছেচ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মানুসারে ১৮৯৭ ইং সনের ২০ অক্টোবর মোতাবেক ১৩০৪ বাৎ সনের ৪ কার্তিক রোজ বুধবার .জেলা চট্টগ্রাম কালেক্টর কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইং তারিখ ২৪ আগষ্ট।

নম্বর ও মহাল।		খানা, মৌজা ও মহালের নাম।	মালিকের নাম।	বার্ষিক জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
১নং বেং নম্বর।	তালুকের নম্বর।			খাজানা।	ছেচ।	খাজানা।	ছেচ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮৫	১২১	খানা রামু মৌজে খুরুলিয়া মহাল নয়াবাদ তালুক খএরুল্লা।	হার্বান আলী চৌধুরি পিং মাহামুদ হারি সিকদার সাকিন পা তলী মাছুয়াখালী।	৬৭৬৯	৬৯৬০	২৫৩১/৩	২৩১০	১৮৯৬১৭ ইং স- স্পূর্ণ বাকি। ৬৭৬৯ ৬৯৬০ ২৩০/৩ ২৩১	১০২৩/৩
৮৬	১২২	খানা রামু মৌজে খুরুলিয়া মহাল নয়াবাদ তালুক বকুসালি।	মহব্বত আলী চৌধুরি পিং আজগর আলী চৌধুরি সাং জলদি।	৬৮৮১/	৯২১৬	২৫৮২/৩	৩০৬/৬	২৮৯/৯	
১২১	১৬৫	খানা রামু মৌজে উত্তর মিঠাছড়ি মহাল নয়াবাদ তালুক রস্তুম আলী।	আমির বাহু চৌধুরীয়া মেহের নিছা চৌধুরিয়া আহালিয়ে না-জির আলী চৌং সাং উত্তর মিঠাছড়ী ওগয়-রহ।	১০৭১০	১২২/	৪০১৬০	৪০১১/০	৪৪২১/০	
১৭৭	২৩৭	খানা রামু মৌজে খুটা খালী মহাল নয়াবাদ তালুক মোবারক আলী।	জামিলা খাতুন আহা লিয়ে মৌলবি আজ-মল্লা খাঁ সাং হারবাল।	৮৫৮৬	১০১/০	২১৫	৩৩৬০	২৪৮৬/৩	
১৮৮	২৫০	খানা রামু মৌজে ভারুয়া-খালী মহাল নয়াবাদ তালুক মাহামুদ রাজা।	মৌলবী মহব্বতালী ও ছৈয়দ আলী পিং আনয়ার আলী চৌং সাং পাতলী মাছুয়া-খালী ওগয়রহ।	৫৫০১০	১৪১৬/৬	১৩৭১/০	৪৭১/০	১৮৪১/০	
২৭২	২৭৪	খানা চকরিয়া মৌজে ভেওলামাণিকচর মহাল নয়াবাদ তালুক বিবি শ্রাক।	আসমত আলী জাহা-বক্স পিং মাগন আলী সাং হরিণা থানা সাতকানিয়া।	১৫৩৯	১৬৮১/০	৫৭৭	৫৬৬/০	৬৩৩/০	
২৮০	২৮৩	খানা চকরিয়া মৌজে সিলখালি মহাল নয়াবাদ তালুক বিবি শ্রাক।	গোলনেছ নিছা, বল-কিচ বিবি নাবালকা কন্যা ও সেখ মাহা-মুদ কালু চৌং সাং জলদি ওগয়রহ।	৭৯৬১/০	৯১১৬	২৯৮১/৯	৩০১/১	১৮৯৬ ইং সেপ্টে- ম্বর, ডিসেম্বর কিস্তীর বাকি। ৪০৬৬০/৩ ৩০১০ ৭০৫১১/৬ ৬৫/১০	৭৬৬১/১০
২৮৮	৭৮১৫০৮ ৪৬৪১৫৬০	খানা চকরিয়া মৌজে টেটং মহাল নয়াবাদ তালুক হরিদাস বহ-দার।	এসাদ আলী চৌং পিং সেখ মাহামুদ জমা সাং তৈলারদ্বীপ থানা বাঁশখালী।	৭৬৩	১৯১১/৬	১৮১	৬৩৬/০	২৪৪৬/০	

জিলা বর্ধমান।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বর্ধমান জিলার অন্তর্গত নিম্ন-লিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সালের মার্চ কিস্তির বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১২টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তোড়ির নম্বর।	মহাল ও পবনগণ্য নাম।	সম্পূর্ণ মহা- লের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশের বা ঐ অংশের বি- শেষ বিবরণ। উল্লি- খিত অংশ ব্যতীত অন্যান্য অংশ বিক্রয় হইবে না।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৬২	পলশোনা পং খেঞা	৭৪০০১১/১১	এই মহালে ২,৩, ৪ ও ৫ নং পৃথক হিসাবের মহাল বাদে ১নং পৃথক হিসাবের মহাল নিলাম হইবে মূল মহাল ও বাকি পড়িয়াছে তাহার নিলাম জন্য পৃথক ইস্তাহার দে ওয়া গেল।	আশুতোষ চন্দ্র দিঃ	৯২৫/৬	৩১৮৬৯
৬২	পলশোনা পং খেঞা	৭৪০০১১/১১	এই মহালে ২,৩, ৪ ও ৫ নং পৃথক হিসাবের মহাল বাদে মূল মহাল নিলাম হইবে ১ নং পৃথক হিসাবও বাকি পড়িয়াছে তা- হার নিলাম জন্য পৃথক ইস্তাহার দেও- য়া গেল।	আশুতোষ চন্দ্র দিঃ	২৫১৮/৭	৮৬১৬/৫

টীকা।—যে ক্ষেত্রে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ধরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই ক্ষেত্রে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের
নিমিত্ত খসড়া হিসাব বাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

BEJOY K. BOSE,
Deputy Collector in Charge,
For Collector on tour.

জিলা নদীয়া।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নদীয়া জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য-যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৬৭	ভৌজি মহাল হুবরা পরগণে পাজনোর।	১৯৪১৩৯/১	১৬৭১২ নং ভৌজি হুবরা /১৪১৩৬১/০ এক আনা চৌদ্দ গণ্ডা এক কড়া ষোল তিল দুই কড়ার তিল দুই কাগ তিন রকম অংশ কেবল অংশমাত্র বিক্রয় হইবে সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবেক না।	সারদাপ্রসাদ সুর ভবানীপ্রসাদ সুর তারিণীপ্রসাদ সুর দিগর।	২০০৬৬৩	৭১০ সার্টিফিকেটের বাকী।

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘবে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

W. MAXWELL,
For Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking six pounds at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, Rs. 2 ans. 8; per eight-ounce tin, Rs. 5; per pound tin, Rs. 10. The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, for cash only, at the undernoted rates: per four-ounce tin, Rs. 3; per eight-ounce tin, Rs. 6; per pound tin, Rs. 12. This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 oz. tin, eight annas per 8 oz. tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

ক্রম্ব সিন্‌কোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিক্যাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট গবর্ণ-
মেন্টের কর্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রম্ব করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে
ক্রম্ব সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ২।।০ টাকায়, আট ওন্স টিন ৫. টাকায় ও এক পৌণ্ড
টিন ১০. টাকায় পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট নগদ মূল্য
দিলে এই হিসাবে অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ৩. টাকায়, আট ওন্স টিন ৬. টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন
১২. টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রয়গণও এই
ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার চাড়া চারি ওন্স টিনের ১০, আট ওন্স টিনের ১০
ও এক পৌণ্ড টিনের ১০ চাক মাহুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন ১৮, বা ডাক মাশুল সমেত ১৮৬০

৥ আধ ” ” ৯, ” ” ” ” ৯৥০

১ শিকি ” ” ৪৥০ ” ” ” ” ৫)

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনাডাইন নামক অপকৃষ্ট দ্রব্যের সহিত ইচ্ছাপূর্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mufussal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	”
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	”
Postage	1	0	0	”
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufussal, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER.

Offa. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অর্থাৎ নিম্ন-
সহকারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে	টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর ১০৮
ডাকমাশুল	” ২৥০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ- দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	” ৪)
ডাকমাশুল	” ১)
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	” ১০
ডাকমাশুল	” ১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	” ১০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি তার একই আনা।
ডাকমাশুল	” ১০

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের এক্টিং ছোট সেক্রেটারী।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A., in two Volumes. Price Rs. 24 : packing and postage Re. 1-12.

••• The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced student only, yet as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT., GOVT. PRINTING, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

NOTICE.

In continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

11th December 1882.

NOTE.—Rates of advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

Full page, per issue	Rs.
Half "	20
Casual advertisement---	1 annas per line.			10

বিজ্ঞাপন ।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই গর্হের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল ।

গবর্নমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্নমেন্ট কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল ।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কোণ্টানের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন বেগন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না ।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কোন্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে ।

সি, ডবলিউ বণ্টন,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর ।

মন্তব্য ।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই২ ।—

পূর্বা এক পৃষ্ঠা এক২ বার প্রকাশ করণের	টাকা
আধ পৃষ্ঠা	২০
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক২ পৃষ্ঠা	১০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্ঠার-আট-লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত বর্ধমানের ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, কিমড, এম, এ, ও.এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজা বিষয়ক আইন সংহিতা।

একং ধানি পুস্তকের মূল্য, ৫, পাঁচ টাকা।

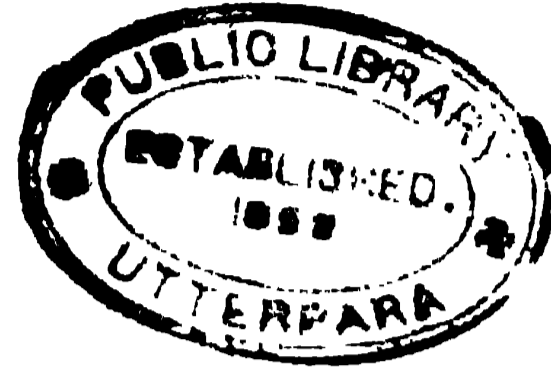
কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্টাণ্টের নিকট একং ধানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন। যতব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রানেড ওয়েস্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজি-স্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্নমেন্ট প্রেসে, থাকার স্প্রিন্ট কোম্পানির ধাটিতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্নমেন্টের জন্য শ্রীযুত জেমস পেটী সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, SEPTEMBER 21, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২১ সেপ্টেম্বর।

CONTENTS.

	Page.	মির্ষট।	
PART I.—Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India	<i>Nil.</i>	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ...	পৃষ্ঠা। নাই।
PART II.—Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal	<i>Nil.</i>	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ...	নাই।
PART IIA.—Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal	81—83	দ্বিতীয় ক খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আদেশ ...	৮১—৮৩
PART III.—Acts of the Legislative Council of India	<i>Nil.</i>	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	<i>Nil.</i>	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council	<i>Nil.</i>	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council	<i>Nil.</i>	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART VII.—Circular Orders by the High Court and Board of Revenue	<i>Nil.</i>	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র ...	নাই।
PART VIII.—Advertisements	473—487	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রভৃতি ...	৪৭৩—৪৮৭
SUPPLEMENT	<i>Nil.</i>	পরিশিষ্ট গবর্ণমেণ্টের গেজেট ...	নাই।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আদেশ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 487 T.M.—The 6th September 1897.—Whereas a notification No. 2442M., dated the 30th April 1897, was published at page 112, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 5th May 1897, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of section 260 of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as amended by Bengal Acts IV of 1894 and II of 1896, to the Netrokona Municipality, in the district of Mymensingh, and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 221 of the Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Netrokona Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the above provisions of the Municipal Act to the said Municipality.

C. E. A. W. OLDHAM,

Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

No. 622 T.M.—The 11th September 1897.—Whereas a Notification No. 821M., dated the 13th February 1897, was published at page 46, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 17th idem, sanctioning the extension of the provisions of Part IX of the Bengal Municipal Act III of 1884, as amended by Acts IV of 1894 and II of 1896, to the Baruipur Municipality in the district of the 24-Parganas, and whereas the Municipal Commissioners resolved, under Section 222 of the Act, to bring the provisions of Part IX into operation within the Municipality, with effect from the 1st April 1898, thus exceeding the limit of time fixed by the proviso to the aforesaid Section, it is therefore necessary to renew the sanction then accorded. It is accordingly notified, for general information, that in the exercise of the powers vested in the Local Government by Section 221 of the Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Baruipur Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the said part of the Municipal Act to the above Municipality.

C. E. A. W. OLDHAM,

Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

মুন্সিপল ও স্থানীয় ।

বিজ্ঞাপন ।

৪৮৭ টি, এম, নম্বর ।—১৮৯৭ সাল ৬ সেপ্টেম্বর ।—ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত নেত্রকোণা মুন্সিপালিটিতে ১৮৯৭ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন ও ১৮৯৬ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের মুন্সিপালিটি বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ২৬০ ধারার বিধান প্রচলিত করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ৩০ আপ্রিল তারিখের ২৪৪২ এম, নং এক বিজ্ঞাপন ১৮৯৭ সালের মে মাসের ৫ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১B খণ্ডের ১১২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থ্যে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রতি উক্ত আইনের ২২১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া এবং নেত্রকোণা মুন্সিপালিটির সভাগত কমিশনরদের অনুরোধক্রমে মুন্সিপল আইনের উক্ত বিধান উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রচলিত করিবার অমুমতি দিলেন ।

সি, ই, এ, ডবলিউ, ওল্ডহ্যাম,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের এক্টিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

৬২২ টি, এম, নম্বর ।—১৮৯৭ সাল ১১ সেপ্টেম্বর ।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত বারুইপুর মুন্সিপালিটিতে ১৮৯৪ সালের ৪ আইন ও ১৮৯৬ সালের ২ আইন দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের মুন্সিপালিটি বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের নবম পরিচ্ছেদের বিধান প্রচলিত করণার্থে ১৮৯৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৮২১ এম, নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১৭ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১B খণ্ডের ৪৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও এবং মুন্সিপল কমিশনরেরা উক্ত আইনের ২২২ ধারামতে ১৮৯৮ সালের ১ আপ্রিল হইতে উক্ত মুন্সিপালিটিতে নবম পরিচ্ছেদের বিধান প্রচলিত করিবার জন্যে কল্পনা করা প্রযুক্ত উক্ত ধারার নিয়ম বিধির নিরূপিত কাল অতিক্রম হওয়ায় তৎকালে প্রদত্ত অমুমতি নুতন করিয়া দেওয়া আরশ্যক হওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থ্যে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রতি উক্ত আইনের ২২১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া এবং বারুইপুর মুন্সিপালিটির সভাগত কমিশনরদের অনুরোধক্রমে মুন্সিপল আইনের উক্ত পরিচ্ছেদ উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রচলিত করিবার অমুমতি দিলেন ।

সি, ই, এ, ডবলিউ ওল্ডহ্যাম,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের এক্টিং সেক্রেটারী ।





গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, SEPTEMBER 21, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২১ সেপ্টেম্বর।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইং তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS.

ভূমিবিষয়ক ইত্তাহার।

জিলা বীরভূম।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বীরভূম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌমিক নম্বর।	মহাল ও পর্বগণা নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদব জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদব জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১০১ নং	হেঁককা, পরগণা আকবরসাহি থানা মোড়েশ্বর।	১৫৫২৮/০	সম্পূর্ণ	ভোলানাথ ঘোষ দিগর।	৪১৬
১০২ নং	দাঁড়কা, পরগণা ইছাপুখুরিয়া থানা লাভপুর।	১৮০৩/০	এজমালি অংশ রকম ১৮১৯ গণ্ডা ২ দস্তা এই এজমালি অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	সতীশ চন্দ্র রায় দিগর।	২২৩১/১	৮৫৪ পাই।
১০৩ নং	ধম্মা, পরগণা খটকা থানা সিউড়ী।	১৩৮৩৮/০	এজমালি অংশ রকম ১১৯—১৫ ডিল এই এজমালি অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	গিরিশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।	৭৩২/০	৫১২
১০৪ নং	আকুনি পরগণা স্বরূপসিংহ থানা মোড়েশ্বর।	১৮৩২১/০	১৭০ নং পৃথক হিসাব কাজিপুর বাগবান্দিনী ও ভুড়ি গ্রাম মোজার রকম ষোল আনা এবং সাহাজাদপুর চক ও সাহাজাদপুর নওলাবাদ মোজার রকম ১/০ আনা এই পৃথক হিসাব ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিগর।	৫৭২১/০	২৯/০

টীকা।—যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘবে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের পৃথক হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও উপরি লিখিত অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।

REVENUE COLLECTORATE,
the 9th August 1897.

F. N. FISCHER,
Collector.

জিলা বর্ধমান।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারায়তে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বর্ধমান জিলায় অন্তর্গত নিম্ন-লিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের আকিসে ১৮৯৭ সালের মার্চ কিংসের বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনামুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১২টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
স্তৌত্রিক নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহা- লের লম্ব জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশের বা ঐ অংশের বি- শেষ বিবরণ। উল্লি- খিত অংশ ব্যতীত অন্যান্য অংশ বিক্রয় হইবে না।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের লম্ব জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৬২	পুলশোনা পং খেঞা	৭৪০০।।২/১১	এই মহালে ২,৩, ৪ ও ৫ নং পৃথক হিসাবের মহাল বাদে ১নং পৃথক হিসাবের মহাল নিলাম হইবে মূল মহাল ও বাকি পড়িয়াছে তাহার নিলাম জন্য পৃথক ইস্তাহার দে ওয়া গেল।	আশুতোষ চন্দ্র দিং	২২৫/৬	৩১৮৬৯
৬২	পুলশোনা পং খেঞা	৭৪০০।।২/১১	এই মহালে ২,৩, ৪ ও ৫ নং পৃথক হিসাবের মহাল বাদে মূল মহাল নিলাম হইবে ১ নং পৃথক হিসাবও বাকি পড়িয়াছে তা- হার নিলাম জন্য পৃথক ইস্তাহার দেও- য়া গেল।	আশুতোষ চন্দ্র দিং	২৫১৮/৭	৮৬১ ৬/৫

টীকা।—যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ যের কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের
নিমিত্ত পৃথক হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

BEJOY K. BOSE,
Deputy Collector in Charge,
For Collector on tour.

জিলা বাকরগঞ্জ।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকিসে ১৮৯৭ সনের লাগায়ত জুন কিস্তির বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সনের ২৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার তারিখে মোং বাং ১৩০৪ সনের ৯ আশ্বিন নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭। ২ আগস্ট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
জোতির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহা- লের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৬৭৭	তালুক সৈয়দুল্লাহ খাঁ গং পং বোজরগো- মেদপুর।	এজমালী দা/১৫ গঞ্জ অংশ নিলাম হইবে। অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	রুফকিশোর নিয়োগী গং।	১০৪৩৫/৪	৬১/১ পাই।
৪৫৪৬	পদ্মা ওরকে রম- জানপুর পং কাশীম পুর সেহলাপটী।	৫৩৮৩,	সম্পূর্ণ মহা- লের মালিকী স্বত্ব নিলাম হইবে।	হরকুমার সেন গং	২২৮)
৬২২২	চক কচুপাতরা পং চন্দ্রদ্বীপ।	৭৩২,	সম্পূর্ণ মহা- লের তালুক- দারী স্বত্ব নিলাম হইবে।	শশীকুমার বসু গং	৬০৮,
৪৬৪২	তুসখালী মহাল অধীন ৪নং নিম হাওলা পং সৈদপুর।	৫৩৫/৩	সম্পূর্ণ নিম হাওলা নিলাম হইবে।	এরফাউদ্দিন গং	১১১৫/০
ঐ	তুসখালা মহাল অধীন ৬৮৮৪১২১৮ নং ঘোত।	২০১,	সম্পূর্ণ ঘোত নিলাম হইবে।	মদন গং	৬০১,
৫২২২	চর রুফপুরা মহাল অধীন ৮ নং গর- মুকররি হাওলা পং জজীরা।	১০৬১০/১০	সম্পূর্ণ হাও- লা নিলাম হইবে।	কাশীচন্দ্র দাস গং	৮৪২৫/৩

টীকা।—যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনামতে ৫, ৭, ৯ নং যের কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের
নিমিত্ত যেতন হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

B. BELL,
Offg. Collector.

জেলা বর্ধমান ।- নিলামি বিজ্ঞাপন ।

এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহলে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত বর্ধমান জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৭ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখ মোতাবেক বাজলা ১৩০৪ সনের ৯ আশ্বিন তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক ।

খরিদারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে ।—

নিলামের সর্ত্ত ;—

প্রথম । নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্ব্বা-
পেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে । এই মহালের খরিদা-
রকে ইহার মালিকস্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে তাহা চিরস্থ রূপে গণ্য
হইয়া এই মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবে ।
দ্বিতীয় । চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্য্যের দ্বারা যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণে যে সকল
পাটা বর্ধমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভিনিউ কার্য্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত
হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাজা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার
করিতে খরিদারগণ বাধ্য হইবে ।

তৃতীয় । নিলামি মূল্য ১০০ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাত্ দিতে হইবে ।

চতুর্থ । নিলামি মূল্য ১০০ টাকার উক্ত হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাত্
দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের
মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পক্ষ উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে
তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে
(যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার
ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অন্যদায়কারি খরিদারের দায়িত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে ।

ক্রমিক নম্বর ।	মহাল ও পরগণার নাম ।	একরের দুই ভাগ। যাঃ ভূমির অনুমানিক পরিমাণ ।	গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব যাঃ ধার্য্য হইয়াছে ।	মন্তব্য ।
		একর কড পোঃ ।	টাঃ আঃ পাই ।	
৬৪৪৮	কালু ওক দিঃ পং মজাফরসাহি	৯ ২ ২	৪৮ ৮ ৯	
৬৪৪৯	কজলা দিঃ পং বর্ধমান	১ ১ ১৮	৩৩ ১ ৩	
৬৪৫৪	বটগ্রাম দিঃ পং মজাফরসাহি	৫ ২ ২	২৮ ৫ ৩	
৬৪৫০	উচালন পং সমরসাহি	৫ ৩ ৩৯	২৭ ১১ ৬	
৬৪৫৩	কৃষ্ণপুর ওরফে কামাসপুর পং ঝণ্ডঘোষ	৬ ১ ২২	৩৬ ১ ৬	
৬৪৫১	বুলচন্দ্রপুর পং সমরসাহি	৭ ১ ২২	৩৭ ১১ ৬	
৬৪৫২	নিগোন পং ঝণ্ডা	৭ ২ ৩৬	৫২ ১১ ০	
৭৩	ডকরপুর পং অধিকা	৪ ৩ ১৬	১৭ ১ ৩	
৬৩২০	পাঁচরখী পং জাহাঙ্গিরাবাদ	৪ ০ ১৭	১৫ ১ ৬	
৬৪২৪	কোঙারডিহি পং সেরগড়	০ ৩ ৩৯	১ ৮ ৩	
৬৪২৭	কোঙারডিহি পং সেরগড়	০ ০ ১৮	০ ০ ০	
৬৪২৪	কোঙারডিহি পং সেরগড়	০ ২ ৯	২ ১১ ৬	
৬৪২৬	কোঙারডিহি পং সেরগড়	০ ০ ২৯	০ ০ ০	
৬৪২৭	কোঙারডিহি পং সেরগড়	০ ০ ২২	০ ০ ০	
৬৪৩৭	কোঙারডিহি পং সেরগড়	০ ০ ৯	০ ০ ০	
৬৪৪৪	কোঙারডিহি পং সেরগড়	০ ০ ৭	০ ০ ০	
৬৪৫৩	কোঙারডিহি পং সেরগড়	০ ০ ৩২ ½	১) ০ ০	

কালেক্টরের কাছারি
জেলা বর্ধমান
তারিখ ২১ আগস্ট ১৮৯৭

C. FISHER,
Collector.

জিলা ২৪ পরগণা।

১৮৯২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সর্কসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে নিম্নলিখিত জমিদারি মহালাতের সম ১৮৯৭ সালের জুন কিস্তির রাজস্ব ২৮ জুন সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত দাখিল না হওয়ায় ঐ সমস্ত মহাল সম ১৮৯৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে জেলা ২৪ পরগণার কালেক্টরিতে বেঞ্জর নিলামে ধরা যাইবেক।

প্রথম শ্রেণীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহাল।—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক্রমিক নম্বর।	ভৌমিক নম্বর।	পরগণা ও মহালের নাম।	পুরা মহালের সদর লক্ষ্য।	পুরা মহাল বিক্রয় হইবে কিনা।	যদি একটী অংশ বিক্রয় হয় তবে সেই অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি নিলাম হইবেক তাহার মালিকের নাম।	যদি একটী অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার সদর লক্ষ্য।	যদি পুরা মহাল বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ।	যদি অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ।
১	১	পং মাজুরা, কিং চেতলা দিং।	৫৪২২৫২	...	শ্রীপুর ও বাগেরখোল ও রাজু মোল্লার চক ৩ মৌজার প্রত্যেক মৌজায় ১০ আনা বাদে অবশিষ্ট ১০ আনা ও অন্যান্য সমস্ত মৌজা।	হরিশচন্দ্র রায় ...	৫০১৫৫/২	১৮১/১১১
২	৩৬	পং মাজুরা কিং ধাপায়ানপুর।	২৭৭৮ ১২৪ ১/২	...	৫২৫৭ ^২ / _৩ দস্তি স্বতন্ত্র হিসাব বাদে অবশিষ্ট ১১৭ ^১ / _৩ দস্তি।	বাকবিহারি লাল মণ্ডল দিং।	৬৬৭১১৮	৬৯১/৫
৩	৫৩	পং মাজুরা কিং রামেশ্বরপুর দিং।	৩১৯৬/৫	...	আলিপুর দিং ১৪ মৌজার প্রত্যেক মৌজায় ১৬ ষোল আনা চক্রবেড়ে দিং ৪ মৌজার প্রত্যেক মৌজায় ১১/১১—ক্রান্তী ও রামেশ্বরপুর মৌজায় ৫/১৩ ^২ কাগ অংশ।	ঐ	২১৬২/১৩১	১৯১/৪
৪	৮৫	পং মাজুরা কিং আবগাছিয়া দিং।	৯৮৪৫/৭	...	৩ মৌজা বাদে অবশিষ্ট ১০ মৌজার ৭ মৌজায় ১৬ ষোল আনা চক কাঠালিয়া মৌজায় ১১/০ আনা ও বাবনপুর ও নোনা মৌজায় ৫/১৮১ অংশ।	জগৎচন্দ্র রায় চৌধুরী	৮৬১১১/১০	৮৬১/২
৫	৩১৪	পং যুডাগাছা কিং হরিনারায়ণপুর।	১২২১২ ৫/৪	...	১১/১৪১ = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ১০১৯৫/৫—ক্রান্তী।	রাজেশ্বর নাথ রায় চৌধুরী দিং।	৬৩৫৩৫৪	৫১১/৩১
৬	৩২১ ৯	পং যড দিং কিং রায়পুর।	৬৭৪২ ১/২	...	৫/৬১ = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৯১৩১—ক্রান্তী।	বাকবিহারি লাল মণ্ডল।	১১২৩৫০	৮০/১

ক্রমিক নম্বর	ভৌমিক নম্বর	পরগণা ও মহালের নাম	পুরা মহালের সদর জমা	পুরা মহাল বিক্রয় হইবে কিনা	যদি একটি অংশ বিক্রয় হয় তবে সেই অংশের বিশেষ বিবরণ	যে সম্পত্তি মিনাম হইবেক তাহার মালিকের নাম	যদি একটি অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার সদর জমা	যদি পুরা মহাল বিক্রয় কবিতে হয় তাহার মালিকের নাম	যদি অংশ বিক্রয় কবিতে হয় তাহার মালিকের নাম
৭৩৯২		পং আজিমাবাদ কিং হদা জম-চণ্ডিপুর।	৮৩১৩।৮	...	৮/৬৥ = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৮/১৩-ক্রান্তী।	সারদা দাসী ...	১৩৮৫।/২	৬৮।১০৬
৮৩৯২।	৪	পং আজিমাবাদ কিং হদা জম-চণ্ডিপুর।	৮৩১৩।৮	...	৮/৬৥ = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৮/১৩-ক্রান্তী।	বাকিবিহারিলাল মণ্ডল।	১৩৮৫।/৪	৯৯।৩১
৯৪০৩		পং আজিমাবাদ কিং পাথর বেড়িয়া দিং।	৫১৪৩।৩	...	১।/১৪। = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ১/৫।-ক্রান্তী।	ব্রজেশ্বরনাথ রায় দিং।	২০১৪।৮/৬৮	৩২।৪।
১০১৫৩৪।	৫	পং ময়দা কিং বাঁটরা।	১৪৬৮।১	...	৮/১৬-ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৮/৩৮ = ক্রান্তী।	সুরেশ্বর নাথ দত্ত	২৯৩২।/৪	১৮০৮।/৬
১১২০৩৬		পং উখড়া কিং দাতানি।	৫৪৭।/৮	পুরা মহাল।	সারদাচরণ দত্ত দিং।	১৩।/৮
১২২১৬৬		পং উখড়া কিং প.টাজা।	৫৫০৮।/০	ত্র	বীরেশ্বর দে দিং	১৭।/২

CHUNDER NARAIN SINGH,
For Collector.

জিলা মুর্শিদাবাদ।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৯৭ সালের জুন কিস্তির বাকির জন্য।—

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবহৃতক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর মোং ১৩০৪ সালের ১৩ আশ্বিন তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

ক্রমিক নম্বর	মহাল ও পরগণার নাম	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কিনা	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী
১৪৫৩	চর হেতানী থানা বড়ুয়া।	৭৪২।।০	সম্পূর্ণ	ধনেশ প্রকাশ গাঙ্গুলী সাং কলিকাতা নং ৯ প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের ফীট।	১৮৭)

OPENDRA CHUNDBA MOZUMBAR,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহার নামা কাছারী কানেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহার নামা দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকাদির ১৮৯৭ ইংরেজী ২৫শে মেই সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাকি পড়া ঋজানা ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ ইংরেজী ২১ অক্টোবর মোতাবেক ১৩০৪ বাঙ্গালা ৫ কাঙ্কির রোজ রহম্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কানেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১ সেপ্টেম্বর।

তালুকের নং।	ধানা, মৌজা ও ভূস্বত্বের নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।		মন্তব্য।
			ঋজানা।	ছেছ।	বাঙ্গালা।	মেট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২ ৪০১	ধানা সাতকানিয়া হাল বাস- খালী মৌজে ছোট ছহুয়া মহল নয়াবাদ তাং ছোট ছহুয়া।	বাবু যোগেশ চন্দ্র রায় কেট পক্ষ রায় কৈলাস চন্দ্র দাস বাহাদুর জেনারেল ম্যানেকজার।	২২৪৩)	৪২৬০/৬	৮৩৪।০	১০২(২	২৩৬।৯ ১৮২১।৯৫ হইতে ২২৪৩) ১৮২১-১৯৮ ১৮২১।৯২ হইতে ৩৩৬।০ ১৯০৩।০৪ ইস্তক ১ ০৪।০৫ হইতে ৩৪৩৬) ১৯১৩।১৪ ইস্তক ১৯১৪।১৫ হইতে ৩৫৭৪।০ ১৯২৫ ইস্তক
৩ ৪০২	ধানা সাতকানিয়া হাল বাস- খালী মৌজে পুইছরী মহাল নয়াবাদ তাং কৃষ্ণরঞ্জিত।	গোলোক চন্দ্র সিকদার পিং রামসেবক সিকার সাং কলাউজান।	৬২৬৬০	৭৮।০/৬	৭২।০/৬	৭২।০/৬
৪ ৪০৩	ধানা সাতকানিয়া হাল বাস- খালী মৌজে পুইছরী মহাল নয়াবাদ তাং মোবারেক আলি বক্স আলী।	আনোয়ার আলী পিং বক্স আলী ও হামিদ উল্লা চৌঃ স্বয়ং ও নাবালক আতা হৈয়দ উল্লা আজমলা ভগ্নি হৈয়দরিছা, জমিলা খাটুনের পক্ষে হিং আজ- মলা খাঁ যতিরর রহমান স্বয়ং ও নাবালক এজাহার মিকার পক্ষ হিং।	১৯৬৬)	২৪৫।৬	১৪৭৪।০	১৮৬।৬	১৬৬।৬/৬ ১৮২৫।২৬ হইতে ১৯৬৬) ১৯০০।০১ ইস্তক ১৯০১।০২ ইস্তক ২২৪২) ১৯০২।০৩ হইতে ৩১২০) ১৯২৫ ইস্তক

২০ ৪২০	থানা সাতকানিয়া হাল বাস- খালী মোজা চাষল মহাল নয়াবাদ তাং তাজবিত্তা চৌঃ ।	ফজর আলী পিং মমুহর আলী চৌঃ সাং তালার- দ্বীপ ।	১৬৩৭	১৬১১/৬	১৬৬১/২	১৬৬১/২
৬২ ৪৭৭	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মোজা চাষল মহাল নয়াবাদ তাং আবদুল মজিদ ।	নেজামত আলী পিং মাহাং রফি সাং বারখাইন ...	৫৩১০	৬৫১/০	৪৮১	৪৮১
৫২৮ ৪৫৬৬	থানা সাতকানিয়া মোজা চাষল মহাল নয়াবাদ তাং মহেশ চন্দ্র চৈতন্যচরণ ।	রাজচন্দ্র সেন পিং রাজকিশোর সেন ও বংশীমোহন সেনের পক্ষে ওয়রেন্ড্র বিজয় রায় কেট পক্ষে রায় ইকলাস চন্দ্র দাস বাহাদুর জেনেরল ম্যানেনজার ।	৫১১৫	৭১/০	১৬৩০২	১৬৩০২

J. PHILLIMORE,
Offy. Collector.

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 21st September 1897.

জেলা ফরিদপুর।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ১৮৯৭। ১০ আগস্ট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তোত্রির নম্বর।	মহাল ও পর্বগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহা- লেব সদর কমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর কমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৫০	পং কাশীম নগর মহাল পঞ্চাশ হাজারী।	৩৮৯২	ষোলআনা	ঈশ্বরচন্দ্র সাহা গয়- রহ।	৫০১৩
৬৫১৮	পং হাবেলী তুপা মামুদপুর সোল- পুরের অতিরিক্ত মহাল।	১০৪৭)	ঐ	প্রসন্নকুমার সেন	২৬১)

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়: থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

J. H. TEMPLE,
Collector.

ইস্তাহার নামা কাছারী কালেক্টরী জেলা চট্টগ্রাম।

ইহার দ্বারা জানান যাইতেছে যে এই কাছারী সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তালুকাদির ১৮৯৭ ইং সনের ২৫শে মেই শেষ তারিখের বাকী পড়া খাজানা ও ছেচু আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মানুসারে ১৮৯৭ ইং সনের ২০ অক্টোবর মোতাবেক ১৩০৪ বাৎ সনের ৪ কার্তিক রোজ বুধবার জেলা চট্টগ্রাম কালেক্টর কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইং তারিখ ২৪ আগস্ট।

নম্বর ও মহাল।		খানা, মৌজা ও মহালের নাম।	মালিকের নাম।	বার্ষিক ডমা।					মন্তব্য।
১নং বেং নম্বর।	তালুকের নম্বর।			খাজানা।	ছেচু।	খাজানা।	ছেচু।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮৫	১২১	খানা রামু মৌজে খুরুলিয়া মহাল নয়াবাদ তালুক খগ্রল্লা।	হার্শান আলী চৌধুরি পিং মাহামুদ হারি সিকদার সাকিন পা-তলা মাছুয়াখালী।	৬৭৬।৯	৬৯৫।০	২৫৩।৯/৩	২৩।০	১৮৯৬।৯ ইং স-পূর্ণ বাকি।	১০২৩।৩
৮৬	১২২	খানা রামু মৌজে খুরুলিয়া মহাল নয়াবাদ তালুক বকুসালি।	মহব্বত আলী চৌধুরি পিং আজগর আলী চৌধুরি সাং জলদি।	৬৮৮।৯	৯২।৬	২৫৮।৩	৩০।৬/৬		২৮৯।৯
১২১	১৬৫	খানা রামু মৌজে উত্তর মিঠাছড়ি মহাল নয়াবাদ তালুক রস্তুম আলী।	আমির বাহু চৌধুরীয়া মেহের নিছা চৌধুরিয়া আহালিয়ে না জির আলী চৌঃ সাং উত্তর মিঠাছড়ী ওগয়-রহ।	১০৭১।০	১২২।	৪০১।৬০	৪০।১।৩		৪৪২।৩
১৭৭	২৩৭	খানা রামু মৌজে খুটা-খালী মহাল নয়াবাদ তালুক মোবারক আলী।	জামিলা খাতুন আহা-লিয়ে মৌলবি আজ-মলা খাঁ সাং হারবাজ।	৮৫৮।৬	১০।১।০	২১৫।	৩৩।৬		২৪৮।৬
১৮৮	২৫০	খানা রামু মৌজে ভারুয়া-খালী মহাল নয়াবাদ তালুক মাহামুদ রাজা।	দৌলবি মহব্বতালী ও ছৈয়দ আলী পিং আনয়ার আলী চৌঃ সাং পাতলী মাছুয়া খালী ওগয়রহ।	৫৫০।১	১৪১।৬/৬	১৩৭।৯	৪৭।০		১৮৪।৩
২৭২	২৭৪	খানা চকরিয়া মৌজে ভেওলামাণিক চর মহাল নয়াবাদ তালুক বিবি শ্রাক।	আসমত আলী জাহা বকু পিং মাগন আলী সাং হরিণা খানা সাতকানিয়া।	১৫৩৯।	১৬৮।১।০	৫৭৭।৯	৫৬৬।৩		৬৩৩।০
২৮০	২৮৩	খানা চকরিয়া মৌজে সিলখালি মহাল নয়াবাদ তালুক বিবি শ্রাক।	গোলনেছ নিছা, বল-কিচ বিবি নাবালকা কন্যা ও সেখ মাহা-মুদ কালু চৌঃ সাং জলদি ওগয়রহ।	৭৯৬।৯	৯১।৯	২৯৮।৩	৩০।৩।১	১৮৯৬ ইং সেপ্টে-ম্বর ডিসেম্বর	৭৬৬।১।০
২৮৮	৭৮।৫০৮ ৪৬৪।৫৬০	খানা চকরিয়া মৌজে টেটং মহাল নয়াবাদ তালুক হরিদাস বহ-দার।	এসাদ আলী চৌঃ পিং সেখ মাহামুদ জমা সাং তৈলারদ্বীপ খানা বাঁশখালী।	৭৬৩।	১২১।৯/৬	১৮১।	৬৩।০		২৪৪।৬

জিলা নদীয়া।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নদীয়া জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌজিব নম্বর।	মহাল ও পর্বগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৬৭	ভৌজি মহাল দুবরা পর্বগণে রাজ- নোর।	১৯৪১৩১/১	১৬৭১২ নং ভৌজি দুবরা /১৪১৩৬১/০ এক আনা চৌদ্দ গণ্ডা এক কড়া মোল তিল দুই কড়ার তিল দুই কাগ তিন রকম অংশ কেবল অংশমাত্র বিক্রয় হইবে সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবেক না।	সারদাপ্রসাদ সুর ভবানীপ্রসাদ সুর তারিণীপ্রসাদ সুর দিগর।	২০০৬৬৩	৭১০ সার্টিফিকে- টের বাকী।

টকা। যে স্থলে উপরে লিখিত দরনামার ৫. ০ ৯ নং কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে সে স্থলে লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের
নিমিত্ত অংশমাত্র বিক্রয় হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

W. MAXWELL,
For Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking six pounds at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, Rs. 2 annas 8; per eight-ounce tin, Rs. 5; per pound tin, Rs. 10. The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, for cash only, at the undernoted rates: per four-ounce tin, Rs. 3; per eight-ounce tin, Rs. 6; per pound tin, Rs. 12. This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 oz. tin, eight annas per 8 oz. tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

কুরঙ্গ সিন্‌কোনা।

কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট গবর্ন-
মেন্টের কর্মচারীগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে
কুরঙ্গ সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ২।০ টাকায়, আট ওন্স টিন ৫.০ টাকায় ও এক পৌণ্ড
টিন ১০.০ টাকায় পাইবেন। সরকারদ্বারা কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট নগদ মূল্যে
দিলে এইরূপ হিসাবে অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ৩.০ টাকায়, আট ওন্স টিন ৬.০ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন
১২.০ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতীগণও এই
ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত ছয় ছাড়া চারি ওন্স টিনের ১.০, আট ওন্স টিনের ৫.০
ও এক পৌণ্ড টিনের ১০.০ ড্রাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন ১৮) বা ডাক মাণ্ডল সমেত ১৮৫০

৥ আধ " " ৯) " " " " ৯১০

। শিকি " " ৪১০ " " " " ৫)

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনাইডাইন নামক অপকৃত্ত দ্রব্যের সহিত ইচ্ছাপূর্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারান্টি দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1888.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mufassal.

		Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	...	10	0	0	per annum.
Postage	...	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	...	4	0	0	"
Postage	...	1	0	0	"
For a single copy—					
Entire Gazette	...	0	4	0	
Postage	...	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	...	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	...	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER.

Offr. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাল্লা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাণ্ডল এই অর্থাৎ নিম্ন-লিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

বকঃসলে	টাকা ।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর ১০-
ডাকমাণ্ডল	" ২১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ-দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	" ৪)
ডাকমাণ্ডল	" ১)
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	" ১০
ডাকমাণ্ডল	০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একং আনা।
ডাকমাণ্ডল	০

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও বকঃসলে সমান মূল্যে, কলিকাতায় কেবল ডাকমাণ্ডল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের এক্টিং ছোট সেক্রেটারী ।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A., in two Volumes. Price Rs. 24 : packing and postage Re. 1-12.

*** The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced student only, yet as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT., GOVT. PRINTING, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

NOTICE.

IN continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—Rates of advertisements in the CALCUTTA GAZETTE

			Rs.
Full page, per issue	20
Half "	10
Casual advertisement—4 annas per line.			

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্মে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্নমেন্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্নমেন্ট কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে ভবিষ্যৎ নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কোন্টাণ্টের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিকোন্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ বন্টন,

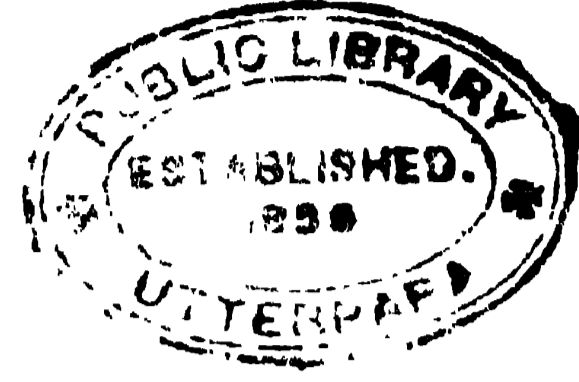
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী :

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই—

				টাকা।
পূর্বা এক পৃষ্ঠা একৎ বার প্রকাশ করণের	২০২
অধি পৃষ্ঠা	১০২
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একৎ পৃষ্ঠা	১০





গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, SEPTEMBER 28, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৮ সেপ্টেম্বর।

CONTENTS

	PAGE.	বিবর্ত।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রকৃতি ...	নাই।
PART II.—Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal ...	Nil.	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রকৃতি ...	নাই।
PART III.—Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal ...	85—86	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ ...	৮৫—৮৬
PART IIIA.—Acts of the Legislative Council of India ...	53—64	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	৫৩—৬৪
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ...	15—16	পঞ্চম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	১৫—১৬
PART V.—Acts of the Bengal Council ...	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council ...	35—46	সপ্তম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	৩৫—৪৬
PART VII.—Circular Orders by the High Court and Board of Revenue ...	5	অষ্টম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র ...	৩
PART VIII.—Advertisements ...	489—499	নবম খণ্ড।—ইশতিহার প্রকৃতি ...	৪৮৯—৪৯৯
SUPPLEMENT ...	Nil.	পরিশিষ্ট গবর্ণমেণ্টের গেজেট ...	নাই।

PART IIIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আদেশ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 661T.M.—The 15th September 1897.—Whereas a Notification No. 1925M., dated the 3rd April 1897, was published at page 85, Part IB. of the *Calcutta Gazette* of the 7th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of Part IX of the Bengal Municipal Act III of 1884, as amended by Bengal Act IV of 1894, to such portion of the Kotechandpur Municipality in the district of Jessore, as is comprised in the area the boundaries of which are stated below, and whereas no valid objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 221 of the Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Kotechandpur Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the above provisions of the Municipal Act to the said area of the Municipality.

The aforesaid boundaries are :—

On the North.—Kotechandpur, Muchipara, Musulmanpara and Dhopapara.

On the East.—Syedtola, and a line from it to the Municipal tank at Bari Bamundah.

On the South.—Katakhal and the river Bhairub.

On the West.—The river Bhairub, Kotechandpur, Mitterpara Ghât Road and Mitterpara.

U. E. A. W. OLDHAM,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

মুন্সিপাল ও স্থানীয়।

বিজ্ঞাপন।

৬৬১ টি. এম; নম্বর।—১৮৯৭ সাল ১৫ সেপ্টেম্বর।—যশোহর জিলার অন্তর্গত কোটচাঁদপুর মুন্সিপালিটির যে অংশের সীমা নিম্নভাগে দেওয়া গেল সেই অংশে ১৮৯৪ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের মুন্সিপালিটি বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের নবম পরিচ্ছেদের বিধান প্রচলিত করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ৩ আশ্বিন তারিখের ১৯২৫ এম নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ৭ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ B খণ্ডের ৮৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে যুক্তিসিদ্ধ কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়ার সাধারনের অবগত্যর্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রতি উক্ত আইনের ২২১ ধারাক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতামুসারে কার্য্য করিয়া এবং কোটচাঁদপুর মুন্সিপালিটির সভাগত কমিশনরদের অমরোধক্রমে মুন্সিপাল আইনের উক্ত বিধান উক্ত মুন্সিপালিটির উক্ত সীমার মধ্যে প্রচলিত করিবার অমুয়তি দিলেন।

পূর্বেক্ত সীমা এই,—

উত্তর সীমা।—কোটচাঁদপুর, মুচিপাড়া, মুসলমানপাড়া ও ধোপাপাড়া।

পূর্ব সীমা।—সৈয়দতৌলা এবং ঐ স্থান হইতে বাজিবামুন্দার মুন্সিপাল পুকুরিণা পর্য্যন্ত এক রেখা।

দক্ষিণ সীমা।—কাটা খাল ও ভৈরব নদ।

পশ্চিম সীমা।—ভৈরব নদ, কোটচাঁদপুর, মিত্রপাড়া, ঘাটের পথ ও মিত্রপাড়া।

সি. ই. এ. ডবলিউ, ওল্ড হ্যাম,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একুটিং সেক্রেটারী।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট ।

শুক্রবার, ১৮৯৭ সাল ২৮ সেপ্টেম্বর ।

তৃতীয় খণ্ড ।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট ।

ব্যবস্থা বিভাগ ।

মন্ত্রিসভাধিকৃত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের নিম্নলিখিত আইনটী ১৮৯৭ সালের ২২এ জুলাই তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ায় গাধারণের অবগতির নিমিত্ত এতদ্বারা প্রচারিত করা গেল ।—

১৮৯৭ সালের ১৪ আইন ।

কোন কোন আইনের উল্লেখের সুবিধা করণার্থ আইন ।

কোন কোন আইনের উল্লেখের সুবিধা করিবার বিধান করা বিহিত । অতএব এতদ্বারা নিম্নলিখিতমত বিধান করা গেল :—

নাম ও সার্বভৌম কথা ।

১ ধারা । (১) এই আইনটীকে সংক্ষেপ নাম বিষয়ক ১৮৯৭ সালের ভারতবর্ষীয় আইন বলা যাইতে পারিবে, এবং

(২) ইহা অবিলম্বে আমলে আসিবে ।

২ ধারা । তফসীলের প্রথম তিন ঘরের বর্ণিত আইনের, উল্লেখ করিবার জন্য এই তফসীলের চতুর্থ ঘরে যে সংক্ষেপ নাম দেওয়া হইল, উল্লেখ করিবার অন্য কোন রীতির ব্যতিক্রম না ঘটাইয়া যাবতীয় প্রয়োজনার্থ, উহার সেই সংক্ষেপ নামে উল্লেখ করা যাইতে পারিবে ।

তফসীলের বর্ণিত আইনের উল্লেখের কথা ।

তফসীল ।

১	২	৩	৪
বৎসর।	নম্বর।	বিষয়।	সংক্ষেপ নাম।
১৮৩৪	২	গবর্নমেন্টের সেক্রেটারিগণকে প্রধান সেক্রেটারির ক্ষমতা পরিচালন করিবার ক্ষমতা প্রদান করণার্থ।	গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী বিষয়ক ১৮৩৪ সালের আইন।
১৮৩৭	৪	শ্রীশ্রীমতীর সকল প্রজাকে ভূমি অধিকারে রাধিবার ক্ষমতা দেওনার্থ।	ভূসম্পত্তি বিষয়ক ১৮৩৭ সালের আইন।
১৮৩৮	২৫	চরমপত্র	চরমপত্র বিষয়ক ১৮৩৮ সালের আইন।
১৮৩৯	২৯	যৌতুক বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ...	যৌতুক বিষয়ক ১৮৩৯ সালের আইন।
"	৩০	উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ...	উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক ১৮৩৯ সালের আইন।
"	৩২	কোন কোন স্থলে হুদ দিবার সম্বন্ধে ...	হুদ বিষয়ক ১৮৩৯ সালের আইন।
১৮৪১	১০	ইফ ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীন দেশের অন্তর্গত বন্দরের কিম্বা দেশীয় রাজা বা রাজ্যের কিম্বা তাঁহাদের প্রজাদের জাহাজ বা জলযান যাহাতে বিক্রোরিয়ার ৩য় ও ৪র্থ বৎসরের আইনের ৫৬ অধ্যায়সূত্রে মন্ত্রিসভাধিকৃতি ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের কৃত এক ঘোষণাসূত্রে ব্রিটিশ জাহাজের অধিকার পাইতে স্বত্ববান্ হয় তজ্জন্য যে বিধি পালন করিতে হইবে সেই বিধি নির্দেশ করণার্থ।	জাহাজের রেজিস্ট্রী করণবিষয়ক ১৮৪১ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।
"	১৯	উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ী স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির অন্যান্যরূপে দখল নিবারণার্থ।	উত্তরাধিকারিত্ব (সম্পত্তি সংরক্ষণ) বিষয়ক ১৮৪১ সালের আইন।
"	২৪	উইলকারিদিগের সম্পত্তির যে অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে বিলি ব্যবস্থা হয় নাই তৎসম্বন্ধে, ইলিউসরি আপয়েন্টমেন্ট সম্বন্ধে, আদালতের আদেশসূত্রে অক্ষমতাদান ব্যক্তিদিগের কর্তৃক সম্পত্তির হস্তান্তর সম্বন্ধে, এবং ঐরূপ সকল ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকতর সম্বোধজনক ভাবে কার্যগাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে ইংলণ্ডে যেরূপে আইন পরিচালিত হয় তাহা সহিত শ্রীশ্রীমতীর সুপ্রিম কোর্টের জজদিগের কর্তৃক পরিচালিত আইনের অধিকতর সাদৃশ্যের বিধান করণার্থ।	ইলিউসরি আপয়েন্টমেন্ট এবং শিশুদিগের সম্পত্তি বিষয়ক ১৮৪১ সালের আইন।
"	২৭	যোত্রহীনদের সম্পত্তির যে ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ অংশের দাওয়া না হয় তাহা বিলি করিয়া দেওনের।	যোত্রহীনদের সম্পত্তি বিষয়ক (যে ডিবিডেণ্ডের দাওয়া না হয়, তদ্বিষয়ক) ১৮৪১ সালের আইন।
১৮৪৩	৫	ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারের মধ্যে গোলামী অবস্থার বিষয়ী আইন নির্ণয় ও সংশোধন করণের।	দাসত্ব বিষয়ক ১৮৪৩ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।
১৮৪৬	১	কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে উইলকারিদিগকে নিযুক্ত করণ ও মেহনতানা দেওনের বিষয়ী আইন শুধরিবার।	ব্যবহারাজীবদের সম্বন্ধীয় ১৮৪৬ সালের আইন।

তফসীল ।—(চলিতেছে ।)

১	২	৩	৪
বৎসব ।	নম্বর ।	বিষয় ।	সংক্ষেপ নাম ।
১৮৪৭	২০	কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে ঐশ্বৰ্য্য নামক স্বত্ব নির্ণয় ও প্রবল করণের দ্বারা ঐ দেশের মধ্যে বিদ্যার সাহায্য করণের ।	ঐশ্বৰ্য্য বিষয়ক ১৮৪৭ সালের ভারত-বর্ষীয় আইন ।
১৮৪৮	১৫	সুপ্রিম কোর্টের কার্যকারকদিগকে ব্যবসা করিতে নিষেধ করণের ।	সুপ্রিম কোর্টের কার্যকারকদিগের ব্যবসায় করণ বিষয়ক ১৮৪৮ সালের আইন ।
১৮৫০	৫	ভারতবর্ষের সমুদ্রের তীরস্থ বন্দরে ২ অবাধিতরূপে বাণিজ্য হওনের ।	সমুদ্রকূলে বাণিজ্য বিষয়ক ১৮৫০ সালের ভারতবর্ষীয় আইন ।
১৮৪১	১১	১৮৪১ সালের ১০ আইন শুধরিবার ...	জাহাজের রেজিষ্ট্রী করণ বিষয়ক ১৮৪১ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৫০ সালের আইন ।
১৮৫০	১২	সরকারী হিসাবীর ত্রুটি প্রযুক্ত ক্ষতি নিবারণের ...	সরকারী হিসাবকারিদের ত্রুটি বিষয়ক ১৮৫০ সালের আইন ।
১৮৫০	১৮	বিচারকর্তাদের রক্ষা করণের ...	বিচার বিভাগীয় কর্মচারিদের রক্ষার্থ ১৮৫০ সালের আইন ।
১৮৫০	১৯	আপ্রেণ্টিসকে বন্ধ করণের বিষয়া ...	আপ্রেণ্টিস বিষয়ক ১৮৫০ সালের আইন ।
১৮৫০	২১	বাল্লভা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৮ আইনের ৯ ধারার মূল নিয়ম কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত সকল দেশে চালাইবার ।	জাতিনিবন্ধন অক্ষমতা দূরীকরণার্থ ১৮৫০ সালের আইন ।
১৮৫০	৩৪	শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কোর্টসে হইতে যে যে লোককে কয়েদ করিবার শুকুম হয় তাহাদিগকে পূর্বাপেক্ষা ভালমতে কয়েদ করিয়া রাখিবার ।	রাজকীয় কয়েদিবিষয়ক ১৮৫০ সালের আইন ।
১৮৫১	৮	সরকারী রাস্তা ও সাঁকোর উপর মাশুল বসাইতে গবর্নমেন্টকে ক্ষমতা দেওনের ।	মাশুলবিষয়ক ১৮৫১ সালের ভারতবর্ষীয় আইন ।
১৮৫২	৮	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-প্রণালী বিষয়ক আইন অনুসারে মফঃসলের পর-ওয়ানা জারী করণার্থে কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের সরিক সাহেবকে মেহনতানা দেওনের বিষয়া ।	সেরিফের ফী বিষয়ক ১৮৫২ সালের আইন ।
১৮৫২	৩০	বিদেশীয়দিগকে দেশবাসী বলিয়া পরিগণিত করিবার নিধান করণার্থ ।	দেশবাসী বলিয়া পরিগণিত করণ বিষয়ক ১৮৫২ সালের ভারতবর্ষীয় আইন ।
১৮৫৩	২	ভূম্যধিকারী কি তাঁহাদের গোমাশতা অথবা সরবরাহ-কারদের যে সরকারী ও পোলিসের কার্য নিষাহ করিতে হয় ও যে সরকারী খরচ দিতে হয় তৎ-সম্পর্কে এদেশীয় লোকেরা যেহেতু আদালতের অধীন আছে শ্রীশ্রীমতী মহারানীর সকল প্রকার সেই সেই আদালতের অধীন হওনের যোগ্যতার বিষয়ে যে সন্দেহ আছে তাহা শুদ্ধনের আইন ।	ভূম্যধিকারিদের সরকারী খরচ ও কর্তব্য বিষয়ক ১৮৫৩ সালের আইন ।
১৮৫৩	২০	কোম্পানি বাহাদুরের আদালতের মধ্যে উকীলদের বিষয়া আইন সংশোধনের ।	ব্যবহারাজীবদের সাক্ষ্য ১৮৫৩ সালের আইন ।
১৮৫৪	৩১	ইঙ্গলণ্ডীয় আইন যেহেতু স্থলে খাটে সেইহেতু স্থলে ভূমি হস্তান্তর করণের নিয়ম সংজ করিবার ।	ভূমি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৫৪ সালের আইন ।

তফসীল।—(চলিতেছে।)

১	২	৩	৪
বৎসর।	নম্বর।	বিষয়।	সংক্ষেপ নাম।
১৮৫৫	১১	ইঞ্জলওয় আইন যেহ স্থলে ষাটিতে পারে সেই সেই স্থলে ওয়াসিলাতের বিষয়ের এবং দুর্বল অধিকারক্রমে যাহারা দখীলকার হয় তাহারা ভূমির যে উত্তমতা করে তদ্বিষয়ের।	মধ্যবর্তী কালের লাভ ও উৎকর্ষ বিষয়ক ১৮৫৫ সালের আইন।
"	১২	অছিদের কি আডমিনিস্ট্রেটরদের কি স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদের কোন নোকসানের বিষয়ে নালিশ করিবার ও তাহাদের নামে নালিশ হইবার ক্ষমতা দেওনের।	আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণের মোকদ্দমা বিষয়ক ১৮৫৫ সালের আইন।
"	১৩	যে ক্ষতির বাবৎ দাবীর নালিশ হইতে পারে এমত ক্ষতির দ্বারা কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার পরিবারের ঐ ক্ষতি পূরণ পাইবার বিধান করণের।	যে সকল দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটে তদ্বিষয়ক ১৮৫৫ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।
"	২৩	মৃত ব্যক্তিদের যে ইফেটের উপর বন্ধকক্রমে কোন টাকার দায় থাকে তাহার কার্য নিব্বাহের বিষয়ের আইন সংশোধন করিবার।	বন্ধকী মহালের কার্যনিব্বাহ বিষয়ক ১৮৫৫ সালের আইন।
"	২৪	ইউরোপীয় ও আমেরিকাদেশীয় বন্দুয়ানদের দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের পরিবর্তে খাটনীর দণ্ড নিরূপণ করণের।	দণ্ডরূপে প্রযুক্ত শ্রমদণ্ড বিষয়ক ১৮৫৫ সালের আইন।
"	২৮	অধিক সূদ লইবার আইন রদ করিবার	সূদ বিষয়ক আইন রহিত করণার্থ ১৮৫৫ সালের আইন।
১৮৫৬	৯	বিল অফ লেডিঙ্গ অর্থাৎ মাল বোঝাই করিবার একরারনামা বিষয়ক আইন সংশোধন করিবার।	বিল অফ লেডিঙ্গ অর্থাৎ মাল বোঝাই করিবার একরারনামা বিষয়ক ১৮৫৬ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।
"	১১	ভারতবর্ষের মধ্যে ডাঙ্গায় খ্রীশ্রীমতীর যে ফৌজ আছে ইউরোপীয় সৈনিকগণের তাহা ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া নিবারণের উৎকৃষ্টতর বিধান করণার্থ।	পলাতক ইউরোপীয় সৈনিকগণ বিষয়ক ১৮৫৬ সালের আইন।
"	১৫	হিন্দু বিধবাদের বিবাহের আইনঘটিত সকল বাধা রহিত করিবার।	হিন্দু বিধবাদের বিবাহ বিষয়ক ১৮৫৬ সালের আইন।
১৮৫৭	২	কলিকাতায় উনিবর্সিটি সংস্থাপনের ও চার্টর দেওনের	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ক ১৮৫৭ সালের আইন।
"	১১	রাজ্য বিপরীত অপরাধ নিবারণ করিবার ও সেই অপরাধের বিচার ও দণ্ড করিবার।	রাজ্যের বিরুদ্ধে অপরাধ বিষয়ক ১৮৫৭ সালের আইন।
"	২২	বোম্বাইয়ে উনিবর্সিটি সংস্থাপনের ও চার্টর দেওনের	বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ক ১৮৫৭ সালের আইন।
"	২৫	কোন স্থলে সম্পত্তি জব্দ হইবার আজ্ঞা করিবার ও তাহার ফিরিয়া পাইবার বিধান করিবার।	জব্দকরণ বিষয়ক ১৮৫৭ সালের আইন।
"	২৭	মাস্ত্রাজে উনিবর্সিটি সংস্থাপনের ও চার্টর দেওনের	মাস্ত্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ক ১৮৫৭ সালের আইন।

তফসীল ।—(চলিতেছে ।)

১	২	৩	৪
বৎসর।	নং।	বিষয়।	সংক্ষেপ নাম।
১৮৫৮	৩	রাজ্যের বিপরীত অপরাধা যে লোকদের কয়েদ হইবার হুকুম শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হুকুম কোর্সেস হইতে হয় তাহাদিগকে গ্রেফতার করিবার ও কয়েদ রাখিবার আইন সংশোধন করিবার ।	রাজকীয় কয়েদী বিষয়ক ১৮৫৮ সালের আইন ।
"	৩৪	রাজকীয় চাটর দ্বারা স্থাপিত আদালতে ক্ষিপ্ত লোক সম্পর্কীয় কার্যের বিধি করিবার ।	(সুপ্রিম কোর্টে) ক্ষিপ্তগণের বিচার সম্বন্ধীয় কার্য বিষয়ক ১৮৫৮ সালের আইন ।
"	৩৫	ক্ষিপ্ত যে লোকেরা সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে না থাকে তাহাদের ইস্টেট রক্ষা করিবার আরও উত্তম বিধান করিবার ।	(জিলা কোর্টের অধীন) ক্ষিপ্তব্যক্তিগণ বিষয়ক আইন ।
"	৩৬	ক্ষেপা লোকদের আশ্রয়ের ...	বাতলাগার বিষয়ক ১৮৫৮ সালের ভারত-বর্ষীয় আইন ।
১৮৫৯	১	সওদাগরী জাহাজী লোকদের আইন সংশোধনের	সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৫৯ সালের ভারতবর্ষীয় আইন ।
"	৯	প্লত করা বা জব্দ করা সম্পত্তির উপর দাওয়া হইলে সেই দাওয়ার বিচার করিবার বিধানের ।	জব্দকরণ বিষয়ক ১৮৫৯ সালের আইন ।
"	১৩	কোন স্থলে কারিগর কি কর্মকারক কি মজুর চুক্তি ভঙ্গ করিলে তাহাদের দণ্ডের বিধান করিবার	কারিগরের চুক্তিভঙ্গকরণ বিষয়ক ১৮৫৯ সালের আইন ।
১৮৬০	৯	রেলরোডে ও সরকারী অন্য কর্মেতে যাহারা খাটে তাহাদের মুনবদের সঙ্গে ঐ কর্মকারিদের কোন বিবাদ ত্বরায় নিষ্পত্তি করিবার বিধান করণের ।	নিযুক্ত ও কর্মকারকগণের (বিবাদ) সম্বন্ধীয় ১৮৬০ সালের আইন ।
"	২১	সাহিত্য ও বিদ্যাষটিত ও দানাদি কার্যের সমাজ রেজিস্ট্রী করিবার ।	সভা রেজিস্ট্রীকরণ বিষয়ক ১৮৬০ সালের আইন ।
"	৩৪	সম্প্রতিকার গোলযোগের কালে সরকারী কার্যকারক সাহেবেরা ও অন্য লোকেরা যে সকল জরিমানার ও চাঁদার টাকা আদায় করিলেন ও যে কর্ম করিলেন তাহার নিমিত্ত তাহাদিগকে দায় হইতে মুক্ত করিবার ।	গবর্ণমেন্টের কর্মচারিদের ক্ষতিনিক্তি বিষয়ক ১৮৬০ সালের আইন ।
"	৪৭	১৮৫৭ সালের ২,২২ এবং ২৭ আইনে যে যে উপাধি উল্লিখিত হইয়াছে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়কে তন্মিত্ত অন্য উপাধি দিবার ক্ষমতা প্রদানার্থ ।	ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয় (উপাধি) বিষয়ক ১৮৬০ সালের আইন ।
১৮৬১	৫	পোলীসের বিধান করিবার ...	পুলিস বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইন ।
"	১৬	ডাকের গাড়ির অসুস্থতিপত্র দিবার ও তাহার বিধান করিবার ।	ডাক গাড়ী বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইন ।
১৮৬২	৩	গবর্ণমেন্টের মোহর ব্যবহার করণ বিষয়ী আইন সংশোধনের ।	গবর্ণমেন্টের মোহর বিষয়ক ১৮৬২ সালের আইন ।
১৮৬৩	১৬	কেবল শিগ্পাদি কর্মে কি কিমিয়া বিদ্যাতে যে মদিরার ব্যবহার হয় তাহার উপর একসাইসের মাসুল আদায় করিবার বিশেষ বিধান করণার্থ ।	আবকারী (উগ্র সরাব) বিষয়ক ১৮৬৩ সালের আইন ।

তফসীল।—(চলিতেছে)।

১	২	৩	৪
বৎসর।	নং।	বিষয়।	সংক্ষেপ নাম।
১৮৬৩	২০	ধর্মার্থে দত্ত ভূম্যাদির তত্ত্বাবধারণ কার্য্য গবর্নমেন্টের ত্যাগ করিবার ক্ষমতা দানার্থ।	ধর্মার্থে দত্ত সম্পত্তি বিষয়ক ১৮৬৩ সালের আইন।
"	২৩	পতিত ভূমির উপর দাওয়ার নিষ্পত্তি করিবার বিধান করণার্থ।	পতিতভূমি (দাওয়া) বিষয়ক ১৮৬৩ সালের আইন।
"	৩১	ইন্ডিয়া গেজেটে কোন২ আজ্ঞা ও অন্যান্য বিষয় প্রচারিত হইলে তাহা বলবৎ করণার্থ।	সরকারী গেজেট বিষয়ক ১৮৬৩ সালের আইন।
১৮৬৪	৩	ভিন্নদেশীয় ব্যক্তিদের বিষয়ে গবর্নমেন্টকে ক্ষমতা বিশেষ দান করিবার।	বিদেশীয় ব্যক্তিগণ বিষয়ক ১৮৬৪ সালের আইন।
"	৬	কোন২ স্থলে কশাঘাত দণ্ড করণের অমুমতি দিবার	কশাঘাত দণ্ড বিষয়ক ১৮৬৪ সালের আইন।
"	১৫	১৮৫১ সালের ৮ আইন (অর্থাৎ গবর্নমেন্টকে সরকারী রাস্তার ও সাঁকোর উপর মাসুল বসাইবার ক্ষমতা দেওনের আইন) সংশোধন করিবার।	মাসুল বিষয়ক ১৮৬৪ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।
"	১৭	রাজকীয় ট্রফীর পদ সংস্থাপনের	রাজকীয় ট্রফী বিষয়ক ১৮৬৪ সালের আইন।
১৮৬৫	২১	পারসী লোকদের মধ্যে চরমপত্রাভাব ঘটিত উত্তরাধিকারিত্ব ব্যবস্থা নিরূপণ ও সংশোধনার্থ।	চরমপত্রের অভাবে পারসীদের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক ১৮৬৫ সালের আইন।
১৮৬৬	৫	ভারতবর্ষের বাণিজ্য বিষয়ক আইন কোন কোন অংশে সংশোধন করণার্থ।	মেরিগ ও ফায়র ইন্সিউরেন্স পলিসি কাহারও নামে সিথিয়া দেওন বিষয়ক ১৮৬৬ সালের আইন।
"	২৫	গোর্ট উলিয়ম্ ও মাস্ত্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর হাইকোর্টে যে২ কোম্পানির কাগজ ও টাকা গচ্ছিত হইয়াছে তাহা ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের হস্তগত করণার্থ।	বেওয়ারিস গচ্ছিত টাকা বিষয়ক ১৮৬৬ সালের আইন।
১৮৬৭	১৬	কোন ২ বিচারালয়ের কর্তৃক ক্ষতিগকে কিয়ৎকালীন কর্মকরণার্থ নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা প্রদান করণের।	একটিং জজ বিষয়ক ১৮৬৭ সালের আইন।
"	২৫	মুদ্রাযন্ত্রের ও সম্বাদপত্রের বিধান করণার্থ এবং ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে মুদ্রিত পুস্তকের কয়েক প্রস্থ রক্ষা ও ঐ ২ পুস্তক রেজিস্ট্রী করণার্থ।	মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় ও পুস্তকের রেজিস্ট্রী করণ বিষয়ক ১৮৬৭ সালের আইন।
১৮৭০	১	ক্লারাটাইন বিষয়ক বিধি করিবার	ক্লারাটাইন বিষয়ক ১৮৭০ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।
"	৫	গবর্নমেন্টের হস্তগত টাকা পাইবার দরখাস্ত হইলে রাজধানীর হাইকোর্টের প্রতি সেই দরখাস্তের খরচের বিধান করিবার ক্ষমতা প্রদান করণার্থ।	বেওয়ারিস গচ্ছিত টাকা বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইন।
"	৮	বালিকাবধ নিবারণার্থ	বালিকাবধ নিবারণার্থ ১৮৭০ সালের আইন।
"	২০	আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের দুই স্থানে যে ভ্রম হইয়াছে তাহা সংশোধন করণার্থ	আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৭০ সালের আইন।
"	২৭	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন সংশোধন করিবার	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৭০ সালের আইন।

তফসীল ।—(চলিতেছে ।)

১	২	৩	৪
বৎসর।	নংব।	বিষয়।	সংক্ষেপ নাম।
১৮৭২	৩	যে ব্যক্তির। খ্রীষ্টীয় কি ইহুদী কি হিন্দু কি মুসলমান কি পারসী কি বৌদ্ধ কি শিখ কি জৈন ধর্ম স্বীকার না করেন তাঁহাদের বিবাহ প্রথার বিধান করণার্থ।	বিশেষ বিবাহ বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইন।
..	১৯	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনে “মুদ্রা” শব্দের যে অর্থ করা গেল তৎসংশোধনার্থ।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন সংশোধনার্থ ১৮৭২ সালের আইন।
১৮৭৫	৫	কোন কোন দেশীয় সৈনিকের স্বত্ব ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ মোচনার্থ।	তসদিক না করা সিপাহী বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইন।
..	১০	ফৌজদারী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণের ক্ষমতা পক্ষে হাইকোর্টের কার্যপ্রণালীর বিধান করণার্থ।	এডবোকেট জেনরলের ক্ষমতা বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইন।
..	১৩	প্রবেট ও দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্ব পত্র বিষয়ক আইন সংশোধন করিবার।	প্রবেট ও ধনাধ্যক্ষতা বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইন।
১৮৭৬	১৬	ডাক গাড়ী বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ...	ডাক গাড়ী বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৭৬ সালের আইন।
১৮৭৭	২	১৮৭৫ সালের ১৩ আইন সংশোধন করণার্থ ...	প্রবেট ও ধনাধ্যক্ষতা বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইন।
..	৪	নানা রাজধানীর মাজিস্ট্রেটদের আদালতের কার্য-প্রণালীর বিধান করণার্থ ও বিচারাধিপত্য রক্ষি করণার্থ।	প্রেসিডেন্সি মাজিস্ট্রেটের আদালতের রুম বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইন।
১৮৭৯	১২	রেজিস্ট্রীকরণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইন ও মোকদ্দমার মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইন সংশোধনার্থ।	রেজিস্ট্রীকরণ বিষয়ক আইন ও মোকদ্দমার মিয়াদ বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৭৯ সালের আইন।
১৮৮২	৮	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন সংশোধনার্থ ...	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮২ সালের আইন।
১৮৮৩	২	হস্তী সংরক্ষণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	হস্তী সংরক্ষণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮৩ সালের আইন।
১৮৮৪	১	কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানার্থ উপাধিপ্রদান বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ।	ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানার্থ উপাধি বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন।
১৮৮৫	৩	সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮৫ সালের আইন।
..	৯	১৮৮১ সালের আবকারী আইন, আবকারী বিষয়ক বঙ্গদেশের ১৮৭৮ সালের আইন ও সামুদ্রিক কন্ট্রোল বিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	আবকারী আইন এবং সামুদ্রিক কন্ট্রোল বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮৫ সালের আইন।
..	১৫	স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের ঋণগ্রহণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন সংশোধনার্থ।	স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের ঋণগ্রহণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮৫ সালের আইন।

তফসীল।—(চলিতেছে)।

১	২	৩	৪
বৎসর।	নম্বর।	বিষয়।	সংক্ষেপ নাম।
১৮৮৬	২	কৃষিছাড়া অন্য উপায়ে যে আয় হয় তাহার উপর কর নির্ধারণার্থ।	আয়কর বিষয়ক ১৮৮৬ সালের ভারত-বর্ষীয় আইন।
"	৪	চুক্তি বিষয়ক ১৮৭২ সালের ভারতবর্ষীয় আইনের ২৬৫ ধারা সংশোধনার্থ।	চুক্তি বিষয়ক ১৮৭২ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধনার্থ ১৮৮৬ সালের আইন
"	১০	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন ও অন্য কোন আইন সংশোধন করণার্থ।	ভারতবর্ষীয় ফৌজদারী আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮৬ সালের আইন।
"	১৮	১৮৫৮ সালের ৩৬ আইন সংশোধনার্থ	বাতুলাগার বিষয়ক ১৮৫৮ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮৬ সালের আইন।
১৮৮৭	২	সামুদ্রিক কঠম বিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইন, ১৮৮১ সালের আবকারী আইন ও তারিক বিষয়ক ১৮৮২ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ।	সামুদ্রিক কঠম বিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮৭ সালের আইন।
"	৩	সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধনার্থ।	সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮৭ সালের আইন।
"	৫	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধনার্থ।	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮৭ সালের আইন।
"	৬	কোম্পানি বিষয়ক ১৮৮২ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধনার্থ।	কোম্পানি বিষয়ক ১৮৮২ সালের ভারত-বর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮৭ সালের আইন।
১৮৮৮	১	ইন্ডাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধনার্থ।	ইন্ডাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮৮ সালের আইন।
"	২	পেট্রোলিয়মের উপর কঠম মাসুল আদায়ের বিধান করণার্থ।	পেট্রোলিয়মের কঠম মাসুল বিষয়ক ১৮৮৮ সালের আইন।
"	৮	কোন কোন টোল আদায় করা আইন সঙ্গত কি না সেই বিষয় সম্বন্ধীয় সন্দেহ দূর করণার্থ।	টোল বিষয়ক ১৮৮৮ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।
"	১০	দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন ও রাজধানীস্থ ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	রাজধানীস্থ ছোট আদালত বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮৮ সালের আইন।
"	১১	টেলিগ্রাফ বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ভারতবর্ষীয় আইনে একটা ধারা যোগ করণার্থ।	(রাজধানীস্থ) টেলিগ্রাফ বিষয়ক ১৮৮৮ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।
"	১৭	মেরিন বিষয়ক ১৮৮৭ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ।	মেরিন বিষয়ক ১৮৮৭ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮৮ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।
১৮৮৯	৮	সামুদ্রিক কঠম বিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইন এবং তারিক বিষয়ক ১৮৮২ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ।	সামুদ্রিক কঠম বিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮৯ সালের আইন।

তফসীল—(চলিতেছে।)

বৎসর।	নং।	বিষয়।	সংক্ষেপ নাম।
১৮৮৯	২০	১৮৫৮ সালের ৩৬ আইন সংশোধন করণার্থ। ...	বাতুলাগার বিষয়ক ১৮৫৮ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮৯ সালের আইন।
১৮৯০	২	১৮৬৪ সালের ১৭ আইন, ১৮৬৫ সালের ১০ আইন, ১৮৭৪ সালের ২ আইন ও ১৮৮১ সালের ৫ আইন সংশোধন করণার্থ।	প্রবেট ও ধনাধ্যক্ষতা বিষয়ক ১৮৯০ সালের আইন।
"	৩	১৮৮৪ সালের ৬ ও ৭ আইন সংশোধন করণার্থ	কীয় জাহাজ বিষয়ক ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯০ সালের আইন।
"	১০	১৮৬৭ সালের ২৫ আইন সংশোধন করণার্থ ...	মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় এবং পুস্তকের রেজেক্টরী করণ বিষয়ক ১৮৬৭ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯০ সালের আইন।
"	১৪	পোর্টোলিয়ম বিষয়ক ১৮৮৬ সালের আইনের তফসীল সংশোধন করণার্থ।	পোর্টোলিয়ম বিষয়ক ১৮৮৬ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯০ সালের আইন।
"	১৬	জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ রেজিস্ট্রীকরণ বিষয়ক ১৮৮৬ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ রেজিস্ট্রীকরণ বিষয়ক ১৮৮৬ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯০ সালের আইন।
"	১৮	দেশান্তর গমনবিষয়ক ১৮৮৩ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ।	দেশান্তর গমন বিষয়ক ১৮৮৩ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯০ সালের আইন।
"	১৯	লবণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯০ সালের আইন।	লবণ সম্বন্ধীয় ১৮৮২ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯০ সালের আইন।
১৮৯১	১	পরের ভূমিতে গো মেষাদির প্রবেশ বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইন সংশোধন করণার্থ এবং তাহার সহিত ১৮৮৩ সালের ১৮ আইন সম্মিলিত করণার্থ।	পরের ভূমিতে গো মেষাদির প্রবেশ বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯১ সালের আইন।
"	২	খৃষ্টানদিগের বিবাহবিষয়ক ১৮৭২ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ।	খৃষ্টানদিগের বিবাহবিষয়ক ১৮৭২ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯১ সালের আইন।
"	৩	সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের ভারতবর্ষীয় আইন এবং কোর্জদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীবিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯১ সালের আইন।
"	৪	কোর্জদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	কোর্জদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯১ সালের আইন।
"	৫	বন্দর বিষয়ক ১৮৮৯ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন ও উহাতে অতিরিক্ত কথা সংযোগ করণার্থ।	বন্দর বিষয়ক ১৮৯১ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।

তফসীল।—(চলিতেছে।)

১	২	৩	৪
বৎসর।	নম্বর।	বিষয়।	সংক্ষেপ নাম।
১৮৯১	৬	ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক কয়েকটি আইন সংশোধন করণার্থ।	ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯১ সালের আইন।
"	৭	১৮৪১ সালের ১০ আইন সংশোধন করণার্থ ...	জাহাজের রেজিস্ট্রী করণ বিষয়ক ১৮৪১ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯১ সালের আইন।
"	৯	বাণিজ্য দ্রব্যের মার্কী বিষয়ক ১৮৮৯ সালের ভারতবর্ষীয় আইন ও সামুদ্রিক কন্ডম বিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	বাণিজ্য দ্রব্যের মার্কী বিষয়ক ভারতবর্ষীয় আইন এবং সামুদ্রিক কন্ডম বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯১ সালের আইন।
"	১০	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন ও ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	ফৌজদারী আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯১ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।
"	১৩	দেশান্তরিক বাষ্পীয় পোত বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	দেশান্তরিক বাষ্পীয় পোত বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯১ সালের আইন।
১৮৯২	২	খৃষ্টীয়ানদের বিবাহ বিষয়ক ১৮৭২ সালের ভারতবর্ষীয় আইনের ষষ্ঠাধ্যায়সারে সাধন করা কোন কোন বিবাহ সিদ্ধ করণার্থ।	বিবাহ সিদ্ধ করণার্থ ১৮৯২ সালের আইন।
"	৬	মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের ভারতবর্ষীয় আইন ও দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ।	মিয়াদ বিষয়ক ভারতবর্ষীয় আইন ও দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯২ সালের আইন।
১৮৯৩	৫	ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত রাজ্যের মধ্যে মন্ত্রিসভাধিকৃত জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের যে বিচারাধিকার আছে, যে সকল ব্রিটিশ আদালত সেই রাজ্যের মধ্যে বা সম্বন্ধে সেই বিচারাধিকার পরিচালন করেন, সেই সকল ব্রিটিশ আদালত যে সকল প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন, কোন স্থলে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে সেই সকল প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা তামিল করা আইন সজ্জত করণার্থ।	বিদেশীয় বিচারাধিকার (প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা) বিষয়ক ১৮৯৩ সালের আইন।
১৮৯৪	২	বন্দর বিষয়ক ১৮৮৯ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধনার্থ।	বন্দর বিষয়ক ১৮৮৯ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৪ সালের আইন।
"	৩	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন এবং ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইন সংশোধন করণার্থ।	ফৌজদারী আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৪ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।
"	৬	সামুদ্রিক ও অগ্নিবিষয়ক বিমাপত্র ও নিলামের সার্টিফিকেট সম্বন্ধে ইন্ডাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ।	ইন্ডাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৪ সালের আইন।

তফসীল ।—(চলিতেছে ।)

১	২	৩	৪
বৎসর ।	নম্বর ।	বিষয় ।	সংক্ষেপ নাম ।
১৮৯৪	৭	বন্দিদের ১৮৭১ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ...	বন্দিদের ১৮৭১ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৪ সালের আইন ।
"	১০	কোঁজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ।	কোঁজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৪ সালের আইন ।
১৮৯৫	৩	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন, ১৮৬৪ সালের ৬ আইন এবং ভারতবর্ষের ডাকঘরের ১৮৬৬ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ।	ভারতবর্ষীয় কোঁজদারী আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৫ সালের আইন ।
"	৪	কোঁজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৩৬৬ ও ৩৭১ ধারা সংশোধন করণার্থ ।	কোঁজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৫ সালের আইন ।
"	৭	দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের এবং পঞ্জাবের আইন বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের কোন কোন ধারা সংশোধন করণার্থ ।	পঞ্জাবের আইন বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৫ সালের আইন ।
"	৮	১৮৬১ সালের ৫ আইন (পুলিসের বিধান করিবার আইন) সংশোধন করণার্থ ।	পুলিস বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৫ সালের আইন ।
"	১৩	দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬৩২ ও ৬৫২ ধারা সংশোধন করণার্থ ।	দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৫ সালের আইন ।
১৮৯৬	১	দেশান্তর গমন বিষয়ক ১৮৮৩ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ।	দেশান্তর গমনবিষয়ক ১৮৮৩ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৬ সালের আইন ।
"	৩	তারিফ বিষয়ক ১৮৯৪ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ।	তারিফ বিষয়ক ১৮৯৪ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৬ সালের আইন ।
"	৪	বন্দর বিষয়ক ১৮৮৯ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ।	বন্দর বিষয়ক ১৮৮৯ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৬ সালের আইন ।
"	৫	ভিন্ন দেশের বিচারাধিপত্য বিষয়ক ও অপরাধিদিগকে স্ব স্ব দেশে প্রেরণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ।	ভিন্নদেশের বিচারাধিপত্য বিষয়ক ও অপরাধিদিগকে স্ব স্ব দেশে প্রেরণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৬ সালের আইন ।
"	৬	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন সংশোধন করণার্থ ...	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৬ সালের আইন ।
"	৭	রাজধানীস্থ ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ।	রাজধানীস্থ ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৬ সালের আইন ।

তফসীল।—(সমাপ্ত।)

১	২	৩	৪
বৎসর।	নম্বর।	বিষয়।	সংক্ষেপ নাম।
১৮৯৬	৯	রেলওয়ে বিষয়ক ১৮৯০ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ।	রেলওয়ে বিষয়ক ১৮৯০ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৬ সালের আইন।
”	১১	ব্যবহারাজীবদিগের সম্বন্ধীয় ১৮৭৯ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	ব্যবহারাজীবদিগের সম্বন্ধীয় ১৮৯৬ সালের আইন।
”	১৩	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৬ সালের আইন।
”	১৫	অশ্বাদির সর্দি ও কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধীয় ১৮৭৯ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	অশ্বাদির সর্দি ও কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধীয় ১৮৭৯ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৬ সালের আইন।
”	১৬	ভারতবর্ষের ডাকঘরের ১৮৬৬ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	ভারতবর্ষের ডাকঘরের ১৮৬৬ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৬ সালের আইন।
১৮৯৭	১	(সরকারী কর্মচারকদের আচরণের বিষয়ের তদারকের নিয়ম করণের) ১৮৫০ সালের ৩৭ আইন সংশোধন করণার্থ।	রাজকীয় কর্মচারীদের সম্বন্ধে অম্মসন্ধান বিষয়ক ১৮৫০ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৭ সালের আইন।
”	১৩	ইন্ডাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ।	ইন্ডাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৭ সালের আইন।



গবর্ণমেন্ট গেজেট ।

বঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৮ সেপ্টেম্বর ।

চতুর্থ খণ্ড ।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থা বিভাগ ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপিখানি ১৮৯৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় উপস্থিত করা হইয়াছিল ।

১৮৯৭ সালের ১২ আইন ।

ডাকের গাড়ি বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইন আরো সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি ।

ডাকের গাড়ি বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইন আরো সংশোধন করা বিহিত । অতএব এতদ্বারা নিম্নলিখিত মত বিধান করা গেল :—

১ ধারা । এই আইনটিকে ডাকের গাড়ি বিষয়ক (১৮৬১ সালের) আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৭ সালের আইন

সংশোধন নাম ।

বলা যাইতে পারিবে ।

১৮৬১ সালের ১৬ আইনের ১ ধারার নিয়মবিধি বাহিত করিবার কথা ।

১৮৬১ সালের ১৬ আইনের ২০ ধারার পর দুতন ধারা যোগ করিবার কথা ।

“২০ক ধারা । (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট স্বীয় শাসনা-

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা ।

উদ্দেশ্য অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য স্থানীয় রাজ-

কীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে ।

(২) বিশেষভাবে এবং পূর্বোল্লিখিত ক্ষমতা সাধারণের ব্যতিক্রম না ঘটাইয়া ঐরূপ বিধিতে -

(ক) আইনানুযায়িক লাইসেন্সের ফারম, এবং যে সকল নিয়মে লাইসেন্স দেওয়া যাইতে পারিবে তাহা এবং যে সকল স্থলে লাইসেন্স রহিত করিতে পারা যাইবে তাহা নির্দেশ করিতে পারা যাইবে ।

(খ) ডাকের গাড়ির পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিতে পারা যাইবে । এবং

(গ) ডাকের গাড়ির ঘোড়াকে যত আড্ডা চালান যাইতে পারিবে তাহার সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য কত হইবে এবং উহাদিগকে কি রকম সাজ পরাইতে হইবে ও কেমন করিয়া যুক্তিতে হইবে তৎসম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে পারা যাইবে ।

(৩) এই ধারানুসারে কোন বিধি প্রণয়ন করিবার সময় স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ঐরূপ আদেশ করিতে পারিবে যে ঐ বিধি ভঙ্গ করিলে একশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ।”

উদ্দেশ্য ও হেতুর বিবরণ।

কুড়ি মাইলের অধিক পথ যাইবার জন্য যে সকল গাড়ি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় ডাকের গাড়ি বিষয়ক ১৮৬১ সালের (১৮৬১ সালের ১৬ আইনের) আইনের ১ ধারার নিয়মবিধি অনুসারে কেবল সেই সকল গাড়ি সম্বন্ধে উক্ত আইন খাটে। এই নিয়মটি অস্ববিধাজনক দৃষ্ট হইয়াছে। কারণ যে সকল ডাকের গাড়ির আইন মানিয়া চলা উচিত সেই সকল ডাকের গাড়ি অনেক সময় কুড়ি মাইলের কম পথও গমনাগমন করে। এই নিয়মিত পাণ্ডুলিপির ২ ধারায় উপরি উক্ত নিয়মবিধি রহিত করিবার প্রস্তাব করা যাইতেছে।

২। ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে যে এই আইনের বিধানগুলির সহায়তা পক্ষে যে সকল বিধি প্রণয়ন করা আবশ্যিক ইহাতে সেই সকল বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা না থাকায় কার্যতঃ ইহা অসম্পূর্ণ হইয়াছে। কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত গাড়ির ঘোড়াকে যত আড্ডা চালান যাইতে পারিবে তাহার দৈর্ঘ্য কত হইবে এইরূপ নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের ব্যবস্থা করণার্থ এবং সাধারণতঃ শাসনবিভাগীয় কর্মপদ্ধতিগকে এই আইনটিকে কার্যে পরিণত করিতে পরিচালিত করিবার জন্য সহকারী বিধির আবশ্যিকতা ভূমোদর্শনে সপ্রমাণিত হইয়াছে। এইরূপ বিধি প্রণয়ন করিতে যে ক্ষমতার প্রয়োজন পাণ্ডুলিপির ৩ ধারায় স্থানীয় গবর্নমেন্টকে সেই ক্ষমতা প্রদান করা অভিপ্রেত।

জে, উদ্ভবরণ।

৩রা আগস্ট, ১৮৯৭ সাল।

জে. এম., ম্যাককাসন,
ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

CHUNDER NATH BOSE,
Bengali Translator.



গবর্নমেন্ট গেজেট

বঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৮ সেপ্টেম্বর।

ষষ্ঠ খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট।

ব্যবস্থা বিভাগ।

৪০৫৬ এস, আর,—বিজ্ঞাপন।

১৮৯৭ সাল ১৭ই জুলাই।—স্বর্ণ বিষয়ক ১৮৬৪ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন সংশোধন করণার্থ নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপিখানি অভিপ্রায় ও হেতুর বিবরণসহ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের মন্ত্রিসভার ব্যবস্থাপন কার্য চলাইবার নিমিত্ত বিধিসমূহের ৩৪ বিধি অঙ্গসারে সাধারণের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশিত করা গেল।—

সি. ই. এ. ডবলিউ, ওল্ডফিল্ড, বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের এক্টিং সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের লবণবিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

সূচনা।

ধারা।

- ১। সং. কপ নাম, ব্যাপ্তি ও আরম্ভের কথা।
- ২। রহিত করিবার ও বাঁচাইবার কথা।
- ৩। অর্ধনির্দেশের কথা।

A Bill to Amend the Salt-Law in Bengal.

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কর্তৃত্ব ও শিরিস্তা বিষয়ক বিধি।

ধারা।

- ৪। বোর্ডের কর্তৃত্বের কথা।
- ৫। কালেক্টরের কর্ত্ব ও তাঁহার কর্ত্ব সম্পাদনার্থ কোন ব্যক্তির নিয়োগের কথা।
- ৬। স্বর্ণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্ত্বচারিদের কিম্বা তাঁহাদের কর্ত্ব সম্পাদনার্থ ব্যক্তিদের নিয়োগের কথা।
- ৭। স্বর্ণ রাজস্ব সম্পর্কীয় অধীন কর্ত্বচারিদের নিয়োগ, দণ্ড ও পদচ্যুতির কথা।

তৃতীয় অধ্যায়।

স্বর্ণ, স্বর্ণাক্ত মৃত্তিকা বা সোরা পোস্তানকরণ খননকরণ, সংগ্রহকরণ, স্থানান্তরকরণ, চালানকরণ, গুদামজাতকরণ, নিকটে রাখন ও বিক্রয়করণ বিষয়ক বিধি।

ধারা।

- ৮। স্বর্ণ বা সোরা পোস্তান করিবার কিম্বা অকৃত্রিম স্বর্ণ বা স্বর্ণাক্ত মৃত্তিকা খনন সংগ্রহ বা স্থানান্তর করিবার বা নিকটে রাখিবার নিমিত্ত লাইসেন্স লইতে হইবার কথা।

ধারা।

- ৯। লাইসেন্সের লিখিত বিষয় ও কার্যের ও লাইসেন্সের নিমিত্ত কীর কথা।
- ১০। লাইসেন্স রহিত বা হ্রগিত করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১১। লাইসেন্স ব্যক্তিরকে লবণাক্ত মৃত্তিকা খনন সংগ্রহ বা স্থানান্তর করিবার বা নিকটে রাখিবার অস্থমতি সূচক বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১২। লবণের কারখানা বা শুদামজাত করিবার অস্থমতিপ্রাপ্ত স্থান হইতে লবণ বা সোরা স্থানান্তর করিবার কথা।
- ১৩। স্থান নির্দেশ করিয়া ও ঐ স্থানে লবণ, লবণাক্ত মৃত্তিকা ও সোরা স্থানান্তর করণ, চালানকরণ, শুদামজাতকরণ, নিকটে রাখন বা বিক্রম করণের ব্যবস্থা করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১৪। ঐরূপে নির্দিষ্ট স্থানে লবণ, লবণাক্ত মৃত্তিকা বা সোরা চালান করিবার বা নিকটে রাখিবার সম্বন্ধে নিয়মের কথা।
- ১৫। কোন কোন স্থানে লবণাক্ত মৃত্তিকাকে বেআইনী বলিয়া ব্যক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

চতুর্থ অধ্যায়।

তালাস, গ্রেপ্তার ও ধৃত করিবার ও বিচারের ক্ষমতার কথা।

- ১৬। মাজিস্ট্রেটের তালাস করিবার ওয়ারেন্ট বাহির করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১৭। বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারিদিগের প্রতি ওয়ারেন্ট বিনা তালাস করিবার ও গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতা দিবার কথা।
- ১৮। খোলা জায়গায় তালাস, ধৃত ও গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১৯। তালাস ও গ্রেপ্তার যেরূপে করিতে হইবে তাহার কথা।
- ২০। যে দ্রব্য তালাস বা পরীক্ষা করিতে হইবে তাহা যে ব্যক্তির নিকট থাকে আদিষ্ট হইলে তাহার তাহা বস্তা খুলিয়া ওজন করিতে কিম্বা স্থানান্তর বা মৌজুত করিতে বাধ্য হইবার কথা।
- ২১। গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিদিগকে ইন্স্পেক্টরের নিকট পাঠাইবার কথা।

ধারা।

- ২২। ইন্স্পেক্টরের কার্যপ্রাণালীর কথা।
- ২৩। ষাহাদের সম্বন্ধে সন্দেহ হয় ইন্স্পেক্টরের এরূপ ব্যক্তিদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা।

পঞ্চম অধ্যায়।

গ্রামের মওল ও অপর ব্যক্তিদের কর্তব্য কর্মের কথা।

- ২৪। গ্রামের মওল ও কোন কোন বিভাগের কর্মচারিদের—
- (ক) এই আইনমতে দণ্ডনীয় অপরাধের সম্বাদ দিতে এবং
- (খ) ঐরূপ অপরাধ নিবারণ করিতে এবং
- (গ) লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্মচারিদের সাহায্য করিতে বাধ্য হইবার কথা।
- ২৫। মালিক প্রকৃতির বেআইনী লবণ পোস্তানের হুটিস দিতে বাধ্য হইবার কথা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অপরাধ, দণ্ড ও ক্ষতিপূরণের কথা।

- ২৬। ৮, ১২, ১৪ বা ১৫ ধারা উল্লঙ্ঘন করিবার, বেআইনী লবণ গ্রহণ বা রক্ষা করিবার কিম্বা বিধি, লাইসেন্স বা পর্মিট উল্লঙ্ঘন করিবার দণ্ডের কথা।
- ২৭। ২৬ ধারামতে দ্বিতীয়বার ও তাহার পর অপরাধ সাব্যস্ত হইলে দণ্ডের কথা।
- ২৮। কোন কোন ব্যক্তির অসদাচরণের কথা।
- ২৯। বেআইনী লবণ পোস্তানের হুটিস না দিবার দণ্ডের কথা।
- ৩০। যে মাজিস্ট্রেটদের কর্তৃক অপরাধ বিচার্য তাহাদের কথা।
- ৩১। অভিযোগের মিয়াদের কথা।
- ৩২। জব্দকরণের কথা।
- ৩৩। জব্দ দ্রব্য উদ্ধার করিবার কথা।
- ৩৪। সরলভাবে কৃত কার্যের নিমিত্ত দণ্ড বা ক্ষতিপূরণ দিতে না হইবার কথা।
- ৩৫। ক্ষতিপূরণের জন্য মোকদ্দমার কথা।

সপ্তম অধ্যায়।

বিবিধ বিধান।

- ৩৬। কোন কোন কর্মচারিকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিবার অস্থমতির কথা।
- ৩৭। বিধি প্রণয়ন করিবার সাধারণ ক্ষমতার কথা।
- ৩৮। বিধির পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ করণের কথা।
- ৩৯। বিধি চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করণের কথা।

বঙ্গদেশের লবণবিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

বঙ্গদেশের যে সকল অংশ উপস্থিত সময়ে ভারত-বর্ষীয় লবণবিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের অধীন নয় লবণবিষয়ক যে আইন সেই সমস্ত অংশে প্রবল আছে তাহার সংশোধন করা বিহিত। অতএব এতদ্বারা নিম্নলিখিতমত বিধান করা গেল।—

প্রথম অধ্যায়।

সূচনা।

১ ধারা। (১) এই আইনটিকে বঙ্গদেশের লবণ-নকশা শম. ব্যাংক ও বিষয়ক ১৮৯ সালের আইন আধারের কথা। বলা যাইতে পারিবে।

(২) ভারতবর্ষীয় লবণবিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন উপস্থিত সময়ে যে সকল প্রদেশে প্রচলিত আছে ইহা তান্ত্রিক উপস্থিত সময়ে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন সমস্ত প্রদেশে প্রচলিত হইবে, কিন্তু স্থানীয় গবর্নমেন্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া সময়ে সময়ে কোন স্থানকে এই ধারা ও ২ ধারা ভিন্ন এই আইনের সমস্তটির বা কোন অংশের কাছ হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন। এবং

(৩) ইহা শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের সম্মতি প্রাপ্ত হইবার পর যে দিবস কলিকাতা গেজেটে প্রথম প্রকাশিত হয় সেই দিবসে আমলে আদিবে।

২ ধারা। ঐ দিবসে ও ঐ দিবস হইতে লবণ-বিষয়ক ১৮৬৪ সালের আইন ও লবণবিষয়ক ১৮৬৪ সালের আইন সংশোধনার্থ ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ১ আইন রহিত হইবে।

কিন্তু—

(ক) লবণবিষয়ক ১৮৬৪ সালের উক্ত আইন অনুসারে কিম্বা ঐ আইনের দ্বারা রহিত করা কোন আইন অনুসারে যে সমস্ত লাইসেন্স প্রদত্ত হইয়াছে, আদেশ, বিধি ও নিয়োগ কৃত হইয়াছে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে, স্থানীয় সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে ও ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তৎসমুদয় যত দূর এই আইনের সহিত সঙ্গত হয় তত দূর যথাক্রমে এই আইন অনুসারে প্রদত্ত, কৃত, প্রকাশিত, নির্দিষ্ট ও অর্পিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে।

(খ) উক্ত তারিখের পূর্বে অপর যাহা কিছু কৃত হয় কিম্বা যে কোন অপরাধ করা হয় কিম্বা যে কোন জরিমানা বাদও ভোগের আদেশ হয় কিম্বা যে কোন কার্য আরম্ভ

করা হয় উক্ত আইনগুলি রহিত হইবার দরুন তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।
৩ ধারা। (১) বিষয় বা সংযুক্ত বাক্যাবলিতে বিরোধীভাবে কোন কথা না থাকিলে এই আইনে—

(ক) “লবণ” বলিতে সোডিয়ামের ক্লোরাইড এবং

(১০) অকৃত্রিম লবণ, এবং

(২০) কোন লবণ দ্রব্য বা লবণাক্ত মৃত্তিকা হইতে প্রস্তুত করা বা উৎপন্ন লবণ বা লবণ দ্রব্যও বুঝাইবে।

(খ) “অকৃত্রিম লবণ” বলিতে স্বতঃ উৎপন্ন লবণ, লবণের স্বাভাবিক সঙ্কয় ও লবণের প্রস্ফাটনকে বুঝাইবে।

(গ) “লবণাক্ত মৃত্তিকা” বলিতে যে মৃত্তিকা স্বভাবতঃ লবণাক্ত কিম্বা যাহার সহিত লবণ মিশ্রিত আছে সেই মৃত্তিকাকে বুঝাইবে।

(ঘ) “সোরা” বলিতে পোটাশের নাইট্রেট বুঝাইবে এবং স্থানীয় গবর্নমেন্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া সময়ে সময়ে যে কোন স্থান এতদর্থে নির্দিষ্ট করেন সেই স্থানে ঐ বিজ্ঞাপনের লিখিত সোডা ও পটাশের সকল প্রকার কার্বনেট, নাইট্রেট বা সল্ফেটকেও বুঝাইবে।

(ঙ) (১০) এই আইন কিম্বা লবণ রাজস্ব সম্বন্ধীয় উপস্থিত সময়ের প্রচলিত অপর কোন আইন, কিম্বা

(২০) এই আইন বা পূর্বোক্তমত অপর কোন আইন অনুসারে প্রণীত কোন বিধি বা আদেশ, কিম্বা

(৩০) এই আইন বা পূর্বোক্তমত অপর কোন আইন অনুসারে প্রদত্ত কোন লাইসেন্স বা পর্মিট --

উল্লেখন করিয়া যে লবণ, লবণাক্ত মৃত্তিকা বা সোরা কোন খালাড়িতে বা খালাড়ি হইতে কিম্বা কোন গবর্নমেন্টের গুদাম বা ভাণ্ডারে কি গুদাম বা ভাণ্ডার হইতে পৌত্তান করা হয়, খনন করা হয়, সংগ্রহ করা হয়, বস্তাবন্দি করা হয়, গুদামজাত করা হয়, জলখান হইতে নামান হয়, চালান করা হয় বা স্থানান্তরিত করা হয় কিম্বা নকটে রাখা হয় “বেআইনী লবণ” বলিতে সেই লবণ, লবণাক্ত মৃত্তিকা বা সোরাকে বুঝাইবে।

কিন্তু যে লবণাক্ত মৃত্তিকা কেবল খনন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহা ১৫ ধারামতে বিজ্ঞাপিত কোন স্থানের সীমার মধ্যে পাওয়া না গেলে বেআইনী বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

(চ) “পোস্তান” শব্দে অকৃত্রিম লবণ বা লবণাক্ত মৃত্তিকা ধনন, সংগ্রহ ও স্থানান্তর করণ এবং সোরা জল কি মৃত্তিকা কিম্বা অপর কোন দ্রব বা পদার্থ হইতে যে সকল প্রক্রিয়া দ্বারা লবণ পৃথক করা হয় তাহার প্রত্যেক প্রক্রিয়া এবং লবণ বা সোরা পরিষ্কার বা বিশুদ্ধ করণের প্রত্যেক প্রক্রিয়াও গণ্য।

(ছ) যে কোন স্থান লবণ বা সোরা পোস্তানের নিমিত্ত কিম্বা মাসুল দিবার অপেক্ষায় উহা শুদামজাত করিবার বা রাখিবার নিমিত্ত ব্যবহার করা হয় কিম্বা ব্যবহারার্থ অভিপ্রেত হয় “লবণের কারখানা” বলিতে সেই স্থানকে বুঝাইবে,

এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া কোন লবণের কারখানার সীমার অন্তর্গত যে সকল বাঁধ, জলপ্রণালী, জলাশয়, ভূমি, বিলডিঙ ও পতিত স্থান সময়ে সময়ে এতদর্থে নির্দিষ্ট করেন ঐ শব্দসমূহে তাহাও গণ্য।

কিন্তু সামুদ্রিক কর্তব্য বিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইন অনুসারে নিযুক্ত বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ওয়েরহৌসকে বুঝাইবে না।

(জ) কোন লবণের কারখানার মধ্যে যে নির্দিষ্ট স্থান লবণ বা সোরা পোস্তানের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয় এবং সরকারী হিসাবের মধ্যে খানাড়ি বলিয়া স্বতন্ত্রভাবে লিখিত হয় “খানাড়ি” শব্দে সেই স্থানকে বুঝাইবে।

(ঝ) এই আইন কিম্বা লবণ রাজস্ব সম্বন্ধীয় উপস্থিত সময়ের প্রচলিত অপর কোন আইন অনুসারে যে কোন মূল্য, মাসুল ফী, ট্যাক্স বা জরিমানা বসান যায় বা যাহা জরিমানা করিবার বা যে টাকা দিবার আদেশ করা হয় তাহা হইতে যে রাজস্ব উৎপন্ন হয় বা হইতে পারে “লবণ রাজস্ব” বলিতে সেই রাজস্বকে বুঝাইবে।

(ট) “বোর্ড” বলিতে উপস্থিত সময়ে বঙ্গদেশের ত্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশ সমূহের নিমিত্ত রেভিনিউ বোর্ডকে বুঝাইবে।

(ঠ) “কালেক্টর” শব্দে কোন জিলার রাজস্ব কার্য নিৰ্বাহের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারীকে বুঝাইবে।

(ড) “লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্মচারী” বলিতে এই আইনমত লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্মচারীর সমস্ত বা কোন ক্ষমতা পরিচালনার কিম্বা সমস্ত বা কোন কর্তব্যকর্ম সম্পাদনার ৬ ধারানুসারে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

(ঢ) “ইন্স্পেক্টর” বলিতে এই আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধের অভিযোগের বিচার করণার্থ বিশেষরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন কর্মচারীকে বুঝাইবে।

(ণ) “লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি” বলিতে যে ব্যক্তিকে এই আইনের তৃতীয় অধ্যায় অনুসারে কোন লাইসেন্স প্রদত্ত হয় সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(ত) “কারাদণ্ড” বলিতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের অর্থনির্দেশমত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বুঝাইবে।

(থ) “স্থান” শব্দে কোন বাটী, বিলডিঙ, দোকান, তাঁবু বা জলযানও গণ্য, এবং

(দ) “ধারা” শব্দে এই আইনের কোন ধারা বুঝাইবে।

(২) কোন ব্যক্তির চাকর বা এজেন্ট ঐ ব্যক্তির জন্য লবণ নিকটে রাখিলে বা স্থানান্তরিত করিলে তাহা এই আইনের প্রয়োজনার্থ ঐ লবণ ঐ ব্যক্তি কর্তৃক স্বয়ং নিকটে রাখা বা স্থলভেদে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কর্তৃত্ব ও শিরিস্তা বিষয়ক বিধি।

৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্টের সাধারণ কর্তৃত্বাধীনে লবণ বিভাগের কার্য নিৰ্বাহণের ও লবণ রাজস্ব আদায়ের উপর বোর্ডের কর্তৃত্ব থাকিবে।

৫ ধারা। ডিভিসনের কমিশনার সাহেবের কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে সময়ে কালেক্টরের কর্ম ও উপর যে কর্মচারির আদেশ কোন ব্যক্তির নিয়োগের করেন তাহার কর্তৃত্ব ও কথ। আদেশাধীনে, কালেক্টর সাহেব

আপন জিলার মধ্যে লবণ রাজস্ব আদায় কার্যের ও এই আইনের বিধান কার্যে পরিণত করিবার ভারপ্রাপ্ত হইবেন।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত করিয়া সময়ে সময়ে কোন জিলার বা জিলার অংশে কালেক্টর সাহেবের অধীনে কিম্বা কালেক্টর সাহেবের পরিবর্তে কালেক্টরের সমস্ত বা কোন ক্ষমতা পরিচালনার কিম্বা সমস্ত বা কোন কর্তব্যকর্ম সম্পাদনার অপর কোন কর্মচারীকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ কোন নিয়োগ রহিত করিতে পারিবেন।

৬ ধারা। (১) যন্ত্রিসভাধিকৃত শ্রীযুত গবর্নর জেন-
লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্মচারীদের কিম্বা তাঁহাদের কর্ম সম্পাদনার্থ ব্যক্তিদের নিয়োগের কথা। রল সাহেবের সাধারণ কর্তৃত্বাধীনে স্থানীয় গবর্নমেন্ট যত ব্যক্তিকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন সময়ে সময়ে তত ব্যক্তিকে নাম উল্লেখ করিয়া বা তাঁহাদের পদের বলে লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্মচারী স্বরূপ কিম্বা লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন কর্মচারীর এই আইনমত সমস্ত বা কোন ক্ষমতা পরিচালনার্থ অথবা সমস্ত বা কোন কর্তব্য কর্ম সম্পাদনার্থ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) পূর্বোক্তমত ক্ষমতা পরিচালনার্থ কিম্বা কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনার্থ নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে স্থানীয় গবর্নমেন্ট যেরূপ আখ্যা উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেইরূপ আখ্যা দিয়া নিযুক্ত করিতে পারা যাইতে পারিবে।

৭ ধারা। স্থানীয় গবর্নমেন্টের মঞ্জুরি লইয়া বোর্ড
লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় অধীন কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদচ্যুতির কথা। সময়ে সময়ে যে সকল আদেশ প্রদান করেন কালেক্টর কিম্বা ৫ ধারার নিয়মবিধি অনুসারে নিযুক্ত কোন কর্মচারী তদধীনে,

(ক) যত ব্যক্তিকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় অধীন কর্মচারী স্বরূপ সময়ে সময়ে তত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং

(খ) অযোগ্যতা কিম্বা লবণ বিভাগের বিধি বা শাসনভঙ্গের নিমিত্ত কিম্বা অসাবধানতা কর্তব্যকর্মে অবহেলা বা অপর কোন অসদাচরণের নিমিত্ত পুলিশের কর্মচারী ছাড়া ঐরূপে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে যে কোন সময়ে তদন্ত করিবার ও তদন্তের কথা লিপিবদ্ধ করিবার পর জরিমানা করিতে, কর্ম হইতে স্থগিত করিতে, নামাইয়া দিতে বা পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

লবণ, লবণাক্ত মৃত্তিকা বা সোরা পোস্তানকরণ, খনন করণ, সংগ্রহকরণ, স্থানান্তরকরণ, চালানকরণ, গুদামজাতকরণ, নিকটে রাখন ও বিক্রয়করণ বিষয়ক বিধি।

লবণ বা সোরা পোস্তান করিবার কিম্বা অকৃত্রিম লবণ বা লবণাক্ত মৃত্তিকা খনন, সংগ্রহ বা স্থানান্তর করিবার বা নিকটে রাখিবার নিমিত্ত লাইসেন্স লইতে হইবার কথা।

(ক) লবণ বা সোরা পোস্তান করা যাইবে না, এবং

(খ) অকৃত্রিম লবণ এবং ১১ ধারামতে প্রণীত বিধি অনুসারে না হইলে, লবণাক্ত মৃত্তিকা খনন করা, সংগ্রহ করা, স্থানান্তর করা বা নিকটে রাখা যাইবে না।

লাইসেন্সের নিমিত্ত ৯ ধারা। (১) ৮ ধারামত বিধি ও ফারমের ও লাইসেন্সের নিমিত্ত ফীর কথা। সারে প্রদত্ত প্রত্যেক লাইসেন্সের নিমিত্ত ফীর কথা। সেন্সে—

(ক) উহা যে ব্যক্তিকে প্রদত্ত হয় তাঁহার নাম;

(খ) যে সীমার মধ্যে পোস্তান, খনন, সংগ্রহ বা স্থানান্তর করা যাইবে এবং যে সীমার মধ্যে নিকটে রাখা যাইতে পারিবে তাহা, এবং

(গ) পোস্তান, খনন, সংগ্রহ বা স্থানান্তরকরণের পর যে স্থানে লবণ, সোরা বা লবণাক্ত মৃত্তিকা গুদামজাত করা যাইবে তাহা

লিখিত হইবে এবং ৩৭ ধারামতে প্রণীত বিধির অধীনে বোর্ড কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দিষ্ট করেন ঐ লাইসেন্স সেইরূপ কার্যে হইবে ও উহাতে সেইরূপ সকল নিয়ম থাকিবে ও উহা সেইরূপ ফীর দিবার নিয়মাদীন হইবে।

(২) কালেক্টর যে কোন সময়ে ঐরূপ কোন লাইসেন্স তলব করিতে এবং ঐরূপে নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে তাহা পরিবর্তিত বা সংশোধিত করিতে পারিবেন।

১০ ধারা। লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির এই আইনমত কোন অপরাধ সাব্যস্ত হইলে বোর্ড ঐরূপ কোন লাইসেন্স রহিত করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ কোন লাইসেন্সের কোন নিয়ম ভঙ্গ হইলে উহা স্থগিত বা রহিত করিতে পারিবেন।

১১ ধারা। কোন ব্যক্তি বা কোন শ্রেণীর ব্যক্তি-
লাইসেন্স ব্যতিরেকে লবণাক্ত মৃত্তিকা খনন, সংগ্রহ, বা স্থানান্তর করিবার বা নিকটে রাখিবার অনুমতি-সূচক বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা কথা। দিগকে কালেক্টরের নিকট লাইসেন্স ব্যতিরেকে বিধির নির্দিষ্ট কোন স্থানে লবণাক্ত মৃত্তিকা খনন, সংগ্রহ বা স্থানান্তর করিবার কিম্বা নিকটে রাখিবার অনুমতি দিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্নমেন্ট সময়ে সময়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

এবং ঐরূপ খনন, সংগ্রহ বা স্থানান্তরকরণ বা নিকটে রাখন কার্যের সীমা নির্দেশ ও ব্যবস্থা করিবার জন্য যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করেন ঐ বিধিতে সেইরূপ বিধান করিতে এবং ঐরূপে পাওয়া বা নিকটে রাখা লবণাক্ত মৃত্তিকার যেরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারিবে তাহা নির্দিষ্ট করিতে পারিবেন।

লবণের কারখানা বা
গুদামজাত করিবার অমু-
মতিপ্রাপ্ত স্থান হইতে লবণ
বা সোরা স্থানান্তর করিবার
কথা।

১২ ধারা। ১৩ ধারামতে
কোন বিধি প্রণীত হইয়া
থাকিলে তাহা মান্য করিয়া—

(ক) গবর্ণমেন্টের নিমিত্ত কিম্বা বোর্ড হইতে গুদাম-
জাত করিবার অমুমতিপ্রাপ্ত কোন স্থানে
চালান করিবার নিমিত্ত না হইলে, লবণ
বা সোরা কোন লবণের কারখানা হইতে
স্থানান্তরিত করা যাইবে না। এবং

(খ) কালেক্টর কিম্বা এতদর্থে বিশেষমতে ক্ষমতা-
প্রাপ্ত লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন
কর্মচারী কর্তৃক প্রদত্ত পর্মিট অনুসারে
না হইলে এবং মন্ত্রিসভাধিকৃষ্ট শ্রীযুত
গবর্ণর জেনরল সাহেব ভারতবর্ষীয়
লবণ বিয়য়ক ১৮৮২ সালের আইনমতে
যে মাসুল স্থাপিত করেন সেই মাসুল
ও কোন লবণ সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টকে কোন
চার্জ দেয় হইলে সেই চার্জ প্রদত্ত না
হইলে, গুদামজাত করিবার অমুমতি-
প্রাপ্ত এরূপ কোন স্থান হইতে ঐ লবণ
স্থানান্তরিত করা যাইবে না।

স্থান নির্দেশ করিয়া ও
ঐ স্থানে লবণ, লবণাক্ত
মৃত্তিকা ও সোরা স্থানান্তর
করণ, চালানকরণ, গুদাম-
জাতকরণ, নিকটে রাখন
বা বিক্রয়করণের ব্যবস্থা
করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবার
ক্ষমতা কথা।

১৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণ-
মেন্ট বিধি করিয়া সময়ে
সময়ে—

(ক) কোন কর্মচারীর বন্দরের চতুর্দিকে বা যে
স্থানে লবণ বা সোরা পোখান হয়
তাহার চতুর্দিকে বেষ্টিত করিয়া কোন
স্থান নির্দেশ করিতে পারিবেন ;

(খ) যাহা লবণোৎপাদক স্থান বলিয়া বিবেচিত
হইবে এরূপ স্থান সকল নির্দেশ করিতে
পারিবেন ; এবং

(গ) এরূপ কোন স্থান বা কোন কোন স্থানের
মধ্যে লবণ, লবণাক্ত মৃত্তিকা ও সোরা
স্থানান্তর করণের, চালান করণের,
গুদামজাত করণের, নিকটে রাখনের ও
বিক্রয় করণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

১৪ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ১৩ ধারার (গ)

এরূপে নির্দিষ্ট স্থানে
লবণ, লবণাক্ত মৃত্তিকা বা
সোরা চালান করিবার বা
নিকটে রাখিবার সম্বন্ধে
নিয়মের কথা।

দক্ষমতে প্রণীত বিধিক্রমে যে
পরিমাণ নির্দিষ্ট করেন কোন
ব্যক্তি ঐ ধারামুসারে নির্দিষ্ট
কোন স্থানের মধ্যে তাহার
অধিক পরিমাণ লবণ, লবণাক্ত

মৃত্তিকা বা সোরা—

(ক) ঐ লবণ ১২ ধারার (খ) দফামুসারে প্রদত্ত
পর্মিট ক্রমে স্থানান্তরিত হইতেছে কিম্বা

এই ধারার (২) প্রকরণামুসারে প্রদত্ত
বিশেষ পর্মিট দ্বারা রক্ষিত এইরূপ না
হইলে ; কিম্বা

(খ) ঐ লবণ, লবণাক্ত মৃত্তিকা বা সোরা কোন
ভিন্নদেশীয় বন্দর বা স্থান হইতে উক্ত
স্থানের অন্তর্গত কোন বন্দর বা স্থানে
আইনমতে আমদানী করা হইয়াছে
এবং উহার উপর যে আমদানী মাসুল
আদায় হয় তাহা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া
কোন কর্মচারীর স্বাক্ষরিত
একখানি সার্টিফিকেট দ্বারা উহা রক্ষিত
এইরূপ না হইলে,—

চালান করিবেন না বা নিকটে রাখিবেন না।

(২) কালেক্টর কিম্বা কোন ডেপুটি কালেক্টর বা
আসিষ্টান্ট কালেক্টর কিম্বা এতদর্থে বিশেষমতে ক্ষমতা-
প্রাপ্ত লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন কর্মচারী যে ব্যক্তি-
দিগকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাঁহাদিগকে নিজের
ব্যবহারের জন্য অথবা ১৩ ধারামুসারে নির্দিষ্ট কোন
স্থান হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইবার জন্য ঐ ধারার
(গ) দফামতে প্রণীত বিধিক্রমে যে পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়
তাহার অধিক পরিমাণ লবণ নিকটে রাখিবার অমুমতি
দিয়া বিশেষ পর্মিট দিতে পারিবেন।

১৫ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কলিকাতা গেজেটে

কোন কোন স্থানে লব-
ণাক্ত মৃত্তিকাকে বেআইনী
বলিয়া বিস্তারিত করিবার অম-
তা কথা।

বিজ্ঞাপন দিয়া এরূপ ব্যক্ত
করিতে পারিবেন যে, যে
লবণাক্ত মৃত্তিকা খনন বা
সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহা
যদি ঐ বিজ্ঞাপনের লিখিত

কোন স্থানের সীমান্তের মধ্যে দেখা যায় তাহা হইলে
বেআইনী বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে।

(২) কোন ব্যক্তি কৃষি কার্য বা ইমারতী কার্যের
প্রয়োজনার্থ ভিন্ন (১) প্রকরণামুসারে বিজ্ঞাপিত কোন
স্থানে লবণাক্ত মৃত্তিকা খনন বা সংগ্রহ করিবেন না
বা নিকটে রাখিবেন না।

চতুর্থ অধ্যায়।

তালাস, গ্রেপ্তার ও ধৃত করিবার ও
বিচারের ক্ষমতার কথা।

মাজিস্ট্রেটের তালাস করি-
বার ওয়ারেন্ট বাহিব করি-
বার ক্ষমতার কথা।

১৬ ধারা। (১) কোন
মাজিস্ট্রেট তাহার এলাকার
অন্তর্গত কোন স্থানে—

(ক) এই আইনামুসারে প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতি-
রেকে লবণ বা সোরা পোখান করা,
খনন করা, সংগ্রহ করা বা স্থানান্তর
করা হইতেছে, কিম্বা,

- (খ) লবণের স্বাভাবিক সঞ্চয় আছে, কিম্বা
(গ) বেআইনী লবণ গুদামজাত করা বা লুক্কায়িত আছে—

এইরূপ সংবাদ পাইয়া সংবাদদাতার শপথ বা প্রতিজ্ঞা পূর্বক জবান বন্দি গ্রহণ করিবার পর ঐ লবণ বা সোরা তালাস করিবার নিমিত্ত অথবা স্থলভেদে ঐ লবণ সঞ্চয় পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত ওয়ারেন্ট বাহির করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপ প্রত্যেক জবানবন্দি লিখিয়া লইতে হইবে ও সংবাদদাতা ও মাজিস্ট্রেট কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

১৭ ধারা। (১) যখনই এতদর্থে বিশেষমতে

বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত
কর্মচারিদিগের প্রতি
ওয়ারেন্ট বিনা তালাস
করিবার ও গ্রেফতার করিবার
ক্ষমতা দিবার কথা।

ক্ষমতাপ্রাপ্ত লবণ রাজস্ব সম্প-
কীয় কোন কর্মচারী বা পুলিশ
বা ভূমিরাজস্ব বা কস্টম বিভা-
গের কোন কর্মচারীর এরূপ
বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে

যে তাঁহার ক্ষমতাহীন কোন স্থানে—

(ক) এই আইনানুসারে প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতি-
রেকে লবণ বা সোরা পোণ্ডান করা,
খনন করা, সংগ্রহ করা, বা স্থানান্তর
করা হইতেছে, কিম্বা

(খ) বেআইনী লবণ গুদামজাত বা লুক্কায়িত
আছে—

এবং তালাস করিবার ওয়ারেন্ট লইবার জন্য বিলম্ব
করিলে উহার আবিষ্কার ঘটিবে না, তিনি তখনই
সাধ্যমত—

(১০) যদি কোন সংবাদদাতা থাকে তবে তাহার
নাম, বাসস্থান ও পেশা।

(১০) যে স্থানে এবং যে ব্যক্তির নিমিত্ত বা যে
ব্যক্তির কর্তৃক লবণ বা সোরা
লইয়া বেআইনীমতে কার্য করা
হইতেছে সেই স্থান যথায় ও
সেই স্থানের বিবরণ এবং সেই
ব্যক্তির নাম, এবং

(১০) উক্ত লবণ বা সোরার আনুমানিক
পরিমাণ ও প্রকার এবং তৎ-
সম্বন্ধে কোন অপরাধ যে কৃত
হইতেছে তাহা বিশ্বাস করিবার
হেতু—

লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তদনন্তর দিবাভাগে বা
রাত্রিকালে যে কোন সময়ে ঐ স্থানে প্রবেশ ও তাহা
তালাস করিতে পারিবেন,

এবং এই আইনমতে জব্দকরণ যোগ্য যে বেআইনী
লবণ ও অপরাধ দ্রব্য দেখিতে পান তৎসমস্তই ধৃত
করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন,

এবং ঐ লবণ বা সোরা পোণ্ডান করিবার জন্য
কিম্বা লবণ স্বতঃ উৎপাদিত করাইবার নিমিত্ত বা স্বতঃ
উৎপাদিত হইবার সাহায্যার্থ ঐ স্থানে যে কোন ওয়ার্ক
নির্মিত হয় তাহা নষ্ট করিতে পারিবেন,

এবং ঐ লবণ বা সোরার পোণ্ডান, খনন, সংগ্রহ
বা স্থানান্তরকরণ কার্যে কিম্বা ঐরূপ বেআইনী লবণ
গুদামজাত বা গোপনকরণ কার্যে সম্পৃক্ত কোন
ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামতে যে ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়
কোন ইন্স্পেক্টরের নিকট তাহার হাজির হইবার জন্য
যথেষ্টরূপ জামিন উপস্থিত করা গেলে তালাসকারী
কর্মচারী তাহার জামিন লইবেন।

১৮ ধারা। লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন কর্মচারী
কিম্বা পুলিশ, ভূমি রাজস্ব বা
খোলা জায়গায় তালাস,
ধৃত ও গ্রেফতার করিবার ক্ষম-
তার কথা।
কস্টম বিভাগের কোন কর্ম-
চারী সাধারণের গমনাগমনের
দুই মুখ খোলা কোন পথে
কিম্বা বসতবাটী ছাড়া কোন খোলা জায়গায়—

(ক) যে কোন ব্যক্তি, জলযান, যান, জন্তু, বস্তু
বা আবরণের নিকটে, মধ্যে বা উপরে
এই আইন অনুসারে জব্দ হইবার যোগ্য
কোন বস্তু আছে বলিয়া তাঁহার সম্মুখে
করিবার যুক্তিযুক্ত কারণ থাকে তাহা
তালাস করিতে পারিবেন, এবং

(খ) যে কোন বস্তু এই আইন অনুসারে জব্দ
হইবার যোগ্য বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস
করিবার কারণ থাকে তাহা ধৃত ও
আটক করিতে পারিবেন, এবং

(গ) যে কোন ব্যক্তিকে এই আইন অনুসারে
দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করিতে দেখা
যায় তাহাকে ওয়ারেন্ট ব্যতিরেকে
গ্রেফতার করিতে পারিবেন।

১৯ ধারা। এই অধ্যায় অনুসারে যে সকল তালাস
ও গ্রেফতার করা যায় তাহা
তালাস ও গ্রেফতার যেকপে
করিতে হইবে তাহার কথা।
যথাক্রমে ফৌজদারী মোকদ্দ-
মার কার্যপ্রণালী বিষয়ক
১৮৮২ সালের আইনমতে কৃত তালাস ও গ্রেফতার সম্ব-
ন্ধীয় উক্ত আইনের বিধান অনুসারে করিতে হইবে।

২০ ধারা। (১) যে কোন কর্মচারী এই আইনমত
কোন তালাস করেন কিম্বা এই
আইনের বা এই আইন অনু-
সারে প্রণীত কোন বিধির
কোন প্রয়োজনার্থ কোন লবণ,
লবণাক্ত মৃত্তিকা বা সোরা
পরীক্ষা করেন তিনি যে কোন
জন্তু, যান, জলযান, মাল বা
বস্তু তালাস করিতে ইচ্ছা করেন কিম্বা যে কোন লবণ,
লবণাক্ত মৃত্তিকা বা সোরা পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন

তাহা যে ব্যক্তির অব্যবহিত দখলে বা কর্তৃত্বাধীনে থাকে তাহাকে অবিলম্বে ও ঐ কর্মচারী যে প্রকারে আজ্ঞা করা উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেই প্রকারে—

(ক) ঐরূপ কোন জম্বু, যান, বা জলযানের বোঝাই খালস করিবার, মাল বা বস্তু খুলিবার এবং ঐরূপ কোন লবণ, লবণাক্ত মৃত্তিকা বা সোরা ওজন করিবার, কিম্বা

(খ) ঐরূপ তালাস, পরীক্ষা বা ওজন সমাপ্ত হইবার পূর্বে বা পরে ঐরূপ কোন জম্বু, যান, মাল বা বস্তু যাবৎ অন্য আদেশ না হয় তাবৎ কোন সুবিধামত স্থানে সরাইয়া লইয়া যাইবার কিম্বা ঐ মাল বা বস্তু কোন সুবিধামত স্থানে মৌজুদ করিয়া রাখিবার—

আদেশ করিতে পারিবেন।

(২) যদি উক্ত ব্যক্তি ঐরূপ কোন আদেশ পালন করিতে অপারগ হন তাহা হইলে পূর্বেকৃত কর্মচারী যে প্রকারে আদেশ করেন সেই প্রকারে ঐ জম্বু, যান, জলযান, মাল বা বস্তু ভারযুক্ত করাইতে, খুলাইতে, স্থানান্তরিত করাইতে বা মৌজুদ করাইতে পারিবেন কিম্বা ঐ লবণ, লবণাক্ত মৃত্তিকা বা সোরা ওজন করাইতে পারিবেন, এবং উক্ত কর্মচারী উক্ত ব্যক্তির স্থানে ঐরূপ করিবার খরচা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

২১ ধারা। (১) যখনই কোন ব্যক্তিকে এই অধ্যায়ের বিধানমতে প্রেরিত করা হয় এবং ১৭ ধারার (২) প্রকরণমতে জামীনে খালস করা না হয় তখনই যে ব্যক্তি তাহাকে প্রেরিত করেন তিনি তাহাকে অবিলম্বে সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ ইন্স্পেক্টরের নিকট পাঠাইয়া দিবেন কিম্বা যে স্থান যুক্তিসঙ্গতমত দূর যদি সেই স্থানের মধ্যে কোন ইন্স্পেক্টর না থাকেন তাহা হইলে তাহাকে সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারির নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

(২) যখন কোন ব্যক্তিকে (১) প্রকরণমতে কোন পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারির নিকট পাঠান হয় তখন ঐ কর্মচারী সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ ইন্স্পেক্টরের নিকট সমনপ্রাপ্ত হইলেই হাজির হইবার জন্য তাহার জামিন লইবেন কিম্বা যদি জামিন দেওয়া না হয় তাহা হইলে স্বয়ং ঐ ব্যক্তিকে হেফাজত করিয়া ঐ ইন্স্পেক্টরের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

২২ ধারা। (১) এই আইন অনুসারে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি কোন ইন্স্পেক্টরের নিকট আনীত হইলে কিম্বা জামীনে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে,

ইন্স্পেক্টর যেরূপ তদন্ত উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেই রূপ তদন্ত করিবার পর হয়—

(ক) ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবেন, নয়

(খ) বিচারাধিকারবিশিষ্ট কোন মাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইবার জন্য তাহার জামীন লইবেন, কিম্বা জামীন দেওয়া না হইলে তাহাকে হেফাজত করিয়া ঐরূপ কোন মাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

(২) কোন পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কোন কর্মচারী কোন ধর্তব্য মোকদ্দমার অনুসন্ধান করণ সময়ে কোর্জদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিধায়ক ১৮৮২ সালের আইন অনুসারে যে সকল ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারেন ও যে সকল বিধানের অধীন হন এই ধারামুযায়িক কার্যস্থানের প্রয়োজনার্থ ইন্স্পেক্টর তত্ত্বালয় ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবেন এবং সেই সকল বিধানের অধীন হইবেন।

কিন্তু অভিযোগ আর অধিক দূর চালান বাঞ্ছনীয় নয় যদি ইন্স্পেক্টর কোন কারণে এরূপ বিবেচনা করেন তাহা হইলে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কোন মাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে কিম্বা কোন মাজিস্ট্রেটের নিকট তাহার উপস্থিত হইবার জন্য জামীন লইতে বাধ্য হইবেন না।

২৩ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি এই আইন অনুসারে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার সম্মুখে কোন ইন্স্পেক্টরের সম্মুখে হেফাজত করিবার কারণ থাকিলে ঐ

ইন্স্পেক্টর আপনার হেতু লিপিবদ্ধ করিবার পর ঐ ব্যক্তিকে তাহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য সমন করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপ কোন ব্যক্তি ইন্স্পেক্টরের নিকট উপস্থিত হইলে, তাহার সম্মুখে ২২ ধারার বিধান অনুসারে কার্য করিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

গ্রামের মণ্ডল ও অপর ব্যক্তিদের কর্তব্যকর্মের কথা।

২৪ ধারা। প্রত্যেক গ্রামের মণ্ডল ও পুলিশ, কন্সটবল, আকৌন, আবকারী ও বন বিভাগের প্রত্যেক কর্মচারির পক্ষে—

(ক) এই আইনমতে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ের কিম্বা কৃত হইবার কোন সম্বাদ পাইলে তাহা সহ-ইন্স্পেক্টরের নিম্ন পদস্থ না হন লবণ রাজস্ব

সম্পর্কীয় এরূপ কোন কর্মচারিকে জ্ঞাপন করা,

(খ) সাধ্যমত সমস্ত যুক্তিবুদ্ধ উপায় প্রয়োগ দ্বারা ঐরূপ কোন অপরাধ নিবারণের নিমিত্ত বাধা প্রদান করা ও উহা নিবারণ করা, এবং

(গ) লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন কর্মচারির নিকট হইতে কোন হুটিস বা অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে ঐ কর্মচারিকে এই আইনের কোন বিধান কার্যে পরিণত করিতে সাহায্য করা—

অবশ্য কর্তব্য হইবে ।

২৫ ধারা । যে সমস্ত মালিক, প্রজ্ঞা, অধীন প্রজ্ঞা ক্রয়ক বা অপার ব্যক্তি এমন জমী অধিকার বা ভোগ করেন যাহার উপর কোন বেআইনী লবণের পোস্তান আছে তাঁহারা ও তাঁহাদের এজেন্টেরা ঐ বিষয় অবগত হইবামাত্র, যুক্তিবুদ্ধ ওজর না থাকিলে কোন মাজিস্ট্রেট কিম্বা লবণ বা পুলিশ বিভাগের কোন কর্মচারির নিকট ঐ বিষয়ের হুটিস দিতে বাধ্য হইবেন ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

অপরাধ, দণ্ড ও ক্ষতিপূরণের কথা ।

৮, ১২ ১৪ বা ১৫ ধারা উল্লেখ করিবার, বেআইনী লবণ গ্রহণ বা রক্ষা করিবার, কিম্বা বিধি, লাইসেন্স বা পর্মিট উল্লেখ করিবার দণ্ডের কথা ।

২৬ ধারা । যে কোন ব্যক্তি—

- (ক) ৮ ধারা বা ১২ ধারা উল্লেখ করিয়া লবণ বা সোরা পোস্তান বা স্থানান্তর করে, কিম্বা
- (খ) ৮ ধারা উল্লেখ করিয়া অকৃত্রিম লবণ বা লবণাক্ত মৃত্তিকা খনন, সংগ্রহ বা স্থানান্তর করে বা নিকটে রাখে, কিম্বা
- (গ) ১৪ ধারা উল্লেখ করিয়া লবণ বা লবণাক্ত মৃত্তিকা বা সোরা চালান করে বা নিকটে রাখে, কিম্বা
- (ঘ) ১৫ ধারার (২) প্রকরণ উল্লেখ করিয়া লবণাক্ত মৃত্তিকা খনন করে, সংগ্রহ করে বা নিকটে রাখে, কিম্বা
- (ঙ) এই আইন কি উপস্থিত সময়ের প্রচলিত অপার কোন আইন দ্বারা বা আইন অনুসারে তাঁহার প্রতি যে কোন ক্ষমতা প্রদত্ত হয় সেই ক্ষমতার পরিচালনক্রমে ভিন্ন কিম্বা যে কোন কর্তব্যকর্ম অর্পিত হয় তাহার সম্পাদনক্রমে ভিন্ন বেআইনী

লবণকে বেআইনী জানিয়া বা বেআইনী করিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতেও তাহা গ্রহণ করে কিম্বা আইনসম্মত ওজর ব্যতিরেকে তাহা রক্ষা করে, কিম্বা

(চ) এই আইন অনুসারে প্রণীত কোন বিধি কিম্বা এই আইন অনুসারে প্রদত্ত কোন লাইসেন্স বা পর্মিটের কোন নিয়ম উল্লেখন করিয়া কিছু করে—

তাহার ঐরূপ প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত পাঁচশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা কিম্বা ছয় মাস কাল পর্যন্ত ক রাদণ্ড বা উভয় দণ্ডই হইতে পারিবে ।

২৭ ধারা । কোন ব্যক্তির পূর্বে ২৬ ধারামত কোন অপরাধ কিম্বা লবণ বিয়য়ক ২৬ ধারামতে (ষষ্ঠীয়বার ও তাহার পর অপরাধ সাব্যস্ত হইলে দণ্ডের কথা । ১৮৬৪ সালের আইনের ৫ ধারামত কোন অপরাধ সাব্যস্ত হইবার পর উক্ত ২৬ ধারামত কোন অপরাধ সাব্যস্ত হইলে, ২৬ ধারামত প্রথম কোন অপরাধের নিমিত্ত যে দণ্ড হয় তদতিরিক্ত তাহার ছয় মাস কাল পর্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারিবে ।

এবং ঐরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির ২৬ ধারামত পরে কোন অপরাধ সাব্যস্ত হইলে তাহার ঠিক পূর্ববার অপরাধ সাব্যস্ত হইবার সময় সে যতকাল কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হইয়াছিল তদতিরিক্ত তাহার প্রত্যেক-বার ছয় মাস কাল পর্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারিবে ।

২৮ ধারা । যদি লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন কর্মচারী কিম্বা গ্রামের মণ্ডল কিম্বা পুলিশ, কন্স্টেবল, আকৌন, আব-কারী বা বন বিভাগের কোন কর্মচারী—

- (ক) এই আইন বা এই আইন অনুসারে প্রণীত কোন বিধি উল্লেখ করিয়া কোন কার্য করেন কিম্বা কোন কার্য না করিবার অপরাধে অপরাধী হন, কিম্বা
- (খ) কোন ব্যক্তির ক্ষতি করিবার বা বিরক্তি জন্মাইবার অভিপ্রায়ে এই আইন বা এই আইন অনুসারে প্রণীত কোন বিধিক্রমে তাঁহার প্রতি যে কোন ক্ষমতা প্রদত্ত হয় বিরক্তিজনকভাবে বা অনাবশ্যকমতে সেই ক্ষমতার ব্যবহার করেন,—

তাহা হইলে ঐরূপ প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত তাঁহার পাঁচশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে ।

২৯ ধারা । যে ব্যক্তি ২৫ ধারামতে হুটিস দিতে বাধ্য যদি সে ব্যক্তি ইচ্ছা-পূর্বক ঐ হুটিস না দেয় বা দিতে বিলম্ব করে তাহা হইলে তাহার পাঁচশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে ।

৩০ ধারা। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার অন্যান্য যে মাজিস্ট্রেটদের কর্তৃক অপরাধ বিচার্য উদ্দেশ্যে কথ্য।

৩১ ধারা। এই আইন-ত কোন অপরাধ কৃত হইবার পর ছয় মাসের মধ্যে অভিযোগের বিষয়ের কথ্য।

৩২ ধারা। কোন মাজিস্ট্রেটের নিকট এই আইন অনুসারে কার্যামুঠান হইলে, নিম্নলিখিত দ্রব্য, অর্থাৎ—

- (ক) সমস্ত বেআইনী লবণ;
 (খ) যে সকল জন্তু, যান ও জলযান বেআইনী লবণ বহন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় বা ব্যবহৃত হইবার অভিপ্রায় থাকে তাহা;
 (গ) যে সকল মাল, বস্তা ও আবরণের ভিতর বা মধ্যে বেআইনী লবণ পাওয়া যায় তাহা, এবং
 (ঘ) লাইসেন্স ব্যতিরেকে লবণ, লবণাক্ত স্ত্রীক বা সোরা পোশুণ, খনন, সংগ্রহ বা স্থানান্তর করিবার নিমিত্ত কিম্বা এই আইনের বা এই আইন অনুসারে প্রণীত কোন বিধির বিধানের বিরুদ্ধে অকৃত্রিম লবণ কার্যে লাগাইবার নিমিত্ত যে সকল যন্ত্র, হাতিয়ার, পাত্র ও মাল মশলার প্রয়োগ করা হয় বা প্রয়োগ করিবার অভিপ্রায় থাকে তাহা

মোকদ্দমার বিচারকারী মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে জব্দ করা যাইতে পারিবে।

৩৩ ধারা। ৩২ ধারামতে জব্দ করিবার আজ্ঞা করা গেলে কালেক্টর ৩৭ ধারার (ঘ) দফা অনুসারে যে কোন বিধি প্রণীত হয় তদধানে জব্দ দ্রব্যের অধিকারীকে কালেক্টর যেরূপ জরিমানা উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেইরূপ জরিমানা দিয়া ঐ দ্রব্য উদ্ধার করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

৩৪ ধারা। এই আইনক্রমে কিম্বা এই আইন অনুসারে প্রণীত কোন বিধিক্রমে কোন ব্যক্তির প্রতি যে কোন কর্তব্যকর্ম অর্পিত হয় বা ক্ষমতা প্রদত্ত হয় তিনি তদনুসারে সরলভাবে কোন কার্য বা কোন আজ্ঞা করিলে সেই কার্য বা আজ্ঞার জন্য তাহার কোন দণ্ড হইতে পারিবে না বা কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না।

৩৫ ধারা। (১) পূর্বোক্তমত কোন কর্তব্যকর্ম বা ক্ষমতার ব্যাপদেশে কিম্বা পূর্বোক্তমত কোন কর্তব্যকর্ম বা ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া যে

কোন কার্য করা হয় কিম্বা করা হইয়াছে বলিয়া আদালত বিবেচনা করেন তদ্বারা অনিষ্ট হইয়াছে বলিয়া কথিত হইলে তন্নিমিত্ত কোন ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিপূরণার্থ প্রত্যেক মোকদ্দমা—

(ক) যে অনিষ্ট সম্বন্ধে নালিস হয় যদি সেই অনিষ্ট হইবার পর তিন মাস অত্যন্ত হইলে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয় কিম্বা

(খ) যদি বাদী এক মাস পূর্বে প্রতিবাদীকে যে অনিষ্ট সম্বন্ধে নালিস হয় তাহার প্রচুর বিবরণসম্মত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার লিখিত হুটিস দিয়া না থাকেন— তাহা হইলে ডিসমিস করা যাইবে।

(২) ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার আরজাতে পূর্বোক্তমত একটি হুটিস যে প্রতিবাদীর উপর জারী করা হইয়াছে এহ কথা ও ঐরূপ জারী করিবার তারিখ প্রকাশ থাকা চাই এবং প্রতিবাদী ক্ষতি পূরণার্থ কোন প্রস্তাব করিয়াছেন কি না ও করিয়া থাকিলে কি প্রস্তাব করিয়াছেন ইহারও ঐ আরজিতে উল্লেখ থাকা চাই।

(৩) উক্ত হুটিস যে সময়ে ও যে প্রকারে জারী করা হইল বাদী তাহা নির্দেশ করিয়া উহার একখানি নকলে পৃষ্ঠলিপি করিবেন কিম্বা ঐ নকলের সঙ্গে ঐ নির্দেশপত্র দিবেন এবং ঐ নকল আরজীতে সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়।

বিবিধ বিধান।

কোন কোন কর্মচারীকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিবার অনুমতি কথ্য।

৩৬ ধারা। স্থানীয় গবর্ণ-মেন্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া—

(১) লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন কর্মচারির প্রতি—

(ক) ১২ ধারার (খ) দফা অনুসারে পর্মিট দিবার;

(খ) ১৪ ধারার (২) প্রকরণ মতে বিশেষ পর্মিট দিবার; কিম্বা

(গ) এই আইন মতে দণ্ডনীয় অপরাধের অভিযোগের বিচার করিবার—

বিশেষ মতে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন; কিম্বা

(২) লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন কর্মচারীকে কিম্বা পুলিশ, ডুমুরাজস্ব বা কফম বিভাগের কোন কর্মচারীকে ১৭ ধারাক্রমে প্রদত্ত সমস্ত বা কোন ক্ষমতা পরিচালনার্থ বিশেষ করিয়া ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

৩৭ ধারা। স্থানীয় গবর্নমেন্টকে ইতিপূর্বে যে সমস্ত
বিধি প্রণয়ন করিবার সাধা-
বণ ক্ষমতা কথায়।
বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা
প্রদত্ত হইয়াছে এই গবর্নমেন্ট
তদতিরিক্ত সময়ে সময়ে নিম্ন-
লিখিত সমস্ত বা কোন বিষয়ের ব্যবস্থা করণার্থ বিধি
প্রণয়ন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ :—

- (ক) কোন খালাড়ীতে বা কোন খালাড়ী হইতে
লবণ বা সোরা পোখান, জমা গুদাম-
জাত, বিক্রয় বা স্থানান্তর করণের ;
- (খ) যাহার উপর মাসুল দেওয়া হয় নাই এরূপ
লবণ জমা বা গুদামজাত করণার্থে ব্যব-
স্থান কোন ঘেরা স্থানে বা কোন ঘেরা
স্থান হইতে লবণ বা সোরা জমা, গুদাম-
জাত ও স্থানান্তর করণের ;
- (গ) এই আইন অনুসারে যে কোন লাইসেন্স
পার্মিট, পাস, সার্টিফিকেট, মাখিলা,
রওয়ানা বা এরূপ কোন দলিল প্রদত্ত
হয় বা বাহির হয় তাহার জন্য যে ফী
চার্জ করিতে হইবে তাহার ;
- (ঘ) ধৃত বা জব্দ করা জব্বোর বিলি ব্যবস্থার ও
গোয়েন্দা প্রভৃতিকে পুরস্কার দিবার ;
- (ঙ) লবণের উপর মাসুল দিবার ;
- (চ) এই আইন অনুসারে লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয়
কর্মচারীদের কৃত আঙ্গার উপর যে
সকল স্থলে যে কর্মচারীদের নিকট ও
যে সকল নিয়মাধানে আপীল হইতে
পারিবে তাহার :

(ছ) আমদানী করা লবণ ব্যবসায়ীদের ও আব-
কারী লবণ পোখানকারীদের সংখ্যা,
পরিমাণ ইত্যাদি সম্বন্ধিত যে সকল
রিটার্ন দিতে হইবে তাহার ;

(জ) সাধারণতঃ, এই আইনের বিধান কার্যে
পরিণত করণের ।

৩৮ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্নমেন্ট এই আইন-
মতে কোন বিধি প্রণয়ন করি-
বার পূর্বে প্রস্তাবিত বিধির
দ্বারা যে ব্যক্তিদের ক্ষতিবৃদ্ধি
হইবার সম্ভাবনা তাহাদের অস্বগতর নিমিত্ত উহার
একখানি পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশিত করিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্নমেন্ট যে প্রকার আদেশ করেন
উক্ত পাণ্ডুলেখ্য সেই প্রকারে প্রকাশিত করিতে হইবে।

(৩) যে তারিখে বা যে তারিখের পর এই পাণ্ডু-
লেখ্য বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে তাহা নির্দেশ করিয়া
এই পাণ্ডুলেখ্যের সহিত একখানি মুটিস প্রকাশিত
করিতে হইবে।

(৪) এরূপে নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে স্থানীয় গবন-
মেন্ট কোন ব্যক্তির নিকট হইতে এই পাণ্ডুলেখ্য সম্বন্ধে
কোন আপত্তি বা পরামর্শ প্রাপ্ত হইলে তাহা বিবেচনা
করিয়া দেখিবেন।

৩৯ ধারা। এই আইন অনুসারে প্রণীত সমস্ত বিধি
কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত
করা যাইবে এবং বিধিগুলি
যে যথারূপে প্রণীত হইয়াছে
এরূপ প্রকাশিত করাই তাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

অভিপ্রায় ও হেতু বিবরণ ।

এই পাণ্ডুলিপিখানির প্রধান উদ্দেশ্য এই এই :—

(ক) রওয়ানা প্রণালী রহিত করণার্থ বিধান করা :

(খ) বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টকে উড়িষ্যার লবণ বিভাগের কার্যনির্বাহভার পুনর্বার গ্রহণ করণার্থ সক্ষম
করা ; এবং

(গ) আইনে এরূপ কয়েকটি পরিবর্তন করা যাহা ভূয়োদর্শনক্রমে লবণ রাজস্বের হিতার্থে আইনে
সম্মিলিত করা আবশ্যিক বলিয়া দৃষ্ট হইয়াছে।

২। এই কারণে ১৮৬৪ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনটি পাণ্ডুলিপির দ্বারা রহিত করা হইল। ১৮৭৩ সালের
বঙ্গীয় ১ আইন দ্বারা সংশোধিত উক্ত আইন পটনা, ভাগলপুর ও উড়িষ্যা বিভাগ এবং কলিকাতা নগর ছাড়া
সমস্ত বঙ্গদেশে এক্ষণে প্রচলিত আছে। প্রথমোক্ত স্থানগুলিতে ১৮৯২ সালের ১২ আইনটি প্রচলিত হওয়াতে
তথায় পূর্বোক্ত আইনটি আর বলবৎ নাই।

৩। ৩(ক) ধারায় 'লবণ' শব্দের যে অর্থ নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা ১৮৬৪ সালের বঙ্গীয় আইনের
৩ ধারার প্রদত্ত অর্থ অপেক্ষা বেশা ঠিক ও সম্পূর্ণ এবং "যাহা খাদ্যের সহিত ব্যবহৃত হয় বা ব্যবহৃত হইবার
অভিপ্রায় থাকে" এই নিয়মটী নূতন অর্থ নির্দেশক্রমে রহিত হওয়ায় "লবণ" শব্দের অর্থের প্রসার বৃদ্ধি
হইয়াছে।

৪। ৩(ঙ) ধারায় "বেআইনী লবণের" যে অর্থ করা হইয়াছে তাহাতে লবণাক্ত মৃত্তিকাও উক্ত
শব্দ দ্বয়ের অর্থ মধ্যে গণ্য হইবে। লবণাক্ত মৃত্তিকা খাদ্যের সহিত ব্যবহৃত হয় না বা ব্যবহৃত হইবার জন্য
অভিপ্রায় থাকে না বলিয়া ১৮৬৪ সালের বঙ্গীয় আইনের ৩ ধারায় প্রদত্ত "লবণ" শব্দের অর্থ মধ্যে গণ্য
হয় না।

৫। শিরিষ্ঠা ও কর্তৃত্ব বিষয়ে ১৮৬৪ সালের বঙ্গীয় আইনে যেসকল বিধান আছে ৪ হইতে ৭ পর্যন্ত ধারাগুলিতে তাহার অপেক্ষা অধিকতর সম্পূর্ণরূপে বিধান করা হইল। এই দুইটি বিষয়ে উক্ত আইনটি অসম্পূর্ণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে।

৬। ৮ হইতে ১৫ পর্যন্ত ধারাগুলি লবণ বিষয়ক বোম্বাই ও মাদ্রাজের আইনের ক্রমক্রমে বিধান অবলম্বন করিয়া প্রণীত হইয়াছে। উক্ত ধারাগুলির দ্বারা অকৃত্রিম লবণ ও লবণাক্ত মৃত্তিকা কিম্বা সোনার পরিমাণ যতই হউক না, তৎসম্বন্ধীয় কার্যের কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে।

৭। কর্তৃত্বের বন্দর এবং লবণ বা সোনার কারখানার নিকটবর্তী স্থানে লবণের চলাচলের ব্যবস্থা করণার্থ ১২ ও ১৩ ধারা দুইটিতে ক্ষমতা রক্ষিত হইয়াছে।

৮। ১১ ধারামতে প্রণীত বিধি অনুসারে না হইলে কোন পরিমাণ লবণাক্ত মৃত্তিকাই নিকটে রাখা যাইতে পারিবে না ৮ ধারায় এই যে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ব্যবস্থা আছে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব দাঁড়ামত হুকুম দিয়া যাহাতে সেই ব্যবস্থার কঠোরতা হ্রাস করিতে পারেন ১১.১৩ ও ১৪ ধারায় এইরূপ বিধান করা হইয়াছে। পাঙ্গা লবণ বিক্রয়ার্থ পোষ্টান করিবার জন্য যে ব্যক্তির বা বহু পরিমাণে লবণাক্ত মৃত্তিকা সংগ্রহ করে তাহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিবার ক্ষমতা রক্ষা করিয়াও দরিদ্র শ্রমীদের ষর ধরনের জন্য যে অল্প পরিমাণ লবণাক্ত মৃত্তিকার প্রয়োজন হয় লবণোৎপাদক স্থানের অধিবাসীদিগকে তাহা নিকটে রাখিবার অনুমতি এই সকল ধারামুসারে দেওয়া যাইতে পারিবে।

৯। মাদ্রাজে লবণ সম্পর্কীয় কর্মচারিরা তালাস, পরিদর্শন, ধৃতকরণ, গ্রেফতারকরণ, তদন্তকরণ, জামিন লওন ও ছাড়িয়া দেওন সম্বন্ধে যে সকল ক্ষমতা পরিচালন করেন ১৬ হইতে ২৩ পর্যন্ত ধারাক্রমে লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্মচারীদিগকে সাধারণতঃ তদন্তরূপে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে। বিশেষ জরুরি স্থল ভিন্ন কোন মাজিস্ট্রেটের নিকট ওয়ারান্ট লইয়াই কেবল তালাস করা যাইতে পারিবে। যে স্থলে এরূপ ওয়ারান্ট লওয়া না হয় সে স্থলে কর্মচারী যে সম্বাদ পাইয়া কার্য করিলেন তাহাকে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১০। পাণ্ডুলিপির অবশিষ্টাংশে কেবল কতকগুলি অতিরিক্ত বিধান আছে। এই গুলির অধিকাংশই ভারতবর্ষীয় লবণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন এবং লবণ বিষয়ক মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের আইন অবলম্বনে প্রণীত হইয়াছে।

এচ. এচ. রিসলী।

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

১৯১৭ সাল, ৫ই জুলাই।

CHUNDER NATH BOSE,
Bengali Translator.



গবর্ণমেন্ট গেজেট ।

বঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৮ শে সেপ্টেম্বর ।

সপ্তম খণ্ড ।

হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র ।

বঙ্গদেশের অন্তর্গত কোর্ট উইলিয়মস্ হাই কোর্টের আদেশমতে প্রচারিত
সরকুলর অর্ডর ।

[কোর্জদারী]

২ নং । তারিখ ১৮৯৭ সাল ২৭ এ আগস্ট ।

হাই কোর্টের (কোর্জদারী) সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডর পুস্তকের ৫১ পৃষ্ঠায় ১ অধ্যায়ের
৬১ A বিধির পর নিম্নলিখিত বিধিটি সন্নিবেশিত করিতে হইবে :—

সামরিক পেন্সন প্রাপ্ত দেশীয় ব্যক্তি ।

৬১ B । [অপরাধ সাব্যস্ত হওয়ার পর সামরিক পেন্সনপ্রাপ্ত দেশীয় ব্যক্তির উপর দণ্ডাজ্ঞা ।—
১৮৯৭ সালের ২ রা আগস্ট তারিখের ২ নং সরকুলর অর্ডর ।] মাজিস্ট্রেটেরা সামরিক পেন্সনপ্রাপ্ত
দেশীয় ব্যক্তিদিগের কৃত অপরাধের নিমিত্ত দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিবার সময় অপরাধ সাব্যস্ত হইলে ঐ
পেন্সনপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ পেন্সন রহিত হওন স্বরূপ অতিরিক্ত দণ্ডের ও অধীন হইবে অনেক সময় তাঁহাদের
এই বিশ্বাসের উজ্জ্বল করিয়া থাকেন এবং এই বিষয় বিবেচনা করিয়া অপরাধীদিগকে কিরূপ
কঠোর দণ্ড দিবেন তাহার নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন, এ কথা হাই কোর্টের গোচরে আনীত হইয়াছে ।
মাজিস্ট্রেটদিগের এই কার্যপ্রণালী ঠিক নহে । কারণ যে সকল পেন্সন প্রাপ্ত ব্যক্তির ঐরূপে অপরাধ
সাব্যস্ত হইবে তাঁহাদের পেন্সন নিশ্চিতই রহিত হইবে এই কথা ধরিয়া লইয়া ঐরূপ কার্যপ্রণালী
অমুম্বিত হয় । ভারতবর্ষের সেনা বিষয়ক ব্যবস্থার ১ বালমের ২ খণ্ডের দেশীয় সৈনিক সশস্ত্রে
পার্শ্বোদ্ধৃত ৪৯৬ আর্টিকেল অনুসারে এই সকল বিষয়ের

“ প্রত্যেক পেন্সন ভাবতঃ এই নিয়মে
প্রদত্ত হয় যে পেন্সনধারী তদ্বিষয়ে
সদাচরণ করিবেন । পেন্সনধারী কোন
কৃত্যব অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত
হইলে কিম্বা বিশেষ অসদাচরণ দোষে
দোষী হইলে সম্পূর্ণরূপে বা আংশিক
ভাবে পেন্সন আটকাইয়া রাখিবার
বা রহিত করিবার স্বত্ব গবর্ণমেন্ট স্বহস্তে
রাখিলেন । ”

ব্যবস্থা হয় এবং ঐ আর্টিকেলের শব্দের প্রতি মাজিস্ট্রেটদের মনোযোগ
আকর্ষণ করা যাইতেছে । কোন স্থলে পেন্সন কমাইয়া দিতে হইবে
কি না অথবা পেন্সন সম্পূর্ণভাবে রহিত করিতে হইবে কি না এই
বিষয়ের নিষ্পত্তির সম্পূর্ণ ভার এই আর্টিকেল অনুসারে গবর্ণমেন্টের
হস্তে আছে এবং এই বিষয় নিষ্পত্তি করিবার সময় আদালত প্রত্যেক
স্থলে প্রকৃত পক্ষে ১/১ দণ্ডাজ্ঞা করেন গবর্ণমেন্ট তাহা যথাযথরূপে
বিবেচনা করিয়া দেখেন । সুতরাং এরূপ স্থলে পেন্সন রহিত
হওয়া যে অপরাধ সাব্যস্ত হওয়ার নিশ্চিত ফল ইহা যেন মাজি

স্ট্রেটেরা ধরিয়া না লন ।



গবৰ্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, SEPTEMBER 28, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৮ সেপ্টেম্বর।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইং তিহাৰ এড্ৰ্ভি।

LAND ADVERTISEMENTS.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহার নামা কাছারি কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা জানান যাইতেছে যে, ১৮৯৭ ইং ২৫ মে শেষ তারিখের অনাদায় ১০) টাকার উর্ক, জমার নওয়াবাদ ও খাষ ডরফ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার স্বার্থমতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ বাং তাং ১২ অগ্রহায়ণ রোজ বৃহস্পতিবার নিলামের দিন ধার্যে জিলা কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তালুক নম্বর।	মোজা, খান, মহাল ও তালুক নাম।	মালিকের নাম।	সদর তমা।		বাকী পবিমাণ।			মন্তব্য।
				খাজনা।	ছেছ।	খাজনা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৮৮৭ ২০১৩৪ ৫৫১	মোজা বাকলিয়া খানা মহাল মহাল নওয়াবাদ।— তাং আহম্মদ আলী ও মাহাং ইছপ ও কোর্কান আলী ও আজগর আলী ও শ্রীমতী মুরবিবি।	জব্বার আলী সদাগর জানিবে শ্রীমতী ময়মুনা খাতুন ও করিমমিছা পক্ষে হিং মুরল হক ও আছকা খাতুন, নেজা- মত আলী চৌধুরী ও মনীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, মোবা- রেক আলী, আবদুল রহমান ও নেজামত আলী ও আবদুল হাকিম স্বয়ং তং নাবালগ দ্রাতা আলমিঞা ও ইছমাইল হিতৈষী উক্ত আবদুল হাকিম।	৬৮৬।০	২৩৬।/৬	৩৬।/২	১৬।/০	৫৩।২

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 22nd September 1897.

F. P. DIXON,

For Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তিহার নামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহাছারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৬ ইং ২৬ ডিসেম্বর শেষ তারিখের অনাদায় ৫০, টাকার উর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ সাং ৬ এপ্রিল তারিখে নিলাম হইয়া তদানন্দ্রে যে সমস্ত তালুকা বায়না জব্দ হইয়াছে সেই সমস্ত তালুকাদির বাকী আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ও ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সাং ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মেতে ১৮৯৭ ইং জাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ সালের বাং জাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ রহস্পতিবার ধার্যে জিলা কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য ছানি নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং জাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকার নম্বর।	মৌজা থানা, মহাল ও তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজনা।	ছেছ।	খাজনা।	ছেছ	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৪৮১৮ ২৩৮৭৮ ৫৮৮ ১৫৪৮	মোজে জুজখলা থানা কটীকছরী মহাল নওয়াবাদ।— তালুক এয়ার আলি খাঁ, হাং জাং ওবেদর রহ- মান খাঁ।	ওবেদর রহমান খাঁ ও মেহের আলি খাঁ।	২৩৪৪,	১৬৬৬০	৬৯৩,	৩৭১৩৩	৭৩০১৩৩	...

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 22nd September 1897.

F. P. DIXON,

For Collector.

জিলা মুরশিদাবাদ।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৯৭ সালের জুন কিস্তির বাকির জন্য।—

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মুরশিদাবাদ জিলায় অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলা কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর মোং ১৩০৪ সালের ১৩ আশ্বিন তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহা- লেব সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ- মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহাব বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৪৫৩	চর ছেতানী থানা বড়ুয়া।	৭৪৯।।০	সমুদয়	ধনেশ প্রকাশ গাঙ্গুলী সাং কলিকাতা নং ৯ প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের ষ্টীট।	১৮৭,

OPENDRA CHUNDR MOZUMBAR,

Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহার নামা কাছারী কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইহাঙ্গারী সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকদার ১৮৯৭ ইংরেজী ২৫শে মেই সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাকি পড়া ঋজানা ছেহু আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ ইংরেজী ২১ অক্টোবর মোতাবেক ১৩০৪ বাঙ্গালা ৫ কাঙ্কিক রোজ রহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে একাশ্য নিলাষে ধরা যাইবে; ইতি ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১ সেপ্টেম্বর।

তালুক নম্বর।	খানা, মৌজা ও তালুকের নাম।	মালিকের নাম।	সদস্য জমা।		বাকী।		মন্তব্য।	
			খাজানা।	ছেহু।	খাজানা।	ছেহু।		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	
২ ৪০১	খানা সাতকাণিয়া হাল বাস- খালী মোজে ছোট হুয়য়া মহল নয়বাদ তাং ছোট হুয়য়া।	বাবু যোগেশ চন্দ্র রায় কেট পক্ষে রায় কৈলাস চন্দ্র দাস বাহাদুর জেনেরল মগনেজার।	২২৪৩)	৪২৬০/৬	৮৩৪।০	১০২/২	২৩৬।৯	১৮২৪।২৫ ইইতে ২২৪৩) ১৮২৭।২৮ ইইতে ১৮২৮।২৯ ইইতে ৩৩৬।০ ১২০৩।০৪ ইইতে ১২০৪।০৫ ইইতে ৩৪৩৬) ১২১৩।১৪ ইইতে ১২১৪।১৫ ইইতে ৩৫৭৪।০ ১২২৫ ইইতে
৩ ৪০২	খানা সাতকাণিয়া হাল বাস- খালী মোজে পুইছরী মহাল নয়বাদ তাং কৃষ্ণরঞ্জিত।	গোলোক চন্দ্র সিকদার পিং রামসেবক সিকদার সাং কলাউজান।	৬৯৬৬০	৭৮।০/৬	৭২।০/৬	৭২।০/৬
৪ ৪০৩	খানা সাতকাণিয়া হাল বাস- খালী মোজে পুইছরী মহাল নয়বাদ তাং মোবারেক আলী বঙ্গা আলী।	আনোয়ার আলী পিং বঙ্গা আলী ও হামিদ উল্লা চৌঃ স্বয়ং ও নাবালক ভ্রাতা হৈয়দ উল্লা, আজমলা ভগ্নি হৈয়দমিছা, জমিলা খাতুনের পক্ষে হিং আজ- মলা বঁা, মতিয়র রহমান স্বয়ং ও নাবালক এজাহার মিঞার পক্ষে হিং।	১২৬৬)	২৪৫।/৬	১৪৭৪।০	১৮৬।/৬	১৫৬০।/৬	১৮২৫।২৬ ইইতে ১২৬৬, ১২০০।০১ ইইতে ১২০১।০২ ইইতে ২২৪২) ১২০২।০৩ ইইতে ৩১২০, ১২২৫ ইইতে

১০ ৪২০	ধানা সাতকানিয়া হাল বাস- খালী যোজ্ঞে চাষল মহাল নয়াবাদ তাং তাজমিহা চোং।	কজর আলী পিং মহুহর আলী চোং সাং তৈলার- দ্বীপ।	১৬৩৭)	১৬১১/৬	১৬৬১/২
৬৯ ৪৭৭	ধানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী যোজ্ঞে চাষল মহাল নয়াবাদ তাং আবতুল মজিদ।	নেজামত আলী পিং মাহাং রফি সাং বারখাইন ...	৫৩১০/০	৬৫১১/০	৪৮১
৫১৮৮ ৪৫৬৬	ধানা সাতকানিয়া যোজ্ঞে চুড়াযনি মহাল নয়াবাদ তাং মহেশ চন্দ্র, চৈতন্যচরণ।	রাজচন্দ্র সেন পিং রাজকিশোর সেন ও বংশীমোহন সেনের পক্ষে ও স্বরেন্দ্র বিজয় রায় ফেট পক্ষে রায় কৈলাস চন্দ্র দাস বাহাদুর জেনেরল ম্যানেজার।	৫১১৫/০	৭১/০	১৬৩০/২

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 3rd September 1897.

J. PHILLIMORE,

Offy. Collector.

ইস্তাহার নামা কাছারী কালেক্টরী জেলা চট্টগ্রাম।

ইহার দ্বারা জানান যাইতেছে যে এই কাছারী সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তালুকাদির ১৮৯৭ ইং সনের ২৫শে মেই শেষ তারিখের পাকী পড়া ঋজানা ও ছেচু আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মানুসারে ১৮৯৭ ইং সনের ২০ অক্টোবর যোতাবেক ১৩০৪ বাৎ সনের ৪ কার্তিক রোজ বুধবার জেলা চট্টগ্রাম কালেক্টর কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইং তারিখ ২৪ আগস্ট।

নম্বর ও মহাল।		খানা, মোলা ও মহালের নাম।	মালিকের নাম।	বার্ষিক ভাড়া।		বাকী।			মন্তব্য।	
১নং সেরে নম্বর।	তালুকের নম্বর।			খাজানা।	ছেচু।	খাজানা।	ছেচু।	মোট।		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
৮৫	১২১	খানা রামু মোর্জে খুল্লিয়া মহাল নয়াবাদ তালুক খএকলা।	হার্ভান আলী চৌধুরি পিং মাহামুদ হারি সিকদার সাকিন পা-তলী মাছুয়াখালী।	৬৭৬।০	৬২৬।০	২৫৩।০৩	২৩।০	১৮২৬।২৭	ইং স- পূর্ণ বাকী।	১০২৩।৩
৮৬	১২২	খানা রামু মোর্জে খুল্লিয়া মহাল নয়াবাদ তালুক বকুসালি।	মহম্মত আলী চৌধুরি পিং আজগর আলী চৌধুরি সাং জলদি।	৬৮৮।০	২২।১৬	২৫৮।৩	৩০।৬/৬	২৩০।৩	২৩।	২৮২।২
১২১	১৬৫	খানা রামু মোর্জে উত্তর মিঠাছড়ি মহাল নয়াবাদ তালুক রস্তুম আলী।	আমির বাহু চৌধুরীয়া মেহের নিছা চৌধুরিয়া আহালিয়ে না-জির আলী চৌং সাং উত্তর মিঠাছড়া ওগয়-রহ।	১০৭১।০	১২২।০	৪০১।৬০	৪০।১৬।০			৪৪২।৬০
১৭৭	২৩৭	খানা রামু মোর্জে খুটা-খালী মহাল নয়াবাদ তালুক মোবারক আলী।	জামিলা খাতুন আহা-লিয়ে মৌলবি আজ-মলা খাঁ সাং হারবাল।	৮৫৮।০	১০।১।০	২১৫।	৩৩।৬০			২৪৮।৬৩
১৮৮	২৫০	খানা রামু মোর্জে ভারুয়া-খালী মহাল নয়াবাদ তালুক মাহামুদ রাজা।	মৌলবী মহম্মতালী ও ছৈয়দ আলী পিং আনয়ার আলী চৌং সাং পাতলী মাছুয়া-খালী ওগয়রহ।	৫৫০।১০	১৪১।৬/৬	১৩৭।০	৪৭।০			১৮৪।১৬।০
২৭২	২৭৪	খানা চকরিয়া মোর্জে ভেওলামাণিক চর মহাল নয়াবাদ তালুক বিবি শ্রাক।	আসমত আলী জাহা-বল্ল পিং মাগন আলী সাং হরিণা খানা সাতকানিয়া।	১৫৩২।০	১৬৮।১।০	৫৭৭।০	৫৬৬।৬০			৬৩৩।০
২৮০	২৮৩	খানা চকরিয়া মোর্জে সিলখালি মহাল নয়াবাদ তালুক বিবি শ্রাক।	গোলনেছ নিছা, বল-কিচ বিবি নাবালকা কন্যা ও সেখ মাহা-ম্মদ কালু চৌং সাং জলদি ওগয়রহ।	৭২৬।০	২১।৬/৬	২২৮।৬/২	৩০।৬/১০	১৮২৬ ইং সেপ্টে- ম্বর, ডিসেম্বর কিস্তীর বাকী।		৭৬৬।১/১০
২৮৮	৭৮।৫০৮ ৪৬৪।৫৬০	খানা চকরিয়া মোর্জে টেটং মহাল নয়াবাদ তালুক হরিদাস বহ-দার।	এসাদ আলী চৌং পিং সেখ মাহামুদ জমা সাং তৈলারদ্বীপ খানা বাঁশখালী।	৭৬৩।০	১২১।০/৬	১৮১।	৬৩।৬০			২৪৪।৬০

জিলা চট্টগ্রাম ।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক ।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে চট্টগ্রাম জিলায় অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৬শে নবেম্বর তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে । ইতি সন ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম ।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কোন মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২০২ ১০১৭ ১২৮২	ধানে শাতকানীয়া মোং গারাজীয়া তং মোং গারাজীয়া বাং তং মজত রাম হাজারি।	২০১৫/৯	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রী হই- বেক।	শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাস চন্দ্র দাস মেনে- জার জাং আবদুল কর্তা খাঁ শ্রীদাহ মিঞা গং।	৩০৫০/০
৩৩০ ২২০৯ ১৭৪০	তরফ মোংজে লোহা- গারা— বাং তং মজত রাম হাজারি।	৩৩৫১/৩	ঐ	শ্রীগমির সিং হাজারি শ্রীআবদুল কর্তা খাঁ গং।	৩৯৮১/২
৬৬৭ ২০১৭৫ ১৭২৪৭	মহাল নাংরাজ বাজেআপ্তী— মোংজে মিটাছরি খানা রাস্তা— তং মাহাং কালু ...	৫১৮/৬	ঐ	শ্রীসেখ হাবিব আহা- ম্মদ চোং জাং তং- পিতা মকবুল আলী চোংপক্ষে।	৪৮/৭

সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৫মেই শেষ তারিখের বাকি, পড়া ।

টীকা ।— যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ধরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না ।

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 24th September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

জিলা নোয়াখালী।

নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণ-
মেন্টের যে মালিকিস্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত নোয়াখালী জেলার
কালেক্টরিতে ১৮৯৭ সনের ৯ নবেম্বর তারিখ মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২৪ কার্তিক তারিখে
প্রকাশ্য নিলাম বিক্রয় হইবেক।

খরিদারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে।—

নিলামের সর্ত্ত।—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট করেন তাহার
উপর যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই
সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য
করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই
মহালে গবর্ণমেন্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদারের প্রতি
পর্যাপ্ত হইবেক খরিদারগণ শতকরা ২৫) টাকা হারে আখরাজাত খরছ স্বরূপে
সদর রাজস্ব বাদ পাইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং
এইক্ষেণে যে সকল পাট্টা বর্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং
রেভিনিউ কার্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা
কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদারগণ
বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০) টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০) টাকার উর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের
একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন এক ১ দিন গণ্য
হইয়া তদবধি ১৫ দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না
হয় অথবা ঐ দিবস কোন পরকৌপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম
যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত
হইবেক (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে
এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায় খরিদা-
রের দায়ীত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

ক্রমিক নম্বর	মহাল ও পরগণার নাম।	একবেব হিসাবে যতদূর জানা যায় কুম্ব অনুমানিক পরিমাণ।	গবর্ণমেন্টের রাজস্ব যাচাই ধার্য হইয়াছে।	আখরাজাত খরছ স্বরূপে সদর রাজস্ব বাদ।	মন্তব্য।				
১	২	৩	৪	৫	৬				
১৫৮৮	আনন্দচন্দ্র গড়গড়া পরগণা তুলুয়া।	২৭	০	০	৮২	০	১	শতকরা ২৫) টাকা হারে।	
১৫৮৯	ঐ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড...	৭	০	০	২৪	০	০	ঐ	
১৬১২	জিহ্মে চৈয়দ আকবর পরগণা সুন্দীপ।	৩৭	০	০	২৬	৫	৬	ঐ	
১৬৪৫	জিহ্মে চৈয়দ আকবর পরগণা রামভদ্র চক্র।	১	০	০	১	১১	০	ঐ	
১৭১৯	চণ্ডিপুর রাস্তা	...	১	০	০	১	০	০	

কালেক্টরের কাছারি
জেলা নোয়াখালী।

S. K. AGASI,
Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking six pounds at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates : per four-ounce tin, Rs. 2 annas 8; per eight-ounce tin, Rs. 5; per pound tin, Rs. 10. The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, for cash only, at the undernoted rates : per four-ounce tin, Rs. 3; per eight-ounce tin, Rs. 6; per pound tin, Rs. 12. This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 oz. tin, eight annas per 8 oz. tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

কুরঙ্গ সিন্‌কোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিক্যাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট গবর্ণ-
মেন্টের কর্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে
কুরঙ্গ সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ২।।০ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৫. টাকায় ও এক পৌণ্ড
টিন ১০. টাকায় পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট নগদ মূল্য
দিলে এই হিসাবে অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ৩. টাকায়, আট ঔন্স টিন ৬. টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন
১২. টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রয়গণও এই
ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ঔন্স টিনের ১০, আট ঔন্স টিনের ২০
ও এক পৌণ্ড টিনের ৪০ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

- ১ এক পৌণ্ড টিন ১৮, বা ডাক মাসুল সমেত ১৮৫০
- ॥ আধ " " ৯, " " " " ৯।।০
- । শিকি " " ৪।।০ " " " " ৫)

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং
ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনাডাইন নামক অপকৃত্ত কারের সহিত ইচ্ছাপূর্বক মিশান হয় না
তাহার গ্যারাণ্টি দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণের নিকট বিক্রয়
করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট পাওয়া
যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the Bengali Gazette will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mufassal.

			Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—						
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বঙ্গদেশ গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাসুল এই অবধি নিম্ন-
লিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

	মকঃসলে	টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর ১০৮
ডাকমাসুল	” ২১।০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে কারতবর্ষের ও বঙ্গ- দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	” ৪।
ডাকমাসুল	” ১।
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	” ১।০
ডাকমাসুল	” ১।০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	” ১।০ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একঃ আনা।
ডাকমাসুল	” ১।০

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মকঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাসুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একুটিং ছোট সেক্রেটারী।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A., in two Volumes. Price Rs. 24 : packing and postage Re. 1-12.

* * * The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced student only, yet as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible. I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT., GOVT. PRINTING, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

NOTICE.

In continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—Rates of advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half ” ”	10
Casual advertisement—4 annas per line.	

বিজ্ঞাপন ।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই গর্হের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল ।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্ট কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল ।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্টাণ্টের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে উপ-রোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না ।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিকৌন্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে ।

সি, ডবলিউ বন্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর ।

মন্তব্য ।--কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই২ ।--	টাকা।
পূর্বা এক পৃষ্ঠা এক২ বার প্রকাশ করণের	২০
আধ পৃষ্ঠা	১০
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক২ পৃষ্ঠা	১০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.--Copies are still available

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে ।

বারিফার-আট-লা ও জুজীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সক্ষিসে নিযুক্ত বর্ধমানের ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের জুজুত সি, ডি. কিলড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের জুজুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজ্ঞা বিষয়ক আইন সংহিতা ।

এক২ খানি পুস্তকের মূল্য, ৫, পাঁচ টাকা ।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্টাণ্টের নিকট এক২ খানি পুস্তকের মূল্য এবং তা'গ মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার বরচ ১০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন ।

মন্তব্য ।--উক্ত পুস্তক এখন ও পাওয়া যাইতে পারে ।

বিজ্ঞাপন ।

রাজকায্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রানেড ওয়েন্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগের আপিসে রেঞ্জি-ফ্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে ।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্লেসে, ষাকার স্প্রিন্ট কোম্পানির বাটিতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায় ।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের জন। জুজুত জেমস পেদি সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল ।



গবর্ণমেন্ট গেজেট।

TUESDAY, OCTOBER 5, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৫ অক্টোবর।

CONTENTS.

	PAGE.	নির্ধৃত।	
PART I.—Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	পৃষ্ঠা।
PART II.—Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal	303 - 306	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	নাই।
PART III.—Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal	Nil.	দ্বিতীয় ক খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আদেশ	৩০৩ - ৩০৬
PART IIIA.—Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART IIII.—Acts of the Legislative Council of India	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাঠ্যলিপি	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাঠ্যলিপি	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র	নাই।
PART VII.—Circular Orders by the High Court and Board of Revenue	5	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রভৃতি	৫০১ ৫১০
PART VIII.—Advertisements	501-511	পরিশিষ্ট গবর্ণমেন্টের গেজেট	নাই।
SUPPLEMENT	Nil.		

PART II.

Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MARINE DEPARTMENT.

The 28th September 1897.

No. 174 Marine.—The following notifications, Nos. 2133, 2144, 2145 and 2146, issued under the provisions of the Pilgrim Ships' Act, 1895, and published by the Government of India, are republished for general information.

A. D. McARTHUR, Col., R.E.,

Secy. to the Govt. of Bengal.

No. 2133, dated Simla, the 17th September 1897.

NOTIFICATION—By the Government of India, Home Department.

In exercise of the powers conferred by section 58 of the Pilgrim Ships' Act (XIV of 1895), the Governor-General in Council is pleased to direct that the following clause shall be inserted after clause (3) of Rule 67 of the rules published in the Notification of the Government of India in the Home Department, No. 262, dated the 5th October 1896:—

- (4) If the owner or agent neglects or refuses, on presentation, as provided by clause (3) of the cancelled ticket, to refund to the pilgrim the passage money paid by him, such owner or agent shall be punishable with fine which may extend to two hundred rupees, and with a further fine which may extend to twenty rupees for each day after the day on which the ticket was presented, during which the refund remains unpaid.

No. 2144, dated Simla, the 17th September 1897.

NOTIFICATIONS—By the Government of India, Home Department.

In exercise of the power conferred by section 5, clause (1), of the Pilgrim Ships' Act, 1895 (XIV of 1895), the Governor General in Council is pleased to cancel the Notification of the Government of India in the Home Department, No. 261, dated the 5th October 1896.

No. 2145.

In exercise of the power conferred by section 19, sub-section (1), of the Pilgrim Ships' Act, 1895 (XIV of 1895), and in supersession of the orders contained in the Notification of the Government of India in the Home Department, No. 260, dated the 5th October 1896, the Governor-General in Council is pleased to order that every pilgrim ship shall contain at least sixteen superficial feet and ninety-six cubic feet of space available for each pilgrim in the between deck on which he is accommodated.

No. 2146.

In exercise of the powers conferred by section 58 of the Pilgrim Ships' Act, 1895 (XIV of 1895), the Governor-General in Council is pleased to direct that the following amendment shall be made in the rules published in the Notification of the Government of India in the Home Department, No. 262, dated the 5th October 1896:—

- (i) In rule 74, after the word "rules," the following shall be inserted, namely:—
"and of Articles 3 and 31 to 41 (both inclusive) set forth in Part B of Annexure I to the Paris Convention of 1894."
- (ii) In Form VI, for the Statement headed "Pilgrims," the following shall be substituted, namely:—

Pilgrims.

NAMES OF MALE PILGRIMS.						NUMBER OF FEMALE PILGRIMS			NUMBER OF INFANTS (IF ANY) UNDER ONE YEAR OF AGE ACCOMPANYING PILGRIMS ENTERED IN PRECEDING COLUMNS		
1st class.	2nd class.	Lowest class.	1st class.	2nd class.	Lowest class.	1st class.	2nd class.	Lowest class.			
Total											

J. P. HEWLETT

Secretary to the Government of India.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

মেরিন্ ডিপার্টমেন্ট ।

১৮৯৭ সাল ২৮এ সেপ্টেম্বর ।

মেরিন্ ১৭৪ নম্বর — তীর্থযাত্রিদিগের জাহাজবিষয়ক ১৮৯৫ সালের আইনের বিধানমতে প্রচা-
রিত এবং ভারতবর্ষের গবর্নমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত ২১৩৩, ২১৪৪, ২১৪৫ ও ২১৪৬ নং বিজ্ঞাপন
সাধারণের অবগত্যর্থ প্রকাশ করা গেল ।

এ. ডি. ম্যাকআর্থর, কর্নেল, আর, ই,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

সিমলা, ২১৩৩ নম্বর, ১৮৯৭ সাল ১৭ই সেপ্টেম্বর ।

ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টের বিজ্ঞাপন ।

মন্ত্রিসভাধিকৃতিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের প্রতি তীর্থযাত্রিদিগের জাহাজবিষয়ক ১৮৯৫
সালের ১৪ আইনের ৫৮ ধারাক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া তিনি এই আদেশ করিলেন যে,
ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টের ১৮৯৬ সালের ৫ অক্টোবর তারিখের ২৬২ নং বিজ্ঞাপনে
প্রকাশিত বিধির ৬৭ বিধির ৩ দফার পর নিম্নলিখিত দফা দিতে হইবে :—

(৪) বাতিল করা টিকিট (৩) দফার বিধানমতে দেখান গেলে জাহাজের অধিকারী বা এজেন্ট
যদি তীর্থযাত্রিকে তাঁহার দত্ত জাহাজ ভাড়ার টাকা ফেরত দিতে শৈথিল্য বা অস্বীকার করেন তাহা
হইলে সেই অধিকারির বা এজেন্টের ২০% টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে এবং ঐ টিকিট
দেখাইবার তারিখের পর যত দিন ঐ ভাড়ার টাকা ফেরত দেওয়া না হয় তাহার দিন প্রতি আরও
২% টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ।

সিমলা ২১৪৪ নম্বর, ১৮৯৭ সাল ১৭ই সেপ্টেম্বর ।

ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টের বিজ্ঞাপন ।

মন্ত্রিসভাধিকৃতিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের প্রতি তীর্থযাত্রিদিগের জাহাজবিষয়ক (১৮৯৫
সালের ১৪ আইনের) ১৮৯৫ সালের আইনের ৫ ধারার (১) দফামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে
তদনুসারে কার্য করিয়া তিনি, ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টের ১৮৯৬ সালের ৫ অক্টোবর
তারিখের ২৬১ নং বিজ্ঞাপন রহিত করিলেন ।

২১৪৫ নম্বর ।

মন্ত্রিসভাধিকৃতিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব তীর্থযাত্রিদিগের জাহাজবিষয়ক (১৮৯৫ সালের
১৪ আইনের) ১৮৯৫ সালের আইনের ১৯ ধারার (১) প্রকরণমতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া
এবং ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টের ১৮৯৬ সালের ৫ অক্টোবর তারিখের ২৬০ নং
বিজ্ঞাপনের লিখিত আজ্ঞা রহিত করিয়া এই আদেশ করিলেন যে তীর্থযাত্রির প্রত্যেক জাহাজে প্রত্যেক
তীর্থযাত্রির নিমিত্ত তাঁহাকে যে মধ্যের তৃতকে থাকিবার স্থান দেওয়া হয় সেই তৃতকে অক্ষতঃ ষোল বর্গ
ফুট ও ছিয়ানক্বই ঘন ফুট স্থান থাকা চাই ।

২১৪৬ নম্বর ।

মন্ত্রিসভাধিকৃতিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের প্রতি তীর্থযাত্রিদিগের জাহাজবিষয়ক
(১৮৯৫ সালের ১৪ আইনের) ১৮৯৫ সালের আইনের ৫৮ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনু-
সারে কার্য করিয়া তিনি ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টের ১৮৯৬ সালের ৫ অক্টোবর
তারিখের ২৬২নং বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত বিধিতে নিম্নলিখিত সংশোধন করিবার আদেশ করিলেন,—

(১) ৭৪ বিধিতে “বিধির” শব্দের পর নিম্নলিখিত কথাগুলি সন্নিবেশ করিতে হইবে, যথা—
“এবং ১৮৯৪ সালের প্যারিস কন্ভেনশনের ১ নং সংযুক্ত পত্রাদির B খণ্ডে সন্নিবেশিত ৩ ও ৩১
হইতে ৪১ পর্যন্ত আর্টিকলের” ।

(২) যষ্ঠ ফারমে “তীর্থযাত্রী” এই শীর্ষযুক্ত বিবরণপত্রের পরিবর্তে নিম্নলিখিত বিবরণপত্র দিতে হইবে, যথা—

তীর্থযাত্রী।

পুরুষ তীর্থযাত্রীদিগের নাম।	স্ত্রী তীর্থযাত্রী- সংখ্যা দিগের।						পূর্ব ২ ঘরে লিখিত তীর্থযাত্রী- দিগের সঙ্গে এক বৎসরের কম বয়স্ক শিশু থাকিলে তাহাদের সংখ্যা।		
	প্রথম শ্রেণী।	দ্বিতীয় শ্রেণী।	নিম্নতম শ্রেণী।	প্রথম শ্রেণী।	দ্বিতীয় শ্রেণী।	নিম্নতম শ্রেণী।	প্রথম শ্রেণী।	দ্বিতীয় শ্রেণী।	নিম্নতম শ্রেণী।
মোট									

জে, পি, হিউয়েট,
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের মেরিন্ ডিপার্টমেন্টের ১৮৯৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখের
মেরিন্ ১৭৫ নং বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি।

সমস্ত সিন্দু প্রদেশ যড়কযুক্ত এই কথা ব্যক্ত করণার্থ এবং সমস্ত নিষেধবিধি উঠাইয়া দিবার
অনুমতি প্রদানার্থ ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের ১৮৯৭ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখের নিম্নলিখিত
টেলিগ্রাম সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এতদ্বারা প্রকাশিত হইল।

এ, ডি, ম্যাকআর্থর, কর্নেল, আর, ই,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

সিমলাস্থ হোম ডিপার্টমেন্ট
হইতে।

কলিকাতাস্থ বঙ্গদেশের মেরিন্
ডিপার্টমেন্টের নিকট।

সিমলা, ১৮৯৭ সাল ১১ই সেপ্টেম্বর।

সিলেক্টেড ট্যাক্স কমিশনার, স্বাস্থ্যবিষয়ক ২১১০ ড্যান্স ২১১৭ নং, আয়ার ২১ আগস্ট তারিখের
২০১১ ড্যান্স ২০১৮ নং টেলিগ্রামের অনুরূপে সমস্ত সিন্দু প্রদেশে যড়কযুক্ত বলিয়া ব্যক্ত করা
গেল, সিন্দু প্রদেশ হইতে আগত ভ্রমণকারী সম্বন্ধে সকল পরিদর্শন ও নিষেধবিধি রহিত করিতে
হইবে। সিন্দু প্রদেশ হইতে নেকড়া চোকড়া প্রভৃতি আমদানীর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা রহিত করণার্থ
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতেছেন।



গবৰ্ণমেণ্ট গেজেট ।

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৫ ই অক্টোবর ।

সপ্তম খণ্ড ।

হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র ।

বঙ্গদেশের অন্তর্গত ফোর্ট উইলিয়মস্থ হাই কোর্টের আদেশমতে প্রচারিত ।

দেওয়ানী ।

১৮৯৭ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের ১ নং বিধি ।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকার অর্ডার পুস্তকের ৩৮২ পৃষ্ঠায় ৭ অধ্যায়ের ১ বিধির ১২ উপ-বিধির পর নিম্নলিখিত উপবিধিটা বসাইতে হইবে :—

১২ ক। (৩৭২ পৃষ্ঠাস্থ) ৩ উপবিধিতে যাহা কিছু থাকে তাহা সত্ত্বেও অপর রকমে উকাল হইবার উপযুক্ত হইলেও কোন ব্যক্তি যদি কলিকাতা, আলাহাবাদ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই এই কয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন একটির গ্রাজুয়েট ইন্স না হন তাহা হইলে তাঁহাকে কলিকাতার ছোট আদালতে ওকালতী করিতে দেওয়া হইবে না ।

১৮৯৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ খণ্ডের ১১৫ পৃষ্ঠায় এবং ৫ই মাসের ১১ তারিখের আসাম গেজেটের ৩ খণ্ডের ৮৩২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ।

CHUNDER NATH BOSE,
Bangali Translator.



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, OCTOBER 5, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৫ অক্টোবর।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশতিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহার নামা কাছারি কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইহাঙ্গারা জানান যাইতেছে যে, ১৮৯৭ ইং ২৫ মে শেষ তারিখের অনাদায় ১০) টাকার উর্ক, জমার নওয়াবাদ ও খাষ ডরফ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মমতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ যোজ় রহস্পতিবার নিলামের দিন ধার্যে জিলা কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকাব নম্বর।	মোজা, থানা, মহাল ও তালুকাব নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজনা।	ছেছ।	খাজনা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৮৮৭ ২০১৩৪ ৫৫৯	মোজা বাকলিয়া থানা সহর মহাল নওয়াবাদ।— তাং আহাম্মদ আলী ও মাহাং ইছপ ও কোর্কান আলী ও আজগর আলী ও শ্রীমতী মুরবিবি।	জঙ্গার আলী সদাগর জানিবে শ্রীমতী ময়মুনা খাতুন ও করিমুল্লাহা পক্ষে হিং মুরল হক ও আছফা খাতুন, নেজা- মত আলী চৌধুরী ও মণীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, মোবা- রেক আলী, আবদুল রহমান ও নেজামত আলী ও আবদুল হাকিম স্বয়ং তাং নাবালগ ভ্রাতা আলামিঞা ও ইছমাইল হিতৈষী উক্ত আবদুল হাকিম।	৬৮৬।০	২৩৬।/৬	৩৬।/৯	১৬।/০	৫৩।৯

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 22nd September 1897.

F. P. DIXON,

For Collector.

জিলা নোয়াখালী ।
নিলামি বিজ্ঞাপন ।

এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণ-
মেণ্টের যে মালিকিস্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত নোয়াখালী জেলার
কালেক্টরিতে ১৮৯৭ সনের ৯ নবেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২৪ কার্তিক তারিখে
প্রকাশ্য নিলাম বিক্রয় হইবেক ।

খরিদারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে ।—
নিলামের সর্ত্ত ।—

প্রথম । নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট করেন তাহার
উপর যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই
সম্পত্তি বিক্রয় হইবে । এই মহালের খরিদারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য
করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই
মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদারের প্রতি
পর্যাপ্ত হইবেক খরিদারগণ শতকরা ২৫) টাকা হারে আধরাজাত খরছ স্বরূপে
সদর রাজস্ব বাদ পাইবে ।

দ্বিতীয় । চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং
এইক্রমে যে সকল পাট্টা বর্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং
রেভিনিউ কার্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা
কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদারগণ
বাধ্য হইবে ।

তৃতীয় । নিলামি মূল্য ১০০) টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে ।

চতুর্থ । নিলামি মূল্য ১০০) টাকার উর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের
একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন এক ১ দিন গণ্য
হইয়া তদবধি ১৫ দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না
হয় অথবা ঐ দিবস কোন পরকোপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম
যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত-
হইবেক (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে
এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায় খরিদা-
রের দায়িত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে ।

ক্রমিক নং ।	মহাল ও পরগণার নাম ।	একবেব হিসাবে যতদূর জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ ।	গবর্ণমেণ্টের বাধ্য যাহা ধায়া হইয়াছে ।	আধরাজাত খরছ স্বরূপে সদর রাজস্ব বাদ ।	মন্তব্য ।			
১	২	৩	৪	৫	৬			
১৫৮৮	আনন্দচন্দ্র গড়গড়া পরগণা ভুলুয়া ।	২৭	০	০	৮২	০	১	শতকরা ২৫) টাকা হারে
১৫৮৯	ঐ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড...	৭	০	০	২৪	০	০	ঐ
১৬১২	জিহ্মে হৈয়দ আকবর পরগণা হুন্দীপ ।	৩৭	০	০	৯৬	৬	৬	ঐ
১৬৪৫	জিহ্মে হৈয়দ আকবর পরগণা রায়ভদ্র চক্র ।	১	০	০	১	১১	০	ঐ
১৭১৯	চণ্ডিপুর রাস্তা	...	১	০	১	০	০	•

কালেক্টরর কাছারি
জিলা নোয়াখালী ।

S. K. AGASTI,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহার নামা কাছারী কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইহাযারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মানুসারে নিম্নলিখিত ভান্ডুকাদির ১৮৯৭ ইংরেজী ২৫শে মেই সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাকি পড়া খাজনা ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ ইংরেজী ২১ অক্টোবর মোতাবেক ১৩০৪ বাঙ্গালা ৫ কাঙ্কিতিক রোজ রহম্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে একাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১ সেপ্টেম্বর।

ভান্ডুকাদির নম্বর।	খানা, মোজা ও ভান্ডুকাদির নাম	সদর জম					মন্তব্য।
		১	২	৩	৪	৫	
১							
২ ৪০১	খানা সাতকানিয়া হাল বাস- খালী মোজা ছোট ছহুয়া মহল নয়বাদ তাং ছোট ছহুয়া।	২২৪৩)	৪২৬০/৬	৮৩৪।০	১০২(২	২৩৬।৯	১৮৯৪।৯৫ ইইতে ২২৪৩) ১৮৯৭।২৮ ইইতে ১৮৯৮।২২ ইইতে ৩৩৬০।০ ১৯০৩।০৪ ইইতে ১২০৪।০৫ ইইতে ৩৪৩৬) ১৯১৩।১৪ ইইতে ১৯১৪।১৫ ইইতে ৩৫৭৪।০ ১৯২৫ ইইতে
৩ ৪০২	খানা সাতকানিয়া হাল বাস- খালী মোজা পুইছরী মহাল নয়বাদ তাং কুঞ্চরঞ্জিত।	৬৯৬৬০	৭৮।০/৬	৭২।০/৬	৭২।০/৬
৪ ৪০৩	খানা সাতকানিয়া হাল বাস- খালী মোজা পুইছরী মহাল নয়বাদ তাং মোবাকক আলী বক্সা আলী।	১৯৬৬)	২৪৫।৬	১৪৭৪।০	১৮৬।৬	১৫৬০।৬	১৮৯৫।২৬ ইইতে ১৯৬৬) ১৯০১।০১ ইইতে ১৯০১।০২ ইইতে ২৯৪২) ১৯০২।০৩ ইইতে ৩১২০) ১৯২৫ ইইতে

বারু যোগেশ চন্দ্র রায় ফেট পক্ষে রায় কৈলাস চন্দ্র
দাস বাহাদুর জেনারেল ম্যানেজার।

গোলোক চন্দ্র সিকদার পিং রামসেবক সিকদার
সাং কলাউজান।

আনোয়ার আলী পিং বক্সা আলী ও হামিদ উল্লা চৌঃ
স্বয়ং ও নাবালক আতা হুয়দ উল্লা, আজমল্লা ভূগি
হুয়দমিছা, জমিলা খাতুনের পক্ষে হিং আজ-
মলা খাঁ, মতিয়র রহমান স্বয়ং ও নাবালক এজাহার
মিঞার পক্ষে হিং।

১০ ৪২০	খানা সাতকানিয়া হাল বাস- খালী মৌজে চাষল মহাল নয়াবাদ তাং তাজমিছা চৌং ।	ফজর আলী পিং মনুহর আলী চৌং সাং তৈলার- দ্বীপ ।	১৬৩৭	১৬১১/৬	১৬৬১/২	১৬৬১/২
৬৯ ৪৭৭	খানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে চাষল মহাল নয়াবাদ তাং আবহুল মজিদ ।	বেজামত আলী পিং মাছাং রকি সাং বারখাইন ...	৫৩১৬০	৬৫১/৩	৪৮১	৪৮১
৫২৮৮ ৪৫৬৬	খানা সাতকানিয়া মৌজে চুড়াযনি মহাল নয়াবাদ তাং মহেশ চন্দ্র, চৈতন্যচরণ ।	রাজচন্দ্র সেন পিং রাজকিশোর সেন ও বংশীমোহন সেনের পক্ষে ও হুরেঞ্জ বিজয় রায় কেট পক্ষে রায় কৈলাস চন্দ্র দাস বাহাদুর জেনেরল ম্যানেজার ।	৫১১৬৭	৭১৬	১৬৩৭/৯	১৬৩৭/৯

CHITTAGONG COLLECTORATE, }
The 3rd September 1897. }

J. PHILLIMORE,
Offy. Collector.

ইস্তাহার নামা কাছারী কালেক্টরী জেলা চট্টগ্রাম।

ইহার দ্বারা জানান যাইতেছে যে এই কাছারী সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তালুকাদির ১৮৯৭ ইং সনের ২৫শে মেই শেষ তারিখে বাকী পড়া ঋজানা ও ছেচু আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১ আইনের ৬ ধারার মর্মানুসারে ১৮৯৭ ইং সনের ২০ অক্টোবর মোতাবেক ১৩০৪ বাং সনের ৪ কার্তিক রোজ বুধবার জেলা চট্টগ্রাম কালেক্টর কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইং তারিখ ২৪ আগস্ট।

নম্বর ও মহাল।		থানা, মৌজা ও মহালের নাম।	মালিকের নাম।	বার্ষিক জমা।		বাকী।			মন্তব্য।	
সনৎ বেং নম্বর।	তালুকের নম্বর।			খাজানা।	ছেচ।	খাজানা।	ছেচ।	মোট।		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
৮৫	১২১	থানা রামু মৌজে খুরুলিয়া মহাল নয়াবাদ তালুক ষএকল্লা।	হার্ভান আলী চৌধুরি পিং মাহামুদ হারি সিকদার সাকিন পা-তলী মাছুয়াখালী।	৬৭৬।৭	৬২৬।০	২৫৩।৭/৩	২৩।০	১৮৯৬।৯৭ ইং স- ম্পূর্ণ বাকী। ৬৭৬।৭/০	৬২৬।০	১০২৩।৩
৮৬	১২২	থানা রামু মৌজে খুরুলিয়া মহাল নয়াবাদ তালুক বকুসালি।	মহম্মত আলী চৌধুরি পিং আজগর আলী চৌধুরি সাং জলদি।	৬৮৮।/০	২২।৬	২৩০।৩	২৩।০	২৫৮।৩	৩০।৬/৬	২৮২।২
১২১	১৬৫	থানা রামু মৌজে উত্তর মিঠাছড়ি মহাল নয়াবাদ তালুক রসুম আলী।	আমির বাহু চৌধুরীয়া মেহের নিছা চৌধুরিয়া আহালিয়ে না-জির আলী চৌং সাং উত্তর মিঠাছড়ী ওগয়-রহ।	১০৭১।০	১২২।০	৪০১।৬	৪০।১/০			৪৪২।৬।০
১৭৭	২৩৭	থানা রামু মৌজে খুটা-খালী মহাল নয়াবাদ তালুক মোবারক আলী।	জামিলা ষাতুন আহা-লিয়ে মৌলবি আজ-মল্লা ষাঁ সাং হারবাজ।	৮৫৮।/০	১০১।/০	২১৫।	৩৩।৬			২৪৮।৬
১৮৮	২৫০	থানা রামু মৌজে ভারুয়া-খালী মহাল নয়াবাদ তালুক মাহাম্মদ রাজা।	মৌলবী মহম্মতালী ও ছৈয়দ আলী পিং আনয়ার আলী চৌং সাং পাতলী মাছুয়া-খালী ওগয়রহ।	৫৫০।/০	১৪১।/৬	১৩৭।/০	৪৭।/০			১৮৪।/২।০
২৭২	২৭৪	থানা চকরিয়া মৌজে ভেওলামাণিক চর মহাল নয়াবাদ তালুক বিবি শ্রাক।	আসমত আলী জাহা-বুল পিং মাগন আলী সাং হরিণা থানা সাতকানিয়া।	১৫৩২।	১৬৮।/০	৫৭৭।	৫৬।/০			৬৩৩।/০
২৮০	২৮৩	থানা চকরিয়া মৌজে সিলখালি মহাল নয়াবাদ তালুক বিবি শ্রাক।	গোলনেছ নিছা, বল-কিচ বিবি নাবালকা কন্যা ও সেখ মাহাম্মদ কালু চৌং সাং জলদি ওগয়রহ।	৭২৬।/০	২১।/৬	২২৮।/৩	৩০।/১০	১৮২৬ ইং সেপ্টে- ম্বর, ডিসেম্বর কিস্তীর বাকী। ৪০৬।/৩	৩০।/০	৭৬৬।/১।০
২৮৮	৭৮।৫০৮ ৪৬৪।৫৬০	থানা চকরিয়া মৌজে টেটং মহাল নয়াবাদ তালুক হরিদাস বহ-দার।	এসাদ আলী চৌং পিং সেখ মাহাম্মদ জমা সাং তৈলারদ্বীপ থানা বাঁশখালী।	৭৬৩।	১২১।/৬	১৮১।	৬৩।/০			২৪৪।/০

জিলা চট্টগ্রাম ।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক ।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে চট্টগ্রাম জিলায় অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৬শে নবেম্বর তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে । ইতি সন ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তোজির নম্বর।	মহাল ও পবগণাব নাম ।	সম্পূর্ণ মহালের সদর ক্রমা ।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর ক্রমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২০২ ১০১৭ ১২৮২	থানে শাতকানীয়া মোং গারাজীয়া তং মোং গারাজীয়া বাং তং মজত রাম হাজারি ।	২০১৫/৯	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রী হই- বেক।	শ্রীযুত বাবু কৈলাস চন্দ্র দাস মেনে- জার জাং আবদুল কর্তা ষাঁ শ্রীদামু মিঞা গং ।	৩০৫৬০
৩৩০ ২২০৯ ১৭৪০	তরক মোংজে লোহা- গারা— বাং তং মজত রাম হাজারি ।	৩৩৫১৬/৩	ঐ	শ্রীগমির সিং হাজারি শ্রীআবদুল কর্তা ষাঁ গং ।	৩৯৮১/২
৬৬৭ ২০১৭৫ ১৭৯৪৭	মহাল লাখেরাজ বাজেআপ্তী— মোংজে মিটাছুরি থানা রাস্তা— তাং মাহাং কালু ...	৫১৮/৬	ঐ	শ্রীসেখ হাবিব আতা- ম্মদ চোং জাং তং পিতা মকবুল আলী চোং পক্ষে ।	৪৮১৭

সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৫মেই শেষ তারিখের বাকি পড়া ।

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ধরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না ।

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 24 th September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।—ইন্ডিহার নামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৬ ইং ২৬ ডিসেম্বর শেষ তারিখের আদায় ৫০, টাকার উর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ সাং ৬ এপ্রিল তারিখে নিলাম হইয়া তদানন্দ্রে যে সমস্ত তালুকা বায়না জব্দ হইয়াছে সেই সমস্ত তালুকাদির বাকী আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ও ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সাং ১১ আইনের ৬ ধারার স্বর্গমেষ্টে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ সালের বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ রুহস্পতিবার ষায়েৎ জিলা কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য ছানি নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৬৯৭ ইং জাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকার নম্বর।	মৌজা থানা, মহাল ও তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদব জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজনা।	ছেছ।	খাজনা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৪৮১৮ ২৩৮৭৮ ৫৮৮ ১৫৪৮	মৌজে জুজখলা থানা কটীকছুরী মহাল নওয়া বাদ।— তালুক এয়ার আলি খাঁ, হাং তাং ওবেদর রহ- মান খাঁ।	ওবেদর রহমান খাঁ ও মেহের আলি খাঁ।	২৩৪৪,	১৬৬৬০	৬৯৩,	৩৭১/৩	৭৩০/১৩	...

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 22nd September 1897.

F. P. DIXON,

For Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking six pounds at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, Rs. 2 ans. 8; per eight-ounce tin, Rs. 5; per pound tin, Rs. 10. The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, for cash only, at the undernoted rates: per four-ounce tin, Rs. 3; per eight-ounce tin, Rs. 6; per pound tin, Rs. 12. This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 oz. tin, eight annas per 8 oz. tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

ক্বরম্ব সিন্‌কোনা।

কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট গবর্ন-মেন্টের কর্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে ক্বরম্ব সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ২।।০ টাকায়, আট ওন্স টিন ৫.২ টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০.৭ টাকায় পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট নগদ মূল্যে দিলে এই হিসাবে অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ৩.৭ টাকায়, আট ওন্স টিন ৬.২ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২.৭ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ওন্স টিনের ১.০, আট ওন্স টিনের ১।০ ও এক পৌণ্ড টিনের ১.০ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন ১৮, বা ডাক মাসুল সমেত ১৮৫০

৥ আধ " " ৯) " " " " ৯১০

। শিকি " " ৪১১° " " " " ৫)

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনাইডাইন নামক অপকৃত্ত ক্রারের সহিত ইচ্ছাপূর্বক মিশ্রিত হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will hence-forward be at the following rates, payable in advance :—

For the *Mufassal*.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For *Calcutta*.

The same rates as those of the *mufassal*, with the exception of the charge for postage

E. N. BAKER.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাল্লা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাসুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

	মকঃসলে	টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর ১০২
ডাকমাসুল	" ২১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে কার্যতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	" ৪)
ডাকমাসুল	" ১)
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	" ১০
ডাকমাসুল	১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার মূল্য সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	১০ R পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আন একঃ আনা।
ডাকমাসুল	১০

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মকঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাসুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের এক্টিং ছোট সেক্রেটারী।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A., in two Volumes. *Price Rs. 24 : packing and postage Re. 1-12.*

* The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced student only, yet as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible. I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT., GOVT. PRINTING, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

NOTICE.

In continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—Rates of advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half " " " " " " " " " "	10
Casual advertisement---4 annas per line.	

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গাল গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্মে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্ট কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তদ্বিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কোটাটের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কোন্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ বণ্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

২৭২১।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই—	টাকা।
প্রতি এক পৃষ্ঠা একবার প্রকাশ করণের	২০
আধ পৃষ্ঠা	১০
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একবার পৃষ্ঠা	১০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে ।

বারিস্টার-আট-লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্বিসে নিযুক্ত বর্তমানের ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজ্ঞা বিষয়ক আইন সংহিতা ।

একং খানি পুস্তকের মূল্য, ৫, পাঁচ টাকা ।

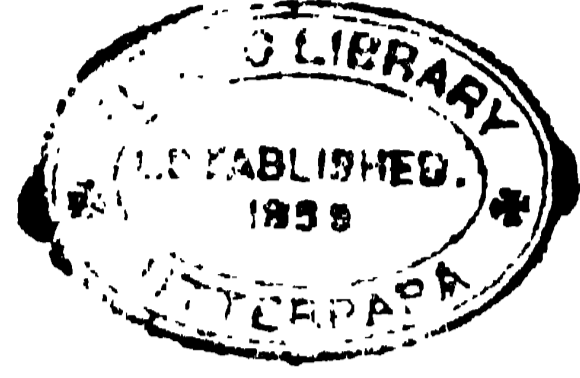
কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কোণ্টার্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন । বস্তব্য ।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে ।

বিজ্ঞাপন ।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রান্ডে এয়েন্ট টোন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজি-স্টারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে ।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্নমেন্ট প্রেসে, থাকার স্প্রিন্ট কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায় ।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্নমেন্টের জন্য শ্রীযুত জেমস পেট্রি সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল ।



গবর্ণমেন্ট গেজেট।

TUESDAY, OCTOBER 12, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১২ অক্টোবর।

CONTENTS.

	PAGE.	বিবরণ।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India	79-80	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রকৃতি	৭৯-৮০
PART II.—Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal	Nil.	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রকৃতি	নাই।
PART III.—Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal	Nil.	দ্বিতীয় ক খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আদেশ	নাই।
PART IIIA.—Acts of the Legislative Council of India	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাতুলিপি	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাতুলিপি	নাই।
PART VII.—Circular Orders by the High Court and Board of Revenue	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র	নাই।
PART VIII.—Advertisements	513-523	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রকৃতি	৫১৩-৫২৩
SUPPLEMENT	Nil.	পরিশিষ্ট গবর্ণমেন্টের গেজেট	নাই।

PART I.

Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রকৃতি।

ORDERS OF THE GOVERNMENT OF INDIA.

FINANCE AND COMMERCE DEPARTMENT.

NOTIFICATION.

Simla, the 27th September 1897.

No. 4327S.-R.—In exercise of the power conferred by section 28, clause (a), of the Indian Salt Act, 1882 (XII of 1882), and in supersession of paragraph 2 of the Notification of the Government of India in the Department of Finance and Commerce, No. 769, dated the 11th February 1888, the Governor-General in Council is pleased to make a rule that, in respect of the districts of the Orissa Division in the territories administered by the Lieutenant-Governor of Bengal, anything to be done under the said Act by the Commissioner of Northern India Salt Revenue shall, on and with effect from the 1st day of October 1897, be done by the Commissioner of Excise, Bengal.

J. F. FINLAY,

Secy. to the Govt. of India.

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের আদেশ।

রাজস্ব ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্যবিভাগ।

বিজ্ঞাপন।

সিমলা, ১৮৯৭ সাল ২৭এ সেপ্টেম্বর।

৪৩২৭ এসু আর নং।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ভারতবর্ষীয় লবণবিষয়ক ১৮৮২ সালের ১২ আইনের ২৮ ধারার (ক) দফাক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতা পরিচালন করতঃ এবং ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের রাজস্ব ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্যবিভাগের ১৮৮৮ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখের ৭৬৯ নং বিজ্ঞাপনের ২য় প্যারাগ্রাফ রহিত করিয়া এই বিধি করিলেন যে উক্ত আইনানুসারে উক্ত ভারতবর্ষের লবণ রাজস্বের কমিশনরকে যাহা যাহা করিতে হয় বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের অন্তর্গত উড়িষ্যা খণ্ডের জিলাসমূহ সম্বন্ধে তাহা ১৮৯৭ সালের অক্টোবর মাসের ১ম দিবস হইতে বঙ্গদেশের আবকারী কমিশনর কর্তৃক কৃত হইবে।

জে, এফ, ফিন্লে,

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, OCTOBER 12, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১২ অক্টোবর।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশতিহার এড়তি।

LAND ADVERTISEMENTS.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহার নামা কাছারি কলেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইহাঙ্গারা জানান যাইতেছে যে, ১৮৯৭ ইং ২৫ মে শেষ তারিখের অনাদায় ১০, টাকার উর্ক, জমার নওয়াবাদ ও খাষ ভরফ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মমতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ বৃহস্পতিবার নিলামের দিন ধার্যে জিলা কলেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকাব নম্বর।	মোজা, থানা, মহাল ও তালুকাব নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেছ।	খাজানা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৮৮৭ ২০১৩৪ ৫৫৯	মোজা বাকলিয়া থানা সহর মহাল নওয়াবাদ।— তাং আহম্মদ আলী ও মাহাং ইছপ ও কোব্বান আলী ও আজগর আলী ও শ্রীমতী সুরবিবি।	জব্বার আলী সদাগর জানিবে শ্রীমতী ময়মুনা খাতুন ও করিমমিছা পক্ষে হিং সুরল হক ও আছফা খাতুন, নেজা- মত আলী চৌধুরী ও মনীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, যোবা- রেক আলী, আবদুল রহমান ও নেজামত আলী ও আবদুল হাকিম স্বয়ং তৎ নাবালগে ভ্রাতা আলামিঞা ও ইছমাইল হিতৈষী উক্ত আবদুল হাকিম।	৬৮৬।০	২৩৬।/৬	৩৬।/৯	১৬।/০	৫৩।৯

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 22nd September 1897.

F. P. DIXON,

For Collector

জিলা নোয়াখালী ।
নিলামি বিজ্ঞাপন ।

এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ন-
মেন্টের যে মালিকিস্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত নোয়াখালী জেলার
কালেক্টরিতে ১৮৯৭ সনের ৯ নবেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২৪ কার্তিক তারিখে
প্রকাশ্য নিলাম বিক্রয় হইবেক ।

খরিদারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে ।—
নিলামের সর্ত্ত ।—

প্রথম । নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট করেন তাহার
উপর যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই
সম্পত্তি বিক্রয় হইবে । এই মহালের খরিদারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য
করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই
মহালে গবর্নমেন্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদারের প্রতি
পর্যাপ্ত হইবেক খরিদারগণ শতকরা ২৫ টাকা হারে আখরাজাত খরছ স্বরূপে
সদর রাজস্ব বাদ পাইবে ।

দ্বিতীয় । চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং
এইক্ষণে যে সকল পাট্টা বর্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং
রেভেনিউ কার্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা
কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদারগণ
বাধ্য হইবে ।

তৃতীয় । নিলামি মূল্য ১০০ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে ।

চতুর্থ । নিলামি মূল্য ১০০ টাকার উর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের
একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন এক ১ দিন গণ্য
হইয়া তদবধি ১৫ দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না
হয় অথবা ঐ দিবস কোন পর্কোপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম
যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত
হইবেক (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে
এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায় খরিদা-
রের দায়ীত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে ।

ক্রমিক নং ।	মহাল ও পরগণার নাম ।	একবেল হিসাবে যতদন জমা যায় তামব অনুমানিক পরিমাণ ।	গবর্নমেন্টের বাক্স যোগ পাঠ্য হইয়াছে ।	আখরাজাত খরছ স্বরূপে সদর রাজস্ব বাদ ।	মন্তব্য ।
১	২	৩	৪	৫	৬
১৫৮৮	আনন্দচন্দ্র গড়গড়া পরগণা ভুলুয়া ।	২৭	৮২	১	শতকরা ২৫ টাকা হারে ।
১৫৮৯	ঐ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড...	৭	২৪	০	ঐ
১৬১২	জিহ্মে চৈয়দ আকবর পরগণা সুন্দীপ ।	৩৭	৯৬	৬	ঐ
১৬৪৫	জিহ্মে চৈয়দ আকবর পরগণা রামভদ্র চক্র ।	১	১	০	ঐ
১৭১৯	চণ্ডিপুর রাস্তা	১	১	০	০

কালেক্টরের কাছারি
জিলা নোয়াখালী ।

S. K. AGASTI,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম :

ইস্তাহার নামা কাছারী কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম ।

ইস্তাহার সাংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের মর্মানুসারে নিম্নলিখিত ভালুকাদির ১৮৯৭ ইংরেজী ২৫শে মেই সুফ্যাপ্ত পর্যন্ত বাকি পড়া ঋজানা ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ ইংরেজী ২১ অক্টোবর মোতাবেক ১৩০৪ বাঙ্গালী ৫ কাঙ্কির রোজ রহম্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারীতে প্রকাশ্যে নিলামে ধরা যাইবে, ইতি ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১ সেপ্টেম্বর ।

ভালুকের নম্বর ।	ধনি, মোজা ও ভালুকের নাম ।	মালীকের নাম	সদর হুকম ।				বাকী ।	মন্তব্য ।
			ধাজানা ।	ছেছ ।	খাজানা ।	ছেছ ।		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	
২ ৪০১	ধানা সাতকানিয়া হাল বাস- খালী মোজা ছোট ছহুয়া মহল নয়বাদ তাং ছোট ছহুয়া ।	বাবু যোগেশ চন্দ্র রায় ফেট পক্ষে রায় কৈলাস চন্দ্র দাস বাহাদুর জেনেরল ম্যানেজার ।	২২৪৩)	৪২৬৭/৬	৮৩৪।০	১০২২	২৩৬৯২	১৮৯৪।২৫ ইইতে ২২৪৩) ১৮৯৭।২৮ ইইতে ১৮৯৮।২২ ইইতে ৩৩৬০।০ ১৯০৩।০৪ ইইতে ১৯০৪।০৫ ইইতে ৩৪৩৬) ১৯১৩।১৪ ইইতে ১৯১৪।১৫ ইইতে ৩৫৭৪।০
৩ ৪০২	ধানা সাতকানিয়া হাল বাস- খালী মোজা পুইছরী মহাল নয়বাদ তাং ফকরঞ্জিত ।	গোলোক চন্দ্র সিকদার পিং রামসেবক সিকদার সাং কলাউজান ।	৬৯৬৬০	৭৮।০/৬	৭২।০/৬	৭২।০/৬	১৯২৫ ইইতে
৪ ৪০৩	ধানা সাতকানিয়া হাল বাস- খালী মোজা পুইছরী মহাল নয়বাদ তাং মোবারেক আল। বক্স আলী ।	আনোয়ার আলী পিং বক্স আলী ও হামিদ উল্লা চৌঃ শয়ং ও নাবালক ভ্রাতা হৈয়দ উল্লা, আজমলা ভগ্নি হৈয়দুল্লিছা, জমিলা খাতুনের পক্ষে হিং আজ- মলা খাঁ, মতিয়র রহমান শয়ং ও নাবালক একজহার মিঞার পক্ষে হিং ।	১৯৬৬)	২৪৫।/৬	১৪৭৪।০	১৮৬।/৬	১৬৬০.৬/৬	১৮৯৫।২৬ ইইতে ১৯৬৬, ১৯০০।০১ ইইতে ১৯০১।০২ ইইতে ২৯৪৯) ১৯০২।০৩ ইইতে ৩১২০, ১৯২৫ ইইতে

৪২০	খানা সাতকাগিয়া হাল বাস- খালী মোজ্জ চাষল মহাল নয়াবাদ তাং তাজমিহা চোং ।	ফজর আলী পিং মনুহর আলী চোং সাং তৈলার- দীপ ।	১৬৩৭	১৬১১/৬	১৬৬১/২
৬২							
৪৭৭	খানা সাতকাগিয়া হাল বাসখালী মোজ্জ চাষল মহাল নয়াবাদ তাং আবহুল মজিদ ।	নেজামত আলী পিং মাহাং রফি সাং বারখাইন ...	৫৩১০	৬৫১১/০	৪৮১
৫২৮৮							
৪৫৬৬	খানা সাতকাগিয়া মোজ্জ চুডামনি মহাল নয়াবাদ তাং মহেশ চন্দ্র চৈতন্যচরণ ।	রাজচন্দ্র সেন পিং রাজকিশোর সেন ও বংশীমোহন সেনের পক্ষে ও সুরেন্দ্র বিজয় রায় ফ্রেট পক্ষে রায় কৈলাস চন্দ্র দাস বাহাদুর জেনেরল ম্যানেকার ।	৫১১৬০	৭১/০	১৬৩০/২

CHITTAGONG COLLEGE LIBRARY.

The 3rd September 1917.

J. PHILLIMORE,

Offg. Collector.

ইস্তাহার নামা কাছারী কালেক্টরী জেলা চট্টগ্রাম।

ইহার দ্বারা জানান যাইতেছে যে এই কাছারী সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তালুকাদির ১৮৯৭ ইং সনের ২৫শে মেই শেষ তারিখের বাকী পড়া বাজানা ও ছেচু আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সালের ৭ অর্ডন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মানুসারে ১৮৯৭ ইং সনের ২০ অক্টোবর মোতাবেক ১৩০৪ বাং সনের ৪ কার্তিক রোজ বুধবার জেলা চট্টগ্রাম কালেক্টর কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইং তারিখ ২৪ আগস্ট।

নম্বর ও মহাল।		পানা, মৌজা ও মহালের নাম।	মালিকের নাম।	বার্ষিক জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
১নং বেং নম্বর।	তালুক নম্বর।			বাজানা।	ছেচু।	বাজানা।	ছেচু।	মেট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮৫	১২১	থানা রামু মৌজে খুরুলিয়া মহাল নয়াবাদ তালুক ষএকলা।	হাক্কান আলী চৌধুরি পিং মাহামুদ হারি সিকদার সাকিম পা তলা মাছুয়াখালা।	৬৭৬।৯	৬২৬° ২৫৩।৯/৩	২৩।°	১৮৯৬।৯ ইং স- পূর্ণ বাকি।	১°২৩°	
৮৬	১২২	থানা রামু মৌজে খুরুলিয়া মহাল নয়াবাদ তালুক বকুসালি।	মহম্মত আলী চৌধুরি পিং আজগর আলী চৌধুরি সাং জলদি।	৬৮৮।/°	২২।।৬	২৫° ২/৩	৩° ৬/৬	২৮২।°	
১২১	১৬৫	থানা রামু মৌজে উত্তর মিঠাছড়ি মহাল নয়াবাদ তালুক রস্তম আলী।	আমির বাহু চৌধুরীয়া মেহের নিছা চৌধুরিয়া আহালিয়ে না জির আলী চৌঃ সাং উত্তর মিঠাছড়ী ওগয়- রহ।	১°৭১।°	১২২।°	৪° ১৬°	৪° ১।°	৪৪২।°	
১৭৭	২৩৭	থানা রামু মৌজে খুটা- খালী মহাল নয়াবাদ তালুক মোবারক আলী।	জামিলা ষাতুন আহা লিয়ে মৌলবি আজ- মলা ষাং সাং হারবাজ।	৮৫৮।°	১°০১।/°	২১°	৩৩°	২৪৮।°	
১৮৮	২৫°	থানা রামু মৌজে ভাকুয়া- খালী মহাল নয়াবাদ তালুক মাহাম্মদ রাজা।	মৌলবি মহম্মতালী ও ছৈয়দ আলী পিং আনয়ার আলী চৌঃ সাং পাতলা মাছুয়া- খালী ওগয়রহ।	৫৫° ১।°	১৪১।/°	১৩৭।/°	৪৭।/°	১৮৪।°	
২৭২	২৭৪	থানা চকরিয়া মৌজে ভেওলামাণিক চর মহাল নয়াবাদ তালুক বিবি স্রাক।	আসমত আলী জাহা- বক্স পিং মাগন আলী সাং হরিণা থানা সাতকানিয়া।	১°৫৩।°	১।৬৮।/°	৫° ৭°	৫° ৬°	৬৩৩।°	
২৮°	২৮৩	থানা চকরিয়া মৌজে সিলখালি মহাল নয়াবাদ তালুক বিবি স্রাক।	গোলনেছ নিছা, বল- কিচ বিবি নাবালকা কন্যা ও সেখ মাহা ম্মদ কালু চৌঃ সাং জলদি ওগয়রহ।	৭৯৬।/°	২১।/°	২৯।/°	৩° ১।/°	১°৬৬।/°	
২৮৮	৭৮।৫° ৪৬৪।৫°	থানা চকরিয়া মৌজে ট্টেটং মহাল নয়াবাদ তালুক হরিদাস বহ- দার।	এসাদ আলী চৌঃ পিং সেখ মাহাম্মদ জমা ং তৈলাবদ্বীপ থানা বাঁশখালী।	৭৬৩।°	১২১।/°	১৮।°	৬° ৩°	২৪৪।°	

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 31st August 1897.

BAGALA PRASANA MAZUMDER,

For Offg. Collector.

জিলা চট্টগ্রাম ।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক ।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ ইংরেজির ২৬শে নবেম্বর তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে । ইতি সন ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌগোলিক নম্বর ।	মহাল ও পর্বগণার নাম ।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা ।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না ।	কোন মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম ।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা ।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী ।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী ।
২০২ ১০১৭ ১২৮২	খানে শাতকানীয়া মোং গারাজীয়া তং মোং গারাজীয়া বাং তং মজত রাম হাজারি ।	২০১৫/৯	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রী হই- বেক ।	শ্রীযুত বাবু কৈলাস চন্দ্র দাস মেনে- জার জাং আবদুল কর্তা ষাঁ শ্রীদাম মিঞা গং ।	৩০৫০/০
৩৩০ ২২০৯ ১৭৪০	তরফ মোজে লোহা- গারা— বাং তং মজত রাম হাজারি ।	৩৩৫১৯/৩	ঐ	শ্রীগমির সিং হাজারি শ্রীআবদুল কর্তা ষাঁ গং ।	৩৯৮১/২
৬৬৭ ২০১৭৫ ১৭৯৪৭	মহাল নাথেরাজ বাজেআপ্তী— মোজে মিটাছরি খানা রাস্তা— তাং মাহাং কালু ...	৫১৮/৬	ঐ	শ্রীসেখ হাবিব আছা- য়দ চোং জাং তং- পিতা মকবুল আলী চোং পক্ষে ।	৪৮/৭

সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৫মেই শেষ তারিখের বাকি পড়া ।

টীকা ।— যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ যবে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া নির্দিষ্ট আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নামক অন্তর্গত হিসাব বাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় ন ।

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 24th September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।—ইন্ডিয়ার নামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহাঙ্গারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৬ ইং ২৬ ডিসেম্বর শেষ তারিখের অনাদায় ৫০, টাকার উর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ সাং ৬ এপ্রিল তারিখে নিলাম হইয়া তদানন্দরে যে সমস্ত তালুকা বায়না জব্দ হইয়াছে সেই সমস্ত তালুকাদির বাকী আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ও ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সাং ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মমতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ সালের বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ রহস্পতিবার ধার্যে জিলা কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য ছানি নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৬৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকাব নম্বর।	মৌজা থানা, মহাল ও তালুকাব নাম।	মালিকের নাম।	সদব জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেছ।	খাজানা।	ছেছ।	মেট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৪৮১৮ ২৩৮৭৮ ৫৮৮ ১৫৪৮	মৌজে জুজখলা থানা ফটীকছুরী মহাল নওয়াবাদ।— তালুক এয়ার আলি খাঁ, হাং তাং ওবেদর রহ- মান খাঁ।	ওবেদর রহমান খাঁ ও মেহের আলি খাঁ।	২৩৪৪)	১৬৬৬০	৬৯৩,	৩৭১৩	৭৩০১৩	...

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 22nd September 1897.

F. P. DIXON,

For Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking six pounds at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, Rs. 2 annas 8; per eight-ounce tin, Rs. 5; per pound tin, Rs. 10. The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, for cash only, at the undernoted rates: per four-ounce tin, Rs. 3; per eight-ounce tin, Rs. 6; per pound tin, Rs. 12. This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 oz. tin, eight annas per 8 oz. tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরম্ম সিন্‌কোনা।

কলিকাতাহ বোটানিক্যাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট গবর্ণ-
মেন্টের কর্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে
জ্বরম্ম সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ২।০ টাকায়, আট ওন্স টিন ৫.০ টাকায় ও এক পৌণ্ড
টিন ১০.০ টাকায় পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট নগদ মূল্যে
দিলে এই হিসাবে অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ৩.০ টাকায়, আট ওন্স টিন ৬.০ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন
১২.০ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই
ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ওন্স টিনের ১০, আট ওন্স টিনের ১০
ও এক পৌণ্ড টিনের ১০ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে; যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন ১৮) বা ডাক মাণ্ডল সমেত ১৮৬০

৥ আধ " " ৯) " " " " ৯১০

। শিকি " " ৪১০ " " " " ৫)

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনাডাইন নামক অপকৃষ্ট কাবের সহিত ইচ্ছাপূর্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টি দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengals Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the *Mufassal*.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For *Calcutta*.

The same rates as those of the *mufassal*, with the exception of the charge for postage
E. N. BAKER.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাণ্ডল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

বস্তু	মকঃসলে	টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	...	বৎসর ১০৮
ডাকমাণ্ডল	...	" ২১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	" ৪)
ডাকমাণ্ডল	...	" ১)
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	...	" ১০
ডাকমাণ্ডল	...	১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	...	১০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একঃ আন।।
ডাকমাণ্ডল	...	১০

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মকঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাণ্ডল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একুটিং ছোট সেক্রেটারী।

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে ।

বারিষ্টার-আট-লা ও শ্রীশ্রীযতী়র বঙ্গদেশের সিবির্গ সর্কিসে নিযুক্ত বর্ধমানের ডিক্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি. ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারার প্রজা বিষয়ক আইন সংহিতা ।

একং খানি পুস্তকের মূল্য, ৫. পাঁচ টাকা ।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্টান্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন ।
যন্তব্য :- উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে ।

বিজ্ঞাপন ।

রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রানেড স্ট্রেট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগের আপিসে রেজি-স্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে ।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্নমেন্ট প্রেসে, থাকার স্প্রিঙ কোম্পানির বাটিতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায় ।

কলিকাতা প্রোগ্রামেটরী ডেল যন্ত্রালয়ে গবর্নমেন্টের জন্য শ্রীযুত জেমস পের্ট সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল ।



Numb. 3038 [৩০৩৮]

REGISTERED No. 3.



গবর্ণমেন্ট গেজেট।

TUESDAY, OCTOBER 19, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১৯ অক্টোবর।

CONTENTS.

	Page.	বিবরণ।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	পৃষ্ঠা।
PART II.—Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal	Nil.	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	নাই।
PART III.—Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART IIIA.—Acts of the Legislative Council of India	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাঠ্যলিপি	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাঠ্যলিপি	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ আদেশপত্র	নাই।
PART VII.—Circular Orders by the High Court and Board of Revenue	Nil.	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রভৃতি	৫২৫—৫৩২
PART VIII.—Advertisements	525—535	পবিশিষ্ট গবর্ণমেন্টের গেজেট	নাই।
SUPPLEMENT	Nil.		

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশতিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহার নামা কাছারি কলেট্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইহাধারা জানান যাইতেছে যে, ১৮৯৭ ইং ২৫ মে শেষ তারিখর অনাদায় ১০ টাকার উর্ক, জয়ার নওয়াবাদ ও খাষ তরফ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার স্বার্থমতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ রুহস্পতিবার নিলামের দিন ধার্যে জিলা কলেট্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকাব নম্বর।	মোজা, থানা, মহাল ও তালুকাব নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজনা।	ছেছ।	খাজনা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৮৮৭। ২০১৩৪ ৫৫৯	মোঁজে বাকলিয়া থানা সহর মহাল নওয়াবাদ।— তাং আহম্মদ আলী ও মাহাং ইছপ ও কোর্কান আলী ও আজগর আলী ও শ্রীমতী মুরবিবি।	জব্বার আলী সদাগর জানিবে শ্রীমতী ময়মুনা খাতুন ও করিমমিছা পক্ষে ঙিং মুরল হক ও আছফা খাতুন, নেজা- মত আলী চৌধুরী ও মনীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, মোবা- রেক আলী, আবদুল রহমান ও নেজামত আলী ও আবদুল হাকিম স্বয়ং তৎ নাবাঙ্গৈগ ভ্রাতা আলামিঞা ও ইছমাইল হিতৈষী উক্ত আবদুল হাকিম।	৬৮৬।০	২৩৬।৬	৩৬।৯	১৬।৯	৫৩।৯	...

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 22nd September 1897.

F. P. DIXON,

For Collector.

জিলা নোয়াখালী ।

নিলামি বিজ্ঞাপন ।

এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণ-
মেণ্টের যে মালিকিস্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত নোয়াখালী জেলার
কালেক্ট্রিতে ১৮৯৭ সনের ৯ নবেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২৪ কার্তিক তারিখে
প্রকাশ্য নিলাম বিক্রয় হইবেক ।

খরিদারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে ।—

নিলামের সর্ত্ত ।—

প্রথম । নিলামের সময়ে কালেক্ট্রির সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট করেন তাহার
উপর যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই
সম্পত্তি বিক্রয় হইবে । এই মহালের খরিদারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য
করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই
মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদারের প্রতি
পর্যাপ্ত হইবেক খরিদারগণ শতকরা ২৫ টাকা হারে আখরাজাত খরছ স্বরূপে
সদর রাজস্ব বাদ পাইবে ।

দ্বিতীয় । চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং
এইক্রমে যে সকল পাট্টা বর্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং
রেভিনিউ কার্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা
কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদারগণ
বাধ্য হইবে ।

তৃতীয় । নিলামি মূল্য ১০০ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাত্ দিতে হইবে ।

চতুর্থ । নিলামি মূল্য ১০০ টাকার উর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের
একাংশ তৎক্ষণাত্ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন এক ১ দিন গণ্য
হইয়া তদবধি ১৫ দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না
হয় অথবা ঐ দিবস কোন পরকোপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম
যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত-
হইবেক (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে
এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায় খরিদা-
রের দায়ীত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে ।

শ্রেণী নং ।	মহাল ও পরগণার নাম ।	একবেব হিসাবে যতদূর জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ ।	গবর্ণমেণ্টের বাজস্ব যাহা ধার্য হইয়াছে ।	আখরাজাত খরছ স্বরূপে সদর রাজস্ব বাদ ।	মন্তব্য ।
১	২	৩	৪	৫	৬
১৫৮৮	আনন্দচন্দ্র গড়গড়া পরগণা ভুলুয়া ।	২৭ ০ ০	৮২ ০ ১	শতকরা ২৫ টাকা হারে ।	
১৫৮৯	ঐ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড...	৭ ০ ০	২৪ ০ ০	ঐ	
১৬১২	জিহ্মে হৈয়দ আকবর পরগণা সুন্দীপ ।	৩৭ ০ ০	৯৬ ৫ ৬	ঐ	
১৬৪৫	জিহ্মে হৈয়দ আকবর পরগণা রামভদ্র চক্র ।	১ ০ ০	১ ৥ ০	ঐ	
১৭১৯	চণ্ডিপুর রাস্তা ...	১ ০ ০	১ ০ ০	০	

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহার নামা কাছারী কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারী সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকাদির ১৮৯৭ ইংরেজী ২৫শে মেই সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাকি পড়া ঋজানা ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ ইংরেজী ২১ অক্টোবর যোতাবেক ১৩০৪ বাজালী ৫ কান্তিক রোজ রহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে, ইতি ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১ সেপ্টেম্বর।

তালুকের নম্বর।	খানা, মোজা ও হাঙ্গুলের নাম।	মালীকের নাম	সদর জমা।		বাকী।		মতব্য।	
			খাজানা।	ছেছ।	খাজানা।	ছেছ।		
১		৩	৫	৬	৭	৮	৯	
২	খানা সাতকাণিয়া হাল বাস- খালী মোজে ছোট ছহুয়া মহল নয়বাদ তাং ছোট ছহুয়া।	বাবু যোগেশ চন্দ্র রায় ফেট পক্ষে রায় কৈলাস চন্দ্র দাস বাহাদুর জেনারেল ম্যানেজার।	২২৪৩)	৪২৬৩/৬	৮৩৪।০	১০২২	২৩৬।২	১৮৯৪।২৫ ইইতে ২২৪৩) ১৮৯৭।২৮ ইইতে ১৮৯৮।৭২ ইইতে ৩৩৬০।০ ১৯০৩।০৪ ইইতে ১২০৪।০৫ ইইতে ৩৪৩৬) ১৯১৩।১৪ ইইতে ১৯১৪।১৫ ইইতে ৩৫৭৪।০ ১৯২৫ ইইতে
৩	খানা সাতকাণিয়া হাল বাস- খালী মোজে পুইছরী মহাল নয়বাদ তাং কৃষ্ণরঞ্জিত।	গোলোক চন্দ্র সিকদার পিং রামসেবক সিকদার সাং কলাউজান।	৬৯৬৬০	৭৮।০/৬	৭২।০/৬	৭২।০/৬
৪	খানা সাতকাণিয়া হাল বাস খালী মোজে পুইছরী মহাল নয়বাদ তাং যোবারেক খালী বঙ্গা খালী।	আনোয়ার আলী পিং বঙ্গা আলী ও হামিদ উল্লা চৌঃ স্বয়ং ও নাবালক ভ্রাতা হৈয়দ উল্লা, আজমলা ভগ্নি হৈয়দমিছা, জমিলা খাতুনের পক্ষে হিং আজ- মলা খাঁ, মতিয়র রহমান স্বয়ং ও নাবালক এজাহার মিঞার পক্ষে হিং।	১৯৬৬)	২৪৫।/৬	১৪৭৪।০	১৮৬।/৬	১৬৬০।৬/৬	১৮৯৫।২৬ ইইতে ১৯৬৬, ১৯০০।০১ ইইতে ১৯০১।০২ ইইতে ২৯৪৯) ১৯০২।০৩ ইইতে ৩১২০। ১৯২৫ ইইতে

৪২০	ধানী সাতকাণিয়া হাল বাস- খালী মোজে চাষল মহাল নয়াবাদ তাং তাজসিহা চোং ।	কজর আলী পিং মহুহর আলী চোং সাং তৈলার- ছৌপ ।	১৬৩৭	১৬১১/৬	৫২৬৬/২	১৬৬১/২
৪২১	ধানী সাতকাণিয়া হাল বাসখালী মোজে চাষল মহাল নয়াবাদ তাং আবতুল মজিদ ।	নেজামত আলী পিং যাহাং রফি সাং বারখাইন ...	৫৩১৬	৬৫১/০	৪৮২	৪৮২
৪২২	ধানী সাতকাণিয়া মোজে হুজামনি মহাল নয়াবাদ তাং মহেশ চন্দ্র, চৈতন্যচরণ ।	রাজচন্দ্র সেন পিং রাজকিশোর সেন ও বংশীমোহন সেনের পক্ষে ও হুরেন্দ্র বিজয় রায় ফেট পক্ষে রায় কৈলাস চন্দ্র দাস বাহাদুর জেনেরল ম্যানেজার ।	৫১১৬	৭১০	১৬৩৬	১৬৩৬

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 5th September 1897

J. PHILLIMORE,
Offg. Collector.

ইস্তাহার নামা কাছারী কালেক্টরী জেলা চট্টগ্রাম।

ইহার দ্বারা জানান যাইতেছে যে এই কাছারী সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তালুকাদির ১৮৯৭ ইং সনের ২৫শে মেই শেষ তারিখের স্বাকী পড়া স্বাকীনা ও ছেহ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারায় মর্মানুসারে ১৮৯৭ ইং সনের ২০ অক্টোবর মোতাবেক ১৩০৪ বাং সনের ৪ কার্তিক রোজ বুধবার জেলা চট্টগ্রাম কালেক্টর কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইং তারিখ ২৪ আগস্ট।

স্বর ও মহাল।		থানা, মৌজা ও মহালের নাম।	মালিকের নাম।	বার্ষিক জমা।		স্বাকী।			মন্তব্য।
১মং রেং স্বর।	তালুকের স্বর।			খাজানা।	ছেহ।	খাজানা।	ছেহ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮৫	১২১	থানা রায়ু মৌজে খুল্লিয়া মহাল নয়াবাদ তালুক খএরুলা।	হার্বান আলী চৌধুরি পিং মাহামুদ হারি সিকদার সাকিন পা-তলী মাছুয়াখালী।	৬৭৬।০	৬২৬।০	২৫৩।০/৩	২৩।০	১৮৯৬।৯৭ ইং স- ম্পূর্ণ স্বাকী।	১০২৩।৩
৮৬	১২২	থানা রায়ু মৌজে খুল্লিয়া মহাল নয়াবাদ তালুক বকুলিয়া।	মহম্মত আলী চৌধুরি পিং আজগর আলী চৌধুরি সাং জলদি।	৬৮৮।০	২২।৬	২৫৮।৩	৩০।৬/৬		২৮২।২
১২১	১৬৫	থানা রায়ু মৌজে উত্তর মিঠাছড়ি মহাল নয়াবাদ তালুক রস্তুম আলী।	আমির বাহু চৌধুরীয়া মেহের নিছা চৌধুরিয়া আহানিয়ে না-জির আলী চৌং সাং উত্তর মিঠাছড়ী ওগয়-রহ।	১০৭১।০	১২২।০	৪০১।৬০	৪০।১।৩।০		৪৪২।৩।০
১৭৭	২৩৭	থানা রায়ু মৌজে খুটা-খালী মহাল নয়াবাদ তালুক মোবারক আলী।	জামিলা খাতুন আহা-নিয়ে মৌলবি আজ-মল্লা খাঁ সাং হারবাজ।	৮৫৮।০	১০১।০	২১৫।০	৩৩।৬।০		২৪৮।৬।৩
১৮৮	২৫০	থানা রায়ু মৌজে ভারুয়া-খালী মহাল নয়াবাদ তালুক মাহামুদ রাজ।	মৌলবী মহম্মতালী ও হৈয়দ আলী পিং আনয়ার আলী চৌং সাং পাতলী মাছুয়া-খালী ওগয়রহ।	৫৫০।০	১৪১।৬/৬	১৩৭।০	৪৭।০		১৮৪।১।৩।০
২৭২	২৭৪	থানা চকরিয়া মৌজে ডেওলামানিক চর মহাল নয়াবাদ তালুক বিবি প্রাক।	আসমত আলী জাহা-বগু পিং মাগন আলী সাং হরিণা থানা সাতকানিয়া।	১৫৩২।০	১৬৮।০	৫৭৭।০	৫৬।০		৬৩৩।০
২৮০	২৮৩	থানা চকরিয়া মৌজে সিলখালি মহাল নয়াবাদ তালুক বিবি প্রাক।	গোলনেছ নিছা, বস-কিচ বিবি নাবালকা কন্যা ও সেখ মাহা-ম্মদ কালু চৌং সাং জলদি ওগয়রহ।	৭২৬।০	২১।৩/৬	২২৮।৩/২	৩০।১/১০	১৮৯৬ ইং সেক্ট- স্বর, ডিসেম্বর কিস্তীর স্বাকী।	৭৬৬।১/১০
২৮৮	৭৮।৫০৮ ৪৬৪।৫৬০	থানা চকরিয়া মৌজে টেটং মহাল নয়াবাদ তালুক হরিদাস বহ-দার।	এসাদ আলী চৌং পিং সেখ মাহামুদ জমা সাং তৈলারদ্বীপ থানা বাঁশখালী।	৭৬৩।০	১২১।০/৬	১৮১।০	৬৩।৬।০		২৪৪।৬।০

জিলা চট্টগ্রাম ।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক ।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনামুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৬শে নবেম্বর তারিখে বেলা ১২ টার সময়ে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে । ইতি সন ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌতির নম্বর ।	মহাল ও পরগণার নাম ।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা ।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না ।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম ।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা ।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী ।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী ।
২০২ ১০১৭ ১২৮২	ধানে শাতকানীয়া মোং গারাজীয়া তং মোং গারাজীয়া বাং তং মজত রাম হাজারি ।	২০১৫/৯	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রী হই- বেক ।	শ্রীযুত বাবু কৈলাস চন্দ্র দাস মেনে- জার জাং আবদুল কর্তা খাঁ শ্রীদামু মিঞা গং ।	৩০৫/০
৩৩০ ২২০৯ ১৭৪০	তরক মোজে মোহা- গারা— বাং তং মজত রাম হাজারি ।	৩৩৫১০/৩	ঐ	শ্রীগমির সিং হাজারি শ্রীআবদুল কর্তা খাঁ গং ।	৩৯৮/১২
৬৬৭ ২০১৭৫ ১৭২৪৭	মহাল সাথেরাজ বাজেআপ্তী— মোজে মিটাছরি খানা রাস্তা— তং মোহাং কালু ...	৫১৮/৬	ঐ	শ্রীসেখ হাবিব জাহা ম্মদ চোং জাং তং- পিতা মকবুল আলী চোং পক্ষে ।	৪৮/৭

সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৫মেই শেষ তারিখের বাকি পড়া ।

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের
নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না ।

- CHITTAGONG COLLECTORATE, }

The 24th September 1897. }

F. P. DIXON,
For Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।—ইতিহাস নামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহাঙ্গারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৬ ইং ২৬ ডিসেম্বর শেষ তারিখের অনাদায় ৫০) টাকার উর্দ্ধ জমার নওয়াদ তালুকাদির বাক খাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ সাং ৬ এপ্রিল তারিখে নিলাম হইয়া তদানন্দরে যে সমস্ত তালুকা বায়না জব্ব হইয়াছে সেই সমস্ত তালুকাদির বাকী আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ও ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সাং ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মমতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ সালের বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ রহস্পতিবার ধার্যে জিলা কালেক্টরি কাছারিতে প্রকাশ্য ছানি নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৬৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তালুক নম্বর।	মৌজা থানা, মহাল ও তালুক নম্বর।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজনা।	ছেছ।	খাজনা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৪৮১৮ ২৩৮৭৮ ৫৮৮ ১৫৪৮	মৌজে জুজখলা থানা ফটীকছুরী মহাল নওয়াদ বাদ।— তালুক এয়ার আলি খাঁ, হাং তাং ওবেদর রহ- মান খাঁ।	ওবেদর রহমান খাঁ ও মেহের আলি খাঁ।	২৩৪৪,	১৬৬৬০	৬৯৩,	৩৭১৩৩	৭৩০১৩৩	...

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 22nd September 1897.

F. P. DIXON,

For Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking six pounds at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, Rs. 2 annas 8; per eight-ounce tin, Rs. 5; per pound tin, Rs. 10. The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, for cash only, at the undernoted rates: per four-ounce tin, Rs. 3; per eight-ounce tin, Rs. 6; per pound tin, Rs. 12. This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 oz. tin, eight annas per 8 oz. tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

কিনকোনা সিন্ফিউজ।

কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট গবর্ণ-
মেন্টের কর্মচারীগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে
কিনকোনা সিন্ফিউজ পাইবেন অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ২।।০ টাকায়, আট ওন্স টিন ৫. টাকায় ও এক পৌণ্ড
টিন ১০. টাকায় পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট মগদ মূল্য
দিলে এই হিসাবে অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ৩. টাকায়, আট ওন্স টিন ৬. টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন
১২. টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই
ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার দাড়া চারি ওন্স টিনের ১.০, আট ওন্স টিনের ৫.০
ও এক পৌণ্ড টিনের ১০. চাক মানুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন ।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পোঁণ্ড টিন ১৮, বা ডাক মাগুল সমেত ১৮৫০
৥ আধ " " ৯) " " " " ৯১০
১ শিকি " " ৪১০ " " " " ৫)

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনীডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারান্টি দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্নমেন্টের কর্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের স্থপারিটেণ্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the *Mufassal*.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For *Calcutta*.

The same rates as those of the *mufassal*, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বঙ্গালা গবর্নমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাছল এই অবধি নিম্ন-লিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

	মকঃসলে	টাকা ।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০
ডাকমাছল	"	২১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ-দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	"	৪)
ডাকমাছল	"	১)
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	"	১০
ডাকমাছল	"	১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার মূল্য সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	"	১০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একঃ আনা।
ডাকমাছল	"	১০

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মকঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাছল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার ।

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের এক্টিং ছোট সেক্রেটারী ।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A., in two Volumes. *Price Rs. 24 : packing and postage Rs. 1-12.*

• The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced student only, yet as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT., GOVT. PRINTING, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

NOTICE.

In continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—*Rates of advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.*

Full page, per issue	Rs. 20
Half "	"	"	"	10
Casual advertisement—4 annas per line.				

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐহ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই গর্ষের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্নমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্নমেন্ট কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানার কোন কর্ম করাইতে চাহিলে নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কোন্টাণ্টের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিকোন্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ বন্টন,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এইহ—

প্রথম এক পৃষ্ঠা একই বার প্রকাশ করণের	টাকা ২০২
অধিক পৃষ্ঠা	১০২
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একই পৃষ্ঠা	১০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে ।

বারিফোর-আট-লা ও ক্রীত্বীয়তীর বঙ্গদেশের সিভিল সর্বিসে নিযুক্ত বর্ধমানের ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের ক্রীযুত সি, ডি, কিলড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের ক্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজা বিষয়ক আইন সংহিতা ।

একং বানি পুস্তকের মূল্য, ৫, পাঁচ টাকা ।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কোণ্টাণ্টের নিকট একং বানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন ।
যন্ত্রব্য ।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে ।

বিজ্ঞাপন ।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রানেড ওয়েস্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজি-স্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে ।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার স্প্রিন্ট কোম্পানির বাটিতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায় ।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্য ক্রীযুত জেমস পেট্রি সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল ।



গবর্ণমেন্ট গেজেট।

TUESDAY, OCTOBER 26, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৬ অক্টোবর।

CONTENTS.

	PAGE.	বিষয়।	পৃষ্ঠা
PART I.—Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India	81 - 82	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	৮১-৮২
PART II.—Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal	Nil.	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	নাই।
PART III.—Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal	87 - 88	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	৮৭-৮৮
PART IIIA.—Acts of the Legislative Council of India	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাঠ্যলিপি	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাঠ্যলিপি	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ আদেশপত্র	নাই।
PART VII.—Circular Orders by the High Court and Board of Revenue	Nil.	অষ্টম খণ্ড।—ইশ্বাহার প্রভৃতি	৪৩৭-৪৪৪
PART VIII.—Advertisements	537-544	পরিশিষ্ট গবর্ণমেন্টের গেজেট	২ ই
SUPPLEMENT	Nil.		

PART I.

Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের আদেশ।

২২৩৬ নং।

ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের।

হোম ডিপার্টমেন্ট।

স্বাস্থ্য বিষয়ক।

সিমলা, ১৮৯৭ সাল ১১ই অক্টোবর।

বিজ্ঞাপন।

যেহেতু উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার অন্তর্গত কনখল নামক স্থানে কোন কোন ব্যক্তি মড়কা-ক্রান্ত হইয়াছে এবং মন্ত্রিসভাধিকৃত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের এইরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে লোকজনকে জওয়ালপুর স্টেশন হইতে কি জওয়ালপুর স্টেশনে রেল পথে যাইতে দিলে মড়কের প্রচার হইবার আশঙ্কা আছে,

অতএব মন্ত্রিসভাধিকৃত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব ব্যাপক পীড়া বিষয়ক ১৮৯৭ সালের ৩ আইনের ২ ধারার (১) প্রকরণানুসারে প্রদত্ত ক্ষমতার পরিচালন করিয়া এই আজ্ঞা করিলেন যে অপর আদেশ না হওয়া পর্যন্ত জওয়ালপুর স্টেশন হইতে কি জওয়ালপুর স্টেশনে রেল পথে যাইবার টিকিট দেওয়া হইবে না।

জে, পি, হিউয়েট,

ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারীর নিকট উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার গবর্নমেন্টের

১৮৯৭ সালের ১৯এ অক্টোবর তারিখের টেলিগ্রামের উক্ত তাংশ।

যে সকল ব্যক্তির অগামী সম্বন্ধী অমাবস্যা ও পৌর্নমাসী মেলার মধ্যে হরিদ্বারে যাইবার অভিপ্রায় আছে তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে হরিদ্বার মুনিসিপল ইউনিয়নের অন্তর্গত এবং হরিদ্বার হইতে এক মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত কনখল নগরে মড়কের প্রাহুর্ভাব হইয়াছে। গমনেন্দ্রুক তীর্থযাত্রীগণকে এই পরামর্শ দেওয়া যাইতেছে যে তাঁহারা যেন উপস্থিত সময়ে হরিদ্বারে না যান। কারণ সেখানে গেলে তাঁহাদের বিপদ ও অসুবিধা ঘটিবে।



গবৰ্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, OCTOBER 26, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৬ অক্টোবর।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবৰ্ণমেণ্টের আদেশ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 1083T.M.—The 16th October 1897.—It is hereby notified for general information that on the application of the Commissioners of the Nasirabad Municipality, in the district of Mymensingh, the Lieutenant-Governor has been pleased to declare that the provisions of section 3, Act XX of 1887, with respect to wild birds, shall apply, so far as regards the rules framed by the Commissioners of the aforesaid Municipality, to hares and deer.

H. H. RISLEY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

মুনিসিপাল ও স্থানীয়।

বিজ্ঞাপন।

১০৮৩ টি, এম্ নং।—১৮৯৭ সাল ১৬ই অক্টোবর।—সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে যম্মনসিংহ জিলার অন্তর্গত নসীরাবাদ মুনিসিপালিটির কমিশনরগণের প্রার্থনাক্রমে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব এই কথা ব্যক্ত করিবেন যে কন্য পক্ষী সম্বন্ধে ১৮৮৭ সালের ২০ আইনের ৩ ধারার বিধান উক্ত মুনিসিপালিটির কমিশনরগণের প্রণীত বিধির বেলা খরগস ও হরিণ সম্বন্ধেও থাকিবে।

এচ, এচ, রীসলি,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, OCTOBER 26, 1897.

যঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৬ অক্টোবর।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইন্দিয়ার এড্‌ভি।

LAND ADVERTISEMENTS.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহার নামা কাছারি কলেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারা জানান যাইতেছে যে, ১৮৯৭ ইং ২৫ মে শেষ তারিখের অনাদায় ১০, টাকার উর্ক, জয়ার নওয়াবাদ ও ষাষ তরক ডালুকাদির বাকী ষাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার স্বরূপে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ রুহস্পতিবার নিলামের দিন ধার্যে জিলা কলেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	ডালুকার নম্বর।	মোজা, থানা, মহাল ও ডালুকার নাম।	মালিকের নাম।	নদর-তথ্য।		বাকী।			মন্তব্য।
				খালানা।	ছেছ।	খাজানা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৮৮৭ ২০১৩৪ ৫৫৯	মোজে বাকলিয়া থানা সহর মহাল নওয়াবাদ। তাং আহম্মদ আলী ও মাহাং ইছপ ও কোর্কান আলী ও আজগর আলী ও শ্রীমতী মুরবিবি।	জব্বার আলী সদাগর জানিবে শ্রীমতী ময়মুনা খাতুন ও কম্বলমিছা পক্ষে হিং মুরল হক ও আছকা খাতুন, নেজা- মত আলী চৌধুরী ও মনীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, মোবা- রেক আলী, আবদুল রহমান ও নেজামত আলী ও আবদুল হাকিম স্বয়ং তৎ নাবালগ ভ্রাতা আলামিঞ্জা ও ইছমাইল হিতৈষী উক্ত আবদুল হাকিম।	৬৮৬।০	২৩৬।৬	৩৬।৯	১৬।৯	৫৩।৯

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 22nd September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

জিলা নোয়াখালী ।

নিলামি বিজ্ঞাপন ।

এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণ-
মেণ্টের যে মালিকিস্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সৰ্ত্ত অহুসারে উক্ত নোয়াখালী জেলার
কালেক্টরিতে ১৮৯৭ সনের ৯ নবেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২৪ কার্তিক তারিখে
প্রকাশ্য নিলাম বিক্রয় হইবেক ।

খরিদারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সৰ্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে ।—

নিলামের সৰ্ত্ত ।—

প্রথম । নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট করেন তাহার
উপর যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সন্মত হইবে তাহার নিকট এই
সম্পত্তি বিক্রয় হইবে । এই মহালের খরিদারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য
করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী গণ্য হইয়া এই
মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদারের প্রতি
পর্যাপ্ত হইবেক খরিদারগণ শতকরা ২৫ টাকা হারে আধরাজাত খরছ স্বরূপে
সদর রাজস্ব বাদ পাইবে ।

দ্বিতীয় । চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং
এইক্রমে যে সকল পাট্টা বর্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং
রেভিনিউ কার্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা
কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদারগণ
বাধ্য হইবে ।

তৃতীয় । নিলামি মূল্য ১০০ টাকা অধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাত্ দিতে হইবে ।

চতুর্থ । নিলামি মূল্য ১০০ টাকার উর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের
একাংশ তৎক্ষণাত্ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন এক ১ দিন গণ্য
হইয়া তদবধি ১৫ দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না
হয় অথবা ঐ দিবস কোন পরকোপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম
যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত-
হইবেক (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে
এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায় খরিদা-
রের দায়ীত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে ।

তোষির নম্বর ।	মহাল ও পর্বগণাব নাম ।	একবেব হিসাবে যতদূর জানা যায় ভূমি অনুমানিক পর্বমাণ ।	গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গল যাহা ধার্য হইয়াছে ।	আধরাজাত খরছ স্বরূপে সদর বাঙ্গল বাদ ।	মন্তব্য ।
১	২	৩	৪	৫	৬
১৫৮৮	আনন্দচন্দ্র গড়গড়া পরগণা ভুলুয়া ।	২৭ ০ ০	৮২ ০ ১	শতকরা ২৫, টাকা হারে।	
১৫৮৯	ঐ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড...	৭ ০ ০	২৪ ০ ০	ঐ	
১৬১২	জিহ্মে ছৈয়দ আকবর পরগণা সুন্দীপ ।	৩৭ ০ ০	৯৬ ৬/ ৬	ঐ	
১৬৪৫	জিহ্মে ছৈয়দ আকবর পরগণা রায়ভদ্র চক্র ।	১ ০ ০	১ ৥ ০	ঐ	
১৭১৯	চণ্ডিপুর রাস্তা	১ ০ ০	১ ০ ০	০	

জিলা চট্টগ্রাম।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫২ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৬শে নবেম্বর তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ক্রমিক নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কোন মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২০২ ১০১৭ ১২৮২	ধানে শাককানীয়া মোং গারাজীয়া তং মোং গারাজীয়া বাং তং মজত রাম হাজারি।	২০১৫/৯	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রী হই- বেক।	শ্রীযুত বাবু কৈলাস- চন্দ্র দাস মেনে- জার জাং আবদুল কর্তা খাঁ শ্রীদাহ মিঞা গং।	৩০৬/০
৩৩০ ২২০৯ ১৭৪০	তরফ মোজে লোহা- গারা— বাং তং মজত রাম হাজারি।	৩৩৫১০/৩	ঐ	শ্রীগমির সিং হাজারি শ্রীআবদুল কর্তা খাঁ গং।	৩১৮/১২
৬৬৭ ২০১৭৫ ১৭৯৪৭	মহাল লাখেরাজ বাজে আপ্তী— মোজে মিটাছরি ধানা রাস্তা— তাং মাহাং কালু ...	৫১৮/৬	ঐ	শ্রীসেখ হাবিব আহা- ম্মদ চোং জাং তং- পতা মকবুল আলী চোং পক্ষে।	৪৮/১৭

সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৫মেই শেষ তারিখের বাকি পড়া।

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া নির্দিষ্ট আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশে নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 24th September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।—ইতিহাস নামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম ।

ইহাছারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৬ ইং ২৬ ডিসেম্বর শেষ তারিখের অনাদায় ৫০, টাকার উক্ত জমার নওয়াদ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ সাং ৬ এপ্রিল তারিখে নিলাম হইয়া তদান্বরে যে সমস্ত তালুকা বায়না জব্দ হইয়াছে সেই সমস্ত তালুকাডির বাকী আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ও ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সাং ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মমতে ১৮৯৭ ইং ৩ং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ সালের বাং তাং ১১ অগ্রহারণ রোজ রহস্পতিবার ধার্যে জিলা কালেক্টরি কাছারিতে প্রকাশ্য ছানি নিলামে ধরা যাইবে । ইতি ১৬৯৭ ইং ৩ং ১৬ সেপ্টেম্বর ।

ক্রমিক নম্বর।	তালুক নম্বর।	মৌজা নাম, মহাল ও তালুক নাম।	মালিকের নাম।	বন্দর হইয়া।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজনা।	ছেছ।	খাজনা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৪৮১৮ ২৩৮৭৮ ৫৮৮ ১৫৪৮	মৌজে জুজখলা পানা ফটিকছুরা মহাল নওয়া বাদ।— তালুক এয়ার আলি খাঁ, হাং তা ওবেদর রহ- মান খাঁ।	ওবেদর রহমান ও মেহের আলি খাঁ।	২৩৪৪,	১৬৬৬০	৬৯৩,	৩৭১৬৩	৬৩০১৬৩	...

CHITAGONG COLLECTORATE,

The 23rd September 1897.

F. P. Dixon,

For Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking six *nouas* at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, *Rs. 2 annas 8*; per eight-ounce tin, *Rs. 5*; per pound tin, *Rs. 10*. The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only*, at the undernoted rates: per four ounce tin, *Rs. 3*, per eight-ounces tin, *Rs. 6*; per pound tin, *Rs. 12*. This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 oz. tin, eight annas per 8 oz. tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

ক্রমিক সিন্‌কোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিক্যাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট গবর্ণ-
মেন্টের কর্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালান ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে
ক্রমিক সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ২।০ টাকায়, আট ওন্স টিন ৫.০ টাকায় ও এক পৌণ্ড
টিন ১০.০ টাকায় পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট নগদ মূল্য
দিলে এই হিসাবে অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ৩.০ টাকায়, আট ওন্স টিন ৬.০ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন
১২.০ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই
ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত ছয় চারি চারি ওন্স টিনের ১০, আট ওন্স টিনের ১০
ও এক পৌণ্ড টিনের ১০ চাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন ১৮) বা ডাক মাসুল সমেত ১৮৫০

II আধ " " ৯) " " " " ৯১০

I শিকি " " ৪১১° " " " " ৫)

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং টগ যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনাডাইন নামক অপকৃষ্ট কাঁচের সহিত ইচ্ছাপূর্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারান্টি দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেণ্টের কর্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengal Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance:—

For the Mufussal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufussal, with the exception of the charge for postage

E. N. BAKER.

Offo. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাসুল এই অবধি নিম্ন লিখিত হারে আশ্রয় দিতে হইবে :—

বর্ণনা	মকঃসলে	টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	...	বৎসর ১০২
ডাকমাসুল	...	" ২১০
৩ ৭ ৩ ৫ ৩ ৬ খণ্ড (যাহাতে কারতবর্ষের ও বঙ্গ-দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	" ৫১
ডাকমাসুল	...	" ১১
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	...	" ১০
ডাকমাসুল	...	" ১০
৩ ৭ ৩ ৫ ৩ ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার দ্বান সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	...	১০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক ছয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি তার একই আনি।
ডাকমাসুল	...	১০

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মকঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাসুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একুটিং ছোট সেক্রেটারী।

• The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A., in two Volumes. Price Rs. 24 : packing and postage Re. 1-12.

*** The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced student only, yet as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT., GOVT. PRINTING, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

NOTICE.

IN continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE — Rates of advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half " " " " " " " " " "	10
Casual advertisement—4 annas per line.	

বিজ্ঞাপন ।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই গণ্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল ।

গবর্ণমেন্টের কায্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্ট কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কায্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কৰ্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল ।

এই অবধি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্ট্যান্টের নিকট অগ্রীম মূল্য পাঠান না গেলে উক্ত সেক্রেটারিয়েটের ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রতীতি প্রকাশ করা যাইবে না ।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কোন্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর অগ্র ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে ।

সি. ডবলিউ বন্টন.

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারি.

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর ।

মন্তব্য ।— কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এইরূপ ।—

	টাকা
পূর্বা এক পৃষ্ঠা একবারের প্রকাশ করণের	২০
অধ পৃষ্ঠা	১০
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একবার প্রতি	১০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বাল্যাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিফোর-অটা-লা ও ঐশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত বর্তমানের ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের ঐযুত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর অঙ্গা বিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য, ৫, পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাল্যাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা যোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন। যন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিন্টেং এন্ড প্রিন্টিং টোল হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার স্প্রিন্ট কোম্পানির বাতিতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা প্রোগ্রেসিভ স্কুল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্য ঐযুত ভে ২স শেট সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

Humb. 3040 [৩০৪০]



REGISTERED No 3



গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, NOVEMBER 2, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২ নবেম্বর।

CONTENTS.

	PAGE.	নিবন্ধ।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India	83—87	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রকৃতি	৮৩—৮৭
PART II.—Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal	337—338	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রকৃতি	৩৩৭—৩৩৮
PART III.—Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal	Nil.	দ্বিতীয় ক খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আদেশ	নাই।
PART IV.—Acts of the Legislative Council of India	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART V.—Bills of the Legislative Council of India	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাতুলিপি	নাই।
PART VI.—Acts of the Bengal Council	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART VII.—Bills of the Bengal Council	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাতুলিপি	নাই।
PART VIII.—Circular Orders by the High Court and Board of Revenue	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র	নাই।
PART VIII.—Advertisements	545—552	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রকৃতি	৫৪৫—৫৫২
SUPPLEMENT	Nil.	পরিশিষ্ট গবর্ণমেণ্টের গেজেট	নাই।

PART I.

Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রকৃতি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট।

সমর বিভাগ।

বিচার সম্পর্কীয়।

১১৪৮ নং।—ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সমর বিভাগের ১৮৯৭ সালের ৯ই জুলাই তারিখের ৭৫০ নং বিজ্ঞাপনের অমুক্রমে এবং শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের ১৮৯৫ সালের ৩রা মে তারিখের ৪৬০ নং আদেশে প্রকাশিত বিধি এবং এ পর্যন্ত প্রকাশিত যে সকল বিধির এতদ্বারা প্রকাশিত বিধির সহিত সঙ্গতি না থাকে সেই সকল বিধি রহিত করিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কান্টনমেন্ট বিষয়ক ১৮৮৯ সালের ১৩ আইনের ২৬ ও ২৭ ধারামুসারে নিম্নলিখিত বিধিগুলি প্রণয়ন করিলেন এবং এই আদেশ করিলেন যে ইহা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত সকল কান্টনমেন্টে আমলে আনা হয় :—

অর্থ নির্দেশের কথা।

১। এই সকল বিধিতে—

- (ক) “বাজার” শব্দে দেশীয় সৈনিকদিগের থাকিবার গৃহশ্রেণী ছাড়া আর যে সকল জমি ভারতবর্ষবাসী ব্যক্তিদিগের দখলের নিমিত্ত স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হয়, সেই জমি বুঝাইবে।
- (খ) “রেজিমেন্টের বাজার” এই শব্দদ্বয়ে রেজিমেন্টের কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কোন বাজার বুঝাইবে।
- (গ) “সংক্রামক বা স্পর্শক্রামক রোগ” এই শব্দগুলিতে ওলাউঠা, কুষ্ঠ, এন্টেরিক জ্বর, উপদংশ এবং প্রত্যেক সংক্রামক বা স্পর্শক্রামক পীড়া বুঝাইবে।
- (ঘ) “ক্রীট” শব্দে সাধারণের যাহার উপর চলিবার স্বত্ত্ব আছে এমন প্রত্যেক পথ, রাস্তা, গলি, চত্বর, উঠান, ঘুঁজি, সড়ক, বা ফাঁকা জায়গা বুঝাইবে এবং কোন সরকারী সঁকো বা তোলা রাস্তার উপর চলাচলের ও হাঁটিবার পথও বুঝাইবে। এই সকল পথ প্রভৃতির দুমুখ খোলা থাকুক আর নাই থাকুক কিম্বা তাহার উপর ইয়ারত থাকুক আর নাই থাকুক তাহাতে আসিয়া যাইবে না।

২। (১) কান্টনমেন্টের কর্তৃপক্ষের হাতে যত টাকা থাকে হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সারিবিব কথা। তাহাতে যতদূর সম্ভব হয় তিনি ততদূর—

- (ক) কান্টনমেন্টের ভিতরেই হউক কি বাহিরেই হউক আবশ্যিক সংখ্যক হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সারি করিয়া দিবেন এবং রাখিবেন, কিম্বা
- (খ) যে সর্ব্ব করা উপযুক্ত বোধ করেন সেই সর্ব্ব কান্টনমেন্টের অন্তর্গত বা বহির্ভূত আপনার অরক্ষিত কোন হাঁস্পাতালে বা ডিসপেন্সারিতে সাহায্য দান করিতে পারিবেন।

(২) এই বিধি অনুসারে যে সকল হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সারি রক্ষিত বা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে তাহার প্রত্যেকটিতে সংক্রামক বা স্পর্শক্রামক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার নিমিত্ত ওয়ার্ড থাকিবে।

৩। ২ বিধি অনুসারে রক্ষিত বা সাহায্য প্রাপ্ত প্রত্যেক হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সারির ভার এক জন ডাক্তারের হাতে থাকিবে। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই ডাক্তারকে যে রকমে নিযুক্ত করিতে বলিয়া দেন তাহাকে সেই রকমে নিযুক্ত করিতে হইবে।

হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সারির ভার ডাক্তারের হাতে থাকিবার কথা।

৪। ২ বিধি অনুসারে রক্ষিত প্রত্যেক হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সারির জন্য কান্টনমেন্ট বিষয়ক ১৮৮৯সালের আইনের ২৩ ধারা ক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রতি কান্টনমেন্ট কণ্ডের উপর যে কর্তৃত্ব অর্পিত হইয়াছে সেই কর্তৃত্বাধীনে আবশ্যিকমত অধস্তন সিরেন্সা নিযুক্ত করিতে হইবে।

৫। কান্টনমেন্টের কর্তৃপক্ষের হস্তে যে টাকা থাকে তাহাতে যতদূর সম্ভব হয় তিনি ২ বিধি অনুসারে রক্ষিত বা সাহায্য প্রাপ্ত প্রত্যেক হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সারিতে ততদূর—

চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যবস্থা প্রদান।

- (ক) আবশ্যিক সমস্ত তৈর্যজাতব্য, অস্ত্রাদি, সরঞ্জাম ও আসবাব :

(খ) যে সকল রোগী হাঁস্পাতালে থাকিবে তাহাদের নিমিত্ত উপযুক্ত সংখ্যক খাটিয়া, বিছানা এবং কাপড়, এবং

(গ) আর আর যে সকল জ্বাৰ্য আবশ্যিক হয় তাহা —

যোগাইয়া দিবেন।

৬। ২ বিধি অনুসারে রক্ষিত বা সাহায্য প্রাপ্ত প্রত্যেক হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সরি মন্ত্রিসভাধিক্তিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্নমেন্ট হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সরি পরিচালনের নিমিত্ত সাধারণ ভাবে বা বিশেষ করিয়া যে বিধি প্রণয়ন করেন সেই বিধি অনুসারে কিম্বা মন্ত্রিসভাধিক্তিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব বা স্থানীয় গবর্নমেন্ট যেরূপ উপযুক্ত বোধ করেন তদনুসারে পরিবর্তিত ঐ সকল বিধি অনুসারে রক্ষিত হইবে।

৭। ২ বিধি অনুসারে রক্ষিত বা সাহায্য প্রাপ্ত প্রত্যেক হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সরিতে কাণ্টনমেন্টের পীড়িত দরিদ্র ব্যক্তিবর্গ, কাণ্টনমেন্টস্থ যে সকল ব্যক্তি সংক্রামক বা স্পর্শক্রামক রোগ ভোগ করিতেছে তাহারা এবং কাণ্টনমেন্টের কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সহ অপর যে কোন পীড়িত ব্যক্তি যি না ব্যয়ে চিকিৎসিত হইতে পারিবে। এবং তাহারা যদি হাঁস্পাতাল অবস্থানকারী রোগী স্বরূপ চিকিৎসিত হয় তাহাহইলে হয় তাহাদিগকে বিনা ব্যয়ে পথ্য দিতে হইবে কিম্বা ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার আদেশ করিলে কাণ্টনমেন্টের কর্তৃপক্ষ যে ইন্স্কেল নির্ধারণ করিবেন সেই ইন্স্কেল অনুসারে তাহাদিগকে খোরাকির টাকা দিতে হইবে।

কিন্তু উপস্থিত সময়ে স্থানীয় গবর্নমেন্ট কর্তৃক দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৮৮২ সালের ১১ ৩৩৮ ধারা অনুসারে ডিক্রীমত খাতকদের নিম্নতম যে খোরাকির টাকা নির্দিষ্ট আছে ঐ খোরাকির আটন। টাকা তাহার অপেক্ষা কম হইবে না।

৮। যে পীড়িত ব্যক্তি ২বিধি অনুসারে রক্ষিত বা সাহায্যপ্রাপ্ত হাঁস্পাতালে বা ডিসপেন্সরিতে ঠিক পূর্ববর্তী বিধি অনুসারে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসিত হইবার অনুপযুক্ত তিনি কাণ্টনমেন্টের কর্তৃপক্ষ যে সর্ব নির্ধারণ করা উপযুক্ত বোধ করেন সেই সর্ব অনুসারে এরূপ হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সরিতে চিকিৎসার্থ ভর্তি হইতে পারিবেন।

৯। ২ বিধি অনুসারে রক্ষিত বা সাহায্যপ্রাপ্ত কোন হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সরির ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারের আপাতঃ দৃষ্টিতে যদি এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে কাণ্টনমেন্ট নিবাসী কোন ব্যক্তি সংক্রামক বা স্পর্শক্রামক রোগ ভোগ করিতেছে তাহাহইলে তিনি তৎকালের নির্দিষ্ট কারণে কিম্বা তদনুরূপ কোন কারণে লিখিত নুটিস দিয়া ঐ ব্যক্তিকে ঐ নুটিসের নির্দিষ্ট সময়ে হাঁস্পাতালে বা ডিসপেন্সরিতে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আদেশ করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে পরীক্ষা করিয়া ঐ ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে ঐ রোগ ভোগ করিতেছে না কিম্বা এখন আর ভোগ করিতেছে না তাহাপ্রাপ্ত ডাক্তারে যদি এই প্রত্যতি না হয় তাহাহইলে এবং যতক্ষণ ঐ প্রত্যতি না হয় ততক্ষণ বিনা অনুমতিতে হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সরি ছাড়িয়া না যাইবার নিমিত্ত আদেশ করিবেন।

কিন্তু রোগের প্রকৃতি এবং রোগগ্রস্ত ব্যক্তির অবস্থা এবং তাঁহার সাধারণতঃ চারিদিকের অবস্থা বিবেচনায় ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারের যদি এরূপ বাধ করেন যে ঐ ব্যক্তিকে হাঁস্পাতালে বা ডিসপেন্সরিতে হাজির করান যুক্তিসঙ্গত নহে তাহা হইলে তিনি ঐ ব্যক্তিকে হাজিরা হইতে মুক্তি দিতে পারিবেন এবং যেরূপ উপায় অবলম্বন করা এবং আদেশ দেওয়া উপযুক্ত বোধ করেন সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে এবং আদেশ দিতে পারিবেন।

১০। ২ বিধি অনুসারে রক্ষিত বা সাহায্যপ্রাপ্ত কোন হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সরির ডাক্তার যদি কাণ্টনমেন্টের কমাণ্ডিং অফিসরের নিকট লিখিয়া এই কথা রিপোর্ট করেন যে কোন ব্যক্তি ৯ বিধির বিধানানুযায়ী নুটিস পাইয়া হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সরিতে হাজির হইতে অস্বীকার করিয়াছেন কি হাজির হন নাই কিম্বা ঐ ব্যক্তি হাঁস্পাতালে বা ডিসপেন্সরিতে হাজির হইয়া ঐ ডাক্তারের বিনা অনুমতিতে হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সরি ছাড়িয়া গিয়াছেন তাহাহইলে কমাণ্ডিং অফিসর যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলে লিখিত আদেশ প্রদান করিয়া ঐ ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কাণ্টনমেন্ট ছাড়িয়া যাইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং তাহার লিখিত অনুমতি বিনা এ

২৪ ঘণ্টার অধিক কাল কাণ্টনমেন্টে থাকিতে কিম্বা কাণ্টনমেন্টে কিরিয়্যা আসিতে নিষেধ করিতে পারিবেন।

বেশ্যা বা বেশ্যালয় স্থানান্তরিত কখনের কথা।

১১। কাণ্টনমেন্টের কর্তৃপক্ষ লিখিত হুটিস দিয়া কাণ্টন-মেন্টের মধ্যে কিম্বা কাণ্টনমেন্টের কোন নির্দিষ্ট অংশে—

(ক) বেশ্যালয় রাখা, কিম্বা

(খ) কোন প্রকাশ্য বেশ্যার অবস্থান নিষেধ করিতে পারিবেন।

প্রকাশ্য বেশ্যাটিকে বেজিমেন্টের বাহার হইতে তাড়াইবার কথা।

১২। কোন প্রকাশ্য বেশ্যাকে কাণ্টনমেন্টের মধ্যে অবস্থিত রেজিমেন্টের বাজারের সীমার মধ্যে বাস করিতে দেওয়া হইবে না।

অবৈধ মৈথুন্যের নিষিদ্ধ দাঁড়াইয়া থাকা কি অনুরোধ করা নিষিদ্ধ হইবার কথা।

১৩। কোন ব্যক্তি কাণ্টনমেন্টের সীমামধ্যস্থ কোন রাস্তায় বা প্রকাশ্য স্থানে বেশ্যারূতির নিষিদ্ধ দাঁড়াইয়া থাকিবে না কিম্বা অবৈধ মৈথুন্যার্থ কোন ব্যক্তিকে অস্থান করিবে না।

কিন্তু যে ব্যক্তিকে অস্থান করা হয় সেই ব্যক্তি কিম্বা কাণ্টনমেন্টে নিযুক্ত এবং কাণ্টনমেন্টের কমাণ্ডিং আফিসর কর্তৃক এতদর্থে বিশেষরূপে ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্রিটিশ মিলিটারি পুলিশ দলের কোন ব্যক্তি কিম্বা কাণ্টনমেন্ট বিষয়ক ১৮৮৯ সালের আইনের অর্থমত কোন আপিসর নালিশ না করিলে কোন ব্যক্তি এই বিধি ভঙ্গের জন্য অভিযুক্ত হইবে না।

১৮৮৯ সালের ১০ আইন।

দণ্ডের কথা।

দণ্ডের কথা।

১৪। কোন ব্যক্তি—

(ক) ১০ বিধি অনুসারে তাহাকে কাণ্টনমেন্টে থাকিতে কি কাণ্টনমেন্টে পুনরায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করা গেলেও কমাণ্ডিং আফিসরের লিখিত অনুমতি বিনা কাণ্টনমেন্টে থাকিলে কিম্বা কাণ্টনমেন্টে পুনরায় প্রবেশ করিলে, কিম্বা

(খ) ১১ বিধি অনুযায়ী হুটিস অনুসারে কার্যনা করিলে, কিম্বা

(গ) ১৩ বিধি ভঙ্গ করিলে—

তাহার পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা ৮ দিন কাল পর্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

১৫। যে ব্যক্তি ঠিক পূর্ববর্তী বিধির (ক) ও (গ) দফানুসারে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করেন কিম্বা করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত হন কাণ্টনমেন্টে নিযুক্ত পুলিশ দলভুক্ত যে কোন ব্যক্তি তাহাকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার

করিতে পারিবেন, কিন্তু—

(১০) অভিযুক্ত বা গ্রেপ্তারকারী কর্তৃকারী যে ব্যক্তির নাম ও ধাম জানেন সে ব্যক্তিকে ঐরূপে গ্রেপ্তার করা হইবে না।

(৯০) যে ব্যক্তি তাহার নাম ও ধাম দিতে স্বীকার করেন সেই ব্যক্তি যে নাম ও ধাম দিলেন তাহা অপ্রকৃত ঐরূপ সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত হেতু না থাকিলে তাহাকে ঐরূপে গ্রেপ্তার করা হইবে না। নাম ও ধাম অপ্রকৃত বলিয়া সন্দেহ করিবার যে যুক্তিসঙ্গত হেতু আছে, ইহা প্রমাণ করিবার ভার গ্রেপ্তারকারী কর্তৃকারীর উপর থাকিবে।

(৮০) যে ব্যক্তিকে ঐরূপে গ্রেপ্তার করা হয় তাহার নাম ও ধাম নির্ণীত হইবার পর তাহাকে আর আটকাইয়া রাখা হইবে না।

(১০) যে ব্যক্তিকে ঐরূপে গ্রেপ্তার করা হয় তাহাকে মাজিস্ট্রেটের আদেশ ভিন্ন মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করিবার নিমিত্ত যে সময় আবশ্যিক হয় তাহা অপেক্ষা বেশী সময় আটক করিয়া রাখা হইবে না। এবং

(১১০) (ক) যে ব্যক্তিকে অস্থান করা হয় তাহার কিম্বা কাণ্টনমেন্ট বিষয়ক ১৮৮৯ সালের আইনের অর্থানুযায়ী যে আপিসরের সাক্ষাতে নিয়মভঙ্গ করা হয় তাহার অনুরোধক্রমে না হইলে, কিম্বা

(খ) কাণ্টনমেন্টে নিযুক্ত এবং কাণ্টনমেন্টের কমাণ্ডিং আফিসরের নিকট হইতে এতদর্থে বিশেষরূপে ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্রিটিশ মিলিটারী পুলিশ দলের যে ব্যক্তির সাক্ষাতে নিয়মভঙ্গ করা হয় সেই ব্যক্তি কর্তৃক কিম্বা তাহার অনুরোধক্রমে না হইলে—

১৩ বিধিভঙ্গের নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে ঐরূপে গ্রেপ্তার করা যাইবে না।

১৮৮৯ সালের ১০ আইন।

তফসীল ।

(৯ বিধি দেখ)

শ্রী

প্রতি ।

তোমাকে এই স্মৃতিস দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৯৭ সালের ইণ্ডিয়া গেজেটের ১ খণ্ডের
পৃষ্ঠায় প্রকাশিত কার্টনমেন্ট বিষয়ক ১৮৮৯ সালের ১৩ আইনানুসারে প্রণীত বিধির ৯ বিধি অনুসারে
তোমাকে এই আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি ১৮৯৭ সালের _____ মাসের _____
_____ দিনে _____
_____ হাজির হইবে এবং ভার-
প্রাপ্ত ডাক্তারের যদি এইরূপ প্রতীতি না হয় যে তুমি প্রকৃত পক্ষে কোন সংক্রামক বা স্পর্শক্রামক পীড়া
অর্থাৎ _____ ভোগ করিতেছ না কিম্বা এক্ষণে আর ভোগ করিতেছ
না তাহা হইলে এবং যতক্ষণ না এইরূপ প্রতীতি হয় ততক্ষণ এই ডাক্তারের অস্বীকারিতা বিনা _____
_____ হাজিরা
_____ হইবে না ।

র

ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার ।

তারিখ _____ ১৮৯৭ সাল ।

পি, জে, মেটলাও, মেজর জেনরল,
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ।



গবর্নমেন্ট গেজেট।

TUESDAY, NOVEMBER 2, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২ নবেম্বর।

PART II.

Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

JUDICIAL DEPARTMENT.

NOTIFICATION—No. 1184J.D.

The 25th October 1897.—It is hereby notified for general information that, under section 2 of Act II (B.C.) of 1867 (an Act to provide for the punishment of public gambling and the keeping of common gaming, houses), the Lieutenant-Governor authorises the extension, from the 1st November 1897, of the provisions of the said Act to the town of Nabadwipa, in the district of Nadia.

C. W. BOLTON,
Chief Secy. to the Govt. of Bengal.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেন্ট।

১৮৯৭ সাল ২৫এ অক্টোবর। সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাই-
তেছে যে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সামান্য ক্ষমতাকীভার এবং সাধারণ দ্যুতগৃহ রাধি-
বার দণ্ডবিধায়ক ১৮৬৭ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ২ ধারানুসারে ১৮৯৭ সালের ১লা নবেম্বর তারিখ
হইতে উক্ত আইনের বিধান নদীয়া জিলায় অন্তর্গত নবদ্বীপ নগরে প্রচলিত করিবার অনুমতি
দিলেন।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, NOVEMBER 2, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২ নবেম্বর।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত।

LAND ADVERTISEMENTS.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহার নামা কাছারি কলেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা জানান যাইতেছে যে, ১৮৯৭ ইং ২৫ মে শেষ তারিখের অনাদায় ১০ টাকার উর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ ও খাষ তরফ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মেতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ রহম্পতিবার নিলামের দিন ধার্যে জিলা কলেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকাব নম্বর।	মোজা, থানা, মহাল ও তালুকাব নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজনা।	ছেছ।	খাজনা।	ছেছ।	ঘোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৮৮৭ ২০১৩৪ ৫৫৯	মোজা বাকলিয়া থানা সহর মহাল নওয়াবাদ।— তাং আহম্মদ আলী ও মাহাং ইছপ ও কোর্কান আলী ও আজগর আলী ও শ্রীমতী হুরবিবি।	জব্বার আলী সদাগর জানিবে শ্রীমতী ময়মুনা খাতুন ও করিমসিদ্দা পক্ষে হিং হুরল হক ও আছফা খাতুন, নেজা- মত আলী চৌধুরী ও মণীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, মোবা- রেক আলী, আবদুল রহমান ও নেজামত আলী ও আবদুল হাকিম স্বয়ং তৎ নাবালগ ভ্রাতা আলামিঞা ও ইছমাইল হিতৈষী উক্ত আবদুল হাকিম।	৬৮৬।০	২৩৬।/৬	৩৬।/৯	১৬।/০	৫৩।৯

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 22nd September 1897.

F. P. DIXON,

For Collector.

জিলা নোয়াখালী ।

নিলামি বিজ্ঞাপন ।

এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণ-
মেণ্টের যে মালিকিস্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত নোয়াখালী জেলার
কালেক্টরিতে ১৮৯৭ সনের ৯ নবেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২৪ কার্তিক তারিখে
প্রকাশ্য নিলাম বিক্রয় হইবেক ।

খরিদারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে ।—

নিলামের সর্ত্ত ।—

প্রথম । নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের খে উচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট করেন তাহার
উপর যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই
সম্পত্তি বিক্রয় হইবে । এই মহালের খরিদারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য
করিতে হইবেক এবং খে রাজস্ব ধার্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই
মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদারের প্রতি
পর্যাপ্ত হইবেক খরিদারগণ শতকরা ২৫ টাকা হারে আখরাজাত খরছ স্বরূপে
সদর রাজস্ব বাদ পাইবে ।

দ্বিতীয় । চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং
এইক্ষণে যে সকল পাট্টা বর্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং
রেভিনিউ কার্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা
ক্রমিক প্রজ্ঞা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদারগণ
বাধ্য হইবে ।

তৃতীয় । নিলামি মূল্য ১০০ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে ।

চতুর্থ । নিলামি মূল্য ১০০ টাকার উর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের
একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন এক ১ দিন গণ্য
হইয়া তদবধি ১৫ দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না
হয় অথবা ঐ দিবস কোন পরকোপনকে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম
যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত-
হইবেক (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে
এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায় খরিদা-
রের দায়ীত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে ।

ক্রমিক নম্বর ।	মহাল ও পরগণার নাম ।	একবেল হিসাবে যতদূর জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ ।	গবর্ণমেণ্টের বাজস্ব যাহা ধার্য হইয়াছে ।	আখরাজাত খরছ স্বরূপে সদর বাজস্ব বাদ ।	মন্তব্য ।			
১	২	৩	৪	৫	৬			
১৫৮৮	আনন্দচন্দ্র গড়গড়া পরগণা ভুলুয়া ।	২৭	০	০	৮২	০	১	শতকরা ২৫, টাকা হারে।
১৫৮৯	ঐ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড...	৭	০	০	২৪	০	০	ঐ
১৬১২	জিহ্মে ছৈয়দ আকবর পরগণা সুন্দীপ ।	৩৭	০	০	২৬	৬	৬	ঐ
১৬৪৫	জিহ্মে ছৈয়দ আকবর পরগণা রামভদ্র চক্র ।	১	০	০	১	১	০	ঐ
১৭১৯	চণ্ডিপুর রাস্তা	...	১	০	০	১	০	০

জিলা চট্টগ্রাম।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত হালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ ইংরেজির ২৬শে নবেম্বর তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌগোলিক নথর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২০২ ১০১৭ ১২৮২	ধানে শাতকানীয়া মোং গারাজীয়া তং মোং গারাজীয়া বাং তং মঙ্গত রাম হাজারি।	২০১৫/৯	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রী হই- বেক।	শ্রীযুত বাবু কৈলাস চন্দ্র দাস মেনে- জার জাং আবদুল কর্তা খাঁ শ্রীদাহ মিঞা গং।	৩০৬০/০
৩৩০ ২২০৯ ১৭৪০	তরফ মোজে লোহা- গারা— বাং তং মঙ্গত রাম হাজারি।	৩৩৫১০/৩	ঐ	শ্রীগমির সিং হাজারি শ্রীআবদুল কর্তা খাঁ গং।	৩৯৮১/২
৬৬৭ ২০১৭৫ ১৭৯৪৭	মহাল লাখেরাজ বাজে আপ্তী— মোজে মিটাহরি খানা রাস্তা— তাং মাহাং কালু . . .	৫১৮/৬	ঐ	শ্রীসেখ হাবিব আহা- ম্মদ চোং জাং তং- পিতা মকবুল আলী চোং পক্ষে।	৪৮/৭

সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৫মেই শেষ তারিখের বাকি পড়া।

টীকা।—যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘবে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেহ স্থলে ইহা বুঝতে হইবে যে ঐ অংশে
নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 24th September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

জিলা চট্টগ্রাম ।—ইন্ডিয়ার নামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম ।

ইহা দ্বারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৬ ইং ২৬ ডিসেম্বর শেষ তারিখের অনাদায় ৫০) টাকার উর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ তালুকাদির বাকী ধাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ সাং ৬ এপ্রিল তারিখে নিলাম হইয়া তদান্বরে যে সমস্ত তালুকা বায়না জব্দ হইয়াছে সেই সমস্ত তালুকাবাকী আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ও ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সাং ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মমতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ সালের বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ রহস্পতিবার ধার্যে জিলা কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য ছানি নিলামে ধরা যাইবে । ইতি ১৬৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর ।

ক্রমিক নম্বর ।	তালুক নম্বর ।	মৌজা থানা, মহাল ও তালুক নাম ।	মালিকের নাম ।	সদর জমা ।		বাকী ।			মন্তব্য ।
				খাজানা ।	ছেছ ।	খাজানা ।	ছেছ ।	মোট ।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৪৮১৮ ২৩৮৭৮ ৫৮৮ ১৫৪৮	মৌজে জুজখলা থানা ফটীকছুরী মহাল নওয়া বাদ ।— তালুক এয়ার আলি খাঁ, হাং তাং ওবেদর রহ- মান খাঁ ।	ওবেদর রহমান খাঁ ও মেহের আলি খাঁ ।	২৩৪৪,	১৬৬৬০	৬৯৩,	৩৭১৩	৭৩০১৩	...

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 22nd September 1897.

F. P. DIXON,

For Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *six pounds* at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates : per four-ounce tin, *Rs. 2 annas 8* ; per eight-ounce tin, *Rs. 5* ; per pound tin, *Rs. 10*. The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, for *cash only*, at the undernoted rates : per four-ounce tin, *Rs. 3* ; per eight-ounce tin, *Rs. 6* ; per pound tin, *Rs. 12*. This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 oz. tin, eight annas per 8 oz. tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

ক্লরিন সিন্‌কোনা ।

কলিকাতাস্থ বোটানিক্যাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট গবর্ণ-
মেন্টের কর্মচারীগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে
ক্লরিন সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ২।।০ টাকায়, আট ওন্স টিন ৫.০ টাকায় ও এক পৌণ্ড
টিন ১০.৭ টাকায় পাইবেন । সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট নগদ মূল্য
দিলে এই হিসাবে অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ৩.৭ টাকায়, আট ওন্স টিন ৬.০ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন
১২.৭ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই
ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন । উপরোক্ত চারি ছাত্তা চারি ওন্স টিনের ১০, আট ওন্স টিনের ১।।০
ও এক পৌণ্ড টিনের ১০ ডাক মাসুল দিতে হইবে ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৮৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন ১৮, বা ডাক মাণ্ডল সমেত ১৮৫০

৥ আধ ” ” ৯, ” ” ” ” ৯১০

। শিকি ” ” ৪১০ ” ” ” ” ৫)

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনাডাইন নামক অপকৃষ্ট কারের সহিত ইচ্ছাপূর্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance:—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum
Postage	2	8	0	„
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	„
Postage	1	0	0	„
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage

E. N. BAKER.

Offo. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বঙ্গদেশ গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাণ্ডল এই অর্থাৎ নিম্ন-লিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

	মকঃসলে	টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০-
ডাকমাণ্ডল	„	২।০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে কারতবধের ও সঙ্গ-দেশের ব্যবস্থাপক সভার আর্কিব ও আর্কিবের পাণ্ডুলিপি থাকে)	„	৫)
ডাকমাণ্ডল	„	১-
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	„	১০
ডাকমাণ্ডল	„	১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	১০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একং আন।।
ডাকমাণ্ডল	১০

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মকঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাণ্ডল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের এক্টিং ছোট সেক্রেটারী।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A., in two Volumes. Price Rs. 24 : packing and postage Re. 1-12.

* * * The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced student only, yet as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT., GOVT. PRINTING, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

NOTICE.

In continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the *Gazettes*, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE — Rates of advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half " " " " " " " " " "	10
Casual advertisement—4 annas per line.	

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গাল গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐং গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই গবর্ণমেন্টের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কায্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্ট কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কায্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কোটাণ্টের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কায্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিকোন্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাতে হইবে।

সি, ডবলিউ বণ্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য — কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এইং—

	টাকা
পূর্বা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	২০
আধ পৃষ্ঠা	১০
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পৃষ্ঠা	১০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বাল্ল্যাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে ।

বারিফটার-অটা-লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিলা সর্বিসেসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিফ্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিলড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজা বিষয়ক আইন সংহিতা ।

একং ধানি পুস্তকের মূল্য, ৫, পাঁচ টাকা ।

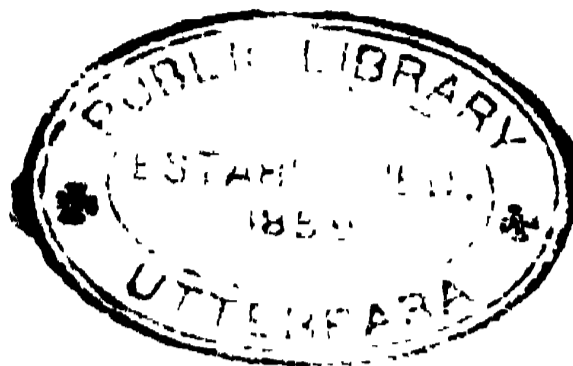
কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাল্ল্যাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং ধানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার ধরচ ।/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন । যন্তব্য ।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে ।

বিজ্ঞাপন ।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রানেড ওয়েস্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজি-স্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে ।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার স্প্রিন্ট কোম্পানির বাটিতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায় ।

কলিকাতা থোমসডেলী প্রেস যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের জন। শ্রীযুত জেমস পেটী সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল ।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, NOVEMBER 9, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৯ নবেম্বর।

CONTENTS.

	PAGE.	বিবৃতি।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India	89—90	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	৮৯—৯০
PART II.—Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal	Nil.	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	নাই।
PART III.—Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal	189—193	দ্বিতীয় ক খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আদেশ	৮৯—৯৩
PART IIIA.—Acts of the Legislative Council of India	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাতুলিপি	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council	9—13	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	৯—১৩
PART VI.—Bills of the Bengal Council	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাতুলিপি	নাই।
PART VII.—Circular Orders by the High Court and Board of Revenue	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র	নাই।
PART VIII.—Advertisements	553—562	অষ্টম খণ্ড।—উর্শাহার প্রভৃতি	৫৫৩—৫৬২
SUPPLEMENT	Nil.	পরিশিষ্ট গবর্ণমেণ্টের গেজেট	নাই।

PART I.

Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

GOVERNMENT OF INDIA.

No. 2327, dated Simla, the 23rd October 1897.

NOTIFICATION—By the Government of India, Home Department.

WHEREAS cases of plague have occurred in Kankhal and in the neighbourhood of Hardwar, and there is consequently danger of an outbreak at Hardwar if large numbers of persons assemble there:

In exercise of the powers conferred by section 2, sub-section (1) of the Epidemic Diseases Act (III of 1897), the Governor-General in Council is pleased to direct that no tickets to travel by railway to Roorkee, Landhaura, Lhaksar, Pathri, Jawalapur and Hardwar shall be sold from the 23rd day of October 1897 till the 16th day of November 1897.

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট।

২৩২৭ নং। সিমলা, তারিখ ২৩ এ অক্টোবর ১৮৯৭ সাল।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টের বিজ্ঞাপন।

যেহেতু কনখলে এবং হরিদ্বারের নিকটবর্তী স্থানে কোন কোন ব্যক্তি মড়কাক্রান্ত হইয়াছে, সুতরাং হরিদ্বারে অধিক সংখ্যক লোক একত্রিত হইলে সেখানে মড়কের প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কা আছে,

অতএব মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ব্যাপক পীড়া বিষয়ক ১৮৯৭ সালের ৩ আইনের ২ ধারার (১) প্রকরণানুসারে প্রদত্ত ক্ষমতা পরিচালন পূর্বক এই আদেশ করিলেন যে ১৮৯৭ সালের অক্টোবর মাসের ২৩শ দিবস হইতে ১৮৯৭ সালের নবেম্বর মাসের ১৬শ দিবস পর্যন্ত রেল পথে রুডকি, লঙ্কারা, লাকসর, পাথরি, জওয়ালপুর, এবং হরিদ্বার যাইবার টিকিট বিক্রয় করা যাইবে না।



গবর্নমেন্ট গেজেট।

TUESDAY, NOVEMBER 9, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৯ নবেম্বর।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের আদেশ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 1208T.M.—The 27th October 1897.—Whereas a notification No. 3646S., dated the 13th July 1897, was published at page 170, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 14th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of sections 1 to 8, 10 to 12 and 26 to 33 of the Bengal Vaccination Act, V of 1880, as amended by Act II of 1887, to certain places in the Rampur Hât subdivision of the district of Birbhum, within the limits noted below, and whereas no objection has been raised to the proposal within six weeks from the date of the publication of the above notification within the places referred to, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 1 of Act V of 1880, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the aforesaid sections of the Act to those places, viz., Rampur Hât, Khalasipara, Bogtoi, Kalisara and Brahmanigram—

Bounded on the—

North.—By the Railway Volunteers' Rifle Range and the Dighi tank.

South.—By the Shanghata stream.

East.—By the western boundaries of villages Dakhalbatî, Benegram, Khanpura and Kumedda.

West.—By the eastern boundary of village Srifala.

H. H. RISLEY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

No. 1252T.M.—The 29th October 1897.—Whereas a notification No. 4142M., dated the 9th August 1897, was published at page 193, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 11th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the rules set forth below, which were framed by the Commissioners of the Barisal Municipality, in the district of Backergunge, under section 3, Act XX of 1887, for the protection of wild birds and game within the limits of the above Municipality, and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified that the said rules are confirmed by the Lieutenant-Governor under clause 4, section 3 of the Act, and are published for general information, under clause 5, section 6 of the General Clauses Act I of 1887 :—

RULES UNDER SECTION 3 OF ACT XX OF 1887 FOR THE BARISAL MUNICIPALITY.

Rules.

1. "Wild birds" for the purposes of these rules shall include jungle-fowl, pea-fowl, partridges, quail, plover, whistling teal, painted snipe, cotton teal and every bird killed for the sake of its plumage.
2. The Local Government having by notification declared that the provision of section 3, Act XX of 1887, shall apply to hares and deer, the following rules will apply to those animals as well as to wild birds.
3. The breeding season for the purposes of these rules shall extend from the 1st April to the 30th September.
4. Whoever during the breeding season has in his possession within the limits of the Municipality of Barisal any wild bird, deer, or hare, recently killed or taken or exposes for

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

মুন্সিপল ও স্থানীয় ।

১২০৮ টি, এম্ নং ।—১৮৯৭ সাল ২৭এ অক্টোবর ।—১৮৮৭ সালের ২ আইনের দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশে গোব্বীজে টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের ৫ আইনের ১ হইতে ৮ পর্য্যন্ত, ১০ হইতে ১২ পর্য্যন্ত এবং ২৬ হইতে ৩৩ পর্য্যন্ত ধারার বিধান বীরভূম জিলার অন্তর্গত রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্গত কোন কোন স্থানে নিম্নলিখিত সীমার মধ্যে প্রচলিত করণার্থ শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ১৩ই জুলাই তারিখের ৩৬৪৬ এম্ নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১৪ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১১ খণ্ডের ১৭০ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উল্লিখিত স্থান সমূহে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রতি ১৮৮০ সালের ৫ আইনের ১ ধারাক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতাসূত্রে কার্য্য করিয়া উক্ত আইনের পূর্বোক্ত ধারাগুলি ঐ সকল স্থানে অর্থাৎ রামপুরহাটে, খালাসিপাড়ায়, বগটেয়ে, কালিসারায় এবং ব্রাহ্মণীগ্রামে প্রচলিত করিবার অহুমতি দিলেন :—

উত্তর সীমা ।—রেল ওয়ের বলগিয়ারদের চাঁদমারি লক্ষ করিবার স্থান এবং দিঘী পুষ্করিণী ।

দক্ষিণ সীমা ।—সানঘাটা নদী ।

পূর্বসীমা ।—দখলবাটী, বেণেগ্রাম, খাঁপুরা এবং কুমেদা গ্রামের পশ্চিম সীমা ।

পশ্চিম সীমা ।—শ্রীফল গ্রামের পূর্ব সীমা ।

এচ্, এচ্, রীসলি,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১২৫২ টি, এম্ নং ১৮৯৭ সাল ২৯এ অক্টোবর ।—বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত বরিশাল মুন্সিপালিটি-টির সীমার মধ্যে, বন্যপক্ষী ও শীকারোপযোগী পশু রক্ষা করণার্থ উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশনারগণ কর্তৃক ১৮৮৭ সালের ২০ আইনের ৩ ধারামতে প্রণীত নিম্নপ্রদর্শিত বিধি দৃঢ় করণার্থ শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ৯ই আগষ্ট তারিখের ৪১৪২এম্ নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১১ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ B খণ্ডের ১৯৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে, উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত বিধিগুলি শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কর্তৃক উক্ত আইনের ৩ ধারার ৪ দফাক্রমে দৃঢ়ীকৃত হইল এবং সাধারণের অবগত্যর্থ সাধারণ ধারা বিষয়ক ১৮৮৭ সালের ১ আইনের ৬ ধারার ৫ দফাসূত্রে প্রকাশিত হইল :—

বরিশাল মুন্সিপালিটির নিমিত্ত ১৮৮৭ সালের ২০ আইনের ৩ ধারাসূত্রে প্রণীত বিধি ।

বিধি ।

১। এই ২ বিধির কার্য্য পক্ষে “বন্য পক্ষী” শব্দে বন্য কুক্কট ময়ূর, তিত্তির পক্ষী, বটের পক্ষী, টিটির পক্ষী, সিস দেওয়া বালহাঁস, রঞ্জিত কাদা খোঁচা, তুলা বালহাঁস, (কটনটিল) এবং যে সকল পক্ষীকে পালকের জন্য মারা হয় সেই সকল পক্ষীও বুঝাইবে ।

স্থানীয় গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপনক্রমে ১৮৮৭ সালের ২০ আইনের ৩ ধারার বিধান খরগোস ও হরিণের প্রতি বর্জিতবে, এই আদেশ করায় নিম্নলিখিত বিধি যেরূপ বন্য পক্ষির প্রতি বর্জিত সেই রূপ ঐ ২ জন্তুর প্রতিও বর্জিতবে ।

৩। এই ২ বিধির কার্য্যপক্ষে প্রসব করিবার ঋতু এপ্রিল মাসের ১ তারিখ হইতে সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইবে ।

৪। প্রসব করিবার ঋতুর কালের মধ্যে বরিশাল মুন্সিপালিটির সীমার মধ্যে কোন ব্যক্তির নিকট সম্প্রতি মারা বা ধরা কোন বন্য পক্ষী, হরিণ, বা খরগোস থাকিলে কিম্বা কোন ব্যক্তি জীবিত

sale any such bird or animal, living or dead, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5 for each bird or animal.

5. Whoever during the breeding season imports into the town the plumage of any kind of wild bird, recently killed or taken or the fur or skin of any hare or deer recently killed or taken, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5 for the plumage of every such bird or the fur or skin of every such hare or deer.

6. In the case of a second conviction the fine may extend to Rs. 10 for each such bird, hare, deer, plumage fur or skin.

7. All birds, plumage, fur or skin, &c., in respect in which a conviction has been had under Rules 4, 5 and 6 shall be confiscated.

8. A reward, not exceeding half the fine imposed and realised under Rules 4, 5, and 6, may be granted by the adjudicating Magistrate to any person who has afforded information leading to a conviction for a breach of any of the above rules.

H. H. BISLEY,
Secy. to the Govt. of Bengal,

বা মৃত তদ্রূপ কোন পক্ষী বা জন্তু বিক্রয়ার্থে দেখাইলে প্রত্যেক পক্ষীর বা জন্তুর নিমিত্ত তাহার ৫, পাঁচ টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে।

৫। কোন ব্যক্তি সম্প্রতি মারা বা ধরা কোন প্রকার বন্য পক্ষীর পালক কিম্বা সম্প্রতি মারা বা ধরা কোন খরগোসের বা হরিণের লোম বা চর্ম প্রসব করিবার ঋতুর কালের মধ্যে সহরে আমদানী করিলে তদ্রূপ প্রত্যেক পক্ষীর পালকের কিম্বা তদ্রূপ প্রত্যেক খরগোস বা হরিণের লোমের বা চর্মের নিমিত্ত তাহার ৫, টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৬। দ্বিতীয়বার অপরাধ প্রমাণ হইলে ঐরূপ প্রত্যেক পক্ষী, খরগোস, হরিণ, পালক, লোম বা চর্মের নিমিত্ত ১০, টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৭। যে সকল পক্ষী, পালক, লোম ও চর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে বিধির ৪, ৫, ৬ ধারামতে অপরাধ প্রমাণ করা হইয়াছে তাহা জব্দ হইবে।

৮। উপরোক্ত বিধির ৪, ৫, ৬ ধারা লঙ্ঘন জন্য অপরাধ যাহাতে প্রমাণ হয় এমত সন্ধান যে ব্যক্তি দেন, বিচারকারী মাজিস্ট্রেট উক্ত কএক ধারামতে যে অর্থদণ্ড ধার্য হইয়া আদায় করা যায়, তাহার অর্ধেকের অনধিক তাঁহাকে পুরস্কার দিতে পারিবেন।

এচ্, এচ্, স্নীসনি,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।



গবর্ণমেন্ট গেজেট ।

শুক্লাব্দ. ১৮৯৭ সাল ৯ নবেম্বর ।

পঞ্চম খণ্ড ।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থা বিভাগ ।

মন্ত্রিসভাধিক্তিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৮৯৭ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীযুত মান্যবরের সম্মতি লাভ করায় এবং ১৮৯৭ সালের ৫ই অক্টোবর তারিখে মন্ত্রিম্বর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনরল সাহেব কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ায় সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এতদ্বারা প্রকাশিত করা গেল ।—

ছোট নাগপুরের পরিবর্তিত বন্দোবস্ত বিষয়ক
১৮৯৭ সালের আইন ।

সূচীপত্র ।

প্রথম অধ্যায় ।

সূচনা ।

ধারা ।

- ১ । সংক্ষিপ্ত নাম, ব্যাপ্তি ও আরম্ভের কথা ।
- ২ । রহিত হইবার কথা ।
- ৩ । অর্থ নির্দেশের কথা ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

জমির দখলসংক্রান্ত নিয়ম বা খাটনির পরিবর্তে
বন্দোবস্ত করিবার ও ঐ নিয়ম বা খাটনি
লিপিবদ্ধ করিবার কথা ।

- ৪ । ইচ্ছাপূর্বক জমির দখলসংক্রান্ত নিয়ম বা
খাটনির পরিবর্তে বন্দোবস্ত করিবার
কথা ।

CHOTA NAGPUR COMMUTATION ACT, 1897.

ধারা ।

- ৫ । জমির দখল সংক্রান্ত নিয়ম বা খাটনি উহার
পরিবর্তে কৃত বন্দোবস্ত সমেত বা তদ্ব্যতীত
লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ দিবার ক্ষমতার
কথা ।
- ৬ । লিখন প্রস্তুত করিতে হইবে, ইহার কথা ।
- ৭ । লিখন প্রকাশিত করিবার কথা ।
- ৮ । রাজস্ব কর্মচারীদের আদেশের বিকল্পে আপী-
লের কথা ।
- ৯ । কমিশনার বা বোর্ড কর্তৃক পুনরালোচনার
কথা ।
- ১০ । পরিবর্তিত বন্দোবস্তের আরম্ভ ও ফলের
কথা ।
- ১১ । স্বৈচ্ছাপূর্বক পরিবর্তিত বন্দোবস্তের খরচের
কথা ।
- ১২ । লিখনের ও অবশ্য কর্তব্য পরিবর্তিত বন্দো-
বস্তের খরচের কথা ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

বিধির কথা ।

- ১৩ । বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা ।
- ১৪ । বিধি প্রণীত ও প্রকাশিত করিবার কার্য-
প্রণালীর কথা ।

১৮৯৭ সালের ৪ আইন।

ছোট নাগপুরের কোন কোন অংশে জমির দখল-সংক্রান্ত নিয়ম বা খাটনির পরিবর্তে অপর বন্দোবস্ত সম্বন্ধে ব্যবস্থা করণার্থ আইন।

যেহেতু ছোট নাগপুর ডিভিসনের অন্তর্গত কএকটি জেলায় খাজানা ছাড়া জমির দখলসংক্রান্ত নিয়ম বা খাটনির পরিবর্তে ইচ্ছাপূর্বক অপর বন্দোবস্ত করণ সম্বন্ধীয় আইন সংশোধন করা বিহিত এবং উক্ত সকল জেলায় পূর্বোক্তমত সকল নিয়ম বা খাটনি উহার পরিবর্তে কৃত বন্দোবস্ত সমেত বা তদ্ব্যতীত লিপিবদ্ধ করিবার অবশ্য কর্তব্যতা সম্বন্ধে বিধান করা বিহিত।

অতএব এতদ্বারা নিম্নলিখিতমত বিধান করা যাইতেছে।—

প্রথম অধ্যায়।

সূচনা।

১ ধারা। (১) এই আইনটিকে ছোট নাগপুরের পরিবর্তিত বন্দোবস্ত বিষয়ক সংশ্লিষ্ট নাম, ব্যাণ্ড ও ১৮৯৭ সালের আইন বলা যাইতে পারিবে।

(২) ইহা ছোটনাগপুর ডিভিসনের অন্তর্গত হাজারিবাগ, লোহারডগা, পালার্মো ও সিংহভূম জেলায় প্রচলিত হইবে। এবং

(৩) স্থানীয় গবর্নমেন্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া তদর্থে যে দিবস নিরূপিত করেন ইহা ঐরূপ কোন জেলায় বা উহার কোন অংশে সেই দিবসে আমলে আসিবে।

২ ধারা। ছোটনাগপুরের ভূম্যধিকারী ও প্রজার কার্যপ্রণালীবিসয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের ২৫ ও ২৬

ধারা এতদ্বারা রহিত করা গেল।

৩ ধারা। (১) বিষয় বা সংযুক্ত বাক্যবলীতে বিরোধিতাবের কোন কথা না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) স্থানীয় গবর্নমেন্ট সময়ে সময়ে যে কোন কর্মচারিকে নাম করিয়া বা তাঁহার পদোপলক্ষে এই আইনমত কোন রাজস্ব কর্মচারির কোন কর্ম সম্পাদন করিতে নিযুক্ত করেন “রাজস্ব কর্মচারী” বলিতে সেই কর্মচারিকে বুঝাইবে।

(খ) “জমির দখল সংক্রান্ত নিয়ম বা খাটনি” বলিতে খাজানা ছাড়া জমির দখল-সংক্রান্ত সকল নিয়ম বা খাটনিকে বুঝাইবে।

(গ) দেশাচার অনুসারে রায়তদের যে সকল রকুমত বা আবওয়াব আপন ভূম্যধিকারীকে দিতে হয় ‘নিয়ম’ বলিতে তাহাও বুঝাইবে। এবং

(ঘ) “কৃষিবৎসর” বলিতে কোন স্থানে কৃষিকার্যের প্রয়োজনার্থ যে বৎসর প্রচলিত থাকে সেই বৎসরকে বুঝাইবে।

(২) কৃষিকার্যের প্রয়োজনার্থ বিশেষ কোন স্থানে কোন বৎসর প্রচলিত আছে স্থানীয় গবর্নমেন্ট ইহা সম্বন্ধে স্থল বলিয়া বিবেচনা করিলে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া যথাক্রমে যে যে তারিখে ঐ বৎসর আরম্ভ ও শেষ হয় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে তাহা ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জমির দখলসংক্রান্ত নিয়ম বা খাটনির পরিবর্তে বন্দোবস্ত করিবার ও ঐ নিয়ম বা খাটনি লিপিবদ্ধ করিবার কথা।

৪ ধারা। (১) জমির দখলসংক্রান্ত কোন নিয়ম বা খাটনির অধীনে কোন জমি ইচ্ছাপূর্বক জমির দখল সংক্রান্ত নিয়ম বা খাটনির পরিবর্তে বন্দোবস্ত করিবার কথা।

প্রজা কিম্বা ঐরূপ নিয়ম বা খাটনির উপকার পাইবার স্বত্ববান্ ব্যক্তি ঐরূপ নিয়ম বা খাটনির পরিবর্তে বন্দোবস্তের জন্য রাজস্ব কর্মচারির নিকট লিখিয়া দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

(২) তদনন্তর, (১) প্রকরণানুসারে অপর যে ব্যক্তিদেয় ঐরূপ দরখাস্ত করিবার স্বত্ব থাকে রাজস্ব কর্মচারী তাঁহাদের প্রত্যেকের উপর একখানি নুটিস জারী করাইবেন এবং ঐ দরখাস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য একটি দিন ধার্য্য করিবেন। এবং সেই দিনে কিম্বা তাহার পর যে কোন দিন পর্য্যন্ত শুনানি মূলতবি রাখা হয় সেই দিনে তিনি ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান লইতে ও ঐরূপ নিয়ম বা খাটনির পরিবর্তে যত টাকা তাঁহার বিবেচনার উপযুক্ত ও ন্যায্যরূপে দেয় হয় তাহা স্থির করিতে প্রস্তুত হইবেন।

(৩) উক্ত টাকার হিসাব করিবার সময় প্রাচীন দেশাচার অনুসারে প্রজা যে সকল নিয়ম বা খাটনি সম্বন্ধে দায়ী রাজস্ব কর্মচারী তাহার প্রতি এবং ঐ হিসাব করিবার সময়ে ঐ নিয়ম বা খাটনির নগদান মূল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

কিন্তু রকুমৎ ভিন্ন নিয়ম বা খাটনির স্থলে, তৎপরিবর্তে যে টাকা দেয় হয় তাহা প্রজার দেয় বার্ষিক খাজানার সিকির বেশী হইবে না।

জমির দখলসংক্রান্ত নিয়ম
বা খাটনি উহার পরিবর্তে
কৃত বন্দোবস্ত সমেত বা
তদ্ব্যতীত লিপিবদ্ধ করিবার
আদেশ দিবার ক্ষমতাব
করা।

৫ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ন-
মেন্টের বিবেচনায় কোন
স্থলে বিহিত বোধ হইলে স্থানীয়
গবর্নমেন্ট ঐ স্থলে—

(ক) কোন স্থান বা কোন মহাল, মধ্যস্থত্ব বা
উহার কোন অংশের অন্তর্গত জমি
জমির দখলসংক্রান্ত যে সকল নিয়ম
বা খাটনির অধীন কোন রাজস্ব কর্তৃ-
চারী কর্তৃক তাহার একটি লিখন প্রস্তুত
করা হউক এবং ঐরূপ নিয়ম বা খাট-
নির পরিবর্তে বন্দোবস্ত করা হউক,
কিন্তু

(খ) পূর্কোক্ত নিয়ম বা খাটনির পরিবর্তে
কোনরূপ বন্দোবস্ত ব্যতীত কোন রাজস্ব
কর্তৃকারী কর্তৃক পূর্কোক্তমত একটি
লিখন প্রস্তুত করা হউক—

এইরূপ আদেশসূচক আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

(২) কলিকাতা গেজেটে এই ধারামুযায়িক কোন
আজ্ঞার বিজ্ঞাপনই ঐ আজ্ঞা যে যথারীতি করা হইয়াছে
তাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

(৩) নিয়ম বা খাটনির লিখন ১৩ ধারামতে প্রণীত
বিধি অনুসারে প্রস্তুত করিতে হইবে।

৬ ধারা। (১) ৫ ধারামুসারে কোন আজ্ঞা দেওয়া
হইলে পর রাজস্ব কর্তৃকারী

লিখন প্রস্তুত করিতে
হইবে, ইহার কথা।

নিম্নলিখিত বিশেষ বিবরণ সম্ব-
লিত একটি লিখন প্রস্তুত

করিতে প্রস্তুত হইবেন, অর্থাৎ :—

(ক) প্রত্যেক প্রকার নাম।

(খ) তাহার ভূম্যধিকারির নাম।

(গ) যে সময়ে লিখন প্রস্তুত হইতেছে সেই
সময়ে তাহার ভোগ করা জমির জন্য
যত খাজানা দিতে হয়।

(ঘ) ঐরূপ সমস্ত বা কোন জমি জমির-
দখলসংক্রান্ত যে সকল নিয়ম বা খাট-
নির অধীন।

(ঙ) ঐরূপ নিয়ম বা খাটনির পরিবর্তে যত
টাকা রাজস্ব কর্তৃকারির বিবেচনায় ন্যায্য-
মতে দেয় বলিয়া বোধ হইতে পারে।
এবং

(চ) রেভিনিউ বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে অপর
যে সকল বিশেষ বিবরণ নিদ্রিষ্ট হয়।

(২) ঐরূপ নিয়ম বা খাটনির পরিবর্তে দেয় টাকার
পরিমাণের হিসাব করিবার সময় রাজস্ব কর্তৃকারী
৪ ধারার (৩) প্রকরণের বিধানানুসারে কার্য্য করিবেন।

৭ ধারা। (১) রাজস্ব কর্তৃকারী ৬ ধারামুযায়িক
লিখন প্রস্তুত করিলে পর

লিখন প্রকাশিত করি-
বার কথা।

১৩ ধারামতে প্রণীত বিধির
নিদ্রিষ্ট প্রকারে ও নিদ্রিষ্ট

কালের নিমিত্ত ঐ লিখনের একখানি পাণ্ডুলেখ্য ঐ স্থানে
প্রকাশিত করাইবেন এবং প্রকাশিত করিবার কালের
মধ্যে ঐ লিখনের অন্তর্গত কোন দফা সম্বন্ধে বা ঐ
লিখন হইতে কোন কথা ছাড় হইয়া থাকিলে তৎসম্বন্ধে
কোন আপত্তি করা হইলে তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা
করিয়া দেখিবেন।

(২) ১৩ ধারামতে প্রণীত বিধি অনুসারে আপত্তি-
গুলির বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করা হইলে ঐ বিধির
নিদ্রিষ্ট প্রকারে লিখন চূড়ান্তরূপে প্রস্তুত ও প্রকাশিত
করা যাইবে।

(৩) ভিন্ন ভিন্ন স্থান, মহাল, মধ্যস্থত্ব বা উহার
অংশের জন্য (১) প্রকরণ বা (২) প্রকরণ অনুসারে
পৃথক পৃথক পাণ্ডুলেখ্য বা লিখন প্রকাশিত করা যাইতে
পারিবে।

৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্তৃকারির এই অধ্যায়মত

কোন আদেশের বিরুদ্ধে ডেপুটি
কমিশনরের নিকট আপীল
আদেশের বিরুদ্ধে আপী-
লেব কথা। চলিবে কিন্তা যদি রাজস্ব কর্তৃ-
কারী নিজেই ডেপুটি কমিশনর

হন তাহা হইলে ডিভিসনের কমিশনরের নিকট আপীল
চলিবে।

(২) ডেপুটি কমিশনর (১) প্রকরণমতে কোন আপী-
লের নিষ্পত্তি করিলে তাহার আদেশের বিরুদ্ধে কমি-
শনরের নিকট আপীল চলিবে।

(৩) আপীল সম্বন্ধীয় দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য-
প্রণালী বিষয়ক আইনের বিধান যতদূর সম্ভব
(১) প্রকরণ বা (২) প্রকরণমত সকল আপীল সম্বন্ধে
খাটিবে।

(৪) যে স্থলে কমিশনর ডেপুটি কমিশনরের সহিত
একমত হন সে স্থলে ঐ আদেশ চূড়ান্ত হইবে। কিন্তু
অন্যান্য স্থলে কমিশনরের আদেশের বিরুদ্ধে রেভিনিউ
বোর্ডে আপীল চলিবে।

(৫) ১ প্রকরণমত প্রত্যেক আপীল যে আদেশের
বিরুদ্ধে আপীল হয় তাহার তারিখ হইতে তিন মাসের
মধ্যে এবং (২) প্রকরণ কিন্তা (৪) প্রকরণমত প্রত্যেক
আপীল যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল হয় তাহার তারি-
খের এক মাসের মধ্যে উপস্থিত করিতে হইবে।

৯ ধারা। কমিশনর কিন্তা রেভিনিউ বোর্ড এই
অধ্যায়মতে প্রস্তুত কোন লিখ-
কমিশনর বা বোর্ড কর্তৃক
পুনরালোচনার কথা। নের কিন্তা ঐরূপ লিখনের
কোন অংশের ঐ লিখন চূড়ান্ত-
রূপে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে দুই বৎসরের
মধ্যে কোন সময়ে পুনরালোচনা হইবার আদেশ করিতে
পারিবেন, কিন্তু তাহাতে যে কোন নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে
৮ ধারামুসারে আপীল করা হইয়াছে তাহার খেন
ব্যঘাত না হয়।

কিন্তু যাবৎ সম্পর্কযুক্ত পক্ষদিগকে উপস্থিত হইয়া
বিচায়্য বিষয় সম্বন্ধে তাহাদের বক্তব্য বলিবার যুক্তি-
যুক্ত সুটিস দেওয়া না হয় তাবৎ ঐরূপ কোন আদেশ
দেওয়া হইবে না।

১০ ধারা। (১) কোন স্থান বা মহাল বা মধ্য-
স্থত্ব বা উহার অংশের জন্য
পরিবর্তিত বন্দোবস্তের
আবস্থা ও ফলের কথা।
এই অধ্যায় অনুসারে জমির
দখলসংক্রান্ত কোন নিয়ম বা
খাটনির পরিবর্তে বন্দোবস্ত করা হইলে লিখন
চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার ঠিক পরবর্তী কৃষি
বৎসরের আরম্ভ হইতে ঐ বন্দোবস্ত কার্যকর হইবে।
এবং সেই সময় হইতে ঐ স্থান বা মহাল বা মধ্যস্থত্ব
বা উহার অংশের কোন প্রকার উপর জমির
দখলসংক্রান্ত কোন নিয়ম বা খাটনি স্থাপন করা
আইনবিকল্প হইবে এবং ঐ স্থান বা মহাল বা মধ্যস্থত্ব
বা উহার অংশের মধ্যে ঐরূপ নিয়ম বা খাটনি দিবার
বা চাহিবার নিমিত্ত সমস্ত চুক্তি ও রক্ষণার্থক নিয়ম
ব্যর্থ হইবে।

(২) জমির দখল সংক্রান্ত নিয়ম বা খাটনির পরি-
বর্তে কোন প্রকার দেয় বলিয়া রাজস্ব কর্মচারী এই
অধ্যায় অনুসারে যত টাকা অবধারিত করেন তাহা
ঐ প্রকার দেয় খাজানার অংশ বলিয়া বিবেচিত
হইবে এবং তদনুসারে আদায় করা যাইতে পারিবে।

১১ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি পরিবর্তিত বন্দো-
বস্তের জন্য ৪ ধারানুসারে
স্বৈচ্ছাপূর্বক পরিবর্তিত
বন্দোবস্তের খবর কথ্য।
দরখাস্ত করিলে ঐ ধারামতে
যত টাকা খরচ লাগিবে বলিয়া
অনুমান করা হয় রাজস্ব কর্মচারী তত টাকার সমস্ত বা
কোন অংশ তাহাকে অগ্রিম আমানত করিবার আদেশ
করিতে পারিবেন।

(২) কোন স্থলে ৪ ধারানুযায়িক কার্য সমাপ্ত
হইলে উক্ত কার্যের মোট খরচ রাজস্ব কর্মচারী সমস্ত
অবস্থা বিবেচনায় যে অনুপাত উপযুক্ত বিবেচনা
করেন ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে সেই অনুপাত-
নুসারে বন্টন করিয়া দিবেন এবং যে টাকা ঐরূপে বন্টন
করিয়া দেওয়া হয় তাহা ভূমিরাজস্বের বাকীর ন্যায়
আদায় করা যাইতে পারিবে।

(৩) কোন ব্যক্তি (১) প্রকরণানুসারে যত টাকা
আমানত করেন যদি তাহা (২) প্রকরণমতে তাহার
প্রতি যে টাকা বন্টন করিয়া দেওয়া হয় সেই টাকার
বেশী হয় তাহা হইলে কার্য সমাপ্ত হইলে ঐ বাড়তি
টাকা তাঁহাকে ফেরত দেওয়া যাইবে।

১২ ধারা। (১) ৫ ধারামতে যে কোন আঞ্জা
করা যায় কোন স্থান বা কোন
লিখনের ও আংশ-
কর্তব্য পরিবর্তিত বন্দো-
বস্তের খবর কথ্য।
মহাল, মধ্যস্থত্ব বা উহার
অংশে তাহা কার্যে পরিণত
করিতে গবর্নমেন্টের যে খরচ
লাগে সেই খরচ কিম্বা স্থানীয় গবর্নমেন্ট তাহার যে
অংশের আদেশ করেন সেই অংশ স্থানীয় গবর্নমেন্ট
সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া যে অনুপাত স্থির করেন
সেই অনুপাতানুসারে ঐ স্থান, মহাল, মধ্যস্থত্ব বা
অংশের অন্তর্গত জমির ভূম্যধিকারী ও প্রজাদের দিতে
হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি পূর্বেই খরচের যে অংশ দিবার
দায়ী হন উক্ত স্থান, মহাল, মধ্যস্থত্ব বা অংশ সম্বন্ধে
প্রাপ্য ভূমিরাজস্বের বাকীর ন্যায় গবর্নমেন্ট কর্তৃক
তাহা আদায় করা যাইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় “মধ্যস্থত্ব” শব্দে কোন স্থান,
মহাল বা মধ্যস্থত্বের অন্তর্গত সমস্ত নিষ্কর ও লাধেরাজ
মধ্যস্থত্ব ও যোতও বুঝাইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিধির কথা।

১৩ ধারা। স্থানীয় গবর্নমেন্ট কলিকাতা গেজেটে
বিজ্ঞাপন দিয়া সময়ে সময়ে
বিধি প্রণয়ন করিবার
ক্ষমতার কথা।
নিম্নলিখিত কার্যের নিমিত্ত
বিধি প্রণয়ন করিতে পারি-
বেন—

(১) এই আইনক্রমে বা এই আইন অনুসারে
রাজস্ব কর্মচারীদিগের উপর যে কোন
কর্তব্য কর্ম স্থাপিত হয় তাহা সম্পাদনে
তাঁহাদের যে কার্যপ্রণালী অনুসরণ
করিতে হইবে তাহার ব্যবস্থা করিবার
নিমিত্ত। এবং স্থানীয় গবর্নমেন্ট
ঐরূপ বিধিক্রমে যে কোন রাজস্ব
কর্মচারীকে—

(ক) মোকদ্দমার বিচার করণার্থ কোন দেও-
য়ানী আদালত কর্তৃক যে কোন
ক্ষমতা পরিচালিত হয় সেই ক্ষমতা,
(খ) কোন জমিতে প্রবেশ করিবার ও তাহা
জরিপ করিবার, তাহাতে চিহ্ন দিবার
ও তাহার মানচিত্র প্রস্তুত করিবার
ক্ষমতা, এবং

(গ) বঙ্গদেশের জরিপ করণবিষয়ক ১৮৭৫
সালের আইন অনুসারে কোন কর্ম-
চারী কর্তৃক যে কোন ক্ষমতা
পরিচালিত হইতে পারে সেই
ক্ষমতা—

প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) ৪ ধারানুসারে যে প্রকারে মূটিস জারী
করিতে হইবে তাহা নির্দিষ্ট করিবার
নিমিত্ত।

(৩) দ্বিতীয় অধ্যয়ানুসারে যে প্রকারে লিখন
প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা নির্দিষ্ট
করিবার নিমিত্ত;

(৪) ৭ ধারানুসারে যে প্রকারে ও যত কালের
জন্য লিখনের পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশিত
করিতে হইবে তাহা এবং যে প্রকারে
কোন লিখনের পাণ্ডুলেখ্য সম্বন্ধে

আপত্তির নিষ্পত্তি করিতে হইবে তাহা নির্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত ।

(৫) ৭ ধারামুসারে যে প্রকারে সিখন চূড়ান্ত-রূপে প্রকাশিত করিতে হইবে তাহা নির্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত । এবং

(৬) সাধারণতঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিধান কার্যে পরিণত করণে রাজস্ব কর্মচারি-দিগের অনুসরণের নিমিত্ত ।

১৪ ধারা । (১) ১৩ ধারামতে বিধি প্রণীত করি-

বিধি প্রণীত ও প্রকাশিত
করিবার কার্য প্রণালীর কথা ।

বার পূর্বে স্থানীয় গবর্নমেন্ট প্রস্তাবিত বিধি হইতে যে ব্যক্তিদের ক্ষতি হইবার

সম্ভাবনা তাহাদের অবগতির নিমিত্ত উহার একটা পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশিত করিবেন ।

(২) স্থানীয় গবর্নমেন্টের বিবেচনায় যে প্রকারে প্রকাশিত করিলে স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদিগকে জানাইবার পক্ষে যথেষ্ট হয় ঐ পাণ্ডুলেখ্য সেই প্রকারে প্রকাশিত করিতে হইবে ।

কলিকাতা ;

১৮৯৭ সাল ;

১৯ অক্টোবর ।

কিঞ্চিৎ ঐরূপ প্রত্যেক পাণ্ডুলেখ্যই কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত করিতে হইবে ।

(৩) ঐ পাণ্ডুলেখ্যের সহিত একটা মুটিস প্রকাশিত করিতে হইবে । উহা প্রকাশিত করণের তারিখের পর এক মাস অতীত হইবার পূর্বে না হয় এমন যে দিনে বা যে দিনের পর ঐ পাণ্ডুলেখ্যের বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে ঐ মুটিসে সেই দিনের উল্লেখ থাকিবে ।

(৪) ঐরূপে উল্লিখিত দিনের পূর্বে ঐ পাণ্ডুলেখ্য সম্বন্ধে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে স্থানীয় গবর্নমেন্ট যে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব প্রাপ্ত হন ঐ গবর্নমেন্ট তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ।

(৫) এই আইনমতে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান কোন বিধি কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত করা গেলে ঐ প্রকাশিত করণই ঐ বিধি যথানিয়মে প্রণীত হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে ।

(৬) এই আইনমতে প্রণীত সমস্ত বিধি স্থানীয় গবর্নমেন্ট কর্তৃক সময়ে সময়ে সংশোধিত, পরিবর্তিত বা রহিত হইতে পারিবে ।

এফ, জি, উইগলি,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ব্যবস্থা বিভাগে

একটিং আসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী ।

CHUNDER NATH BOSE,

Bengali Translator.



গবৰ্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, NOVEMBER 9, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৯ নবেম্বর।

PART VII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশতিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহার নামা কাছারি কলেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারা জানান যাইতেছে যে, ১৮৯৭ ইং ২৫ মে শেষ তারিখের অনাদায় ১০, টাকার উর্ক, জমার নওয়াবাদ ও ধাষ ভরক তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মমতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ রুহস্পতিবার নিলামের দিন ধার্যে জিলা কলেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তালুক নম্বর।	মোতা, থানা, মহাল ও তালুক নাম।	মালিকের নাম।	সদব ভ মা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেছ।	খাজানা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৮৮৭ ২০১৩৪ ৫৫৯	মোঁজে বাকলিয়া থানা সহর মহাল নওয়াবাদ।— তাং আহাম্মদ আলী ও মাহাং ইছপ ও কোর্কান আলী ও আজগর আলী ও শ্রীমতী মুরবিবি।	জম্বার আলী সদাগর জানিবে শ্রীমতী ময়মুনা খাতুন ও করিমমিছা পক্ষে হিং মুরল হক ও আছফা খাতুন, নেজা- মত আলী চৌধুরী ও মনীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, মোবা- রেক আলী, আবদুল রহমান ও নেজামত আলী ও আবদুল হাকিম স্বয়ং তৎ নাবালগ ভ্রাতা আলা মিঞা ও ইছমাইল হিতৈষী উক্ত আবদুল হাকিম।	৬৮৬।০	২৩৬।৬	৩৬।৯	১৬।৯	৫৩।৯

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 22nd September 1897.

F. P. DIXON,

For Collector.

জিলা নোয়াখালী ।

নিলামি বিজ্ঞাপন ।

এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণ-
মেণ্টের যে মালিকিস্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সৰ্ত্ত অনুসারে উক্ত নোয়াখালী জেলার
কালেক্টরিতে ১৮৯৭ সনের ৯ নবেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২৪ কার্তিক তারিখে
প্রকাশ্য নিলাম বিক্রয় হইবেক ।

ধরিদারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সৰ্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে ।—

নিলামের সৰ্ত্ত ।—

প্রথম । নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট করেন তাহার
উপর যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই
সম্পত্তি বিক্রয় হইবে । এই মহালের ধরিদারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য
করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই
মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব ধরিদারের প্রতি
পর্যাপ্ত হইবেক ধরিদারগণ শতকরা ২৫) টাকা হারে আধরাজ্যত ধরছ স্বরূপে
সদর রাজস্ব বাদ পাইবে ।

দ্বিতীয় । চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্যের দ্বারা যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং
এইক্ষেণে যে সকল পাট্টা বর্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং
রেভিনিউ কার্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা
কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে ধরিদারগণ
বাধ্য হইবে ।

তৃতীয় । নিলামি মূল্য ১০০) টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে ।

চতুর্থ । নিলামি মূল্য ১০০) টাকার উর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের
একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন এক ১ দিন গণ্য
হইয়া তদবধি ১৫ দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না
হয় অথবা ঐ দিবস কোন পরকোপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম
যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত-
হইবেক (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে
এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায় ধরিদা-
রের দায়ীত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে ।

ক্রমিক নম্বর ।	মহাল ও পবগণাব নাম ।	একবেব হিসাবে যতদূর জানা যায় ভূমিব অনুমানিক পরিমাণ ।	গবর্ণমেণ্টের বাজস্ব যাহা ধার্য হইয়াছে ।	আধরাজ্যত ধরছ স্বরূপে সদর রাজস্ব বাদ ।	মন্তব্য ।
১	২	৩	৪	৫	৬
১৫৮৮	আনন্দচন্দ্র গড়গড়ী পরগণা ভুলুয়া ।	এ: বো: পো: ২৭ ০ ০	টা: আ: পা: ৮২ ০ ১	শতকরা ২৫) টাকা হারো	
১৫৮৯	ঐ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড...	৭ ০ ০	২৪ ০ ০	ঐ	
১৬১২	জিহে ছৈয়দ আকবর পরগণা সুন্দীপ ।	৩৭ ০ ০	২৬ ৫/ ৬	ঐ	
১৬৪৫	জিহে ছৈয়দ আকবর পরগণা রামভদ্র চক্র ।	১ ০ ০	১ ৥ ০	ঐ	
১৭১৯	চণ্ডিপুর রাস্তা ...	১ ০ ০	১ ০ ০	০	

S. K. AGASTI,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৯৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনামুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ ইংরেজির ২৬শে নবেম্বর তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌলিব নম্বর।	মহাল ও পর্বগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কোন মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২০২ ১০১৭ ১২৮২	ধানে শাতকানীয়া মোং গারাজীয়া তং মোং গারাজীয়া বাং তং মজত রায় হাজারি।	২০১৫১/৯	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রী হই- বেক।	শ্রীযুত বাবু কৈলাস চন্দ্র দাস মেনে- জার জাং আবদুল ফতা খাঁ শ্রীদাস মিঞা গং।	৩০৬০/০
৩৩০ ২২০৯ ১৭৪০	তরফ মোংজে লোহা- গারা— বাং তং মজত রায় হাজারি।	৩৩৫১০/৩	ঐ	শ্রীগমির সিং হাজারি শ্রীআবদুল ফতা খাঁ গং।	৩৯৮১/২
৬৬৭ ২০১৭৫ ১৭৯৪৭	মহাল লাখেরাজ বাজে আপ্তী— মোংজে মিটাছরি থানা রাস্তা— তাং মাহাং কালু ...	৫১৮/৬	ঐ	শ্রীসেখ হাবিব আহা- ম্মদ চোং জাং তং- পিতা মকবুল আলী চোং পক্ষে।	৪৮/৭

সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৫মেই শেষ তারিখের বাকি পড়া।

টীকা।—যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ সবে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের
নিমিত্ত অন্তর্গত হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় ন।

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 24th September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

জিলা মালদহ।

নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মালদহ জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্নমেন্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত মালদহ জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৭ সনের ২০ ডিসেম্বর তারিখে মোতাবেক বাঙ্গালা ১৩০৪ সনের ৬ পৌষ তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক।

খরিদারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে।—

নিলামের সর্ত্ত ;—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্নমেন্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদারের প্রতি পর্যাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণে যে সকল পাট্টা বর্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভিনিউ কার্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা ক্রমিক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০, টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০, টাকার উর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পক্ষ উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়-কারি খরিদারের দায়িত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

ক্রমিক নং।	মহাল ও পরগণার নাম।	একবেব হিসাবে যতদূর জানা যায় ভূমির অন্তর্মানিক পরিমাণ।	গবর্নমেন্টের বাজস্ব যাহা ধার্য হই- যাচ্ছে।	মন্তব্য।
২০ নং	বিটৌরী ধোবরা মহালের অবিভক্ত এজমালী ১০ আট আনা অংশ। পরগনা কাশিমনগর।	একব. ৬৬. পোল টা: আ: পা: ১৩০—২—৩৬	১০৫ ১১/ ১০	এই মহালের এজমালী অবিভক্ত গবর্নমেন্টের ১০ আট আনা অংশ নিলাম হইবে। তৃতীয় ঘরে মোট মহালের রকবা দেখান হইল। চতুর্থ ঘরে গবর্নমেন্টের ১০ আট আনা অংশের রাজস্ব দেখান হইল। এই মহাল বর্তমান সনের জন্য ইজারা বন্দো- বস্ত আছে আগামী ১৮৯৮ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ইজারার ম্যাদ শেষ হইবে আগামী ১৮৯৮ সালের ১লা এপ্রেল হইতে নিলাম খরিদার এই মহালের মালিক স্বরূপ গণ্য হইবে।
১৫৪ নং	১১/০ দশ আনা তরফ মহদীপুর মহালের অবি- ভক্ত এজমালী ১০ আট আনা অংশ। পরগনা কাশিমনগর।	৩৫২৯—২—১৩	১৭১৫ ১১/ ২	এই মহালের অবিভক্ত এজমালী গবর্নমেন্টের ১০ আট আনা অংশ নিলাম হইবে। তৃতীয় ঘরে মোট মহালের রকবা দেখান হইল। চতুর্থ ঘরে গবর্নমেন্টের ১০ আট আনা অংশের রাজস্ব দেখান হইল। আগামী ১৮৯৮ সালের ১লা এপ্রেল হইতে নিলাম খরিদার এই মহালের মালিক স্বরূপ গণ্য হইবে।
৫২৪ নং	ডোরাপাড়া সোণাপুর। পরগনা কাশিমনগর।	২২৮—১—৮	১৭৬ ১/ ১১	আগামী ১৮৯৮ সালের ১লা এপ্রেল হইতে নিলাম খরিদার এই মহালের মালিক স্বরূপ গণ্য হইবে।

কালেক্টরের কাছারি
জেলা মালদহ
তারিখ ২৮শে অক্টোবর ১৮৯৭।

J. H. LEA,
Collector.

জিলা নোয়াখালি।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩, ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ১১ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবহাজ্যে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮। ৪ জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ধরে কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌজির নম্বর।	মহাল ও পবগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহা- লেব সদব ক্রমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, ঐ অংশের সদব ক্রমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২১১	বামনি জমিদারী চাকলে বামনী।	১১১০৭,	সম্পূর্ণ	বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মোনছারআব মিয়া ফোজা কেট ও বাবু রঘুনাথ প্রসাদ তেওয়ারি গং।	..	৫০৫৫।১/১১
খাস মহাল টেনিউর —								
১৫৫১	চর শুলুকিয়ার ৯ নং গং মং হাওলা আবদুল রহমান।	৬১৮৬৬	সম্পূর্ণ	ওয়াজদ্দিন ঘাট মাজি।	১৪৯৬/৫
১৬৬২	চর মধধরা গং মং হাওলা আজম- ডুল্লা গং ৮০ নং দখল।	৭০৮৬০/৭	ঐ	ত্রৈলোক্যনাথ গুহ অভিভাবক জানিবে সচিনাথ গুহ।	১০০।১২
১৬৭১	চর গাজির ১ নং দখল।	২০২৭।১/৪	ঐ	জমিয়ত আলি	৪৮৭।০
১৬৭১	ঐ চরে ২ নং দখল	১৫৫৯।১১	ঐ	ঐ	৩৭৩।৬
১৬৮৬	চর আলেকজান্ডারের ১ নং গং মং হাওলা।	৫৪০৬/৭	ঐ	নবকুমার বসু	১৩৬৬/৯
১৬৮৬	ঐ চরের ২ নং গং মং হাওলা।	৬৪৯৬৯	ঐ	ঐ	১৭০।০/৯

S. K. AGASTI,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।—ইন্ডিয়ার নামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৬ ইং ২৬ ডিসেম্বর শেষ তারিখের অনাদায় ৫০) টাকার উর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ সাং ৬ এপ্রিল তারিখে মিলাম চইয়া তদানন্দরে যে সমস্ত তালুকা বায়না জব্ব হইয়াছে সেই সমস্ত তালুকাদির বাকী আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ও ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৮৯ সাং ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মমতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ সালের বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ রহস্পতিবার ধার্যে জিলা কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য ছানি মিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৬৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকাব নম্বর।	মৌজা থানা, মহাল ও তালুকাব নাম।	মালিকের নাম।	সদব জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজনা।	ছেছ।	খাজনা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৪৮১৮ ২৩৮৭৮ ৫৮৮ ১৫৪৮	মোজে জুজখলা থানা ফটীকছরী মহাল নওয়া বাদ।— তালুক এয়ার আলি খাঁ, হাং তাং ওবেদর রহ- মান খাঁ।	ওবেদর রহমান খাঁ ও মেহের আলি খাঁ।	২৩৪৪,	১৬৬৬০	৬৯৩,	৩৭১৬৩	৭৩০১৬৩	...

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 22nd September 1897.

F. P. Dixon,
For Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking six pounds at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, Rs. 2 annas 8; per eight-ounce tin, Rs. 5; per pound tin, Rs. 10. The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, for cash only, at the undernoted rates: per four-ounce tin, Rs. 3; per eight-ounce tin, Rs. 6; per pound tin, Rs. 12. This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 oz. tin, eight annas per 8 oz. tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

কুরস্ব সিন্‌কোনা।

কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট গবর্ন-
মেন্টের কর্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে
কুরস্ব সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ২।। টাকায়, আট ওন্স টিন ৫ টাকায় ও এক পৌণ্ড
টিন ১০ টাকায় পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট নগদ মূল্য
দিলে এই হিসাবে অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ৩ টাকায়, আট ওন্স টিন ৬ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন
১২ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই
ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার চাড়া চারি ওন্স টিনের ১।, আট ওন্স টিনের ১।
ও এক পৌণ্ড টিনের ৬ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন ১৮, বা ডাক মাশুল সমেত ১৮৬০

II আধ ” ” ৯) ” ” ” ” ৯১০

I শিকি ” ” ৪১১° ” ” ” ” ৫)

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনাইডাইন নামক অপকৃষ্ট দ্রব্যের সহিত ইচ্ছাপূর্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance:—

For the Mufassal.

			Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—						
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্ন লিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে:—

	মকঃসলে	টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	...	বৎসর ১০২
ডাকমাশুল	...	" ২১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	" ৪১
ডাকমাশুল	...	" ১১
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	...	" ১০
ডাকমাশুল	...	" ০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	...	" ১০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একঃ আনা।
ডাকমাশুল	...	" ০

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মকঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একুটিং ছোট সেক্রেটারী।

"The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A., in two Volumes. Price Rs. 24 : packing and postage Rs. 1-12.

* * * The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced student only, yet as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT., GOVT. PRINTING, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

NOTICE.

In continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—Rates of advertisements in the CALCUTTA GAZETTE

Full page, per issue	Rs.
Half "	"	"	"	20
Half "	"	"	"	10
Casual advertisement—4 annas per line.				

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐই গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্মে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্ট কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কোটাণ্টের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কোন্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ বন্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য.— কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই—

পূর্বা এক পৃষ্ঠা একই বার প্রকাশ করণের	টাকা
আধ পৃষ্ঠা	২০
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একই পৃষ্ঠা	১০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.--Copies are still available.

বাল্য সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-অটা-লা ও শ্রীশ্রীযতীন্দ্র বঙ্গদেশের সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত বর্তমানের ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারার প্রজ্ঞা বিষয়ক আইন সংহিতা।

একং ধানি পুস্তকের মূল্য, ৫, পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাল্য সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্ট্যান্টের নিকট একং ধানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন। মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিন্গ ফিল্ড টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্টারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আর্দনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার স্প্রিন্গ কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়

কলিকাতা প্রোগ্রিভিভা ডেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্য শ্রীযুত জেমস পেট্রি সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



গবর্ণমেন্ট গেজেট।

TUESDAY, NOVEMBER 16, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১৬ নবেম্বর।

CONTENTS.

	PAGE.	নির্ধক।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India	91—92	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রকৃতি	১১—১২
PART II.—Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal	Nil.	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রকৃতি	নাই।
PART III.—Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal	95—101	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	১৫—১০১
PART IIIA.—Acts of the Legislative Council of India	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাঠ্যলিপি	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	17—19	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	১৭—১৯
PART V.—Acts of the Bengal Council	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাঠ্যলিপি	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র	নাই।
PART VII.—Circular Orders by the High Court and Board of Revenue	Nil.	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রকৃতি	৫৬৩—৫৭২
PART VIII.—Advertisements	563—572	পরিশিষ্ট গবর্ণমেন্টের গেজেট	নাই।
SUPPLEMENT	Nil.		

PART I.

Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রকৃতি।

GOVERNMENT OF INDIA.

FINANCE AND COMMERCE DEPARTMENT.

NOTIFICATION.

SEPARATE REVENUE.
STAMPS.

Simla, the 22nd October 1897.

No. 4718S.R.—In exercise of the power conferred by section 9 of the Indian Stamp Act, 1879 (I of 1879), the Governor-General in Council is pleased to make the following rules:—

The stamp duty payable under article 22 of Schedule I to the Indian Stamp Act, 1879, on copies of maps or plans certified to be true copies shall be denoted by means of an eight-anna adhesive Court-fee Stamp.

J. F. FINLAY,
Secy. to the Govt. of India.

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের আদেশ।

রাজস্ব ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্যবিভাগ।

বিজ্ঞাপন।

স্বতন্ত্র রাজস্ব।
ইষ্টাম্প বিষয়ক।

সিমলা, ১৮৯৭ সাল ২২ অক্টোবর।

৪৭১৮ এস, আর, নম্বর।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের প্রতি ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৯ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য করিয়া তিনি নিম্নলিখিত বিধি প্রণয়ন করিলেন।

ম্যাপ বা নক্সার যে নকল সম্বন্ধে প্রকৃত নকল বলিয়া সার্টিফিকেট দেওয়া হয় সেই নকলের উপর ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের ১ তফসীলের ২২ দফামতে যে ইষ্টাম্প মান্ডল দিতে হয় তাহা আট আনার আটাল কোর্ট ফী ইষ্টাম্প লাগাইয়া দিতে হইবে।

জে, এফ, ফিনলে,
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী



গবর্নমেন্ট গেজেট।

TUESDAY, NOVEMBER 16, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১৬ নবেম্বর।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের আদেশ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 1378T.M.—The 4th November 1897.—Whereas a Notification No. 1263M., dated the 3rd March 1897, was published at page 61, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 10th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of Part IX of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as amended by Acts IV of 1894 and II of 1896, to Wards Nos. VI and VII of the North Barrackpore Municipality, in the district of the 24-Parganas, and whereas objections which have been accepted as valid have been raised to the proposed extension of Part IX to certain portions of the wards abovementioned within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 221 of the Act, and in accordance with the modified recommendation by the Commissioners of the North Barrackpore Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the above provisions of the Municipal Act to the portions of Wards Nos. VI and VII of the Municipality included within the boundaries specified below:—

The area bounded on the west by the Ganges, on the south by the Mannapara road, on the east by the Rampada Marik's road, Kalitola, the Feeder road and Satgopepara road, and on the north by the southern extremity of the Gunpowder Factory (with the exception of Posuri Bazar and the Jalapara), both sides of the Feeder road from Kalitola road to the northern terminus of Baruipara road, and the northern side of the Sreedhor Bansidhor road from the Kalitola road to the southern terminus of Baruipara road, and both sides of Mukherjeepara road.

H. H. RISLEY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

No. 1412T.M.—The 8th November 1897.—Whereas a notification No. 485T.M., dated the 6th September 1897, was published at page 211, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 15th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of sections 261 and 273 (2) and (3) of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as amended by Bengal Acts IV of 1894 and II of 1896, to the Netrakona Municipality, in the district of Mymensingh, and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 221 of the Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Netrakona Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the above provisions of the Municipal Act to the said Municipality.

H. H. RISLEY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

No. 1225T.M.—The 26th October 1897.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor is pleased, in the exercise of the power conferred on him by section 414 of the Calcutta Municipal Consolidation Act, II of 1888, to confirm the following revised

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

মুন্সিপল ও স্থানীয় ।

বিজ্ঞাপন ।

১৩৭৮ টি, এম্ নং ।—১৮৯৭ সাল ৪ নবেম্বর ।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত উত্তর বারাকপুর মুন্সিপালিটির ৬ ও ৭ নং পল্লীতে ১৮৯৪ সালের ৪ আইন ও ১৮৯৬ সালের ২ আইন দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের মুন্সিপালিটি বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের নবম পরিচ্ছেদের বিধান প্রচলিত করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ৩ মাচ্ তারিখের ১২৬৩এম্. নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১০ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ B খণ্ডের ৬১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলে এবং উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে, উপরোক্ত পল্লীর কোন অংশে নবম পরিচ্ছেদ প্রচলনের প্রস্তাব সম্বন্ধে এক মাসের মধ্যে যে আপত্তি উপস্থিত করা গিয়াছিল তাহা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া গ্রাহ্য হওয়ায় সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রতি উক্ত আইনের ২২১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহে কার্য্য করিয়া এবং উত্তর বারাকপুর মুন্সিপালিটির সভাগত কমিশনরদের পরিবর্তিত অমরোধক্রমে মুন্সিপল আইনের উক্ত বিধান উক্ত মুন্সিপালিটির ৬ ও ৭ নং পল্লীর নিম্ননির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রচলিত করিবার অনুমতি দিলেন ।

ঐ স্থানের পশ্চিম সোমা গঙ্গা, দক্ষিণ সোমা মাল্লাপাড়া রোড, পূর্ব সোমা রামপদ মারিকের রোড, কালীতলা, কীডর রোড সন্দোপপাড়া রোড, এবং উত্তর (পহুরবাজার ও জলাপাড়া ভিন্ন) বারুদখানার দক্ষিণ সোমার শেষ, কালীতলা রোড হইতে বারুইপাড়া রোডের উত্তর সোমার শেষ পর্যন্ত ফাঁড়র রোডের দুই পার্শ্ব এবং কালীতলা রোড হইতে বারুইপাড়া রোডের দক্ষিণ সোমার শেষ পর্যন্ত শ্রীধর বংশীধর রোডের উত্তর পার্শ্ব এবং মুখখাপাড়া রোডের দুই পার্শ্ব ।

এচ্, এচ্, রীসলি,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৪১২ টি এম্, নম্বর ।—১৮৯৭ সাল ৮ নবেম্বর ।—ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত নেত্রকোণা মুন্সিপালিটিতে ১৮৯৪ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন ও ১৮৯৬ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের মুন্সিপালিটি বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ২৬১ ধারার ও ২৭৩ ধারার (২) ও (৩) প্রকরণের বিধান প্রচলিত করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তারিখের ৪৮৫ টি, এম্, নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১৫ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ B খণ্ডের ২১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলে ও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রতি উক্ত আইনের ২২১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিয়া এবং নেত্রকোণা মুন্সিপালিটির সভাগত কমিশনরদের অমরোধক্রমে মুন্সিপল আইনের উক্ত বিধান উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রচলিত করিবার অনুমতি দিলেন ।

এচ্, এচ্, রীসলি,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১২২৫ টি, এম্ নং ।—১৮৯৭ সাল ২৬ অক্টোবর । সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি কলিকাতার মুন্সিপাল আইন সংগ্রহ করণ বিষয়ক ১৮৮৮ সালের ২ আইনের ৪১৪ ধারাক্রমে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে

bye-laws framed by the Commissioners of the Calcutta Municipality under section 413 of the said Act:—

Revised Bye-laws for the Regulation of Cow-houses.

1. Every new cow-house, cattle-shed and stable constructed on a new site, and every extension of an existing cow-house, cattle-shed and stable to a new site, shall be a detached building and not within 15 feet of any other inhabited building, and shall be provided with a paved passage behind the manger at least 2 feet in width.

2. Before beginning to build the sanction of the Commissioners shall be obtained, and with the application a plan of the premises and sections of the building in which it is proposed to carry on the business shall be sent in for approval, and the plan shall show the provision made or proposed to be made for the drainage, lighting, ventilation and water supply of the same, and shall also furnish a site plan of the locality showing the buildings and streets within 40 feet of the premises.

3. Every cow-house, cattle-shed and stable or building in which an animal is kept shall be subject to section 335, and be properly lighted and ventilated by the owner to the satisfaction of the Commissioners.

4. Every cow-house, cattle-shed, stable or building, etc., shall be well paved by the owner with asphalt, iron, stone or bricks-on-edge with cement pointing, flag stones set in cement, or other suitable impermeable material, and shall have a channel or gutter sloping towards a gully or cess-pool which shall be situated outside the shed.

5. Every cow-shed, etc., shall be provided by the owner with an adequate supply of filtered water. If a cistern is used, it shall be situated outside the shed, and its waste pipe shall terminate in the open air and be cut off from all direct communication with the drains.

6. No wells shall be allowed on the cow-shed premises.

7. Every shed shall be provided on the outside but protected from the rain with an iron bin or other suitable receptacle for keeping dung or other refuse. All cow-dung retained for the preparation of cakes shall be kept in this receptacle, and not allowed to accumulate on the ground.

8. Every person occupying a cow-shed shall keep in it only such number of cows as shall be specified in his license. The space for each cow shall not be less than 500 cubic feet in the case of country cows, and 600 cubic feet for cows imported from the North-West Provinces and other places and for buffaloes. In all cases the actual measurements of the sheds shall be taken as the basis of calculation for cubic space; provided that no height of the shed in excess of 15 feet shall be taken into account in estimating the cubic space. The stalls for single cows shall not be less than 4 feet in width, and a double stall for cows shall not be less than 7 feet 6 inches in width. The stall partitions, if any, shall not extend in front line of the manger and shall leave a clear open space above the manger.

9. Every shed shall be kept clean to the satisfaction of the Commissioners.

10. Every cow-shed, etc., shall be thoroughly flushed and cleansed twice a day; the first time before 7 A.M., each day.

11. Every person occupying a cow-shed shall cause all dung manure to be removed daily in a properly constructed vehicle before 7 A.M.

N.B.—A person who has paid his trade refuse fees shall be held to have discharged his liability under this bye-law.

12. No person occupying a cow-shed shall allow it to be used for any purpose other than that for which it is licensed, or shall keep or permit to be kept therein any fowl or any pig.

কার্য করিয়া তিনি কলিকাতা মুনিসিপালিটির কমিশনরগণ কর্তৃক উক্ত আইনের ৪১৩ ধারামুসারে প্রণীত নিম্নলিখিত সংশোধিত উপবিধি দৃঢ় করিলেন :—

গোয়াল ঘর সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত সংশোধিত উপবিধি ।

১। কোন নূতন জায়গায় প্রস্তুত করা প্রত্যেক নূতন গোয়ালঘর, গোমহিষাদির চালা ও আস্তাবল এবং যে গোয়ালঘর, গোমহিষাদির চালা ও আস্তাবল এক্ষণে আছে তাহার প্রত্যেকের কোন নূতন জায়গা পর্য্যন্ত বাড়ান স্বতন্ত্র বিল্ডিং হইবে এবং অন্য যে বিল্ডিং লোক আছে তাহার ১৫ ফুটের মধ্যে হইবে না এবং তাহাতে গোমহিষাদির জাব খাইবার যে পাত্র থাকে তাহার পশ্চাদ্ধিক অস্তিত্বঃ ২ ফুট চওড়া পাকা পথ করিয়া দিতে হইবে ।

২। প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে কমিশনরদের মঞ্জুরি লইতে হইবে । যে প্রেমিসে এবং যে বিল্ডিং কার্য চালান হইবে দরখাস্তের সহিত সেই প্রেমিসের এবং সেই বিল্ডিংয়ের সেকশনের এক খানি নকশা অহুমোদনের নিমিত্ত পাঠাইতে হইবে, এবং তাহার জল নিকাশেরা, আলোর, বাতাস খেলিবার ও জল সরবরাহের যে বিধান করা হয় বা বিধান করিবার প্রস্তাব করা হয় ঐ নকশায় তাহা দেখাইতে হইবে এবং উহাতে ঐ পল্লীরও নকশা দিতে হইবে । ঐ প্রেমিস হইতে ৪০ ফুটের মধ্যে যে সমস্ত বিল্ডিং ও স্ট্রীট আছে পল্লীর নকশায় তাহা দেখাইতে হইবে ।

৩। যে গোয়ালঘরে, গোমহিষাদির চালায় ও আস্তাবলে কিম্বা বিল্ডিং কোন জন্তু রাখ যায় তাহা ৩৩৫ ধারার নিয়মাদীন হইবে ও কমিশনরদের সন্তোষজনক হয় মালিক তাহাতে আলোর ও বাতাস খেলিবার এরূপ উপযুক্ত উপায় করিয়া দিবে ।

৪। মালিক প্রত্যেক গোয়ালঘর, গোমহিষাদির চালা, আস্তাবল বা বিল্ডিং প্রভৃতির মেঝে আফ্রাণ্ট, লোহা, পাতের কিম্বা ইট দিয়া খাদিরি করিয়া সীমেন্ট দিয়া তাহার বাইন মারিয়া, সীমেন্টে ফাগ ফৌন বসাইয়া কিম্বা যাহাতে জল প্রবেশ করিতে পারে না এমন কোন উপযুক্ত দ্রব্য দিয়া ভাল করিয়া পাকা করাইয়া দিবে এবং ময়লার গর্তের দিকে গড়ানিয়া নালা করাইবে, ঐ ময়লার গর্ত চালার বাহিরে থাকিবে ।

৫। মালিক প্রত্যেক গোয়ালঘর প্রভৃতিতে যথেষ্ট পরিষ্কৃত জল যোগাইবে । জলাধার বা ট্যাঙ্ক রাখা হইলে তাহা চালার বাহিরে থাকিবে এবং তাহার ওয়েস্ট পাইপ ফাঁকায় শেষ হইবে ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ড্রেনের সহিত তাহার যোগ থাকিবে না ।

৬। গোয়ালবাড়ির প্রেমিসে পাতকুয়া করিতে দেওয়া হইবে না ।

৭। প্রত্যেক চালার বাহিরে যে খানে রুদ্ধির জল না পড়িতে পায় এমন স্থানে গোবর বা অন্য আবর্জনা রাখিবার জন্য লোহার বিন্ বা অন্য উপযুক্ত পাত্র রাখাইয়া দিতে হইবে । ঘুঁটে করিবার জন্য যত গোবর রাখা হয় তাহা এই পাত্রে রাখিতে হইবে, মাটিতে জমা করিতে দেওয়া হইবে না ।

৮। গরুর চালার দখীলকারের লাইসেন্সে যত গরুর কথা লেখা থাকে সে তথায় কেবল ততগুলি গরু রাখিবে । দেশী গরু হইলে এক একটা গরু থাকিবার স্থান ৫০০ ঘন ফুটের কম হইবে না এবং উত্তর পশ্চিম-প্রদেশ বা অন্যান্য স্থানহইতে আনীত প্রত্যেক গরুর স্থান ও প্রত্যেক মহিষের স্থান ৬০০ ঘন ফুটের কম হইবে না । সকল স্থলেই চালার প্রকৃত পরিমাণ ধরিয়া ঘন ফুটের হিসাব করিতে হইবে । কিন্তু ঘন ফুট হিসাব করিবার সময় চালার ১৫ ফুটের অধিক যে উচ্চতা থাকে তাহা ধরা যাইবে না । এক একটা গরু থাকিবার স্থান ৪ ফুটের কম প্রশস্ত হইবে না, ও ঘোড়া গরু থাকিবার স্থান ৭ ফুট ৬ ইঞ্চির কম হইবে না । থাকিবার স্থানের বিভাগ থাকিলে তাহা জাব খাইবার পাত্রের সম্মুখ লাইনে থাকিবে না এবং জাব খাইবার পাত্রের উপর খানিকটা খোলা থাকিবে ।

৯। প্রত্যেক চালা কমিশনরদের সন্তোষজনকরূপে পরিষ্কার রাখিতে হইবে ।

১০। প্রত্যেক গরুর চালা প্রভৃতি দিনে দুইবার ভাল করিয়া ধুইতে ও পরিষ্কার করিতে হইবে প্রতি দিন সকালে ৭ টার পূর্বে প্রথমবার ধুইতে ও পরিষ্কার করিতে হইবে ।

১১। গরুর চালার প্রত্যেক দখলিকার উপযুক্তরূপে প্রস্তুত করা গাড়িতে প্রতিদিন সকালে ৭ টার পূর্বে সমস্ত গোবরের সার স্থানান্তর করাইবে ।

মন্তব্য —যে ব্যক্তি আবর্জনা খেলিবার ফী দিযাছে এই উপবিধিতে তাহার আব দায়িত্ব থাকিবে না এইরূপ বিবেচনা করা যাইবে ।

১২। যে জন্য গরুর চালার লাইসেন্স দেওয়া হয় ঐ চালার দখীলকার তাহা ভিন্ন অন্য কোন কাজের জন্য উহা ব্যবহার করিতে দিবে না । এবং সেই দখীলকার তথায় কুকুটাদি পক্ষী কিম্বা শূকর শাবক রাখিবে না এবং রাখিতে দিবে না ।

13. These bye-laws shall not, except in special cases, apply to any cow-house in which less than five cows are kept without the express orders of the Commissioners.

14. Every license-holder shall be bound to keep hung up in a conspicuous place in his cow-shed such license and to show it to any legally authorised person requiring its production.

Rule 15.—“ Every person occupying a cow-shed shall give notice in writing within 24 hours to the Inspector of the ward in which the cow-house, etc., is situated of the existence of any contagious or infectious or dangerous disease amongst his cows, and shall destroy or allow to be destroyed all milk in his cow-shed which there shall be reason to think has been liable to contamination. The Inspector of the ward, on receiving information of the existence of any contagious or infectious disease in any cow-house, shall give intimation of the fact to the Police Inspector of the section for the purpose of segregating the diseased animals; it shall be the duty of the person occupying the cow-shed to get the cow-house cleansed, disinfected and limewashed.”

Rule 16.—“ No person suffering from any loathsome, contagious or infectious disease shall live in or enter any cow-house in which milch-cows or milch-buffaloes are kept or shall take any part in the conduct of the trade or business of cow-keeper or purveyor of milk; and every person affected with such disease in any cow-house shall remove or shall be removed immediately therefrom, and the part of the cow-house in which the sick person shall have been shall be thoroughly cleansed, disinfected and limewashed.”

H. H. RISLEY,

Secy. to the Govt. of Bengal.

১৩। যে গোয়ালঘরে ৫টা গরুর কম গরু রাখা হয় বিশেষ বিশেষ কারণ ছাড়া অন্য কারণে কমিশনরদিগের স্পষ্ট আদেশ ব্যতীত সেই গোয়ালঘর সম্বন্ধে এই সকল উপবিধি খাটিবে না।

১৪। প্রত্যেক লাইসেন্সধারী আপন গরুর চালার কোন প্রকাশ্য স্থানে লাইসেন্স টাঙ্গাইয়া রাখিতে বাধ্য হইবে এবং আইন অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তাহা দেখাইতে বলিলে দেখাইতে বাধ্য হইবে।

১৫ বিধি। গরুর মধ্যে কোন সংক্রামক বা স্পর্শক্রামক বা সঙ্কটজনক রোগ উপস্থিত হইলে গরুর চালা প্রভৃতি যে ওয়ার্ডে থাকে গরুর চালার দখীলকার সেই ওয়ার্ডের ইনস্পেক্টরের নিকট ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহার লিখিত নোটিস দিবে। ও তাহার গরুর চালার মধ্যস্থিত যত দুগ্ধ দূষিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিবার কারণ থাকে তাহা নষ্ট করিবে কিম্বা নষ্ট করিতে দিবে। কোন গোয়ালঘরে সংক্রামক বা স্পর্শক্রামক রোগ উপস্থিত হওয়ার সংবাদ পাইলে ওয়ার্ডের ইনস্পেক্টর রোগগ্রস্ত জন্তু পৃথক করিবার নিমিত্ত সেই সেকশনের পোলীসের ইনস্পেক্টরকে ঐ কথা জানাইবেন। গোয়ালঘরের দখীলকারকে গরুর চালা পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে, দোষ শূন্য করিয়া দিতে হইবে এবং কলি ফিরাইয়া দিতে হইবে।

১৬ বিধি। যে গোয়ালঘরে দুগ্ধবতী গরু বা দুগ্ধবতী মহিষ রাখা হয় সেই গোয়ালে স্বেচ্ছাজনক, সংক্রামক বা স্পর্শক্রামক রোগগ্রস্ত কোন ব্যক্তি থাকিবে না ও যাইবে না এবং ঐরূপ ব্যক্তি গোয়ালার কিম্বা দুগ্ধ সরবরাহ করিবার কার্য্য করিবে না। গরুর গোয়ালে উক্ত রোগগ্রস্ত কোন ব্যক্তির এইরূপ কোন রোগ হইলে সে তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে সরিয়া যাইবে অথবা তাহাকে তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে সরাইয়া দিতে হইবে। গরুর গোয়ালের যে অংশে পীড়িত ব্যক্তি ছিল সেই অংশ ভাল করিয়া পরিষ্কার করিতে, দোষশূন্য করিতে ও কলি ফিরাইয়া দিতে হইবে।

এচ., এচ., রীসলি,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট ।

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১৬ নবেম্বর ।

চতুর্থ খণ্ড ।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট ।

ব্যবস্থা বিভাগ ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপিখানি ১৮৯৭ সালের ১৫ই অক্টোবর তারিখে আইন ও ব্যবস্থা এগনরনার্ণ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় উপস্থিত করা হইয়াছিল।—

১৮৯৭ সালের ১৭ নং ।

অধিকার বহির্ভূত স্থানে কৃত অপরাধ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি ।

অধিকার বহির্ভূত স্থানে কৃত অপরাধ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন সংশোধন করা বিহিত । অতএব এতদ্বারা নিম্নলিখিতমত বিধান করা গেল।—

১ ধারা । (১) এই আইনটিকে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৮ সালের আইন বলা যাইতে পারিবে, এবং

সংক্ষেপ নাম ও আরম্ভ হইবার কথা ।

(২) ইহা অবিলম্বে আমলে আসিবে ।

২ ধারা । ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪ ধারা

১৮৬০ সালের ৪৫ আইনের ৪ ধারার পরিবর্তে নূতন ধারা বসাইবার কথা ।

এতদ্বারা রহিত করা গেল এবং তৎপরিবর্তে নিম্নলিখিত ধারাটি সম্মিলিত হইল, অর্থাৎ—

‘ ৪ ধারা । (১) ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে শ্রীশ্রীমতীর কোন এদেশীয় ভারতীয় ওজা কর্তৃক,

অধিকার বহির্ভূত স্থানে কৃত অপরাধ সম্বন্ধে আইন খাটিবার কথা ।

(২) ভারতবর্ষের কোন দেশীয় রাজা বা অধিপতির শাসনাধীন দেশে অপর কোন ব্রিটিশ প্রজা কর্তৃক,

(৩) ভারতবর্ষের কোন দেশীয় রাজা বা অধিপতির শাসনাধীন দেশে মহারানীর কোন চাকর, ব্রিটিশ প্রজা হউন আর নাই হউন, তাহার কর্তৃক—

কোন অপরাধ কৃত হইলে তৎসম্বন্ধে এই আইনের বিধান খাটিবে ।

ব্যাখ্যা ।—ব্রিটিশ ভারতবর্ষের ভিতরে করা গেলে যে কার্য এই আইনানুসারে দণ্ডনীয় হয় ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে সেই কার্য করা হইলে এই ধারায় “ অপরাধ ” শব্দে তাহাও বুঝাইবে ।

উদাহরণ ।

(ক) ক নামক একজন কুলি এদেশবাসী ভারতীয় প্রজা । সে উগাওয় একটা হত্যা করে । ব্রিটিশ ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে তাহাকে পাওয়া যায় তথায় তাহার বিচার এবং হত্যাপরাধ সাব্যস্ত হইতে পারিবে ।

(খ) ষ একজন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা । সে আকগানস্থানের প্রান্তদেশের যে দিকে ব্রিটিশ আধিপত্য সেই দিকের অসভ্য জাতিদিগের দেশে একটা বলাৎ

কারের অপরাধ করে । ব্রিটিশ ভারত-
বর্ষের যে কোন স্থানে তাহাকে পাওয়া
যায় তথায় তাহার বিচার এবং বলাৎ-
কারাপরাধ সাব্যস্ত হইতে পারিবে ।

(গ) গ নামক একজন বিদেশীয় ব্যক্তি পঞ্জাব
গবর্নমেন্টের অধীনে চাকরী করে । সে
ঝিন্দে একটা হত্যাপরাধ করে । ব্রিটিশ
ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে তাহাকে
পাওয়া যায় তথায় তাহার বিচার এবং
হত্যাপরাধ সাব্যস্ত হইতে পারিবে ।

(ঘ) ঘ একজন ইন্দোরবাসী ব্রিটিশ প্রজা । সে
ওকে বোম্বাইয়ে একটা হত্যাপরাধ
করিতে উত্তেজিত করে । ঘ হত্যাপ-
রাধের সহায়তাকরণপরাধে অপ-
রাধী ।

ব্রিটিশ ভারতবর্ষের ভিতর
ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে
কৃত অপরাধের সহায়তা
করিবার কথা ।

“১০৮ ক ধারা । যে কার্য্য ব্রিটিশ ভারতবর্ষে কৃত
হইলে অপরাধ হয় কোন
ব্যক্তি ব্রিটিশ ভারতবর্ষে থাকিয়া
ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে সে
কার্য্যের সহায়তা করিলে সেই
ব্যক্তির এই আইনের অর্থা-
হসারে অপরাধের সহায়তা করা হয় ।

উদাহরণ ।

ক ব্রিটিশ ভারতবর্ষে থাকিয়া খ নামক গোয়ার এক
জন বিদেশীয় ব্যক্তিকে গোয়াতে একটা হত্যাপরাধ
করিতে উত্তেজিত করে । ক হত্যাপরাধের সহায়তা
করণ অপরাধে অপরাধী ।”

অভিপ্রায় ও হেতুর বিবরণ ।

ভারতবর্ষের গবর্নমেন্ট বিষয়ক ১৮৩৩ সালের আইনের (৪র্থ উইলিয়মের ৩য় ও ৪র্থ বৎসর ; ৮৫ অধ্যায়) ৪৩ ধারাক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতাসূত্রে ১৮৬০ সালে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন প্রণীত হয় । বোম্বাইয়ের কোর্জদারা মোকদ্দমা বিষয়ক ৭নং পুস্তকের ১০০ পৃষ্ঠায় ১৮৭৮ সালের রাজ্তী বনাম এলমফোন মোকদ্দমা দেখ ।

২। তাহার পর পাল্লিমেন্ট ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভাকে অধিকারবাহিত স্থানে কৃত অপরাধ সম্বন্ধে আইন করিবার বিবিধ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন । কিন্তু ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনে তদনুরূপ সংশোধন করা হয় নাই । ভিন্নদেশের বিচারাধিপত্য বিষয়ক এবং অপরাধিদিগকে স্ব স্ব দেশে প্রেরণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ২১ আইনের ৮ ধারা প্রণয়ন করিবার সময় পূর্ণমাত্রায় না হইলেও বহুল পরিমাণে ঐ উক্ত ক্ষমতায় কার্য্য করা হইয়াছে । কিন্তু ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন অধিকারবাহিত স্থানে কতদূর খাটে তাহা ঐ আইনেই নির্দিষ্ট থাকি বাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হয় । বর্তমান সময়ে ঐ আইনে এই বিষয় যেরূপে নির্দিষ্ট আছে তাহা অসম্পূর্ণ এবং তাহা পাঠ করিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে । আবার ঐ সকল বিধান একত্র সংগ্রহ করা ছাড়া আরও কিছু বেশী করা আবশ্যিক । অতএব বর্তমান পাণ্ডুলিপিখানি প্রস্তুত করা হইয়াছে । দণ্ডবিধির আইন সংশোধন করণার্থ সময়ে সময়ে যে ভিন্ন ভিন্ন আইন প্রণীত হইয়াছে শেষে তৎসমুদয় সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে । কিন্তু সংগ্রহ করণ ও সংশোধন কার্য্য পৃথক রাখাই ভাল ।

৩। অধিকারভুক্ত স্থানে কৃত হইলেই অপরাধের বিচার হইতে পারে ইংরাজী আইনের এই নীতিটি খাঁটি কমান লার নীতি । আসামীর জবাব সম্বন্ধীয় প্রাচীন বিধি হইতেই বোধ হয় ইহার উদ্ভব । অন্যান্য জাতির এই নীতি গ্রহণ করে নাই—হলের আন্তর্জাতিক আইনের ৩য় সংস্করণের ২০৬ পৃষ্ঠা এবং ইণ্ডিয়ান লারিপোর্টের বোম্বাই সিরিজের ৫ নং পুস্তকের ৩৬২ পৃষ্ঠায় (১৮৮১ সালের) রাজ্তী বনাম মুর্গা চেট্টির মোকদ্দমায় জজ ওয়েস্ট সাহেবের রায় দেখ । পাল্লিমেন্ট ভারতবর্ষের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইংলণ্ডের বিচার প্রথার ব্যতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভাকে কোন কোন স্থলে অধিকারবাহিত স্থানে কৃত অপরাধ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন । এই সকল ক্ষমতার পূর্ণ মাত্রায় পরিচালন করা ন্যায্য বলিয়া বোধ হয় । বর্তমান পাণ্ডুলিপিখানিতে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে । তাহা হইলেও কতকগুলি অনিয়ম থাকিয়া যাইবে, কিন্তু পাল্লিমেন্টের নূতন আইন ব্যতীত ঐ সকল অনিয়ম সংশোধিত হইতে পারে না ।

ধারা সম্বন্ধে মন্তব্য ।

২ ধারা ।—এই ধারায় দণ্ডবিধির আইনের ৪ ধারা রহিত করিয়া তৎপরিবর্তে নূতন ধারা বসাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে ।

নূতন ধারার (১) দফায় ভারতবর্ষীয় কোর্জিল বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনের (ভিক্টোরিয়ার ৩২ ও ৩৩ বৎসরের ৯৮ অধ্যায়) ১ ধারার শব্দাবলি অমুসৃত হইয়াছে এবং উহা ভিন্নদেশের বিচারাধিপত্য বিষয়ক এবং অপরাধিদিগকে স্বদেশে প্রেরণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ২১ আইনের ৮ ধারার (১) দফার অনুরূপ ।

নূতন ধারার (২) দফায় “ব্রিটিশ প্রজা” এই শব্দসমূহ ব্যবহার করিয়া ভারতবর্ষের গবর্নমেন্ট বিষয়ক ১৮৬৫ সালের আইনের (ভিক্টোরিয়ান ২৮ ও ২৯ বৎসর, ১৭ অধ্যায়) ১ ধারার শব্দের অমুসরণ করা হইয়াছে । ১৮৭৯ সালের ২১ আইনের ৮ ধারার (২) দফা কেবল ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা সম্বন্ধে খাটে । পাণ্ডুলিপির নূতন ধারার (২) দফা দ্বারা উক্ত ৮ ধারার (২) দফার প্রসার বন্ধিত হইবে । এমন অনেক ব্রিটিশ প্রজা আছে যাহারা আইনের অর্থনির্দেশমত ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাও নহে আর এদেশীয় ভারতবর্ষীয় প্রজাও নহে । যথা সিংহলবাসী, টাসমানিয়াবাসী কিম্বা স্ট্রেট সেটেলমেন্টবাসী ।

৩ ধারা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে ভারতবর্ষের কোম্পানি বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনের (ভিক্টোরিয়ান ২৪ ও ২৫ বৎসর, ৬৭ অধ্যায়) ২২ ধারাক্রমে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতি “শ্রীশ্রীমতীর সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ সকল রাজা ও রাজ্যের অধিকার মধ্যস্থ ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের সকল চাকরের ” নিমিত্ত আইন করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে । ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪ ধারাক্রমে উক্ত আইনের বিধান “ইহার পূর্বে কোম্পানি বাহাদুরের সঙ্গে কোন রাজ্যের কি দেশের যে সন্ধি কি করার হইয়া থাকে তাহার নিয়মানুসারে, কিম্বা ভারতবর্ষের কোন গবর্নমেন্টের দ্বারা শ্রীশ্রীমতী মহারানীর নামে যে সন্ধি কি করার করা গিয়াছে কিম্বা পরে করা যায় তাহার নিয়মানুসারে, শ্রীশ্রীমতীর সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কোন রাজা বা রাজ্যের অধিকার মধ্যস্থ ” মহারানীর প্রত্যেক চাকর সম্বন্ধে খাটান হইয়াছে । কি ভারতবর্ষীয় আইনে কি ইংলণ্ডীয় আইনে গবর্নমেন্টের যে সকল কর্মচারী ব্রিটিশ প্রজা তাঁহাদের এবং যে সকল কর্মচারী তাহা নয় তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় নাই । অতএব ইণ্ডিয়ান লা রিপোর্টের বোম্বাই সিরিজের ১৬ নং পুস্তকের ১৭৮ পৃষ্ঠায় (১৮৯১ সালের) ভারতবর্ষের অধীশ্বরী বনাম নাটওয়রাই মোকদ্দমায় রায় নাকচ করিবার নিমিত্ত “ব্রিটিশ প্রজা হউন আর নাই হউন” এই শব্দগুলি পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করা হইল । ঐ রূপে এইরূপ মত প্রকাশ করা হয় যে গবর্নমেন্টের যে কর্মচারী কোন দেশীয় রাজ্যের প্রজা তিনি ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে যে অপরাধ করেন তজ্জন্য তাঁহার ব্রিটিশ ভারতবর্ষের ভিতরে বিচার হইতে পারে না । ইহার জন্য ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যে সংশোধন করা আবশ্যিক হয় তাহা করা যাইবে ।

সাধারণ ধারা বিষয়ক ১৮৯৭ সালের ১০ আইনের ৩ ধারার (২৭) দফায় “ ভারতবর্ষ ” শব্দের অর্থনির্দেশ করা হইয়াছে । ঐ অর্থনির্দেশ অর্থ করণ বিষয়ক ১৮৮৯ সালের আইনে (ভিক্টোরিয়ান ৫২ ও ৫৩ বৎসর, ৬৩ অধ্যায়) ঐ শব্দের অর্থনির্দেশের সহিত মিলে ।

৩ ধারা । এক ব্যক্তি ব্রিটিশ ভারতবর্ষে থাকিয়া এক জন পটু'গাজকে গোয়ায় একটা হত্যা অপরাধ করিতে উত্তেজিত করায় বোম্বাই হাইকোর্ট তাহার কোন অপরাধ হয় নাই এই মর্মে রায় প্রকাশ করাতে (ইণ্ডিয়ান লা রিপোর্টের বোম্বাই সিরিজের ১৯ নং পুস্তকের ১০৫ পৃষ্ঠায় ১৮৯৪ সালের ভারতবর্ষের অধীশ্বরী বনাম গণপত্রাও মোকদ্দমা দেখ) বোম্বাই গবর্নমেন্ট যে পরামর্শ দেন সেই পরামর্শ কার্যে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে এই ধারাটী প্রণীত হইয়াছে । হত্যাকারী যদি এদেশীয় ভারতীয় প্রজা হইত তাহা হইলে বোধ হয় বর্তমান আইন তাহার সম্বন্ধে খাটিত, কিন্তু এবিষয়ে কোন তর্কবিতর্ক হয় নাই । ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সকল ব্যক্তিরই নিমিত্ত আইন করিবার ক্ষমতা আছে এবং যে সকল লোক অপর লোককে অপরাধ করিতে উত্তেজিত করে তাহার ব্রিটিশ ভারতবর্ষে থাকিয়া কেন যে নিরাপদে ঐরূপ করিতে পারিবে তাহার কোন কারণই দেখা যায় না ।

এম্, ডি. কালমাস' ।

জে, এম্, ম্যাক্ফার্স'ন.

১৮৯৭ সাল ৭ই অক্টোবর ।

ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

CHUNDER NATH BOSE,
Bengali Translator.



গবৰ্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, NOVEMBER 16, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১৬ নবেম্বৰ।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইন্ডিয়ার অফি।

LAND ADVERTISEMENTS.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহার নামা কাছারি কলেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইহাছারা জানান যাইতেছে যে, ১৮৯৭ ইং ২৫ মে শেষ তারিখের অনাদায় ১০, টাকার উদ্ধ জমার নওয়াবাদ ও খাম তরফ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার স্বার্থমতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ রুহম্পতিবার নিলামের দিন ধার্যে জিলা কলেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	ভালুকাব নম্বর।	মৌজা, পানা, মহাল ও ভালুকাব নাম।	মালিকের নাম।	সদর কমা।		শাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেছ।	খাজানা।	ছেছ।	মোটি।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৮৮৭ ২০১৩৪ ৫৫৯	মৌজে বাকলিয়া পানা সহর মহাল নওয়াবাদ।— তাং আহাম্মদ আলী ও মাতাং ইছপ ও কোকান আলী ও আজগর আলী ও শ্রীমতী মুরবিবি।	জঙ্গার আলী সদাগর জানিবে শ্রীমতী ময়মুনা খাতুন ও করিমমিছা পক্ষে হিং মুরল হক ও আছফা খাতুন, নেজা- মত আলী চৌধুরী ও মনীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, মোবা- রেক আলী, আবদুল রহমান ও নেজামত আলী ও আবদুল হাকিম স্বয়ং তৎ নাবালগ ভ্রাতা আলা মিজা ও ইছমাইল হিতৈষী উক্ত আবদুল হাকিম।	৬৮৬।০	২৩৬।৬	৩৬।৯৯	১৬।৯০	৫৩।৯

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 22nd September 1897.

F. P. DIXON,

For Collector.

জিলা মালদহ ।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক ।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মালদহ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭।২০ ডিসেম্বর তারিখে বেলা দুই প্রহর ১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর ।	মহাল ও পবগনার নাম ।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা ।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না ।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম ।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা ।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী ।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী ।
৫৮১	কাশিমপুর পর-গণা কাশিমপুর।	২৩১১৫০	না	এই মহালে মোট ৩৯টা মৌজা আছে এই সম্পূর্ণ মহালের	শিবগোবিন্দ গোক-দার, বিবি মরহতন	১৬৭০৫০	৮২।০
				রেসিডুয়ারী অংশ নিলাম হইবে কিন্তু নীচের লিখিত অংশগুলি যাহার জন্য স্বতন্ত্র তিনটি পৃথক হিসাব খোলা আছে তাহা নিলাম হইবেক না যথা ;—	নেসা, বিবি উজ্জয়ন নেসা, বিবি উজ্জিরেণ সেনা স্বয়ং ও উজ্জিরেণ নেসা পক্ষে যুজা আবেদ হোসেন, জাবেদা খাতুন, ও আমলা খাতুন ; গোলাম হোসেন চৌধুরী যুজা আমজাদ আলা বেগ, মুরজাহা নেসা স্বয়ং ও মুরজাহা নেসা পক্ষে আমিলন নেসা ও নজিবন নেসা ; মধুসূদন ঘোষ, পিয়ারী খানম, হৃদয় মোহন পাল স্বয়ং ও হৃদয় মোহন পাল পক্ষে উপেন্দ্র নারায়ণ পাল ও সুরেন্দ্র নারায়ণ পাল ; ভৈরবচন্দ্র নন্দী, লক্ষ্মী নারায়ণ নন্দী স্বয়ং ও লক্ষ্মী নারায়ণ নন্দী পক্ষে শশিভূষণ নন্দী ; বিহারীলাল নন্দী, অষ্টম চন্দ্র থোকদার আবির মহম্মদ চৌধুরী স্বয়ং ও আবির মহম্মদ চৌধুরী পক্ষে রবিউল্লা চৌধুরী, জহর মহম্মদ চৌধুরী ও কিশোর নেসা ; সমনজান নেসা ও পরতী নেসা ।			
				(১) এই সম্পূর্ণ মহালের ৩৯টা মৌজার মধ্যে ৯৫ দ্বীপ অংশ,				
				(২) ইন্দ্রসইল, উত্তরজোই, ওয়ালতোর, গাজিপুর, খোদ-মালধা, গোপালপুর, ছয়পুরা, জলকর গাজিপুর, প্রজাপতি জীপতী, জোতজাহাজী, জোতমণি, দুহিল, দেওগাঁও, নলতোর, পানপাড়া, পাহাড়াভিটা, বাউল, বিল আন্ধারু, বিল ওলানী, বিল দহডারা, বিল পারনা, বিল হাতিয়া, ভবানীপুর, মবারকপুর, মুদাকত খালিমনগর, রসিকপুর সূজইল, সুলতানপুর ও সাহাজাদপুর মৌজার ৯১৬।২ দ্বীপ অংশ ও				
				(৩) দুহিল সাহাজাপুর নলতোর, জোতমণি, সূজইল ও উত্তর জোই মৌজার ১/২ গণা অংশ ।				

উল্লিখিত রেসিডুয়ারী অংশ ১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বর কিস্তির বাকী রাজস্ব আদায় জন্য নিলাম হইবে ।

টীকা—যে স্থলে উপবেলিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে তাহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না ।

MALDA COLLECTORATE,)

J. H. LRA,

The 1st November 1897.)

Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৬শে নবেম্বর তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ক্রমিক নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কোন মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২০২ ১০১৭ ১২৮২	ধানে শাকানীয়া মোং গারাজিয়া তং মোং গারাজিয়া বাং তং মজত রাম হাজারি।	২০১৫/৯	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রী হই- বেক।	শ্রীযুত বাবু কৈলাস চন্দ্র দাস মেনে- জার জাং আবদুল ফত্বা খাঁ শ্রীদাস মিঞা গং।	৩০৬০
৩৩০ ২২০৯ ১৭৪০	তরক মোজে মোহা- গারা— বাং তং মজত রাম হাজারি।	৩৩৫১/৩	ঐ	শ্রীগমির সিং হাজারি শ্রীআবদুল ফত্বা খাঁ গং।	৩৯৮১/২
৬৬৭ ২০১৭৫ ১৭২৪৭	মহাল লাখেরাজ বাজে আপ্তী— মোজে মিটাছরি খানা রাস্তা— তাং মাহাং কালু ...	৫১৮/৬	ঐ	শ্রীসেখ হাবিব আহা- ম্মদ চোং জাং তং- পিতা মকবুল আলী চোং পক্ষে।	৪৮/৭

সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৫মেই শেষ তারিখের বাকি পড়া।

টীকা।—যে ক্ষেত্রে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ নম্বরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া নির্দিষ্ট আছে সেই ক্ষেত্রে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের
নিমিত্ত অস্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 24th September 1897.

F. P. DIXON,

For Collector.

জিলা মালদহ।

নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মালদহ জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্নমেন্টের যে মালিকি স্বত্ত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত মালদহ জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৭ সনের ২০ ডিসেম্বর তারিখে মোস্তাবেক বাজালা ১৩০৪ সনের ৬ পৌষ তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক।

খরিদারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে।—

নিলামের সর্ত্ত ;—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্নমেন্টের যে মালিকি স্বত্ত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ত্ব খরিদারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণে যে সকল পাট্টা বর্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভিনিউ কার্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা ক্রমিক প্রজ্ঞা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ত্ব স্বীকার করিতে খরিদারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০ টাকার উর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পক্ষ উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়কারি খরিদারের দায়ীত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

ক্রমিক নং।	মহাল ও পবগণ্য নাম।	একবেব হিসাবে যতদূর জানা যায় ভূমি অধুমানিক পরিমাণ।	গবর্নমেন্টের রাজস্ব যাহা ধার্য হই যাচ্ছে।	মন্তব্য।
১০ নং	বিতৌরী ধোবরা মহালের অবিভক্ত এজমালী ১০ আট আনা অংশ। পরগনা কাশিমনগর।	১৩০—২—৩৬ ১০৫ ১/১০	একব. ৬৬ পোল টা: আ: পা:	এই মহালের এজমালী অবিভক্ত গবর্নমেন্টের ১০ আট আনা অংশ নিলাম হইবে। তৃতীয় ঘরে মোট মহালের রকবা দেখান হইল। চতুর্থ ঘরে গবর্নমেন্টের ১০ আট আনা অংশের রাজস্ব দেখান হইল। এই মহাল বর্তমান সনের জন্য ইজারা বন্দো- বস্ত আছে আগামী ১৮৯৮ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ইজারার ম্যাদ শেষ হইবে আগামী ১৮৯৮ সালের ১লা এপ্রেল হইতে নিলাম খরিদার এই মহালের মালিক স্বরূপ গণ্য হইবে।
১৫৪ নং	১১/০ দশ আনা তরফ মহদীপুর মহালের অবি- ভক্ত এজমালী ১০ আট আনা অংশ। পরগনা কাশিমনগর।	৩৫২৯—২—১৩ ১৭১৫ ১/২		এই মহালের অবিভক্ত এজমালী গবর্নমেন্টের ১০ আট আনা অংশ নিলাম হইবে। তৃতীয় ঘরে মোট মহালের রকবা দেখান হইল। চতুর্থ ঘরে গবর্নমেন্টের ১০ আট আনা অংশের রাজস্ব দেখান হইল। আগামী ১৮৯৮ সালের ১লা এপ্রেল হইতে নিলাম খরিদার এই মহালের মালিক স্বরূপ গণ্য হইবে।
৫২৪ নং	ডোরাপাড়া সোণাপুর। পরগনা কাশিমনগর।	২২৮—১—৮ ১৭৬ ১/১১		আগামী ১৮৯৮ সালের ১লা এপ্রেল হইতে নিলাম খরিদার এই মহালের মালিক স্বরূপ গণ্য হইবে।

কালেক্টরের কাছারি

জেলা মালদহ

তারিখ ২৮শে অক্টোবর ১৮৯৭।

J. H. LRA,
Collector.

জিলা নোয়াখালি।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩, ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ১১ ধারায়তে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া হইতেছে যে নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবহৃতক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮। ৪ জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ধরে কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ক্রমিক নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহা- লের সদর ক্রমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, ঐ অংশের সদর ক্রমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২১১	বামনি জমিদারী চাকলে বামনী।	১১১০৭,	সম্পূর্ণ	বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মোনছারআব মিয়া কোঁজা ফেট ও বাবু রঘুনাথ প্রসাদ তেওয়ারি গং।	...	৫০৫৫১/১১
খাস মহাল টেনিউর —								
১৫৫১	চর শুলুকিয়ার ৯ নং গং মং হাওলা আবদুল রহমান।	৬১৮৬৬	সম্পূর্ণ	ওয়াজদ্দিন ঘাট মাজি।	১৪৯৬/৫
১৬৬২	চর মধুধরা গং মং হাওলা আজম- তুল্লা গং ৮০ নং দখল।	৭০৮৬৬/৭	ঐ	ত্রৈলোক্যনাথ গুহ অভিভাবক জানিবে সচিনাথ গুহ।	১০০১/২
১৬৭১	চর গাজির ১ নং দখল।	২০২৭১/৪	ঐ	জমিয়ত আলি	৪৮৭/০
১৬৭১	ঐ চরে ২ নং দখল	১৫৫২১/১১	ঐ	ঐ	৩৭৩/৬
১৬৮৬	চর আলেকজান্ডারের ১ নং গং মং হাওলা।	৫৪০৬/৭	ঐ	নবকুমার বসু	১৩৬৬/২
১৬৮৬	ঐ চরের ২ নং গং মং হাওলা।	৬৪২৬২	ঐ	ঐ	১৭০/৯

S. K. AGASTI,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।—ইতিহাস নামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহাধারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৬ ইং ২৬ ডিসেম্বর শেষ তারিখের অনাদায় ৫০, টাকার উর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ তালুকাদির বাকী ধাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ সাং ৬ এপ্রিল তারিখে নিলাম হইয়া তদান্বরে যে সমস্ত তালুকা বায়না জব্ব হইয়াছে সেই সমস্ত তালুকাদির বাকী আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ও ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সাং ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মেতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ সালের বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ বৃহস্পতিবার ধার্যে জিলা কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য ছানি নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৬৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তালুক নম্বর।	মোলা পানা, মহাল ও তালুক নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেছ।	খাজানা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৪৮১৮ ২৩৮৭৮ ৫৮৮ ১৫৪৮	মোজে জুজখলা থানা কটীকছুরী মহাল নওয়া বাদ।— তালুক এয়ার আলি খাঁ, হাং তাং ওবেদর রহ- মান খাঁ।	ওবেদর রহমান খাঁ ও মেহের আলি খাঁ।	২৩৪৪,	১৬৬৬০	৬৯৩,	৩৭১৩৩	৭৩০১৩৩	...

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 22nd September 1897.

F. P. DIXON,

For Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *not more than* pounds at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, *Rs. 2 annas 8*; per eight-ounce tin, *Rs. 5*; per pound tin, *Rs. 10*. The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only*, at the undernoted rates: per four-ounce tin, *Rs. 3*; per eight-ounce tin, *Rs. 6*; per pound tin, *Rs. 12*. This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 oz. tin, eight annas per 8 oz. tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরশু সিন্‌কোনা।

কলিকাতায় বোটানিক্যাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট গবর্ণ-
মেন্টের কর্মচারীগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড জ্বরশু করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে
জ্বরশু সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ২।।০ টাকায়, আট ওন্স টিন ৫.০ টাকায় ও এক পৌণ্ড
টিন ১০.০ টাকায় পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট নগদ মূল্যে
দিলে এই হিসাবে অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ৩.০ টাকায়, আট ওন্স টিন ৬.০ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন
১২.০ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই
ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ওন্স টিনের ১.০, আট ওন্স টিনের ১।০
ও এক পৌণ্ড টিনের ২.০ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পোঁড় টিন ১৮) বা ডাক মাণ্ডল সমেত ১৮৫০

II আধ " " ৯) " " " " ৯১০

I শিকি " " ৪১১) " " " " ৫)

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনাইডাইন নামক অপকৃষ্ট কাবের সহিত ইচ্ছাপূর্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্নমেন্টের কর্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance:—

For the *Mufussal*.

			Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—						
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For *Calcutta*.

The same rates as those of the *mufussal*, with the exception of the charge for postage

E. N. BAKER

Offo. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৯৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাল্লা গবর্নমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাণ্ডল এই অবধি নিম্ন-লিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

	মকঃসলে	টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	...	১০২
ডাকমাণ্ডল	...	২১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে কারতবর্ষের ও বঙ্গ-দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	৫)
ডাকমাণ্ডল	...	১১
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	...	১০
ডাকমাণ্ডল	...	১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার মূল্য সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	...	১০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক আনা।
ডাকমাণ্ডল	...	১০

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মকঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাণ্ডল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একুটিং ছোট সেক্রেটারী।

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available

বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিফোর-অটা-লা ও ঐশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্বিসে নিযুক্ত বর্ধমানের ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের ঐযুক্ত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজ্ঞা বিষয়ক আইন সংহিতা।

একং ধানি পুস্তকের মূল্য, ৫, পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং ধানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন। যত্বব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিনেড ওয়েস্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কায্যবিভাগের আপিসে রেজি-স্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটিতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্য ঐযুক্ত জেমস পেট্র সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, NOVEMBER 23, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৩ নবেম্বর।

CONTENTS.

	PAGE.	নিবন্ধ।	পৃষ্ঠা
PART I.—Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	নাই।
PART II.—Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal	339-340	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	৩৩৯-৩৪০
PART III.—Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal	103-111	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART IIIA.—Acts of the Legislative Council of India	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাঠ্যলিপি	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাঠ্যলিপি	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র	৭-৮
PART VII.—Circular Orders by the High Court and Board of Revenue	7-8	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রভৃতি	৫৭৩-৫৮২
PART VIII.—Advertisements	573-582	পবিশিষ্ট গবর্ণমেণ্টের গেজেট	নাই।
SUPPLEMENT	Nil.		

PART II.

Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MARINE DEPARTMENT.

The 15th November 1897.

No. 187 Marine.—The following notification No. 2376, dated 29th October 1897, issued by the Government of India, Home Department, under the provisions of section 58 of the Pilgrim Ships Act, XIV of 1895, is published for general information.

A. D. McARTHUR, Colonel, R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal.

No. 2376, dated Simla, the 29th October 1897.

NOTIFICATION—By the Government of India, Home Department.

IN exercise of the powers conferred by section 58 of the Pilgrim Ships Act, XIV of 1895, the Governor-General in Council is pleased to direct that the following rule shall be substituted for rule 22 of the rules published with the Notification of the Government of India, in the Home Department, No. 262, dated the 5th October 1896:—

22. The upper deck and the between decks of every pilgrim ship shall be either of wood, or of iron or steel sheathed with wood and caulked.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ ।

মেরিন্ ডিপার্টমেন্ট ।

১৮৯৭ সাল ১৫ নবেম্বর ।

মেরিন্ ১৮৭ নম্বর ।—তীর্থযাত্রীদিগের জাহাজ বিষয়ক ১৮৯৫ সালের ১৪ আইনের ৫৮ ধারার বিধানমতে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টের প্রকাশিত ১৮৯৭ সালের অক্টোবর মাসের ২৯ তারিখের ২৩৭৬ নং নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল ।

এ, ডি, ম্যাকআর্থর, কর্নেল, আর, ই,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ।

২৩৭৬ নং, সিমলা ১৮৯৭ সাল ২৯ অক্টোবর ।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টের বিজ্ঞাপন ।

মন্ত্রিসভাধিকৃতিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রতি তীর্থযাত্রীদের জাহাজবিষয়ক ১৮৯৫ সালের ১৪ আইনের ৫৮ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য করিয়া তিনি এই আদেশ করিলেন যে, ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টের ১৮৯৬ সালের ৫ অক্টোবর তারিখের ২৬২ নং বিজ্ঞাপনের সঙ্গে প্রকাশিত বিধির ২২ বিধির পরিবর্তে নিম্নলিখিত বিধি দেওয়া যায় ।—

২২। তীর্থযাত্রীদিগের প্রত্যেক জাহাজের উপরকার তুতক ও মধ্যের তুতক কাঠের হইবে কিম্বা কঠে মোড়া ও কালাপাতি করা লোহা বা ইস্পাতের হইবে ।



গবর্ণমেন্ট গেজেট ।

TUESDAY, NOVEMBER 23, 1897.

যঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৩ নবেম্বর ।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক খণ্ড ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আদেশ ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 1431 T.M.—The 9th November 1897.—Whereas a Notification No. 4140M., dated the 9th August 1897, was published at page 192, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 11th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the rules set forth below, which were framed by the Commissioners of the Sherpur Municipality, under section 3, Act XX of 1887, for the protection of wild birds and game within the limits of the above Municipality, and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified that the said rules are confirmed by the Lieutenant-Governor under clause 4, section 3 of the Act, and are published for general information under clause 5, section 6 of the General Clauses Act I of 1887 :—

RULES UNDER SECTION 3 OF ACT XX OF 1887 FOR THE SHERPUR MUNICIPALITY.

Rules.

1. "Wild bird" for the purposes of these rules shall include jungle-fowl, pea-fowl partridges, quail, plover, whistling teal, painted snipe, cotton teal, and every bird killed for the sake of its plumage.

2. The Local Government having by notification declared that the provision of section 3, Act XX of 1887, shall apply to hares and deer, the following rules will apply to those animals as well as to wild birds.

3. The breeding season for the purposes of these rules shall extend from the 1st April to the 30th September.

4. Whoever during the breeding season has in his possession, within the limits of the Municipality of Sherpur, any wild bird, deer or hare, recently killed or taken, or exposes for sale any such bird or animal, living or dead, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5 for each bird or animal.

5. Whoever during the breeding season imports into the town the plumage of any kind of wild bird recently killed or taken, or the fur or skin of any hare or deer recently killed or taken, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5 for the plumage of every such bird, or the fur or skin of every such hare or deer.

6. In the case of a second conviction the fine may extend to Rs. 10 for each such bird, hare, deer, plumage, fur or skin.

7. All birds, plumage, fur or skin, &c., in respect of which a conviction has been had under rules 4, 5 and 6, shall be confiscated.

8. A reward, not exceeding half the fine imposed and realised under rules 4, 5, and 6, may be granted by the adjudicating Magistrate to any person who has afforded information leading to a conviction for a breach of any of the above rules.

H. H. RISLEY,

Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

No. 1432 T.M.—The 9th November 1897.—Whereas a Notification No. 4141M., dated the 9th August 1897, was published at page 192, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 11th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the rules set forth below, which were framed by the Commissioners of the Dacca Municipality, under section 3,

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ ।

মুনিসিপল ও স্থানীয় ।

বিজ্ঞাপন ।

১৪৩১ টি, এম্, নম্বর ।—১৮৯৭ সাল ৯ নবেম্বর ।—শেরপুর মুনিসিপালিটির সীমার মধ্যে বন্য পক্ষী ও শীকারোপযোগী পশু পক্ষ্যাদি রক্ষাকরণার্থ উক্ত মুনিসিপালিটির কমিশনরগণ কর্তৃক ১৮৮৭ সালের ২০ আইনের ৩ ধারামতে প্রণীত নিম্নলিখিত বিধি দৃঢ় করণার্থ শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ৯ আগষ্ট তারিখের ৪১৪০ এম্, নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১১ তারিখে কলিকাতা গেজেটের ১১ খণ্ডের ১৯১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুনিসিপালিটিতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত আইনের ৩ ধারার ৪ দফামতে উক্ত বিধিগুলি দৃঢ় করিয়া সাধারণ ধারা বিষয়ক ১৮৮৭ সালের ১ আইনের ৬ ধারার ৫ দফা অনুসারে সাধারণের অবগত্যর্থ প্রকাশ করিলেন ।

শেরপুর মুনিসিপালিটির নিমিত্ত ১৮৮৭ সালের ২০ আইনের ৩ ধারানুসারে প্রণীত বিধি ।

বিধি ।

১। এই বিধির কার্য পক্ষে “বন্য পক্ষী” শব্দে বন্য কুক্কট, ময়ূর, তিত্তির পক্ষী, বটের পক্ষী টিটির পক্ষী, সিস দেওয়া বালহাঁস, রঞ্জিত কাদা খোঁচা, তুলা বালহাঁস, (কটনটিল) এবং যে সকল পক্ষীকে পালকের জন্য মারা হয় সেই সকল পক্ষীও বুঝাইবে ।

২। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপনক্রমে ১৮৮৭ সালের ২০ আইনের ৩ ধারার বিধান খরগোস ও হরিণের প্রতি বর্জিতবে, এই আদেশ করায় নিম্নলিখিত বিধি যেরূপ বন্য পক্ষীর প্রতি বর্জিতবে সেইরূপ ঐ জন্তুর প্রতিও বর্জিতবে ।

৩। এই বিধির কার্যপক্ষে প্রসব করিবার ঋতু এপ্রিল মাসের ১ তারিখ হইতে সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইবে ।

৪। প্রসব করিবার ঋতুর কালের মধ্যে শেরপুর মুনিসিপালিটির সীমার মধ্যে কোন ব্যক্তির নিকট সম্প্রতি মারা বা ধরা কোন বন্য পক্ষী, হরিণ, বা খরগোস থাকিলে কিম্বা কোন ব্যক্তি জীবিত বা মৃত তদ্রূপ কোন পক্ষী বা জন্তু বিক্রয়ার্থে দেখাইলে প্রত্যেক পক্ষীর বা জন্তুর নিমিত্ত তাহার ৫) পাঁচ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ।

৬। কোন ব্যক্তি সম্প্রতি মারা বা ধরা কোন প্রকার বন্য পক্ষীর পালক কিম্বা সম্প্রতি মারা বা ধরা কোন খরগোসের বা হরিণের লোম বা চর্ম প্রসব করিবার ঋতুর কালের মধ্যে সহরে আমদানী করিলে তদ্রূপ প্রত্যেক পক্ষীর পালকের কিম্বা তদ্রূপ প্রত্যেক খরগোস বা হরিণের লোমের বা চর্মের নিমিত্ত তাহার ৫) টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ।

৬। দ্বিতীয়বার অপরাধ প্রমাণ হইলে ঐরূপ প্রত্যেক পক্ষী, খরগোস, হরিণ, পালক, লোম বা চর্মের নিমিত্ত ১০) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ।

৭। যে সকল পক্ষী, পালক, লোম ও চর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে বিধির ৪, ৫, ৬ ধারামতে অপরাধ প্রমাণ করা হইয়াছে তাহা জব্দ হইবে ।

৮। উপরোক্ত বিধির ৪, ৫, ৬ ধারা লঙ্ঘন জন্য অপরাধ যাহাতে প্রমাণ হয় এমত সন্ধান যে ব্যক্তি দেন, বিচারকারী মাজিস্ট্রেট উক্ত কএক ধারামতে যে অর্থদণ্ড ধার্য হইয়া আদায় করা যায়, তাহার অর্ধেকের অনধিক তাহাকে পুরস্কার দিতে পারিবেন ।

এচ, এচ, রীসলি,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৪৩২ টি, এম্, নম্বর ।—১৮৯৭ সাল ৯ নবেম্বর ।—ঢাকা মুনিসিপালিটির সীমার মধ্যে বন্য পক্ষী ও শীকারোপযোগী পশু পক্ষ্যাদি রক্ষা করণার্থ উক্ত মুনিসিপালিটির কমিশনরগণ কর্তৃক ১৮৮৭ সালের ২০ আইনের ৩ ধারামতে প্রণীত নিম্নলিখিত বিধি দৃঢ় করণার্থ শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ৯ আগষ্ট তারিখের ৪১৪১ এম্, নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১১ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১১ খণ্ডের ১৯২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুনিসিপালিটিতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি

Act XX of 1887, for the protection of wild birds and game within the limits of the above Municipality, and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified that the said rules are confirmed by the Lieutenant-Governor under clause 4, section 3 of the Act, and are published for general information under clause 5, section 6 of the General Clauses Act I of 1887 :—

RULES UNDER SECTION 3 OF ACT XX OF 1887 FOR THE DACCA MUNICIPALITY.

Rules.

1. "Wild bird" for the purposes of these rules shall include jungle-fowl, pea-fowl, partridges, quail, plover, whistling teal, painted snipe, cotton teal and every bird killed for the sake of its plumage.

2. The Local Government having by notification declared that the provision of section 3, Act XX of 1887, shall apply to hares and deer, the following rules will apply to those animals as well as to wild birds.

3. The breeding season for the purposes of these rules shall extend from the 1st April to the 30th September.

4. Whoever during the breeding season has in his possession, within the limits of the Municipality of Dacca, any wild bird, deer or hare, recently killed or taken, or exposes for sale any such bird or animal, living or dead, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5 for each bird or animal.

5. Whoever during the breeding season imports into the town the plumage of any kind of wild bird recently killed or taken, or the fur or skin of any hare or deer recently killed or taken, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5 for the plumage of every such bird or the fur or skin of every such hare or deer.

6. In the case of a second conviction the fine may extend to Rs. 10 for each such bird, hare, deer, plumage, fur or skin.

7. All birds, plumage, fur or skin, &c., in respect of which a conviction has been had under rules 4, 5 and 6, shall be confiscated.

8. A reward, not exceeding half the fine imposed and realised under rules 4, 5 and 6, may be granted by the adjudicating Magistrate to any person who has afforded information leading to a conviction for a breach of any of the above rules.

H. H. RISLEY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

No. 1437 T.M.—The 9th November 1897.—Whereas a notification No. 2538 M., dated the 7th May 1897, was published at page 116, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 12th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of sections 254 to 260, 260A and 274 of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as amended by Bengal Acts IV of 1894 and II of 1896, to the Muktagacha Municipality, in the district of Mymensingh, and whereas objections which have been accepted as valid have been raised to the proposed extension of the said provisions to certain portions of the Municipality within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 221 of the Act, and in accordance with the modified recommendation of the Commissioners of the Muktagacha Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the above provisions of the Municipal Act to the portions of the Municipality included within the boundary specified below :—

On the north by the Aiman river, on the east by the Dowla bill, on the south by the Subarnakhally Road, and on the west by the Hari Datta's Road.

H. H. RISLEY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৪৭৯ টি, এম, নম্বর ।—১৮৯৭ সাল ১২ নবেম্বর ।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত সেন্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি কলিকাতার মুনিসিপাল আইন সংগ্রহ-করণ বিষয়ক ১৮৮৮ সালের ২ আইনের ৪১৪ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের ৪১৩ ধারামতে কলিকাতা মুনিসিপালিটির কমিশনরদের প্রণীত নিয়তলা ও শানগর এবং কাশী মিট্রের শবদাহ ঘাটে জ্বালানি কাষ্ঠের হার প্রভৃতি বিষয়ক নিম্নলিখিত সংশোধিত উপবিধি দৃঢ় করিলেন ।

কলিকাতা কর্পোরেশন ।

শবদাহ ঘাটে খরচ ।

শবদাহ ঘাটে শবদাহকরণসম্বন্ধীয় উপবিধির মধ্যে ১৯ নং বিধি সংশোধন করাতে এক্ষণে এইরূপ পাঠ করিতে হইবে, যথা—

নিয়তলার ও শানগরের শবদাহ ঘাটে ।

	টাকা	আনা	পাই ।
মণকবা ১/১০ আনার হিসাবে জ্বালানি স্ত্র দাবি কাষ্ঠ ৫/ মণ	১	১১	৬
স্ত্র দাবি সরু চেলা ৮ আটি	০	৮	০
দক্ষিণ ৮ আটি	০	১	০
পাটকাটি ৬ আটি	০	৮	০
মাটির কলসী (একটা)	০	০	৬
পিণ্ড	০	০	৬
স্বত ১/০ ছটাক	০	৮	০
ধুনা ১০ পোয়া	০	৮	০
১/০ আনা গজের কাপড় ২ গজ	০	১	০
গরান ২ খান	০	৮	০
চন্দন কাষ্ঠ ১/০ ছটাক	০	৮	০
ব্রাহ্মণ	০	৮	০
ডোম	০	৮	০
মোট	১	১১	৬

বেশী লাগিলেও উপরোক্ত দরে দিতে হইবে ।

দশ বৎসরের কম বয়সের ছেলেদের

শানগরের ও কাশী মিট্রের ঘাটে নিম্ন লোকদের দাহ করিবার খরচ ।

পূর্ণ বয়স্ক লোকদের	১	১১	৬
১০ বৎসরের কম বয়সের ছেলেদের	০	৮	০

পূর্ণ বয়স্ক লোকদের দাহ করিবার দ্রব্য ।

জ্বালানী কাষ্ঠ ৫/ মণ	১	১১	৬
ডোম	০	৮	০
মোট	১	১১	৬

দশ বৎসরের কম বয়সের ছেলেদের দাহ করিবার দ্রব্য ।

জ্বালানী কাষ্ঠ ২ ১/১০ মণ	০	৮	০
ডোম	০	৮	০
মোট	০	৮	০

মন্তব্য ।—নাজলা, হিন্দি, উড়িয়া এবং ইংবাজী ভাষায় এই সকল উপবিধি এক খান নকল শবদাহ ঘাটে প্রবেশ করিবার পথের পার্শ্ব সকলের নজরে পড়ে এমন জায়গায় একখান তক্তায় টাঙ্গাইয়া রাখিতে হইবে ।

এছ, এছ, রীসুলি,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ।

NOTIFICATION.

No. 4786M.—The 15th November 1897.—Whereas a notification No. 4539M., dated the 30th August 1897, was published at page 205, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 1st September 1897, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of Part X of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as amended by Bengal Acts IV of 1894 and II of 1896, to the North Barrackpore Municipality, in the district of the 24-Parganas, and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 221 of the Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the North Barrackpore Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the above provisions of the Municipal Act to the said Municipality.

H. H. RISLEY,

Secy. to the Govt. of Bengal.

উপস্থিত করা না যাওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব উক্ত আইনের ৩ ধারার ৪ দফামতে উক্ত বিধিগুলি দৃঢ় করিয়া সাধারণ ধারা বিষয়ক ১৮৮৭ সালের ১ আইনের ৬ ধারার ৫ দফা অনুসারে সাধারণের অবগত্যর্থ প্রকাশ করিলেন ।

ঢাকা মুনিসিপালিটির নিমিত্ত ১৮৮৭ সালের ২০ আইনের ৩ ধারানুসারে প্রণীত বিধি ।
বিধি ।

১। এই বিধির কার্য পক্ষে “বন্য পক্ষী” শব্দে বন্য কুক্কুট, ময়ূর, তিতির পক্ষী, বটের পক্ষী, টিটির পক্ষী, সিস দেওয়া বালহাঁস, রঞ্জিত কাদা খোঁচা, তূলা বালহাঁস, (কটনটিল) এবং যে সকল পক্ষীকে পালকের জন্য মারা হয় সেই সকল পক্ষীও বুঝাইবে ।

২। স্থানীয় গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপনক্রমে ১৮৮৭ সালের ২০ আইনের ৩ ধারার বিধান খরগোস ও হরিণের প্রতি বর্জ্যে, এই আদেশ করায় নিম্নলিখিত বিধি যেরূপ বন্য পক্ষীর প্রতি বর্জ্যে সেইরূপ ঐ জন্তুর প্রতিও বর্জ্যে ।

৩। এই বিধির কার্যপক্ষে প্রসব করিবার ঋতু এপ্রিল মাসের ১ তারিখ হইতে সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইবে ।

৪। প্রসব করিবার ঋতুর কালের মধ্যে ঢাকা মুনিসিপালিটির সীমার মধ্যে কোন ব্যক্তির নিকট সম্প্রতি মারা বা ধরা কোন বন্য পক্ষী, হরিণ, বা খরগোস থাকিলে কিম্বা কোন ব্যক্তি জীবিত বা মৃত তদ্রূপ কোন পক্ষী বা জন্তু বিক্রয়ার্থে দেখাইলে প্রত্যেক পক্ষীর বা জন্তুর নিমিত্ত তাহার ৫, পাঁচ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ।

৫। কোন ব্যক্তি সম্প্রতি মারা বা ধরা কোন প্রকার বন্য পক্ষীর পালক কিম্বা সম্প্রতি মারা বা ধরা কোন খরগোসের বা হরিণের লোম বা চর্ম প্রসব করিবার ঋতুর কালের মধ্যে সহরে আমদানী করিলে তদ্রূপ প্রত্যেক পক্ষীর পালকের কিম্বা তদ্রূপ প্রত্যেক খরগোস বা হরিণের লোমের বা চর্মের নিমিত্ত তাহার ৫, টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ।

৬। দ্বিতীয়বার অপরাধ প্রমাণ হইলে ঐরূপ প্রত্যেক পক্ষী, খরগোস, হরিণ, পালক, লোম বা চর্মের নিমিত্ত ১০, টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ।

৭। যে সকল পক্ষী, পালক, লোম ও চর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে বিধির ৪, ৫, ৬ ধারামতে অপরাধ প্রমাণ করা হইয়াছে তাহা জব্দ হইবে ।

৮। উপরোক্ত বিধির ৪, ৫, ৬ ধারা লঙ্ঘন জন্য অপরাধ যাহাতে প্রমাণ হয় এমত সন্ধান যে ব্যক্তি দেন, বিচারকারী মাজিস্ট্রেট উক্ত কএক ধারামতে যে অর্থদণ্ড ধার্য হইয়া আদায় করা যায়, তাহার অর্ধেকের অনধিক তাঁহাকে পুরস্কার দিতে পারিবেন ।

এচ, এচ, রীসলি,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৪৩৭ টি, এম, নম্বর।—১৮৯৭ সাল ৯ নবেম্বর।—ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত মুক্তাগাছা মুনিসিপালিটিতে বঙ্গীয় ১৮৯৪ সালের ৪ আইন ও বঙ্গীয় ১৮৯৬ সালের ২ আইন দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের মুনিসিপালিটি বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ২৫৪ অবধি ২৬০ পর্যন্ত ও ২৬০ক এবং ৯৭৪ ধারার বিধান প্রচলিত করণার্থ শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ৭ মে তারিখের ২৫৩৮ এম, নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১২ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১৪ খণ্ডের ১১৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও এবং উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুনিসিপালিটিতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত মুনিসিপালিটির কোন অংশে উক্ত সকল বিধান প্রচলনের সম্বন্ধে যে আপত্তি উপস্থিত করা গিয়াছিল তাহা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া গ্রাহ্য হওয়ায় সাধারণের অবগত্যর্থ এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রতি উক্ত আইনের ২২১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া এবং মুক্তাগাছা মুনিসিপালিটির সভাগত কমিশনারদের পরিবর্তিত অনুমোদনক্রমে মুনিসিপাল আইনের উক্ত বিধান উক্ত মুনিসিপালিটির নিম্ননির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রচলিত করিবার অনুমতি দিলেন ।

উত্তর সীমা।—আয়মন নদী ।

পূর্ব সীমা।—দৌলা বিল ।

দক্ষিণ সীমা।—সুবর্ণখালী রোড ।

পশ্চিম সীমা।—হরিদত্তের রোড ।

এচ, এচ, রীসলি,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।



গবর্ণমেন্ট গেজেট ।

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৩ নবেম্বর ।

সপ্তম খণ্ড ।

হাই কোর্টের ও ক্লেবিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র ।

বঙ্গদেশের অন্তর্গত কোর্ট উইলিয়মস্ হাই কোর্টের আদেশমতে
প্রচারিত সরকারি অর্ডার ।

বর্তমান বিধি ।

[দেওয়ানী ।]

২।—উকীল হইবার নিমিত্ত আবশ্যিক
গুণের কথা ।

২ নং বিধি, তারিখ ১৮৯৭ সাল ২২এ সেপ্টেম্বর ।

(৩) হাই কোর্টের অধীন আদালত সমূহে নিম্ন-
লিখিত ব্যক্তিগণকে উকীলস্বরূপ ভর্তি করিতে পারা
যাইবে. অর্থাৎ :—

প্রথমতঃ, যে কোন ব্যক্তি কলিকাতা, আলাহাবাদ,
মাদ্রাজ ও বোম্বাই এই কয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন
একটির বাচিলার অফ্ লা উপাধি কিম্বা উক্ত বিশ্ববিদ্যা-
লয়গুলির একটির লাইসেন্সিয়েট অফ্ লা বলিয়া
লাইসেন্স প্রাপ্ত হন তাঁহাকে। কিন্তু উকীলস্বরূপ
ভর্তি হইবার নিমিত্ত তাঁহার দরখাস্ত তাঁহার ঐরূপ
উপাধি বা লাইসেন্স পাইবার এক বৎসরের মধ্যে
কিম্বা হাই কোর্ট কোন বিশেষ কারণে ইহার অপেক্ষা
যে বেশী সময় দেন সেই বেশী সময়ের মধ্যে করিতে
হইবে ।

হাই কোর্টের (দেওয়ানী) সাধারণ বিধি ও সরকার
অর্ডরের ৩৭২ পৃষ্ঠায় ২ খণ্ডের ৭ অধ্যায়ের ১ বিধির
৩ দফার প্রথম পারাগ্রাফের শেষ পংক্তির “হইবে”
এই শব্দটির পর নিম্নলিখিত শব্দগুলি যোগ করিতে
হইবে :—

কিন্তু আলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বাচিলার অফ্
লা ঐরূপে দরখাস্ত করেন তাঁহার বাচিলার অফ্ হাই
উপাধি পাইয়া থাকা চাই এবং তিনি যে জিলাতে
সাধারণতঃ ওকালতী করিবার অভিপ্রায় করেন সেই
জিলায় চলিত দেশীয় ভাষা পড়া, লেখা এবং কথা
সম্বন্ধে জিলায় জজের আদেশানুসারে গৃহীত একটা
পরীক্ষায় তাঁহার উত্তীর্ণ হওয়া চাই ।

১৮৯৭ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতা গেজেটের
১ খণ্ডের ১১৬১ পৃষ্ঠায় এবং ঐ মাসের ১৮ই তা বেঙ্গল খাসাম
গেজেটের ০ খণ্ডের ৮৬৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ।

বঙ্গদেশের অন্তর্গত ফোর্ট উইলিয়ামস্থ হাই কোর্টের আদেশ মতে
প্রচারিত সরকারি অর্ডার।

বর্তমান বিধি।

[ফোর্জদারী।]

কার্যের নিমিত্ত ইণ্ডেন্ট।

৩ নং। তারিখ ১৮৯৭ সাল ২৫ এ সেপ্টেম্বর।

[বিচার বিভাগীয় পাঠের জন্য বাৎসরিক ও বিশেষ প্রয়োজনীয় ইণ্ডেন্টের কথা।—১৮৯০ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখের ৭ নং সরকারি অর্ডার।]—(ক) অনুমোদিত বিচার বিভাগীয় পাঠের জন্য বাৎসরিক ইণ্ডেন্ট প্রতি বৎসর ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখের পর না হয় এমন তারিখে পরবর্তী ১লা আগস্ট অবধি ৩১শে জুলাই পর্যন্ত বার মাসের জন্য সরবরাহের নিমিত্ত ফেশনরির সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(খ) বিশেষ প্রয়োজনীয় ইণ্ডেন্ট বৎসরের যে কোন সময়ে পাঠান যাইতে পারে এবং তদনুসারে বৎসরের যে কোন সময়ে দ্রব্য সরবরাহ করা যাইবে কিন্তু এইরূপ সকল ইণ্ডেন্ট হাই কোর্টের মারফত পাঠাইতে হইবে।

(ফোর্জদারী) সাধারণ বিধি ও সরকারি অর্ডার পুস্তকের ক্রোড়পত্রের ২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ১৮৯০ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখের ৭ নং সরকারি অর্ডারের পরিবর্তে নিম্নলিখিত সরকারি অর্ডারটি সন্নিবেশিত করিতে হইবে :—

কার্যের নিমিত্ত ইণ্ডেন্ট।

[বিচার বিভাগীয় কার্যের নিমিত্ত বাৎসরিক ও জরুরি ইণ্ডেন্ট—১৮৯৭ সালের ২৫ এ সেপ্টেম্বর তারিখের ৩ নং সরকারি অর্ডার।]—

(ক) ১লা আগস্ট হইতে পরবর্তী ৩১ এ জুলাই পর্যন্ত ১২ মাসের জন্য অনুমোদিত বিচার বিভাগীয় কার্যের সরবরাহের নিমিত্ত বাৎসরিক ইণ্ডেন্ট প্রতি বৎসর ১লা জানুয়ারির পর না হয় এমন তারিখে ফেশনরির সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(খ) জরুরি ইণ্ডেন্ট বৎসরের যে কোন সময়ে পাঠান যাইতে পারিবে এবং তদনুসারে বৎসরের যে কোন সময়ে দ্রব্য সরবরাহ করা যাইবে। কিন্তু এইরূপ ইণ্ডেন্ট হাই কোর্টের হাত দিয়া পাঠাইতে হইবে।

(গ) ফেশনরি বিষয়ক ১৮৯০ সালের বিধিপুস্তকের ১১ পৃষ্ঠায় ৮ বিধির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে। ঐ বিধিতে এই কথা লিখিত আছে যে কোন কর্মচারী কোন দ্রব্যের যে পরিমাণ চাহিয়া পাঠান তাহা যদি ঐ দ্রব্যের গড় খরচের উপর শতকরা ১০ ভাগের বেশী হয় তাহা হইলে ইণ্ডেন্টে সন্তোষজনক কৈফিয়ত না লিখিলে ১০ ভাগ বেশীর উপর যে অধিক পরিমাণ ইণ্ডেন্ট করা হয় তাহা পাশ করা হইবে না। ভবিষ্যতে সকল স্থলেই এই বিধি কড়াকড় রকমে কার্যে পরিণত করা হইবে।

CHUNDER NATH BOSE,
Bengal Translator.



গবৰ্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, NOVEMBER 23, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৩ নবেম্বৰ।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইংলিছ ভাষাৰ অধিকাৰ।

LAND ADVERTISEMENTS.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তিহার নামা কাছারি কলেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইহাঙ্গারা জানান যাইতেছে যে, ১৮৯৭ ইং ২৫ মে শেষ তারিখর অনাদায় ১০) টাকার উর্দ্ধ জমার নওয়াদ ও খাষ তরফ
তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার
ধর্মমতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ রহম্পতিবার নিলামের দিন ধার্যে জিলা কলেক্টরী
কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকাব নম্বর।	মোজা, থানা, মহাল ও তালুকাব নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেছ।	খাজানা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৮৮৭ ২০১৩৪ ৫৫৯	মোঁজে বাকলিয়া থানা সহর মহাল নওয়াদ।— তাং আহম্মদ আলী ও মাহাং ইছপ ও কোকান আলী ও আজগর আলী ও শ্রীমতী মুরবিবি।	জব্বার আলী সদাগর জানিবে শ্রীমতী ময়মুনা খাতুন ও করিমমিছা পক্ষে হিং মুরল হক ও আছকা খাতুন, নেজা- মত আলী চৌধুরী ও মনীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, মোবা রেক আলী, আবদুল রহমান ও নেজামত আলী ও আবদুল হাকিম স্বয়ং ওং নাবাজেগ ভ্রাতা আলা মিঞা ও ইছমাইল হিতৈষী উক্ত আবদুল হাকিম।	৬৮৬।০	২৩৬।৬	৩৬।৯৯	১৬।৯০	৫৩।৯

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 22nd September 1897

F. P. DIXON,
For Collector.

জিলা মালদহ ।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক ।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মালদহ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনামুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ । ২০ ডিসেম্বর তারিখে বেলা দুই প্রহর ১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ক্রমিক নম্বর ।	মহাল ও পথগনার নাম ।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা ।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না ।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম ।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, ঐ অংশের সদর জমা ।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহাব বাকী ।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, তাহাব বাকী ।
৫৮১	কাশিমপুর পর- গণা কাশিমপুর ।	২৩১১৬৮০	না	এই মহালে মোট ৩২টি মৌজা আছে । এই সম্পূর্ণ মহালের রেসিডুয়ারী অংশ নিলাম হইবে কিন্তু নীচের লিখিত অংশ- গুলি যাহার জন্য স্বতন্ত্র তিনটি পৃথক হিসাব খোলা আছে তাহা নিলাম হইবেক না যথা ;— (১) এই সম্পূর্ণ মহালের ৩২টি মৌজার মধ্যে ৯৫ দ্বীপ অংশ, (২) ইন্দ্রসইল, উত্তরজোই. ওয়ালতোর, গাজপুর, খোদ- মালধা. গোপালপুর, ছয়পুরা, জলকর গাজপুর, প্রজাপতি শ্রীপতি, জোতজাহাজীর, জোতমণি, দুহিল, দেওগাঁও, নলতোর, পানপাড়া, পাহাড়ীভিটা, বাউল, বিল আন্ধারু, বিল ওলানা, বিল দহডারা, বিল পারনা, বিল হাতিয়া, ভবানীপুর, মবারকপুর, মুদাকত খালিমনগর, রসিকপুর সজইল, সুলতানপুর ও সাহাজাদপুর মৌজার ৯১৬১২ দ্বীপ অংশ ও (৩) দুহিল সাহাজাদপুর নলতোর, জোতমণি, সজইল ও উত্তর জোই মৌজার ১/২ গাড়া অংশ ।	শিবগোবিন্দ খোক- দার, বিবি মরহুতন নেসা, বিবি উজিরন নেসা, বিবি উজিরেণ নেসা স্বয়ং ও উজিরন নেসা পক্ষে যুজা আবেদ হোসেন, জাবেদা খাতুন, ও আমন খাতুন ; গোলাম হোসেন চৌধুরী যুজা আমজাদ আলোবেগ, মুরজাঁহা নেসা স্বয়ং ও মুরজাঁহা নেসা পক্ষে আমিলন নেসা ও নজি- বন নেসা ; মধুসূদন ঘোষ, পিয়ারী খানম, হৃদয় মোহন পাল স্বয়ং ও হৃদয় মোহন পাল পক্ষে উপেন্দ্র নারায়ণ পাল ও সুরেন্দ্র নারায়ণ পাল ; ভৈরবচন্দ্র নন্দী, লক্ষ্মী নারা- য়ণ নন্দী স্বয়ং ও লক্ষ্মী নারায়ণ নন্দী পক্ষে শশিভূষণ নন্দী ; বিহারীলাল নন্দী, অষ্টমত চন্দ্র খোকদার আবির মহম্মদ চৌধুরী স্বয়ং ও আবির মহম্মদ চৌধুরী পক্ষে রবিউল্লা চৌধুরী, জহর মহম্মদ চৌধুরী ও কিশোর নেসা ; সমনজান নেসা ও পরতী নেসা ।	১৬৭০৬৮	৮২১০

উল্লিখিত রেসিডুয়ারী অংশ ১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বর কিস্তির বাকী রাজস্ব আদায় জন্য নিলাম হইবে ।

টীকা—যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৬ ও ৯ নম্বরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের
নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও তাহার অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না ।

MALDA COLLECTORATE,)

J. H. LRA,

The 1st November 1897.)

Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনামুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ ইংরেজির ২৬শে নবেম্বর তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পর্বগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২০২ ১০১৭ ১২৮২	থানে শাকানীয়া মোং গারাজিয়া তং মোং গারাজিয়া বাং তং মঙ্গত রাম হাজারি।	২০১৫১/৯	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রী হই- বেক।	শ্রীযুত বাবু কৈলাস চন্দ্র দাস মেনে- জার জাং আবতুল ফর্তা খাঁ শ্রীদানু মিঞা গং।	৩০৬০
৩৩০ ২২০৯ ১৭৪০	তরফ মোজে মোহা- গারা— বাং তং মঙ্গত রাম হাজারি।	৩৩৫১০/৩	ঐ	শ্রীগমির সিং হাজারি শ্রীআবতুল ফর্তা খাঁ গং।	৩৯৮১/২
৬৬৭ ২০১৭৫ ১৭২৪৭	মহাল লাখেরাজ বাজে আর্পী— মোজে মিটাছরি থানা রাস্তা— তং মাহাং কালু ...	৫১৮১/৬	ঐ	শ্রীসেখ হাবিব আহা- ম্মদ চোং জাং তং- পিতা মকবুল আলী চোং পক্ষে।	৪৮১৭

সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৫মেই শেষ তারিখের বাকি পড়া।

টীকা।— যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘবে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 24th September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

জিলা মালদহ।

নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মালদহ জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্নমেন্টের যে মালিকি স্বত্ত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত মালদহ জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৭ সনের ২০ ডিসেম্বর তারিখে মোতাবেক বাঙ্গালা ১৩০৪ সনের ৬ পৌষ তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক।

খরিদারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে।—

নিলামের সর্ত্ত :—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্নমেন্টের যে মালিকি স্বত্ত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ত্ব খরিদারের প্রতি পর্যাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণে যে সকল পাট্টা বর্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভিনিউ কার্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ত্ব স্বীকার করিতে খরিদারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাত্ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০ টাকার উদ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাত্ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পক্ষ উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আশ্রয়িত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অন্যদায়কারি খরিদারের দায়িত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

ক্রমিক নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	একক যতদূর জমির পরিমাণ।	হিসাবে গবর্নমেন্টের বাজস্ব ধার্য হই- তে।	মন্তব্য।
২০ নং	বিটোরী ধোবরা মহালের অবিভক্ত এজমালী ১০ আট আনা অংশ। পরগনা কাশিমনগর।	১৩০—২—৩৬	১০৫ ১১/ ১০	এই মহালের এজমালী অবিভক্ত গবর্নমেন্টের ১০ আট আনা অংশ নিলাম হইবে। তৃতীয় ঘরে মোট মহালের রকবা দেখান হইল। চতুর্থ ঘরে গবর্নমেন্টের ১০ আট আনা অংশের রাজস্ব দেখান হইল। এই মহাল বর্তমান সনের জন্য ইজারা বন্দো- বস্ত আছে আগামী ১৮৯৮ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ইজারার ম্যাদ শেষ হইবে আগামী ১৮৯৮ সালের ১লা এপ্রেল হইতে নিলাম খরিদার এই মহালের মালিক স্বরূপ গণ্য হইবে।
১৫৪ নং	১১/০ দশ আনা তরফ মহদীপুর মহালের অবি- ভক্ত এজমালী ১০ আট আনা অংশ। পরগনা কাশিমনগর।	৩৫২৯—২—১৩	১৭১৫ ১১/ ২	এই মহালের অবিভক্ত এজমালী গবর্নমেন্টের ১০ আট আনা অংশ নিলাম হইবে। তৃতীয় ঘরে মোট মহালের রকবা দেখান হইল। চতুর্থ ঘরে গবর্নমেন্টের ১০ আট আনা অংশের রাজস্ব দেখান হইল। আগামী ১৮৯৮ সালের ১লা এপ্রেল হইতে নিলাম খরিদার এই মহালের মালিক স্বরূপ গণ্য হইবে।
৫২৪ নং	ডোরাপাড়া সোণাপুর। পরগনা কাশিমনগর।	২২৮—১—৮	১৭৬ ১/ ১১	আগামী ১৮৯৮ সালের ১লা এপ্রেল হইতে নিলাম খরিদার এই মহালের মালিক স্বরূপ গণ্য হইবে।

কালেক্টরের কাছারি

জেলা মালদহ

তারিখ ২৮শে অক্টোবর ১৮৯৭।

J. H. LUKA,
Collector.

জিলা নোয়াখালি।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩, ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ১১ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮। ৪ জাম্মারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ধরে কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌমিক নং।	মহাল ও পরগণা নাম।	সম্পূর্ণ মহা লের সদ্য জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কোনমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, ঐ অংশের সদ্য জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২১১	বামনী জমিদারী চাকলে বামনী।	১১১০৭,	সম্পূর্ণ	বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মেনেজার অব মিস কোর্ডজেন স্টেট ও বাবু রঘুনাথ প্রসাদ তেওয়ারি গং।	...	৫০৫৫১১/১১
খাস মহাল টেনিউর —								
১৫৫১	চর গুলুকিয়ার ৯ নং গং মং হাওলা আবদুল রহমান।	৬১৮৮৬	সম্পূর্ণ	মাজিদ মাজি	১৪২০/৫
১৬৬২	চর মঘধরা গং মং হাওলা আজম- তুল্লা গং ৮০ নং দখল।	৭০৮৮০/৭	ঐ	তৈলোক্যনাথ গুহ অভিভাবক জানিবে সচিনাথ গুহ।	১০০১১
১৬৭১	চর গাজির ১ নং দখল।	২০২৭১/৪	ঐ	জমিয়ত আলি	৪৮৭১০
১৬৭১	ঐ চরের ২ নং দখল	১৫৫২১/১১	ঐ	ঐ	৩৭৩১/৬
১৬৮৬	চর আলেকজান্ডারের ১ নং গং মং হাওলা।	৫৪০৮/৭	ঐ	নবকুমার বসু	১৩৬০/৯
১৬৮৬	ঐ চরের ২ নং গং মং হাওলা।	৬৪২৮৯	ঐ	ঐ	১৭০১/৯

S. K. AGASTI,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।—ইতিহাস নামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহাধারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৬ ইং ২৬ ডিসেম্বর শেষ তারিখের অনাদায় ৫০, টাকার উর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ তালুকাদির বাবী ধাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ সাং ৬ এপ্রিল তারিখে নিলাম হইয়া উদ্যত্রে যে সমস্ত তালুকা বায়না জব্দ হইয়াছে সেই সমস্ত তালুকাদির বাবী আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ও ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সাং ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মমতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ সালের বাং তাং ১১ অগ্রহারণ রোজ বৃহস্পতিবার ধার্যে জিলা কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য ছানি নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তালুক নম্বর।	মৌজা থানা, মহাল ও তালুক নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজনা।	ছেছ।	খাজনা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৪৮১৮ ২৩৮৭৮ ৫৮৮ ১৫৪৮	মৌজে জুজখলা থানা কটীকছুরী মহাল নওয়া বাদ।— তালুক এয়ার আলি ধাঁ, হাং তাং ওবেদর রহ- মান ধাঁ।	ওবেদর রহমান ধাঁ ও মেহের আলি ধাঁ।	২৩৪৪)	১৬৬৬০	৬৯৩)	৩৭১৩৩	৬৩০১৩৩	...

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 22nd September 1897.

F. P. DIXON,

For Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking six pounds at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, Rs. 2 ans. 8; per eight-ounce tin, Rs. 5; per pound tin, Rs. 10. The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, for cash only, at the undernoted rates: per four-ounce tin, Rs. 3; per eight-ounce tin, Rs. 6; per pound tin, Rs. 12. This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 oz. tin, eight annas per 8 oz. tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

ক্লরিন সিন্‌কোনা।

কলিকাতায় বোটানিক্যাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট গবর্ন-
মেন্টের কর্মচারীগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে
ক্লরিন সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ২।।০ টাকায়, আট ওন্স টিন ৫. টাকায় ও এক পৌণ্ড
টিন ১০. টাকায় পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট নগদ মূল্য
মিলে এই হিসাবে অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ৩. টাকায়, আট ওন্স টিন ৬. টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন
১২. টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রয়গণও এই
ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ওন্স টিনের ১০, আট ওন্স টিনের ১।০
ও এক পৌণ্ড টিনের ৬. ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন ১৮) বা ডাক মাশুল সমেত ১৮৮০

৥ আধ " " ৯) " " " " ৯৥০

। শিকি " " ৪৥০ " " " " ৫)

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনাডাইন নামক অপকৃষ্ট কাণের সহিত ইচ্ছাপূর্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টি দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance:—

For the Mufassal.

			Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—						
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage

E. N. BAKER.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৯৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বালুনা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্ন লিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে:—

	বকঃসলে	টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	...	বৎসর ১০৮
ডাকমাশুল	...	" ২৥০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে কারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	" ৫)
ডাকমাশুল	...	" ১১
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	...	" ১০
ডাকমাশুল	...	" ১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	...	১০ ৪ পৃষ্ঠার উপর বৎসর অধিক হইলে তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি দ্বার একং আনা।
ডাকমাশুল	...	১০

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও বকঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারী।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A., in two Volumes. Price Rs. 24 : packing and postage Re. 1-12.

••• The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced student only, yet as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country—*Extract from Preface*

OFFICE OF SUPDT., GOVT. PRINTING, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

NOTICE.

In continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengales Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—Rates of advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

				Rs.
Full page, per issue	20
Half "	"	"	...	10
Casual advertisement—4 annas per line.				

বিজ্ঞাপন ।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐং গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮১ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই গর্হের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল ।

গবর্ণমেন্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্ট কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে ভিন্নমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল ।

এই অবধি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েটের আর্কোন্টান্তের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন বেগন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না ।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিকোন্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে ।

সি. ডবলিউ বোল্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর ।

মতব্য ।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হাব এইং ।—

				টাকা
পূর্বা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	২০
আধ পৃষ্ঠা	১০
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পৃষ্ঠা	১০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-অটা-ল্যা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত বর্তমানের ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, কিলড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত সেক্রেটারিয়েট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর অধীকৃত বিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য, ৫, পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার ধরচ।/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন। যন্ত্রব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিনেড এন্ডেফট টোন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্টারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্নমেন্ট প্রেসে, থাকার স্প্রিন্ট কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণকে এতদ্বারা অবগত করা যাইতেছে যে ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জের নিকট ধলেশ্বরী নদীর তটে প্রতি বৎসর যে কার্তিক বারুণী মেলা হইয়া থাকে তাহা ঋতুীয় ১৮৯৭ সালের ২৫এ নবেম্বর অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩০৪ সালের ১১ই অগ্রহায়ণ তারিখে আরম্ভ হইয়া ১৮৯৮ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখ পর্যন্ত থাকিবে। ব্যবসায়ী ও বিক্রেতাগণ ও অন্যান্য ব্যক্তি এই ছয় সপ্তাহ কালের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবেন।

জিলা বোর্ডের আপিস,
ঢাকা, ১৮৯৭ সাল ২৮এ অক্টোবর।

কে, মহম্মদ ইউসুফ,
চেয়ারম্যানের পরিবর্তে।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ যন্ত্রালয়ে গবর্নমেন্টের জন্য শ্রীযুত জেমস পেট্রী সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, NOVEMBER 30, 1897.

বঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৩০ নবেম্বর।

CONTENTS.

	PAGE.	নিবন্ধ।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্ধারণ	নাই।
PART II.—Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal	341—352	আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	নাই।
PART IIIA.—Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal	113—116	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	৩৭১—৩৮০
PART III.—Acts of the Legislative Council of India	Nil.	দ্বিতীয় ক খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আদেশ	১১০—১১৫
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাঠ্যলিপি	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART VII.—Circular Orders by the High Court and Board of Revenue	nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাঠ্যলিপি	নাই।
PART VIII.—Advertisements	583—593	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ আদেশ	নাই।
SUPPLEMENT	Nil.	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রভৃতি	৫৮০—৫৯০
		পরিশিষ্ট গবর্ণমেণ্টের গেজেট	নাই।

PART II.

Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

প্লেগ-বিষয়ক বিজ্ঞাপন।—৯ নম্বর।

দার্জিলিঙ্গ, ১৮৯৭ সাল ১০ই নবেম্বর।

ব্যাপক পীড়া বিষয়ক ১৮৯৭ সালের আইনের ২ ধারার (১) প্রকরণ ও ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টের ১৮৯৭ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখের ৩০২ নং বিজ্ঞাপন অনুসারে প্রদত্ত ক্ষমতার পরিচালন করিয়া বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব প্লেগ বিষয়ক ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখের ১, ৪ ও ৫ নং বিজ্ঞাপন ও ১২ই মার্চ তারিখের ৬ ও ৭ নং বিজ্ঞাপনক্রমে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা রহিত করিয়া বুবনিক প্লেগের প্রচার নিবারণার্থ নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নির্দেশ করিলেন।—

প্রথম ভাগ।—প্লেগ কমিশনের নিয়োগ।

১। বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশের মধ্যে যাহাতে বুবনিক প্লেগ হইতে না পারে ও হইলে তাহার প্রচার হইতে না পারে তন্নিমিত্ত যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে গবর্নমেন্টকে জিলা ও রেলওয়ের কর্মচারীদিগকে, ডিপার্টমেন্ট সকলের প্রধান রাজপুরুষদিগকে ও মুনিসিপালিটি ও জিলা বোর্ড সকলকে পরামর্শ প্রদান করিবার জন্য এবং অতঃপর অন্য যে সকল কর্তব্যকর্মের ভার নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের প্রতি অর্পিত হয় তাহা নিব্বাহার্থে একটা প্লেগ কমিশন হইবেন বলিয়া ঐ সকল ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা গেল।—

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের মেডিকাল ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী, মান্যবর এচ, এচ,					
রিসলী, সি, আই, ই,	সভাপতি।	
মান্যবর সার পোর্টিক প্লেফ্যার, নাইট, সি, আই, ই,	}	
মান্যবর এম, সি, টর্নর,		
বেঙ্গল চেম্বর অব কমার্সের সভাপতি		
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী		
বঙ্গদেশের সিবিল হাঁস্পাতাল সমূহের ইনস্পেক্টর জেনরাল		
বঙ্গদেশের সানিটরি কমিশনার		
কলিকাতার মেডিকাল কলেজের প্রিন্সিপাল		
ত্রিগেড সর্জন লেপ্টেনেন্ট কর্নেল আর, সি, মণ্ডার্স		
ত্রিগেড সর্জন লেপ্টেনেন্ট কর্নেল জে, ও'ব্রাইয়েন		
ত্রিগেড সর্জন লেপ্টেনেন্ট কর্নেল সি, এচ, জুবায়ার		
ত্রিগেড সর্জন লেপ্টেনেন্ট কর্নেল ই, জি, রসেল		
সর্জন লেপ্টেনেন্ট কর্নেল জে, লিউটাস		
সর্জন মেজর এ, ডবলিউ, ডি, লাহি		
বঙ্গদেশের পোলিসের ইনস্পেক্টর জেনরাল		
কলিকাতা করপোরেশনের সভাপতি		
ডাক্তর মহেন্দ্রলাল সরকার		
ডাক্তর কৈলাস চন্দ্র বসু		
মাহিমবর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধির অনারারি আসিস্ট্যান্ট সর্জন মৌলবী জহিরুদ্দীন আহাম্মদ		
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের ছোট সেক্রেটারী, ডবলিউ, বগান্স্ ওইদর		সেক্রেটারী।

দ্বিতীয় ভাগ।—গ্রাম ও মুনিসিপালিটির বহির্ভূত নগর সম্বন্ধীয় বিধি।

২। প্লেগ কর্তৃপক্ষের নিয়োগ।—যেখানে প্লেগ হইবার আশঙ্কা আছে এরূপ প্রত্যেক স্থানে জিলায় মাজিস্ট্রেট কমিশনার সাহেবের সাধারণ উপদেশ মান্য করিয়া প্লেগের প্রচার নিবারণার্থ যে সকল উপায় আবশ্যিক জিলায় মাজিস্ট্রেটের সাধারণ আদেশানুসারে তাহা উদ্ভাবন ও কার্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত নামোন্লেখ করিয়া কিম্বা সরকারী পদধারী বলিয়া বিশেষ কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এই সকল বিধি অনুসারে কোন স্থানের নিমিত্ত যে বিশেষ কর্মচারীরা নিযুক্ত হন তাহারা প্লেগ কর্তৃপক্ষ বলিয়া খ্যাত হইবেন।

৩। জমির মালিকদের কর্তব্যকর্ম।—প্রত্যেক গ্রামের মণ্ডল, জমির প্রত্যেক অধিকারী ও দখীলকার ও তাহার এজেন্ট এবং গবর্ণমেন্ট বা কোর্ট অব ওয়ার্ডস কর্তৃক রাজস্ব আদায় কার্যে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তির মধ্যে প্লেগ হইলে প্রত্যেক প্লেগাক্রান্ত ব্যক্তির বিষয় সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ পোলীস স্টেশনে তৎক্ষণাৎ রিপোর্ট করা সম্বন্ধে, পীড়িত ব্যক্তিদিগকে ও তাহাদের পরিচারক প্রভৃতিকে স্বতন্ত্র রাখা সম্বন্ধে, যাহারা প্লেগাক্রান্ত হইয়াছিল তাহাদের বাড়ীর সংক্রামক দোষ নষ্ট করা সম্বন্ধে এবং মৃত ব্যক্তিদের স্ব স্ব ধর্মামুগত প্রথা অনুসারে দেহের সৎকার সম্বন্ধে যাহাতে নিম্নলিখিত বিধানগুলি সম্পূর্ণরূপে পালিত হয় তন্নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

৪। স্টেশনের ও আউট-পোস্টের কর্মচারীদিগের ও গ্রাম্য পোলীস ও চৌকীদারী পঞ্চায়তের কর্তব্য কর্ম।—কোন স্থানে বুঝনিক প্লেগের প্রাণুর্ভাব হইয়াছে বলিয়া ব্যক্ত করা হইলে যদি তথা হইতে কোন চৌকীদারের গ্রামে কোন লোক আসিয়া পহুঁছায় তাহা হইলে ঐ চৌকীদারকে অবিলম্বে ঐ লোকের নাম ও যে গৃহস্থের বাটীতে সে বাস করিতেছে তাহার নাম আপন পোলীস স্টেশনে বা আউট-পোস্টে রিপোর্ট করিতে হইবে ও তাহার পর ঐরূপ নূতন লোক আসিয়া পহুঁছিলেই সেই কথা রিপোর্ট করিতে হইবে। উপরি লিখিত কর্তব্য কর্মটি ঠিকভাবে সম্পাদিত হইতেছে কি না, চৌকীদারী পঞ্চায়তের মেম্বরদিগের তাহা দেখিতে হইবে। পোলীস স্টেশনে ও আউট পোস্টে একখানি বিশেষ তালিকা রাখা যাইবে এবং ঐরূপে যে সকল নাম রিপোর্ট করা যায় তাহা ঐ তালিকায় তারিখ দিয়া লিখিতে হইবে। রেলওয়ে পোলীস ১৩ বিধি অনুসারে স্টেশনের কর্মচারির নিকট প্লেগাক্রান্ত স্থান হইতে আগত যে সকল রাহীলোকের নাম ও ঠিকানা রিপোর্ট করেন তিনি ঐ বিশেষ তালিকায় তাহাও লিখিবেন। তিনি আরও ঐ বিশেষ তালিকার লিখিত ব্যক্তিদের তাহার এলাকায় পহুঁছিবার ঠিক পরবর্ত্তী দশ দিন ধরিয় ঐ ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্বন্ধে আপনার নিকট বিশেষ রিপোর্ট আনাইবেন।

৫। বেশী ইন্দুর বা বানর মরিতেছে এরূপ জানিতে পারিলে প্রত্যেক চৌকীদারের তাহা রিপোর্ট করিতে হইবে।

৬। পোলীস স্টেশন বা আউট পোস্টের কর্মচারী আদেশ করিলেই ঐ পোলীস স্টেশন বা আউট-পোস্টের এলাকার মধ্যস্থিত কোন রেলওয়ে স্টেশনে প্রত্যেক চৌকীদারকে ২৪ ঘণ্টা মোতাএন থাকিতে হইবে ও পরে সরকুলর বা পোলীস বিভাগের শুকুম ক্রমে যে যে কর্তব্যকর্ম নির্দিষ্ট হয় ঐ রেলওয়ে স্টেশনে থাকিয়া সেই সেই কর্তব্যকর্ম করিতে হইবে।

৭। রেলওয়ে স্টেশনে চৌকীদারদের হাজির থাকিতে হইবে।—পোলীসের ডিস্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেন্ডেন্ট জিলার মাজিস্ট্রেটের সহিত পরামর্শ করিয়া এইরূপ বন্দোবস্ত করিবেন যে তাহার জিলার অন্তর্গত যে সকল রেলওয়ে স্টেশনের নাম অতঃপর সময়ে সময়ে বিজ্ঞাপিত হইবে সেই সকল রেলওয়ে স্টেশনে দুই দুই জন অথবা আবশ্যিক হইলে দুই দুই জনের বেশী চৌকীদার ২৪ ঘণ্টাই হাজির থাকিবে। এই বন্দোবস্ত ডিস্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেন্ডেন্টের আজ্ঞাধীনে পোলীস স্টেশন বা আউট-পোস্টের কর্মচারীকে করিতে হইবে, এবং ২৪ ঘণ্টা কর্ম করিবার পর ঐ দুই দুই জন চৌকীদার বা ঐ চৌকীদারের দল নিয়মিত রূপে রিলিফ হয় ও প্রত্যেক ব্যক্তি দিন দুই আনা হারে খোরাকী পায় ইহার নিমিত্ত ঐ কর্মচারির জবাবদিহি থাকিবে। মাজিস্ট্রেট যেরূপ বন্দোবস্ত করিবেন সেইরূপ বন্দোবস্ত অনুসারে ঐ খোরাকী জিলা বোর্ডের তহবীল বা জিলার অন্য কোন তহবীল হইতে প্রদত্ত হইবে।

৮। বিশেষ তালিকার লিখিত ব্যক্তির মৃত্যুর রিপোর্ট হইলে তদন্ত করিতে হইবে।—৪ বিধির উল্লিখিত বিশেষ তালিকায় যে ব্যক্তির নাম লেখা হয় তাহার কিম্বা সে যে বাড়ীতে থাকে সেই বাড়ীর কোন ব্যক্তির পীড়া কি মৃত্যু হইয়াছে এরূপ সম্বাদ পাওয়া গেলে, মৃত ব্যক্তির প্রত্যক্ষ লিপির লিখিত মত প্লেগের লক্ষণ আছে কিম্বা ছিল কি না ইহা নির্ণয় করণার্থ স্টেশনের বা আউট-পোস্টের কর্মচারী তদন্ত করিবেন এবং ঐ তদন্ত সম্বন্ধে যাহা করিলেন স্টেশনের রোজনামচায় লাল সেই দিয়া তাহার রিপোর্ট লিখিয়া রাখিবেন, এবং সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ প্লেগ কর্তৃপক্ষকে ঐ কথা জানাইবেন।

৯। গ্রামে মৃত্যুর সংখ্যা অধিক হইলে তদন্ত করিতে হইবে।—কোন গ্রাম হইতে যে সকল মৃত্যুর কথা রিপোর্ট করা হয় তাহার সংখ্যা সচরাচর যত মৃত্যু ঘটে তাহার বেশী হইলে, বিশেষতঃ জ্বর হইয়া হঠাৎ মৃত্যু সংখ্যা ঐরূপ বেশী হইলে, বুঝনিক প্লেগের লক্ষণ বিদ্যমান ছিল কি না ইহা নির্ণয় করণার্থ স্টেশনের বা আউট-পোস্টের কর্মচারী অবিলম্বে তদন্ত করিবেন এবং বঙ্গীয় পোলীসের ১৮৯৭ সালের মার্চ মাসের ২ নং সরকুলরের নির্দিষ্ট “সিভিল সর্জনের নিকট মৃত্যুর যে সাপ্তাহিক বিবরণ-পত্র” দিতে হয় তাহা পাঠাইবার সময় মৃত্যুর ঐ বর্দ্ধিত হারের প্রতি সিভিল সর্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন।

১০। পূর্ববর্তী বিধিগত তদন্তের ফল সিভিল সার্জনের নিকট রিপোর্ট করিতে হইবে।—ঠিক পূর্ববর্তী বিধি দুইটির কোন বিধি অনুসারে তদন্ত করিয়া যে ফল হয় স্টেশনের বা আউট-পোস্টের কর্মচারী তাহা অবিলম্বে সিভিল সার্জন ও সর্কাপেক্ষা নিকটস্থ প্লেগ কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করিবেন এবং স্টেশনের যে রোজনামচা প্রতিদিন পাঠান হয় ডিস্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও মাজিস্ট্রেটের অবগতির নিমিত্ত তাহাতে লাল সেহাই দিয়া ঐ কথা লিখিবেন।

১১। মাজিস্ট্রেট ও পোলীসের বড় কর্মচারীদিগকে তত্ত্বাবধান করিতে হইবে।—এই ব্যবস্থায় যে সকল বিধি নির্দিষ্ট হইল তদনুসারে যথারীতি কার্য করা হইতেছে কি না তাহাতে মাজিস্ট্রেটেরা ও পোলীসের বড় কর্মচারীরা জিজ্ঞাসা করিয়া ও তদন্ত লইয়া তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া লষ্টতে পারেন এই নিমিত্ত তাঁহারা যখনই পারিবেন চৌকীদারদের যে সাপ্তাহিক কুচকাওয়াজে সকল চৌকীদার একত্র হয় তাহাতে উপস্থিত হইবেন।

১২। প্লেগ কর্তৃপক্ষকে জিলা ও গ্রাম্য পোলীসের সাহায্য করিতে হইবে।—এই ব্যবস্থা অনুসারে প্লেগ কর্তৃপক্ষকে যে সকল কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করিতে হইবে তাহা সম্পাদন করিতে পারিবার নিমিত্ত তাঁহাদের যে সাহায্যের প্রয়োজন হয় জিলা ও গ্রাম্য পোলীস তাঁহাদিগকে সেই সাহায্য প্রদান করিবেন।

১৩। রেলওয়ে পোলীসের কর্তব্যকর্ম।—রেলওয়ে পোলীসের আসিফাণ্ট ইন্স্পেক্টর জেনরল দিগকে জিলা পোলীসের সহিত সর্বান্তঃকরণে একযোগে কার্য করিতে আদেশ করা যাইতেছে। তাঁহারা এইরূপ বন্দোবস্ত করিবেন যে, ট্রেন আসিয়া পঁছলিলেই রেলওয়ে পোলীস প্লেগাক্রান্ত স্থান হইতে আগত রাহীলোকদের নাম ও বাসস্থানের তালিকা প্রস্তুত করে। যে সকল টিকিট লওয়া হয় তাহার সহিত এই তালিকাগুলি মিলাইয়া দেখিবার পর স্টেশন পোলীসে পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে। কোন রাহী ঠিক নাম বা ঠিক বাসস্থান বলে নাই এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ থাকিলে, সে যে নাম ও বাসস্থান বলিয়াছে তাহা সত্য কি না জানিবার জন্য ৭ বিধির লিখিত একজন চৌকীদারকে তাহার সহিত পাঠান যাইবে। যে সকল বিধি রেলওয়ে স্টেশনে পালিত হইবার জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে তদনুযায়ী ঠিক ঠিক কার্য হইতেছে কি না ও কোন রাহী মধ্যবর্তী কোন স্টেশনে নামিয়া নূতন টিকিট লইয়া পরীক্ষা ও পরিদর্শন এড়াইতেছে কি না ইহা দেখিবার জন্য প্রত্যেক আসিফাণ্ট ইন্স্পেক্টর জেনরলের নিমিত্ত এরূপ কয়েকজন লোক মঞ্জুর করা যাইবে যাহারা নিয়ত যাতায়াত করিয়া এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য করিবে।

১৪। রেলওয়েতে যাইতে পথে নামা।—কোন রাহী প্লেগাক্রান্ত কোন স্থান হইতে আসিতেছে ইহা গোপন করিবার জন্য নূতন টিকিট পাইবার অভিপ্রায়ে কোন মধ্যবর্তী স্টেশনে নামিলে, রেলওয়ে পোলীস তাহার নাম ও তাহাকে যে নূতন টিকিট দেওয়া হইল তাহার নম্বর লিখিয়া লইবেন ও নীচের স্টেশনে ঐ সম্বাদ পাঠাইয়া দিবেন। তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি নামিলেই তাহাকে পরিদর্শনাধীনে রাখা যাইতে পারিবে।

১৫। প্লেগ কর্তৃপক্ষের কর্তব্যকর্ম।—পূর্ববর্তী বিধি অনুসারে সম্বাদ পাইলেই কিম্বা যখনই প্লেগ কর্তৃপক্ষ বাড়ীতে গিয়া দেখা আবশ্যিক বিবেচনা করেন তখনই তিনি লক্ষিত স্থানে যাইবেন, এবং যদি ঐ স্থান বাড়ী কি বাসস্থান হয় এবং তিনি তথায় প্রবেশ করিতে চাহিলে উহার দখীলকারেরা তাঁহাকে তথায় প্রবেশ করিতে না দেয় ও তথাকার কোন ব্যক্তি প্লেগাক্রান্ত হইয়াছে কি না ইহা নির্ণয় করণার্থ তাঁহার যুক্তিযুক্তরূপ সুবিধা করিয়া না দেয় তাহা হইলে ঐ কর্তৃপক্ষ ঐ বাড়ী বা উহার কোন অংশে বলপূর্বক প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং তথায় কোন ব্যক্তিকে প্লেগাক্রান্ত দেখা গেলে কিম্বা প্লেগাক্রান্ত বলিয়া সন্দেহ করা গেলে কিম্বা সে সম্ভবমত (যথা কোন প্লেগাক্রান্ত রোগীর সহিত এক বাড়ীতে বাস করিবার দরুন) রোগের বীজপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার বিবেচনা হইলে সেই ব্যক্তিকে ডাক্তর দিয়া পরীক্ষা করাইবার জন্য আটক রাখিতে পারিবেন। উক্ত প্লেগ কর্তৃপক্ষ স্বয়ং ডাক্তর না হইলে গবর্নমেন্টের বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকরীতে নিযুক্ত সর্কাপেক্ষা নিকটস্থ ডাক্তরকে অবিলম্বে সম্বাদ পাঠাইবেন এবং ঐ ডাক্তর ঐ স্থানের জন্য প্লেগকর্তৃপক্ষ নিযুক্ত হইয়া থাকুন বা না থাকুন ঐ লক্ষিত স্থানে আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিতে ও তাহার সম্বন্ধে রিপোর্ট করিতে বাধ্য হইবেন। রোগী প্লেগাক্রান্ত বলিয়া প্রমাণ হইলে প্লেগ কর্তৃপক্ষ আপন বিবেচনামতে ৪৩ হইতে ৫২ পর্যন্ত বিধিগুলি যত দূর খাটে ততদূর ঐ সকল বিধি অনুসারে কার্য করিতে পারিবেন।

১৬। প্লেগ কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক স্থলেই মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে তদন্ত করাইতে পারিবেন এবং আপনার প্রতীতি না হইলে ঐ মৃত্যু প্লেগে মৃত্যু বলিয়া গণ্য করিতে পারিবেন।

১৭। প্লেগ কর্তৃপক্ষ বলিয়া এই সকল বিধি অনুসারে নিযুক্ত প্রত্যেক ডাক্তর যাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করেন বা পূর্ববর্তী বিধির বিধানানুসারে যাহাদের বিষয়ে সম্বাদ পান তাহাদের সকলকেই

পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং যাহারা প্লেগাক্রান্ত হইয়াছে কিম্বা প্লেগাক্রান্ত বলিয়া তাঁহার সন্দেহ হয় যথাক্রমে সেই ব্যক্তিদের থাকিবার জন্য জিলার মাজিস্ট্রেট কিম্বা এতদর্থে জিলার মাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিশেষমতে নিযুক্ত কর্মচারী যে সকল স্থান নিরূপিত করেন সেই সেই স্থানে তাহাদিগকে আটক ও স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে পারিবেন । লোকদিগকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্য জিলার মাজিস্ট্রেট কিম্বা এতদর্থে তাঁহাহইতে বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী কোন খালি জায়গা বা বিল্ডিঙ অধিকার করিয়া তাহা দখলে রাখিতে পারিবেন । ৫৫ বিধি অনুসারে ক্ষতিপূরণার্থ যে টাকা ধার্য হয় ঐ জায়গা বা বিল্ডিঙের অধিকারী বা দখলকারকে ক্ষতিপূরণার্থ সেই টাকা পরে দেওয়া যাইবে ।

১৮। এই সকল বিধি অনুসারে যে ডাক্তর প্লেগ কর্তৃপক্ষ বলিয়া নিযুক্ত হন তাঁহার যদি এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, যে বিল্ডিঙ বা বাটী বসত বাটী স্বরূপ ব্যবহার করা হইতেছে কি বসত বাটী স্বরূপ ব্যবহার করিবার অভিপ্রায় আছে সেই বিল্ডিঙ বা বাটীতে কোন প্লেগাক্রান্ত ব্যক্তি আছেন কি ছিলেন কিম্বা তাঁহার যদি এরূপ বোধ হয় যে এরূপ কোন বিল্ডিঙ বা বাটী এরূপ অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় আছে যে তাহা মনুষ্যের বাসের অযোগ্য তাহা হইলে তিনি লিখিত আদেশ দিয়া ঐ বাটীর বসতবাটীস্বরূপ আর ব্যবহার হওয়া নিষেধ করিতে পারিবেন । এরূপ নিষেধ করা গেলে উক্ত কর্মচারী যতদিন ঐ বাটী মনুষ্যের বাসের নিমিত্ত ব্যবহার করিবার জন্য আবার লিখিত অনুমতি না দেন ততদিন ঐ বাটীর কোন অধিকারী বা দখলকার উহা মনুষ্যের বাসের নিমিত্ত ব্যবহার করিবেন না ও করিতে দিবেন না । এই বিধি জারি করিবার নিমিত্ত যদি কাহাকেও ঐ বাটী হইতে জোর করিয়া সরান আবশ্যক হয় উক্ত কর্মচারী তাহা করিতে পারিবেন ।

১৯। এই সকল বিধি অনুসারে যে ডাক্তর প্লেগ কর্তৃপক্ষ বলিয়া নিযুক্ত হন তিনি যদি এরূপ বিবেচনা করেন যে, যে গ্রামে বৃহৎ প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে সেই গ্রামের লোকদিগকে ৫০ বিধিতে যে রকম বলা গিয়াছে সেই রকমে গ্রাম হইতে দূরে স্থিত কোন স্থানে কিছু কালের নিমিত্ত রাখা আবশ্যক তাহা হইলে তিনি জিলার মাজিস্ট্রেটের নিকট ঐ মর্মে রিপোর্ট করিবেন এবং ঐ মাজিস্ট্রেট ঐ গ্রামের লোকদিগকে তদনুসারে বাটী ছাড়িয়া যাইতে আদেশ করিতে পারিবেন । এরূপ স্থলে ঐ সকল বাটী সম্পূর্ণরূপে দোষশূন্য করা হইয়াছে বলিয়া যতদিন কোন ডাক্তর সার্টিফিকেট না দেন ততদিন বাটীগুলি পুনরায় দখল করিতে পারা যাইবে না ।

২০। কোন গ্রামে প্লেগ দেখা দিলে যতদিন রোগ সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য না হয় ততদিন চারি পাশের গ্রামের লোকদিগকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিতে হইবে, তাহারা যেন দূষিত গ্রামের সহিত কোন সংস্রব না রাখেন ।

২১। সঞ্চসাধারণের কর্তব্যের কথা।—কোন প্লেগ কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র থাকিবার নিমিত্ত কিম্বা তাঁহার বাটী কি কাপড় চোপড় আসবাব প্রভৃতি দোষশূন্য করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলে কিম্বা এই সকল বিধির মধ্যে পড়ে এমন অপর কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন আদেশ করিলে ঐ ব্যক্তি যথারীতি সেই আদেশ পালন করিবেন ।

তৃতীয় ভাগ।—মুন্সিপাল টোন ও কাউন্সিলের সঙ্গীয় বিধি ।

২২। নিম্নলিখিত বিধিগুলি প্রত্যেক মুন্সিপালিটি এবং কাউন্সিলের সঙ্গী খাটিবে । ২৩ হইতে ৪২ পর্যন্ত বিধি এবং ৫৫ হইতে ৫৭ পর্যন্ত বিধি এবং বেসরকারী হস্পাতাল ও ক্যাম্প স্থাপন সম্বন্ধে প্রস্তাবাদি প্রস্তুত করণের সহিত এবং স্থলভেদে প্লেগ কমিশন কিম্বা হেলথ আপিসর কর্তৃক ঐ প্রস্তাবাদি মঞ্জুর হওনের সহিত ৪৬ বিধির যতদূর সম্পর্ক থাকে ততদূর পর্যন্ত ঐ বিধি অবিলম্বে আমলে আসিবে । ঐ সকল বিধি অবিলম্বে জিলার চলিত ভাষায় তরজমা করিয়া জিলার মাজিস্ট্রেটের, কাউন্সিলের কর্তৃপক্ষের এবং মুন্সিপাল কমিশনরদের আপিসে রাখা যাইবে এবং উহার এক এক খণ্ড ঐ সকল আপিসের এবং জিলার মাজিস্ট্রেট, কাউন্সিলের কর্তৃপক্ষ এবং কলিকাতার কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান অপর যে২ প্রকাশ্য স্থানের কথা বলেন সেই সেই প্রকাশ্য স্থানের এমন জায়গায় লটকাইয়া রাখিতে হইবে যে সকলে উহা দেখিতে পায়, এবং মুন্সিপালিটি বা কাউন্সিলের সঞ্চ সাধারণে টেঁড়রা দিয়া এই কথা প্রকাশ্যরূপে ঘোষণা করা যাইবে যে ঐ সকল বিধির এক খণ্ড নকল এরূপে লটকাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আসল বিধি মুন্সিপাল কমিশনরদের কিম্বা কাউন্সিলের কর্তৃপক্ষের আপিসে দেখিতে পাওয়া যাইবে । যে মাত্র জিলার মাজিস্ট্রেটের কিম্বা কাউন্সিলের কর্তৃপক্ষের কিম্বা কলিকাতা হইলে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের এইরূপ প্রতীতি হয় যে কোন মুন্সিপালিটি কিম্বা কাউন্সিলের মধ্যে কোন ব্যক্তির প্লেগ হইয়াছে কিম্বা উহার এমন কাছাকাছি স্থানে কোন ব্যক্তির প্লেগ হইয়াছে যে সেখান হইতে রোগ সহজেই ঐ মুন্সিপালিটিতে বা কাউন্সিলে যাইতে পারে তৎক্ষণৎ বাকী

বিধিগুলি ঐ মুনিসিপালিটি বা কাউন্সিলে আমলে আসিবে। যখনই এইরূপ ঘটিবে তখনই উপরের লিখিত প্রণালীতে বিধিগুলি প্রকাশিত করিতে হইবে।

২৩। হেল্থ আপিসর বলিতে কাহাকে বুঝাইবে সেই কথা।—নিম্নলিখিত বিধিতে “হেল্থ আপিসর” বলিতে জিলার সিভিল সার্জনকে বুঝাইবে এবং সিভিল মেডিকেল আপিসর, কোন কাউন্সিলের ভারপ্রাপ্ত মিউনিসিপ্যাল মেডিকেল আপিসর, কোন জিলা, মহকুমা বা মুনিসিপ্যাল ডিস্পেনসারির চিকিৎসা কার্যের ভারপ্রাপ্ত আসিস্ট্যান্ট সার্জন এবং জিলার মাজিস্ট্রেট কর্তৃক ২৪ বিধি অনুসারে নিযুক্ত ডাক্তারকেও বুঝাইবে। কলিকাতায় হেল্থ আপিসর বলিতে কলিকাতার হেল্থ আপিসরকে বুঝাইবে এবং কোন আসিস্ট্যান্ট হেল্থ আপিসরকেও বুঝাইবে।

২৪। হেল্থ আপিসরের নিয়োগের কথা।—যে সকল মুনিসিপালিটি বা কাউন্সিলে প্লেগ হইবার আশঙ্কা আছে জিলার মাজিস্ট্রেট কমিশনরের সাধারণ উপদেশের অধীনে সেই সেই জিলায় ও কাউন্সিলে তাঁহার (জিলার মাজিস্ট্রেটের) সাধারণ উপদেশানুসারে প্লেগের প্রচার নিবারণার্থ সকল প্রকার উপায় স্থির করিবার এবং তদনুসারে কার্য করিবার নিমিত্ত নাম ধরিয়া বা পদের উল্লেখ করিয়া হেল্থ আপিসর নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং তাঁহার বেতন নির্ধারণ করিতে পারিবেন। ঐ হেল্থ আপিসরের কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে সাহায্য করিবার নিমিত্ত তিনি যেরূপ অধস্তন কর্মচারির দল নিযুক্ত করা আবশ্যিক বিবেচনা করেন সেইরূপ অধস্তন কর্মচারির দলও নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং তাঁহাদের বেতন নির্ধারণ করিতে পারিবেন। এই বিধি অনুসারে কার্য করিবার নিমিত্ত জিলার মাজিস্ট্রেট কতকগুলি মুনিসিপালিটি ও কাউন্সিলে একত্রে লইয়া তাহাদের এলাকাভুক্ত সমস্ত স্থানের নিমিত্ত এক জন হেল্থ আপিসর ও অধস্তন কর্মচারির একটি দল নিযুক্ত করিতে পারিবেন। কলিকাতায় কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান স্থানীয় গবর্নমেন্টের উপদেশাধীনে এই সকল ক্ষমতার পরিচালন করিবেন।

২৫। রেলওয়ে স্টেশনে টৌন পোলীসের কর্তব্যকর্মের কথা।—কোন রেলওয়ে স্টেশনে কোন মুনিসিপালিটির সীমার ভিতরে কি নিকটে থাকিলে রেলওয়ে পোলীস টৌন পোলীসের সহিত এক যোগে ট্রেন পৌঁছিলে তাহার নিকটে থাকিবার এবং দূষিত স্থান হইতে আগত যে সকল রাহী নামের তাঁহাদিগের নাম ও বাসস্থানের তালিকা প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত করিবেন। যে সকল টিকিট জড় করা হয় তাহার সহিত এই তালিকা মিলাইয়া টৌনের পোলীস স্টেশনে পাঠাইতে হইবে। কোন রাহী নাম ও বাসস্থান মিথ্যা করিয়া বলিয়াছেন এরূপ সন্দেহ হইলে তাঁহার কথার সত্যাসত্য নির্ণার্থ টৌন পোলীসের যে সকল লোক তথায় উপস্থিত থাকেন তাঁহাদের একজনকে তাঁহার সঙ্গে পাঠান হইবে।

২৬। দূষিত স্থান হইতে লোক আসিলে টৌন পোলীসের তাহা রিপোর্ট করিবার এবং তাহা-দিগকে পরিদর্শনাধীনে রাখিবার কথা।—দেশের যে সকল অংশ বুবনিক প্লেগাক্রান্ত হইয়াছে সেই সকল অংশ হইতে আসিয়া যে সকল লোক টৌন পোলীসের বিটের সীমার মধ্যে কিছুকালের নিমিত্ত বা স্থায়ীরূপে বাস করেন টৌন পোলীসকে অবিলম্বে তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম পোলীস স্টেশনে রিপোর্ট করিতে হইবে। সমস্ত টৌন পোলীস স্টেশনে যে বিশেষ তালিকা বা লিফট রাখিতে হইবে তাহাতে এইরূপে যে সকল নাম পাওয়া যায় তাহা এবং পূর্ববর্তী বিধিতে যে সকল নামের উল্লেখ করা গেল তাহা লিখিয়া লিখিবার তারিখ শুদ্ধ লিখিতে হইবে। এই বিশেষ তালিকার বা লিফটের একখানি নকল জিলার কিম্বা কাউন্সিলের মাজিস্ট্রেটের নিকট এবং হেল্থ আপিসরের নিকট পাঠাইতে হইবে এবং সমস্ত নূতন নাম তাঁহাদিগকে অবিলম্বে জানাইতে হইবে। যে সকল ব্যক্তির নাম বিশেষ তালিকায় লেখা হয় তাঁহাদিগের আগমনের তারিখ হইতে দশ দিন কাল অতীত না হওয়া পর্যন্ত টৌন পোলীসের তাঁহাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দৈনিক রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে। কলিকাতায় ঐ তালিকা ও রিপোর্ট পোলীসের কমিশনর সাহেব ও হেল্থ আপিসরের নিকট পাঠাইতে হইবে।

২৭। দূষিত স্থান হইতে আগত রাহীরা পথিমধ্যে থামিয়া নূতন টিকিট লইলে রেলওয়ে পোলীসের কর্তব্যকর্ম।—কোন দূষিত স্থান হইতে আগত কোন রাহী এরূপ স্থান হইতে আসিয়াছেন ইহা লুকাইবার অভিপ্রায়ে নূতন টিকিট লইবার নিমিত্ত কোন মধ্যবর্তী স্টেশনে নামিলে রেলওয়ে পোলীস তাঁহার নাম এবং যে নূতন টিকিট দেওয়া হইল তাহার নম্বর লিখিয়া লইবেন এবং ঐ রাহী ট্রেন হইতে নামিলে যাহাতে তাঁহাকে পরিদর্শনের অধীনে রাখিতে পারা যায় তন্নিমিত্ত ঐ সংবাদ ঐ রেলওয়ে লাইনের নীচের স্টেশনে পাঠাইবেন।

২৮। কোন ব্যক্তির বুবনিক প্লেগ হইলে কিম্বা ঐ রোগে মৃত্যু হইলে টৌন পোলীসের তাহা রিপোর্ট করিতে হইবে।—কোন টৌন পোলীস স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী কোন ব্যক্তির বুবনিক প্লেগ হইবার কিম্বা ঐ রোগে মৃত্যু হইবার সংবাদ পাইলে অবিলম্বে সেই কথা জিলার বা কাউন্সিলের মাজিস্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট করিবেন এবং ডিস্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং মাজিস্ট্রেটের অবগতির নিমিত্ত ঐ কথা স্টেশনের

রোজনামচায় লাল সেহাইতে লিখিবেন । কলিকাতায় পোলীসের কমিশনর এবং হেল্থ আপিসরের নিকট ঐরূপ রিপোর্ট করিতে হইবে ।

২৯। অন্যপ্রকারে বিশেষ ক্ষমতা প্রদত্ত না হইলে টৌন পোলীসের কেবল রিপোর্টই করিতে হইবে । শাসন সংক্রান্ত কিম্বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের লিখিত আদেশানুসারে ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে কোন পোলীস কর্মচারী পীড়া বা মৃত্যুর কথা রিপোর্ট করা ছাড়া এই ভাগের বিধি অনুসারে আর কোন কার্য করিবেন না । বাড়ীর কর্তৃ দেখিতে চাহিলে তিনি ঐ আদেশ দেখাইতে বাধ্য ।

৩০। মাজিস্ট্রেটের এবং বড় বড় পোলীসের কর্মচারীদের তত্ত্বাবধান করিতে হইবে ।—মাজিস্ট্রেট এবং পোলীসের বড় বড় কর্মচারীদিগকে স্বয়ং ঘন ঘন পরিদর্শন করিয়া দেখিতে হইবে যে, উপরিলিখিত যে সকল বিধিতে পোলীসের কর্তব্যকর্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে কড়াকড়ি রকমে কার্য করা হইতেছে কি না ।

৩১। হেল্থ আপিসরকে পোলীসের সাহায্য করিতে হইবে ।—এই বিজ্ঞাপনের লিখিত বিধি অনুসারে কার্য করণার্থ হেল্থ আপিসর যেরূপ সাহায্য আবশ্যিক বিবেচনা করেন পোলীসের সমস্ত কর্মচারির তাঁহাকে সেইরূপ সাহায্য করিতে হইবে । কলিকাতায় কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের প্রার্থন। ক্রমে পোলীসের কমিশনর ঐরূপ সাহায্য করিবেন ।

৩২। পরিদর্শন কমিটি ।—হেল্থ আপিসরের এই সকল বিধি অনুযায়ী কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে তাঁহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত জিলার বা কান্টনমেন্টের মাজিস্ট্রেট প্রতি মুনিসিপালিটি ও কান্টনমেন্ট পরিদর্শন কমিটি নিযুক্ত করিতে পারিবেন । প্রত্যেক কমিটিতে সাধারণতঃ মুনিসিপালিটির প্রত্যেক ওয়ার্ডের নিমিত্ত কিম্বা কান্টনমেন্টের কোন নির্দিষ্ট অংশের নিমিত্ত চারিজন করিয়া সভ্য থাকিবেন । তাঁহাদের দুইজন হিন্দু এবং দুইজন মুসলমান হইবেন । হেল্থ আপিসর যখন পরিদর্শনার্থ যুরিবেন তখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া, স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত যে সকল উপায় অবলম্বন করা হয় তাহার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেওয়া, ঐ গুলি কার্যে পরিণত করণে সাহায্য করা এবং যে সকল অভিযোগ করা হয় তাহা এবং ক্ষমতার যে সকল অপব্যবহারের কথা জানিতে পারেন তাহা রিপোর্ট করা ঐ সকল সভ্যের প্রধান কর্তব্যকর্ম হইবে । সম্ভব হইলে প্রত্যেক কমিটির হিন্দু সভ্যদের মধ্যে অন্ততঃ একজন এবং মুসলমান সভ্যদের মধ্যে অন্ততঃ একজন চিকিৎসাব্যবসায়ী থাকিবেন । কলিকাতায় কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান পোলীসের কমিশনরের সহিত পরামর্শ করিয়া কমিটি নিযুক্ত করিতে পারিবেন । যে সকল স্থানে অধিবাসীদের মধ্যে বহুসংখ্যক বাক্তি হিন্দু বা মুসলমান নহেন সেই সকল স্থানে যে ওয়ার্ডে যে সকল জাতির ও ধর্মের লোকদিগের সম্মুখে বিধিগুলি প্রধানতঃ খাটিবে সম্ভব হইলে সেই ওয়ার্ডের কমিটিতে সেই জাতির ও ধর্মের প্রতিনিধি থাকিবে ।

৩৩। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সাধারণ সতর্কতা ।—কোন মুনিসিপালিটি বা কান্টনমেন্টে জিলার মাজিস্ট্রেট কিম্বা তাঁহার নিকট হইতে এই বিষয়ে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন মাজিস্ট্রেট কিম্বা কান্টনমেন্টের মাজিস্ট্রেট এইরূপ সাধারণ আদেশ প্রচার করিতে পারিবেন যে কোন নির্দিষ্ট স্থানে কোন নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে স্বাস্থ্য রক্ষার্থ কয়েকটা সামান্য সামান্য সতর্কতার কার্য করা যাইবে যথা, বাড়ীর কলিফিরান, পায়খানা পরিষ্কার করা, ময়লা এবং জঞ্জাল সরাইয়া ফেলা এবং যে সকল প্রাচীরাদিতে আলো আসার ও বাতাস খেলার ব্যাঘাত হয় সেই সকল প্রাচীরাদি সরাইয়া ফেলা । এবং উক্ত স্থান নিবাসী সকল ব্যক্তি ঐ সকল আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইবে । কলিকাতায় কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এই সকল ক্ষমতার পরিচালন করিবেন । ঐ সকল ব্যক্তি ঐ সময়ের মধ্যে নুটিমের নির্দিষ্ট কার্যাদি সম্পন্ন না করিলে হেল্থ আপিসর জিলার কিম্বা কান্টনমেন্টের মাজিস্ট্রেটের মঞ্জুরি লইয়া এবং কলিকাতা হইলে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের মঞ্জুরি লইয়া অবস্থানানুসারে আপনার অভিপ্রায়ের যেরূপ নুটিস দেওয়া আবশ্যিক বোধ করেন সেইরূপ নুটিস দিবার পর সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের মধ্যে যে কোন সময়ে ঐ সকল প্রেমিসে প্রবেশ করিয়া উপরিলিখিত কার্য সকল করিতে পারিবেন । কিন্তু দেশের প্রচলিত রীতি অনুসারে যে জীলোক সম্প্রদায়ের সম্মুখে বাহির হন না, কোন বাড়ীর কোন মহাল সেই জীলোকের দখলে থাকিলে হেল্থ আপিসর অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্বে ঐ মহালে প্রবেশ করিবার অভিপ্রায়ের নুটিস দিবেন এবং তিনি ঐ মহালের যে অংশে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন সেই অংশ হইতে সরিয়া যাইবার নিমিত্ত ঐ জীলোকের সম্মুখে যুক্তিসঙ্গত সুবিধা করিয়া দিবেন । যে খরচা হয় তাহা জিলার মাজিস্ট্রেটের বিবেচনায় এবং কলিকাতা হইলে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের বিবেচনায় ঐহাদিগকে ন্যায্যভাবে দায়ী বলিয়া ধরা যাইতে পারে তাঁহাদিগের নিকট হইতে বঙ্গদেশের মুনিসিপালিটি বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইনের ১২০ হইতে ১২৯ পর্যন্ত ধারায় যে প্রকারে খরচা আদায় করিবার বিধান করা হইয়াছে সেই প্রকারে কিম্বা স্থলভেদে কলিকাতার মুনিসিপাল আইন সংগ্রহকরণ বিষয়ক ১৮৮৮ সালের আইনের ৬ অধ্যায়ানুযায়ী রেটস্বরূপ আদায় করা যাইতে পারিবে ।

৩৪। অস্বাস্থ্যকর বাটী ও চালা ঘরের বুক।—যদি কোন প্রেমিস বা চালা ঘরের বুক এরূপ অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় থাকে যে হেল্থ আপিসরের মতে তাহার অধিবাসীগণের বুবনিক প্লেগাক্রান্ত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা, তাহা হইলে তিনি ঐ প্রেমিসের বা বুকের অধিকারীকে হুটিস দিয়া তাহার সমস্তটা বা কতকাংশ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিষ্কার করিতে আদেশ করিবেন। হেল্থ আপিসর যে প্রকারে পরিষ্কার করা আবশ্যিক মনে করিবেন সেই প্রকারে পরিষ্কার করিতে হইবে। প্রয়োজন বোধ করিলে হেল্থ আপিসর কোন উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারের সহিত পরামর্শ করিয়া বায়ু ও আলোকের পথ রোধ করিতেছে এরূপ গাঁথনি, ব্যবধান প্রাচীর বা বাটীর দেয়ালের অংশ ভাঙিয়া ফেলিতে অধিকারীকে আদেশ করিতে পারিবেন। অধিকারী যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হুটিসের লিখিত কার্য না করেন, তাহা হইলে হেল্থ আপিসর, ডিস্ট্রিক্ট মাজিস্ট্রেট, কান্টনমেন্ট মাজিস্ট্রেট, অথবা, কলিকাতায় হইলে, কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের অনুমতি লইয়া সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মধ্যে যে কোন সময়ে ঐ প্রেমিসে প্রবেশ করিবেন ও প্রকোষাঙ্কিত সমুদায় কার্য সম্পাদন করিবেন। তবে প্রেমিসে প্রবেশ করিবার পক্ষে তিনি অবস্থা বিবেচনায় যেসকল হুটিস যুক্তিযুক্ত মনে করেন সেইসকল হুটিস দিয়া অধিকারীকে নিজের অভিপ্রায় জানাইবেন। এদেশের প্রচলিত রীতি অনুসারে সাধারণের সম্মুখে বাহির হন না এরূপ কোন জ্বালোক কোন মহলে বাস করিতেছেন এরূপ হইলে, হেল্থ আপিসর সেই মহলে প্রবেশ করিবার অভিপ্রায় জানাইয়া অন্ততঃ এক ঘণ্টার হুটিস দিবেন এবং তিনি মহলের যে অংশে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন সেই অংশ হইতে ঐ জ্বালোক যাহাতে বাহির হইয়া যাইতে পারেন তাহাকে এরূপ সমস্ত যুক্তিযুক্ত সুবিধা প্রদান করিবেন। এইসকল কার্য করিতে যে খরচ হইবে তাহা ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপাল আইনের ১২০ হইতে ১২১ ধারার উল্লিখিত প্রকারে অথবা কলিকাতার মুনিসিপাল আইন সংগ্রহকরণ বিষয়ক ১৮৮৮ সালের আইনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের অধীনে রেট বলিয়া আদায় হইতে পারিবে। অধিকারীর নিকট হইতে অথবা ডিস্ট্রিক্ট মাজিস্ট্রেট কিম্বা, কলিকাতায় হইলে, কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের মতে যিনি খরচের জন্য দায়ী তাহার নিকট হইতে এই খরচ আদায় করা যাইতে পারিবে।

৩৫। অত্যধিক সংখ্যক লোকপূর্ণ বসতবাটী।—যদি কোন বাটীতে এত অধিক সংখ্যক লোক বাস করে যে হেল্থ আপিসরের মতে তাহার অধিবাসীগণের বুবনিক প্লেগাক্রান্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, তাহা হইলে ডিস্ট্রিক্ট মাজিস্ট্রেট, কান্টনমেন্ট মাজিস্ট্রেট, অথবা, কলিকাতায় হইলে, কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সকলে দেখিতে পায় ঐ বাটীর এরূপ স্থানে হুটিস মারিয়া অধিকারী কিম্বা দখালকার যদি বসতবাটীতে অল্পতপক্ষে বাস করিতেছেন এরূপ হয় তবে তাহাকে, কিম্বা ঐ বসতবাটীর প্রজাগণকে কিম্বা প্রকৃত অধিবাসীগণকে আদেশ করিবেন যেন হুটিসের লেখামত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উক্ত বসতবাটীর প্রজা বা অপর অধিবাসীর সংখ্যা কমাইয়া বাটীর ভিত্তি কমাইয়া দেন অথবা বাটী একেবারে খালি করেন। হুটিসের লিখিত আদেশ অনুসারে কার্য না হইলে ডিস্ট্রিক্ট মাজিস্ট্রেট, কান্টনমেন্ট মাজিস্ট্রেট, অথবা, কলিকাতায় হইলে মুনিসিপালিটির চেয়ারম্যান বাটীর সকল অধিবাসীকেই আপন ক্ষমতায় বাহির করিয়া দিতে পারিবেন কিম্বা যেসকল প্রকারে ও যে পরিমাণে আবশ্যিক বোধ হয় সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে অধিবাসীর সংখ্যা কমাইয়া দিতে পারিবেন। যেসকল অধিবাসীকে এইরূপে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে আবশ্যিক হইলে তাহাদিগকে কিছু কালের জন্য বাসস্থানের যোগাড় করিয়া দিতে হইবে।

৩৬। নেকড়া কুড়ান নিষেধ।—মুনিসিপালিটি বা কান্টনমেন্টের চাকর ছাড়া আর কেহ রাস্তা বা অন্য কোন স্থান হইতে নেকড়া বা অন্য কোন আবর্জনা কুড়াইতে পারিবে না। এবং হেল্থ আপিসর যে সকল নিয়ম নির্দেশ করেন সেই সকল নিয়মানুসারে ভিন্ন অন্য কোন রকমে নেকড়া বা অন্য কোন আবর্জনা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইতে পারা যাইবে না। কেহ রাস্তায় বা অন্য কোন স্থানে নেকড়া বা অন্য কোন আবর্জনা কুড়াইলে পোলীসকর্তৃক ধৃত হইতে পারিবে। যাহারা নেকড়া কুড়ায় তাহাদের বাটীতে বা নেকড়া রাখিবার স্থানে যে নেকড়া থাকে ডিস্ট্রিক্ট মাজিস্ট্রেট, কান্টনমেন্ট মাজিস্ট্রেট অথবা, কলিকাতায় হইলে, কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান তাহা দোষশূন্য করিতে বা আপন বিবেচনামতে মুচু করিতে পারিবেন।

৩৭। হাঁস্পাতালের ব্যবস্থা। হেল্থ আপিসর যে স্থান উপযুক্ত বিবেচনা করেন ডিস্ট্রিক্ট মাজিস্ট্রেট, কান্টনমেন্ট মাজিস্ট্রেট, অথবা, কলিকাতায় হইলে, কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের পক্ষে প্লেগাক্রান্ত রোগীদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার জন্য তথায় কোন স্থান বাছিয়া লইয়া তাহাতে হাঁস্পাতাল নির্মাণ করা বা পূজার স্থান নয় এরূপ যে কোন বাটী হাঁস্পাতালরূপে পরিণত করা আইন সঙ্গত কার্য হইবে। এরূপ হাঁস্পাতালে জ্বালোকদিগের সামাজিক অবস্থাদি বিবেচনায় থাকিবার স্বতন্ত্র ও যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে হইবে। যতদিন ঐ স্থান বা বাটী ডিস্ট্রিক্ট মাজিস্ট্রেট কান্টনমেন্ট মাজিস্ট্রেট

বা চেয়ারম্যানের দখলে থাকিবে ততদিন উহার অধিকারী বা পাটাদার তাঁহার কাছে যুক্তিযুক্ত ভাড়া বেশী কিছু দাবী করিতে পারিবেন না । বাড়ী ছাড়িয়া দিবার পূর্বে মাজিস্ট্রেট, কান্টনমেন্ট মাজিস্ট্রেট অথবা চেয়ারম্যান উহার ভিতর ও বাহিরভাগ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত ও দোষশূন্য করাইবেন ।

৩৮। থাকিবার স্থানের বন্দোবস্ত।—প্লেগাক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া যাহাদিগকে সন্দেহ করা যায় তাহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার জন্য, কিম্বা এই সকল ব্যবস্থাসমূহে যাহাদিগকে বাঁচি ছাড়িতে বাধ্য করা হইয়াছে তাহাদের বাসের জন্য কোন স্থান বাছিয়া লইয়া তাহাতে বাসস্থান নির্মাণ করা বা পূজার স্থান নয় এরূপ যে কোন বাঁচি বাসস্থান রূপে পরিণত করা ডিস্ট্রিক্ট মাজিস্ট্রেট, কান্টনমেন্ট মাজিস্ট্রেট, অথবা, কলিকাতায় হইলে, মুনিসিপালিটির চেয়ারম্যানের পক্ষে আইনসম্মত কার্য হইবে । যতদিন ঐ স্থান বা বাঁচি ডিস্ট্রিক্ট মাজিস্ট্রেট, কান্টনমেন্টের কর্তৃপক্ষ বা চেয়ারম্যানের দখলে থাকিবে ততদিন উহার অধিকারী বা পাটাদার যুক্তিযুক্ত ভাড়ার বেশী কিছু দাবী করিতে পারিবেন না । বাঁচি ছাড়িয়া দিবার পূর্বে মাজিস্ট্রেট, কান্টনমেন্ট মাজিস্ট্রেট বা চেয়ারম্যান উহার ভিতর ও বাহির ভাগ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত ও দোষশূন্য করাইবেন ।

৩৯। ফ্যাক্টরি হইতে রিপোর্ট।—বুবনিক প্লেগাক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া ব্যক্ত হওয়া স্থান হইতে আগত কোন লোককে কার্যে নিযুক্ত করিবার সময় প্রত্যেক ফ্যাক্টরির দখলকারকে ঐ কথা এবং নিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও বাসস্থান জিসার মাজিস্ট্রেটকে লিখিয়া রিপোর্ট করিতে হইবে । কলিকাতায় এরূপ রিপোর্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের নিকট করিতে হইবে ।

এই বিধিতে উল্লিখিত “ফ্যাক্টরি” অর্থে এরূপ কোন বাঁচি বুঝাইবে যেখানে কোন দ্রব্য বা দ্রব্যের অংশ প্রস্তুত বা পরিবর্তিত বা মেরামত বা ভূষিত বা সম্পূর্ণ বা প্রকারান্তরে ব্যবহারের বা বিক্রয়ের উপযোগী করণের কিম্বা তদানুযায়িক কোন কার্য চালান হয় এবং যেখানে তদ্রূপ কার্যের সাহায্যার্থ বাষ্প, জল বা অন্য কোন যন্ত্রচালক শক্তির ব্যবহার হয় ।

৪০। বাঁচিওয়াল কৰ্তৃক রিপোর্ট।—যদি কোন বাঁচিতে কোন লোকের হঠাৎ মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর সহিত গলা, বগল বা কঁচুকের বীচি ফুলিয়া উঠে, কাশী থাকে, বুকে বেদনা বা চাপ অনুভূত হয় বা রোগী প্রলাপ বকিতে থাকে তাহা হইলে, অথবা এইরূপ মৃত্যু বা এইরূপ কোন লক্ষণ যুক্ত হইয়া যদি রোগীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ঐ বাঁচির অধিকারী বা অধিকারী না থাকিলে ঐ বাঁচির দখলকার অথবা যে ব্যক্তি ঐ বাঁচির বা উহার কোন অংশের ভাড়া আদায় করেন তিনি তৎক্ষণাৎ সর্বাধিকার নিকটস্থ থানায় এরূপ পীড়ার বা মৃত্যুর রিপোর্ট করিবেন । কলিকাতার মুনিসিপাল আইন সংগ্রহকরণ বিষয়ক ১৮৮৮ সালের আইনের ১৮৬ ধারা অনুসারে বাঁচিতে মৃত্যু হইলে যে ব্যক্তি তাহার সংবাদ দিতে বাধ্য, কলিকাতায় হইলে, তাহাকে হেলথ আপিসরের নিকট বা সর্বাধিকার নিকটস্থ থানায় রিপোর্ট করিতে হইবে ।

৪১। বুবনিক প্লেগাক্রান্ত বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে এমন কোন স্থান হইতে আগত কোন লোক কোন বাঁচিতে আছেন বা ছিলেন এরূপ হইলে ঐ বাঁচির অধিকারী বা অধিকারী তথায় না থাকিলে, যে ব্যক্তি ঐ বাঁচির বা উহার কোন অংশের ভাড়া আদায় করেন তিনি (১) এইরূপ বাঁচিতে কোন লোকের কোন পীড়া হইলে তাহা প্রকাশ হইবামাত্র অথবা (২) তথায় কোন লোকের মৃত্যু হইলে মৃত্যু ঘটিবামাত্র সর্বাধিকার নিকটস্থ থানায় রিপোর্ট করিবেন । যে ব্যক্তি কলিকাতার মুনিসিপাল আইন সংগ্রহকরণ বিষয়ক ১৮৮৮ সালের আইনের ১৮৬ ধারা অনুসারে বাঁচিতে মৃত্যু হইলে যে ব্যক্তি তাহার সংবাদ দিতে বাধ্য, কলিকাতায় হইলে, তাহাকে হেলথ আপিসরের নিকট বা সর্বাধিকার নিকটস্থ থানায় রিপোর্ট করিতে হইবে ।

৪২। চিকিৎসক কর্তৃক রিপোর্ট।—যদি কোন চিকিৎসক কোন বাঁচিতে এরূপ কোন পীড়ার চিকিৎসা করেন যাহা বুবনিক প্লেগ বলিয়া বিবেচনা করিবার তাঁহার হেতু আছে তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ সর্বাধিকার নিকটস্থ থানায় ঐ পীড়ার রিপোর্ট করিবেন । কলিকাতায় হেলথ আপিসরের নিকট ঐ রিপোর্ট করিতে হইবে ।

৪৩। বাঁচিওয়াল কৰ্তৃক সংক্রামক দোষনাশকরণ, পরিষ্কারকরণ প্রভৃতি।—যে কোন বাঁচিতে প্লেগ হইয়াছে তাহার অধিকারী ও দখলকার এবং সেই বাঁচিতে বাস করে এমন কোন পরিবারের কর্তা বাঁচি পরিষ্কার ও দোষশূন্য করা, বিছানা কাপড় চোপড় ও এইরূপ প্রকারের অন্য কোন দ্রব্য নষ্ট করা বা দোষশূন্য করা, প্রেমিসের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অবস্থার উন্নতি করা, উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারের সহিত পরামর্শ করিয়া বায়ু ও আলোকের গমনাগমনের পথ রোধ করিতেছে এরূপ ব্যবধান, প্রাচীর বা বাঁচির দেয়ালের অংশ ভাঙিয়া ফেলা এবং অন্য কোন স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিষয় সম্বন্ধে হেলথ আপিসর

যে আদেশ প্রচার করেন সেই আদেশ পালন করিবেন এবং হেল্থ আপিসরকে পরিদর্শন করিবার জন্য বাটী বা প্রেমিসে প্রবেশ করিতে দিবেন। কিন্তু প্রবেশকালে হেল্থ আপিসর ৩২বিধি অনুসারে নিযুক্ত কমিটির একজন সভ্যকে সঙ্গে লইতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু যদি কোন মহল এরূপ কোন স্ত্রীলোকের দখলে থাকে যিনি দেশের রীতি অনুসারে সাধারণের সম্মুখে বাহির হন না তাহা হইলে হেল্থ আপিসর মুটিস না দিয়া এবং এরূপ স্ত্রীলোককে চলিয়া যাইবার অবসর না দিয়া এরূপ মহলে প্রবেশ করিবেন না। সম্ভব হইলে এইরূপ পরিদর্শনের সময় হেল্থ আপিসর সর্বদাই পরিবারস্থ কোন পুরুষকে সঙ্গে লইবেন।

৪৪। হেল্থ আপিসর কর্তৃক সংক্রামক দোষ নাশকরণ, পরিষ্কারকরণ প্রভৃতি।—আবশ্যিক বোধ করিলে হেল্থ আপিসর নিজে বাটীর দোষ নাশকরণ সম্বন্ধে এবং পূর্ববর্তী বিধির লিখিত অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কার্য্য করিবেন। দাহ্য এবং ইস্তকনির্মিত নয় এরূপ কোন গৃহ প্রভৃতি পুড়ান বা অন্য কোন প্রকারে নষ্ট করা আবশ্যিক ও সাধ্য মনে করিলে হেল্থ আপিসর জিলার মাজিস্ট্রেট, কাণ্টনমেন্ট মাজিস্ট্রেট অথবা কলিকাতায় কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের নিকট এই বিষয়ে রিপোর্ট করিবেন এবং তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিবেন। যদি দোষ অন্য কোন প্রকারে সন্তোষজনক রূপে নষ্ট করা না যায় তাহা হইলে জিলার মাজিস্ট্রেট বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত মাজিস্ট্রেট অথবা কাণ্টনমেন্ট মাজিস্ট্রেট এবং কলিকাতায় কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান যে কোন চালা ঘর বা অন্য কোন অস্থায়ী গৃহ প্রভৃতি পুড়াইবার আদেশ করিতে পারিবেন। যে সকল লোক এত গরিব যে যে গৃহ প্রভৃতি পোড়ান বা আঁজা হইয়াছে তাহা নিজেদের খরচে পুনরায় নির্মাণ করাইতে পারিবে না তাহাদিগের তিনি ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন।

৪৫। প্রবেশ ও পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা।—কোন বাটীর অধিকারী এবং দখীলকার হেল্থ আপিসরকে তাঁহার প্রেমিসে প্রবেশ করিতে দিবেন এবং তিনি যে কোন ব্যক্তিকে বুবনিক প্লেগাক্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করিবার কারণ আছে মনে করেন তাহাকে পরীক্ষা করিতে দিবেন। যদি এই ব্যক্তি এরূপ কোন স্ত্রীলোক হন যিনি এ দেশের রীতি অনুসারে সাধারণের সম্মুখে বাহির হন না তাহা হইলে তাঁহার পরীক্ষা মেয়ে ডাক্তার, মেয়ে হাঁস্পাতাল এসিস্ট্যান্ট অথবা অন্য কোন স্ত্রীলোক দিয়া করিতে হইবে।

৪৬। স্বতন্ত্র করিয়া রাখা।—(১) ঠিক পূর্ববর্তী বিধি অনুসারে কোন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পর যদি হেল্থ আপিসর এরূপ সন্দেহ করেন যে এই ব্যক্তি প্লেগাক্রান্ত অথবা প্লেগের দোষযুক্ত হইয়াছেন তাহা হইলে তিনি এই ব্যক্তিকে হাঁস্পাতালে পাঠাইয়া দেওয়াইতে পারিবেন এবং সেখানে তাঁহার আটক থাকিবার, খাইবার ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন। এই ব্যক্তি যে বাটীতে বাস করেন সেই বাটীতে অপর যাহারা বাস করেন হেল্থ আপিসর তাঁহাদিগেরও সকলকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার ক্যাম্পে পাঠাইতে পারিবেন এবং তাঁহাদিগকে দশ দিন পরিদর্শনের অধীনে আটক রাখাইতে পারিবেন।

(২) বিশেষ জাতি, শ্রেণী, একাধিক পরিবার বা পরিবার সমিতির দ্বারা বা নিমিত্ত বেসরকারী প্লেগ হাঁস্পাতাল বা স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার ক্যাম্পের বন্দোবস্ত করা হইলে এবং উক্ত হাঁস্পাতাল বা ক্যাম্প সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সজ্জিত হইলে এবং হেল্থ আপিসর বা কলিকাতায় প্লেগ কমিশনের প্রেসিডেন্টের নিকট তন্নিমিত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত এই কমিশনের অন্ততঃ দুইজন মেম্বর লিখিয়া এরূপ হাঁস্পাতাল এবং ক্যাম্পের স্থান, প্ল্যান, আমবাব, পৃথক করিয়া রাখিবার ও চিকিৎসাদির বন্দোবস্তের অনুমোদন করিলে যদি পীড়িত লোকেরা অথবা যাহাদিগকে সন্দেহ করা যায় তাহারা ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহাদিগকে সরকারী হাঁস্পাতালে বা ক্যাম্পে না লইয়া গিয়া তাহারা যে জাতি, শ্রেণী বা পরিবারভুক্ত সেই জাতি, শ্রেণী বা পরিবারের ব্যবহারের নিমিত্ত প্রস্তুত বেসরকারী হাঁস্পাতালে বা স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার ক্যাম্পে স্থান থাকিলে তাহাদিগকে তথায় লইয়া যাওয়া যাইতে পারিবে।

(৩) সরকারী ও বেসরকারী উভয়বিধ ক্যাম্প এবং হাঁস্পাতালে স্ত্রীলোকদিগের জন্য পৃথক ও উপযুক্ত স্থানের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এবং যে স্ত্রীলোক দেশের রীতি অনুসারে সাধারণের সম্মুখে বাহির হন না তাঁহাকে ক্যাম্প বা হাঁস্পাতালে লইয়া যাইবার সময় ও তথায় তাঁহার থাকিবার সময় তাঁহার আক্রমণ কড়াকড়ি ভাবে রক্ষা করিতে হইবে।

(৪) হেল্থ আপিসর যে সকল সতর্কতার উপায় অবলম্বন আবশ্যিক বিবেচনা করেন কেবল সেই সকল সতর্কতার দিকে দৃষ্টি রাখিলে পীড়িত ব্যক্তিদের আত্মীয়, বন্ধু, হাকিম, বৈদ্য ও পুরোহিত দিগকে যিনি বেলায় অবাধে তাঁহাদের কাছে যাইতে দেওয়া হইবে।

(৫) পীড়িত ব্যক্তির পরিবারভুক্ত যে সকল লোক তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদিগকেও সরকারী বা বেসরকারী হাঁস্পাতালে প্রবেশ করিতে নিতে পারা যাইবে। কিন্তু তাঁহাদিগকে হাঁস্পাতালে

ঘুমাইতে দেওয়া হইবে না । হাঁস্পাতালের কম্পাউণ্ডে তাঁহাদের নিদ্রার জন্য যে উপযুক্ত স্থানের বন্দোবস্ত করা হয় তথায় তাঁহাদিগকে ঘুমাইতে হইবে ।

১য় ব্যাখ্যা ।—এই বিধি অনুসারে যে সকল হাঁস্পাতাল করা হয় তাহা দূরে অথবা অসুবিধাজনক স্থানে নির্মাণ করিবার প্রয়োজন নাই ।

২য় ব্যাখ্যা ।—কলিকাতায় যে সকল লোক (২) দফার সুবিধা পাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অবিলম্বে প্লেগ কমিশনকে পত্র লিখিবেন এবং প্লেগ উপস্থিত হইলে তাঁহারা যে উপযুক্ত হাঁস্পাতাল ও ক্যাম্পের বন্দোবস্ত করিতে সক্ষম ভবিষ্যে উক্ত কমিশনের প্রতীতি জন্মাইবেন । অন্যত্র হেল্‌থ আপিসরের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে ।

৩য় ব্যাখ্যা ।—কলিকাতায় যদি হেল্‌থ আপিসর রিপোর্ট করেন যে বেসরকারী হাঁস্পাতালে ও ক্যাম্পে রোগীদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখার ও তাঁহাদিগের চিকিৎসার বন্দোবস্তে তাঁহার সন্তোষ জন্মিতেছে না অথবা যে সকল নিয়মে ঐরূপ ক্যাম্প বা হাঁস্পাতাল খুলিতে দেওয়া হইয়াছিল সেই সকল নিয়ম পালন করা হইতেছে না তাহা হইলে প্লেগ কমিশনের আজ্ঞাক্রমে উক্তরূপ হাঁস্পাতাল ও ক্যাম্প বন্ধ করিতে পারা যাইবে । অন্যত্র হেল্‌থ আপিসরের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া জিলার মাজিস্ট্রেট বেসরকারী হাঁস্পাতাল ও ক্যাম্প বন্ধ করিবার ক্ষমতার পরিচালন করিবেন ।

৪৭ । যে ব্যক্তিকে সরকারী বা বেসরকারী হাঁস্পাতালে লইয়া যাওয়া যায় যদি কোন স্থানে সেই ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধু বান্ধব বা পরিচারকাদি যান তাহা হইলে তাঁহাদিগের মধ্যে যাহারা রোগীর সেবায় নিযুক্ত নহেন তাঁহাদিগকে হেল্‌থ আপিসর হাঁস্পাতালের কাছেই স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার জন্য প্রস্তুত যে খোলার ঘর বা তাঁবুতে থাকিতে বলেন তাহাতে থাকিতে হইবে এবং যতদিন না হেল্‌থ আপিসর যাইবার অনুমতি দেন ততদিন তাঁহাদিগকে ঐ স্থানে থাকিতে হইবে ।

৪৮ । এইরূপে স্বতন্ত্র থাকিবার সময় যদি কোন ব্যক্তির বুবনিক প্লেগ হয় তাহা হইলে হেল্‌থ আপিসর তাঁহাকে কোন সরকারী বা বেসরকারী হাঁস্পাতালে পাঠাইবেন এবং পূর্ববর্তী বিধিতে যে ব্যবস্থা করা হইল তাঁহার বন্ধু বান্ধব ও পরিচারকদিগকে সেই বিধির অধীন করিতে পারিবেন ।

৪৯ । কোন রোগীর বুবনিক প্লেগে মৃত্যু হইলে যে বাড়ীতে তিনি পীড়িত ছিলেন বা মরিয়াছেন হেল্‌থ আপিসর সেই বাড়ীতে অপর যে সকল লোক থাকেন তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র রাখিবার ক্যাম্পে পাঠাইতে ও তথায় তাঁহাদিগকে ১০ দিন আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন । কিন্তু যে সকল ডাক্তর, হাকিম বা বৈদ্য কোন সময়ে রোগী দেখিতে যান তাঁহাদের সম্বন্ধে এই বিধি খাটিবে না । এবং পেসাদার মৃতদেহ বাহক, পেসাদার শোককারী এবং যে সকল বন্ধু বান্ধব মৃত ব্যক্তির সেবায় নিযুক্ত ছিলেন না তাঁহাদিগের সম্বন্ধেও এই বিধি খাটিবে না । এই বিধি অনুসারে যে সকল ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা হয় জিলার মাজিস্ট্রেট কিম্বা কাণ্টনমেন্ট মাজিস্ট্রেট অথবা কলিকাতায় কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের নিজ নিজ অবস্থার উপযোগী হারে খোরাকী দিতে পারিবেন ।

৫০ । রাস্তা বা পল্লী খালি করিতে হইবে ।—কোন মুনিসিপালিটী বা কাণ্টনমেন্টের কোন অংশে বুবনিক প্লেগ প্রবল হইলে জিলার মাজিস্ট্রেট বা কাণ্টনমেন্ট মাজিস্ট্রেট অথবা কলিকাতায় কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান গবর্নমেন্টের মঞ্জুরি লইয়া কোন রাস্তা, মহল্লা বা অন্য স্থানের আবাসাদিগকে তাঁহাদের বাসগৃহ খালি করিয়া দূষিত পল্লী হইতে দূরে কোন স্থানে কিছু দিনের নিমিত্ত যাইবার আদেশ করিতে পারিবেন । জিলার মাজিস্ট্রেট বা কাণ্টনমেন্ট মাজিস্ট্রেট অথবা কলিকাতায় কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান প্রয়োজন হইলে এইরূপ লোকদিগকে কিছু দিনের জন্য থাকিবার স্থান দিতে পারিবেন । প্রত্যেক গৃহস্থায়কেই তাঁহার অনুপস্থিতি কালে তাঁহার বাটী ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য উপযুক্তরূপ বন্দোবস্ত করিতে দেওয়া হইবে এবং স্থলভেদে মুনিসিপাল কমিশনের অথবা কাণ্টনমেন্ট মাজিস্ট্রেট খালি বাটী চৌকাদিবার বন্দোবস্ত করিবেন । বাটী ছাড়িয়া দিবার পর হেল্‌থ আপিসর ঐ বাটীগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার ও দোষশূন্য করিবার বন্দোবস্ত করিবেন এবং বাটীগুলি দোষশূন্য হইয়াছে এইরূপ সার্টিফিকেট প্রদত্ত না হওয়া পর্যন্ত অধিবাসীদিগকে উহাতে ফিরিয়া আসিতে দেওয়া হইবে না ।

৫১ । আদেশ পালন করিতে হইবে ।—যে ব্যক্তির সম্বন্ধে পূর্বে বিধিতে কার্য করা যায় এবং যে ব্যক্তিকে সাময়িক মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষ কিম্বা কলিকাতার বন্দরের হেল্‌থ আপিসরের আজ্ঞাক্রমে কোন হাঁস্পাতালে পাঠান যায় হেল্‌থ আপিসর তাঁহাদের কোন পরিদর্শনের ঘরে, সরকারী বা বেসরকারী হাঁস্পাতালে অথবা স্বতন্ত্র হইয়া থাকিবার স্থানে যাওয়া ও থাকা সম্বন্ধে এবং শয্যা, বস্ত্র ও ঐরূপ দ্রব্য জ্বালাইয়া দেওয়া বা দোষশূন্য করা সম্বন্ধে কিম্বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়

সম্বন্ধে যে কোন আদেশ করেন তাহা তাঁহাদিগকে পালন করিতে হইবে। হেল্‌থ আপিসরের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে ঐরূপ কোন স্থান হইতে তাঁহারা চলিয়া যাইবেন না।

৫২। মৃতদেহের কি করিতে হইবে।—মৃত ব্যক্তির বন্ধুদিগকে মৃতদেহ লইয়া আপন আপন ধর্মাচার অনুসারে দাহ করিবার বা কবর দিবার অনুমতি দেওয়া যাইবে। কিন্তু হেল্‌থ আপিসর কিম্বা অন্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বা শাসন সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ মৃতদেহ দাহ করিবার বা কবর দিবার স্থানে লইয়া যাইবার যে সময়, পথ ও প্রণালীর আদেশ করেন তাহা তাঁহাদিগকে পালন করিতে হইবে। মৃত ব্যক্তির আত্মীয় বা বন্ধুবর্গ তাঁহার মৃতদেহ লইয়া না যাইলে বা লইয়া যাইতে অস্বীকার করিলে, হেল্‌থ আপিসর মৃতদেহ সম্বন্ধে মৃত ব্যক্তির ধর্মানুযায়ী ব্যবস্থা করিবেন। যে সকল ইউরোপীয়ান বা মুসলমানের প্লেগে মৃত্যু হয় তাঁহাদের মৃতদেহ সম্বন্ধে অস্বতঃ ছয় ফুট মাটির নীচে পুঁতিতে হইবে। কোন অনুমোদিত গোরস্থানে কবর দেওয়া না হইলে, কবরের স্থান লোকের বাসস্থান হইতে দূরে হইবে এবং ঐরূপ স্থানে হইবে যে কোন জল সরবরাহের স্থান বা জলাশয় দূষিত হইবার সম্ভাবনা না থাকে। যে কক্ষিন ও কাপড়ে মৃতদেহ আচ্ছাদিত থাকে মৃতদেহের সহিত তাহা পুঁতিয়া ফেলা না হইলে বিনষ্ট করিতে হইবে। যে সকল স্থলে দাহ করিবার প্রথা, সে সকল স্থলে মৃত দেহটিকে সচরাচর যে ঘাটে শবদাহ করা হয় সেই ঘাটে অথবা অন্য স্বতন্ত্র স্থানে প্রথানুসারে সম্পূর্ণরূপে দাহ করিতে হইবে। মৃত দেহের সহিত যে বস্তাদি আনা হয় তাহা প্রথানুসারে পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে অথবা দোষশূন্য করিতে হইবে।

৫৩। রোগী লইয়া যাইবার যান।—জিলার মাজিস্ট্রেট কিম্বা কাউন্সিলের মাজিস্ট্রেট অথবা কলিকাতায় কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান প্লেগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে অথবা যাঁহাদিগকে রোগাক্রান্ত বলিয়া সন্দেহ করা যায় তাঁহাদিগকে বিনা ভাড়ায় লইয়া যাইবার জন্য সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমন করিয়া রং দেওয়া উপযুক্ত যানের বন্দোবস্ত করিবেন। এইরূপ যান যে কোন সরকারী বা বেসরকারী রাস্তা দিয়া চলাইয়া বা বহিয়া লইয়া যাওয়া আইনসম্মত কার্য হইবে।

৫৪। সরকারী যান দোষশূন্য করিতে হইবে।—যে কোন সরকারী বা বেসরকারী যান প্লেগের দোষযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক অথবা যে ব্যক্তিকে উক্তরূপ দোষযুক্ত বলিয়া সন্দেহ করা যায় তাঁহা কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা পুনর্বার ব্যবহার করিবার পূর্বে সম্যক্রূপে দোষশূন্য করিতে হইবে এবং অস্বতঃ চন্দ্রিশ ঘণ্টা বাতাস ও সূর্যের আলোকে রাখিতে হইবে। এবং উহার যে সকল সাজসজ্জা হেল্‌থ আপিসরের মতে উপযুক্ত রূপে দোষশূন্য করা যায় না তাহা অগ্নি দ্বারা নষ্ট করিতে হইবে।

চতুর্থ ভাগ।—সাধারণের প্রতি খাটিবার বিধি।

৫৫। ক্ষতিপূরণ।—এই সকল ব্যবস্থা অনুসারে কৃত কোন কার্যের জন্য কোন ব্যক্তির বিশেষ ক্ষতি বা হানি হইলে জিলার মাজিস্ট্রেট কিম্বা কাউন্সিলের মাজিস্ট্রেট অথবা কলিকাতায় কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান আপন বিবেচনানুসারে উক্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে পারিবেন। কিন্তু কোন ব্যক্তিই ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকার আছে বলিয়া কোন ক্ষতিপূরণের দাবী করিতে অধিকারী হইবেন না। ক্ষতিপূরণের দাবীর মায়াংসার সময় মাজিস্ট্রেট কিম্বা কাউন্সিলের মাজিস্ট্রেট অথবা কলিকাতায় চেয়ারম্যান ৩২ নিয়মানুসারে নিযুক্ত কমিটির সহিত পরামর্শ করিবেন কিন্তু ঐ কমিটির পরামর্শানুসারে কার্য করিতে বাধ্য হইবেন না।

৫৬। কর্তৃত্ব।—হেল্‌থ আপিসর বা কাউন্সিলের মাজিস্ট্রেট বা প্লেগের কোন কর্তৃপক্ষকে এই বিধিগুলি অনুসারে যে সমস্ত ক্ষমতা প্রদত্ত হইল তাহা জিলার মাজিস্ট্রেটের অথবা কলিকাতায় কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের সাধারণ কর্তৃত্বাধীনে পরিচালন করিতে হইবে।

৫৭। খরচ।—এই বিধিগুলি কার্যে পরিণত করিতে যে খরচ হইবে সে সমস্ত খরচ ৩৩ ও ৩৪ বিধির বিধানের অধীনে প্রথমতঃ মুনিসিপাল বা ডিস্ট্রিক্ট ফণ্ড হইতে অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষদিগের (গুরুতর প্রয়োজন্যার্থ) ঋণ বিষয়ক ১৮৯৭ সালের আইনানুসারে কৃত ঋণ হইতে দেওয়া যাইবে। কিন্তু জিলার মাজিস্ট্রেট কিম্বা কাউন্সিলের মাজিস্ট্রেট অথবা কলিকাতায় কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান যে কোন ব্যক্তি স্বস্বভেদে বঙ্গদেশের মুনিসিপালিটি বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন বা কাউন্সিলের আইন বা বিধি অথবা কলিকাতার মুনিসিপাল আইন সংগ্রহকরণ বিষয়ক ১৮৮৮ সালের আইন অনুসারে অনুন্নত অবস্থায় কমিশনারদিগকে যে টাকা দিতে দায়ী তাহা তাঁহার নিকট আদায় করিতে পারিবেন।



গবর্ণমেন্ট গেজেট।

TUESDAY, NOVEMBER 30, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৩০ নবেম্বর।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আদেশ।

 ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

 MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 4924M.—The 18th November 1897.—Whereas a notification No. 3898M., dated the 26th July 1897, was published at page 182, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 28th idem, declaring the Lieutenant-Governor's intention to sanction, under section 86 of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as amended by Bengal Acts IV of 1894 and II of 1896, the levy by the Commissioners of the Kharar Municipality, in the district of Midnapore, of a fee on the registration, under section 142, of all carts kept or used in the ordinary course of business within the Municipality, and whereas no objections have been raised to the proposal within one month from the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor hereby sanctions the levy by the Commissioners of the Kharar Municipality of the said fee on the registration of carts at rates not exceeding those mentioned in section 143 of the Act.

H. H. RISLEY,

Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

No. 4926M.—The 18th November 1897.—Whereas a notification No. 4098M., dated the 7th August 1897, was published at page 191, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 11th, idem, declaring the Lieutenant-Governor's intention to sanction the levy by the Commissioners of the Ranjibanpore Municipality, in the district of Midnapore, of a fee on the registration, under section 142 of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as amended by Bengal Acts IV of 1894 and II of 1896, of all carts kept or used in the ordinary course of business within the Municipality, and whereas no objections have been raised to the proposal within one month from the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred upon him by section 86 of the Act, the Lieutenant-Governor sanctions the levy of the said fee by the Commissioners of the Ranjibanpore Municipality at rates not exceeding those mentioned in section 143 of the Act.

H. H. RISLEY,

Secy. to the Govt. of Bengal.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

মুন্সিপল ও স্থানীয় ।

বিজ্ঞাপন ।

৪৯২৪ এম্ , নম্বর ।—১৮৯৭ সাল ১৮ নবেম্বর ।—মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত খড়ার মুন্সিপালিটির মধ্যে কার্য চলনের সাধারণ নিয়মামুসারে যে সকল গরুর গাড়ী রাখা যায় বা ব্যবহার হয় উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশনরদের কর্তৃক ১৮৯৪ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন ও ১৮৯৬ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের মুন্সিপালিটি বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ১৪২ ধারামতে তাহার রেজিস্ট্রী করণের উপর ফী আদায় হইবার নিমিত্ত উক্ত আইনের ৮৬ ধারামতে অনুমতি দিতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ২৬ জুলাই তারিখের ৩৮৯৮ এম্ নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ২৮ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১১ খণ্ডের ১৮২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থ্যে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার লিখিত হারের অনধিক হারে খড়ার মুন্সিপালিটির কমিশনরদের দ্বারা গরুর গাড়ী রেজিস্ট্রী করিবার নিমিত্ত উক্ত ফী আদায় হইবার এতদ্বারা অনুমতি দিলেন ।

এচ্, এচ্, রীসলি,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

৪৯২৬ এম্ , নম্বর ।—১৮৯৭ সাল ১৮ নবেম্বর ।—মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত রামজীবনপুর মুন্সিপালিটির মধ্যে কার্য চলনের সাধারণ নিয়মামুসারে যে সকল গরুর গাড়ী রাখা যায় বা ব্যবহার হয়, উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশনরদের কর্তৃক ১৮৯৪ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন ও ১৮৯৬ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের মুন্সিপালিটি বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ১৪২ ধারামতে তাহার রেজিস্ট্রী করণের উপর ফী আদায় হইবার নিমিত্ত অনুমতি দিতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ৭ আগষ্ট তারিখের ৪০৯৮ এম্ নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১১ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১১ খণ্ডের ১৯১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থ্যে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ৮৬ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার লিখিত হারের অনধিক হারে রামজীবনপুর মুন্সিপালিটির কমিশনরদের দ্বারা উক্ত ফী আদায় হইবার অনুমতি দিলেন ।

এচ্, এচ্, রীসলি,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, NOVEMBER 30, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৩০ নবেম্বর।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইং তিহার শুভতি।

LAND ADVERTISEMENTS.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা বাকরগঞ্জ।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সনের লাগায়ত সেপ্টেম্বর কিস্তির তলবী বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সনের ৫ জুলাই তারিখ মোং ১৩০৪ সনের ২২ পৌষ বুধবার নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ সাল তারিখ ১৩ নবেম্বর।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ক্রমিক নম্বর।	মহাল ও পর্বগণাব নাম।	সম্পূর্ণ মহা- লের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৪৫৪৬	পদ্মা ওরফে রম- জানপুর পং কাশীম- পুর সেহলাপট্টা।	৫৩৮৩)	সম্পূর্ণ মহা- লের মালিকী স্বত্ব নিলাম হইবে।	হরকুমার সেন গং	২০২৪)
৪৬০৫	চর সমসদী বালি- গাও পং সায়েস্তা- নগর।	১৪৪৫)	ঐ	দক্ষিণাকুমার রায় চৌধুরী গং।	৭৪৫৮
৪৭৪৮	চর জঙ্গলা পং উত্তর সাবাজপুর।	৭৮৪)	ঐ	হরিমোহন ঘোষাল	২৮)
১৭২৫	মোঁজা চিকনাকান্দা পং চন্দ্রদ্বীপ।	এজমালী— ১০৪১১৭ = ১ ৪ তিল অংশ নি- লাম হইবে এত- দ্ব্যতীত অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	অশ্বিনী কুমার দত্ত গং।	১৩১৯৫৭	২৮১৫৮
১৯৯৩	তালুক বিশ্বনাথ সেন পং খাজাবাহাদুর নগর।	৫৭০১০১১১	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।	রায়নারায়ণ সেন গং	১৪২১০৮
১৯৯৭	তালুক ফতে মাহামুদ পং খাজাবাহাদুর- নগর।	৭৩৮৯	ঐ	রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী গং।	২২/৮
১৬৭৭	তালুক সৌজুদ্দিন খাঁ গং পং বোজরগো- মেদপুর।	এজমালী— ৫১৫ গণ্ডা অংশ নিলাম হইবে। এত দ্ব্যতীত অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী গং।	১০৪৩৫৮	২৩১১১১

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ক্রমিক নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের মদব জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের মদব জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৫১৪৫	কিশমত তেওতা, পাওতা, রূপার- জোর গং পং বোজরগোমেদ- পুর।	৫১৪৬০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।	দেবনাথ দত্ত চৌধুরী গং।	২২৫/১১
২৭০৮	জমিদারী পং উত্তর সাবাজপুর।	১৪৯৪১/৫	ঐ	আনন্দ চন্দ্র রায় গং।	১৫১/৮
১১১৬	১০ গাভা জমিদারী তপ্প হাবেলী সীলিমাবাদ।	১০৪৫২/১১	ঐ	সৌদামিনী গুপ্তা গং।	১১১/৫১
৫২৫৬	চর উমেদ মহালাধীন ৬৪ নং যোত পং জঙ্গীরা।	২৫৮৬/৩	সম্পূর্ণ যোত নিলাম হইবে।	হরিচরণ হাওলাদার গং।	২৩৫/৩
৫২৪৩	চর পদ্মা মহালাধীন ১ নং গরমকররি তালুক গুপিকুণ্ড বন্দোপাধ্যায় পং দক্ষিণ সাবাজপুর।	৪০৭৩/৫	সম্পূর্ণ তালুক নিলাম হইবে	বিহারী লাল রায় চৌধুরী।	৫৪১)

১। যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশ মাত্র স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

B. BELL,
Offg. Collector.

জিলা ঢাকা।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ঢাকা জিলায় অন্তর্গত নিম্নলিখিত গুলগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও বস্তুক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সালের ৬ই জানুয়ারি তারিখে লামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ক্রমিক নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের মদব জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের মদব জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৪	পং বন্দরখোনা মং মামুদরাজা।	১৬৭০৬৬ ১০১	অবশিষ্ট	শশীকুমার পোদ্দার গং।	১১৬/১২৬	২৬৭/২১
১০১৩	চর মুজাপুরের মধ্য- গত সালিনা ওরফে চক হরিচরণ।	৭৪২)	মোলআনী	কৃষ্ণচন্দ্র সাহা গং	১৭৮৬৬

DACCA COLLECTORATE,
The 18th November 1897.

ORHOY COOMAR SEN,
For Collector.

জেলা বাঁকুড়া।

নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাঁকুড়া জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণমেন্টের যে মালিকি স্বত্ত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত বাঁকুড়া জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৮ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখ মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২০শে মাঘ তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক।

খরিদারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে,—

নিলামের সর্ত্ত।—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্ণমেন্টের যে মালিকি স্বত্ত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ত্ব খরিদারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এই ক্ষণে যে সকল পাট্টা বর্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভিনিউ কার্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা ক্রমিক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ত্ব স্বীকার করিতে খরিদারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০, টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাত্ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০, টাকার উর্ধ্ব হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাত্ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পার্শ্ব উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়কারি খরিদারের দায়িত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

ক্রমিক নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	একবেহ হিসাবে যত- দূর জমা যার ভূমির অনুমানিক পরিমাণ।	গবর্ণমেন্টের বালস্ব যাহা ধার্য হই- য়াছে।	মন্তব্য।
৮০	আমরাণী পরগণে বিষ্ণুপুর	মোট মহালের ৩ কাগ অংশ।	১০ চারি আনা দশ- পাই মান।	ধানা বিষ্ণুপুর সামিল ভাগেদিখা গ্রাম- নিবাসী দিনময়ী দেবীর বিরুদ্ধে ১৮৯৫ ৯৬ সালের ৭৩৯ নং সার্টফিকেট জারিতে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রকাশ্য নিলামে খরিদা করা হইয়াছে।

কালেক্টরের কাছারি,
জেলা বাঁকুড়া,
তারিখ ২০শে নবেম্বর ১৮৯৭।

G. E. MANISTY,
Collector.

জিলা মালদহ।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মালদহ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭।২০ ডিসেম্বর তারিখে বেলা দুই প্রহর ১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজিব নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদব জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, ঐ অংশের সদব জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, তাহার বাকী।
৫৮১	কাশিমপুর পরগণা কাশিমপুর।	২৩১১৬৮/০	না	এই মহালে মোট ৩৯টি মৌজা আছে। এই সম্পূর্ণ মহালের রেসিডুয়ারী অংশ নিলাম হইবে কিন্তু নীচের লিখিত অংশগুলি যাহার জন্য স্বতন্ত্র তিনটি পৃথক হিসাব খোলা আছে তাহা নিলাম হইবেক না যথা;— (১) এই সম্পূর্ণ মহালের ৩৯টি মৌজার মধ্যে ২৫ দ্বীপ অংশ, (২) ইন্ড্রসইল, উত্তরজোই, ওয়ালতোর, গাজিপুর, খোর্দ-মালধা, গোপালপুর, ছয়পুরা, জলকর গাজিপুর, প্রজাপতি জীপতি, জোতজাহাঙ্গীর, জোতমনি, গুহিল, দেওগাঁও, নলতোর, পানপাড়া, পাহাড়ীভিটা, বাউল, বিল আন্ধারু, বিল ওলানী, বিল দহডারা, বিল পারনা, বিল হাতিয়া, ভবানীপুর, মবারকপুর, মুদাকত খালিমনগর, রসিকপুর স্জইল, সুলতানপুর ও সাহাজাদপুর মৌজার ৬১৬।২ দ্বীপ অংশ ও (৩) গুহিল সাহাবাজপুর নলতোর, জোতমনি, স্জইল ও উত্তর জোই মৌজার ১/২ গণ্ডা অংশ।	শিবগোবিন্দ থোকদার, বিবি মরহতন নেসা, বিবি উজিরণ নেসা, বিবি উজিরেণ নেসা স্বয়ং ও উজিরণ নেসা পক্ষে মৃজা আবেদ হোসেন, জাবেদা খাতুন, ও আমনা খাতুন; গোলাম হোসেন চৌধুরী মৃজা আমজাদ আলী বেগ, হুরজাঁহা নেসা স্বয়ং ও হুরজাঁহা নেসা পক্ষে আমিলন নেসা ও নজিবন নেসা; মধুসূদন ঘোষ, পিয়ারী খানম, হৃদয় মোহন পাল স্বয়ং ও হৃদয় মোহন পাল পক্ষে উপেন্দ্র নারায়ণ পাল ও সুরেন্দ্র নারায়ণ পাল; ভৈরবচন্দ্র নন্দী, লক্ষ্মী নারায়ণ নন্দী স্বয়ং ও লক্ষ্মী নারায়ণ নন্দী পক্ষে শশিভূষণ নন্দী; বিহারীলাল নন্দী, অষ্টেত চন্দ্র থোকদার আবির মহম্মদ চৌধুরী স্বয়ং ও আবির মহম্মদ চৌধুরী পক্ষে রবিউল্লা চৌধুরী, জহর মহম্মদ চৌধুরী ও কিশোর নেসা; সমনজান নেসা ও পরতী নেসা।	১৬৭০৬৮	৮২।০

উল্লিখিত রেসিডুয়ারী অংশ ১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বর কিস্তির বাকী রাজস্ব আদায় জন্য নিলাম হইবে।

টীকা—যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ধরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

MALDA COLLECTORATE,)

The 1st November 1897.)

J. H. LTA,

Collector.

জিলা নোয়াখালি।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩, ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ১১ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮। ৪ জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ক্রমিক নম্বর।	মহাল ও পবগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহা- লেব সদর ক্রমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, ঐ অংশের সদর ক্রমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২১১.	বামনৌ জমিদারী চাকলে বামনৌ।	১১১০৭,	সম্পূর্ণ	বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মেনেজার অব মিস কোর্জেন ফেট ও বাবু রঘুনাথ প্রসাদ তেওয়ারি গং।	...	৫০৫৫১১/১১
খাস মহাল টেনিউর —								
১৫৫১	চর শুলুকিয়ার ৯ নং গং মং হাওলা আবদুল রহমান।	৬১৮৮৬	সম্পূর্ণ	ওয়াজদিন ঘাট মাজি।	১৪৯৬/৫
১৬৬২	চর মঘধরা গং মং হাওলা আজম- তুল্লা গং ৮০ নং দখল।	৭০৮৮৬/৭	ঐ	ত্রৈলোক্যনাথ গুহ অভিভাবক জানিবে সচিনাথ গুহ।	১০০১১৯
১৬৭১	চর গাজির ১ নং দখল।	২০২৭১/৮	ঐ	জমিয়ত আলি	৪৮৭১০
১৬৭১	ঐ চরের ২ নং দখল	১৫৫২১/১১	ঐ	ঐ	৩৭৩১/৬
১৬৮৬	চর আলেকজান্ডারের ১ নং গং মং হাওলা।	৫৪০৮/৭	ঐ	নবকুমার বসু	১৩৬৬/৯
১৬৮৬	ঐ চরের ২ নং গং মং হাওলা।	৬৪৯৮৯	ঐ	ঐ	১৭০১/৯

S. K. AGASTI,
Collector

জিলা বর্ধমান।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৯৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বর্ধমান জিলায় অন্তর্গত নিম্ন-লিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সালের জুন কিস্তির বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত আগামী ১৮৯৮ সালে ৫ জানুয়ারি তারিখে বেলা ১২টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৭২	মহাল পাটুলী পরগণা পাটুলী।	৫৭৮৬৬৩	কেবলমূল মহাল নিলাম হইবে অন্যান্য অংশ নিলাম হইবে না।	নবিনচন্দ্র চৌধুরী দিং।	২৮৯৩/১০	৪৪৫

টীকা।—যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

C. FISHER,
Collector.

জিলা বীরভূম।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৯৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বীরভূম জিলায় অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সালের ১১ই জানুয়ারি তারিখে বেলা ১টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৩৪ নং	আমড়াপালন পরগণা খটকা থানা সিউড়ী।	৫৭৭৬৮০	এজমালি অংশ—দেবীপুর, দড়ি-বাজে জমি বাজে আপ্তি, দেবীপুর, জঙ্গল জমা ও আমড়াপালন মোজায় রকম ষোল আনা, এই অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	সুরেন্দ্র নারায়ণ সেন দিগর।	৫৪৬৬৮০	৩৬/৭

টীকা।—যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও উপরে লিখিত অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।

BIRBHUM COLLECTORATE,
Dated Suri, the 18th November 1897.

F. N. FISCHER,
Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking six pounds at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, Rs. 2 annas 8; per eight-ounce tin, Rs. 5; per pound tin, Rs. 10. The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, for cash only, at the undernoted rates: per four-ounce tin, Rs. 3; per eight-ounce tin, Rs. 6; per pound tin, Rs. 12. This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 oz. tin, eight annas per 8 oz. tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

কুরনু সিনকোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিকাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট গবর্ণ-
মেণ্টের কর্মচারীগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে
কুরনু সিনকোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ২।।০ টাকায়, আট ওন্স টিন ৫ টাকায় ও এক পৌণ্ড
টিন ১০ টাকায় পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট নগদ মূল্য
দিলে এই হিসাবে অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ৩ টাকায়, আট ওন্স টিন ৬ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন
১২ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতগণও এই
ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ওন্স টিনের ১০, আট ওন্স টিনের ১০
ও এক পৌণ্ড টিনের ১২ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিনকোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন	১৮)	বা ডাক মাসুল সমেত	১৮৫০
৥ আধ ” ”	৯)	” ” ” ”	৯১০
। শিকি ” ”	৪।।০	” ” ” ”	৫)

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং
ইহা যে সিনকোনাইন ও সিনকোনীডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্বক মিশ্রিত হয় নাই
তাহার গ্যারাণ্টি দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেণ্টের কর্মচারীগণের নিকট বিক্রয়
করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট
পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance:—

For the Mufassal.

			Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	”
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	”
Postage	1	0	0	”
For a single copy—						
Entire Gazette	0	4	0	.
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাল্লা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাছল এই অবধি নিম্ন লিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

	খকঃসলে	টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	১০২
ডাকমাছল	২১।
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (বাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ- দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাতুলিপি থাকে)	৪১
ডাকমাছল	১১
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	১০
ডাকমাছল	১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	১০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একং আনা।
ডাকমাছল	১০

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও খকঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাছল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একুটিং ছোট সেক্রেটারী।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A., in two Volumes. Price Rs. 24 : packing and postage Re. 1-12.

* The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced student only, yet as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country—*Extract from Preface*

OFFICE OF SUPDT., GOVT. PRINTING, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

NOTICE.

In continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the Calcutta Gazette or of the Bengalee Gazette will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

O. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—Rates of advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half " " "	10
Casual advertisement—4 annas per line.	

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐং গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই গর্হের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্নমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্নমেন্ট কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে ভিন্নমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কোটাণ্টের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিকোর্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি. ডবলিউ বন্টন,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ কবিবার হাব এইং।—	টাকা
পূর্বা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ কবণের	২০০
আধ পৃষ্ঠা	১০০
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ কবিত্তে হইলে একং পৃষ্ঠা	১০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিভিল সর্বিসে নিযুক্ত বন্ধমানের ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও ণাজা বিবয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য. ৫, পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কোটাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ।/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকায্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিন্ট প্রেসে টোন হালের হাতায় প্রিন্ট বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ব্যবস্থাপন কায্যবিভাগের আর্পিসে রেজি-স্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্নমেন্ট প্রেসে, ণাকার স্প্রিন্ট কোম্পানির বাটিতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণকে এতদ্বারা অবগত করা যাইতেছে যে ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জের নিকট ধলেশ্বরী নদীর তটে প্রতি বৎসর যে কাঙ্ক্ষিত বাকুনী মেলা হইয়া থাকে তাহা খৃষ্টীয় ১৮৯৭ সালের ২৫এ নবেম্বর অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩০৪ সালের ১১ই অগ্রহায়ণ তারিখে আরম্ভ হইয়া ১৮৯৮ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখ পর্যন্ত থাকিবে। ব্যবসায়ী ও বিক্রেতাগণ ও অন্যান্য ব্যক্তি এই ছয় সপ্তাহ কালের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবেন।

জিলা বোর্ডের আপিস,
ঢাকা, ১৮৯৭ সাল ২৮এ অক্টোবর।

কে, মহম্মদ ইউসুফ,
চেয়ারম্যানের পরিবর্তে।

কলিকাতা প্রোগ্রামেটরী স্কুলে যন্ত্রালায়ে গবর্নমেন্টের দ্বারা জীযুত ডে. এ. পেট্রি মাস্টার কর্তৃক যন্ত্রিত ও প্রকাশিত হইল।



গবর্ণমেন্ট গেজেট।

TUESDAY, DECEMBER 7, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৭ ডিসেম্বর।

CONTENTS.

	PAGE.	নিবন্ধ।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	নাই।
PART II.—Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal	353—359	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	৩৫৩—৩৫৯
PART III.—Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal	117—118	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART IIIA.—Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal	117—118	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	২১—২২
PART III.—Acts of the Legislative Council of India	21—22	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council	Nil.	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রভৃতি	৫৯৫—৬০৫
PART VII.—Circular Orders by the High Court and Board of Revenue	Nil.	পরিশিষ্ট গবর্ণমেন্টের গেজেট	নাই।
PART VIII.—Advertisements	595—606		
SUPPLEMENT	Nil.		

PART II.

Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের মুনিসিপাল (মেডিক্যাল) ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারির নিকট
প্রেরিত ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত জে, পি, হিউয়েট
সি, আই, ই, সাহেবের ২৫০৫ নং পত্র।

গোম ডিপার্টমেন্ট।

স্বাস্থ্য বিষয়ক।

কলিকাতা, ২১শে নবেম্বর ১৮৯৭ সাল।

আপনার ১৫ই তারিখের সাঙ্কেতিক টেলিগ্রামে যে লেখালেখি শেষ হয় তাহারই জেরস্বরূপ বঙ্গ-
দেশের গবর্ণমেন্টের অবগতির নিমিত্ত হেজাজে তীর্থযাত্রা করিবার চলিত কালের মধ্যে ঐ তীর্থযাত্রা
সম্বন্ধে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট ব্যাপক পীড়া বিষয়ক ১৮৯৭ সালের আইন অনুসারে ২০শে তারিখের
২৪৯৫ নং যে বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিয়াছেন তাহার একখানি নকল প্রেরণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি।

২। আমার এই অনুরোধ যে ঐ সকল আদেশের মর্ম যাহাতে অবিলম্বে এবং বিস্তৃতভাবে
জ্ঞানান হয় এবং যে সকল হেতুতে ঐ সকল আদেশ প্রচার করা হইয়াছে তাহা বুঝান হয় তজ্জন্য যে
সকল উপায় অবলম্বন করা সম্ভব তাহা অবলম্বিত হয়। জিলার মাজিস্ট্রেটদিগের দ্বারা, মুসলমান-
দিগের ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের দ্বারা, তীর্থযাত্রীদিগের দালালদিগের দ্বারা এবং
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট অন্য যে উপায় ভাল বিবেচনা করেন তদ্বারা যাহাতে তীর্থগমনেচ্ছুক ব্যক্তিগণকে
এ বৎসর হেজাজে যাইতে বিরত করা যায় তৎপক্ষে যত চেষ্টা করা কর্তব্য তাহাও করা উচিত।

৩। ভারতবর্ষের যে সকল অংশ হইতে তীর্থগমনের নিষেধ আজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইয়াছে
হেজাজে গমনার্থ জাহাজে চড়াইবার নিমিত্ত সেই সকল অংশ হইতে তীর্থযাত্রীদিগকে করাচি এবং
চট্টগ্রামে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এবং আডমিনিস্ট্রেশন সমূহের নিকট যে
সারকুলার প্রেরণ করা হইয়াছে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অবগতির নিমিত্ত আমি তাহারও একখানি নকল
পাঠাইতেছি। দৃষ্ট হইবে যে আপনার ৬ই তারিখের টেলিগ্রামে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে ভারতবর্ষের
গবর্ণমেন্ট তাহা গ্রাহ্য করিয়াছেন এবং বঙ্গদেশ আসাম এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার
পূর্ব ভাগের তীর্থযাত্রীদিগকে প্রথমতঃ একটা প্রাদেশিক পরিদর্শনের ক্যাম্পে পরিদর্শনাধীনে
আটকাইয়া রাখিয়া এবং তথা হইতে স্পেশাল ট্রেনে এবং একজন জবাবদিহিসম্পন্ন কর্মচারির জিহ্মায়
তাঁহাদিগকে রানীগঞ্জের সেন্ট্রাল ক্যাম্পে প্রেরণ করিয়া তাহার পর চট্টগ্রামে জাহাজে চড়াইয়া
দেওয়া হইবে। যে সকল স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এবং আডমিনিস্ট্রেশনের সহিত এই কার্যের সংক্রম
আছে তাঁহারা যে সকল বন্দোবস্ত করেন তৎসম্বন্ধে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত
এবং রানীগঞ্জে গমন করিবার নিমিত্ত যে সকল লোক প্রাদেশিক ক্যাম্পে থাকেন তাঁহাদের সংখ্যা
সম্বন্ধে এবং তাঁহারা যত সময় পরিদর্শনাধীন থাকিয়াছেন তৎসম্বন্ধে সময়ে সময়ে সংবাদ দিবার
নিমিত্ত ঐ সকল স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এবং আডমিনিস্ট্রেশনকে আদেশ করা হইয়াছে। আমার
এই অনুরোধ যে প্রাদেশিক ক্যাম্প হইতে রানীগঞ্জে তীর্থযাত্রী গ্রহণ করিবার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট ঐ সকল স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এবং আডমিনিস্ট্রেশনের সহিত লেখালেখি করেন।
বঙ্গদেশের এবং অপর প্রদেশের তীর্থযাত্রীদিগকে রানীগঞ্জে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত এবং তাহাদিগকে
চট্টগ্রামে পাঠাইয়া দিবার এবং তথায় জাহাজে চড়াইয়া দিবার নিমিত্ত যে সকল বন্দোবস্ত করা হয়
তৎসম্বন্ধে সংবাদ প্রাপ্ত হইলে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট আশ্চর্যিত হইবেন।

৪। পরিদর্শনের ক্যাম্প ভিন্ন অন্য কোথাও টিকিট বিক্রয় করা হইবে না এবং আমার এই
অনুরোধ যে এই আদেশ জারি করিবার নিমিত্ত এবং তীর্থযাত্রীদিগের দালালদিগকে ইহা জানাইবার
নিমিত্ত উপায় অবলম্বন করা হয়। বন্দোবস্তের বিষয় জাহাজের এজেন্টদিগকে অবগত করিবার
নিমিত্ত এবং কত জাহাজ পাওয়া যাইতে পারে ততদূর সম্ভব তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত, যে যে
তারিখে ঐ সকল জাহাজ রওয়ানা হইবে সেই সেই তারিখ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত এবং ঐ সকল জাহাজ
করাচি হইতে কি চট্টগ্রাম হইতে ছাড়িবে তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত বোম্বাইয়ের গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ
করা হইয়াছে। চট্টগ্রাম হইতে যে সকল জাহাজ রওয়ানা হইবে তৎসম্বন্ধে যে সংবাদ সংগ্রহ করা
যাইতে পারে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টকে তাহা প্রেরণ করিবার নিমিত্ত ও বোম্বাইয়ের গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ
করা হইয়াছে।

৫। মাস্জাজ প্রেসিডেন্সী হইতে এবং মহীশূর ও হাইদরাবাদ রাজ্য হইতে যে সকল তীর্থযাত্রী গমন করিবে তাহাদিগকে করাচিতে কিম্বা চট্টগ্রামে জাহাজে চড়ান হইবে এই বিষয় এখনও বিবেচনাধীন রহিয়াছে এবং এবিষয়ে আর এক পত্র প্রেরণ করা যাইবে ।

জে, পি হিউয়েট,

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত জে, পি, হিউয়েট সি, আই, ই,

সাছেবের নিকট হইতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের নিকট প্রেরিত

২৫০৯। ১৪ নং সারকুলার ।

গোম ডিপার্টমেন্ট ।

স্বাস্থ্য বিষয়ক ।

কলিকাতা, ২১শে নবেম্বর ১৮৯৭ সাল ।

হেজাজে তীর্থযাত্রা করিবার চলিত কালের মধ্যে ঐ তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট ব্যাপক পীড়া বিষয়ক ১৮৯৭ সালের আইন অনুসারে ২০শে তারিখের ২৪৯৫ নং যে বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিয়াছেন আপনার অবগতির নিমিত্ত তাহার একখানি নকল প্রেরণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি ।

২। আমার এই অনুরোধ যে ঐ সকল আদেশের মর্ম্ম যাহাতে অবিলম্বে এবং বিস্তৃতভাবে জানান হয় এবং যে সকল হেতুতে ঐ সকল আদেশ প্রচার করা হইয়াছে তাহা বুঝান হয় তজ্জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা সম্ভব তাহা অবলম্বিত হয় । জিলাব মাজিস্ট্রেটদিগের দ্বারা, মুসলমানদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের দ্বারা, তীর্থ যাত্রীদিগের দালালদিগের দ্বারা এবং আপনারা অন্য যে উপায় ভাল বিবেচনা করেন তদ্বারা যাহাতে তীর্থগমনেচ্ছুক ব্যক্তিগণকে এবংসর হেজাজে যাইতে বিরত করা যায় তৎপক্ষে যত চেষ্টা করা কর্তব্য তাহাও করা উচিত ।

৩। দৃষ্ট হইবে যে কেবলমাত্র সিন্ধু প্রদেশের করাচি বন্দরে এবং নিম্ন বঙ্গের চট্টগ্রাম বন্দরে তীর্থযাত্রীদিগকে জাহাজে চড়িতে দেওয়া হইবে । চট্টগ্রাম দিয়া যে পথ তাহা বঙ্গদেশ, আসাম এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অমোধ্যার পূর্ব ভাগের লোকদিগের নিমিত্ত এবং করাচি দিয়া যে পথ তাহা সিন্ধু ও অপার ইণ্ডিয়ার লোকদিগের নিমিত্ত । উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অমোধ্যা, পঞ্জাব, মধ্য-প্রদেশ, আসাম ও নিকটবর্তী দেশায় রাজা, রাজপুতানা এবং মধ্য-ভারতবর্ষের যে সকল লোক তীর্থ গমনের

ইচ্ছা পরিত্যাগ না করিবেন তাহাদিগকে ^{প্রদেশ} ^{বঙ্গপুতানা ও মধ্য ভারতবর্ষ হইলে এজেন্সিতে} একটা পরিদর্শনের ক্যাম্পে

জড় করিতে হইবে ও তথায় তাহাদিগকে অন্ততঃ ১০ দিনের জন্য একজন কমিশনপ্রাপ্ত ডাক্তারের বিশেষ তত্ত্বাবধানে আটকাইয়া রাখিতে হইবে । যে সকল তীর্থযাত্রী করাচিতে জাহাজে চড়িবেন তাহাদিগকে প্রাদেশিক পরিদর্শনের ক্যাম্প হইতে একবারে বন্দরে পাঠান যাইবে এবং যে সকল তীর্থযাত্রী চট্টগ্রামে জাহাজে চড়িবেন তাহাদিগকে প্রথমতঃ প্রাদেশিক ক্যাম্প হইতে রানীগঞ্জস্থিত মেট্রাল ক্যাম্পে পাঠাইয়া পরে ওয়া হইতে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট যে সকল বন্দেবস্ত করিবেন তদনুসারে চট্টগ্রামে পাঠান হইবে । যে সকল তীর্থগমনেচ্ছুক ব্যক্তি ১০ দিন পরিদর্শনাধীন থাকিয়াছেন এবং যাহাদের সংক্রামকদোষশূন্যতা সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দেওয়া হইয়াছে কর্তৃপক্ষেরা তাহাদিগকে লইতে প্রস্তুত আছেন আপনারা সিন্ধু বা বঙ্গদেশ হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র তাহাদিগকে স্থলভেদে করাচি বা রানীগঞ্জে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে । কত জাহাজ পাওয়া যাইতে পারে এবং কোন্ তারিখে ঐ সকল জাহাজ ছাড়িবে তাহারই উপর ইহা নির্ভর করিবে । প্রাদেশিক ক্যাম্প হইতে তীর্থযাত্রীদিগকে স্পেশাল ট্রেনে এবং একজন জবাবদিহিসম্পন্ন কর্মচারির জিম্মায় পাঠাইতে হইবে । দেশীয় রাজ্য হইতে প্রাদেশিক পরিদর্শনের ক্যাম্পে তীর্থযাত্রী গ্রহণ করা সম্বন্ধে ঐ সকল রাজ্যস্থিত পলিটিকাল কর্তৃপক্ষদিগকে পত্রলেখা আবশ্যিক হইবে । হেজাজে যাইবার টিকিট কেবলমাত্র পরিদর্শনের ক্যাম্পে বিক্রয় করা যাইতে পারিবে এবং আমার এই অনুরোধ যে এই আদেশ জারি করিবার জন্য এবং বোম্বাই ও বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া জাহাজের এজেন্ট এবং তীর্থযাত্রীদিগের দালালদিগকে ইহা জানাইবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা আবশ্যিক তাহা অবলম্বিত হয় ।

৪। আমার এই অনুরোধ যে পরিদর্শনের ক্যাম্পের নিমিত্ত একটা স্থান অবিলম্বে পছন্দ করা হয়, এই পত্রে যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইল তদনুসারে কার্য্য করিবার পক্ষে যত শীঘ্র সম্ভব বন্দোবস্ত করা হয় এবং যে সকল বন্দোবস্ত করা হয় তাহার সংবাদ ভারতবর্ষের গবর্নমেন্ট এবং বোম্বাই ও বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টকে প্রেরণ করা হয়। করাচি বা রাণীগঞ্জ যাইবার নিমিত্ত যত লোক প্রাদেশিক ক্যাম্প থাকেন তাঁহাদের সংখ্যার এবং তাঁহারা যত সময় পরিদর্শনাধীন থাকিয়াছেন তাহার এক একখানি সাময়িক বিবরণ দিবার নিমিত্ত এবং প্রাদেশিক ক্যাম্প হইতে তীর্থযাত্রীদিগকে স্থলভেদে করাচি বা রাণীগঞ্জের ক্যাম্প পাঠাইবার জন্য বোম্বাই ও বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সহিত পরামর্শ করিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

জে. পি. হিউয়েট,
ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

২৪৯৫ নম্বর।

ভারতবর্ষের গবর্নমেন্ট।

হোম ডিপার্টমেন্ট।

স্বাস্থ্য বিষয়ক।

কলিকাতা, ১৮৯৭ সাল ২০এ নবেম্বর।

বিজ্ঞাপন।

ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টের ১৮৯৭ সালের ২০এ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৬২৫ নং বিজ্ঞাপনে ব্যাপক পীড়া বিষয়ক ১৮৯৭ সালের ৩ আইনের ২ ধারার (১) প্রকরণের প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে এই আদেশ করা হয় যে ১৮৯৭ সালে হেজাজে তীর্থযাত্রার কালে ঐ তীর্থযাত্রা স্থগিত থাকিবে।

ভারতবর্ষের গবর্নমেন্ট এরূপ আবশ্যক বিবেচনা করেন না যে তীর্থযাত্রার চলিত কালের মধ্যে তীর্থযাত্রা একবারে বন্ধ করা হয়। কিন্তু বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে মড়কের প্রাদুর্ভাব বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়া পড়ায় তুরস্কস্থ ইউরোপের সমস্ত গবর্নমেন্ট ইউরোপে মড়ক যাওয়ার আশঙ্কা আছে বলিয়া দৃঢ়তা সহকারে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিয়া এবং তীর্থগমনেচ্ছুক ব্যক্তিগণ কর্তৃক ভারতবর্ষের দূষিত স্থান হইতে অনুমিত স্থানে মড়ক ব্যাপ্ত হইবার যে আশঙ্কা আছে তাহা বিবেচনা করিয়া ভারতবর্ষের গবর্নমেন্ট উক্ত তীর্থযাত্রীগণকে সাবধানে নিয়মের অধীন করা নিত্য আবশ্যক মনে করেন।

অতএব মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনারেল সাহেব ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টের ১৮৯৭ সালের ২০এ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৬২৫ নং বিজ্ঞাপন রহিত করিলেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনারেল সাহেব আরও আদেশ করিলেন যে অন্য আদেশ না হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধি বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অপর কোন অংশের কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী অধিবাসীকে মেক্কায় তীর্থযাত্রায় যাইবার অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষের কোন বন্দরে জাহাজে চড়িতে দেওয়া হইবে না।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনারেল সাহেব নিম্নলিখিতমত আদেশও করিলেন :—

(১) সিদ্ধি প্রদেশের করাচি বন্দর এবং নিম্বজ প্রদেশের চট্টগ্রাম বন্দর ভিন্ন অপর কোন বন্দর হইতে মেক্কায় তীর্থযাত্রার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তিকে জাহাজে চড়িতে দেওয়া হইবে না। এবং কোন ব্যক্তি কর্তৃক মড়কের বীজ ব্যাপ্ত হইবার আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়াছে বলিয়া যতক্ষণ পরিদর্শনার্থ নিরূপিত কোন স্থানের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারের প্রতীতি না জন্মে ততক্ষণ তাঁহাকে তথায় পরিদর্শনাধীনে রাখা না গেলেও এবং পরিদর্শনের স্থান হইতে জাহাজে চড়িবার স্থানে তীর্থযাত্রীদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে কর্মচারী নিযুক্ত হন সেই কর্মচারী ঐ ব্যক্তিকে জাহাজে চড়িবার স্থানে লইয়া না গেলেও তাঁহাকে জাহাজে চড়িতে দেওয়া হইবে না।

(২) তীর্থগমনেচ্ছুক পরিদর্শনাধীন যাত্রীগণকে আটকাইয়া রাখিবার নিমিত্ত যে সকল স্থান নিরূপিত হয় তন্মিত্ত অপর কোন স্থানে হেজাজে যাইবার টিকিট বিক্রয় করা যাইবে না।

(৩) ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারের যতক্ষণ এইরূপ প্রতীতি না হয় যে, যে সকল ব্যক্তি হেজাজে যাইবার অভিপ্রায়ে সিদ্ধ প্রদেশ ভিন্ন বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অপর কোন অংশে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মড়ক দেখা দিবার আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়াছে ততক্ষণ সেই সকল ব্যক্তিকে পরিদর্শনের ক্যাম্পে বা তাঁবুতে রাখা হইবে। তাহার পর তাঁহাদিগকে বাড়ী পাঠান যাইবে।

উপরিলিখিত সতর্কতা সহকারে হেজাজে তীর্থযাত্রা করিতে দেওয়া যাইতে পারে ভারতবর্ষের গবর্নমেন্ট এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেও সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় এবং তুরস্ক গবর্নমেন্ট যে কড়াকড় কারা-টাইনের নিয়ম ধার্য করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া এবং আরব দেশে উপস্থিত হইয়া তীর্থগমনেচ্ছুক ব্যক্তিগণকে সম্ভবতঃ যে অসুবিধা ও নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে তাহা বিবেচনা করিয়া ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে তীর্থগমনেচ্ছুক ব্যক্তির আগামী তীর্থযাত্রার কাল পর্যন্ত আপনাদের সঙ্কল্প হইতে বিরত থাকিলে সুবুদ্ধির কার্য্য করিবেন।

ভারতবর্ষের গবর্নমেন্ট খুব সম্ভ্রতি যে সংবাদ পাইয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে হেজাজে এখনও ঘোর অশান্তি চলিতেছে এবং মেক্কায় গমন করিলে ধন প্রাণ নাশের আশঙ্কা আছে।

জে, পি, হিউয়েট,

ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

মুন্সিপাল ডিপার্টমেন্ট।

মেডিক্যাল।

৫০৭১ নং মেডিক্যাল।

কলিকাতা, ১৮৯৭ সাল ২৬ এ নবেম্বর।

শ্রীযুত ই, আর, হেনরী, সি, এস, সাহেবের নিকট প্রেরিত বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী শ্রীযুত এচ, এচ, রিসলী, সি, আই, ই, সাহেবের পত্র।

আপনার অবগতির নিমিত্ত হেজাজে তীর্থযাত্রা করিবার চলিত কালের মধ্যে ঐ তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের এই মাসের ২১ তারিখের ২৫০৫ নং পত্রের প্রতিলিপি পাঠাইতে আদিষ্ট হইয়াছি।

২। ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের উক্ত পত্রের ২ পারাগ্রাফ সম্বন্ধে এই আপিসের পোলিটিকাল ডিপার্টমেন্ট হইতে আদেশ প্রদত্ত হইবে। এরূপ আশা করা যায় যে তীর্থযাত্রীদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়াতে অনেক মুসলমানই এই বৎসর হেজাজ যাত্রা হইতে নিরত্ত হইতে পারে।

৩। ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের পত্রের ৩ পারাগ্রাফের লিখিত প্রকারে তীর্থযাত্রীদিগকে চট্টগ্রাম হইতে প্রেরণ করিবার যে সকল বন্দোবস্ত করিতে হইবে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব আপনাকে তাহার ভার প্রদান করিতে স্থির করিয়াছেন। আমার অস্বরোধ এই যে আপনি আবশ্যিকমত তাস্ত করিবার পর বঙ্গদেশ ও অন্যান্য প্রদেশের তীর্থযাত্রীদিগকে রানীগঞ্জে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত এবং তাহাদিগকে চট্টগ্রামে পাঠাইয়া তথা হইতে জাহাজে উঠাইবার জন্য যে সকল বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করেন যতদূর সম্ভব তাহার সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত একখানি রিপোর্ট শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অবগতির নিমিত্ত ও ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টকে জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত অর্পণ করেন। এ বিষয়ে আপনাকে নিম্নলিখিত মন্তব্যও জ্ঞাপন করণার্থ আদিষ্ট হইয়াছি।

৪। রানীগঞ্জ ক্যাম্প।—কোন জাহাজেই এক হাজারের বেশি লোকের জায়গা হইতে পারে না, এই জন্য ঐ ক্যাম্প এরূপ বড় হওয়া চাই যে উহাতে প্রায় এক হাজার লোক ধরিতে পারে। সানিটরী কমিশনরের সহিত পরামর্শ করিয়া ক্যাম্পের নক্সা করিতে হইবে এবং যদি সম্ভব হয়

তাহা হইলে এরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে যেম ক্যাম্পের কোন অংশে সংক্রামক রোগ দেখা দিলে সমস্ত তীর্থযাত্রীকে আটক করিয়া রাখা আবশ্যিক হইয়া না পড়ে। ক্যাম্পে পর পর ভিন্ন ভিন্ন তীর্থযাত্রীর দলকে থাকিতে হইবে বলিয়া জল সরবরাহ ও পাইখানা সম্বন্ধে ও যে প্রণালীতে মল স্থানান্তর ও তাহার বিন্যবস্থা করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তীর্থযাত্রীদিগকে ক্যাম্পে আটক করিয়া রাখিবার সময় তাহাদিগের খাদ্য সরবরাহ করা আবশ্যিক হইবে; এছলে মন্তব্য এই যে, এই বিষয়ে ও স্ত্রী যাত্রীদিগের বাসা দিবার সম্বন্ধে কিরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত তদ্বিষয়ে প্রধান জন কয়েক তীর্থযাত্রীর দালালের সহিত পরামর্শ করিলে ভাল হয়। ক্যাম্পের কিয়দংশে উৎকৃষ্টতর থাকিবার জায়গার বিধান করিয়া তাহা উচ্চ শ্রেণীর তীর্থযাত্রীদের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখা উচিত কি না ইহাও আপনাকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। তীর্থযাত্রীর দালালদের থাকিবার বন্দোবস্ত করা চাই, তাহারা ক্যাম্পেই আপনাদের ব্যবসা চালাইবে। এসম্বন্ধে মন্তব্য এই যে, সাধারণ তীর্থযাত্রীরা যে অংশ দখল করিবে দালালদের থাকিবার স্থান তাহা হইতে পৃথক রাখিতে হইবে। ক্যাম্প তীর্থযাত্রীদিগকে গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হইলেই প্রধান মুসলমান, দালাল ও গ্রাম্য চৌকীদার দ্বারা ঐ কথা যতদূর সম্ভব প্রচার করিতে হইবে। গমনেচ্ছু তীর্থযাত্রীরা যাহাতে কলিকাতায় প্রবেশ না করিয়া একবারে ক্যাম্পে যায় তাহাদিগকে এইরূপে উৎসাহিত করা বাঞ্ছনীয়। আমার পরামর্শে, যে পথ দিয়া তীর্থযাত্রীদের যাওয়া উচিত প্রত্যেক জিলায় তাহার বিজ্ঞাপন দিলে ও তীর্থযাত্রীদিগকে আটকাইয়া ক্যাম্পে লইয়া যাইবার জন্য নৈহাটী ও রানীগঞ্জ বা খানায় দালাল রাখিলে ঐ অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে।

৫। টিকিট বিক্রয়।—তীর্থযাত্রীদিগকে আটক করিয়া রাখিবার জন্য যে সকল স্থান নির্দিষ্ট হয় হোম ডিপার্টমেন্টের ২০এ নবেম্বরের ২৪৯৫ নং বিজ্ঞাপন অনুসারে কেবল সেই সকল স্থানেই হেজাজে যাইবার টিকিট বিক্রয় করা যাইতে পারিবে। এই নিয়মটি বহুলোকে জানিতে পারিলে ও এই নিয়মাসারে ভালরূপ কার্য করিতে পারিলেই উপস্থিত প্রস্তাবটির অধিক পরিমাণে সফলতা লাভ করিবার সম্ভাবনা। এই বৎসরের প্রথম কয়েক মাস বহুসংখ্যক তীর্থযাত্রী বোম্বাইয়ে টিকিট ক্রয় করিয়া জাহাজে উঠিতে না পাওয়ায়, কলিকাতা হইতে যে সকল তীর্থযাত্রী লইয়া যাইবার ফীমার বা পাইলভরে গামা আরবদেশীয় জাহাজ স্থপসাগরে বা পারস্য উপসাগরে যায় তাহাতে উঠিতে পারিবে এই আশা করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল। যাহাতে পুনর্বার এরূপ না হইতে পারে তদ্বিমিত্ত সাবধান হইতে হইবে। এ বিষয়ে পরামর্শ এই যে, আপনি এখানে ও বোম্বাইয়ে এবং অপার ইণ্ডিয়ার সমস্ত বড় নগর ও সহরে এই কথা প্রচার করিয়া দিবেন যে কোন টিকিটে যদি কোন ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের স্বাক্ষরিত এমন সার্টিফিকেট লিখিত না থাকে যে (১) ঐ টিকিট ঐ ক্যাম্পে বিক্রয় করা হইয়াছে এবং (২) টিকিটধারীকে প্রস্থান করিবার সময় পর্য্যন্ত পরিদর্শনাধীনে আটক রাখা হইয়াছিল, তাহা হইলে ঐ টিকিট কয়েম টিকিট বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। তীর্থগমনেচ্ছুক সকল ব্যক্তিকে ইহাও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, যাহার জেদায় ফিরিয়া আসিবার টিকিট ক্রয় করিবার টাকা নাই তাহাকে রানীগঞ্জ ক্যাম্পে গ্রহণ করা যাইতে পারিবে না। যে তীর্থযাত্রীরা অন্যান্য প্রদেশ হইতে আসিবে তাহাদের ইতিপূর্বেই টিকিট লইয়া আসা আবশ্যিক।

৬। রানীগঞ্জ হইতে চট্টগ্রামে গমন।—নির্দিষ্টসংখ্যক তীর্থযাত্রী গ্রহণ করণার্থ চট্টগ্রামে কোন জাহাজ প্রস্তুত আছে রানীগঞ্জে এই সম্বাদ প্রাপ্ত হওয়া গেলেই, ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী পরিদর্শনাধীন ব্যক্তিদের মধ্য হইতে ঐ সংখ্যক লোক বাছাই করিবেন ও তাহাদিগকে ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষা করাইবেন। তাহার পর তাহাদিগকে প্রহরীর জিম্মায় স্পেশল ট্রেনে কুষ্টিয়ায় লইয়া যাইতে হইবে। তথা হইতে চাঁদপুরে যাইবার জন্য তাহারা একখানি স্পেশল ফীমারে উঠিবে। তাহাদিগকে চট্টগ্রামে লইয়া যাইবার জন্য চাঁদপুরে একখানি স্পেশল ট্রেন তৈয়ারি থাকা চাই। আমার অনু-রোধ এই যে, যে সকল রেলওয়ে ও ফীমার কোম্পানির সহিত এ কার্যের সংস্রব আছে তাহাদের সহিত লেখালেখি করিয়া এই সকল বন্দোবস্তঘটিত প্রত্যেক বিষয় স্থির করা হয় এবং রানীগঞ্জ হইতে চট্টগ্রাম যাত্রার পথে কোন্ কোন্ স্থানে তীর্থযাত্রীরা আহার করিবার জন্য নামিতে পারিবে তৎপ্রকাশক একখানি টাইম টেবিল সমেত সম্পূর্ণরূপে ঐ সকল বিষয় রিপোর্ট করা হয়। যাত্রাকালের মধ্যে তাহাদিগকে কি প্রকারে জল সরবরাহ করা যাইবে ইহাও উল্লেখ করিতে হইবে। কুষ্টিয়ায় জাহাজে উঠা, চাঁদপুরে জাহাজ হইতে নামা এবং চট্টগ্রামে জাহাজে উঠা এই সকল কার্য দিবাত্তাগে করা বিশেষ আবশ্যিক।

৭। চট্টগ্রামে জাহাজে উঠা।—চট্টগ্রাম হইতে তীর্থযাত্রীদের জাহাজ ছাড়িবার সময়ের দুটিস গ্রহণার্থ তীর্থযাত্রীদের জাহাজ বিষয়ক ১৮৯৫ সালের আইনের ৮ ধারানুসারে চট্টগ্রামের পোর্ট আপিসরকে নিযুক্ত করা হইবে। উক্ত আইন ও উক্ত আইন অনুসারে প্রণীত বিধির বিধানমতে ঠিক কার্য হইতেছে ইহা দেখা তাহার কর্তব্য কর্ম হইবে।

তীর্থযাত্রীদিগকে জাহাজে উঠাইয়া দিবার সম্বন্ধে কোন গোলযোগ হইবার আশঙ্কা নাই। চাঁদপুর হইতে যে ট্রেনে তাহাদিগকে লইয়া আসা হইবে তাহা জাহাজের পার্শ্বে আনা হইবে এবং তৎকালের জন্য প্রস্তুত জেটীর উপর দিয়া তাহারা জাহাজে উঠিবে। তাহারা নগরে প্রবেশ করিতে কিম্বা চট্টগ্রামের অধিবাসীদের সহিত কোনরূপ সংস্রব রাখিতে না পারে ইহা দেখিবার জন্য পোর্ট আপিসরকে আদেশ করা হইবে।

৮। জাহাজের দ্রব্য সামগ্রী।—আপনি দেখিবেন যে, চট্টগ্রাম হইতে যে সকল জাহাজ ছাড়ে তৎসম্বন্ধে কোন সমাচার প্রাপ্ত হওয়া গেলে বোম্বাইয়ের গবর্নমেন্ট এই গবর্নমেন্টকে ঐ সমাচার দেন উক্ত গবর্নমেন্টকে এইরূপ অমুরোধ করা হইয়াছে। কিন্তু বোম্বাইয়ের এজেন্ট ও জাহাজওয়ালাদের চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থা সম্বন্ধে সবিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকিতে পারে এবং এই বিষয়ে অনভিজ্ঞতা বশতঃ ও ঝড়ে চট্টগ্রামের ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা থাকায় তাহারা আপন আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে তত ইচ্ছুক না হইতে পারেন এই বিবেচনায় আপনাকে এই পরামর্শ দেওয়া যাইতেছে যে, আপনি আলোর বয়ান ও নজরের বন্দোবস্ত, ভাটার সময় চড়ান কত জল থাকে, জাহাজ সজ্জিত করিবার, মেরামত করিবার ও দ্রব্য সামগ্রী পাইবার কিরূপ সুবিধা আছে, চট্টগ্রাম সম্বন্ধীয় এইরূপ সকল প্রধান বিবরণ কলিকাতার পোর্ট আপিসরের নিকট হইতে জানিয়া লইয়া সাধারণতঃ যে সকল জাহাজওয়ালার হেজাজে যাত্রী লইয়া যায় তাহাদিগের নিকট ঐ সকল বিষয়ের একটি সংক্ষেপ বিবরণ পাঠাইয়া দিবেন।

৯। যাত্রাকালের জন্য খাদ্য সরবরাহ।—পরিশেষে, তীর্থযাত্রীদের জাহাজ বিষয়ক ১৮৯৫ সালের আইনের ১২ ও ১৮ ধারা এবং ৩১ ও ৩২ বিধির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এরূপ বিশ্বাস করা যায় যে তীর্থযাত্রীরা সাধারণতঃ জাহাজে উঠিবার পূর্বেই আপনঃ খাদ্য ক্রয় করিয়া জাহাজে লইয়া আইসে। জাহাজে উঠিবার যে প্রণালীর এক্ষণে প্রস্তাব করা যাইতেছে তদনুসারে উক্তরূপ করা সম্ভব হইবে বলিয়া বোধ হয় না। আমার অমুরোধ এই যে আপনি জাহাজের দালাল ও চার্টারদের সহিত লেখালেখি করিয়া এই বিষয়ে বিশেষ তদন্ত লইবেন ও খাদ্য সরবরাহ সম্বন্ধে কিরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত তৎসম্বন্ধে রিপোর্ট করিবেন।

এচ্, এচ্, রিসলী।

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।



গবর্ণমেন্ট গেজেট ।

TUESDAY, DECEMBER 7, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৭ ডিসেম্বর ।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক খণ্ড ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আদেশ ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 5099 M.—The 26th November 1897.—Whereas a notification No. 640 T.M., dated the 15th September 1897, was published at page 217, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 22nd idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of section 252 of Part VI of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as amended by Bengal Acts IV of 1894 and II of 1896, to the Barisal Municipality, in the district of Backergunge and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 221 of the Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Barisal Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the above provisions of the Municipal Act to the said Municipality.

H. H. RISLEY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

মুন্সিপাল ও স্থানীয়।

বিজ্ঞাপন।

৫০৯৯ এম,নম্বর।—১৮৯৭ সাল ২৬ নবেম্বর।—বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত বরিশাল মুন্সিপালি-
টিতে ১৮৯৪ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন ও ১৮৯৬ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের
মুন্সিপালিটি বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ২৫২ ধারার বিধান প্রচলিত করণার্থ
শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখের ৬৪০ টি,
নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ২২ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১১ খণ্ডের ২১৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা
গেলে ও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত
প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থ্যে এতদ্বারা এই সংবাদ
দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রতি উক্ত আইনের ২২১
ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া এবং বরিশাল মুন্সিপালিটির সভাগত কমিশনরদের
অমুরোধক্রমে মুন্সিপাল আইনের উক্ত বিধান উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রচলিত করিবার অমুমতি
দিলেন।

এচ্, এচ্, রিসলী,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট ।

শুক্লাবার, ১৮৯৭ সাল ৭ ডিসেম্বর ।

চতুর্থ খণ্ড ।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট ।

ব্যবস্থা বিভাগ ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপিখানি ১৮৯৭ সালের ৫ই নবেম্বর তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় উপস্থিত করা হইয়াছিল।—

১৮৯৭ সালের ১৯ নম্বর ।

পেট্রোলিয়ম বিষয়ক ১৮৮৬ সালের আইন অধিকতর সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি ।

পেট্রোলিয়ম বিষয়ক ১৮৮৬ সালের আইন অধিকতর সংশোধন করা বিহিত, অতএব এতদ্বারা নিম্নলিখিতমত বিধান করা গেল।—

সংক্ষেপ নাম ও আরম্ভের কথা ।

১ ধারা । (১) এই আইনটিকে পেট্রোলিয়ম বিষয়ক ১৮৯৭ সালের আইন বলা যাইতে পারিবে, এবং

(২) ইহা অবিলম্বে আমলে আসিবে ।

১৮৮৬ সালের ১২ আইনের ৩ ধারায় "পেট্রোলিয়ম" শব্দের নূতন অর্থ নির্দেশক বসাইবার কথা ।

২ ধারা । পেট্রোলিয়ম বিষয়ক ১৮৮৬ সালের আইনের ৩ ধারায় (১) দফার পরিবর্তে নিম্নলিখিত দফাটি বসাইতে হইবে, অর্থাৎ—

(১) "পেট্রোলিয়ম" শব্দে—

(ক) যে সকল তরল পদার্থ মাটিয়া তৈল, রাফিন তৈল, ব্রহ্মদেশীয় তৈল, কেরো-

সাইন, প্যারাফাইন তৈল, খনিজ তৈল, পেট্রোলাইন, গ্যাসোলাইন, বেঞ্জোল, বেঞ্জোলাইন ও বেঞ্জাইন নামে সাধারণতঃ খ্যাত ;

(খ) যে কোন আশুফুলনশীল তরল পদার্থ পেট্রোলিয়ম বা পাথরিয়া কয়লা বা শেটাকার প্রস্তুত বা উদ্ভিজ্জ বস্তুজাত মৃত্তিকাদি বা অন্য কোন আলকাতরার তুল্য দ্রব্য হইতে বা পেট্রোলিয়মজাত কোন বস্তু হইতে প্রস্তুত হয়, এবং

(গ) অন্য দ্রব্যের সহিত পুর্বোক্ত কোন তরল পদার্থ মিশাইয়া যে কোন তরল বা আটাল মিশ্র হয় —

তাহাও গণ্য ।

কিন্তু যে কোন তৈল সাধারণতঃ মসৃণ করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়, এবং যাহার অভ্যনির্গম স্থল কারণ-হিটের তাপমান যন্ত্রের দুইশত অংশ বা তদুপরি হয় পেট্রোলিয়ম শব্দে তদ্রূপ কোন তৈল বুঝায় না ।

১৮৮৬ সালের ১২ আইনের ৪ ধারায় নূতন প্রকরণ যোগ করণের কথা ।

৩ ধারা । উক্ত আইনের ৪ ধারায় নিম্নলিখিত প্রকরণটি যোগ করিতে হইবে, অর্থাৎ:—

(৩) মন্ত্রিসভাধিক্তিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া নূতন বা

পরিবর্তিত পরীক্ষা ও এই সকল পরীক্ষার আয়োজন ও প্রয়োগার্থ উপদেশ নির্দেশ করিয়া এই আইনের তফসীলের পরিবর্তন বা তাহাতে যোগ করিতে পারিবেন। এবং এই তফসীল পরিবর্তিত হইলে বা

উহাতে যোগ করা গেলে এই আইনে এই তফসীলের উল্লেখ হইলে তাহার এইরূপ অর্থ করিতে হইবে যেন উপস্থিত সময়ের ঐরূপে পরিবর্তিত বা যোগ করা এই তফসীলের উল্লেখ হইয়াছে।”

অভিপ্রায় ও হেতুর বিবরণ।

রং, বার্নিশ ও ঐরূপ অন্যান্য যে সকল দ্রব্যের মধ্যে আশুকুলনশীল পদার্থ থাকে তাহার আমদানী, তাহা নিকটে রাখা ও তাহা চালান দিবার সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বনের আবশ্যিকতা বিষয়ে ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টকে জ্ঞাত করা হইয়াছে ও এই বিষয়ে শ্রীশ্রীমতীর সেক্রেটারী সাহেবের সহিত লিখন পঠনাদিও হইয়াছে। এই জন্য পাণ্ডুলিপির ২ ধারাক্রমে এক্ষণে প্রস্তাব করা যাইতেছে যে, পেট্রোলিয়ম বিষয়ক ১৮৮৬ সালের আইনের (১৮৮৬ সালের ১২ আইন) বিধান উক্ত রূপ পদার্থ সম্বন্ধেও খাটিবে। যে সকল তরল পদার্থ ইতিপূর্বেই “পেট্রোলিয়ম” শব্দের অর্থের অন্তর্গত করা হইয়াছিল তাহার কোনটির সহিত অপর দ্রব্য মিশাইয়া তরল বা আটাল মিশ্র প্রস্তুত হইলে তাহাও যাহাতে এই শব্দের অর্থ মধ্যে গণ্য হয় এইভাবে উহার অর্থ প্রসারিত করা গেল। এই উপলক্ষে অর্থনির্দেশটি উৎকৃষ্টতর আকারে রচিত হইল, কাজের পরিবর্তন এই যে কএকটি শব্দ সংযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র।

২। আইনের তফসীলে যে সকল পরীক্ষা ও যন্ত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে তন্মিন্ন অন্য পরীক্ষা ও যন্ত্রও কোন কোন স্থলে প্রয়োগ করিলে সুবিধা হইতে পারে দেখা গিয়াছে। এই কারণে পাণ্ডুলিপির ৩ ধারা দ্বারা আইনের ৪ ধারায় যে সংযোগ বিহিত হইল তাহা এই অভিপ্রায়ে করা গেল যে তাহার বলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব ইতিপূর্বেই গজেটে সময়ে সময়ে বিজ্ঞাপন দিয়া এই তফসীল পরিবর্তিত বা উহাতে সংযোগ করিতে পারিবেন।

সি, এম, রিবার্জ।

১৮৯৭ সাল ২৭এ অক্টোবর।

জে, এম, ম্যাককাস'ন,

ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

CHUNDER NATH BOSE,
Bengali Translator.



গবৰ্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, DECEMBER 7, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৭ ডিসেম্বর।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইন্ডিয়ার এড্ৰি।

LAND ADVERTISEMENTS.

ভূমিবিষয়ক ইল্লাহার।

জিলা বাকরগঞ্জ।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকিসে ১৮৯৭ সনের লাগায়ত সেপ্টেম্বর কিস্তির তলবী বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সনের ৫ জুলাই তারিখ যোগে ১৩০৪ সনের ২২ পৌষ বুধবার নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ সাল তারিখ ১৩ নবেম্বর।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পর্বগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কিনা।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৪৪৪৬	পদ্মা ওরফে রম-জানপুর পং কাশীম-পুর সেহলাপটী।	৫৩৮৩)	সম্পূর্ণ মহালের মালিকী স্বত্ব নিলাম হইবে।	হরকুমার সেন গং	২০২৪)
৪৬০৫	চর সমসদী বাজি-গাও পং সান্নেস্তা-নগর।	১৪৪৫)	ঐ	দক্ষিণাকুমার রায় চৌধুরী গং।	৭৪৫৮
৪৭৪৮	চর জঙ্গলা পং উত্তর সাবাজপুর।	৭৮৪)	ঐ	হরিমোহন ঘোষাল	৯৮)
১৭২৫	মোজা চিকনিকান্দী পং চন্দ্রদ্বীপ।	এজমালী— ১০৪১/৭ = $\frac{১}{৪}$ ভিন্ন অংশ নি- লাম হইবে এত- দ্ব্যতীত অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	অশ্বিনী কুমার দত্ত গং।	১৩১২৫৭	২৮১৫৮
১২২৪	তালুক বিশ্বনাথ সেন পং ঝাঞ্জাবাহাদুর- নগর।	৫৭০১/১১১	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।	রামনারায়ণ সেন গং	১৪২১/৮১
১২২৭	তালুক কতে মাহামুদ পং ঝাঞ্জাবাহাদুর- নগর।	৭৩৮/১৯	ঐ	রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী গং।	৯২/৮
১৬৭৭	তালুক সৌজিন্দিন খাঁ গং পং বোজরগো- মেদপুর।	এজমালী— ৫১/১৫ গণ্ডা অংশ নিলাম হইবে। এত- দ্ব্যতীত অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী গং।	১০৪৩৫/৪	২৩১/১১১

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তোজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের মদর কমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের মদর কমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৫১৪৫	কিশমত তেওতা, পাওতা, রূপার-জোর গং পং বোজরগোমেদ-পুর।	৫১৪৬/০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।	দেবনাথ দত্ত চৌধুরী গং।	২২৬/১১
২৭০৮	জমিদারী পং উত্তর লাবাকপুর।	১৪২৪/৫	ঐ	আনন্দ চন্দ্র রায় গং।	১৩১/৪
১২১৬	১০ গুণ্ডা জমিদারী তপ্প হাবেলী সৌলিহাবাদ।	১০৪৫/১১	ঐ	সৌদামিনী গুণ্ডা গং।	১১১/৫১
৫২৫৬	৮র উয়েদ মহালাধীন ৬৪ নং যোক্ত পং জঞ্জীরা।	৯৫৮/৩	সম্পূর্ণ যোক্ত নিলাম হইবে।	হরিচরণ হাওলাদার গং।	২৩৫/৩
৫২৪৩	০র পদ্মা মহালাধীন ১ নং গরমকররি তালুক গুপিকুণ্ড বন্দোপাধায় পং দক্ষিণ সাবাকপুর।	৪০৭৩/৫	সম্পূর্ণ তালুক নিলাম হইবে	বিহারী লাল রায় চৌধুরী।	৫৪১)

টিকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

B. BELL,
Offg. Collector.

জিলা ঢাকা।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারায়তে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ঢাকা জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সালের ৬ই জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তোজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের মদর কমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের মদর কমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৪	পং বন্দরখোনা যং মামুদরাজা।	১৬৭০৬০/১০	অবশিষ্ট ...	শশীকুমার পোদ্দার গং।	১১৬/০২৬	২৬৭/১০
২০১৩	৮র মুজাপুরের মধ্য-গত সালিনা ওরকে চক হরিচরণ।	৭৪২)	মোলআনী	কৃষ্ণচন্দ্র সাহা গং	১৭৮৬/০

জেলা বাঁকুড়া।

নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাঁকুড়া জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণমেন্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত বাঁকুড়া জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৮ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখ মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২০শে মাঘ তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক।

খরিদারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে,—

নিলামের সর্ত্ত।—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সক্ষম হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্ণমেন্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এই ক্ষণে যে সকল পাট্টা বর্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভিনিউ কার্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাত্ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০ টাকার উর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাত্ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পার্স উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়কারি খরিদারের দায়িত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

শৌজিব নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	একবের হিসাবে যত- দুব জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ।	গবর্ণমেন্টের রাজস্ব যাহা ধার্য হই- য়াছে।	মন্তব্য।
৮০	আমরাণী পরগণে বিষ্ণুপুর	মোট মহালের ৩ কাগ অংশ।	১১০ চারি আনা দশ- পাই মাত্র।	খানা বিষ্ণুপুর সামিল ভাগেদিখা গ্রাম- নিবাসী দিনময়ী দেবীর বিরুদ্ধে ১৮৯৫ ৯৬ সালের ৭৩৯ নং সার্টফিকেট জারিতে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রকাশ্য নিলামে খরিদ করা হইয়াছে।

কালেক্টরের কাছারি,
জেলা বাঁকুড়া,
তারিখ ২০শে নবেম্বর ১৮৯৭।

G. E. MANISTY,
Collector.

জিলা নদীয়া ।

নিলামি বিজ্ঞাপন ।

এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকিস্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত নদীয়া জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৮ সনের ১০ই জানুয়ারি তারিখ মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২৭শে পৌষ তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক ।

খরিদারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে । —

নিলামের সর্ত্ত ।—

প্রথম । নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে । এই মহালের খরিদারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকিস্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদারের প্রতি পধ্যাপ্ত হইবে ।

দ্বিতীয় । চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণে যে সকল পাট্টা বর্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভে-নিউ কার্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদারগণ বাধ্য হইবে ।

তৃতীয় । নিলামি মূল্য ১০০ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাত্ দিতে হইবে ।

চতুর্থ । নিলামি মূল্য ১০০ টাকার উর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাত্ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পর্ব উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়কারি খরিদারের দায়ীত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে ।

তোক্তির নম্বর ।	মহাল ও পরগণার নাম ।	একএক হিচাবে যতদূর জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ ।	গবর্ণমেণ্টের বাজস্ব যাহা ধার্য হই- যাছে ।	মন্তব্য ।
১০২৭	সিমুলিয়া পরগণে শ্রীনগর	একর — ২০.৮৬ অর্থাৎ ৬৩/২১ বিঘা ।	টা: আ: পা: ১৬, ০ ০	

কালেক্টরের কাছারি

জিলা নদীয়া

তারিখ ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৯৭ সাল ।

R. A. ROSSITER,
For Collector.

জিলা নোয়াখালি।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩, ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ১১ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮। ৪ জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
টোজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহা- লের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২১১	বামনী জমিদারী চাকলে বামনী।	১১১০৭,	সম্পূর্ণ	বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মেনেজার অব মিস কোর্ডন ফেট ও বাবু রঘুনাথ প্রসাদ তেওয়ারি গং।	...	৫০৫৫১/১১
খাস মহাল টেনিউর —								
১৫৫১	চর শুলুকিয়ার ৯ নং গং মং হাওলা আবদুল রহমান।	৬১৮৫৬	সম্পূর্ণ	ওয়াজদ্দিন ঘাট মাজি।	১৪৯৮৫
১৬৬২	চর মঘুয়া গং মং হাওলা আজম- তুল্লা গং ৮০ নং দখল।	৭০৮৫৮/৭	ঐ	ত্রৈলোক্যনাথ গুহ অভিভাবক জানিবে সচিনাথ গুহ।	১০০১১
১৬৭১	চর গাজির ১ নং দখল।	২০২৭৬৪	ঐ	জমিয়ত আলি	৪৮৭১০
১৬৭১	ঐ চরের ২ নং দখল	১৫৫৯১/১১	ঐ	ঐ	৩৭৩১/৬
১৬৮৬	চর আলেকজেন্ডারের ১ নং গং মং হাওলা।	৫৪০৫/৭	ঐ	নবকুমার বসু	১৩৬৮৯
১৬৮৬	ঐ চরের ২ নং গং মং হাওলা।	৬৪৯৫৯	ঐ	ঐ	১৭০১৯

S. K. AGASTI,
Collector.

জিলা বর্ধমান।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বর্ধমান জিলার অন্তর্গত নিম্ন লিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সালের জুন মাসের বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত আগামী ১৮৯৮ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখে বেলা ১২টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তোক্তির নম্বর।	মহাল ও পবনগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কিনা।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৭২	মহাল পাটুলী পর-গণা পাটুলী।	৫৭৮৬৬৩	কেবল মূল মহাল নিলাম হইবে অন্যান্য অংশ নিলাম হইবে না।	নবিনচন্দ্র চৌধুরী	২৮২৩/১০	৪৪/৫

টীকা।— যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

C FISHER,
Collector.

জিলা বীরভূম।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বীরভূম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সালের ১১ই জানুয়ারি তারিখে বেলা ১টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তোক্তির নম্বর।	মহাল ও পবনগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কিনা।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৩৪ নং	আমড়াপালন পর-গণা খটকা থানা সিউড়া।	৫৭৭৬৬০	এজমালি অংশ— দেবীপুর, দড়ি-বাজে জমি বাজে আশু, দেবীপুর, জঙ্গল জমা ও আমড়াপালন মোজায় রকম ষোল আনা, এই অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	সুরেন্দ্র নারায়ণ সেন দিগর।	৫৭৬৬৬০	৩৬/৭

টীকা।— যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও উপরি লিখিত অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।

BIRBHUM COLLECTORATE,
Date/ Suri, the 18th November 1897.

F. N. FISHER,
Collector.

জিলা নদীয়া।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নদীয়া জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও বাবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ধরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেইস্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

ক্রমিক নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর সমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর সমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১	মহাল আলমপুর পর- গণে আলমপুর।	১২৯৬৬।/৮ পুলিস ১০৪৯।/৫	না	১।০ নং অংশ ১০৬৮৪।/১০ উক্ত অংশ ব্যতীত অন্য অংশ বিক্রয় হইবেক না।	কালী প্রসন্ন ঘোষ	৪২৬৩৭।/৩ পুলিস ৪৮২।৫	২৩১।/৪
১৬৭নং	মহাল হুবরা পরগণে পাচ নউর।	১২৪১৩।/১ পুলিস ২১৩।/৪	না	১৬৭।২ নং অংশ /১৪১৬।/০ উক্ত অংশ ব্যতীত অন্য অংশ বিক্রয় হইবে না।	সারদা প্রসাদ সুর ভবানী প্রসাদ সুর অন্নপূর্ণা দাসী দিগর।	২০০৬৬।/৩ পুলিস ২২।/৩	৭।/১০

[ILLEGIBLE.]

Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking six pounds at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, Rs. 2 annas 8; per eight-ounce tin, Rs. 5; per pound tin, Rs. 10. The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, for cash only, at the undernoted rates: per four-ounce tin, Rs. 3; per eight-ounce tin, Rs. 6; per pound tin, Rs. 12. This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 oz. tin, eight annas per 8 oz. tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

ছুরস্ব সিন্‌কোনা।

কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট গবর্ণ-
মেন্টের কর্মচারীগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে
ছুরস্ব সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ২।০ টাকায়, আট ওন্স টিন ৫. টাকায় ও এক পৌণ্ড
টিন ১০. টাকায় পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট নগদ মূল্যে
কালে এই হিসাবে অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ৩. টাকায়, আট ওন্স টিন ৬. টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন
১২. টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই
ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত ছয় ড্রাডা চারি ওন্স টিনের ১০, আট ওন্স টিনের ১০
ও এক পৌণ্ড টিনের ১০ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন ।

১৮৯৬ সালে ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

- ১) এক পৌণ্ড টিন ১৮) বা ডাক মাসুল সমেত ১৮৫০
 II আধ " " ৯) " " " " ৯১০
 I শিকি " " ৪১১° " " " " ৫)

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনাডাইন নামক অপকৃষ্ট দ্রব্যের সহিত ইচ্ছাপূর্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারান্টি দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেন্টের কর্মচারীগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৯৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাল্লা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাসুল এই অবধি নিম্ন-লিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

বস্তু	মকঃসলে	টাকা ।
সম্পূর্ণ গেজেট	...	বৎসর ১০২
ডাকমাসুল	...	" ২১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে কারতবারের ও বঙ্গ-দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	" ৫)
ডাকমাসুল	...	" ১)
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	...	" ১০
ডাকমাসুল	...	" ০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার মূল্য সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	...	" ০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হইবে তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর ৫কঃ আনা।
ডাকমাসুল	...	" ০

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মকঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাসুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের এক্টিং ছোট সেক্রেটারী ।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A., in two Volumes. Price Rs. 24 : packing and postage Rs. 1-12.

*. The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced student only, yet as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT., GOVT. PRINTING, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

NOTICE.

In continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—Rates of advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

				Rs.
Full page, per issue	20
Half "	"	"	"	10
Casual advertisement—4 annas per line.				

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গাল গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই গর্হের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্নমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্নমেন্ট কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কোটাণ্টের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে উপ-রোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিকোর্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক বাণা পাঠাইতে হইবে।

সি. ডব্লিউ বন্টন,

সহ-সেক্রেটারী-গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

বন্দ্য	— কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার দ্বার এইং —	টাকা।
পূর্বা এক পৃষ্ঠা একই বার প্রকাশ করণের	...	২০
আধ পৃষ্ঠা	...	১০
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একই পৃষ্ঠা	...	১০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রমার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্বিসে নিযুক্ত বর্ধমানের ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজ্ঞা বিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য, ৫, পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন। যন্তব্য।— উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকায্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মজিসতার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিনেড স্ট্রিট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগের আপিসে রেজি-স্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্নমেন্ট প্রেসে, থাকার স্প্রিন্ট কোম্পানির মাতিতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণকে এতদ্বারা অবগত করা যাইতেছে যে ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জের নিকট ধলেশ্বরী নদীর তটে প্রতি বৎসর যে কার্তিক বারুণী মেলা হইয়া থাকে তাহা স্থায়ী ১৮৯৭ সালের ২৫এ নবেম্বর অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩০৪ সালের ১১ই অগ্রহায়ণ তারিখে আরম্ভ হইয়া ১৮৯৮ সালের ৫ই জাম্ময়ারি তারিখ পর্যন্ত থাকিবে। ব্যবসায়ী ও বিক্রেতাগণ ও অন্যান্য ব্যক্তি এই ছয় সপ্তাহ কালের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবেন।

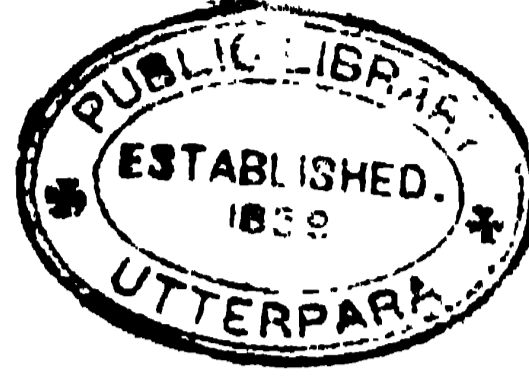
জিলা বোর্ডের আপিস,
ঢাকা, ১৮৯৭ সাল ২৮এ অক্টোবর।

কে, মহম্মদ ইউসুফ,
চেয়ারম্যানের পরিবর্তে।

কলিকাতা প্রোগ্রিভেসী লেস যন্ত্রালয়ে গবর্নমেন্টের জন্য শ্রীযুত জেমস পেট্রি সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



Humb. 3046 [৩০৪৬]



REGISTERED No. 3.



গবর্ণমেন্ট গেজেট।

TUESDAY, DECEMBER 14, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১৪ ডিসেম্বর।

CONTENTS.

	PAGE.	বিবর্ত।	
PART I.—Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	পৃষ্ঠা। নাই।
PART II.—Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal	Nil.	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	নাই।
PART IIA.—Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal	119—120	দ্বিতীয় ক খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আদেশ	১১৯—১২০
PART III.—Acts of the Legislative Council of India	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
PART VII.—Circular Orders by the High Court and Board of Revenue	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র	নাই।
PART VIII.—Advertisements	607—619	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহাব প্রভৃতি	৬০৭—৬১৯
SUPPLEMENT	Nil.	পরিশিষ্ট গবর্ণমেন্টের গেজেট	নাই।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আদেশ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 5267 M.—The 1st December 1897.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor is pleased, in the exercise of the power conferred on him by section 414 of the Calcutta Municipal Consolidation Act, II of 1888, to confirm the following revised bye-law relating to the wearing of metal tickets by the drivers of carts, which has been framed by the Commissioners of the Calcutta Municipality under section 412 of the said Act:—

“Every driver of a registered cart shall, at all times while acting as such driver, wear a metal ticket exposed to view, marked or engraved with a number corresponding with the registration number of the cart; and such ticket shall, on application, be delivered by the Commissioners free of cost at the time of the registration of the cart to the owner or the person in charge at the time for the use of the driver of the cart for the time being. On the expiry of the period for which such license is granted, the owner or person in charge of the cart is bound to return such ticket to the Commissioners. But in the case of the words or figures on the metal ticket becoming disfigured or obliterated, or of a metal ticket being lost or stolen within the period for which such ticket is issued, a duplicate ticket may, with the sanction of the Commissioners, be issued on payment of a fee of two rupees.”

H. H. RISLEY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

মুন্সিপাল ও স্থানীয়।

বিজ্ঞাপন।

৫২৬৭ এম্., নম্বর।—১৮৯৭ সাল ১ ডিসেম্বর।—সাধারণের অবগত্যর্থ্যে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি কলিকাতার মুন্সিপাল আইন সংগ্রহ বিষয়ক ১৮৮৮ সালের ২ আইনের ৪১৪ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি গরুর গাড়ির গাড়ওয়ানদের ধাতুনির্মিত টিকিট ধারণ করণ সম্বন্ধে উক্ত আইনের ৪১২ ধারাক্রমে কলিকাতা মুন্সিপালিটির কমিশনরদের প্রণীত নিম্নলিখিত সংশোধিত উপবিধি দৃঢ় করিলেন।

“রেজিষ্টরীক বা গরুর গাড়ির প্রত্যেক গাড়ওয়ান গাড়ী চালাইবার সময়ে সকলে দেখিতে পায় এমন করিয়া একখানি ধাতুনির্মিত টিকিট ধারণ করিবে। গরুর গাড়ির রেজিষ্টরীর যে নম্বর ঐ টিকিটে সেই নম্বর চিত্রিত বা খোদিত থাকিবে। দরখাস্ত করা হইলে, যখন যে গাড়ওয়ান থাকে তাহার ব্যবহারের জন্য গাড়ী রেজিষ্টরী করিবার সময়ে কমিশনরগণ বিনা খরচায় এইরূপ একখানি টিকিট গাড়ির মালিক বা গাড়ী যে ব্যক্তির জিম্মায় থাকে তাহাকে দিবেন। যে সময়ের নিমিত্ত লাইসেন্স দেওয়া যায় তাহা অতীত হইলে গাড়ির মালিক কিম্বা যে ব্যক্তির জিম্মায় গাড়ী থাকে সেই ব্যক্তি কমিশনরগণকে ঐ টিকিট ফিরাইয়া দিতে বাধ্য। কিন্তু যে সময়ের নিমিত্ত ধাতুনির্মিত টিকিট দেওয়া যায় যদি সেই সময়ের মধ্যে উহার শব্দ বা অঙ্কগুলি বিকৃত হয় বা উঠিয়া যায় কিম্বা ঐ টিকিট খোয়া বা চুরি যায় তবে দুই টাকা ফি দেওয়া গেলে কমিশনরগণের মঞ্জুরিক্রমে দোকর টিকিট দেওয়া যাইতে পারিবে।”

এচ্., এচ্., রিসলী,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, DECEMBER 14, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১৪ ডিসেম্বর।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত।

LAND ADVERTISEMENTS.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা বাকরগঞ্জ।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের অফিসে ১৮৯৭ সনের লাগায়ত সেপ্টেম্বর কিস্তির তলবী বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সনের ৫ জাম্বুয়ারি তারিখ মোং ১৩০৪ সনের ২২ পৌষ বুধবার নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ সাল তারিখ ১৩ নবেম্বর।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহা- লের সদব জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদব জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৪৫৪৬	পদ্মা ওরফে রম- জানপুর পং কাশীম- পুর সেহলাপট্টা।	৫৩৮৩)	সম্পূর্ণ মহা- লের মালিকী স্বত্ব নিলাম হইবে।	হরকুমার সেন গং	২০২৪)
৪৬০৫	চর সমসদা বালি- গাঁও পং সায়েস্তা- নগর।	১৪৪৫)	ঐ	দক্ষিণাকুমার রায় চৌধুরী গং।	৭৪৬৮
৪৭৪৮	চর জঞ্জলা পং উত্তর সাবাজপুর।	৭৮৪)	ঐ	হরিমোহন ঘোষাল	২৮)
১৭২৫	মৌজা চিকনাকান্দা পং চন্দ্রদ্বীপ।	এজমালী— ১০৪১/৭ = ১ ৮	অশ্বিনী কুমার দত্ত গং।	১৩১৯৬৭	২৮১৬৮
১৯৯৩	তালুক বিশ্বনাথ সেন পং খাজাবাহার- নগর।	৫৭০১/১১১	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।	রামনারায়ণ সেন গং	১৪২১/৮
১৯৯৭	তালুক ফতে মাহামুদ পং খাজাবাহার- নগর।	৭৩৮/৯	ঐ	রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী গং।	৯২/৮
১৬৭৭	তালুক মৌজুদ্দিন খাঁ গং পং বোজরগো- মেদপুর।	এজমালী— ৬/১৫ গণ্ডা অংশ নিলাম হইবে। এত- দ্ব্যতীত অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী গং।	১০৪৩৬/৪	২৩১/১১১

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌগোলিক নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের মদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের মদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৫১৪৫	কিশমত তেওতা, পাওতা, রূপার-জোর গং পং বোজরগোমেদপুর।	৫১৪০/০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।	দেবনাথ দত্ত চৌধুরী গং।	৯৯৫/১১
২৭৫৮	জমিদারী পং উত্তর মাবাজপুর।	১৪৯৭১/৫	ঐ	আনন্দ চন্দ্র রায় গং।	১৫১/৭
১৯১৬	১০ গঙা জমিদারী তপেপা হাবেলা সালিমাবাদ।	১০৪৫১/৯১	ঐ	দৌদামিনী শুপ্তা গং।	১১১০/৭১
৫২৫৬	চর উমেদ মহলাধীন ৫৪ নং যোত পং জজীরা।	৯৫৮/৩	সম্পূর্ণ যোত নিলাম হইবে।	হরিচরণ হাওলাদার গং।	২৩০/৩
৫২৪৩	চর গদা মহলাধীন ১ নং গরমকররি তালুক শুপিক্রম বন্দোপাধ্যায় পং দক্ষিণ সাবাজপুর।	৪০৭৩/৫	সম্পূর্ণ তালুক নিলাম হইবে।	বিহারী লাল রায় চৌধুরী।	৭৫

টিকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

B. FELL,
Offg. Collector.

জিলা ঢাকা।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গাইতেছে যে ঢাকা জিলাব অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলাব কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সালের ৬ই জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌগোলিক নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের মদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের মদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৪	পং বন্দরখোনা মং মামুদরাজা।	১৬৭০৫০/১০১	অবশিষ্ট	২৬৭১/২১
৯০১৩	চর মূজাপুরের মধ্য-গত সালিনা ওরফে চক হরিচরণ।	৭৪২	মোলআনী	রুমচন্দ্র সাহা গং	১৭৮৫/০

জেলা বাঁকুড়া।

নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাঁকুড়া জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্নমেন্টের যে মালিকি স্বত্ত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত বাঁকুড়া জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৮ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখ মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২০শে মাঘ তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক।

খরিদারগণকে নিম্নের লিখিত ৫ নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে,—

নিলামের সর্ত্ত :—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট করেন তাহার উপর ধৈ ব্যক্তি সর্বাংশে অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্নমেন্টের যে মালিকি স্বত্ত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ত্ব খরিদারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এই ক্ষণে যে সকল পাট্টা বর্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভিনিউ কার্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা ক্রমিক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ত্ব স্বীকার করিতে খরিদারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০% টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাত্ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০% টাকার উর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাত্ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পক্ষ উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়কারি খরিদারের দায়িত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

ক্রমিক নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	একবের হিসাবে যত- দূর জালা যাহ ভূমির অনুমানিক পরিমাণ।	গবর্নমেন্টের রাজস্ব যাহা ধার্য হই- য়াছে।	মন্তব্য।
৮০	আমরাণী পরগণে বিষ্ণুপুর	মোট মহালের ৩ কাগ অংশ।	১০ চারি আনা দশ- পাই মাত্র।	খানা বিষ্ণুপুর সামিল ভাগেদিখা গ্রাম- মিবাসী দিনময়ী দেবীর বিরুদ্ধে ১৮৯৫ ৯৬ সালের ৭৩৯ নং সার্টফিকেট জারিতে গবর্নমেন্ট কর্তৃক প্রকাশ্য নিলামে খরিদ করা হইয়াছে।

কালেক্টরের কাছারি,
জেলা বাঁকুড়া,
তারিখ ২০শে নবেম্বর ১৮৯৭।

G: E. MANISTY,
Collector

জিলা নদীয়া ।

নিলামি বিজ্ঞাপন ।

এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্নমেন্টের যে মালিকিস্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ব অঙ্গসারে উক্ত নদীয়া জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৮ সনের ১০ই জানুয়ারি তারিখ মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২৭শে পৌষ তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক ।

খরিদারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ব সকলে বাধ্য হইতে হইবে । —

নিলামের সর্ব ।—

প্রথম । নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে । এই মহালের খরিদারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্নমেন্টের যে মালিকিস্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবে ।

দ্বিতীয় । চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণে যে সকল পাট্টা বর্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভিনিউ কার্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদারগণ বাধ্য হইবে ।

তৃতীয় । নিলামি মূল্য ১০০ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাত্ দিতে হইবে ।

চতুর্থ । নিলামি মূল্য ১০০ টাকার উর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাত্ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পর্ব উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়কারি খরিদারের দায়ীত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে ।

ক্রমিক নম্বর ।	মহাল ও পরগণার নাম ।	একবেব হিসাবে যতদূর জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ ।	গবর্নমেন্টের বাক্স যাহা ধায়া হই- য়াছে ।	মন্তব্য ।
১০৯৭	সিমুলিয়া পরগণে শ্রীনগর	একর— ২০.৮৬ অর্থাৎ ৬৩/২১ বিঘা ।	টা: আ: পা: ১৬, ০ ০	

কালেক্টরের কাছারি

জিলা নদীয়া

তারিখ ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৯৭ সাল ।

R. A. ROSSITER,
For Collector.

জিলা নোয়াখালি।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩, ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ১১ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮। ৪ জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ধরে কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌগোলিক নাম।	মহাল ও পর্বগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহা- লেব মদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কোন অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, ঐ অংশের মদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২১১	বামনৌ জমিদারী চাকলে বামনৌ।	১১১০৭,	সম্পূর্ণ	বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মেনেজার অব য়িস কোর্ডন স্টেট ও বাবু রঘুনাথ প্রসাদ তেওয়ারি গং।	৫০৫৫।।/১১
খাস মহাল টেনিউর —								
১৫৫১	চর শুলুকিয়ার ৯ নং গং মং হাওলা আবদুল রহমান।	৬১৮৬৬	সম্পূর্ণ	ওয়াজদ্দিন ঘাট মাজি।	১৪২০/৫
১৬৬২	চর মঘংরা গং মং হাওলা আজ- তুল্লা গং ৮০ নং দখল।	৭০৮৬৭	ঐ	...	তৈলোক্যনাথ গুহ অভিভাবক জানিবে সচিনাথ গুহ।	১০০।।৯
১৬৭১	চর গাজির ১ নং দখল।	২০২৭.৮৪	ঐ	...	জমিয়ত আলি ..	৪৮৭।০
১৬৭১	ঐ চরের ২ নং দখল	১৫৫৯।।১১	ঐ	...	ঐ	৩৭৩।/৬
১৬৮৬	চর আলেকজেন্ডারের ১ নং গং মং হাওলা।	৫৪০৬.৭	ঐ	...	নবকুমার বসু ...	১৩৬০/৯
১৬৮৬	ঐ চরের ২ নং গং মং হাওলা।	৬৪৯৬৯	ঐ	...	ঐ	১৭০।/৯

S. K. AGARTI,
Collector.

জিলা বর্ধমান।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বর্ধমান জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সালের জুন মাসের বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত আগামী ১৮৯৮ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখে বেলা ১২টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তোজিব নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৭২	মহাল পাটুলী পরগণা পাটুলী।	৫৭৮৫৬৩	কেবল মূল মহাল নিলাম হইবে অন্যান্য অংশ নিলাম হইবে না।	নবিনচন্দ্র চৌধুরী দিং।	২৮৯৩/১০	৪৪৫

টীকা।—যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘবে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

C. FISHER,
Collector.

জিলা বীরভূম।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বীরভূম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সালের ১১ই জানুয়ারি তারিখে বেলা ১টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তোজিব নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৩৪ নং	আমড়াপালন পরগণা খটকা থানা সিউড়ী।	৫৭৭৬১০	এজমালি অংশ দেবীপুর, দড়ি-বাজে জমি বাজে আপ্তি, দেবীপুর, জঙ্গল জমা ও আমড়াপালন মোজায় রকম ষোল আনা, এই অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	সুরেন্দ্র নারায়ণ সেন দিগর।	৫৪৬৬১০	৩৬/৭

টীকা।—যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘবে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও উপরি লিখিত অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।

BIRBHUM COLLECTORATE.
Dated Sur., the 18th November 1897.

F. N. FISHER,
Collector.

জেলা ত্রিপুরা।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন খ।

৬৫৫ নং—

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৫ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে যদি নিম্নের লিখিত বাকী রাজস্ব আগামী রাজস্ব দিবার শেষ দিনে অর্থাৎ ১৮৯৮ ইং ১২ জানুয়ারি তারিখে বা তৎপূর্বে না দেওয়া হয় তাহা হইলে ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকিসে উক্ত বাকী রাজস্বের জন্য ১৮৯৮ ইং ২৫শে মার্চ তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইং ৩ ডিসেম্বর ১৮৯৭।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	যে দাবি জন নিলাম হইবে তাহার প্রকার ও পরিমাণ।
১১৩৩	মেম্বাদি বন্দোবস্তী জোয়ার দৌল-তপুর পং বর-দাখাত ১২৬১ সন হইতে ১৩১০ পর্য্যন্ত ৫০ বৎসর।	১৩৭৯৬ (১০)	সম্পূর্ণ	উমা নাথ ঘোষ গং	১৭৬০/৬	দেওয়ানী আদালত কর্তৃক জোকী মহাল ১৮৯৭ ইং ২৮শে সেপ্টেম্বরের দেয় বাকী ১৭৬০/৬ পাই।

টীকা:—যে স্থলে উপরোক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত যেতন হিসাব বাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

যে প্রকারের বাকির এই ইস্তাহাবের ফারম ব্যবহার হইবে তাহা আইনের ৫ ধাৰাতে উল্লিখিত আছে এবং তদনুসাবে ১০ ঘরের বিবরণ লিখিতে হইবে।

TIPPERA COLLECTORATE,
The 7th December 1897.

J. KENNEDY,
Collector.

জেলা রাজশাহী।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে রাজশাহী জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ ইং ১১ই জানুয়ারি মোঃ ১৩০৪ বাং ২৮ পৌষ তারিখ মঙ্গলবার বেলা ২।২টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৩৪ নং হাটরা দিগর ৬ হিসাব বিশেষ নং ১।	তেগাছী।	২৩০৬৮	* ১১০ আনা	ধনরাজ মল ওরফে ঝড়ু বাবু, বজাজ হীরালাল বাবু বজাজ গিরীধারী বজাজ।	৫৮১৬০	১০৭

* উল্লিখিত অংশ ব্যতীত অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হইবে না।

টীকা:—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত যেতন হিসাব বাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

RAJSHAHI COLLECTORATE,
The 7th December 1897.

R. S. GREENSHIELDS,
Collector.

জিলা নদীয়া।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নদীয়া জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পর্বগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১	মহাল আলমপুর পরগণে আলমপুর।	৯২৯৬৬।।/৮ পুলিস ১০৪৯।/৫	না	১।০ নং অংশ ।/৬৬৪।।/১০ উক্ত অংশ ব্যতীত অন্য অংশ বিক্রয় হইবেক না।	কালী প্রসন্ন ঘোষ	৪২৬৩৭/৩ পুলিস ৪৮২।৫	২৩১।।/৪
১৬৭নং	মহাল ছুবড়া পরগণে পাচ নউর।	১৯৪১৩।/১ পুলিস ২১৩।/৪	না	১৬৭।২ নং অংশ /১৪।১৬।।/০ উক্ত অংশ ব্যতীত অন্য অংশ বিক্রয় হইবে না।	সারদা প্রসাদ সুর ভবানী প্রসাদ সুর, অম্বপূর্ণা দাসী দিগর।	২০০৬৬৩ পুলিস ২২/৩	৭।।১০

E. A. Gait,
Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking six pounds at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates : per four-ounce tin, Rs. 2 ans. 8; per eight-ounce tin, Rs. 5; per pound tin, Rs. 10. The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, for cash only, at the undernoted rates : per four-ounce tin, Rs. 3; per eight-ounce tin, Rs. 6; per pound tin, Rs. 12. This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 oz. tin, eight annas per 8 oz. tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

কুরনু সিন্‌কোনা।

কলিকাতায় বোটানিক্যাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট গবর্ণমেন্টের কর্মচারীগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে কুরনু সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ২।।০ টাকায়, আট ওন্স টিন ৫. টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০. টাকায় পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট নগদ মূল্যে এই হিসাবে অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ৩. টাকায়, আট ওন্স টিন ৬. টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২. টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রয়গণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত ছয় চাড়া চারি ওন্স টিনের ১০, আট ওন্স টিনের ১।।০ ও এক পৌণ্ড টিনের ১০ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন	১৮)	বা ডাক মাসুল সমেত	১৮৬০
II আধ ” ”	৯)	” ” ” ”	৯৩০
I শিকি ” ”	৪।।০	” ” ” ”	৪১০

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনোডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারান্টি দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেন্টের কর্মচারীগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	”
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	”
Postage	1	0	0	”
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

The same rates as those of the Mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাল্লা গবর্নমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাসুল এই অবধি নিম্ন-
লিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

	মকঃসলে	টাকা ।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর ১০০
ডাকমাসুল	২১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে কারতবর্ষের ও বঙ্গ- দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাতুলিপি থাকে)	৫১
ডাকমাসুল	১১
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	১০
ডাকমাসুল	১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	১০ ৪ পৃষ্ঠার উপর বাক অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একং আন।।
ডাকমাসুল	১০

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ৩ মকঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাসুল লাগিতে না।

ই, এন, বেকার ।

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একুটিং ছোট সেক্রেটারী ।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A., in two Volumes. Price Rs. 24 : packing and postage Re. 1-12.

••• The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced student only, yet as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT., GOVT. PRINTING, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

NOTICE.

— In continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—Rates of advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half " "	10
Casual advertisement—4 annas per line.	

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই গর্খের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্ট কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কোন্টাণ্টের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কোন্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি. ডবলিউ বন্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এইঃ—

	টাকা।
পূর্বা এক পৃষ্ঠা একই বার প্রকাশ করণের	২০০
আধ পৃষ্ঠা	১০০
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একই পৃষ্ঠা	১০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত বর্ধমানের ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজ্ঞা বিষয়ক আইন সংহিতা।

একই খানি পুস্তকের মূল্য, ৫, পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কোন্টাণ্টের নিকটে একই খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন। মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকায্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিন্ট প্রিন্ট টোন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগের আপিসে রেজি-স্টারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, বাকার স্প্রিন্ট কোম্পানির হাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেণ্টের ১৮৮১ সালের জুন মাসের ২৯ তারিখের আজ্ঞাসারে নোভজ গ্রাহকস্বরূপ পোর্ট-কমিশনরেরা নিম্নলিখিত যে সকল দ্রব্য অধিকারে লইয়াছেন তাহার মূল্য ১০০ টাকার অধিক হওয়াতে ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ৭৬ ধারার বিধানমতে তাহার বর্ণনা সাধারণের অবগত্যর্থ প্রকাশ করা গেল :—

তারিখ।	প্রাপণের নম্বর।	দ্রব্যের বর্ণনা।	কাছাকাছি মূল্য।	যে স্থানে পাওয়া গেল।	যে স্থানে আছে।
১	২	৩	৪	৫	৬
২৪শে নবে- ম্বর ১৮৯৭ সাল।	৪ পি, এ,	শাল (মোটা তুলার) ... ১৩ খানি	টাকা। ৪০০)	হুগলী পাইলট	পোর্ট কমি- শনরের হাবড়ার ডকু ইয়ার্ডে।
		ভিন্ন২ রঞ্জের ডোরা কাটা			
		মৃতীবজ্জ ... ৯ ”			
		ডিল (ডোরা কাটা ও শাদা)... ১৪ ”			
		বেগুনিয়া রঞ্জের ডোরা কাটা			
		কটন রোল ... ১ ”			
		তুলা ও পাট মিশ্রিত শাদা			
		চাদর ... ২ ”			
		লাল রঞ্জের মৃতীকাপড় ... ১ ”			
		লাল রঞ্জের পশমী কাম্বল ... ৩ ”			
		কাশ্মিরী চাদর ... ১ ”			
		লাল, সবুজ ও কাল রঞ্জের			
		সার্জ ... ৩ ”			
		লাল ও সবুজ ফানেল ... ২ ”			
		নীল রঞ্জের মৃতীবজ্জ (চেক) ... ২ ”			
		সোঁখিন রঞ্জিন শাড়ী (মৃতী)... ১২ ”			
		রেশম ও মৃতী মিশ্রিত চাদর ৬ ”			
		নানা রঞ্জের সামান্য বস্ত্রাদি ... ৫ ”			
		মিশ্রিত টেঁচা বুননের কাল			
		রঞ্জের রোল ... ১ ”			
গাঢ় নীল রঞ্জের মোটা সার্জ ৩ ”					
ভিন্ন২ রঞ্জের ডোরাকাটা					
ফানেল ... ৭ ”					
কাল আলপাকা ... ২ ”					
কাল সার্জের শাল ... ২ ”					
১ খানি শাদা ও ১ খানি নীল					
রঞ্জের টেঁচা বুননের মিহি					
সার্জ ... ২ ”					
ডসর কাপড়... ১১ ”					
পাটকিলা রঞ্জের সার্জ ... ২ ”					
টেঁচা বুননের ও চেকের মৃতী					
চাদর ... ৯ ”					

পোর্ট কমিশনরের আপিস,

কলিকাতা, ২৪শে নবেম্বর ১৮৯৭ সাল।

এ, জি, হফ,

আসিফোর্ট কনসারভেটর।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল মন্ত্রালয়ের গবর্ণমেণ্টের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।





গবর্ণমেন্ট গেজেট।

TUESDAY, DECEMBER 21, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২১ ডিসেম্বর।

CONTENTS.

	PAGE.	মেম্বট।	
PART I.—Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	পৃষ্ঠা।
PART II.—Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal	Nil.	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	নাই।
PART IIIA.—Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আদেশ	নাই।
PART III.—Acts of the Legislative Council of India	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের প্যাকুলিপি	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের প্যাকুলিপি	নাই।
PART VII.—Circular Orders by the High Court and Board of Revenue	Nil.	অষ্টম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সন্ধারণ আদেশপত্র	নাই।
PART VIII.—Advertisements	621—634	নবম খণ্ড।—ইচ্ছিতকার প্রভৃতি	৬২১—৬৩৪
SUPPLEMENT	Nil.	পরিশিষ্ট গবর্ণমেন্টের গেজেট	নাই।

PART VII
ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইচ্ছিতকার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS.

ভূমিবিষয়ক ইত্তাহার।

জিলা বাকরগঞ্জ।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সনের আগস্ট মাসে সেপ্টেম্বর কিস্তির তলবী বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সনের ৫ জাম্ময়ারি তারিখ মোং ১৩০৪ সনের ২২ পৌষ বৃধবার নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ সাল তারিখ ১৩ নবেম্বর।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌজির নংব।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহা- লের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৪৫৪৬	পদ্মা ওরফে রম- জানপুর পং কাশীম- পুর সেহলাপট্টী।	৫৩৮৩)	সম্পূর্ণ মহা- লের মালিকী স্বত্ব নিলাম হইবে।	হরকুমার সেন গং	২০২৪)
৪৬০৫	চর সমসদী বালি- গাও পং সায়েস্তা- নগর।	১৪৪৫)	ঐ	দক্ষিণাকুমার রায় চৌধুরী গং।	৭৪৮/৮
৪৭৪৮	চর জঙ্গলা পং উত্তর সাবাজপুর।	৭৮৪)	ঐ	হরিমোহন ঘোষাল	৯৮)
১৭২৫	মোঁজা চিকনাকান্দী পং চন্দ্রদ্বাপ।	এজমালী — ১০৪১/৭ = ১ ৮	অশ্বিনী কুমার দত্ত গং।	১৩১৯৫৭	২৮১৫/৮
১৯২৪	তালুক বিশ্বনাথ সেন পং ঝাঞ্জাবাহার- নগর।	৫৭০১/১১১	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।	রামনারায়ণ সেন গং	১৪২১/৮
১৯৯৭	তালুক ফতে মাহামুদ পং ঝাঞ্জাবাহার- নগর।	৭৩৮/৯	ঐ	রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী গং।	২২/৮
১৬৭৭	তালুক সৌজুদ্দিন খাঁ গং পং বোজরগো- মেদপুর।	এজমালী — ৫/১৫ গণ্ডা অংশ নিলাম হইবে; এত- দ্ব্যতীত অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী গং।	১০৪৩৫/৮	২৩১/১১১

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তোজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর ক্রমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর ক্রমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৫১৪৫	কিশমত ডেওতা, পাওতা, রূপার-জোর গং পং বোজরগোমেদ-পুর।	৫১৪৬০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।	দেবনাথ দত্ত চৌধুরী গং।	৯৯৫/১১
২৭০৮	জমিদারী পং উত্তর শাবাজপুর।	১৪৯৪/৫	ঐ	আনন্দ চন্দ্র রায় গং।	১৬১/৪
১৯১৬	১০ গাঙা জমিদারী তপেপ হাবেলী সৌলিমাবাদ।	১০৪৫/১১	ঐ	সৌদামিনী গুপ্তা গং।	১১১/৫
৫২৫৬	চর উমেদ মহালাধীন ৬৪ নং যোত পং জঞ্জীরা।	৯৫৮/৩	সম্পূর্ণ যোত নিলাম হইবে।	হরিচরণ হাওলাদার গং।	২৩৫/৩
৫২৪৩	চর পদ্মা মহালাধীন ১ নং গরমকররি তালুক গুপিকুন্ড বন্দোপাধ্যায় পং দক্ষিণ শাবাজপুর।	৪০৭৩/৫	সম্পূর্ণ তালুক নিলাম হইবে।	বিহারী লাল রায় চৌধুরী।	৫৪১)

টীকা।— যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

B. BELL,
Offg. Collector.

জিলা ঢাকা।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ঢাকা জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকা রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবহৃতক্রমে বাকা রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সালের ৬ই জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তোজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর ক্রমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর ক্রমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৪	পং বন্দরখোনা মং মামুদরাজা।	১৬৭০৬০ ১০	অবশিষ্ট	শশীকুমার পোদ্দার গং।	৯১৬/১০/২৬	২৬৭/১২
৯০১৩	চর মূজাপুরের মধ্য-গত সালিনা ওরফে চক হরিচরণ।	৭৪২)	ষোলআনী	কৃষ্ণচন্দ্র সাহা গং	১৭৮৬০

জেলা বাঁকুড়া।

নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাঁকুড়া জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণমেন্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অল্পসারে উক্ত বাঁকুড়া জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৮ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখ মোতাবেক বাঁকুড়া ১৩০৪ সনের ২০শে মাঘ তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক।

খরিদারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে,—

নিলামের সর্ত্ত।—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্ণমেন্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এই ক্ষণে যে সকল পাট্টা বর্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভিনিউ কার্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০ টাকার উর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পক্ষ উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়কারি খরিদারের দায়িত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

তোক্তির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	একরের হিসাবে যত- দুব জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ।	গবর্ণমেন্টের রাজস্ব যাহা ধার্য হই- য়াছে।	মন্তব্য।
৮০	আমরাণী পরগণে বিষ্ণুপুর	মোট মহালের ৩ কাগ অংশ।	১১০ চারি আনা দশ- পাই মাত্র।	ধানা বিষ্ণুপুর সামিল ভাগেদিখা গ্রাম- নিবাসী দিনময়ী দেবীর বিক্রমে ১৮৯৫ ৯৬ সালের ৭৩৯ নং সার্টিফিকেট জারিতে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রকাশ্য নিলামে খরিদ করা হইয়াছে।

কালেক্টরর কাছারি,
জেলা বাঁকুড়া,
তারিখ ২০শে নবেম্বর ১৮৯৭।

G. E. MANIPLY.

Collector.

জিলা নদীয়া ।

নিলামি বিজ্ঞাপন ।

এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্নমেন্টের যে মালিকিস্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত নদীয়া জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৮ সনের ১০ই জানুয়ারি তারিখ মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২৭শে পৌষ তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক ।

খরিদারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে । —

নিলামের সর্ত্ত ।—

প্রথম । নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে । এই মহালের খরিদারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্নমেন্টের যে মালিকিস্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবে ।

দ্বিতীয় । চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণে যে সকল পাট্টা বর্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভে-নিউ কার্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদারগণ বাধ্য হইবে ।

তৃতীয় । নিলামি মূল্য ১০০ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে ।

চতুর্থ । নিলামি মূল্য ১০০ টাকার উর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পর্ব উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়কারি খরিদারের দায়ীত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে ।

ক্রমিক নম্বর ।	মহাল ও পর্বগণার নাম ।	একবেব হিসাবে যতদূব জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ ।	গবর্নমেন্টের বাজস্ব যাহা ধার্য হই- য়াছে ।	মন্তব্য ।
১০৯৭	সিমুলিয়া পরগণা শ্রীনগর	একর— ২০.৮৬ অর্থাৎ ৬৩/২১ বিঘা ।	টা: আ: পা: ১৬, . .	

কালেক্টরের কাছারি

জেলা নদীয়া

তারিখ ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৯৭ সাল ।

R. A. ROSSITER,
For Collector.

জিলা নোয়াখালি।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩, ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ১১ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের অফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮। ৪ জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
শৌজির নং।	মহাল ও পবগণাব নাম।	সম্পূর্ণ মহা- লের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১১১	বামনী জমিদারী চাকলে বামনী।	১১১০৭,	সম্পূর্ণ	বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মেনেজার অব মিস কোর্ডন ফোর্ট ও বাবু রঘুনাথ প্রসাদ তেওয়ারি গং।	...	৫০৫৫১/১১
খাস মহাল টেনিউর —								
১৫৫১	চর শুলুকিয়ার ৯ নং গং মং হাওলা আবদুল রহমান।	৬১৮৮৬	সম্পূর্ণ	ওয়াজদ্দিন ঘাট মাজি।	১৪৯০/৫
১৬৬২	চর মঘধরা গং মং হাওলা আজম- তুল্লা গং ৮০ নং দখল।	৭০৮৮০/৭	ঐ	ত্রৈলোক্যনাথ গুহ অভিভাবক জানিবে সচিনাথ গুহ।	১০০১৯
১৬৭১	চর গাজির ১ নং দখল।	২০২৭১/৪	ঐ	জমিয়ত আলি	৪৮৭১০
১৬৭১	ঐ চরের ২ নং দখল	১৫৫২১/১১	ঐ	ঐ	৩৭৩১/৬
১৬৮৬	চর আলেকজেন্ডারের ১ নং গং মং হাওলা।	৫৪০৮/৭	ঐ	নবকুমার বসু	১৩৬০/৯
১৬৮৬	ঐ চরের ২ নং গং মং হাওলা।	৬৪৯৮৯	ঐ	ঐ	১৭০১/৯

S. K. AGASTI,
Collector.

জিলা বর্ধমান।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বর্ধমান জিলার অন্তর্গত নিম্ন-লিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকিসে ১৮৯৭ সালের জুন কিস্তির বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনামুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত আগামী ১৮৯৮ সালের ৫ জাম্বুয়ারি তারিখে বেলা ১২টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তোজীর নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৭২	মহাল পাটুলী পরগণা পাটুলী।	৫৭৮৬৮৩	কেবল মূল মহাল নিলাম হইবে অন্যান্য অংশ নিলাম হইবে না।	নবিনচন্দ্র চৌধুরী দিং।	২৮৯৩/১০	৪৪৫

টীকা।—যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

C. FISHER,
Collector.

জিলা বীরভূম।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বীরভূম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনামুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সালের ১১ই জাম্বুয়ারি তারিখে বেলা ১টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তোজীর নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৩৪ নং	আমড়াপালন পরগণা খটকা থানা সিউড়ী।	৫৭৭৮৬০	এজমালি অংশ—দেবীপুর, দড়ি-বাজে জমি বাজে আশ্চি, দেবীপুর, জঙ্গল জমা ও আমড়াপালন মোজায় রকম ষোল আনা, এই অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	সুরেন্দ্র নারায়ণ সেন দিগর।	৫৪৬৮৬০	৩৮/৭

টীকা।—যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও উপরি লিখিত অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।

BIRBHUM COLLECTORATE,
Dated Suri, the 18th November 1897.

F. N. FISHER,
Collector.

জেলা ত্রিপুরা।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ষ।

৬৫৫ নং—

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৫ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে যদি নিম্নের লিখিত বাকী রাজস্ব আগামী রাজস্ব দিবার শেষ দিনে অর্থাৎ ১৮৯৮ ইং ১২ জানুয়ারি তারিখে বা তৎপূর্বে না দেওয়া হয় তাহা হইলে ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে উক্ত বাকী রাজস্বের জন্য ১৮৯৮ ইং ২৫শে মার্চ তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইং ৩ ডিসেম্বর ১৮৯৭।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
তোজির নম্বর।	মহাল ও পয়গণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	যে দাবির জন্য নিলাম হইবে তাহার প্রকার ও পরিমাণ।
১৯৩৩	মেয়াদি বন্দোবস্তী জোয়ার দৌল-তপুর পং বর-দাখাত ১২৬১ সন হইতে ১৩১০ পর্য্যন্ত ৫০ বৎসর।	১৩৭৯৮ (১০)	সম্পূর্ণ	উমা নাথ ঘোষ গং	১৭৬০/৬	দেওয়ানী আদালত কর্তৃক ক্রোকী মহাল ১৮৯৭ ইং ২৮শে সেপ্টেম্বরের দেয় বাকী ১৭৬০/৬ পাই।

টীকা।—যে স্থলে উপরোক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

যে ২ প্রকারের বাকির এই ইস্তাহাবের ফাযম ব্যবহার হইবে তাহা আইনের ৫ ধারাতে উল্লিখিত আছে এবং তদনুসারে ১০ ঘরের বিবরণ লিখিত হইবে।

TIPPERA COLLECTORATE,
The 7th December 1897.

J. KENNEDY,
Collector.

জেলা রাজশাহী।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ষ।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে রাজশাহী জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ ইং ১১ই জানুয়ারি মোঃ ১৩০৪ বাৎ ২৮ পৌষ তারিখ জলবার বেলা ২। ২টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তোজির নম্বর।	মহাল ও পয়গণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৩৪ নং হাটরা দিগর হিন্দীয়া বিশেষ নং ১।	পারগণা তেগাছী।	২৩০ ৬৮০	* ১১০ আনা	ধনরাজ মল ওরফে ঝড়ু বাবু বজাজ হীরালাল বাবু বজাজ গিরীধারী বজাজ।	৫৮১ ৬০	১০)

* উল্লিখিত অংশ বাস্তবিক অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হইবে না।

টীকা।—যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

RAJSHAHI COLLECTORATE,
The 7th December 1897.

R. S. GREENSHIELDS,
Collector.

জিলা ২৪ পরগণা।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে নিম্নলিখিত জমিদারি মহালের সন ১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বর কিংস রাজস্ব ২৮ সেপ্টেম্বর সূর্যাস্ত পর্যন্ত দাখিল না হওয়ায় ঐ সমস্ত মহাল সন ১৮৯৯ সালের ১১ আইনমতে সন ১৮৯৮ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখে জেলা ২৪ পরগণার কালেক্টারিতে বেওয়ার নিলামে ধরা যাইবেক।

১। প্রথম শ্রেণীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহাল।—

ক্রমিক নং	ভৌমিক নং	পরগণা ও মহালের নাম।	পুরা মহালের সদর কমা।	পুরা মহাল বিক্রয় হইবে কিনা।	যদি একটি অংশ বিক্রয় হয় তবে সেই অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি নিলাম হইবেক তাহার মালিকের নাম।	যদি একটি অংশ বিক্রয় হয় তাহার সদর কমা।	যদি পুরা মহাল বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ।	যদি অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ।
১	৫৩	পং মাসুরা কিং রামেশ্বরপুর।	৩১৯৬/৫	...	মৌজে চাকারবেড়ে " পার্ভতিপুর, " রায়পুর, " রামচন্দ্রপুর, এই চারি মৌজায় ১৮/- = ক্রান্তি বাদে অবশিষ্ট ১১/১৯— ক্রান্তি। মৌজে রামেশ্বরপুর ৯/৬৬৮ কাগ বাদে অবশিষ্ট ৬/৩৬ কাগ আলীপুর প্রভৃতি অবশিষ্ট ১৪ মৌজায় ১৬ আনা।	বাকে বিহারি লাল মণ্ডল।	২১৬২।।৩ ২	৯২/৬
২	৮৫	পং মাসুরা কিং আবগাছিয়া দিং।	২৮৪৬/৭	...	মৌজে চক কাটালে ১৮/০ বাদে ১৮/০ আনা। মৌজে বাবনপুর ও নোনা প্রত্যেক মৌ- জায় ৯/১১ বাদে অবশিষ্ট ৬/১৮।। আনা। অবশিষ্ট আবগাছিয়া দিং ৭ মৌজরা প্রত্যেক মৌজায় ১৬ আনা।	জগৎচন্দ্র রায় চৌধুরী দিং।	৮৬১।।১০	১৭৮/৫
৩	১৫৯	পং মাসুরা কিং ইন্দ্রপালা দিং।	৮৪৫৬/৮	পুরা মহাল।	মানদাসুন্দরী দেবী দিং।	৭৩।।১০।
৪	৩৪১। ২	পং ঘড় দিং কিং রায়পুর।	৬৭৪২।। ১ ২	...	৬/৬। = ক্রান্তি বাদে অবশিষ্ট ৯/১৩— ক্রান্তি।	বাকে বিহারি লাল মণ্ডল।	১১২৩৬০	১৩৮।।৮
৫	৩৮৫	পং আজিমাবাদ কিং হুদারস- খালি দিং।	১২৪২৪।। ১ ২	...	৩৩ মৌজার মধ্যে ৩২ মৌ- জায় ৬/৫ আনা বাদে অবশিষ্ট ১৫ গণ্ডা।	বাকে বিহারী লাল মণ্ডল।	২০০৯/৭।।	২২/৬
৬	৩৯২ --	পং আজিমাবাদ কিং হুদাজয়- চণ্ডিপুর।	৮৩১৩।। ৮	...	৬/৬। = ক্রান্তি বাদে অবশিষ্ট ৯/১৩— ক্রান্তি।	বিশ্বেশ্বর লাল	১৩৮৫।।/২	২৫৩।।/১১।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক্রমিক নম্বর।	পরিগণা ও মহালের নাম।	পূর্বা মহালের সদর জমা।	পূর্বা মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	যদি একটি অংশ বিক্রয় হয় সেই অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি নিলাম হইবেক তাহার মালিকের নাম।	যদি একটি অংশ বিক্রয় হয় তাহার সদর জমা।	যদি পূর্বা মহাল বিক্রয় করিতে হয় তাহার বিক্রির পরিমাণ।	যদি অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার বিক্রির পরিমাণ।	
৭ ৩৯২।	পং আজিমাবাদ কিং হুদাজয়-চণ্ডিপুর।	৮৩১৩।৮	...	৬/৬। = বাদে অবশিষ্ট ৯/১৩। - ক্রান্তি।	বাঁকেবিহারি লাল মণ্ডল দিং।	১৩৮৫।/০	২৫৩।৩	
৮ ৪০১	পং আজিমাবাদ কিং হুদারাম-কুমুদপুর দিং।	৮৯৪১।/৯	...	৬/৯। - ক্রান্তি বাদে অবশিষ্ট ১/১০। - ক্রান্তি।	বাঁকে বিহারী লাল মণ্ডল দিং	৮৪৭।/১০	৯১৬/৭।	
৯ ১৫২১	পং বালিয়া কিং দৌলতপুর।	১৮২৫।/১	পুরা মহাল।	চণ্ডিলাল সিং দিং	৩৬।/৩	

আলিপুর,

সন ১৮৯৭। ১৮ ডিসেম্বর।

CHUNDER NARAIN SINGH,

For Collector.

জিলা নদীয়া।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নদীয়া জিলার অন্তর্গত সম্মিলিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী চলিত আইন ও ব্যবহাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ধরে কোন অংশ যাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হইবে না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ক্রমিক নম্বর।	মহাল ও পরিগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১	মহাল আলমপুর পরগণা আলমপুর।	৯২৯৬।/৮ পুলিস ১০৪৯।/৫	না	১।০ নং অংশ ১/৬৬৪।/১০ উক্ত অংশ ব্যতীত অন্য অংশ বিক্রয় হইবেক না।	কালী প্রসন্ন ঘোষ	৪২৬৩৭/৩ পুলিস ৪৮২।৫	২৩১।/৪
১৬৭নং	মহাল জুবড়া পরগণা পাচ নউর।	১৯৪১৩।/১ পুলিস ২১৩।/৪	না	১৬৭।২ নং অংশ ১/৪১১৬।/০ উক্ত অংশ ব্যতীত অন্য অংশ বিক্রয় হইবে না।	সারদা প্রসাদ সুর ভবানী প্রসাদ সুর অম্বর্ণা দাসী দিগর।	২০০৬৬৩ পুলিস ২২/৩	৭।।১০

E. A. GARR,

Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking six pounds at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates : per four-ounce tin, Rs. 2 annas 8; per eight-ounce tin, Rs. 5; per pound tin, Rs. 10. The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, for cash only, at the undernoted rates : per four-ounce tin, Rs. 3; per eight-ounce tin, Rs. 6; per pound tin, Rs. 12. This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 oz. tin, eight annas per 8 oz. tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

ছুরঙ্গ সিন্‌কোনা ।

কলিকাতায় বোটানিক্যাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট গবর্ণ মেণ্টের কর্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে ছুরঙ্গ সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ২।।০ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৫. টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০. টাকায় পাইবেন । সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট নগদ মূল্যে মনে এই হিসাবে অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ৩. টাকায়, আট ঔন্স টিন ৬. টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২. টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রয়গণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন । উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ঔন্স টিনের ১০, আট ঔন্স টিনের ১।০ ও এক পৌণ্ড টিনের ৫. ডাক যাত্ৰা দিতে হইবে ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন ।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন	১৮)	বা ডাক যাত্ৰা সমেত	১৮৫০
II আধ ”	৯)	”	৯।।০
I শিকি ”	৪।।০	”	৫)

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে । এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনাডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারান্টি দেওয়া যাইতেছে । ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেণ্টের কর্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে ।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the Bengali Gazette will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mufussal.

			Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	”
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	”
Postage	1	0	0	”
For a single copy—						
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufussal, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাকাল গবর্নমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাসুল এই অবধি নিম্ন-
খিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

	মফঃসলে	টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর ১০-
ডাকমাসুল	” ২।০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে কারতবর্ষের ও বঙ্গ- দেশের ব্যবস্থাপক সভার আলিফ আঁইনের পাতুলিপি থাকে)	” ৪,
ডাকমাসুল	” ১.
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	” ১০
ডাকমাসুল	” ১.
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার নূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	” ১.৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একং আনা।
ডাকমাসুল	” ১.

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাসুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একুটিং ছোট সেক্রেটারী।

The Hymns of the Rig-Veda in the Samhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A., in two Volumes. Price Rs. 24 : packing and postage Re. 1-12.

••• The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced student only, yet as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT., GOVT. PRINTING, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

NOTICE.

In continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE — Rates of advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half " " "	10
Casual advertisement—4 annas per line.	

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐই গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই গবর্ণমেন্টের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্ট কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কোটাণ্টের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রত্নতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিক্টেট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি. ডবলিউ বন্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।— কলিকাতা গেজেট ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই—

	টাকা।
পূর্বা এক পৃষ্ঠা একই বাব প্রকাশ কবণের	২০২
আধ পৃষ্ঠা	১০২
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একই পৃষ্ঠা	১০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.— Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিফার-আর্ট-লা ও ক্রীত্বীয়তীর বঙ্গদেশের সিবিল সাক্সিসে নিযুক্ত বর্ধমানের ডিক্টেট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইন্ডর টেম্পলের ক্রীযুত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের ক্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর আইন বিষয়ক আইন সংহিতা।

একই খানি পুস্তকের মূল্য, ৫, পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কোটাণ্টের নিকট একই খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন। মন্তব্য।— উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিন্ট ওয়েস্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগের আপিসে রেজি-স্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার স্প্রিন্ট কোম্পানির ঘাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেন্টের ১৮৮১ সালের জুন মাসের ২৯ তারিখের আজ্ঞাসারে নোভেল গ্রাহকস্বরূপ পোর্ট কমিশনরেরা নিম্নলিখিত যে সকল জব্য অধিকারে লইয়াছেন তাহার মূল্য ১০০ টাকার অধিক হওয়াতে ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ৭৬ ধারার বিধানমতে তাহার বর্ণনা সাধারণের অবগত্যর্থ প্রকাশ করা গেল :—

তারিখ।	প্রাপনের নম্ব।	বর্ণনা।	কাছাকাছি মূল্য।	যে স্থানে পাওয়া গেল।	যে স্থানে আছে।
১	২	৩	৪	৫	৬
২৪শে নবে- ম্বর ১৮৯৭ সাল।	৪ পি, এ,	শাল (মোট তুলার) ... ১৩ খানি	টাকা।	৪০০, হুগলী পাইন্ট	পোর্ট কমি- শনরের হাবডার ডকু ইয়ার্ডে।
		ভিন্ন রঙের ডোরা কাটা			
		সূতীবস্ত্র ... ৯ ”			
		ডিল (ডোরা কাটা ও শাদা)... ১৪ ”			
		বেগুনীয়া রঙের ডোরা কাটা			
		কটন রোল ... ১ ”			
		তুলা ও পাট মিশ্রিত শাদা			
		চাদর ... ২ ”			
		লাল রঙের সূতীকাপড় ... ১ ”			
		লাল রঙের পশমী কস্বল ... ৩ ”			
		কাশ্মুরী চাদর ... ১ ”			
		লাল, সবুজ ও কাল রঙের			
		সার্জ ... ৩ ”			
		লাল ও সবুজ ফ্রান্সেল ... ২ ”			
		নীল রঙের সূতীবস্ত্র (চেক) ... ২ ”			
		সৌখিন রঞ্জিন শাড়ী (সূতী)... ১২ ”			
		রেশম ও সূতা মিশ্রিত চাদর ৬ ”			
		নানা রঙের সামান্য বস্ত্রাদি ... ৫ ”			
		মিশ্রিত টেঁচা বুননের কাল			
		রঙের রোল ... ১ ”			
		গাঢ় নীল রঙের মোটা সার্জ ৩ ”			
		ভিন্ন রঙের ডোরাকাটা			
		ফ্রান্সেল ... ৭ ”			
		কাল আলপাকা ... ২ ”			
কাল সার্জের শাল ... ২ ”					
১ খানি শাদা ও ১ খানি নীল					
রঙের টেঁচা বুননের মিছি					
সার্জ ... ২ ”					
তসর কাপড়... ... ১১ ”					
পাটকিলা রঙের সার্জ ... ২ ”					
টেঁচা বুননের ও চেকের সূতী					
চাদর ... ৯ ”					

পোর্ট কমিশনরের আপিস,

এ, জি, হক,

কলিকাতা, ২৪শে নবেম্বর ১৮৯৭ সাল।

আসিফান্ট কনসারভেটর।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের অন্য জ্যেষ্ঠ জেমস পেট্রী সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



অতিরিক্ত গবর্ণমেন্ট গেজেট।

গঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২১ ডিসেম্বর।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট।

ব্যবস্থা বিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপিখানি ১৮৯৭ সালের ১৫ই অক্টোবর তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের ত্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রি-সভায় উপস্থিত করা হইয়াছিল।—

১৮৯৭ সালের ১৮ নম্বর।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি।

সূচীপত্র।

হেতুবাদ।

প্রথম খণ্ড।

সূচনা।

১ প্রথম অধ্যায়।

ধারা।

- ১। সংক্ষেপ নামের কথা।
আরম্ভের কথা।
ব্যাপ্তির কথা।
- ২। আইন রহিত হইবার কথা।
রহিত করা আইন অস্থায়িক বিজ্ঞাপনাদির কথা।

ধারা।

- ৩। ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ও অন্য রহিত করা আইনের উল্লেখ হইলে তাহার কথা।
পূর্ব পূর্ব আইনে ব্যবহৃত শব্দের কথা।
- ৪। অর্থনির্দেশের কথা।
“আডবোকেট জেনরল।”
“জামিন লইবার উপযুক্ত অপরাধ।”
“জামিন লইবার অসুপযুক্ত অপরাধ।”
“চার্জ।”
“চীফ জজিস।”
“ক্লার্ক অফ দি ক্রোন।”
“ধর্ডব্য অপরাধ।”
“ধর্ডব্য মোকদ্দমা।”
“নালিশ।”
“ইউরোপীয় রুটিষ প্রজা।”
“হাই কোর্ট।”
“তদন্ত।”
“অসুস্থান।”
“বিচার ঘটিত কার্য।”
“অধর্ডব্য অপরাধ।”
“অধর্ডব্য মোকদ্দমা।”
“অপরাধ।”
“পোলীস থানার অধ্যক্ষ।”
“স্থান।”

A Bill to consolidate and amend the law relating to Criminal Procedure.

ধারা।

“উকিল।”

“পোলীস থানা।”

“রাজকীয় অভিযোক্তা।”

“মহকুমা।”

“সমনের মোকদ্দমা।”

“বিচার।”

“ওয়ারণ্টের মোকদ্দমা।”

যে যে শব্দে কার্যের উল্লেখ আছে তাহার কথা।

দণ্ডবিধির আইনে কোন শব্দের যে অর্থ আছে সেই অর্থ থাকিবার কথা।

৫। দণ্ডবিধির আইনমত অপরাধের বিচারের কথা।

অন্যান্য আইনের বিরুদ্ধ অপরাধের বিচারের কথা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কোর্জদারী আদালত ও কার্যালয়ের সংস্থাপন ও ক্ষমতার বিধি।

২ দ্বিতীয় অধ্যায়।

কোর্জদারী আদালতের ও কার্যালয়ের সংস্থাপনের বিধি।

ক।—কোর্জদারী আদালতের নানা শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

৬। কোর্জদারী আদালতের নানা শ্রেণীর কথা।

খ।—দৈনিক বিভাগের বিধি।

৭। সেশন খণ্ডের ও জিলার কথা।

খণ্ড ও জিলা পরিবর্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

যাবৎ পরিবর্তন না হয় বর্তমান খণ্ড ও জিলা থাকিবার কথা।

রাজধানী ও জিলা বঙ্গিয়া গণ্য হইবার কথা।

৮। জিলা মহকুমায় বিভক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

এইক্ষণকার মহকুমা থাকিবার কথা।

গ।—রাজধানীর বহিঃস্থ আদালতের ও কার্যালয়ের বিধি।

৯। সেশন আদালতের কথা।

১০। জিলার মাজিস্ট্রেটের কথা।

ধারা।

১১। জিলার মাজিস্ট্রেটের পদ শূন্য হইলে যে ব্যক্তি কিয়ৎকালের নিমিত্ত সেই পদে থাকেন তাঁহার কথা।

১২। অধঃস্থ মাজিস্ট্রেটদের কথা।

তাঁহাদের বিচারাধীন স্থানের সীমার কথা।

১৩। মাজিস্ট্রেটের প্রতি মহকুমার অধ্যক্ষতা ভার দিবার ক্ষমতার কথা।

জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রতি ক্ষমতা-পর্ণের কথা।

১৪। বিশেষ মাজিস্ট্রেটদের কথা।

১৫। মাজিস্ট্রেটদের বেঞ্চের কথা।

বিশেষ আদেশ না থাকিলে বেঞ্চ যে ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবেন তাহার কথা।

১৬। বেঞ্চের কার্যপদ্ধতি দর্শাইবার বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১৭। মাজিস্ট্রেটদের ও বেঞ্চদের জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের অধীন থাকিবার কথা।

মহকুমার মাজিস্ট্রেটের অধীন থাকিবার কথা।

আসিফাণ্ট সেশন জজদের সেশন জজের অধীন থাকিবার কথা।

ঘ।—প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের আদালত বিষয়ক বিধি।

১৮। প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করিবার কথা।

১৯। তাঁহাদের বিচারাধীন স্থানের সীমার কথা।

২০। বোম্বাইয়ের পেটি সেশন আদালতের কথা।

২১। প্রধান মাজিস্ট্রেটের কথা।

(ঙ)।—শান্তিরক্ষার্থ জফিসদের বিষয়ের বিধি।

২২। মফঃসলের শান্তিরক্ষার্থ জফিসদের কথা।

২৩। রাজধানীর শান্তিরক্ষার্থ জফিসদের কথা।

২৪। বর্তমান শান্তিরক্ষার্থ জফিসদের কথা।

২৫। পদোপলক্ষে শান্তিরক্ষার্থ জফিসদের কথা।

চ।—স্থগিত ও অবস্থত হইবার বিধি।

২৬। জজদের ও মাজিস্ট্রেটদের স্থগিত ও অবস্থত হইবার কথা।

২৭। শান্তিরক্ষার্থ জফিসদের স্থগিত ও অবস্থত হইবার কথা।

৩ তৃতীয় অধ্যায়।

আদালতের ক্ষমতা বিষয়ক বিধি।

ক।—প্রত্যেক আদালতের বিচার্য অপরাধের বর্ণনা।

২৮। দণ্ডবিধির আইনমত অপরাধের কথা।

২৯। অন্য আইনমত অপরাধের কথা।

৩০। প্রাণ দণ্ডের অপরাধ ভিন্ন অপরাধের কথা।

ধারা ।

খ।—নানা শ্রেণীর আদালত যে যে দণ্ডাজ্ঞা দিতে পারিবেন তদ্বিবয়ক বিধি ।

৩১। হাই কোর্ট ও সেশনের জজ সাহেব যে যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা ।

৩২। মাজিস্ট্রেটেরা যে যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা ।

৩৩। অর্ধদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে মাজিস্ট্রেটদের কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা ।

৩৪। কোন২ জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবদের উচ্চতর ক্ষমতার কথা ।

৩৫। একই বিচারে অনেক অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার দণ্ডাজ্ঞার কথা ।
অত্যধিক যত কাল দণ্ড হইবে তাহার কথা ।

গ।—নিয়মিত ও অতিরিক্ত ক্ষমতা বিষয়ক বিধি ।

৩৬। মাজিস্ট্রেটদের নিয়মিত ক্ষমতার কথা ।

৩৭। মাজিস্ট্রেটদের প্রতি অতিরিক্ত ক্ষমতা দিবার কথা ।

৩৮। জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব যে ক্ষমতা দিতে পারেন তাহার নিয়মের কথা ।

ঘ। ক্ষমতার প্রদান, স্থিতি ও বিলোপ বিষয়ক বিধি ।

৩৯। ক্ষমতা প্রদান করিবার নিয়মের কথা ।

৪০। কর্মচারিরা স্থানান্তরে প্রেরিত হইলে তাঁহাদের ক্ষমতা প্রবল থাকিবার কথা ।

৪১। ক্ষমতা রহিত হইতে পারিবার কথা ।

তৃতীয় খণ্ড ।

সাধারণ বিধান ।

৪ চতুর্থ অধ্যায় ।

মাজিস্ট্রেটদিগকে ও পোলীসকে ধৃত করণ কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য ও সংবাদ দিবার বিধি ।

৪২। কোন২ স্থলে সকল লোকের মাজিস্ট্রেটের ও পোলীসের সাহায্য করিতে হইবার কথা ।

৪৩। পোলীস কর্মচারী ভিন্ন ওয়ারেন্ট সাধনকারী ব্যক্তিকে সাহায্য করিবার কথা ।

৪৪। কোন২ অপরাধের সন্ধান সকল লোকের দিতে হইবার কথা ।

৪৫। গ্রামের মণ্ডল, পাটওয়ারি, ভূম্যধিকারী প্রভৃতির কোন কোন বিষয় রিপোর্ট করিতে বাধ্য হইবার কথা ।

এই ধারার প্রয়োজনার্থ কোন কোন স্থলে জিলার মাজিস্ট্রেটের দ্বারা গ্রামের মণ্ডলের নিয়োগের কথা ।

৫ পঞ্চম অধ্যায় ।

ধৃতকরণ, পলায়ন ও পুনঃ ধৃতকরণ বিষয়ক বিধি ।

ক।—সাধারণতঃ ধৃতকরণ বিষয়ক বিধি ।

ধারা ।

৪৬। যেরূপে ধৃত করিতে হইবে তাহার কথা ।

ধরিবার উদ্যোগের বাধা দিবার কথা ।

৪৭। যাহাকে ধরিবার চেষ্টা হয় সে কোন স্থানে প্রবেশ করিলে সেই স্থান অন্ত্রেষণ করিবার কথা ।

৪৮। প্রবেশ করিতে না পাইলে কার্যপ্রণালীর কথা ।

অস্ত্রপূরের দ্বারা ভাঙ্গিয়া খুলিবার কথা ।

৪৯। মুক্তির উদ্দেশে দ্বার ও জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবার কথা ।

৫০। অনাবশ্যকমতে বন্ধ না করিবার কথা ।

৫১। ধৃত ব্যক্তির গা তলাশের কথা ।

৫২। যে প্রকারে স্ত্রীলোকের গা তলাশী করিতে হইবে তাহার কথা ।

৫৩। সাংঘাতিক অস্ত্র লইবার ক্ষমতার কথা ।

খ।—ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবার বিধি ।

৫৪। যে স্থলে পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারেন তাহার কথা ।

৫৫। ভ্রমণকারি ব্যক্তি ও রীতিমত দস্যু প্রভৃতিকে ধৃত করিবার কথা ।

৫৬। পোলীসের কর্মচারী ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবার নিমিত্ত আপন অধীন কর্মচারিকে প্রেরণ করিলে কার্যপ্রণালীর কথা ।

৫৭। নামধাম জানাইতে অস্বীকার করিলে তাহার কথা ।

৫৮। অপরাধীকে ধরিবার জন্য অন্য এলাকায় যাইবার কথা ।

৫৯। সামান্য ব্যক্তিদের দ্বারা ধৃত হওয়ার কথা ধৃত ব্যক্তিকে লইয়া বাহা করিতে হইবে তাহার কথা ।

৬০। ধৃত ব্যক্তিকে মাজিস্ট্রেটের কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকটে উপস্থিত করিবার কথা ।

৬১। ধৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার অধিক আটক করিয়া না রাখিবার কথা ।

৬২। ধৃত করণ বিষয়ে পোলীসের রিপোর্ট করিবার কথা ।

৬৩। ধৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা ।

৬৪। মাজিস্ট্রেটের দৃষ্টিগোচরে যে অপরাধ করা যায় তাহার কথা ।

ধারা।

- ৬৫। মাজিস্ট্রেটের দ্বারা বা সাক্ষাতে ধরিবার কথা।
 ৬৬। পলাইলে পশ্চাৎ যাইবার ও পুনর্বার ধরিতে পারিবার কথা।।
 ৬৭। ৬৬ ধারামত ধৃত করণের প্রতি ৪৭ ও ৪৮ ও ৪৯ ধারার বিধান বর্ত্তিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ অধ্যায়।

উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

ক।—সমনের বিধি।

- ৬৮। সমনের পাঠের কথা।
 সমন যে জারী করিবে তাহার কথা।
 ৬৯। সমন কি রূপে জারী করা যাইবে তাহার কথা।
 সমনের রসীদে স্বাক্ষর করিবার কথা।
 ৭০। সমন যাহার নামে দেওয়া যায় তাঁহাকে না পাওয়া গেলে জারী করিবার কথা।
 ৭১। রসীদ না পাওয়া গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
 ৭২। গবর্ণমেন্টের কি রেলওয়ে কোম্পানির কর্ম-কারকের উপর সমন জারী করিবার কথা।
 ৭৩। স্থানীয় সীমার বহির্ভূত স্থানে সমন জারী করিবার কথা।
 ৭৪। তদ্রূপ স্থলেও যে ব্যক্তি সমন জারী করেন তিনি উপস্থিত না থাকিলে সমন জারী হইবার প্রমাণের কথা।

খ।—ধৃত করিবার ওয়ারন্ট বিষয়ক বিধি।

- ৭৫। ধৃত করিবার ওয়ারন্ট লিখিবার পাঠের কথা।
 ধৃত করিবার ওয়ারন্ট প্রবল থাকিবার কথা।
 ৭৬। আদালত যে স্থলে হাজিরজামিন লইবার আজ্ঞা করিতে পারেন তাহার কথা।
 নিবন্ধপত্র পাঠাইবার কথা।
 ৭৭। যাহাদের নামে ওয়ারন্ট দিতে হইবে তাহার কথা।
 অনেক লোককে তয়ারন্ট দিবার কথা।
 ৭৮। ভূম্যধিকারী প্রভৃতির নামে ওয়ারন্ট লিখিয়া দিতে পারিবার কথা।
 ৭৯। পোলীসের কর্মচারীকে যে ওয়ারন্ট দেওয়া যায় তাহার কথা।
 ৮০। ওয়ারন্টের মর্ম্ম জ্ঞাত করিবার কথা।
 ৮১। ধৃত ব্যক্তিকে অবিলম্বে আদালতের সম্মুখে আনিবার কথা।
 ৮২। ওয়ারন্ট যে স্থানে জারী হইতে পারিবে তাহার কথা।

ধারা।

- ৮৩। বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করণার্থে মাজিস্ট্রেটের নিকট ওয়ারন্ট পাঠাইবার কথা।
 ৮৪। এলাকার বহির্ভূত স্থানে জারী করণার্থে পোলীসের কর্মচারীকে ওয়ারন্ট দিবার কথা।
 ৮৫। যাহার নামে ওয়ারন্ট বাহির হয় তাহাকে ধরা গেলে পর যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।
 ৮৬। ধৃত ব্যক্তিকে যে মাজিস্ট্রেটের নিকট আনা যায় তাহার কর্তব্যের কথা।

গ।—ঘোষণাপত্র ও ক্রোক করণ বিষয়ক বিধি।

- ৮৭। পলাতক ব্যক্তির নিমিত্ত ঘোষণার কথা।
 ৮৮। পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।
 ৮৯। ক্রোককৃত সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কথা।

ঘ।—পরওয়ানা সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি।

- ৯০। সমনের পরিবর্ত্তে কি তদতিরিক্ত ওয়ারন্ট দিবার কথা।
 ৯১। উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লইবার ক্ষমতার কথা।
 ৯২। উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইলে ধৃত করণের কথা।
 ৯৩। এই অধ্যায়ের বিধানগুলি সাধারণতঃ সমনের প্রতি ও ধরিবার ওয়ারন্টের প্রতি বর্ত্তিবার কথা।

৭ সপ্তম অধ্যায়।

দলীল ও অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার এবং অন্যান্যমতে অবকৃত্ত ব্যক্তির সম্মান দিবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

ক।—উপস্থিত করাইবার সমন বিষয়ক বিধি।

- ৯৪। দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার সমনের কথা।
 ৯৫। পত্র ও তাড়িত বার্ত্তা সম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

খ।—তলাশী পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

- ৯৬। তলাশী পরওয়ানা যে স্থলে বাহির হইতে পারে তাহার কথা।
 ৯৭। পরওয়ানায় স্থান নির্দেশ করিতে পারিবার কথা।
 ৯৮। যে গৃহাদিতে চোরা দ্রব্য কি কৃত্রিম দলীলাদি থাকার অসম্মান হয় তাহাতে অন্বেষণ করিবার কথা।

ধারা।

- ৯৯। এলাকার বাহিরে তলাশক্রমে কোন দ্রব্য পাওয়া গেলে তাহা লইয়া কার্য করিবার কথা।
- গ।—অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে প্রকাশ করণের বিধি।
- ১০০। অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে তলাশ করিবার কথা।
- ঘ।—তলাশ সংক্রান্ত সাধারণ বিধি।
- ১০১। তলাশী পরওয়ানা যাহার নামে দিতে হইবে তৎপ্রভৃতির কথা।
- ১০২। বন্ধস্থান যে ব্যক্তির জিন্মায় থাকে তাহার তলাশ করিবার অনুমতি দিতে হইবার কথা।
- ১০৩। সাক্ষীদের সম্মুখে তলাশ করিতে হইবার কথা।
- যে স্থানে তলাশ হয় সেই স্থানবাসির উপস্থিত হইতে পারিবার কথা।
- ঙ।—বিবিধ বিধি।
- ১০৪। দলীলাদি উপস্থিত করা গেলে তাহা আটক করিয়া রাখিবার ক্ষমতার কথা।
- ১০৫। মাজিস্ট্রেটের সাক্ষাতে অন্ত্রেষণ হইবার আজ্ঞার কথা।

চতুর্থ খণ্ড।

অপরাধ নিবারণ বিষয়ক বিধি।

৮ অষ্টম অধ্যায়।

শাস্তিভঙ্গ না করিবার ও সদাচরণের জামিন বিষয়ক বিধি।

ক।—অপরাধ নির্ণয় হইলে শাস্তিভঙ্গ না করিবার জামিনের বিধি।

১০৬। অপরাধ নির্ণয় হইলে শাস্তিভঙ্গ না করিবার মুচলকার কথা।

খ। অন্যস্থলে শাস্তিভঙ্গ না করিবার জামিন ও সদাচরণের জামিন বিষয়ক বিধি।

১০৭। অন্য স্থলে শাস্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার কথা।

১০৮। ১০৭ ধারামতে কার্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে মাজিস্ট্রেট প্রভৃতির কার্য-প্রণালীর কথা।

১০৯। ভ্রমণকারি ও সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিদের স্থানে সদাচরণের জামিন লইবার কথা।

১১০। পাকা বদমাইসদের স্থানে সদাচরণের জামিন লইবার কথা।

ধারা।

- ১১১। ইউরোপীয় বেইমানদের সম্বন্ধীয় উপবিধির কথা।
- ১১২। যে আজ্ঞা করিতে হইবে তাহার কথা।
- ১১৩। যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকেন তৎসম্বন্ধে কার্যপ্রণালীর কথা।
- ১১৪। তদ্রূপে কোন ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে সমন কি ওয়ারেন্ট দিবার কথা।
- ১১৫। ১১২ ধারামতে আজ্ঞার নকল সমনের কি ওয়ারেন্টের সঙ্গে দিতে হইবার কথা।
- ১১৬। স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দিবার ক্ষমতার কথা।
- ১১৭। সন্থাদের সত্যতা সম্বন্ধে তদন্তের কথা।
- ১১৮। জামিন দিবার আজ্ঞার কথা।
- ১১৯। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

গ।—জামিন দিবার আজ্ঞার পর সর্বত্র কার্য্যামুষ্ঠানের বিধি।

১২০। যে সময়ের নিমিত্ত জামিন দিবার আদেশ হয় তাহার আরম্ভের কথা।

১২১। নিবন্ধপত্রে যাহা যাহা থাকিবে তাহার কথা।

১২২। জামিন অগ্রাহ্য করিতে পারিবার কথা।

১২৩। জামিন না দিলে কারাদণ্ডের কথা।

কার্য্যামুষ্ঠানের কাগজপত্র কখন হাই কোর্টে কি সেশন আদালতে অর্পণ করিতে হইবে তাহার কথা।

যে প্রকারের কারাদণ্ড হইবে তাহার কথা।

১২৪। জামিন না দেওয়া প্রযুক্ত যাহারা কারাবদ্ধ হয় তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারিবার কথা।

১২৫। শাস্তিভঙ্গ না করিবার কোন নিবন্ধনপত্র জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের অকর্মণ্য করিতে পারিবার কথা।

১২৬। জামিনকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৯ নবম অধ্যায়।

বেআইনীমতে জনতা বিষয়ক বিধি।

১২৭। মাজিস্ট্রেটের কিম্বা পোলীসের কর্মচারির আজ্ঞামতে জনতা ভঙ্গ হইবার কথা।

১২৮। জনতা ভঙ্গ করিবার জন্যে সৈন্য ছাড়া অপর লোক লইয়া বল প্রয়োগের কথা।

১২৯। সৈন্যদল ব্যবহারের কথা।

১৩০। জনতা ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা হইলে সৈন্যাধ্যক্ষের কর্তব্য কর্মের কথা।

১৩১। জনতা ভঙ্গ করণার্থে সনন্দপ্রাপ্ত সেনাপতিদের ক্ষমতার কথা।

১৩২। এই অধ্যায়মতে কর্ম হইলে অভিযোগ না হইবার কথা।

ধারা।

১০ দশম অধ্যায়।

সাধারণের অনিষ্টজনক বিষয়ের বিধি।

- ১৩৩। অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিতে নিয়ম-
ধীন আজ্ঞা করিবার কথা।
- ১৩৪। আজ্ঞা কিম্বা তাহার জ্ঞাপনপত্র দিবার
কথা।
- ১৩৫। যাহাকে আজ্ঞা করা যায় তাহার সেই আজ্ঞা
মানিবার,
কিম্বা কারণ দর্শাইবার কি পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত
হইবার দাওয়ার কথা।
- ১৩৬। তদ্রূপ না করিবার ফলের কথা।
- ১৩৭। কারণ দর্শাইতে উপস্থিত হইলে কার্য-
প্রণালীর কথা।
- ১৩৮। পঞ্চায়তের দাওয়া করা গেলে কার্য-
প্রণালীর কথা।
- ১৩৯। পঞ্চায়ত মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা যুক্তিযুক্ত নির্ণয়
করিলে যাহা কর্তব্য তাহার কথা।
- ১৪০। আজ্ঞা চূড়ান্ত করা গেলে কার্যপ্রণালীর
কথা।
- আজ্ঞা অমান্য করা গেলে ফলের কথা।
- ১৪১। পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত না করা গেলে কি তাহার
মত প্রকাশ না করিলে, কার্যপ্রণালীর
কথা।
- ১৪২। তদন্ত কার্য চলন কালে নিষেধসূচক আজ্ঞার
কথা।
- ১৪৩। সাধারণের অনিষ্টজনক কার্য বারম্বার না
হইবার বা না চলিবার বারণ করিতে
মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার কথা।

১১ একাদশ অধ্যায়।

অনিষ্টজনক বিষয় বা বিপদাশঙ্কা ঘটিত আবশ্যিক
স্থলে কিয়ৎকালীন আজ্ঞা বিষয়ক বিধি।

- ১৪৪। অনিষ্টজনক বিষয় বা বিপদাশঙ্কা ঘটিত
আবশ্যিক স্থলে একবারে চূড়ান্ত আজ্ঞা
করিবার ক্ষমতার কথা।

১২ দ্বাদশ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় বিবাদ বিষয়ক বিধি।

- ১৪৫। ভূমাদিবিষয়ক কোন বিবাদ শান্তিভঙ্গের
সম্ভাবনা হইলে কার্যপ্রণালীর কথা।
- দখলে থাকিবার তদন্তের কথা।
- যে পক্ষের দখলে থাকে যাবৎ আইনমতে
বেদখল না হয় তাহার দখলে থাকিবার
কথা।

ধারা।

- ১৪৬। বিবাদীয় বিষয় ত্রৈলোক্য করিবার ক্ষমতার
কথা।
- ১৪৭। আচ্ছন্নভোগস্বত্ব প্রভৃতি বিষয়ের বিবা-
দের কথা।
- ১৪৮। স্থানীয় তদন্ত লইবার কথা।
- ধরচা বিষয়ে আজ্ঞার কথা।

১৩ ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পোলীসের নিবারণাত্মক কার্য বিষয়ক বিধি।

- ১৪৯। ধর্ডব্য অপরাধ পোলীসের নিবারণ করিতে
হইবার কথা।
- ১৫০। ঐ অপরাধ করিবার কম্পনার সংবাদ
পাইলে তাহার কথা।
- ১৫১। ঐ অপরাধ নিবারণার্থে ধৃত করিবার কথা।
- ১৫২। রাজকীয় সম্পত্তির হানি নিবারণের কথা।
- ১৫৩। বাটখারা ও মাপিবার যন্ত্রাদি দৃষ্টি করি-
বার কথা।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পোলীসে সংবাদ দিবার ও তাহাদের অনুসন্ধান
করিবার ক্ষমতার বিধি।

১৪ চতুর্দশ অধ্যায়।

- ১৫৪। ধর্ডব্য মোকদ্দমার সংবাদ দিবার কথা।
- ১৫৫। অধর্ডব্য মোকদ্দমার সংবাদ দিবার কথা।
- অধর্ডব্য মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবার কথা।
- ১৫৬। ধর্ডব্য মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবার কথা।
- ১৫৭। ধর্ডব্য অপরাধ সংঘটনের সন্দেহ হইলে
কার্যপ্রণালীর কথা।
- স্থানীয় অনুসন্ধান না লইবার স্থলের কথা।
- পোলীস থানার অধ্যক্ষ অনুসন্ধান লইবার
বিশিষ্ট হেতু না দেখিলে তাহার
কথা।
- ১৫৮। ১৫৭ ধারামত রিপোর্ট কিরূপে পাঠাইতে
হইবে তাহার কথা।
- ১৫৯। অনুসন্ধান বা প্রথম স্থানীয় তদন্তের ক্ষমতার
কথা।
- ১৬০। সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করাইতে পোলীসের
কর্মচারির ক্ষমতার কথা।
- ১৬১। পোলীসের দ্বারা সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণের
কথা।
- ১৬২। পোলীসের নিকট যে উক্তি করা যায়
তাহাতে স্বাক্ষর করিতে না হইবার ও
তাহা সাক্ষ্য স্বরূপ গ্রাহ্য না হইবার।

ধারা ১

- ১৬৩। প্রকৃতি না দিবার কথা।
 ১৬৪। উক্তি ও স্বীকার বাক্য লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।
 ১৬৫। পোলীস কর্মচারির দ্বারা ভঙ্গাশের কথা।
 ১৬৬। যে স্থলে পোলীস থানার এক অধ্যক্ষ অন্য অধ্যক্ষকে তলাশী পরওয়ানা দিবার আদেশ করিতে পারিবেন তাহার কথা।
 ১৬৭। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অনুসন্ধান সমাপ্ত হইতে না পারিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
 ১৬৮। অধীনস্থ পোলীস কর্মচারী কর্তৃক অনুসন্ধানের রিপোর্টের কথা।
 ১৬৯। প্রমাণের ন্যূনতা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা।
 ১৭০। উপযুক্ত প্রমাণ থাকিলে মোকদ্দমা মাজিস্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবার কথা।
 ১৭১। বাদীদের কি সাক্ষীদের পোলীসের কর্মচারির সঙ্গে না যাইতে হইবার কথা। বাদিদিগকে ও সাক্ষিদিগকে আটক করিয়া না রাখিবার কথা। বাদী বা সাক্ষী স্বীকার না করিলে প্রহরির জিম্মায় প্রেরিত হইবার কথা।
 ১৭২। অনুসন্ধান কার্যের রোজনামচার কথা।
 ১৭৩। পোলীসের কর্মচারির রিপোর্টের কথা।
 ১৭৪। আত্মহত্যা প্রভৃতি তদন্ত লইয়া পোলীসের রিপোর্ট করিবার কথা।
 ১৭৫। ব্যক্তিদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা।
 ১৭৬। মাজিস্ট্রেটের দ্বারা মৃত্যুর কারণের তদন্ত লইবার কথা।
 প্রোধিত দেহ উঠাইতে পারিবার কথা।

ষষ্ঠ খণ্ড।

মোকদ্দমা চলাইবার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

১৫ প্রকাদশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচারকার্যে কোর্জদারী আদালতের বিচারাধিকারের বিধি।

ক। তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থান বিষয়ক বিধি।

- ১৭৭। সাধারণতঃ তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থানের কথা।
 ১৭৮। ভিন্ন সেশন খণ্ডে মোকদ্দমার বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।
 ১৭৯। যে জিলায় ক্রিয়া করা যায় কি যে জিলায় ক্রিয়ার ফল প্রকাশ হয় ইহার একতর জিলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইতে পারিবার কথা।

ধারা।

- ১৮০। অন্য অপরাধের সহিত সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত কোন ক্রিয়া অপরাধ হইলে বিচার করিবার স্থানের কথা।
 ১৮১। ঠগ হইবার কি ডাকাইত দলের লোক হইবার কি হেফাজত হইতে পলাইবার ইত্যাদির কথা। অপরাধভাবে অবিহিত ব্যবহারের ও অপরাধভাবে বিশ্বাস মাতকতা করণের কথা। চুরি করণের কথা।
 ১৮২। অপরাধ যে স্থানে করা গেল তাহা নিশ্চয় না হইলে, কিম্বা কেবল একস্থানে না করা গেলে, কিম্বা অপরাধ নিয়ত করা গেলে কিম্বা অনেক কার্য্য লইয়া অপরাধ হইলে তদন্ত ও বিচার করিবার স্থানের কথা।
 ১৮৩। যাত্রাক্রমে পথে অপরাধ করিলে তাহার কথা।
 ১৮৪। রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ ও ডাকঘর ও অস্ত্র বিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে অপরাধের কথা।
 ১৮৫। কোন্ জিলায় তদন্ত লওয়া যাইবে বা বিচার হইবে এবিষয়ে সন্দেহ হইলে হাইকোর্টের দ্বারা ইহা নির্ণয় হইবার কথা।
 ১৮৬। বিচারাধীন স্থানের বাহিরে অপরাধ করা গেলে সমন কি ওয়ারন্ট দিবার ক্ষমতার কথা। ধরিলে পর মাজিস্ট্রেটের কার্য্যপ্রণালীর কথা।
 ১৮৭। অধীন মাজিস্ট্রেটের ওয়ারন্ট হইলে কর্তব্যের কথা।
 ১৮৮। ব্রিটিশ প্রজারা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে অপরাধ করিলে তাগদের দায়ের কথা। অভিযোগের তদন্ত লওয়া উচিত এই বিষয়ে পলিটিকাল এজেন্টের সর্টিফিকেট দিবার কথা।
 ১৮৯। সাক্ষ্যের ও দলালের প্রতিলিপি প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।
 খ।—কার্য্যরস্তের আবশ্যিক নিয়মবিষয়ক বিধি।
 ১৯০। মাজিস্ট্রেটেরা যে অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন তাহার কথা।
 ১৯১। অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনামতে মোকদ্দমা হস্তান্তর বা সমর্পণ করিবার কথা।
 ১৯২। মাজিস্ট্রেটদের মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার কথা।

- ধারা।
- ১১৩। সেশন আদালত যে অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন তাহার কথা।
- ১১৪। হাই কোর্ট যে অপরাধ গ্রাহ্য করিবেন তাহার কথা।
- ১১৫। রাজকীয় কার্যকারকদের আইনসিদ্ধ ক্ষমতা অবজ্ঞা করণ হেতুক অভিযোগের কথা। সাধারণের ন্যায়বিচারের বিরুদ্ধে কোন অপরাধহেতু অভিযোগের কথা। দলীল প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত করা গেলে তৎসম্পর্কীয় অপরাধের অভিযোগের কথা। যে প্রকারের অনুমতি পাওয়া আবশ্যিক তাহার কথা।
- ১১৬। রাজবিরুদ্ধ অপরাধের অভিযোগের কথা।
- ১১৭। বিচার কর্তাদের ও রাজকীয় কার্যকারকদের নামে অভিযোগের কথা। অভিযোগ সম্বন্ধে গবর্নমেন্টের ক্ষমতার কথা।
- ১১৮। চুক্তিভঙ্গ ও অপবাদ ও বিবাহ সম্পর্কীয় অপরাধের অভিযোগের কথা।
- ১১৯। পরদার সংক্রান্ত কিম্বা বিবাহিতা স্ত্রীলোককে ফুসলাইয়া লওন বিষয়ক অভিযোগের কথা।

১৬ ষোড়শ অধ্যায়।

মাজিস্ট্রেটদের নিকট নালিশ করিবার বিধি।

- ২০০। বাদির পরীক্ষা হইবার কথা।
- ২০১। মাজিস্ট্রেট নালিশ শুনিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে কার্যপ্রণালীর কথা।
- ২০২। পরওয়ানা দিতে বিলম্ব করণের কথা।
- ২০৩। নালিশ ডিসমিস করিবার কথা।

১৭ সপ্তদশ অধ্যায়।

মাজিস্ট্রেটদের সম্মুখে কার্যারম্ভ করিবার বিধি।

- ২০৪। পরওয়ানা দিবার কথা।
- ২০৫। অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত না হইবার অনুমতি দিতে মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার কথা।

১৮ অষ্টাদশ অধ্যায়।

সেশন আদালতের কি হাই কোর্টের বিচার্য মোকদ্দমার তদন্ত বিষয়ক বিধি।

- ২০৬। বিচারার্থ সমর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।
- ২০৭। সমর্পণার্থে প্রথমে তদন্ত হইবার কার্যপ্রণালীর কথা।

- ধারা।
- ২০৮। উপস্থিত সাক্ষ্য গ্রহণের কথা। আরো সাক্ষ্য উপস্থিত করাইবার পরওয়ানার কথা।
- ২০৯। যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে তাহার কথা।
- ২১০। কখন অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার কথা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগ বুঝাইয়া দিবার ও অভিযোগপত্রের নকল দিবার কথা।
- ২১১। বিচার কালে প্রতিবাদীর সপক্ষ সাক্ষীদের নাম নির্ঘণ্টের কথা। অন্য নাম নির্ঘণ্টের কথা।
- ২১২। মাজিস্ট্রেটের তদ্রূপ সাক্ষীদের পরীক্ষা করিবার ক্ষমতার কথা।
- ২১৩। বিচারার্থে সমর্পণ করিবার আজ্ঞার কথা।
- ২১৪। ইউরোপীয় রুটিশ প্রজার সহিত রাজধানী নগরের বাহিরে একত্র অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা।
- ২১৫। ২১৩ কি ২১৪ ধারামতে বিচারার্থে সমর্পণ অসিদ্ধ করিবার কথা।
- ২১৬। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা গেলে প্রতিবাদীর সাক্ষীদের সমন দিবার কথা।

অনাবশ্যিক সাক্ষির খরচা আমানৎ না হইলে তাহাকে সমন করিতে অস্বীকার করিবার কথা।

- ২১৭। বাদীদের ও সাক্ষীদের নিবন্ধপত্রের কথা। উপস্থিত হইতে কি নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে স্বীকার না করিলে হেঁকাজতে রাখিবার কথা।
- ২১৮। মোকদ্দমা সমর্পণ হইলে জ্ঞাত করিবার কথা। অভিযোগপত্র প্রভৃতি হাই কোর্টে বা সেশন আদালতে পাঠাইবার কথা। ইংরাজী অনুবাদ হাই কোর্টে পাঠাইতে হইবার কথা।
- ২১৯। অতিরিক্ত সাক্ষীদের সমন করিবার ক্ষমতার কথা।
- ২২০। বিচারের অপেক্ষায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজতে রাখিবার কথা।

১৯ ঊনবিংশ অধ্যায়।

অভিযোগের বিধি।

অভিযোগ লিখিবার পাঠের বিধি।

- ২২১। অভিযোগপত্রে অপরাধ নির্দিষ্ট করিবার কথা। অপরাধের বিশেষ নামই বিশিষ্ট বর্ণনা হইবার কথা।

ধারা ।

- অপরাধের নাম নিরূপণ না হইলে যেরূপ বর্ণনা হইবে তাহার কথা ।
 অভিযোগপত্রে যে অসুমান হইবে তাহার কথা ।
 অভিযোগপত্র যে ভাষায় লেখা যাইবে তাহার কথা ।
 পূর্বে অপরাধ নির্ণয় হইলে অভিযোগপত্রে তাহা লিখিবার কথা ।
- ২২২। সময়ের ও স্থানের ও ব্যক্তির বিশেষ বিবরণের কথা ।
- ২২৩। অপরাধ কি প্রকারে করা গিয়াছিল এই কথা যে স্থলে ব্যক্ত করিতে হইবে তাহার কথা ।
- ২২৪। যে আইনক্রমে অপরাধের দণ্ড হয় সেই আইনমত অর্থে অভিযোগপত্রের শব্দের অর্থ গৃহীত হইবার কথা ।
- ২২৫। ভ্রমের ফলের কথা ।
- ২২৬। অভিযোগপত্র বিনা বা অসম্পূর্ণ অভিযোগপত্র সহিত সমর্পণ করা গেলে কার্য-প্রণালীর কথা ।
- ২২৭। অভিযোগপত্র পরিবর্তন করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা ।
- ২২৮। যে স্থলে পরিবর্তন হইলেই বিচারের কার্য চলিতে পারে তাহার কথা ।
- ২২৯। যে স্থলে নূতন বিচারের আজ্ঞা কিম্বা বিচার স্থগিত হইতে পারিবে তাহার কথা ।
- ২৩০। পরিবর্তিত অভিযোগপত্রের লিখিত অপরাধ হেতুক অসুমতি পাইবার প্রয়োজন হইলে মোকদ্দমার কার্য স্থগিত রাখিবার কথা ।
- ২৩১। অভিযোগপত্র পরিবর্তিত হইলে সাক্ষিদিগকে পুনশ্চ ডাকিতে পারিবার কথা ।
- ২৩২। গুরুতর ভ্রম হইলে তাহার ফলের কথা ।

অভিযোগ সংযোগ করিবার কথা ।

- ২৩৩। ভিন্ন অপরাধে ভিন্ন অভিযোগ হইবার কথা ।
- ২৩৪। এক বৎসরের মধ্যে এক প্রকারের অপরাধ তিনবার করিবার অভিযোগ একত্র হইতে পারিবার কথা ।
- ২৩৫। দুই কি তদধিক অপরাধের বিচারের কথা ।
 একই অপরাধ দুই সংজ্ঞার মধ্যে আইলে তাহার কথা ।
 নানা ক্রিমার দ্বারা এক অপরাধ হইলে কিন্তু সমবেত হইয়া অন্য অপরাধ হইলে তাহার কথা ।
- ২৩৬। কি অপরাধ হইয়াছে এই বিষয়ের সন্দেহ স্থলের কথা ।

ধারা ।

- ২৩৭। কোন ব্যক্তির নামে এক অপরাধের অভিযোগ হইলে তাহার অন্য অপরাধ যে স্থলে নির্ণয় হইতে পারিবে তাহার কথা ।
- ২৩৮। যে অপরাধের প্রমাণ হয় জাহা অভিযোগের অপরাধ মধ্যে গণ্য হইলে তাহার কথা ।
- ২৩৯। যে ব্যক্তিদের অভিযোগ একত্র করা যাইতে পারে তাহাদের কথা ।
- ২৪০। অনেক অভিযোগ হইয়া একের প্রমাণ হইলে অন্য সকল অভিযোগ উঠাইয়া লইবার কথা ।

২০ বিংশ অধ্যায় ।

মাজিস্ট্রেটেরা সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার করেন তাহার বিধি ।

- ২৪১। সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার হয় তাহার কার্যপ্রণালীর কথা ।
- ২৪২। অভিযোগের মর্ম জানাইবার কথা ।
- ২৪৩। অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিলে অপরাধ নির্ণয়ের কথা ।
- ২৪৪। তদ্রূপ স্বীকার না হইলে যাহা কর্তব্য তাহার কথা ।
- ২৪৫। মুক্ত করণের কথা ।
 দণ্ডাজ্ঞার কথা ।
- ২৪৬। অপরাধ নির্ণয়, নালিশ বা সমনে আবদ্ধ না থাকিবার কথা ।
- ২৪৭। বাদী উপস্থিত না হইলে তাহার কথা ।
- ২৪৮। নালিশ উঠাইয়া লইবার কথা ।
- ২৪৯। বাদী না থাকিলে কার্যসূচন বন্ধ করিবার ক্ষমতার কথা ।
- ২৫০। তুচ্ছ বা গুণ্ডামক মাত্র অভিযোগের কথা ।

২১ একবিংশ অধ্যায় ।

যে মোকদ্দমায় ওয়ারন্ট বাহির হয় মাজিস্ট্রেটদের দ্বারা তাহার বিচার হইবার বিধি ।

- ২৫১। যে মোকদ্দমায় ওয়ারন্ট বাহির হয় তাহার সময়ের কার্যপ্রণালীর কথা ।
- ২৫২। অভিযোগের সপক্ষ সাক্ষ্যের কথা ।
- ২৫৩। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা ।
- ২৫৪। অপরাধের প্রমাণ আছে দেখা গেলে অভিযোগপত্র লিখিবার কথা ।
- ২৫৫। উত্তরের কথা ।
- ২৫৬। প্রতিবাদের কথা ।
- ২৫৭। অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনামতে সাক্ষ্য উপস্থিত করাইবার কথা ।
- ২৫৮। মুক্তকরণের কথা ।
 দোষী নির্ণয় করণের কথা ।
- ২৫৯। বাদী উপস্থিত না থাকিবার কথা ।

২২ দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সরাসরী বিচারের কথা।

ধারা।

- ২৬০। সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতার কথা।
 ২৬১। ন্যূন ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিস্ট্রেটদের বেঞ্চের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিবার কথা।
 ২৬২। যে মোকদ্দমায় সমন ও ওয়ারন্ট দেওয়া যাইতে পারে সেই সেই মোকদ্দমায় কার্যপ্রণালী খাটিবার কথা।
 কারাদণ্ডের মিয়াদের কথা।
 ২৬৩। যে মোকদ্দমায় আপীল নাই সেই মোকদ্দমায় রিকোর্ডের কথা।
 ২৬৪। যে মোকদ্দমার উপর আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমায় রিকোর্ডের কথা।
 ২৬৫। রিকোর্ড ও নিষ্পত্তি যে ভাষায় লিখিতে হইবে তাহার কথা।
 বেঞ্চের কেরণী রাখিতে পারিবার কথা।

২৩ ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

হাই কোর্টের ও সেশন আদালতের সম্মুখে বিচারের বিধি।

ক।—উপক্রমণিকা।

- ২৬৬। “হাই কোর্ট” শব্দের অর্থের কথা।
 ২৬৭। হাই কোর্টে জুরির দ্বারা বিচার হইবার কথা।
 ২৬৮। সেশন আদালতে জুরির দ্বারা বা আসেসরদের সহকারিতায় বিচার হইবার কথা।
 ২৬৯। সেশন আদালতে জুরির দ্বারা বিচার হয় স্থানীয় গবর্নমেন্টের এই আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
 ২৭০। সেশন আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তা দ্বারা বিচারের কার্যের অনুষ্ঠান হইবার কথা।

খ।—কার্যারম্ভের বিধি।

- ২৭১। বিচার আরম্ভ করণের কথা।
 অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার কথা।
 ২৭২। অপরাধ স্বীকার না করিবার কি বিচার হইবার দাওয়ার কথা।
 জুরির কি আসেসরদের পরিবর্তন না হইয়া ক্রমশঃ বহু অপরাধীর বিচার হইতে পারিবার কথা।
 ২৭৩। অভিযোগের প্রতিপোষণ হইতে না পারিলে যে কথা লেখা যাইবে তাহার কথা।
 ঐ লিখিত কথার ফলের কথা।

গ। জুরি নির্বাচনের বিধি।

ধারা।

- ২৭৪। কত জন লইয়া জুরি হইবে তাহার কথা।
 ২৭৫। সেশন আদালতে ইউরোপ কি আমেরিকা-দেশীয় লোক ভিন্ন অন্য লোকদের বিচারার্থ জুরির কথা।
 ২৭৬। গুলিবার্ট দ্বারা জুরি মনোনীত হইবার কথা।
 বর্তমান রীতি চলিবার কথা।
 যাহাদিগকে সমন দেওয়া যায় নাই তাঁহাদিগকে কখন গ্রহণ করিতে পারা যায় তাহার কথা।
 বিশেষ জুরির সহযোগে বিচার হইবার কথা।
 ২৭৭। জুরির নাম ডাকিবার কথা।
 জুরির কোন ব্যক্তির বিষয়ে আপত্তির কথা।
 কারণ না জানাইয়া অপত্তি করিবার কথা।
 ২৭৮। আপত্তির কারণের কথা।
 ২৭৯। আপত্তি নিষ্পত্তির কথা।
 যে জুররের বিরুদ্ধে আপত্তি গ্রহণ হয় তাঁহার স্থানে অন্য লোক নিয়োগের কথা।
 ২৮০। জুরির প্রধান ব্যক্তির কথা।
 ২৮১। জুররদিগকে শপথ দিবার কথা।
 ২৮২। জুরর উপস্থিত থাকিতে না পারিলে যাহা কর্তব্য তাহার কথা।
 ২৮৩। আসামীর পীড়া হইলে জুরিকে বিদায় করিয়া দিবার কথা।

ঘ।—আসেসর নির্বাচনের বিধি।

- ২৮৪। আসেসরদিগকে যেরূপে মনোনীত করা যাইবে তাহার কথা।
 ২৮৫। আসেসর উপস্থিত থাকিতে না পারিলে যাহা কর্তব্য তাহার কথা।

ঙ।—অভিযোগের ও প্রতিবাদের সমাপ্তি পর্যন্ত মোকদ্দমার বিচারের বিধি।

- ২৮৬। অভিযোগের মোকদ্দমার সূচনার কথা।
 সাক্ষীদের পরীক্ষা লইবার কথা।
 ২৮৭। মাজিস্ট্রেটদের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া গেলে তাহা প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ হইবার কথা।
 ২৮৮। প্রথমস্থলীয় তদন্ত লইবার সময়ে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা গ্রহণ হইবার কথা।
 ২৮৯। অভিযোগের সাক্ষীদের পরীক্ষার পর কার্যপ্রণালীর কথা।
 ২৯০। প্রতিবাদের কথা।

ধারা ।

- ২১১। সাক্ষীদের পরীক্ষা হইতে ও তাহা-
দিগকে সমন করিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির
অধিকারের কথা ।
- ২১২। অভিযোক্তার উত্তর দিবার অধিকারের
কথা ।
- ২১৩। জুরির কি আসেসরদের দ্বারা স্থানাঙ্গি দৃষ্ট
হইবার কথা ।
- ২১৪। জুরির কোন ব্যক্তির কি আসেসরের
পরীক্ষা যে স্থলে লওয়া হইতে পারিবে
তাহার কথা ।
- ২১৫। অধিবেশন করিবার দিনান্তর নিরূপণ হইলে
জুরির কি আসেসরদের উপস্থিত হইবার
কথা ।
- ২১৬। জুরিকে বন্ধ রাখিবার কথা ।

চ।- জুরির বিচারিত মোকদ্দমার
সমাপ্তির বিধি ।

- ২১৭। জুরির প্রতি উপদেশের কথা ।
- ২১৮। জজ সাহেবের কর্তব্য কর্ত্বের কথা ।
- ২১৯। জুরির কর্তব্য কর্ত্বের কথা ।
- ৩০০। বিবেচনা করিবার জন্য জুরির বিরলে
যাইবার কথা ।
- ৩০১। মীমাংসা জানাইবার কথা ।
- ৩০২। জুরির প্রত্যেক ব্যক্তি না হইলে কার্যপ্রণালীর
কথা ।
- ৩০৩। প্রত্যেক অভিযোগ ধরিয়া মীমাংসা করি-
বার কথা ।
জুরিকে জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করিতে
পারিবার কথা ।
প্রশ্ন ও উত্তর লিখিয়া রাখিবার কথা ।
- ৩০৪। মীমাংসা সংশোধনের কথা ।
- ৩০৫। হাই কোর্টে মীমাংসা যে সময়ে প্রবল
হইবে তাহার কথা ।
অন্যস্থলে জুরিকে বিদায় দিবার কথা ।
- ৩০৬। মীমাংসা সেশন আদালতে যে সময়ে
প্রবল হইবে তাহার কথা ।
- ৩০৭। জুরির মীমাংসার সহিত সেশন জজ সাহে-
বের মতের অনৈক্য হইলে কার্যপ্রণালীর
কথা ।

ছ।- জুরিকে বিদায় দিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির
পুনর্বিচারের বিধি ।

- ৩০৮। জুরিকে বিদায় করিয়া দিবার পর অভিযুক্ত
ব্যক্তির পুনশ্চ বিচার হইবার কথা ।

জ। আসেসরদিগের সহকারিতায় যে মোকদ্দমার
বিচার হয় তাহার সমাপ্তির বিধি ।

- ৩০৯। আসেসরদের মত বিচার কথা ।
নিষ্পত্তির কথা ।

ধারা ।

- ঝ।- পূর্বে অপরাধ নির্ণয় হইয়া থাকিলে
কার্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি ।
- ৩১০। পূর্বে অপরাধ নির্ণয় হইয়া থাকিলে কার্য-
প্রণালীর কথা ।
- ৩১১। পূর্বে অপরাধ নির্ণয়ের সাক্ষ্য যে স্থলে
দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা ।
- ঞ।- হাই কোর্টের জুররদের ফর্দের ও উক্ত কোর্টের
জুররদিগকে ডাকিবার বিধি ।
- ৩১২। বিশেষ জুরির সংখ্যার কথা ।
- ৩১৩। সাধারণ ও বিশেষ জুরির নামের ফর্দের
কথা ।
যে কর্মচারী ফর্দ প্রস্তুত করেন তাহার
স্ববিবেচনামতে কর্ম করিবার কথা ।
- ৩১৪। প্রাথমিক ও সংশোধিত ফর্দ প্রকাশ করি-
বার কথা ।
- ৩১৫। রাজধানী নগরে জুরির কর্ম করিতে যত
জনকে সমন করিতে হইবে তাহার কথা ।
অতিরিক্ত সমনের কথা ।
- ৩১৬। রাজধানীর বাহিরে জুরির ব্যক্তিদিগকে সমন
করিবার কথা ।
- ৩১৭। সৈনিক জুরির কথা ।
- ৩১৮। জুরির কোন ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে
তাহার কথা ।

ট।- সেশন আদালতের জুররদের ও আসেসরদের
নাম নির্ধার্ত করিবার ও তাহাদিগকে
সমন দিবার বিধি ।

- ৩১৯। জুরর ও আসেসর স্বরূপ কর্ম করিতে
হইবার কথা ।
- ৩২০। বর্জিত ব্যক্তিদের কথা ।
- ৩২১। জুরির ও আসেসরদের নামের নির্ধার্তের
কথা ।
- ৩২২। নির্ধার্ত প্রচার করিবার কথা ।
- ৩২৩। নির্ধার্তের প্রতি আপত্তির কথা ।
- ৩২৪। নির্ধার্ত সংশোধনের কথা ।
সংসর্গে প্রাপ্ত সংশোধনের কথা ।
- ৩২৫। বিশেষ জুরিদের নির্ধার্তপত্র প্রস্তুত করিবার
কথা ।
- ৩২৬। জুরর ও আসেসরদিগকে জিলার মাজিস্ট্রেট
সাহেবের সমন করিবার কথা ।
- ৩২৭। অন্য জুররদিগকে কি আসেসরদিগকে
সমন করিবার ক্ষমতার কথা ।
- ৩২৮। সমনের পাঠের ও তাহাতে যাহা লিখিত
থাকিবে তাহার কথা ।
- ৩২৯। গবর্নমেন্টের কি রেলওয়ের কর্মচারিকে
কখন অব্যাহতি দেওয়া যাইবে তাহার
কথা ।

ধারা।

- ৩৩০। আদালতে জুরের ক আসেসরের উপস্থিতি না হওয়ার ক্ষতি দিতে পারিবার কথা।
বিশেষ জুরিদিগকে পুনরায় জুরিধরূপে কার্য করিবার দায়িত্বে বার মাসের জন্য আদালতে নিষ্কৃতি দিতে পারিবার কথা।
- ৩৩১। জুরির যে ব্যক্তির ক যে আসেসরের উপস্থিত হন তাহাদের নামের নির্ঘণ্টের কথা।
- ৩৩২। জুরির ক আসেসর অনুপস্থিত হইলে দণ্ডের কথা।
ঠ। হাই কোর্ট সম্বন্ধে বিশেষ বিধান।
- ৩৩৩। আডবোকেট জেনরলে অভিযোগ না চালাইবার ক্ষমতার কথা।
- ৩৩৪। অধিবেশনের সময়ের কথা।
- ৩৩৫। অধিবেশন করিবার স্থানের কথা।
অধিবেশনের নোটিস দিবার কথা।
- ৩৩৬। ইউরোপীয় রাটস প্রজ্ঞার বিচার হইবার স্থানের কথা।

২৫ পরবিংশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচার সংক্রান্ত সাধারণ বিধি।

- ৩৩৭। সহায়ের ক্ষমা করিতে প্রস্তাব করিবার কথা।
- ৩৩৮। ক্ষমার প্রস্তাব করিতে আদেশ দিতে পারিবার কথা।
- ৩৩৯। যাহাকে ক্ষমা করিবার প্রস্তাব করা হয় তাহাকেও বিচারার্থে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
- ৩৪০। অভিযুক্ত ব্যক্তির উকীল নিযুক্ত করিবার অধিকারের কথা।
- ৩৪১। অভিযুক্ত ব্যক্তির আনুষ্ঠানিক কার্য বুঝিতে না পারিলে তদ্বিষয়ের কথা।
- ৩৪২। অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করিতে পারিবার কথা।
- ৩৪৩। কোন কথা প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি না দিবার কথা।
- ৩৪৪। আনুষ্ঠানিক কার্য স্থগিত রাখিবার বা তাহার দিনান্তর নিরূপণ করিবার কথা।
হেফাজতে ফিরাইয়া দিবার কথা।
ফিরাইয়া পাঠাইবার যুক্তিসঙ্গত কারণের কথা।
- ৩৪৫। অপরাধ সম্বন্ধে রক্ষা করিবার কথা।
- ৩৪৬। মোকদ্দমা মফঃসল মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার বহির্ভূত হইলে তাহার যাহা কর্তব্য তাহার কথা।

ধারা।

- ৩৪৭। মোকদ্দমা বিচারার্থে সমর্পণ করা উচিত তদন্ত বা বিচারকার্য আরম্ভ হইবার পরে মাজিস্ট্রেট এমত জ্ঞান করিলে তাহার কর্তব্যের কথা।
- ৩৪৮। পুরে মুদ্রা বা ইম্প্রাইন আইন বা সম্পত্তি সম্বন্ধে যাহাদের অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে তাহাদের বিচারের কথা।
- ৩৪৯। মাজিস্ট্রেট উচিতমত কর্তন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে না পারিলে যাহা কর্তব্য তাহার কথা।
- ৩৫০। সাক্ষ্যের এক অংশ এক মাজিস্ট্রেটের ও অন্য অংশ অন্য মাজিস্ট্রেটের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইলে সেই সাক্ষ্যক্রমে অপরাধনির্ণয় বা বিচারার্থে সমর্পণ হইবার কথা।
- ৩৫১। অপরাধীরা আদালতে আইলে তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখিবার কথা।
- ৩৫২। আদালত মুক্তদ্বার হওয়ার কথা।

২৫ পরবিংশ অধ্যায়

তদন্ত ও বিচারকার্যে যে প্রকারে সাক্ষ্য লইতে ও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে তদ্বিষয়ক বিধি।

- ৩৫৩। অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে সাক্ষ্য লইবার কথা।
- ৩৫৪। রাজধানী নগরের বাহিরে সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মের কথা।
- ৩৫৫। সমনের মোকদ্দমায় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের দ্বারা কোন অপরাধের বিচারকালে নথীর কথা।
- ৩৫৬। রাজধানী নগরের বাহিরে অন্য সকল মোকদ্দমায় নথীর কথা।
ইংরাজী ভাষায় সাক্ষ্য দিবার কথা।
মাজিস্ট্রেটের কি জজের সাক্ষ্য লিখিত না হইলে মর্ফাভুক্ত লিপির কথা।
- ৩৫৭। সাক্ষ্য যে ভাষায় লিপিবদ্ধ করা যাইবে তাহার কথা।
- ৩৫৮। ৩৫৫ ধারার উল্লিখিত স্থলে মাজিস্ট্রেটের স্বেচ্ছার কথা।
- ৩৫৯। ৩৫৬ কি ৩৫৭ ধারামতে সাক্ষ্য যেরূপে লিখিতে দইবে তাহার কথা।
- ৩৬০। সাক্ষ্য লওয়া সমাপ্ত হইলে যাহা কর্তব্য তাহার কথা।
- ৩৬১। সাক্ষ্য অনুবাদ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির কি তাহার উকীলের নিকটে ব্যক্ত হইবার কথা।
- ৩৬২। প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের আদালতে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করণের কথা।

ধারা।

- ৩৬৩। সাক্ষীর আচরণ বিষয়ে মন্তব্যকথা।
 ৩৬৪। অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মের কথা।
 ৩৬৫। হাই কোর্টে সাক্ষ্য যেভাবে লিখিয়া দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

২৬ ষড়বিংশ অধ্যায়।

নিষ্পত্তিবিষয়ক বিধি।

- ৩৬৬। নিষ্পত্তি যে প্রকারে প্রকাশ করিতে হইবে তাহার কথা।
 ৩৬৭। যে ভাষায় নিষ্পত্তি লিখিতে হইবে তাহার কথা।
 নিষ্পত্তিপত্রে যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।
 একতর অপরাধ নির্ণয়ের কথা।
 ৩৬৮। প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার কথা।
 ছীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞার কথা।
 ৩৬৯। আদালতের নিষ্পত্তি পরিবর্তন না করিবার কথা।
 ৩৭০। প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের নিষ্পত্তির কথা।
 ৩৭১। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিষ্পত্তি বুঝাইয়া ও নকল দেওয়া যাইবার কথা।
 যে ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহার কথা।
 ৩৭২। নিষ্পত্তি যে স্থলে অনুবাদ করিতে হইবে তাহার কথা।
 ৩৭৩। সেশন আদালতের নিষ্পত্তিপত্রের ও দণ্ডাজ্ঞার নকল জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবার কথা।

২৭ সপ্তবিংশ অধ্যায়।

দৃঢ় করণার্থ দণ্ডাজ্ঞা অর্পণ বিষয়ক বিধি।

- ৩৭৪। সেশন আদালত কর্তৃক প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা অর্পণের কথা।
 ৩৭৫। আরো তদন্ত বা অতিরিক্ত প্রমাণ লইতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।
 ৩৭৬। দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় কি অপরাধ নির্ণয় অন্যথা করিতে হাই কোর্টের ক্ষমতার কথা।
 ৩৭৭। দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিবার ক্ষমতা নূতন দণ্ডের আজ্ঞাতে হইজন জজের স্বাক্ষর করিবার কথা।
 ৩৭৮। মতভেদ হইলে কার্যপ্রণালীর কথা।
 ৩৭৯। দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য হাই কোর্টে অর্পিত হইলে কার্যপ্রণালীর কথা।
 ৩৮০। আসিস্ট্যান্ট সেশন জজের ও ৩৪ ধারামতে কর্মকারী মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করণের কথা।

২৮ অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

আজ্ঞা সাধন বিষয়ক বিধি।

ধারা।

- ৩৮১। ৩৭৬ ধারামতে আজ্ঞাক্রমে কার্য করা হইবার কথা।
 ৩৮২। অন্তরাপত্ত্যার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা গোপনে সাধন করিবার কথা।
 ৩৮৩। অন্য স্থলে ছীপান্তর প্রেরণ কি কারাদণ্ডের আজ্ঞা সাধনের কথা।
 ৩৮৪। সাধনার্থ ওয়ারন্টের শিরোনামার কথা।
 ৩৮৫। ওয়ারন্ট যাহাকে দিতে হইবে তাহার কথা।
 ৩৮৬। অর্থদণ্ড আদায়ের ওয়ারন্টের কথা।
 ৩৮৭। ঐ ওয়ারন্টের ফলের কথা।
 ৩৮৮। কারাদণ্ডাজ্ঞা সাধন স্থগিত রাখিবার কথা।
 ৩৮৯। কে ওয়ারন্ট দিতে পারেন ইহার কথা।
 ৩৯০। কেবল কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞামত কার্য হইবার কথা।
 ৩৯১। কারাদণ্ডের সহিত কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ আজ্ঞা সাধনের কথা।
 ৩৯২। ঐ দণ্ড যেভাবে সাধন হইবে তাহার কথা।
 আঘাতের উর্দ্ধ সংখ্যার কথা।
 ৩৯৩। ভাগ্য করিয়া না মারিবার কথা।
 মুক্ত থাকার কথা।
 ৩৯৪। অপরাধীর শরীর অক্ষত থাকিলে ঐ দণ্ড না হইবার কথা।
 দণ্ডসাধন স্থগিত হইবার কথা।
 ৩৯৫। ৩৯৪ ধারামতে দণ্ড হইতে না পারিলে যাহা কর্তব্য তাহার কথা।
 ৩৯৬। পলাতক বন্দিদের উপর দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবার কথা।
 ৩৯৭। এক অপরাধের দণ্ডভোগী অপরাধীর উপর অন্য অপরাধের দণ্ডের কথা।
 ৩৯৮। ৩৯৬ ও ৩৯৭ ধারা সম্বন্ধে বাঁচাইবার কথা।
 ৩৯৯। অসম্মত অপরাধীদিগকে চরিত্র সংশোধনালয়ে বদ্ধ করিবার কথা।
 ৪০০। দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইলে ওয়ারন্ট কিরাইয়া পাঠাইবার কথা।

২৯ উনত্রিশ অধ্যায়।

দণ্ড স্থগিত রাখিবার ও ক্ষমা করিবার ও পরিবর্তন করিবার বিধি।

- ৪০১। দণ্ড স্থগিত রাখিবার কি ক্ষমা করিবার ক্ষমতার কথা।
 ৪০২। দণ্ড পরিবর্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

৩০ ত্রিংশ অধ্যায়।

পূর্ব নির্দেশ নিরূপণ কি অপরাধ নির্ণয়
বিষয়ক বিধি।

ধারা।

- ৪০৩। যে ব্যক্তি একবার অপরাধী কি নির্দেশী
বলিয়া নির্ণয় হইল তাহার সেই অপ-
রাধে পুনরায় বিচার না হইবার কথা।

সপ্তম খণ্ড।

আপীল ও অর্পণ ও সংশোধন করণের বিধি।

৩১ একত্রিংশ অধ্যায়।

আপীলের বিধি।

- ৪০৪। প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে আপীল
না হইবার কথা।
- ৪০৫। ক্রোককৃত সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার
প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞার
উপর আপীলের কথা।
- ৪০৬। সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞার উপর
আপীল করিবার কথা।
- ৪০৭। দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের
দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা।
প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের প্রতি আপীল
হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।
- ৪০৮। আসিফাণ্ট সেশন জজ বা প্রথম শ্রেণীর
মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞার উপর আপীলের
কথা।
- ৪০৯। সেশন আদালতে আপীল কিরূপে শুনা
যাইবে তাহার কথা।
- ৪১০। সেশন আদালতের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপী-
লের কথা।
- ৪১১। প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের দণ্ডাজ্ঞার উপর
আপীলের কথা।
- ৪১২। অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করিলে
কোন স্থলে আপীল না হইবার কথা।
- ৪১৩। ক্ষুদ্র মোকদ্দমায় আপীল না হইবার কথা।
- ৪১৪। সরাসরিমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে কোন
স্থলে তাহার উপর আপীল না হইবার
কথা।
- ৪১৫। ৪১৩ ও ৪১৪ ধারার নিয়মবিধির কথা।
- ৪১৬। ইউরোপীয় রুটিষ প্রজাদের দণ্ডের আজ্ঞা
বর্জিত হইবার কথা।
- ৪১৭। নির্দেশ করণের আজ্ঞার উপর গবর্নমে
ন্টের পক্ষে আপীল করিবার কথা।
- ৪১৮। কোন্ বিষয়ে আপীল গ্রাহ্য হইতে পারিবে
তাহার কথা।

ধারা।

- ৪১৯। আপীলের দরখাস্তের কথা।
- ৪২০। আপেলান্ট কারাবদ্ধ থাকিলে কার্যপ্রণা-
লীর কথা।
- ৪২১। আপীল সরাসরিমতে অগ্রাহ্য করিবার ক্ষম-
তার কথা।
- ৪২২। আপীল শুনিবার নোটিসের কথা।
- ৪২৩। আপীল লইয়া আপীল আদালত কি
করিতে পারিবে তাহার কথা।
- ৪২৪। নিম্ন আপীল আদালতে নিষ্পত্তির কথা।
- ৪২৫। হাই কোর্টে আপীলক্রমে যে আজ্ঞা-
করা যায় তাহা অধঃস্থ আদালতে
জ্ঞাত করাইবার কথা।
- ৪২৬। আপীল উপস্থিত থাকিতে দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত
করিবার কথা।
হাজিরজামিন দিলে আপেলান্টকে মুক্ত
করিবার কথা।
- ৪২৭। নির্দেশ করণের উপর আপীল হইলে
অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধৃত করিবার কথা।
- ৪২৮। অধিক প্রমাণ লইতে কি লইবার আজ্ঞা
করিতে আপীল আদালতের ক্ষমতার
কথা।
- ৪২৯। আপীল আদালতের জজদের যতজনের
একমত হয় ততজনের ভিন্নমত হইলে
কার্যপ্রণালীর কথা।
- ৪৩০। আপীল হইয়া যে আজ্ঞা হয় তাহা চূড়ান্ত
হইবার কথা।
- ৪৩১। আপীল উঠিয়া যাইবার কথা।

৩২ চত্বত্রিংশ অধ্যায়।

প্রশ্নার্পণের ও সংশোধনের বিধি।

- ৪৩২। প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের হাই কোর্টে প্রশ্না-
র্পণ করিবার কথা।
- ৪৩৩। হাই কোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে মোকদ্দমা
নিষ্পত্তি করিবার কথা।
খরচা বিষয়ক আজ্ঞার কথা।
- ৪৩৪। হাই কোর্টের আর্দে বিচারাপ্রাপত্যক্রমে
কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে পশ্চাৎ বিবে-
চনার নিমিত্ত তাহা রাখিবার কথা।
বিবেচনার নিমিত্ত রাখা গেলে কার্য-
প্রণালীর কথা।
- ৪৩৫। অধীন আদালতের কাগজপত্র আনা হইবার
ক্ষমতার কথা।
- ৪৩৬। সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার
কথা।
- ৪৩৭। তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবার
কথা।

- ধারা।
 ৪৩৮। হাই কোর্টে রিপোর্ট করিবার কথা।
 ৪৩৯। হাই কোর্টের সংশোধন করিবার ক্ষমতার কথা।
 ৪৪০। আদালতের স্বেচ্ছাধীনে উভয় পক্ষের কথা শ্রবণ করিবার কথা।
 ৪৪১। প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট আপন নিষ্পত্তির যে যে হেতু জানান হাই কোর্টের তাহা বিবেচনা করিবার কথা।
 ৪৪২। হাই কোর্ট যে আজ্ঞা করেন তাহা অধঃস্থ আদালতে বা মাজিস্ট্রেটকে জ্ঞাত করি-
 করিবার কথা।

অষ্টম খণ্ড।

বিশেষ আনুষ্ঠানিক কার্যের বিধি।

৩৩ ত্রয়স্বত্রিশ অধ্যায়।

ইউরোপ ও আমেরিকাদেশীয়দিগের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্যবিষয়ক বিধি।

- ৪৪৩। ইউরোপীয় রুটিষ প্রজারা অপরাধ করিলে যে মাজিস্ট্রেটেরা সেই অপরাধের তদন্ত লইয়া বিচার করিবেন তদ্বি-
 নয়ের কথা।
 ৪৪৪। সেশন জজের ইউরোপীয় রুটিষ প্রজা হইবার কথা।
 আসিস্টান্ট সেশন জজের তিন বৎসর কর্ম করিবার ও বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার কথা।
 ৪৪৫। ইউরোপীয় রুটিষ প্রজা অপরাধ করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবার কথা।
 ৪৪৬। মফঃস্বল মাজিস্ট্রেটেরা যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।
 ৪৪৭। যে স্থলে সেশন আদালতে ও যে স্থলে হাই কোর্টে সমর্পণ করিতে হইবে তাহার কথা।
 ৪৪৮। এক অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ড কি ষাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারিলে ও অন্য অপরাধের নিমিত্তে তদ্রূপ দণ্ড হইতে না পারিলে অপরাধের বিচারের কথা।
 ৪৪৯। সেশন আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন তাহার কথা।
 সেশন জজ আপনার ক্ষমতা ন্যূন জ্ঞান করিলে কার্যপ্রণালীর কথা।
 ৪৫০। হাই কোর্টে বা সেশন আদালতে জুরি বা আসেসরদের কথা।

- ধারা।
 ৪৫১। জিলার মাজিস্ট্রেটের নিকট ইউরোপীয় রুটিষ প্রজার জুরির দাওয়া করিবার স্বত্বের কথা।
 কোন স্থলে অন্য আদালতে মোকদ্দমা পাঠাইবার কথা।
 ৪৫২। ইউরোপীয় রুটিষ প্রজার সহিত এদেশীয় ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে বিচারের কথা।
 এদেশীয় লোকের স্বতন্ত্র বিচার হইবার দাওয়ার কথা।
 ৪৫৩। কোন ব্যক্তি আপনার পক্ষে ইউরোপীয় রুটিষ প্রজারূপ কার্য হইবার দাওয়া করিলে কার্যপ্রণালীর কথা।
 ৪৫৪। উক্ত অবস্থার দাওয়া না করিলে তাহা ত্যাগ করা গেল জ্ঞান হইবার কথা।
 ৪৫৫। ইউরোপীয় রুটিষ প্রজা না হইয়া কোন ব্যক্তির এই অধ্যায়মতে বিচার হইলে তাহার কথা।
 ৪৫৬। ইউরোপীয় রুটিষ প্রজাকে বেআইনীমতে আটক করিয়া রাখা গেলে আপনাকে হাই কোর্টের সম্মুখে উপস্থিত করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিবার অধিকারের কথা।
 ৪৫৭। তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে কার্যপ্রণালীর কথা।
 ৪৫৮। হাই কোর্ট যে যে স্থানে তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারেন তাহার কথা।
 ৪৫৯। যে যে আইনে মাজিস্ট্রেটদের ও সেশন আদালতের প্রতি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হয় তাহা খাটিবার কথা।
 ৪৬০। ইউরোপের কি আমেরিকার লোকদের বিচারার্থ জুরির কথা।
 ৪৬১। ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোকের সহিত অন্য জাতীয় লোকের অভিযোগ হইলে জুরির কথা।
 ৪৬২। ৪৫০, ৪৫১ কি ৪৬০ ধারামতে সমন করিয়া জুরি নিযুক্ত করিবার কথা।
 ৪৬৩। ইউরোপীয় রুটিষ প্রজাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য চালাইবার কথা।

৩৪ চতুস্বত্রিশ অধ্যায়।

ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৪৬৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা হইলে যাহা কর্তব্য তাহার কথা।
 ৪৬৫। সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে সমর্পিত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইলে যাহা কর্তব্য তাহার কথা।

ধারা।

- ৪৬৬। অহুসন্ধান বা বিচারের অপেক্ষায় ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা।
তাঁহার রক্ষণের কথা।
- ৪৬৭। তদন্ত কি বিচারকার্যে পুনশ্চ প্রযুক্ত হইবার কথা।
- ৪৬৮। অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিস্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে ইতিকর্তব্য তার কথা।
- ৪৬৯। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্ত দেখা গেলে যাহা কর্তব্য তাহার কথা।
- ৪৭০। অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হওয়া প্রযুক্ত নিরপরাধী নির্ণয়ের কথা।
- ৪৭১। উক্ত প্রকারে যাহাকে নিরপরাধী করা যায় তাহাকে নির্দিষ্ট আটক রাখিবার কথা। স্থানীয় গবর্নমেন্টের আজ্ঞাক্রমে কারাবদ্ধ অপরাধী ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদিগকে এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে পাঠাইবার আজ্ঞা দিতে মজিস্ট্রেটের ক্ষমতা গ্রহণ করিতে জেলরল সাহেবের ক্ষমতার কথা। কোন কার্য হইতে ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবকে স্থানীয় গবর্নমেন্টের মুক্ত করণের ক্ষমতার কথা।
- ৪৭২। ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে ইনস্পেক্টর জেনরলের দৃষ্টি করিবার কথা।
- ৪৭৩। বদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি অভিযোগের উত্তর দিতে সক্ষম রিপোর্ট হইলে কর্তব্যের কথা।
- ৪৭৪। ৪৬৬ কি ৪৭১ ধারামতে বদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি মুক্ত হইবার যোগ্য প্রকাশ হইলে তাহার কথা।
- ৪৭৫। আত্মীয়ের উত্তরাধানে ক্ষিপ্তকে অর্পণ করিবার কথা।

৩৫ পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

বিচার কার্য সম্বন্ধীয় কোন কোন অপরাধের মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক কার্য বিষয়ক বিধি।

- ৪৭৬। ১৯৫ ধারার লিখিত স্থলে কার্যপ্রণালীর কথা।
- ৪৭৭। সেশন আদালতের সম্মুখে তদ্রূপ অপরাধ হইলে ঐ আদালতের ক্ষমতার কথা।
- ৪৭৮। অহুসন্ধানের কার্য সমাপ্ত করিয়া হাই কোর্টে কি সেশন আদালতে সমর্পণ করিতে দেওয়ানী ও রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতের ক্ষমতার কথা।
- ৪৭৯। তদ্রূপ স্থলে দেওয়ানী বা রাজস্ব সম্পর্কীয় আদালতের কর্তব্যের কথা।
- ৪৮০। কোন স্থলে অবজ্ঞা হইলে যাহা কর্তব্য তাহার কথা।
- ৪৮১। এইরূপ মোকদ্দমায় নথীর কথা।

ধারা।

- ৪৮২। ৪৮০ ধারামতে মোকদ্দমা লইয়া কার্য হওয়া উচিত নয় আদালতের এমত বোধ হইলে কার্যপ্রণালীর কথা।
- ৪৮৩। রেজিস্ট্রার বা সব-রেজিস্ট্রার ৪৮০ ও ৪৮২ ধারামতে দেওয়ানী আদালত বলিয়া জ্ঞান যে স্থলে হইবে তাহার কথা।
- ৪৮৪। অপরাধী আজ্ঞাক্রমে কার্য করিলে কিম্বা অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার মুক্ত হইবার কথা।
- ৪৮৫। উত্তর দিতে কি দলীল উপস্থিত করিতে স্বীকার না করিলে কোন ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিবার কি হেফাজতে রাখিবার কথা।
- ৪৮৬। অবজ্ঞার মোকদ্দমায় অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার উপর আপীলের কথা।
- ৪৮৭। ১৯৫ ধারার উল্লিখিত অপরাধ কোন জজের কি মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে করা গেলে তাহাদের সেই অপরাধের বিচার না করিবার কথা।

৩৬ ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের বিধি।

- ৪৮৮। স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের আজ্ঞার কথা।
সেই আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।
- ৪৮৯। রুতি পরিবর্তন করিবার কথা।
- ৪৯০। ভরণপোষণের আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।

৩৭ সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

হাবিয়াস কর্পস ভাবাপন্ন আজ্ঞার বিধি।

- ৪৯১। হাবিয়াস কর্পস নামক পরওয়ানার ভাবাপন্ন আজ্ঞা দিবার কথা।

নবম খণ্ড।

অতিরিক্ত বিধান।

৩৮ অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

রাজকীয় অভিযোক্তাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৪৯২। রাজকীয় অভিযোক্তা নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।
- ৪৯৩। যেহঁ মোকদ্দমা চালাইবার ভারপ্রাপ্ত হন সেইহঁ মোকদ্দমায় সকল আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তার উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিবার কথা।
বেসরকারী কোন ব্যক্তির উকীল তাহার আজ্ঞাধীন থাকিবার কথা।

ধারা।

- ৪১৪। অভিযোগ উঠাইয়া দিলে তাহার কলের কথা।
৪১৫। অভিযোগ চলাইবার অমুমতির কথা।

৪৯ উনচত্বারিংশ অধ্যায়।

হাজিরজামিন বিষয়ক বিধি।

- ৪১৬। যে স্থলে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে তাহা লইতে হইবার কথা।
৪১৭। হাজিরজামিন লইবার অযোগ্য যে স্থলে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।
৪১৮। হাজিরজামিন লইবার কি উহা কমান্ডিয়া দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।
৪১৯। অভিযুক্ত ব্যক্তির ও জামিনদের নিবন্ধপত্রের কথা।
৫০০। হেফাজত হইতে মুক্ত হইবার কথা।
৫০১। প্রথমে যে হাজিরজামিন লওয়া যায় তাহা প্রচুর না হইলে প্রচুর জামিন দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।
৫০২। প্রতিভূদের মুক্ত হইবার কথা।

৪০ চত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষীদের পরীক্ষার্থ কমিশন বিষয়ক বিধি।

- ৫০৩। যে স্থলে সাক্ষীর স্বয়ং অমুপস্থিত থাকিবার অমুমতি দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।
কমিশন দিবার ও তাহার কার্যপ্রণালীর কথা।
৫০৪। সাক্ষী রাজধানী নগরের মধ্যে থাকিলে কমিশনের কথা।
৫০৫। সাক্ষীর পরীক্ষা লইতে পক্ষদের ক্ষমতার কথা।
৫০৬। অধস্তন মফঃস্বল মাজিস্ট্রেটের কমিশন দিবার জন্য প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা।
৫০৭। কমিশন কিরিয়া পাঠাইবার কথা।
৫০৮। তদন্ত কি বিচারকার্য স্থগিত থাকিবার কথা।

৪১ একচত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষ্য বিষয়ক বিশেষ বিধি।

- ৫০৯। চিকিৎসক সাক্ষীর সাক্ষ্যের কথা।
চিকিৎসক সাক্ষীকে সমন করিতে পারিবার কথা।
৫১০। রাসায়নিক দ্রব্য পরীক্ষকের রিপোর্টের কথা।

ধারা।

- ৫১১। পূর্বে অপরাধ নির্ণয় বা নির্দোষ হওনের প্রমাণ যেরূপে করা যাইবে তাহার কথা।
৫১২। অভিযুক্ত ব্যক্তির অমুপস্থিতিতে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হইবার কথা।

৪২ দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়।

নিবন্ধপত্র বিষয়ক বিধি।

- ৫১৩। মুচলকার পরিবর্তে আমানতের কথা।
৫১৪। নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে কার্যপ্রণালীর কথা।
৫১৫। ৫১৪ ধারামত আজ্ঞার উপর আপীল হইবার ও ঐ আজ্ঞা সংশোধনের কথা।
৫১৬। কোন কোন নিবন্ধপত্রক্রমে আদায় অর্থদণ্ড আদায় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

৪৩ ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

সম্পত্তি লইয়া কার্য হইবার বিধি।

- ৫১৭। যে দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ করা যায় তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবে এই বিষয়ের আজ্ঞার কথা।
৫১৮। জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের বা মহকুমার মাজিস্ট্রেটের প্রতি দ্রব্য অর্পণসূচক আজ্ঞা হইবার কথা।
৫১৯। অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট যে টাকা পাওয়া যায় তাহা নির্দোষী ক্রেতাকে দিবার কথা।
৫২০। ৫১৭, ৫১৮ বা ৫১৯ ধারামত আজ্ঞা স্থগিত করিবার কথা।
৫২১। অপরাধ সম্পর্কীয় ও অন্য বিষয় বিনষ্ট করিবার কথা।
৫২২। স্থাবর দ্রব্যের অধিকার কিরিয়া দিবার ক্ষমতার কথা।
৫২৩। ৫১ ধারামতে প্রাপ্ত বা চোরা দ্রব্য পোলীস কর্তৃক ধৃত হইলে, কার্যপ্রণালীর কথা।
দ্রব্যের স্বামী অজ্ঞাত হইলে যাহা কর্তব্য তাহার কথা।
৫২৪। ছয় মাসের মধ্যে দাওয়াদার উপস্থিত না হইলে কার্যপ্রণালীর কথা।
৫২৫। আশুক্ষয়শীল দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।

৪৪ চতুশ্চত্রিংশ অধ্যায়।

কোজদারী মোকদ্দমা হস্তান্তর করণ বিষয়ক বিধি।

ধারা।

৫২৬। হাই কোর্টের মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার কি স্বয়ং বিচার করিবার ক্ষমতার কথা।

এই ধারামতে প্রার্থনা হইলে রাজকীয় অভিযোক্তাকে নোটিস দিবার কথা।

এই ধারামতে প্রার্থনা হইলে দিনান্তর নিরূপণের কথা।

৫২৭। মজিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের কোজদারী মোকদ্দমা ও আপীল হস্তান্তর করিবার ক্ষমতার কথা।

৫২৮। মোকদ্দমা জিলার বা মহকুমার মাজিস্ট্রেটের উঠাইয়া লইবার কি অর্পণ করিবার ক্ষমতা র কথা।

জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবকে বিশেষ প্রকারের সকল মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।

৪৫ পঞ্চচত্রিংশ অধ্যায়।

অনিয়মিত আনুষ্ঠানিক কার্যবিষয়ক বিধি।

৫২৯। অনিয়মিত ক্রিয়াহেতুক আনুষ্ঠানিক কার্য ব্যর্থ না হইলে তাহার কথা।

৫৩০। অনিয়মিত যে কার্য দ্বারা আনুষ্ঠানিক কার্য অসিদ্ধ হয় তাহার কথা।

৫৩১। অসুপযুক্ত স্থানে আনুষ্ঠানিক কার্য হইবার কথা।

৫৩২। অনিয়মিতরূপে ব্যক্তিকে সমর্পণ করা গেলে তাহা যে স্থলে সিদ্ধ করা যাইতে পারে তাহার কথা।

৫৩৩। ১৬৪ বা ৩৬৪ ধারার বিধান পালন না করিবার কথা।

৫৩৪। ৪৫৪ (২) ধারার নির্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ক্রটি হইবার কথা।

৫৩৫। অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হইবার ফলের কথা।

৫৩৬। আসেসরদের বিচার্য মোকদ্দমার জুরির দ্বারা বিচার হইবার কথা।

জুরির বিচার্য মোকদ্দমার আসেসরদের দ্বারা বিচার হইবার কথা।

৫৩৭। অভিযোগপত্রে কিম্বা আনুষ্ঠানিক কার্যে ভ্রম কি প্রমাদপ্রযুক্ত নিষ্পত্তি কি দণ্ডাজ্ঞা অন্যথা হইবার কথা।

৫৩৮। আনুষ্ঠানিক কার্যে রীতির দোষ থাকতে ক্রোক বেআইনী না হইবার ও ক্রোককারী ব্যক্তি অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান না হইবার কথা।

৪৬ ষট্চত্রিংশ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

ধারা।

৫৩৯। যে যে কোর্টের ও যে যে ব্যক্তিদের সম্মুখে আফিডেবিট করা যাইতে পারিবে তাহাদের কথা।

৫৪০। গুরুতর সাক্ষীকে সমন করিবার কিম্বা উপস্থিত ব্যক্তির পরীক্ষা লইবার ক্ষমতার কথা।

৫৪১। কারাদণ্ডের স্থান নির্দেশ করিবার ক্ষমতার কথা।

দেওয়ানী জেলে বদ্ধ অভিযুক্ত বা নির্দোষতার ব্যক্তিদিগকে কোজদারী জেলে পাঠাইবার ও তাহাদের দেওয়ানী জেলে ফিরিয়া আনিবার কথা।

৫৪২। কারাবদ্ধ ব্যক্তির পরীক্ষার জন্যে তাহাকে আনাইতে আজ্ঞা করিতে প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার কথা।

৫৪৩। দোভাষির যথার্থই অর্থ করিতে হইবার কথা।

৫৪৪। বাদীদের ও সাক্ষীদের খরচের কথা।

৫৪৫। অর্থদণ্ডের টাকার একাংশ খরচ বা ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

৫৪৬। পরবর্তী মোকদ্দমায় সেই টাকা ধরিবার কথা।

৫৪৭। যে টাকা দিবার আজ্ঞা হয় তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় হইতে পারিবার কথা।

৫৪৮। নথীর নকল দিবার কথা।

৫৪৯। কোর্ট মার্শাল দ্বারা তাহাদের বিচার হইবে এরূপ ব্যক্তিদিগকে সৈন্যসংক্রান্ত কর্মপক্ষদের হস্তে সমর্পণ করিবার কথা।

তদ্রূপ ব্যক্তিদিগকে ধৃত করিবার কথা।

৫৫০। পোলীসের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ক্ষমতার কথা।

৫৫১। অপহৃত স্ত্রীলোককে ফিরাইয়া দেওয়ার ক্ষমতার কথা।

৫৫২। রাজধানী নগরে যে ব্যক্তিকে অকারণে প্রহরির জিম্মায় দেওয়া যায় তাহার হানিপুরণের কথা।

৫৫৩। অধীন আদালতের কাগজপত্র পরিদর্শন করিবার বিধি সনন্দপ্রাপ্ত হাই কোর্টের প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

অন্যান্য কার্যের নিয়িত্ত অন্যান্য হাই কোর্টের বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

ধারা।

- ৫৫৪। পাঠের কথা।
- ৫৫৫। যে স্থলে জজ বা মাজিস্ট্রেট আপনি স্বার্থ-
যুক্ত থাকেন তাহার কথা।
- ৫৫৬। আদালতের ভাষা স্থির করিতে পারিবার
কথা।
- ৫৫৭। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল
সাছেবের বা স্থানীয় গবর্নমেন্টের
ক্ষমতাসূসারে সময়ে সময়ে কার্য হইবার
কথা।
- ৫৫৮। চলিত মোকদ্দমার কথা।
- ৫৫৯। নিলাম কার্যে লিঙ্গ কর্মচারীদের সম্পত্তি
ক্রয় না করিবার বা না ডাকিবার কথা।
- ৫৬০। স্বামী কর্তৃক বলাৎকার অপরাধ সম্বন্ধে
বিশেষ বিধানের কথা।
প্রথমবার অপরাধী বিষয়ক বিধি।

ধারা।

- ৫৬১। দণ্ডাজ্ঞা দিবার পরিবর্তে সদাচরণের
পরীক্ষার নিয়ম করিয়া আদালতের
ছাড়িয়া দিবার ক্ষমতার কথা।
- ৫৬২। অপরাধী আপন মুচলকার নিয়ম পালন
না করিলে বিধানের কথা।
- ৫৬৩। অপরাধীর বাসস্থান সম্বন্ধে নিয়মের কথা।
- ৫৬৪। তত্ত্বাবধানের আজ্ঞার কথা।
- ৫৬৫। তত্ত্বাবধানের আজ্ঞা হইলে তাহার কলের
কথা।
- প্রথম তফসীল।—যে যে আইন রহিত হইল।
- দ্বিতীয় তফসীল।—অপরাধের বিবরণ পত্রের টেবিল।
- তৃতীয় তফসীল।—মকঃসল মাজিস্ট্রেটের নিয়মিত
ক্ষমতার কথা।
- চতুর্থ তফসীল।—মাজিস্ট্রেটদের প্রতি যে অতিরিক্ত
ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে
তাহার কথা।
- পঞ্চম তফসীল।—পাঠ বিষয়ক।



ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক
আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ
আইনের পাণ্ডুলিপি।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন
সংগ্রহ ও সংশোধন করা
হেতুবাদ।
বিহিত, এই হেতু এতদ্বারা
নিম্নলিখিতমত বিধান করা গেল।—

প্রথম খণ্ড।

সূচনা।

১ প্রথম অধ্যায়।

১ ধারা। (১) এই আইন “ফৌজদারী মোকদ্দমার
কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৯৮

সংক্ষেপ নামের কথা।
আবস্তের কথা।

১৮৯৮ সালের
মাসের
দিবসে
প্রবল হইবে।

(২) এই আইন সমস্ত ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত
হইবে কিন্তু বিপরীত ভাবের
বিশেষ বিধান না থাকিল এই

আইনের কোন কথায় এক্ষণে যে বিশেষ কি স্থানীয়
আইন প্রচলিত আছে তাহার কিম্বা উপস্থিত সময়ের
প্রচলিত অন্য আইনক্রমে যে বিশেষ বিচারাধিকার কি
ক্ষমতা প্রদত্ত কিম্বা যে বিশেষ প্রকারের কার্যপ্রণালী
নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না, কিম্বা
ইহার কোন কথা—

(ক) কলিকাতা ও মাদ্রাজ ও বোম্বাই নগরের
পোলীসের কমিশনের সাহেবের প্রতি
কিম্বা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের
পোলীসের প্রতি ;

(খ) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গ্রামপতিদের
প্রতি ; কিম্বা

(গ) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গ্রাম্য পোলীস কর্ম-
চারীদের প্রতি

—বর্জিত না।

কিন্তু স্থানীয় গবর্নমেন্ট উপযুক্ত বিবেচনা করিলে,
মন্ত্রিসভাধিকৃতিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের মঞ্জুরি
লাইয়া রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনের
কোন বিধান প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহ ঐরূপ বর্জিত
ব্যক্তিদের সম্বন্ধে প্রচলিত করিতে পারিবেন।

২ ধারা। (১) এই আইনের প্রথম তফসীলে যে যে
আইনের উল্লেখ হইয়াছে ঐ

আইন রহিত হইবার
কথা।

সালের
মাসের
দিবসে ও ঐ
দিবস হইতে সেই সেই আইন সেই পরিমাণ রহিত করা

যাইবে, কিন্তু তৎকালে যে বিচারাধিকার কি যে প্রকারের
কার্যপ্রণালী না থাকে কি না অবলম্বিত হয় এই রাহিত্য
বলে তাহা পুনর্জীবিত হইবে না, কিম্বা তৎকালে যে
কারাদণ্ড বৈধ থাকে এই রাহিত্যক্রমে তাহা অবৈধ
হইবে না।

(২) এতৎক্রমে রহিত করা, কি এতদ্বারা রহিত
করা আইনক্রমে রহিত করা
কোন আইনক্রমে যে সকল
বিজ্ঞাপন প্রকাশিত, ঘোষণাপত্র
প্রচারিত, ক্ষমতা প্রদত্ত, পাঠ নিরূপিত, স্থানীয় সীমা-
নির্দিষ্ট, দণ্ডাজ্ঞা দত্ত ও আজ্ঞা ও বিধি ও নিয়োগ কৃত
হইয়া ১৮৯৮ সালের
মাসের
দিব-
সের অব্যবহিত পূর্বে প্রচলিত থাকে, তৎসমুদয় এই
আইনের তত্ত্ব বিষয়ক ধারাক্রমে প্রকাশিত, প্রচারিত
প্রদত্ত, নিরূপিত, নির্দিষ্ট, দত্ত ও কৃত বলিয়া জ্ঞান
করা যাইবে।

৩ ধারা। (১) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে
প্রণীত কোন আইনে ফৌজ-
দারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী
বিষয়ক ১৮৬১ সালের ২৫
আইনের কিম্বা ১৮৭২ সালের
১০ আইনের কিম্বা ১৮৮২

সালের ১০ আইনের কি তাহার কোন অধ্যায়ের কি
ধারার কিম্বা এই আইনক্রমে রহিত করা অন্য আইনের
উল্লেখ হইয়া থাকিলে, এই আইনের কিম্বা তত্ত্ব
বিষয়ক এই আইনের অধ্যায়ের কি ধারার উল্লেখ হই-
য়াছে যথাসাধ্য এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

(২) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে প্রণীত
কোন আইনে “মাজিস্ট্রেটের
ক্ষমতা (কি “পূর্ণ ক্ষমতা”) মতে
কর্মকারী কর্মচারী” ও “অধঃস্থ
প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট” ও “অধঃস্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর
মাজিস্ট্রেট” এই শব্দ থাকিলে, তদ্বারা যথা-
ক্রমে “প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট” ও “দ্বিতীয় শ্রেণীর
মাজিস্ট্রেট” ও “তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট” বুঝাইবে
বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, “জিলার খণ্ডের মাজিস্ট্রেট”
শব্দে “মহকুমার মাজিস্ট্রেট” বুঝাইবে বলিয়া জ্ঞান
করিতে হইবে, “জিলার মাজিস্ট্রেট” শব্দে “জিলার
মাজিস্ট্রেট” এবং “পোলীসের মাজিস্ট্রেট” শব্দে “প্রেসি-
ডেন্সী মাজিস্ট্রেট” বুঝাইবে বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে
এবং “জাইন্ট সেশন জজ” শব্দে “আডিশনাল সেশন
জজ” বুঝাইবে।

৪ ধারা। (১) এই আইনে নিম্নলিখিত কথা ও
শব্দের যে অর্থ নিম্নে করা
যাইতেছে, বিষয়ের কিম্বা পূর্বা-
পর কথা দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে সেই কথার ও
শব্দের সেই অর্থ ধরিতে হইবে :—

(ক) যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন নালিশ
করা হয় কিম্বা এই আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত

পূর্ণ পূর্ণ আইনে ব্যব-
হৃত শব্দের কথা।

প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট” ও “অধঃস্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর
মাজিস্ট্রেট” এই শব্দ থাকিলে, তদ্বারা যথা-
ক্রমে “প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট” ও “দ্বিতীয় শ্রেণীর
মাজিস্ট্রেট” ও “তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট” বুঝাইবে
বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, “জিলার খণ্ডের মাজিস্ট্রেট”
শব্দে “মহকুমার মাজিস্ট্রেট” বুঝাইবে বলিয়া জ্ঞান
করিতে হইবে, “জিলার মাজিস্ট্রেট” শব্দে “জিলার
মাজিস্ট্রেট” এবং “পোলীসের মাজিস্ট্রেট” শব্দে “প্রেসি-
ডেন্সী মাজিস্ট্রেট” বুঝাইবে বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে
এবং “জাইন্ট সেশন জজ” শব্দে “আডিশনাল সেশন
জজ” বুঝাইবে।

৪ ধারা। (১) এই আইনে নিম্নলিখিত কথা ও
শব্দের যে অর্থ নিম্নে করা
যাইতেছে, বিষয়ের কিম্বা পূর্বা-
পর কথা দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে সেই কথার ও
শব্দের সেই অর্থ ধরিতে হইবে :—

(ক) যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন নালিশ
করা হয় কিম্বা এই আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত

করা কি উপস্থিত করিবার চেষ্টা করাইয় “অভিযুক্ত” বলিতে সেই ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

(খ) “আডবোকেট জেনরল” এই শব্দে গবর্ন-মেন্ট আডবোকেটকে অথবা যেখানে আডবোকেট জেনরল কি গবর্নমেন্ট আডবোকেট নাই সেখানে তৎকার্য্য পক্ষে স্থানীয় গবর্নমেন্ট সময়ে সময়ে যে কর্মচারীকে নিযুক্ত করেন তাঁহাকেও বুঝাইবে।

(গ) দ্বিতীয় তফসালের লিখিতমতে কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে কোন অপরাধের নিমিত্ত হাজিরজামিন লওয়া যাহতে পারিলে “জামিন লইবার উপযুক্ত অপরাধ” শব্দে সেই অপরাধ বুঝাইবে। “জামিন লইবার অন্তর্গত অপরাধ” শব্দে অন্যান্য অপরাধ বুঝাইবে।

(ঘ) চার্জ একাধিক দফা থাকিলে “চার্জ” অভিযোগ শব্দে চার্জের যে কোন দফাও বুঝাইবে।

(ঙ) “চীফ জজিস” শব্দে পঞ্জাবের চীফ কোর্টের ও রাঙ্গুণের রিকোর্ডারের আদালতের পদজ্যেষ্ঠ জজ সাহেবও বাচ্য।

(চ) এই আইনের দ্বারা ক্লার্ক অফ দি ক্রোনের কর্তব্য বলিয়া যে কর্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে চীফ জজিস সাহেব সেই কর্ম নিবাহার্থে যে কর্মচারীকে বিশেষমতে নিযুক্ত করেন, “ক্লার্ক অফ দি ক্রোণ” শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে।

(ছ) এই আইনের দ্বিতীয় তফসীল অনুসারে কিম্বা যৎকালে যে কোন আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে পোলীসের কর্মচারী রাজধানী নগরের ভিতরেই হউক আর বাহিরেই হউক যে অপরাধের নিমিত্ত ও যে মোকদ্দমায় ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারেন “ধর্তব্য অপরাধ” ও “ধর্তব্য মোকদ্দমা” শব্দে সেই অপরাধ ও মোকদ্দমা বুঝাইবে।

(জ) “পোলীসের কমিশনর” বলিতে পোলীসের ডেপুটি কমিশনরকেও বুঝাইবে।

(ঝ) জ্ঞাত কি অজ্ঞাত কোন ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছেন কিম্বা এই আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্য্য হইবার পক্ষে অন্য রকমে যোগ্য হইয়াছেন এই আইন অনুসারে কার্য্য উপস্থিত করিবার উদ্দেশে কোন মাজিস্ট্রেটের নিকট বাচনিক কি লিখিত এরূপ বর্ণনা করা গেলে, “নালিশ” শব্দে তাহা বুঝাইবে। পরের ভূমিতে গোমেসাদির প্রবেশ বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইনমত নালিশও ইহার অন্তর্গত, কিন্তু কোন পোলীস কর্মচারীর রিপোর্ট ইহার অন্তর্গত নয়।

(ঞ) “সেশন আদালত” বলিতে সেশন জজ আডিশনাল সেশন জজ ও আসিস্ট্যান্ট সেশন জজকেও বুঝাইবে।

(ট) “ইউরোপীয় রুটিষ প্রজা” শব্দে ইহাদিগকে বুঝাইবে।

(১০) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর যে কোন প্রজা গ্রেট রটন ও আয়রলণ্ড সংযুক্ত রাজ্যে কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় কি অষ্ট্রেলীয় উপনিবেশে কি অধিকৃত দেশে কি নব-জীলণ্ড উপনিবেশে কি উরুমাণা কি নেটাল উপনিবেশে জন্ম গ্রহণ করেন কি প্রজাধিকার প্রাপ্ত হন কি চিরবাসী হন, তিনিও

(১০) তাহার ঔরস পুত্র কন্যা কি পৌত্র পৌত্রী কি দৌহিত্র দৌহিত্রী।

(ঠ) ইউরোপীয় রুটিষ প্রজাদের নামে কিম্বা ইউরোপীয় রুটিষ প্রজাদের সহিত অন্য ব্যক্তিদের নামে অভিযোগ হইলে, যে কার্য্যালয়ান হয় তৎসম্পর্কে “হাই কোর্ট” শব্দে কলিকাতার ও মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের হাই কোর্ট ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের হাই কোর্ট ও পঞ্জাবের চাফ কোর্ট ও রাঙ্গুণের রিকোর্ডার বুঝাইবে।

অন্য স্থলে “হাই কোর্ট” শব্দে কোন স্থানীয় চক্রের মধ্যে ফৌজদারী মোকদ্দমার আপীল গ্রাহ্য কিম্বা সেই মোকদ্দমার পুনর্দৃষ্টি করণার্থ উচ্চতম আদালত বুঝাইবে; কিম্বা উপস্থিত সময়ের প্রচলিত কোন আইনক্রমে তদ্রূপ কোন আদালত সংস্থাপন করা না গেলে, মস্ত্রি-সভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব এতদর্থে যে কর্মচারীকে নিযুক্ত করেন “হাই কোর্ট” শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে।

(ড) বিচারের পূর্বে এই আইনমতে মাজিস্ট্রেট বা আদালত কর্তৃক যে তদন্তের কার্য্য করা যায় বা যে তদন্তে কোন বিচার করা না যায় “তদন্ত” শব্দে তাহাও বাচ্য।

(ঢ) এই আইনমতে প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্য পোলীসের দ্বারা কিম্বা এতৎপক্ষে মাজিস্ট্রেটের নিকট ক্ষমতা প্রাপ্ত (মাজিস্ট্রেট বা পোলীস কর্মচারী ছাড়া) কোন ব্যক্তি দ্বারা যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার অনুমতি আছে “অনুসন্ধান” শব্দে তাহাও বাচ্য।

(ণ) যে কার্য্যের অনুষ্ঠান কালে আইনমতে সাক্ষ্য লওয়া যায় বা লওয়া যাইতে পারে “বিচার ঘটিত কার্য্য” শব্দে সেই কার্য্য বুঝাইবে। তাহার ফলস্বরূপ অপর প্রত্যেক কার্য্যালয়ানও তাহার অন্তর্গত।

(ত) • যে অপরাধ হইলে ও যে মোকদ্দমায় পোলীসের কর্মচারী রাজধানী নগরের ভিতরেই হউক আর বাহিরেই হউক ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে না পারেন “অধর্তব্য অপরাধ” ও “অধর্তব্য মোকদ্দমা” শব্দে সেই অপরাধ ও সেই মোকদ্দমা বুঝাইবে।

(থ) যৎকালে যে কোন আইন প্রচলিত থাকে তৎক্রমে যে কোন কার্য বা ক্রটি দণ্ডনীয় হয় তাহাই “অপরাধ” শব্দে বাচ্য।

(দ) পোলীস থানার অধ্যক্ষ থানাঘরে অস্থপস্থিত থাকিলে, কিম্বা পীড়া বশতঃ আপন কর্ম করিতে অশক্ত হইলে তৎপরবর্তী নিম্ন পদের যে কর্মচারী কনস্টেবলের উর্দ্ধতন পদস্থ হইয়া থানাঘরে উপস্থিত থাকেন, “পোলীস থানার অধ্যক্ষ” শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে, কিম্বা স্থানীয় গবর্নমেন্ট আদেশ করিলে, অন্য যে পোলীস কর্মচারী তৎক্রমে উপস্থিত থাকেন তাঁহাকেও বুঝাইবে।

(ধ) “স্থান” শব্দে বাটী ও ইমারত ও তাঁরু ও জলযান কি অপর গঠিত জিনিসও বুঝাইবে।

(ন) কোন আদালতের কার্য্যামুষ্ঠান সম্বন্ধে “উকীল” শব্দ ব্যবহৃত হইলে উপস্থিত সময়ের প্রচলিত কোন আইনক্রমে উক্ত আদালতে কর্ম করিতে ক্ষমতাপন্ন উকীল বা মোক্তার বুঝায় এবং (১) তৎক্রমে ক্ষমতাপন্ন হাই কোর্টের আডবোকেট ও উকীল ও আর্টনি ও (২) আদালতের অনুমতিক্রমে তৎ কার্য্যামুষ্ঠানে কর্ম করিতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিও উক্ত শব্দে বাচ্য।

(প)। যে আড্ডা বা স্থান এই আইনের কার্য্যপক্ষে স্থানীয় গবর্নমেন্ট সাধারণ মতে বা বিশেষ মতে পোলীস থানা বলিয়া ব্যক্ত করেন “পোলীস থানা” শব্দে সেই স্থান বুঝাইবে ও স্থানীয় গবর্নমেন্ট এতদর্থে যে কোন স্থানীয় চক্র নির্দেশ করেন, তাহাও বুঝাইবে।

(ফ) “রাজকীয় অভিযোক্তা” শব্দে ৪৯২ ধারা মতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে “রাজকীয় অভিযোক্তা” ও রাজকীয় অভিযোক্তার আদেশক্রমে কার্য্যকারী কোন ব্যক্তিকে ও কোন হাইকোর্টে আদৌ কোর্জদারী বিচারাদিকারক্রমে কার্য্য-

কালে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পক্ষে যে ব্যক্তি অভিযোগ চালান সেই ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

(ব) “মহকুমা” শব্দে এই আইন মতে করা বা রাখিয়া দেওয়া জিলার মহকুমা বুঝাইবে।

(ভ) “সমনের মোকদ্দমা” শব্দে ওয়ারেন্টের মোকদ্দমানয় কোন অপরাধ সংক্রান্ত এরূপ মোকদ্দমা বুঝাইবে।

(ম) চার্জ লিখিত হইবার পর আদালতে যে সকল কার্য্যামুষ্ঠান হয় “বিচার” শব্দে তাহা বুঝাইবে ও অপরাধীর প্রতি কোন দণ্ডাজ্ঞা হইলে তাহাও বুঝাইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত হইবার সময় হইতে বিংশ ও দ্বাবিংশ অধ্যায়মত কার্য্যামুষ্ঠানও ইহার অন্তর্গত।

(য) মৃত্যু কি দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ছয় মাসের অধিক কালের কারাবাস যে অপরাধের দণ্ড “ওয়ারেন্টের মোকদ্দমা” শব্দে সেই অপরাধ সংক্রান্ত মোকদ্দমা বুঝাইবে।

(২) যে যে শব্দে কৃত কার্য্যের উল্লেখ আছে যে যে শব্দে কার্য্যের উল্লেখ তৎসমুদয় অর্থে ক্রটির প্রতিও আছে তাহাও বুঝাইবে। এবং

এই আইনে যে যে শব্দ ও পদ ব্যবহৃত হইয়াছে ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি-আইনে তাহার অর্থ করা হইয়া থাকিলে ও ইহাতে হাতিপর্কে না হইয়া থাকিলে ঐ দণ্ড বিধির আইনে যথাক্রমে সেই সেই শব্দের ও পদের যে যে অর্থ আছে সেই সেই অর্থে ব্যবহার হইয়াছে জ্ঞান করিতে হইবে।

৫ ধারা। (১) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমত সমুদয় অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্ত ও বিচার ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য ইহার পর প্রদত্ত বিধান অনুসারে হইবে।

(২) অন্য কোন আইনমত অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্ত ও বিচার ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য ঐ বিধান অনুসারেই হইবে, কিন্তু সেই অপরাধের তদন্ত বা বিচারের প্রণালী বা স্থান নিয়ামক উপস্থিত সময়ের প্রচলিত কোন ব্যবস্থা থাকিলে তাহা মানিতে হইবে।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

কোর্ডদারী আদালত ও কার্যালয়ের সংস্থাপন
ও ক্ষমতার বিধি ।

২ দ্বিতীয় অধ্যায় ।

কোর্ডদারী আদালতের ও কার্যালয়ের
সংস্থাপনের বিধি ।

ক।—কোর্ডদারী আদালতের নানা শ্রেণী
বিষয়ক বিধি ।

৬ ধারা । ব্রিটিশ ভারতবর্ষে হাই কোর্ট ভিন্ন এবং
কোর্ডদারী আদালতের এই আইন ব্যতীত অন্য যে
নানা শ্রেণীর কথা । আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে
তৎকালে তৎক্রমে সংস্থাপিত

আদালত ভিন্ন পাঁচ শ্রেণীর কোর্ডদারী আদালত
থাকিবে ; যথা,

- ১। সেশন আদালত ।
- ২। প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট ।
- ৩। প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট ।
- ৪। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট ।
- ৫। তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট ।

খ।—দৈনিক বিভাগের বিধি ।

৭ ধারা । (১) রাজধানী ব্যতিরিক্ত প্রত্যেক প্রদেশ
সেশন খণ্ডের ও জিলার একটি সেশন খণ্ড হইবে কিম্বা
নানা সেশন খণ্ডের সমষ্টি
হইবে এবং এই আইনের অভি-

প্রায়স্ফাসারে প্রত্যেক সেশন খণ্ড একটি জিলা কি নানা
জিলার সমষ্টি হইবে ।

(২) স্থানীয় গবর্নমেন্ট ঐ খণ্ডের ও জিলার সীমা,
খণ্ড ও জিলা পরিবর্তন কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত
গবর্নর জেনরল সাহেবের অস্থ-
মতি গ্রহণ পূর্বক, সংখ্যা
পরিবর্তন করিতে পারিবেন ।

(৩) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে সেশন
খণ্ড ও জিলা থাকে পূর্বোক্ত-
যাবৎ পরিবর্তন না হয় বর্তমান খণ্ড ও জিলা
ধাকিবার কথা । যত কাল পরিবর্তন করা না
যায় ততকাল তৎসমুদয় সেশন
খণ্ড ও জিলা থাকিবে ।

(৪) এই আইনের অভিপ্রায়স্ফাসারে প্রত্যেক
রাজধানী জিলা রাজধানী এক একটি জিলা
বলিয়া গণ্য হইবার কথা । বলিয়া গণ্য হইবে ।

৮ ধারা । (১) স্থানীয় গবর্নমেন্ট রাজধানীর বহিঃস্থ
কোন জিলা মহকুমায় বিভক্ত
কিম্বা উক্ত জিলার কোন অংশ
মহকুমায় পরিণত করিতে
পারিবেন ও কোন মহকুমার সীমা পরিবর্তন করিতে
পারিবেন ।

(২) জিলার বর্তমান যে সকল মহকুমা সচরাচর
এই ক্ষমতার মহকুমা থাকি- মাজিস্ট্রেটের আত্মাধীন রাখা
বার কথা । গিয়া থাকে তৎসমুদয় এই
আইনক্রমে কৃত বলিয়া জ্ঞান
করা যাইবে ।

গ।—রাজধানীর বহিঃস্থ আদালতের ও
কার্যালয়ের বিধি ।

৯ ধারা । (১) স্থানীয় গবর্নমেন্ট প্রত্যেক সেশন
সেশন আদালতের কথা । খণ্ডের নিমিত্ত এক একটি
সেশন আদালত সংস্থাপন করি-
বেন এবং তদ্রূপ আদালতের এক এক জন জজ নিযুক্ত
করিবেন ।

(২) তদ্রূপ এক কি একাধিক আদালতে বিচারাদি-
কার পরিচালন করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্নমেন্ট
আডিশনাল সেশন জজ ও আসিস্ট্যান্ট সেশন জজ
নিযুক্ত করিতে পারিবেন ।

(৩) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে সকল
সেশন আদালত থাকে তৎসমুদয় এই আইনমতে
সংস্থাপিত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে ।

১০ ধারা । (১) রাজধানীর বহিঃস্থ প্রত্যেক জিলায়
স্থানীয় গবর্নমেন্ট এক এক জন
জিলার মাজিস্ট্রেটের কথা । প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট নিযুক্ত
করিবেন, যিনি জিলার মাজিস্ট্রেট নামে খ্যাত
হইবেন ।

(২) স্থানীয় গবর্নমেন্টে সময়ে সময়ে প্রথম শ্রেণীর
কোন মাজিস্ট্রেটকে তিন মাসের অনধিক কালের নিমিত্ত
আডিশনাল জিলার মাজিস্ট্রেট স্বরূপ নিযুক্ত করিতে
পারিবেন, এবং এই আইনমতে জিলার মাজিস্ট্রেটের
যে সমস্ত বা যে কোন ক্ষমতা স্থানীয় গবর্নমেন্ট আদেশ
করেন ঐ আডিশনাল জিলার মাজিস্ট্রেটের সেই সমস্ত
বা সেই ক্ষমতা হইবে ।

১১ ধারা । জিলার মাজিস্ট্রেটের পদ শূন্য হওয়া
জিলার মাজিস্ট্রেটের পদ প্রযুক্ত যে কর্মচারী কিম্বা কালের
শূন্য হইলে যে ব্যক্তি নিমিত্ত ঐ জিলায় কোর্ডদারী
কিয়ৎকালের নিমিত্ত সেই ব্যাপার সম্বন্ধীয় কার্য নিকাহ
পদে থাকেন তাঁহাব কথা । করণের প্রধান পদ প্রাপ্ত হন,
তিনি স্থানীয় গবর্নমেন্টের আত্মা পাইবার অপেক্ষায় এই

আইনক্রমে জিলার মাজিস্ট্রেটের যে সকল ক্ষমতা ও
কর্তব্য নির্ধারিত হইল, সেই সকল ক্ষমতা পরিচালন
করিবেন ও সেই সকল কর্তব্য কর্ম নিকাহ করিবেন ।

১২ ধারা । (১) স্থানীয় গবর্নমেন্ট জিলার মাজি-
স্ট্রেট ভিন্ন অন্য যত ব্যক্তিকে
অধঃস্থ মাজিস্ট্রেটদের নিযুক্ত করা বিহিত বোধ করেন
কথা । তাঁহাদিগকে রাজধানীর বহিঃস্থ
জিলায় প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট
স্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন ; এবং উক্ত ব্যক্তির

যে যে স্থানীয় চক্রমধ্যে এই আইনক্রমে প্রাপ্ত সমুদয়
উাহাদের বিচারার্থী
স্থানের সীমার কথা।
বা কোন ক্ষমতা পরিচালন
করিতে পারিবেন, স্থানীয়
গবর্নমেন্ট কিম্বা স্থানীয় গবর্ন
মেন্টের কর্তৃত্বাধীনে জিলার মাজিস্ট্রেট সময়ে তাহা
নির্ণয় করিয়া দিতে পারিবেন।

(২) তদ্রূপে নির্ণয় করিয়া না দিলে ঐ ব্যক্তির
সাধারণতঃ উক্ত জিলার সর্বস্থলে উক্ত বিচারার্থী
ও ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবেন।

১৩ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্নমেন্ট প্রথম কি দ্বিতীয়
শ্রেণীর কোন মাজিস্ট্রেটকে
জিলার কোন মহকুমার অধ্য-
ক্ষতা ভার দিতে, পারিবেন
এবং প্রয়োজনমতে ঐ অধ্য-
ক্ষতা ভার হইতে তাহাকে মুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) সেই মাজিস্ট্রেট মহকুমার মাজিস্ট্রেট নামে
খ্যাত হইবেন।

(৩) স্থানীয় গবর্নমেন্ট
আপনার এই ধারামত ক্ষমতা
জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের
প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন।

১৪ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্নমেন্ট রাজধানীর বহিঃস্থ
কোন স্থানীয় চক্রে বিশেষ
মোকদ্দমা সম্পর্কে কিম্বা বিশেষ
এক প্রকারের কিম্বা বিশেষ
নানা প্রকারের মোকদ্দমা সম্পর্কে কি সাধারণতঃ সকল
মোকদ্দমা সম্পর্কে কোন ব্যক্তির প্রতি এই আইনক্রমে
দত্ত কি দেয় প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজি-
স্ট্রেটের সকল কি অন্যতর ক্ষমতা প্রদান করিতে
পারিবেন।

(২) সেই মাজিস্ট্রেট বিশেষ মাজিস্ট্রেট নামে খ্যাত
হইবেন।

(৩) মন্ত্রিসভাধিকৃত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহে-
বের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক স্থানীয় গবর্নমেন্ট যদ্রূপ
নিয়ম বিহিত বোধ করেন তদ্রূপ নিয়মে স্বীয় কর্তৃত্বা-
ধীন কোন কর্তৃচারির প্রতি (১) প্রকরণক্রমে প্রদত্ত
ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৪) আসিফাণ্ট ডিস্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিম্ন-
শ্রেণীস্থ কোন পোলীস কর্তৃচারির প্রতি এই ধারামতে
কোন ক্ষমতা দেওয়া যাইবে না, এবং শাস্তি রক্ষার্থ
ও অপরাধ নিবারণার্থ ও অপরাধীদিগকে মাজিস্ট্রেটের
সম্মুখে আনিবার জন্য তাহাদের অপরাধ আবিষ্কার
পূর্বক তাহাদিগকে ধৃত করণার্থ ও আটক করিয়া
রাখিবার নিমিত্ত এবং উপস্থিত সময়ের প্রচলিত আইন-
ক্রমে ঐ কর্তৃচারির অপর যে কর্তৃ করিতে হয় সেই কর্তৃ
সম্পাদনার্থ আবশ্যিক না হইলে ঐরূপ কোন ক্ষমতা
দেওয়া যাইবে না।

১৫ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্নমেন্ট কোন দুই কি
তদধিক জন মাজিস্ট্রেটকে
রাজধানীর বহিঃস্থ কোন স্থানে
বিচারকার্যে বেঞ্চরূপ বসিতে

আদেশ করিতে পারিবেন ও আদেশ প্রদান করিয়া সেই
বেঞ্চের প্রতি এই আইনক্রমে দত্ত কি দেয় প্রথম
কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটদের যে কোন
ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন, ও স্থানীয় গবর্নমেন্ট
সে সীমার মধ্যেগত স্থানে তাহাদের দ্বারা যে যে মোক-
দ্দমার বা যে যে প্রকারের মোকদ্দমার বিচার হওয়া
উচিত জ্ঞান করেন তাহাদিগকে সেই সীমার মধ্যে ঐ
ক্ষমতাক্রমে সেই মোকদ্দমার বিচার করিবার আজ্ঞা
দিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত কোন আজ্ঞায় অন্যরূপ বিধান না
থাকিলে, যে মাজিস্ট্রেটেরা
অধিবেশিত কার্যে প্ররুত হন
তাহাদের অন্যতর ব্যক্তি উচ্চ-
তম যে শ্রেণীভুক্ত হন ঐ বেঞ্চ
এই আইনক্রমে প্রদত্ত সেই
শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন এবং এই
আইনের অভিপ্রায়ানুসারে যতদূর সম্ভব সেই শ্রেণীর
মাজিস্ট্রেট বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৬ ধারা। স্থানীয় গবর্নমেন্ট কিম্বা জিলার মাজি-
স্ট্রেট সাহেব স্থানীয় গবর্নমেন্টের
কর্তৃত্বাধীনে সময়ে সময়ে কোন
জিলার মধ্যে মাজিস্ট্রেটদের
বেঞ্চের কার্যপদ্ধতির বিধি
প্রণয়ন করিতে পারিবেন। সেই বিধি এই আইন-
সম্মত হইবে, তন্মধ্যে এই বিষয়ের বিধান থাকিবে।

(ক) যে যে প্রকারের মোকদ্দমার বিচার হইবে।

(খ) অধিবেশনের সময় ও স্থান।

(গ) বিচারকার্য চালাইবার জন্যে কে কে অধি-
বেশিত হইবেন।

ঘ) অধিবেশিত মাজিস্ট্রেটদের মতের অনৈক্য
হইলে ষেভাবে তাহাদের বিবাদ নিষ্পত্তি
করা যাইবে।

১৭ ধারা। (১) ১২ ও ১৩ ও ১৪ ধারামতে নিযুক্ত
সমুদয় মাজিস্ট্রেট ও ১৫ ধারা-
মতে সংস্থাপিত সমুদয় বেঞ্চ
জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের
অধীন হইবেন, ও তিনি উক্ত
মাজিস্ট্রেটদের ও বেঞ্চদের মধ্যে কর্তৃ বিভাগ করিয়া
দিবার সম্বন্ধে সময়ে এই আইনের সম্মত বিধি করিতে
কিম্বা বিশেষ আজ্ঞা করিতে পারিবেন; এবং

(২) মহকুমার মাজিস্ট্রেট ভিন্ন মহকুমার মধ্যে যত
মাজিস্ট্রেট ও বেঞ্চ ক্ষমতা প্রাপ্ত
হইয়া তৎক্রমে কার্য করেন,
তাহারা সেই মহকুমার মাজি-
স্ট্রেটেরও অধীন হইবেন। কিম্বা এই বিষয়ে জিলার
মাজিস্ট্রেট সাহেবের সাধারণ কর্তৃত্ব থাকিবে।

(৩) যে সেশন জজের আদালতে আসিফোর্ট সেশন জজেরা বিচারাধিকারক্রমে কার্য করেন তাঁহারা তাঁহার অধীন হইবেন ও তিনি উক্ত আসিফোর্ট সেশন জজদের মধ্যে কর্ম বিভাগ করিয়া দিবার সম্বন্ধে সময়ে২ এই আইনের সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন।

(৪) সেশন জজ অস্বাভাবিক কারণে অনুপস্থিত হইলে কি কর্ম করিতে অক্ষম হইলে, আসিফোর্ট সেশন জজ কর্তৃক কোন জরুরি দরখাস্ত বা বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্ত ও বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ দরখাস্ত বা বিষয় লইয়া কার্য করণার্থ আসিফোর্ট সেশন জজের বিচারাধিকার থাকিবে।

(৫) জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিনা ১২ ও ১৩ ও ১৪ ও ১৫ ধারামতে নিযুক্ত কি সংস্থাপিত মাজিস্ট্রেট কি বেঞ্চ ইহার পর স্পষ্টতঃ যতদূর ও যত্রপ বিধান হইয়াছে তদন্ত হলে সেশন জজ সাহেবের অধীন হইবেন না।

য। প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের আদালত বিষয়ক বিধি।

১৮ ধারা। (১) প্রত্যেক রাজধানীর মাজিস্ট্রেট হইবার নিমিত্ত যত ব্যক্তির প্রয়োজন, স্থানীয় গবর্নমেন্ট সময়ে২ তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন। তাঁহারা ইহার পর প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট নামে অভিহিত হইবেন, এবং প্রত্যেক রাজধানীতে তন্মধ্যে একজন প্রধান মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইবেন।

(২) নিম্নলিখিতমতে প্রাপ্ত ক্ষমতাক্রমে প্রধান মাজিস্ট্রেট যে বিধি প্রণয়ন করেন পূর্বেক্ত দুই কি তদধিক ব্যক্তি সেই বিধি মানিয়া বেঞ্চস্বরূপ একত্র বসিতে পারিবেন।

১৯ ধারা। প্রত্যেক প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট যে রাজধানীর নিমিত্ত নিযুক্ত হইবেন তাহার সীমার অন্তর্গত সকল স্থানে, এবং বন্দর ও বন্দরীয় মাঙ্গল বিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে তদনুসারে ঐ নগরের বন্দরের ও বন্দরে পঁছছিবার নোঁকাগম্য কোন নদীর কিম্বা জলপথের যে সীমা নির্দিষ্ট থাকে, সেই সীমার মধ্যে বিচারাধিকারক্রমে কার্য করিবেন।

২০ ধারা। ১৮৭৭ সালের আপ্রিল মাসের ১ তারিখের অব্যবহিত পূর্বে প্রচলিত কোন আইনমতে পেটি সেশন আদালতের বোম্বাই নগরে যে যে বিচারাধিকার ছিল, বোম্বাই নগরে প্রত্যেক প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট সেই সমুদয় বিচারাধিকার পরিচালন করিবেন।

কিন্তু বোম্বাই মুনিসিপালিটি সম্বন্ধে যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তৎক্রমে আপীল কেবল প্রধান মাজিস্ট্রেটের নিকট হইবে।

২১ ধারা। এই আইনমতে কোন প্রধান মাজিস্ট্রেটকে প্রধান মাজিস্ট্রেটের কপা। যে সকল ক্ষমতা প্রদত্ত হইল কিম্বা এই আইন প্রচলিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ যে কোন আইন কি বিধিমতে কোন সীনিয়র বা প্রধান মাজিস্ট্রেটের দ্বারা যে সকল ক্ষমতা পরিচালন করিবার আদেশ থাকে প্রধান মাজিস্ট্রেট স্বীয় বিচারাধীন স্থানের সীমার মধ্যে সেই সকল ক্ষমতা পরিচালন করিবেন, এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের যে বিধি এই আইনের বিধান সঙ্গত হয় স্থানীয় গবর্নমেন্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্বেক সময়ে২ এমত বিধি করিতে পারিতে পারিবেন, যথা,

(ক) নগরের অন্তর্গত মাজিস্ট্রেটদের নানা আদালতে কার্য নিকাছ ও বিলি করিবার ও রীতি নির্দেশ করিবার বিধি।

(খ) মাজিস্ট্রেটদের বেঞ্চ যে যে সময়ে ও স্থানে অধিবেশিত হইবেন তাহার বিধি।

(গ) ষাঁহাদিগকে লইয়া ঐ বেঞ্চ হইবে তদ্বিষয়ের বিধি।

(ঘ) অধিবেশিত মাজিস্ট্রেটদের মতের অটনক্য হইলে তাহা যেরূপে নিষ্পত্তি করা যাইবে তাহার বিধি।

(ঙ) জিলার মাজিস্ট্রেটের অধীন মাজিস্ট্রেট দিগের উপর কর্তৃত্ব করিবার তাঁহার যে সাধারণ ক্ষমতা আছে তদনুসারে অপর যে কোন বিষয় লইয়া তিনি কার্য করিতে পারিতেন তাহার বিধি।

(৬)।—শান্তিরক্ষার্থ জর্জিসদিগের বিষয়ের বিধি।

২২ ধারা। মজিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের ত্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব রাজধানী ভিন্ন বৃটিশ ভারতবর্ষের সমুদয় কি কোন স্থান সম্পর্কে,

এবং প্রত্যেক স্থানীয় গবর্নমেন্ট পূর্বেক্ত রাজধানী ভিন্ন স্বীয় শাসনাধীন দেশ সম্পর্কে,

রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করণ পূর্বেক যে ইউরোপীয় বৃটিশ প্রজাদিগকে যোগ্য জ্ঞান করেন তাঁহাদিগকে জ্ঞাপনপত্রে লিখিত দেশমধ্যে বা দেশের নিমিত্ত শান্তিরক্ষার্থ জর্জিসের কর্ম করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

২৩ ধারা। কলিকাতা ও মাদ্রাজ ও বোম্বাই নগর সম্পর্কে স্থানীয় গবর্নমেন্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপন প্রকাশ করণ পূর্বেক, ভিমাধিকারদেশের প্রজা ভিন্ন বৃটিশ ভারতবর্ষের মধ্যবাসী যে কোন ব্যক্তিদিগকে শান্তিরক্ষার্থ জর্জিসের কর্ম করিবার যোগ্য

জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে ঐ জ্ঞাপনপত্রের লিখিত নগরের সীমার মধ্যে ঐ কর্মে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

২৪ ধারা। (১) যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন হাই কোর্টের প্রচারিত কোন কমিশন প্রাপ্ত হইয়া এইক্ষণে বর্তমান শাস্তিরক্ষার্থ জটিলদের কথা। উক্ত রাজধানী ভিন্ন ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কোন অংশের মধ্যে ও অন্যে তদ্বলে শাস্তিরক্ষার্থ জটিলদের কর্ম করিতেছেন তিনি ২২ ধারামতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব কর্তৃক উক্ত সকল নগর ভিন্ন ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সমস্ত স্থানের শাস্তিরক্ষার্থ জটিলদের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন, এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

(২) যে ব্যক্তি তদ্রূপ কোন কমিশন প্রাপ্ত হইয়া এইক্ষণে উক্ত কোন নগরের সীমার মধ্যে শাস্তিরক্ষার্থ জটিলদের কর্ম করেন, তিনি ২৩ ধারামতে স্থানীয় গবর্নমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

২৫ ধারা। স্বস্বপদের বলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব ও শ্রীযুত গবর্নর পদোপলক্ষে শাস্তিরক্ষার্থ জটিলদের কথা। জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভার নিয়মিত সভ্যগণ ও হাই কোর্টের সমুদয় জজ ও রাষ্ট্রপতির রিকার্ডার সাহেব ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত সমস্ত স্থানের মধ্যে ও তন্নিমিত্ত শাস্তিরক্ষার্থ জটিল হইয়া থাকেন সেশনের জজ ও জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবেরা যে স্থানীয় গবর্নমেন্টের অধীনে কর্ম করিতেছেন, সেই স্থানীয় গবর্নমেন্টের শাসনাধীন দেশের সমস্ত স্থানের মধ্যে ও তন্নিমিত্ত শাস্তিরক্ষার্থ জটিল হইয়া থাকেন। এবং প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটেরা যে রাজধানী নগরের মাজিস্ট্রেট হন সেই নগরের মধ্যে তথাকার শাস্তিরক্ষার্থ জটিল হইয়া থাকেন।

চ।—স্থগিত ও অবসৃত হইবার বিধি।

২৬ ধারা। রাজকীয় সনন্দক্রমে সংস্থাপিত হাই কোর্ট ভিন্ন কোর্টদারা আদালতের সকল জজ ও সকল মাজিস্ট্রেট স্থানীয় গবর্নমেন্ট কর্তৃক কর্ম হইতে স্থগিত কি অবসৃত হইতে পারিবেন।

কিন্তু এইক্ষণে কেবল মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবই যে জজ ও মাজিস্ট্রেটদিগকে কর্ম হইতে স্থগিত কি অবসৃত করিতে পারেন অন্য কোন কর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে কর্ম হইতে স্থগিত কি অবসৃত করিবেন না।

২৭ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব শাস্তিরক্ষার্থ যে কোন জটিলকে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে তিনি স্থগিত রাখিতে কি পদচ্যুত করিতে এবং স্থানীয় গবর্নমেন্ট শাস্তিরক্ষার্থ যে কোন

জটিলকে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে সেই গবর্নমেন্ট স্থগিত রাখিতে কি পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

৩ তৃতীয় অধ্যায়।

আদালতের ক্ষমতা বিষয়ক বিধি।

ক।—প্রত্যেক আদালতের বিচার্য অপরাধের বর্ণনা।

২৮ ধারা। এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মানুযায়ী বিধানের মধ্যে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমত কোন অপরাধ—

- (ক) হাই কোর্ট কর্তৃক, অথবা
- (খ) সেশন আদালত কর্তৃক অথবা
- (গ) ঐ অপরাধ অপরাধ যে কোন আদালতের বিচার্য বলিয়া দ্বিতীয় তফসীলের অষ্টম ঘরে দেখান গেল সেই আদালত কর্তৃক

—বিচারিত হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

আনন্দকে অপরাধযুক্ত নরহত্যা চার্জে সেশন আদালতে সোপর্দ করা গেল। তাহার মাজিস্ট্রেটের বিচার্য ইচ্ছাপূর্বক পীড়া জন্মান অপরাধটা মাত্র সাব্যস্ত হইতে পারিবে।

২৯ ধারা। (১) অন্য আইনমত অপরাধ হইলে যদি ঐ আইনে এতদর্থে কোন আদালতের উল্লেখ থাকে, তবে উক্ত আদালত ঐ অপরাধের বিচার করিবেন।

(২) যদি কোন আদালতের উল্লেখ না থাকে, তবে হাই কোর্ট কি এই আইনমতে সংস্থাপিত কোন আদালত তাহার বিচার করিবেন।

কিন্তু—

- (ক) এইরূপ যে অপরাধে ৭ বৎসরের অধিক কাল পর্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিস্ট্রেট সেই অপরাধের বিচার করিবেন না;
- (খ) এইরূপ যে অপরাধে তিন বৎসরের অধিক কাল পর্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজিস্ট্রেট সেই অপরাধের বিচার করিবেন না; এবং
- (গ) এইরূপ যে অপরাধে এক বৎসরের অধিককাল পর্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিস্ট্রেট সেই অপরাধের বিচার করিবেন না।

৩০ ধারা। (১) পঞ্জাবের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসিত দেশে এবং অযোধ্যার ও মধ্য প্রদেশের ও কুর্গের ও আসামের প্রধান কমি.

শনর সাহেবদের শাসিত দেশে এবং অন্যত্র প্রদেশের যে যে অংশে ডেপুটি কমিশনরেরা কি আসিষ্টান্ট কমিশনরেরা থাকেন সেই অংশে স্থানীয় গবর্নমেন্ট ২৯ ধারায় ভাবান্তরের কথা থাকিলেও জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবকে মাজিস্ট্রেটস্বরূপ প্রাণদণ্ডের অপরাধ ভিন্ন সমুদয় অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার বিধান নিম্ন ব্রহ্ম সম্বন্ধেও খাটিবে।

খ।—নানা শ্রেণীর আদালত যে২ দণ্ডাজ্ঞা দিতে পারিবেন তদ্বিষয়ক বিধি।

হাই কোর্ট ও সেশনের জজ সাহেব যে যে দণ্ডের আদালত করিতে পারিবেন তাহার কথা। ৩১ ধারা। (১) হাই কোর্ট আইনমত যে কোন দণ্ডের আদালত দিতে পারিবেন।

(২) সেশন জজ কি আডিশনাল সেশন জজ সাহেব আইনমত যে কোন দণ্ডের আদালত দিতে পারিবেন, কিন্তু তদ্রূপ কোন জজ প্রাণ দণ্ডের আদালত দিলে তাহা হাই কোর্টের অনুমোদনসাপেক্ষ থাকিবে।

(৩) আসিষ্টান্ট সেশন জজ প্রাণদণ্ড ও সাতবৎসরের অধিক মিয়াদের দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও সাত বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ড ভিন্ন আইনমত যে কোন দণ্ডের আদালত করিতে পারিবেন। কিন্তু আসিষ্টান্ট সেশন জজ চারিবৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ডের আদালত কি কোন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আদালত করিলে তাহা সেশন জজ বা আডিশনাল সেশন জজ সাহেবের অনুমোদন সাপেক্ষ থাকিবে।

মাজিস্ট্রেটেরা যে যে দণ্ডের আদালত করিতে পারিবেন তাহার কথা। ৩২ ধারা। (১) মাজিস্ট্রেটদের আদালত নিম্নলিখিত দণ্ডের আদালত করিতে পারিবেন, যথা,

(ক) প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটদের ও প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটদের আদালত আইনমত নিজ্জান কারাদণ্ড সমেত দুইবৎসরের অনধিক কালের কারাদণ্ড। এক হাজার টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড; কশাঘাত দণ্ড।

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটদের আদালত আইনমত নিজ্জান কারাদণ্ড সমেত ছয় মাসের অনধিক কালের কারাদণ্ড; দুইশত টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড। কশাঘাত দণ্ড।

(গ) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটদের আদালত এক মাসের অনধিক কালের কারাদণ্ড। পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড।

(২) কোন মাজিস্ট্রেটের আদালত আইনমত যে২ দণ্ডের আদালত করিতে পারেন তন্মধ্যে একাধিক যে কোন দণ্ড একত্র করিয়া আইনসম্মত সংযুক্ত দণ্ডের আদালত করিতে পারিবেন।

(৩) দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজিস্ট্রেট এতদর্থে স্থানীয় গবর্নমেন্টের স্থানে বিশেষ করিয়া ক্ষমতা না পাইলে, তাহার আদালত কশাঘাত দণ্ডের আদালত করিবেন না।

৩৩ ধারা (১) অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে আইনমতে যত কালের কারাদণ্ড হইতে পারে মাজিস্ট্রেটের আদালত প্ররূপ ক্রটি ঘটিলে ততকালের কারাদণ্ড দিতে পারিবেন।

কিন্তু—

(ক) ততকালের কারাদণ্ড যেন এই আইনমত মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার অতিরিক্ত না হয়।

(খ) মাজিস্ট্রেটদের দ্বারা কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে যদি মূলদণ্ডের একাংশ বলিয়া কারাদণ্ডের আদালত হইয়া থাকে তবে অর্থ দণ্ডের টাকা না দেওয়াতে কারাদণ্ডস্বরূপ ভিন্ন তিনি ঐ অপরাধের দণ্ডস্বরূপে যতকালের নিমিত্ত কারাদণ্ডের আদালত করিতে ক্ষমতাপন্ন হন অর্থদণ্ড না দেওয়া প্রযুক্ত তাহার চতুর্থাংশের অধিক কালের কারাদণ্ডের আদালত দিবেন না।

(২) ৩২ ধারামতে মাজিস্ট্রেট অত্যধিক যতকালের মূল কারাদণ্ডের আদালত করিতে পারেন, এই ধারামত কারাদণ্ড তদতিরিক্ত হইতে পারিবে।

৩৪ ধারা। ৩০ ধারামতে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের আদালত প্রাণদণ্ড কিম্বা সাত বৎসরের অধিক কালের দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কিম্বা সাত বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ডের আদালত ছাড়া আইনসম্মত যে কোন দণ্ডের আদালত করিতে পারিবেন, কিন্তু চারি বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ডের আদালত এবং কোন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আদালত সেশন জজ বা আডিশনাল সেশন জজ সাহেবের অনুমোদনসাপেক্ষ থাকিবে।

৩৫ ধারা। (১) একই মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির দুই কি ততধিক স্বতন্ত্র অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার যে যে অপরাধের প্রমাণ হয় ঐ আদালত সেই অপরাধের যে যে দণ্ড করিতে সক্ষম হন ঐ ব্যক্তির সেই দণ্ডের আদালত করিতে পারিবেন। কারাদণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আদালত হইলে আদালত যে ক্রমের আদেশ করেন সেই ক্রমে এক দণ্ড ভোগ হইলে পর অন্য দণ্ডের আরম্ভ হইবে।

(২) ঐ আদালত একই অপরাধের নিমিত্তে যত দূর দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, ঐ সমুদয় অপরাধের দণ্ড মসৃষ্টি তদতিরিক্ত বলিয়া অপরাধীকে উপরিস্থ

আদালতে বিচার হইবার নিমিত্তে প্রেরণ করা আবশ্যিক হইবে না।

অত্যধিক যত কাল দণ্ড
হইবে তাহার কথা।

কিন্তু (ক) কোন স্থলে সেই
ব্যক্তির চৌদ্দ বৎসরের অধিক
কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইবে না।

(খ) আরো ৩৪ ধারামতে কর্মকারী মাজিস্ট্রেট
তিনি অন্য মাজিস্ট্রেটের দ্বারা সেই মোকদ্দমার বিচার
হইলে, তিনি স্বীয় নিয়মিত ক্ষমতাক্রমে যৎপরমাণে
দণ্ড করিতে পারেন, পূর্বেকৃত দণ্ড সমুদয় তাহার
দ্বিগুণের অধিক না হয়।

(৩) একই বিচারে অনেক অপরাধের প্রমাণ হইলে
এই ধারামতে সংযুক্ত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করণের কি আপীলের
সময়ে একই আজ্ঞা বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।—পৃথক করা যাইতে পারে এরূপ যে সকল
অপরাধ ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৭১ ধারার
বিধানের অন্তর্গত তাহা এই ধারার অর্থমতে স্বতন্ত্র
অপরাধ নয়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ এমন একটি হাজামায় লিপ্ত হয় যাহা
চলিবার সময় ও যাহার সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনার্থ
বলরাম চন্দ্রকে গুরুতর পীড়া দেয়। এই ধারার অর্থ-
মতে আনন্দ স্বতন্ত্র অপরাধ করে নাই, কিন্তু বলরাম
করিয়াছে।

(খ) আনন্দ চৌর্য্যভিপ্রায়ে অযথরূপে কোন
বাটিতে প্রবেশ করে এবং তথায় সম্পত্তি চুরি করে।
আনন্দ স্বতন্ত্র অপরাধ করে নাই।

গ।—নিয়মিত ও অতিরিক্ত ক্ষমতা বিষয়ক বিধি।

৩৬ ধারা। জিলার মাজিস্ট্রেট ও মহকুমার মাজি-
স্ট্রেট ও প্রথম ও দ্বিতীয় ও
তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটদের
প্রতি নিম্নে যথাক্রমে যে যে
ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়া তৃতীয় তকসীলে নির্দিষ্ট হইয়াছে,
তাহারা সেই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই
ক্ষমতাকে তাহাদের “নিয়মিত ক্ষমতা” বলে।

৩৭ ধারা। স্থানীয় গবর্নমেন্ট কি জিলার মাজিস্ট্রেট
সাহেব যে শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটকে
যে ক্ষমতা দিতে পারেন বলিয়া
চতুর্থ তকসীলে নির্দিষ্ট হই-
য়াছে, কোন মহকুমার মাজিস্ট্রেটকে কিম্বা প্রথম কি
দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিস্ট্রেটকে তাহারা
নিয়মিত ক্ষমতার অতিরিক্ত স্থানীয় গবর্নমেন্ট কি স্থল
বিশেষে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব সেই ক্ষমতা দিতে
পারিবেন।

জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব
যে ক্ষমতা দিতে পারেন,
তাহার নিয়মের কথা।

৩৮ ধারা। ৩৭ ধার
জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের
প্রতি যে ক্ষমতা অর্পিত হইল
তাহা স্থানীয় গবর্নমেন্টের
কর্তৃত্বাধীনে পরিচালন করিতে হইবে।

ঘ।—ক্ষমতার প্রদান, স্থিতি ও বিলোপ বিষয়ক
বিধি।

৩৯ ধারা। (১) এই আইনমতে ক্ষমতা প্রদান
করিতে হইলে, স্থানীয় গবর্ন-
মেন্ট আজ্ঞাক্রমে বিশেষ ব্যক্তি
দের নাম করিয়া বা পদোপ-
লক্ষে তাহাদিগকে কিম্বা সকল শ্রেণীর কর্মকারকদের
পদসংক্রান্ত ব্যাতি ধরিয়া সেই কর্মকারকদিগকে ঐ
ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উক্তরূপে প্রত্যেক আজ্ঞা যে তারিখে ক্ষমতা-
প্রাপ্ত ব্যক্তিকে জ্ঞাত করা যায়, সেই তারিখ অবধি
কলবৎ হইবে।

৪০ ধারা। কোন ব্যক্তি গবর্নমেন্টের কর্মসংক্রান্ত
কোন পদ পাইয়া কোন স্থানীয়
চক্রের সর্বত্র এই আইনক্রমে
ক্ষমতা প্রবল থাকিবার
কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে
কথা।

যদি একই স্থানীয় গবর্নমেন্টের
অধীন তদ্রূপ স্থানীয় চক্রে তত্ত্বাল্য প্রকারের সমান কি
উচ্চতর পদে নিযুক্ত হন, তবে স্থানীয় গবর্নমেন্ট
প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে কি না করিয়া থাকিলে
তিনি যে স্থানীয় চক্রে প্রেরিত হইয়াছেন সেই স্থানীয়
চক্রে সেই ক্ষমতা পরিচালন করিতে থাকিবেন।

উদাহরণ।

ক নামক মাজিস্ট্রেট কিয়ৎকালের জন্য সেক্রেটারী
আফিসে নিযুক্ত হন। যখন তিনি সেই জিলায় কি
অন্য জিলায় মাজিস্ট্রেট স্বরূপ আপন পদে প্রত্যাবর্তন
করেন তখন নূতন করিয়া ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়াও
মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার পরিচালন করিতে পারিবেন।

৪১ ধারা। (১) এই আইনক্রমে স্থানীয় গবর্নমেন্ট
বা তদধীন কোন কর্মচারী
কোন ব্যক্তির প্রতি যে কোন
ক্ষমতা প্রদান করেন, উক্ত
গবর্নমেন্ট তাহার সমস্ত বা কোন ক্ষমতা রহিত করিতে
পারিবেন।

(২) জিলার মাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত কোন ক্ষমতা
ঐরূপে জিলার মাজিস্ট্রেট কর্তৃক রহিত করা যাইতে
পারিবে।

তৃতীয় খণ্ড।

সাধারণ বিধান।

৪ চতুর্থ অধ্যায়।

মাজিস্ট্রেটদিগকে ও পোলীসকে ও ধৃত করণ কার্যে
নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য ও সংবাদ
দিবার বিধি।

কোন স্থলে সকল
লোকের মাজিস্ট্রেটের ও
পোলীসের সাহায্য করিতে
হইবার কথা।

৪২ ধারা। (ক) মাজিস্ট্রেট
বা পোলীসের কর্মচারী যাহাকে
ধরিতে সক্ষম হন, এমন কোন
ব্যক্তিকে ধরিবার জন্য,

(খ) কিম্বা শাস্তিভঙ্গ নিবারণার্থে, কি রেলওয়ে কি খাল কি টেলিগ্রাফ কি রাজকীয় সম্পত্তির হানির চেষ্টা নিবারণার্থে, কিম্বা

(গ) দাঙ্গা কি হুজুম দমন করণার্থে, কিম্বা বেআইনীমতে জনতা কিম্বা পাঁচজন কি পাঁচজনের অধিক লোকের যে জনতায় সাধারণের শাস্তির বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা সেই জনতা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য—

মাজিস্ট্রেট কি পোলীসের কর্মচারী যে কোন ব্যক্তির যুক্তিমত সাহায্য চাহেন, রাজধানীর ভিতরেই হউক কি বাহিরেই হউক, সেই ব্যক্তির তাঁহার সাহায্য করিতেই হইবে।

৪৩ ধারা। পোলীস কর্মচারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নামে ওয়ারন্ট লিখিয়া দেওয়া গেলে, যে ব্যক্তির নামে লিখিয়া দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যদি নিকটে থাকিয়া ওয়ারন্ট সাধন করিতে প্রস্তুত হন, তবে অন্য কোন ব্যক্তি ঐ ওয়ারন্ট সাধন কার্যে তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিবেন।

৪৪ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি রাজধানীর ভিতরেই হউক কি বাহিরেই হউক ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১২১, ১২১ক, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৪ক, ১২৫, ১২৬, ১৩০, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৩৪৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ও ৪৬০ ধারামতে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করণের বা অন্য কোন ব্যক্তির করিবার কাম্পনার কথা জানিতে পাইলে, যে মাজিস্ট্রেট কি পোলীসের যে কর্মকারক সর্বাপেক্ষা নিকটে থাকেন তাঁহাকে অর্গোনে জানাইবেন। যদি না জানাইবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ থাকে তবে সেই কারণের প্রমাণ করিবার ভার তাঁহার প্রতি বর্তিবে।

(২) যে কোন কার্য রুটিষ ভারতবর্ষে কৃত হইলে অপরাধ হয় এই ধারার প্রয়োজন্যার্থ “অপরাধ” শব্দে তাহাও বুঝাইবে।

৪৫ ধারা। (১) নিম্নলিখিত কোন বিষয় সম্বন্ধে গ্রামের মণ্ডল, পাটওয়ারি, ভূম্যধিকারী প্রভৃতির কোন কোন বিষয় রিপোর্ট করিতে বাধ্য হইবার কথা।
কোন সন্ধান পাইলে প্রত্যেক গ্রাম্য মণ্ডল, গ্রাম্য পাটওয়ারি, গ্রাম্য চৌকিদার, গ্রাম্য পোলীস কর্মচারী, ভূমির অধিকারী বা দখীলকার এবং এইরূপ কোন অধিকারী বা দখীলকারের এজেন্ট, এবং গবর্নমেন্ট কিম্বা কোর্ট অব ওয়ার্ডের পক্ষে ভূমির রাজস্ব বা খাজানা আদায় কার্যে নিযুক্ত প্রত্যেক কর্মচারিকে সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ মাজিস্ট্রেট ও সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ পোলীস স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী

এই দুই জনের মধ্যে যিনি বেশী নিকটে থাকেন তাঁহাকে অবিলম্বে সেই সন্ধান জানাইতে হইবে—

(ক) তিনি যে গ্রামের মণ্ডল, পাটওয়ারি চৌকিদার বা পোলীস কর্মচারী, কিম্বা যে গ্রামে ভূমি অধিকার বা দখল করেন, কিম্বা এজেন্ট থাকেন, কিম্বা রাজস্ব বা খাজানা আদায় করেন সেই গ্রামে কোন প্রসিদ্ধ চোরাজবোয়র গ্রাহক বা বিক্রেতার নিয়ত বা কিয়ৎকালীন বাস করা সম্বন্ধে।

(খ) যে ব্যক্তিকে ঠগ, দস্যু, পলায়িত কয়েদি কিম্বা ঘোষিত অপরাধী বলিয়া তিনি জানেন কিম্বা ন্যায্যরূপে সন্দেহ করেন সেই গ্রামের মধ্যে কোন স্থানে তাহার সন্ধান আসা সম্বন্ধে কিম্বা সেই গ্রামের ভিতর দিয়া তাহার চলিয়া যাওয়া সম্বন্ধে।

(গ) যে অপরাধের নিমিত্ত হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না সেই অপরাধ কিম্বা ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭ কিম্বা ১৪৮ ধারা-মুসারে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সেই গ্রামের ভিতর বা নিকটে কৃত হওয়া সম্বন্ধে বা কৃত হইবার অভিপ্রায় থাকা সম্বন্ধে।

(ঘ) সেই গ্রামের ভিতর বা নিকটে কোন আকস্মিক বা অপঘাত মৃত্যু কিম্বা সন্দেহজনক অবস্থায় কোন মৃত্যু ঘটা সম্বন্ধে।

(ঙ) যে কার্য রুটিষ ভারতবর্ষের ভিতর করিলে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের নিম্নলিখিত ধারাসুলির মধ্যে, অর্থাৎ, ৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, এবং ৪৬০ এই ধারাসুলির মধ্যে কোন ধারামুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ হয় তাহা রুটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে সেই গ্রামের নিকটে কোন স্থানে করা সম্বন্ধে কিম্বা করিবার অভিপ্রায় থাকা সম্বন্ধে।

(চ) শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাঘাত হওয়া সম্ভব কিম্বা অপরাধ নিবারণের ব্যাঘাত হওয়া সম্ভব কিম্বা শরীর বা সম্পত্তি নিরাপদ থাকিবার ব্যাঘাত হওয়া সম্ভব এমন যে বিষয়ের সন্ধান দিবার জন্য জিলার মাজিস্ট্রেট অথবা স্থানীয় গবর্নমেন্টের মঞ্জুরি লইয়া সাধারণ বা বিশেষ হুকুমক্রমে তাঁহাকে আদেশ প্রদান করিয়াছেন সেই বিষয় সম্বন্ধে।

(২) এই ধারায়—

(১০) 'গ্রাম' শব্দে গ্রামের জমিও বুঝাইবে।

এবং

(১০) যে কার্য্য রূটিষ ভারতবর্ষের ভিতর করা হইলে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের নিম্নলিখিত ধারাগুলির মধ্যে, অর্থাৎ, ৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, এবং ৪৬০ এই ধারাগুলির মধ্যে কোন ধারানুসারে দণ্ডনীয় হয় মন্ত্রিসভাধিকৃষ্ট শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব কর্তৃক ভারতবর্ষের কোন অংশে স্থাপিত বা রাখিয়া দেওয়া কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে ব্যক্তি সেই কার্য্য সম্বন্ধে অপরাধী বলিয়া ঘোষিত হন 'ঘোষিত অপরাধী' বলিতে সেই ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

(৩) যে গ্রামের নিমিত্ত অন্য কোন আইনানুসারে

এই ধারার প্রয়োজনার্থ কোন কোন স্থলে জেলাব হয় নাই জেলার মাজিষ্ট্রেট মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা গ্রামের স্থানীয় গবর্নমেন্ট এতদর্থে যে মণ্ডলের নিয়োগের কথা।

সকল বিধি প্রণয়ন করিবেন

তদধীনে এই ধারার প্রয়োজনার্থ সময়ে সময়ে সেই গ্রামে একজন কি তদধিক গ্রাম্য মণ্ডল নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

৫ পঞ্চম অধ্যায়।

ধৃতকরণ, পলায়ন ও পুনর্ধৃতকরণ বিষয়ক বিধি।

ক।—সাধারণতঃ ধৃতকরণ বিষয়ক বিধি।

৪৬ ধারা। (১) ধৃত করণ সময়ে পোলীসের কর্ম-

যেরূপে ধৃত করিতে হইবে তাহার কথা।

চারী কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি ধৃত করেন তিনি যাহাকে ধরিবেন তাহার গাত্র স্পর্শ করিবেন

কিম্বা তাহাকে আটক করিয়া রাখিবেন। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি কথ্য কি কর্মদ্বারা আটক থাকিবার সম্ভাবিত দেখায় তবে তাহাকে স্পর্শাদি করিবার প্রয়োজন নাই।

(২) তাহাকে ধরিবার উদ্যোগ হইলে যদি সেই

ধরিবার উদ্যোগের বাধা দিবার কথা।

ব্যক্তি বলক্রমে বাধা দেয় কিম্বা ধৃত হওয়া এড়াইতে চেষ্টা করে, তবে পোলীসের ঐ কর্ম-

চারী কি অন্য ব্যক্তি ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার জন্যে যাহা আবশ্যিক তাহাই করিতে পারিবেন।

(৩) যে অপরাধে প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয় না সেই অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি হইলে এই ধারার কোন কথায় তাহার প্রাণহানি করিবার অধিকার জন্মে না।

৪৭ ধারা। যাহাকে ধৃত করিতে হইবে সেই ব্যক্তি

যাহাকে ধরিবার চেষ্টা হয় সে কোন স্থানে প্রবেশ করিলে সেই স্থান অন্বেষণ করিবার কথা।

কোন স্থানে প্রবেশ করিয়াছে

কি আছে, ধৃত করিবার ওয়া-

রূটক্রমে কার্য্যকারী কোন

ব্যক্তির কিম্বা ধৃত করিবার

ক্ষমতাপন্ন কোন পোলীসের

কর্মচারির এমত বিশ্বাস করিবার হেতু থাকিলে তিনি

ঐ স্থান বাসির কি রক্ষকের অনুমতি চাহিলে, তাহার

কর্তব্য যে পূর্বোক্তরূপে কার্য্যকারী ঐ ব্যক্তিকে কি

পোলীসের সেই কর্মচারিকে অবাধে প্রবেশ করিতে

দেন ও সেই স্থানে অন্বেষণ করিতে সর্বপ্রকারে যুক্তি-

মত সুবিধা করিয়া দেন।

৪৮ ধারা। যদি ৪৭ ধারামতে উক্ত স্থানে প্রবেশ

প্রবেশ করিতে না পাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

করিতে না পারা যায়, ওয়ারন্ট-

ক্রমে কার্য্যকারী ব্যক্তি যে

কোন স্থলে, এবং যে স্থলে

ওয়ারন্ট বাহির হইতে পারে কিন্তু যে ব্যক্তিকে ধৃত করিতে

হইবে তাহাকে পালাইবার সুযোগ না দিয়া ওয়ারন্ট

প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই স্থলে পোলীসের কর্ম-

চারী সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া অন্বেষণ করিতে

পারিবেন ও আপনার ক্ষমতা ও অভিপ্রায় জ্ঞাত

করিয়া উপযুক্তমতে প্রবেশ করিবার অনুমতি চাহিলে

পর, যদি অন্য কোন প্রকারে প্রবেশ করিতে না

পারেন, তবে তথায় প্রবেশ করিবার জন্যে যে

ব্যক্তিকে ধরিতে হইবে সেই ব্যক্তির কি অন্য

যাহার হউক ঘরের কি স্থানের সদর কি ভিতর দ্বার

কি জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিয়া প্রবেশ করিতে

পারিবেন।

কিন্তু যদি উক্ত স্থান যে ব্যক্তিকে ধৃত করিতে হইবে

অন্তঃপুরের দ্বারাদি ভাঙ্গিয়া খুলিবার কথা।

তন্নিম্ন প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীলোকের

অধিকৃত অন্তঃপুর হয় ও সেই

স্ত্রীলোক যদি স্বজাতীয় আচার-

মতে প্রকাশ্য স্থানে না যায়, উক্ত ব্যক্তি কি পোলীসের

কর্মচারী তাহাকে স্থানান্তরে যাইবার অনুমতি জানাইয়া

ও সর্বপ্রকারে তাহার স্থানান্তরে যাইবার যুক্তিমতে

সুবিধা করিয়া দিয়া ঐ অন্তঃপুরের দ্বারাদি ভাঙ্গিয়া

তথায় প্রবেশ করিতে পারিবেন।

৪৯ ধারা। ধৃত করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন পোলী-

মুক্তির উদ্দেশ্যে দ্বার ও জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবার কথা।

সের কর্মচারী কি অন্য ব্যক্তি

আইনমতে ধৃত করিবার নিমিত্ত

কোন গৃহে বা স্থানে প্রবেশ

করিয়া তথায় আবদ্ধ হইলে

আপনাকে কি অন্য ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত

সেই গৃহের বা স্থানের সদর কি ভিতর দ্বার কি

জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবেন।

৫০ ধারা। ধৃত ব্যক্তির পলায়ন নিবারণের জন্য যত দূর আবশ্যিক হয় তাহাকে অনাবশ্যকমতে বন্ধ না করিবার কথা।
উদ্বিগ্ন কষ্ট দিয়া আটক করিয়া রাখিতে হইবে না।

৫১ ধারা। যে ওয়ারন্টে হাজিরজামিন লইবার বিধান না থাকে পোলীসের কোন কর্মচারী এমত ওয়ারন্টক্রমে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিলে কিম্বা ওয়ারন্টে হাজিরজামিন লইবার বিধান থাকিতেও ধৃত ব্যক্তি তাহা দিতে না পারিলে, এবং

কোন ব্যক্তিকে ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করা গেলে কিম্বা ওয়ারন্টক্রমে সামান্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধৃত করা গেলে ও আইনমতে তাহার হাজিরজামিন লইতে না পারা গেলে কিম্বা সে দিতে না পারিলে,

যে কর্মচারী তাহাকে ধৃত করিলেন কিম্বা তাহাকে কোন সামান্য ব্যক্তি ধৃত করিলে উক্ত সামান্য ব্যক্তি সেই ধৃত ব্যক্তিকে পোলীসের যে কর্মচারির হস্তে সমর্পণ করেন, তিনি ঐ ব্যক্তির গা তলাশী করিয়া তাহার প্রয়োজনীয় পরিধেয় বস্তাদি ভিন্ন তাহার নিকট অন্য যত দ্রব্য পান তাহা লইয়া নির্বিঘ্নে রাখিতে পারিবেন।

৫২ ধারা। কোন স্ত্রীলোকের গা তলাশী করা আবশ্যিক হইলে, সজ্জাশীলতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া অন্য একজন স্ত্রীলোকের দ্বারা ঐ কার্য করিতে হইবে।
যে প্রকারে স্ত্রীলোকের গা তলাশী করিতে হইবে তাহার কথা।

৫৩ ধারা। যে কর্মচারী কি অন্য ব্যক্তি এই আইনমতে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করেন, ধৃত ব্যক্তির সঙ্গে কোন আক্রমণ করিবার অঙ্গ থাকিলে তিনি তাহা লইতে পারিবেন এবং তদ্রূপে যে যে অঙ্গ লন, এই আইনের আদেশমতে তাহার ধৃত ব্যক্তিকে যে আদালতের কি কর্মচারির সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে সেই আদালতের কি কর্মচারির নিকট সেই অঙ্গ সমর্পণ করিবেন।

খ।—ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবার বিধি।

৫৪ ধারা। (১) পোলীসের কর্মচারী মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা এবং ওয়ারন্ট না যে স্থলে পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারেন তাহার কথা।
পাইয়াও এই ব্যক্তিকে ধরিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

প্রথম।—যে কোন ব্যক্তি ধর্তব্য কোন অপরাধে লিপ্ত হইয়াছে বা যুক্তিসিদ্ধমতে যাহার নামে তদ্রূপ কোন অপরাধে লিপ্ত থাকার নালিশ করা যায়, কিম্বা যাহার তদ্রূপ অপরাধে লিপ্ত থাকার বিশ্বাসযোগ্য সন্ধান পাওয়া যায় বা যুক্তিমত সংশয় হয় তাহাকে।

দ্বিতীয়।—গৃহ ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিবার কোন যত্ন আইনসিদ্ধ কারণ বিনা কোন ব্যক্তির নিকট থাকিলে তাহাকে। আইনসিদ্ধ কারণ থাকিবার প্রমাণের ভার ঐ ব্যক্তির উপর বর্তিবে।

তৃতীয়।—এই আইনানুসারে কিম্বা স্থানীয় গবর্নমেন্টের আজ্ঞাক্রমে অপরাধী বলিয়া যাহার নাম ঘোষণা হয় তাহাকে।

চতুর্থ।—চোরা দ্রব্য বলিয়া যুক্তিমতে যে দ্রব্যের বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে কোন ব্যক্তির নিকটে এমত দ্রব্য পাওয়া গেলে এবং ঐ দ্রব্য সম্বন্ধে সে কোন অপরাধ করিয়াছে এরূপ যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহ থাকিলে তাহাকে।

পঞ্চম।—কোন ব্যক্তি পোলীসের কর্মচারির কর্তব্যকর্ম করণ সময়ে তাহার বাধা জন্মাইলে কিম্বা আইনমত হেতুজাত হইতে পলাইলে কি পলাইবার উদ্যোগ করিলে, তাহাকে।

ষষ্ঠ।—শ্রীশ্রীমতী মহারানীর পল্টন হইতে কিম্বা যুদ্ধ জাহাজ হইতে পলাতক বলিয়া অথবা শ্রীশ্রীমতী মহারানীর ভারতবর্ষীয় মেরিন সর্বিসের লোক বলিয়া এবং ঐ সর্বিস হইতে বেআইনীমতে অনুপস্থিত আছে বলিয়া যে ব্যক্তির বিষয়ে যুক্তিমত সংশয় থাকে তাহাকে। এবং

সপ্তম।—যে কার্য রুটিষ ভারতবর্ষের ভিতর করা হইলে অপরাধ বলিয়া দণ্ডনীয় হইত সে কার্য রুটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে কোন স্থানে কৃত হওয়ার স্থলে যে ব্যক্তি তাহাতে লিপ্ত হইয়াছে কিম্বা যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এরূপ যুক্তিযুক্ত অভিযোগ করা হইয়াছে বা বিশ্বাসজনক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে বা যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহ আছে যে সে সেই কার্যে লিপ্ত ছিল এবং যে ব্যক্তিকে তদ্ব্যন্য অপরাধীদিগকে স্ব স্ব দেশে প্রেরণ করা বিষয়ক কোন আইনানুসারে কিম্বা পলাতক অপরাধী বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনানুসারে কিম্বা অন্য কোন রকমে রুটিষ ভারতবর্ষের ভিতর ধৃত করা বা হাজতে রাখা যাইতে পারে তাহাকে।

অষ্টম।—যে কোন ব্যক্তি ৫৬৫ ধারার অর্থনির্দেশমত পোলীসের তত্ত্বাবধানের সর্ব ভঙ্গ করে তাহাকে।

(২) এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্তে।

(৩) ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করণ সম্বন্ধে এই আইনের বিধান স্থানীয় গবর্নমেন্ট যেরূপ পরিবর্তন বিহিত বোধ

করেন সেইরূপ পরিবর্তন সহিত প্রায় পোলীসের লোক বা চৌকীদার সহজে খাটিবে, স্থানীয় প্রধানমেন্ট এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন।

৫৫ ধারা। (১) পোলীস থানার অধ্যক্ষ এরূপে এই ব্যক্তিদিগকে ধরিতে কি ধরাইতে পারিবেন।

(ক) যদি উক্ত থানার সীমার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে এরূপ অবস্থায় আত্ম গোপন করিবার যত্ন করিতে দেখা যায় বাহাতে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে সে ধর্ভব্য অপরাধ করিবার অভিপ্রায়েই তক্রপ যত্ন করিতেছে; কিম্বা

(খ) উক্ত থানার সীমার মধ্যে যে ব্যক্তির দিন-পাতের স্পষ্ট সঙ্গতি না থাকে কিম্বা যে ব্যক্তি হুস্বোধমতে আপনার হস্তান্ত জানাইতে না পারে; কিম্বা

(গ) যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ রীতিমত মহত্ব কি দোষ-ভাবে পরগৃহ প্রবেশকারী কি চোর হয়, কিম্বা চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গ্রহণ করা যে ব্যক্তির অভ্যাস আছে, কিম্বা যে ব্যক্তি নিয়ত বলপূর্বক অপহরণ করে কিম্বা অপহরণ করণার্থে নিয়ত স্থানির স্তম্ব দেখায় বা দেখাইবার চেষ্টা করে বলিয়া প্রসিদ্ধ।

(২) এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ডে।

৫৬ ধারা। (১) আইনমতে যে ব্যক্তিকে ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করা যাইতে পারে পোলীস থানার অধ্যক্ষ আপনার অমুপস্থিতিতে সেই ব্যক্তিকে ওয়ারেন্ট বিনা ধরিবার জন্য আপনার অধীন কোন কর্মচারিককে আজ্ঞা করিলে, তাহাকে আজ্ঞাপত্র দিবেন।
যে অপরাধের নিমিত্ত যে ব্যক্তিকে ধরিতে হইবে আজ্ঞাপত্রে এই কথার নিদ্বিষ্ট থাকিবে।

(২) এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ডে।

৫৭ ধারা। (১) যে অপরাধ অধর্ভব্য কোন ব্যক্তি এমত অপরাধ পোলীস কর্মচারির সম্মুখে করিলে কি করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইলে ও সেই ব্যক্তি এই কর্মচারির আদেশমতে আপনার নাম ও বাসস্থান জানাইতে স্বীকার না করিলে কিম্বা যে নাম ও বাসস্থান জানায় তাহা এই কর্মচারির মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে এই কর্মচারী সেই ব্যক্তির নাম বা বাসস্থান নিশ্চিতমতে জানিবার নিমিত্ত তাহাকে ধৃত করিতে পারিবেন।

(২) এই ব্যক্তির প্রকৃত নাম ও বাসস্থান নিশ্চিত মতে জানা গেলে যদি সে আদেশ হইলেই কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অধিবাসী এক কি একাধিক ঠিক ও উপযুক্ত জামিনদারের সহিত নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেয় তাহা হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে।

(৩) ধৃত করিবার সময় হইতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার প্রকৃত নাম ও বাসস্থান নিশ্চিতমতে জানা না গেলে, কিম্বা সে এই নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে বা জামিনদার দিতে অপারগ হইলে, তাহাকে বিচারার্থিকার-বিশিষ্ট সর্বাধিক নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকট অবিলম্বে পাঠাইতে হইবে।

৫৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন হইয়া সেই ব্যক্তিকে ওয়ারেন্ট বিনা ধরিবার নিমিত্ত পোলীসের কর্মচারী সেই ব্যক্তির পক্ষাৎ ব্রিটিশ ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে যাইতে পারিবেন।

৫৯ ধারা। (১) ধর্ভব্য যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না কোন সামান্য ব্যক্তি আপনার দৃষ্টিগোচরে কোন ব্যক্তিকে তক্রপ অপরাধ করিতে দেখিলে তাহাকে কিম্বা অপরাধী বলিয়া যাহার নাম ঘোষণা হইয়াছে তাহাকে ধরিতে পারিবেন।

এবং অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া তক্রপ ধৃত ব্যক্তিকে পোলীসের কর্মচারির হাতে সমর্পণ করিবেন। পোলীসের কর্মকারক না থাকিলে তাহাকে নিকটস্থ পোলীস থানায় লইয়া যাইবেন।

(২) এই ব্যক্তি ৫৪ ধারার বিধানের মধ্যে আইসে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ না থাকিলে, পোলীস কর্মচারী তাহাকে পুনর্বার ধরিবেন।

(৩) এই ব্যক্তি অধর্ভব্য অপরাধ করিয়াছে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, এবং পোলীস কর্মচারির আদেশমতে সে নাম ও ধাম জানাইতে স্বীকার করিলে কিম্বা যে নাম ও ধাম জানায় উক্ত কর্মচারী তাহা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, ৫৭ ধারার বিধানমতে তাহাকে লইয়া কার্য করিবেন। সে কোন অপরাধ করিয়াছে এরূপ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ না থাকিলে, তাহাকে অর্গোণে মুক্ত করিতে হইবে।

৬০ ধারা। পোলীসের কর্মচারী ওয়ারেন্ট বিনা কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিলে এই মোকদ্দমায় যে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা থাকে অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া এবং জামিন বিষয়ে এই আইনের বিধান মানিয়া তাহার নিকটে কিম্বা

পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকটে এই ধৃত ব্যক্তিকে লইয়া যাইবেন কি পাঠাইবেন।

৬১ ধারা। (১) মোকদ্দমার তাবদ্ব্যাপার বিবেচনায়

ধৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার
অধিক অধিক কারাবাদ না
রাখিবাব কথা।

ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত ব্যক্তিকে
যুক্তিমতে যত কাল আটক
করিয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত পোলী-
সের কোন কর্মচারী তাহা তদ-

ধিক কাল আটক করিয়া রাখিবেন না এবং ১৬৭
ধারামতে কোন মাজিস্ট্রেটের বিশেষ আজ্ঞা না থাকিলে
তাহাকে চব্বিশ ঘণ্টার অধিক কাল রাখিবেন না।
তাহাকে যে স্থানে গ্রেপ্তার করা গেল সেই স্থান হইতে
মাজিস্ট্রেটের আদালতে পহঁছিতে যত সময় লাগে এই
চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেই সময় ধরিতে হইবে না।

(২) ১৮৬১ সালের ৫ আইনমতে রোলভুক্ত
পোলীসের কর্মচারী কর্তৃক যে আটক রাখা হয় কেবল
তাহারই সহিত এই ধারার বিধানের সম্বন্ধ।

৬২ ধারা। পোলীস থানার কোন অধ্যক্ষের ক্ষমতা-
ধীন স্থানে কোন ব্যক্তিকে

ধৃত করণ বিষয়ে পোলী-
সের রিপোর্ট করিবার কথা।

ওয়ারেন্ট বিনা ধরা গেল
ও তাহার হাজিরজমিন দিবার

অনুমতি হইউক আর নাই হইউক এই কর্মচারী জিলার
মাজিস্ট্রেটের নিকটে কিম্বা তাহার আদেশমতে মহ-
কুমার মাজিস্ট্রেটের নিকটে এই কথা রিপোর্ট
করিবেন।

৬৩ ধারা। পোলীসের কর্মচারী কর্তৃক যে ব্যক্তি
ধৃত হইয়াছে নিজে মুচলক।

ধৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া
দিবার কথা।

কি জামিন না দিলে কিম্বা
মাজিস্ট্রেটের বিশেষ আজ্ঞা না

হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না।

৬৪ ধারা। মাজিস্ট্রেটের দৃষ্টিগোচরে তাহার

মাজিস্ট্রেটের দৃষ্টিগো-
চরে যে অপরাধ করা যায়
তাহার কথা।

বিচারাধীন স্থানের মধ্যে কোন
অপরাধ করা গেল তিনি

আপনি অপরাধীকে ধরিতে
কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রতি
অপরাধীকে ধরিবার আজ্ঞা দিতে, এবং জামিন সম্বন্ধে
এই আইনের বিধান মানিয়া তাহাকে প্রহরির জিম্মায়
সমর্পণ করিতে পারিবেন।

৬৫ ধারা। কোন মাজিস্ট্রেট যৎকালে যে অবস্থায়
যে ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারেন্ট

মাজিস্ট্রেটের দ্বারা বা
সাক্ষাতে ধরিবার কথা।

দিতে ক্ষমতাপন্ন হন, তৎ-
কালে ও সেই অবস্থায় তিনি

আপন বিচারাধীন স্থানের মধ্যে সেই ব্যক্তিকে ধরিতে
বা আপনার সাক্ষাতে ধরিবার আজ্ঞা দিতে পারি-
বেন।

৬৬ ধারা। আইনমত হেফাজত হইতে কোন

পলাইলে পলাইলে
গাইবার ও পুনর্বার ধরিতে
পারিবার কথা।

ব্যক্তি পলাইলে কি তাহাকে
ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, তাহা

ব্যক্তির হেফাজত হইতে সে
পলায় কি তাহাকে ছাড়িয়া

দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি তৎকালে তাহার পক্ষাৎ
যাইয়া রুটিষ ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে তাহাকে পুন-
রবার ধরিতে পারিবেন।

৬৭ ধারা। যে ব্যক্তি ৬৬ ধারামতে ধৃত করেন

৬৬ ধারামত ধৃতকরণের
প্রতি ৪৭ ও ৪৮ ও ৪৯
ধারার বিধান বর্জিত কথা।

তিনি ওয়ারেন্টক্রমে কার্য না

করিলেও ধৃত করিবার ক্ষমতা-

পন্ন পোলীস কর্মচারী না

হইলেও এই ধৃত করণ কার্যের

প্রতি ৪৭ ও ৪৮ ও ৪৯ ধারার বিধান বর্জিতবে।

৬ ষষ্ঠ অধ্যায়।

উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

ক।—সমনের বিধি।

৬৮ ধারা। (১) এই আইনমতে কোন আদালত যে
সমন দেন তাহা দুই কেতা

করিয়া লিখিয়া দেওয়া যাইবে
ও তাহাতে উক্ত আদালতের আধিপত্যকারী কর্তৃপক্ষের
কিম্বা হাই কোর্ট সময়ে সময়ে বিধিক্রমে যত্রপ আদেশ
করেন তত্রপ অন্য কর্মচারির স্বাক্ষর ও মোহর থাকিবে।

(২) পোলীসের কর্মচারী দ্বারা সমনজারী হইবে,

সমন যে জারী করিবে
তাহার কথা।

কিম্বা স্থানীয় গবর্নমেন্ট এত-

দর্থে যে বিধি নির্দেশ করেন

সেই বিধির নিয়মার্থীনে, যে

আদালত সমন দেন সেই আদালতের কর্মচারী দ্বারা
কিম্বা অপর রাজকীয় কার্যকারকের দ্বারা সমন জারী
করা যাইবে।

(৩) এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের
পোলীসের প্রতি বর্জিতবে।

৬৯ ধারা। (১) যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া

সমন কিরণে জারী করা
যাইবে তাহার কথা।

যায় সাধ্য হইলে এই সমনের

এক কেতা নিজ তাহাকে দিয়া

কি দিতে চাহিয়া তাহার উপর

জারী করা যাইবে।

(২) যে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তত্রপে সমন জারী

সমনের বসীদে স্বাক্ষর
করিবার কথা।

করা যায়, জারীকারক কর্মচারী

আদেশ করিলে তিনি তাহার

বসীদ অন্য কেতার পৃষ্ঠে

স্বাক্ষর করিয়া দিবেন।

(৩) কোন কর্পোরেট করা কোম্পানি বা কোন

কর্পোরেট সমাজের নামে সমন জারী করিতে হইলে

তাহা এই কর্পোরেশনের সেক্রেটারী, স্থানীয় কার্য-

নির্বাহক কি অপর প্রধান কর্মচারির উপর জারী

করিয়া কিম্বা রুটিষ ভারতবর্ষে এই কর্পোরেশনের

প্রধান কর্মচারির ঠিকানায় ডাকযোগে রেজিষ্টারী করা

পত্র দিয়া জারী করা যাইতে পারিবে। এইরূপ হলে

ডাকের সংধারণ কার্যরীতি অনুসারে যখন এই পত্র পছন্দ হইবে তখনই উক্ত সমন জারী হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে।

৭০ ধারা। যাহার নামে সমন দেওয়া যায় যথাযোগ্য যত্ন করিয়া তাঁহাকে পাওয়া না গেলে, তাঁহার পরিবারের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত যে পুরুষ কিম্বা রাজধানী নগর হইলে যে চাকর তাঁহার সঙ্গে বাস করে তাহার নিকট এই সমনের এক কেরা তাঁহাকে দিবার নিমিত্ত রাখিয়া দিয়া তাহা জারী করা যাইতে পারিবে। এবং তদ্রূপে যে ব্যক্তির নিকটে এই সমন রাখিয়া দেওয়া যায় জারীকারক কর্মচারী আদেশ করিলে, সেই ব্যক্তি অন্য কেতার পৃষ্ঠে উহার রসীদ স্বাক্ষর করিয়া দিবেন।

৭১ ধারা। যথাযোগ্য যত্ন করিয়াও ৬৯ ও ৭০ ধারার উল্লিখিত প্রকারে জারী করিতে পাওয়া না গেলে যাহার নামে সমন দেওয়া যায় তিনি সচরাচর যে গৃহে বা বাটীতে বাস করেন সেই গৃহের বা বাটীর কোন প্রকাশ্য স্থানে জারীকারক কর্মচারী সমনের এক কেরা লাগাইয়া দিবেন; এবং তাহা করিলে, এই সমন যথাযোগ্যরূপে জারী করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

৭২ ধারা। (১) যে ব্যক্তিকে সমন করা যায় তিনি যদি গবর্নমেন্টের কিম্বা কোন রেলওয়ে কোম্পানির চলিত কর্মে নিযুক্ত থাকেন, তবে যে কার্যালয়ে তিনি কর্ম করেন এই সমন প্রচারক আদালত সামান্যতঃ সেই কার্যালয়ের প্রধান কর্মচারির নিকট এই সমনের দুই কেরা পাঠাইবেন। তাহা হইলে যাহার নামে সমন হইয়াছে এই প্রধান কর্মচারী তাঁহার উপর তাহা ৬৯ ধারার বিহিত প্রকারে জারী করাইবেন এবং এই ধারার আদেশমত পৃষ্ঠলিপি সহিত তাহাতে নিজে স্বাক্ষর করিয়া আদালতে কিরাইয়া দিবেন।

(২) এরূপ স্বাক্ষরই আপাত দৃষ্টিতে এই সমন যথারীতি জারী হইবার প্রমাণ হইবে।

৭৩ ধারা। কোন আদালত যে সমন দেন তাহা তাঁহার বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত কোন স্থানে জারী করিতে অভিলাষী হইলে, যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যে স্থানে বাস করে কিম্বা থাকে আদালত তথায় তাহার উপর জারী করিবার নিমিত্ত সামান্যতঃ এই স্থানের কোন মাজিস্ট্রেটের নিকট এই সমনের দোকর লিপি পাঠাইবেন।

৭৪ ধারা। (১) কোন আদালত যে সমন দেন তাহা

তদ্রূপ স্থলেও যে ব্যক্তি সমন জারী করেন তিনি উপস্থিত না থাকিলে সমন জারী হইবার প্রমাণের কথা।

সেই আদালতের বিচারাধীন

স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী

করা গেলে ও যে স্থলে যে কর্ম-

চারী কোন সমন জারী করেন

তিনি নালিশ শুনিবার সময়ে

উপস্থিত না হইলে, সেই স্থলে, এই সমন জারী হইয়াছে এই মর্মে আফিডেবিট কোন মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে করা গিয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হইলে তাহা এবং যে ব্যক্তিকে সমন দেওয়া কি দিতে চাহা যায়, কিম্বা যাহার নিকট তাহা রাখিয়া আসা যায় ৬৯ বা ৭০ ধারার বিধানমতে এই সমনের দোকরলিপি তাহার পৃষ্ঠলিপি সংযুক্ত হইয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হইলে এই দোকর লিপি প্রমাণ মধ্যে গৃহীত হইতে পারিবে; এবং যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না পাওয়া যায় তাহাতে যাহা লিখিত থাকে যথার্থ বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(১) এই ধারার উল্লিখিত আফিডেবিট এই সমনপত্রের দোকর লিপিতে সংযুক্ত করিয়া আদালতের নিকট কিরিয়া পাঠান হইতে পারিবে।

খ।—ধৃত করিবার ওয়ারন্ট বিষয়ক বিধি।

৭৫ ধারা। (১) এই আইনমতে কোন আদালত যে ওয়ারন্ট দেন তাহা লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও তাহাতে এই আদালতে আধিপত্যকারী কর্তৃপক্ষ কিম্বা মাজিস্ট্রেটদের বেঞ্চ হইলে এই বেঞ্চের কোন মেম্বর স্বাক্ষর করিবেন এবং তাহাতে আদালতের মোহর দেওয়া যাইবে।

(২) তদ্রূপ যে ওয়ারন্ট বাহির হয় তাহা যে আদালত এই ওয়ারন্ট দেন সেই আদালত যত দিন রহিত না করেন, কিম্বা তদনুসারে যত দিন কর্ম সাধন হয়, তত দিন প্রবল থাকিবে।

৭৬ ধারা। (১) কোন আদালত কোন ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারন্ট দিলে, যে কর্মচারির নামে ওয়ারন্ট দেওয়া যায় এই ওয়ারন্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া তাঁহার প্রতি স্বীয় বিবেচনামতে এই আদেশ করিতে

পারিবেন যে উক্ত ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ে ও তৎপরে আদালতের ভিন্নরূপ আজ্ঞা না পাওয়া পর্যন্ত এই আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত জামিনসহ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলে সেই জামিন লইয়া এই ব্যক্তিকে হেফাজত হইতে ছাড়িয়া দিবেন।

(২) (ক) যত জন জামিন দিতে হইবে,

(খ) তাহারা ও যাহাকে ধরিবার জন্য ওয়ারন্ট দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যত টাকা তাহাদের বন্ধ হইবে ও

(গ) আদালতের সম্মুখে যে সময়ে উপস্থিত হইতে হইবে এই সকল কথা এই পৃষ্ঠ-লিপিতে লেখা যাইবে।

(৩) এই ধারামতে জামিন লওয়া গেলে, যে কর্মচারির নামে ওয়ারেন্ট দেওয়া যায় তিনি উক্ত আদালতের নিকট এই নিবন্ধপত্র পাঠাইয়া দিবেন।

৭৭ ধারা। (১) ধৃত করিবার ওয়ারেন্ট সচরাচর এক কি একাধিক পোলীসের কর্মচারির নামে লিখিয়া দেওয়া যাইবে এবং প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট ওয়ারেন্ট বাহির করিলে তাহা সর্বদাই তদ্রূপে দেওয়া যাইবে। কিন্তু তরায় জারী করা আবশ্যিক হইলে ও তৎকালে পোলীসের কর্মচারিকে পাঠান যাইতে না পারিলে অন্য যে আদালত তাহা প্রচর করেন সেই আদালত অন্য কোন ব্যক্তির কি ব্যক্তিগণের নামে তাহা লিখিয়া দিতে পারিবেন, এবং উক্ত ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ তাহা সাধন করিবেন।

(২) ওয়ারেন্ট অনেক কর্মচারির কি ব্যক্তির নামে লিখিয়া দেওয়া গেলে তাঁহাদের সকলের কি তাঁহাদের কোন এক কি অধিক জনের দ্বারা এই ওয়ারেন্ট জারী হইতে পারিবে।

৭৮ ধারা। (১) কোন পলাতক বন্দীকে কিম্বা যে অপরাধীর বিষয়ে ঘোষণাপত্র প্রচার হইয়াছে তাহাকে কিম্বা যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে না কোন ব্যক্তির নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হইলে তাহাকে ধরিবার নানা উদ্যোগ হইলেও ধরা যাইতে না পারিলে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট আপন জিলার বা মহকুমার অন্তর্গত কোন ভূম্যধিকারী কি ভূমির ইজারদারের কি কার্য-ধ্যক্ষের নামে তাহাকে ধরিবার ওয়ারেন্ট লিখিয়া দিতে পারিবেন।

(২) এই ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কি কার্যধ্যক্ষ সেই ওয়ারেন্ট পাঠিবার রসিদ লিখিয়া দিবেন ও যে ব্যক্তিকে ধরিবার নিমিত্ত তাহা বাহির হয় সেই ব্যক্তি তাঁহার মহালে কি ইজারায় কি তাঁহার তত্ত্বাধীন ভূমিতে থাকিলে কি আইলে সেই ওয়ারেন্ট জারী করিবেন।

(৩) এই ওয়ারেন্ট যে ব্যক্তির নামে বাহির হয় তাহাকে ধরা গেলে ওয়ারেন্ট সহিত তাহাকে পোলীসের নিকটস্থ কর্মচারির হস্তে সমর্পণ করা যাইবে আর ৭৬ ধারামতে হাজির জামিন লওয়া না গেলে পোলীসের সেই কর্মচারী মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিস্ট্রেটের নিকট এই ব্যক্তিকে চালান করিবেন।

৭৯ ধারা। পোলীসের কোন কর্মচারির নামে ওয়ারেন্ট লিখিয়া দেওয়া গেলে পোলীসের কর্মচারিকে যে ওয়ারেন্ট দেওয়া যায় তাহার কথা।

৮০ ধারা। পোলীসের কর্মচারী কি অন্য যে ব্যক্তি ধৃত করিবার ওয়ারেন্ট জারী করেন, যাহাকে ধরিতে হইবে তাহার নিকটে তিনি এই ওয়ারেন্টের মর্গ জানাইবেন ও সেই ওয়ারেন্ট দেখাইতে বলিলে দেখাইবেন।

৮১ ধারা। পোলীসের যে কর্মচারী কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি ওয়ারেন্ট জারী করেন আইনের আদেশমতে এই ধৃত ব্যক্তিকে যে আদালতের সম্মুখে তাঁহার উপস্থিত করা হইতে হইবে জামিন সহজে ৭৬ ধারার বিধান মানিয়া অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া তিনি তাহাকে সেই আদালতের সম্মুখে আনিবেন।

৮২ ধারা। ধৃত করিবার ওয়ারেন্ট রুটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোন স্থানে জারী করা যাইতে পারিবে।

৮৩ ধারা। (১) যে আদালত ওয়ারেন্ট দেন সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে তাহা জারী করিতে হইলে, উক্ত আদালত এই ওয়ারেন্ট পোলীসের কোন কর্মচারিকে না দিয়া যে মাজিস্ট্রেটের কি পোলীসের কমিশনার বা ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবের বিচারাধীন স্থানে তাহা জারী করিতে হইবে তাঁহার নিকটে ডাকযোগে কি অন্যরূপে তাহা পাঠাইয়া দিতে পারিবেন।

(২) যে মাজিস্ট্রেট কি কমিশনার কি ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবের নিকট উক্ত ওয়ারেন্ট তদ্রূপে পাঠান যায়, তিনি তাহার পৃষ্ঠে আপন নাম লিখিয়া দিয়া সাধ্য হইলে আপন বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তাহা ইহার পূর্বে সে প্রকারের বিধান হইল সেই প্রকারে জারী করাইবেন।

(৩) এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ডে।

৮৪ ধারা (১) যে আদালত ওয়ারেন্ট দেন সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করিবার নিমিত্ত পোলীসের কোন কর্মচারিকে তাহা দেওয়া গেলে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে জারী করিতে হইবে। উক্ত কর্মচারী সামান্যতঃ সেই

মাজিস্ট্রেটের নিকট কিম্বা থানার অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর অন্যান্য পদস্থ পোলীসের কোন কর্মচারীর নিকট পৃষ্ঠলিপি করিয়া দিবার নিমিত্ত তাহা লইয়া যাইবেন।

(২) ঐ মাজিস্ট্রেট কিম্বা পোলীসের ঐ কর্মচারী ওয়ারন্টের পৃষ্ঠে আপন নাম লিখিবেন তাহা হইলে পোলীসের যে কর্মচারিকে ঐ ওয়ারন্ট দেওয়া যায় তাহার পক্ষে ঐ পৃষ্ঠলিপিই সেই সীমার মধ্যে ঐ ওয়ারন্ট জারী করিবার প্রভূত ক্ষমতা হইবে, ও আদিষ্ট হইলে ঐ ওয়ারন্ট জারী করণকার্যে ওস্থানের পোলীস ঐ কর্মচারীর সহকারিতা করিবেন।

(৩) ওয়ারন্ট যে মাজিস্ট্রেটের কিম্বা পোলীসের কর্মচারীর বিচারাধীন স্থানের মধ্যে জারী করিতে হইবে তাহার পৃষ্ঠলিপি করাইতে হইলে বিলম্ব সম্ভাবনা হেতু ঐ ওয়ারন্ট জারী করিতে পারা যাইবে না এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, পোলীসের যে কর্মচারিকে ওয়ারন্ট দেওয়া যায় তিনি উক্ত প্রকারের পৃষ্ঠলিপি ব্যতীত যে আদালত ওয়ারন্ট দিলেন সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত কোন স্থানে তাহা জারী করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ডে।

৮৫ ধারা। (১) ধরিবার ওয়ারন্ট যে জিলায় বাহির

যাহার নামে ওয়ারন্ট বাহির হয় তাহাকে ধরা গেল পরে যাহা কবিতো হইবে তাহা কথ্য।

হয় সেই জিলায় বহির্ভূত স্থানে জারী করা গেলে, যে আদালত ওয়ারন্ট দিলেন সেই আদালত ধরিবার স্থানের বিশ মাইলের মধ্যে না থাকিলে কিম্বা যাহার

বিচারাধীন স্থানে ধৃত করা গেলে সেই মাজিস্ট্রেট কি পোলীসের কমিশনার বা ডিফ্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব অপেক্ষা নিকটে না থাকিলে কিম্বা ৭৬ ধারামতে হাজিরজামিন না লওয়া গেলে উক্ত মাজিস্ট্রেট কি কমিশনার বা ডিফ্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবের নিকট ধৃত ব্যক্তিকে আনিতে হইবে।

(২) এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ডে।

৮৬ ধারা। (১) যে আদালত ওয়ারন্ট দেন ঐ ধৃত

ব্যক্তিকে যে মাজিস্ট্রেটের নিকট আনা যায় তাহার কবিতো হইবে কথ্য।

ব্যক্তি সেই আদালতের লক্ষিত বোধ হইলে পূর্বোক্ত মাজিস্ট্রেট কি কমিশনার কি ডিফ্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব তাহাকে

পেয়াদার জিন্মায় দিয়া উক্ত আদালতে পাঠাইবার আদেশ করিবেন।

কিন্তু ঐ অপরাধের নিমিত্ত হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে ও ধৃত ব্যক্তি উক্ত মাজিস্ট্রেট বা কমিশনার বা ডিফ্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবের সন্তোষজনক জামিন দিতে চাহিলে, ও প্রস্তুত থাকিলে কিম্বা ৭৬ ধারামতে ওয়ারন্টের পৃষ্ঠে আদেশ লেখা গেলে ও ঐ ব্যক্তি উক্ত আদেশমতে প্রতিভূ দিতে চাহিলে

ও প্রস্তুত থাকিলে, উক্ত মাজিস্ট্রেট কি কমিশনার বা ডিফ্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব জামিন বা স্থল বিশেষে প্রতিভূ লইয়া সেই জামিনী বা প্রতিভূপত্র যে আদালত ওয়ারন্ট দিয়াছেন সেই আদালতে পাঠাইয়া দিবেন।

(২) পোলীসের কোন কর্মচারী ৭৬ ধারামতে যে প্রতিভূ লইতে পারেন এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার কোন বাধা হইল বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

(৩) এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ডে।

গ।—ঘোষণাপত্র ও ক্রোক করণ বিষয়ক বিধি।

৮৭ ধারা। (১) সাক্ষা লইয়াই হউক বা না লইয়াই

হউক, যে ব্যক্তির নামে কোন আদালত ওয়ারন্ট বাহির করিয়াছেন, তাহার উপর

ওয়ারন্ট জারী না হয় এই নিমিত্ত সে পলায়ন করিয়াছে কি গোপনে আছে উক্ত আদালত এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে ঘোষণাপত্র প্রচার করিবেন। তাহাতে সেই ব্যক্তির প্রতি নির্দিষ্ট স্থানে ও ঘোষণাপত্র প্রচারের তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের অম্যন নিরূপিত কোন সময়ে উপস্থিত হইবার আদেশ থাকিবে।

(২) ঐ ঘোষণাপত্র নিম্নলিখিতমতে প্রচার করা যাইবে।

(ক) উক্ত ব্যক্তি সচরাচর যে নগরে কি গ্রামে বাস করিয়া থাকে ঐ ঘোষণাপত্র সেই নগরের কি গ্রামের কোন প্রকাশ স্থানে প্রকাশ্যরূপে পাঠ করা যাইবে।

(খ) সে ব্যক্তি সচরাচর যে গৃহে বা বসতবাটীতে থাকে তাহার কিম্বা ঐ নগরের কি গ্রামের কোন প্রকাশ স্থানে ঐ পত্র লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, ও

(গ) সেই ঘোষণাপত্রের প্রতিলিপি আদালত ঘরের কোন প্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

(৩) নির্দিষ্ট দিনে নিয়মিতরূপে ঘোষণা করা গিয়াছে ঘোষণাপত্র প্রচারকারী আদালতের এই মর্মে লিখিত উক্তি এই ধারার আদেশ পালন হইবার ও নির্দিষ্ট দিনে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

৮৮ ধারা। (১) আদালত ৮৭ ধারামতে ঘোষণাপত্র

প্রচার করিবার পর উক্ত ঘোষিত ব্যক্তির স্থাবর কি অস্থাবর কি উভয় প্রকারের

কোন সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

(২) যে জিলায় উক্ত আজ্ঞা করা যায় সেই জিলায় মধ্যে উক্ত ব্যক্তির যে সম্পত্তি থাকে ঐ আজ্ঞাক্রমে সেই সম্পত্তি ক্রোক করিবার অনুমতি হইবে; এবং ঐ জিলায় বহির্ভূত যে জিলায় ঐ ব্যক্তির সম্পত্তি থাকে সেই জিলায় মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা রাজধানীর প্রধান

মাজিস্ট্রেট সাহেব ঐ আজ্ঞাপত্র প্ৰতিলিপি লিখিয়া দিলে তাঁহার জিলায় মধ্যে উক্ত ব্যক্তির যে সম্পত্তি থাকে ঐ আজ্ঞাক্রমে সেই সম্পত্তিরও ক্রোক করিবার অনুমতি হইবে,

(৩) যদি ঋণ বা অন্য অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হয় তবে আদালত যেমন উচিত বোধ করেন তদনুসারে,

- (ক) আটক করণ দ্বারা, কিম্বা
- (খ) গ্রাহক নিযুক্ত করণ দ্বারা, কিম্বা
- (গ) ঘোষিত ব্যক্তিকে বা তাঁহার পক্ষে কোন ব্যক্তিকে উক্ত সম্পত্তি সমর্পণ নিষেধমূচক লিখিত আজ্ঞা দ্বারা, কিম্বা
- (ঘ) উপরিলিখিত সমুদয় বা কোন দুইটি উপায় দ্বারা,

এই ধারামতে ক্রোক করা যাইবে।

(৪) যদি স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হয় তাহা গবর্নমেন্টের মালঞ্জারী ভূমি হইলে যে জিলায় ভূমি থাকে সেই জিলায় কালেক্টর সাহেবের দ্বারা এই ধারামতে ক্রোক করা যাইবে, অন্য স্থলে আদালত যেমন উচিত বোধ করেন তদনুসারে

- (৩) দখল করণ দ্বারা, কিম্বা
 - (চ) গ্রাহক নিযুক্ত করণ দ্বারা, কিম্বা
 - (ছ) ঘোষিত ব্যক্তিকে কিম্বা তাঁহার পক্ষীয় কোন ব্যক্তিকে খাজানা দেওয়া বা সম্পত্তি সমর্পণ করা সম্বন্ধে নিষেধমূচক লিখিত আজ্ঞা দ্বারা কিম্বা
 - (জ) এই উপায়ের মধ্যে সমুদয় কি কোন দুইটি দ্বারা,
- এই ধারামতে ক্রোক করা যাইবে।

(৫) যে সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হয় তাহা যদি জীবন্ত পশু পক্ষ্যাদি কি নষ্ট হইতে পারে এরূপ সম্পত্তি হয় তাহা হইলে আদালত বিহিত বোধ করিলে তাহা অবিলম্বে বিক্রয় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন এবং এরূপ স্থলে ঐ বিক্রয়োৎপন্ন টাকা আদালতের আজ্ঞার অপেক্ষায় থাকিবে।

(৬) এই ধারামতে যে গ্রাহক নিযুক্ত হন, তাঁহার ক্ষমতা কর্তব্য ও দায় দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-প্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৬ অধ্যায়মতে নিযুক্ত গ্রাহকের ক্ষমতাদির তুল্য হইবে।

(৭) যে ব্যক্তির নামে ঘোষণাপত্র হয় সেই ব্যক্তি ঘোষণাপত্রের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত না হইলে, ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি গবর্নমেন্টের স্বেচ্ছাধীন থাকিবে, কিন্তু ক্রোক করিবার তারিখ অবধি ৬ মাস না গেলে বিক্রয় করা যাইবে না। পরন্তু ঐ সম্পত্তি স্বভাবতঃ আশু ক্ষয়শীল হইলে কিম্বা বিক্রয় করা গেলে স্বামীর লাভ হইবার সম্ভাবনা আদালতের এমত বিবেচনা হইলে আদালত যখন উচিত বোধ করেন তখনই উহা বিক্রয় করাইতে পারিবেন।

(৮) যে সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হয় যদি কোন তৃতীয় ব্যক্তি তাহা কি তাহার কোন অংশ

দাওয়া করেন তাহা হইলে আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৭৮ ধারাক্রমে যে প্রকারের বিধান হইয়াছে সেই প্রকারে দখলের বিষয় অনুসন্ধান ও নিরূপণ করিতে পারিবেন।

৮৯ ধারা। ৮৮ ধারার (৭) প্রকরণমতে যে ব্যক্তির সম্পত্তি গবর্নমেন্টের স্বেচ্ছাধীনে ক্রোককৃত সম্পত্তি কিম্বা আইসে সেই ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি দিবার কথা। ক্রোক হইবার পর দুই বৎসরের মধ্যে স্বেচ্ছাপূর্বক উপস্থিত হইলে কিম্বা যে আদালতের আজ্ঞাক্রমে সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছিল মৃত হইয়া সেই আদালতের সম্মুখে আনীত হইলে, এবং ওয়ারন্ট জারী এড়াইবার জন্যে সে পলায়ন করে নাই ও গোপনে থাকে নাই এবং ঘোষণাপত্রের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত হইতে পারে ঘোষণাপত্র প্রচারের এরূপ নোটিস পায় নাই সেই আদালতের হস্তোদ্যমে এই কথার প্রমাণ করিলে, ঐ সম্পত্তি কিম্বা যদি পূর্বে বিক্রয় হইয়া থাকে তবে বিক্রয়োৎপন্ন নিট টাকা কিম্বা সম্পত্তির অংশমাত্র বিক্রয় হইয়া থাকিলে, বিক্রয়োৎপন্ন নিট টাকা ও অবশিষ্ট সম্পত্তি ক্রোকজনিত সমুদয় ধরচ-তাহা হইতে পরিশোধ করিয়া লইবার পর যাহাকে দেওয়া যাইবে।

ঘ।—পরওয়ানা সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি।

৯০ ধারা। কোন আদালত জুরর বা আসেসর ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত এই আইনক্রমে সমন দিবার ক্ষমতাপন্ন হইলে নিম্নলিখিত স্থলে হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত ওয়ারন্ট দিতে পারিবেন—

(ক) যদি সমন দিবার পূর্বে কিম্বা সমন দিবার পর কিন্তু উক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে, আদালত এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে সে পলায়ন করিয়াছে কিম্বা সমন মান্য করিবে না; কিম্বা

(খ) যদি উক্ত নির্দিষ্ট সময়ে সে উপস্থিত না হয় এবং ইহা প্রমাণ করা যায় যে, সমন যে সময়ে নিয়মিত রূপে জারী করা হয় তাহাতে সে তদনুসারে উপস্থিত হইতে পারিত ও তাহার উপস্থিত না হইবার যুক্তিসঙ্গত কারণ দর্শান না যায়।

৯১ ধারা। কোন আদালতে আধিপত্যকারী কর্তৃপক্ষ যে ব্যক্তিকে উপস্থিত করিবার কি ধরিবার নিমিত্ত সমন কি ওয়ারন্ট দিতে ক্ষমতাপন্ন হন, সেই ব্যক্তি ঐ আদালতে উপস্থিত থাকিলে উক্ত কর্তৃপক্ষ তাহাকে জামিনসহ কি জামিনবিহীন উক্ত আদালতে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

১২ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনমতে গৃহীত নিবন্ধপত্রক্রমে কোন আদালতে উপস্থিত হইতে বন্ধ হইয়া তৎক্রমে উপস্থিত না হইলে, উক্ত আদালতে আধিপত্যকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিবার আদেশ দিয়া ওয়ারেন্ট বাহির করিতে পারিবেন।

১৩ ধারা। এই অধ্যায়ে সমন ও ওয়ারেন্ট এবং সমনের ও ওয়ারেন্টের বাহির করণ ও জারীকরণ ও সাধন সাধারণতঃ সমনের প্রতি ও ধরিবার ও ওয়ারেন্টের প্রতি বর্তিবার কথা।

এই অধ্যায়ে বিধানগুলি সাধারণতঃ সমনের প্রতি ও ধরিবার ও ওয়ারেন্টের প্রতি বর্তিবার কথা।

সম্মুখে যে যে বিধান আছে তৎসমুদয়, যতদূর সম্ভব, এই আইনমত প্রত্যেক সমনের ও প্রত্যেক ধৃত করিবার ওয়ারেন্টের প্রতি বর্তিবে।

৭ সপ্তম অধ্যায়।

দলীল ও অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি বলপূর্বক উপস্থিত করাইবার এবং অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তির সন্ধান দিবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

ক।—উপস্থিত করাইবার সমন বিষয়ক বিধি।

১৪ ধারা। (১) কোন আদালত কিম্বা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের সীমার বাহিঃস্থ দলীল কি অন্য অন্য উপস্থিত করাইবার সমনের কথা।

কোন স্থানে পোলীস থানার অধ্যক্ষ এই আদালত কি কর্মচারির দ্বারা কি তাহার সম্মুখে এই আইনমত কোন অনুসন্ধান কি তদন্ত কি বিচার কি অন্য কার্যের অনুষ্ঠান নিমিত্ত কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করা আবশ্যিক কি বাঞ্ছনীয় বোধ করিলে, এই দলীল কি দ্রব্য যে ব্যক্তির অধিকারে কি ক্ষমতায় আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় এই আদালত তাহার নামে সমন দিয়া কিম্বা এই কর্মচারী লিখিত আজ্ঞা দিয়া তাহাকে এই সমনের বা আজ্ঞার লিখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইয়া বা না হইয়া এই দলীল কি দ্রব্য উপস্থিত করিতে আজ্ঞা করিবেন।

(২) এই ধারামতে যে ব্যক্তির প্রতি কেবল দলীল বা অন্য দ্রব্য উপস্থিত করিবার আজ্ঞা হয় তিনি তাহা উপস্থিত করিবার নিমিত্ত স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া এই দলীল বা দ্রব্য উপস্থিত করাইলেই আদেশ পালন করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৩) এই ধারার কোন কথাক্রমে ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ১২৩ ও ১২৪ ধারার কোন ব্যতিক্রম হইল বলিয়া, কিম্বা ডাক কি টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্তৃপক্ষের হস্তে যে পত্র কি পোস্ট কার্ড কি তাড়িত বার্তা কি অন্য দলীল বা দ্রব্য থাকে, তৎপ্রতি এই ধারার কোন কথা বর্তিল বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

১৫ ধারা। (১) ডাক কি টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্তৃপক্ষের হস্তে যে দলীল কি পত্র ও তাড়িত বার্তা কি অন্য দ্রব্য থাকে জিলার মাজিস্ট্রেট কি প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি হাই কোর্ট কি সেশন আদালতের হস্তে এই আইনমত কোন অনুসন্ধান কিম্বা তদন্ত কি বিচার কি অন্য কার্যের অনুষ্ঠান নিমিত্ত তাহার প্রয়োজন হইলে উক্ত মাজিস্ট্রেট কি আদালত উক্ত দলীল কি পুলিছা কি দ্রব্য এই মাজিস্ট্রেট কি আদালতের আদেশমত ব্যক্তিকে দিবার জন্য উক্ত ডাক কি স্থলভেদে টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্তৃপক্ষের প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২) তদ্রূপ কোন কার্যের জন্য তদ্রূপ কোন দলীলের কি পুলিছার কি দ্রব্যের প্রয়োজন আছে অন্য কোন মাজিস্ট্রেট কিম্বা কোন পুলিসের কমিশনার কিম্বা পোল সের ডিফ্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবের এরূপ মত হইলে তিনি ডাক বা স্থলভেদে টেলিগ্রাফ বিভাগের প্রতি উক্ত জিলার মাজিস্ট্রেট কি প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট সাহেবের কি আদালতের আজ্ঞা পাঠিবার অপেক্ষায় এই দলীলের সন্ধান লইয়া তাহা আটক করিয়া রাখিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

খ।—তলাশী পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

১৬ ধারা। (১) যে ব্যক্তির প্রতি ১৪ ধারামতে সমন কি আজ্ঞাপত্র কি ১৫ ধারার (১) প্রকরণমত আদেশ দেওয়া গিয়াছে কি দেওয়া যাইতে পারিত সে এই সমন প্রভৃতির আদেশমতে দলীল কি অন্য দ্রব্য আনিয়া দেখাইবে না কি দেখাইতে না কোন আদালতের এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে

কিম্বা উক্ত দলীল কি অন্য দ্রব্য তাহার অধিকারে আছে, এই আদালতের জানা না থাকিলে,

কিম্বা সাধারণমতে অনুেষণ করিলে কিম্বা দেখিলে এই আইনমত তদন্তের কি বিচারের কি অন্য কার্য-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, এই আদালত এরূপ বিবেচনা করিলে,

তলাশী পরওয়ানা দিতে পারিবেন; এবং যে ব্যক্তির প্রতি এই পরওয়ানামতে কর্ম করিবার ভার অর্পিত হয়, তিনি তদন্তসারে ও পশ্চালিখিত বিধান অনুসারে অনুেষণ করিতে বা দেখিয়া লইতে পারিবেন।

(২) যে দলীল কি পুলিছা কি অন্য দ্রব্য ডাক ঘরের কি টেলিগ্রাফের কর্তৃপক্ষের জিম্মায় থাকে জিলার মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা কোন মাজিস্ট্রেট এই ধারার কোন কথার বলে সেই দলীলের কি পুলিছার কি অন্য দ্রব্যের তলাশী পরওয়ানা দিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন না।

১৭ ধারা। যে স্থান কিম্বা তাহার যে অংশ ভিন্ন অন্য স্থানে খুঁজিয়া কি দেখিয়া লইতে হইবে না, আদালত বিহিত বোধ করিলে সেই পর-ওয়ানায় সেই স্থানটি নির্দিষ্ট করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যে ব্যক্তির প্রতি ঐ পরওয়ানামতে কায্য করিবার ভার অর্পিত হয় তিনি তদ্রূপ নির্দিষ্ট স্থান কি তদংশ ভিন্ন অন্য স্থানে খুঁজিবেন কি দেখিবেন না।

২৮ ধারা। (১) কোন স্থান চোরা দ্রব্য রাখিবার কি বিক্রয় করিবার স্থান স্বরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে,

কিছা জ্বাল করা দলীল, কিছা কৃত্রিম মোহর, কিছা কৃত্রিম ইফটাম্প বা মুদ্রা, কিছা মুদ্রা বা ইফটাম্প কৃত্রিম করিবার কি জ্বাল করিবার যন্ত্র কি সরঞ্জাম রাখিবার কি বিক্রয় কি প্রস্তুত করিবার স্থানস্বরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে,

কিছা কোন জ্বাল করা দলীল কি কৃত্রিম মোহর কিছা কৃত্রিম ইফটাম্প কি কৃত্রিম মুদ্রা কিছা মুদ্রা কি ইফটাম্প কৃত্রিম করিবার কি জ্বাল করিবার যন্ত্র কি সরঞ্জাম, কোন স্থানে রাখা গিয়া কি গচ্ছিত হইয়া থাকে,

জিলার মাজিস্ট্রেট কি মহকুমার মাজিস্ট্রেট কি প্রেসি-ডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিস্ট্রেট সন্ধান পাইয়া ও যে অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যিক বোধ করেন তাহা লইয়া ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে,

তিনি পোলীসের বনফোর্সের উচ্চ শ্রেণীর কোন কর্মকারককে পরওয়ানা দিয়া,

(ক) তাঁহাকে প্রয়োজনমত সহকারী লোক লইয়া উক্ত কোন স্থানে প্রবেশ করিবার, এবং

(খ) পরওয়ানার নির্দিষ্টমতে তন্মধ্যে অনুসন্ধান করিবার, ও

(গ) যে দ্রব্য কি দলীল কি মোহর কি ইফটাম্প কি মুদ্রা পাওয়া যায়, যুক্তিসিদ্ধমতে তাহা চোরা কি অন্যায়মতে প্রাপ্ত কি জ্বাল কি কৃত্রিম কি কুট জ্ঞান করিলে তাহা, এবং পরোক্ষ যন্ত্র ও সরঞ্জাম স্বীয় অধিকারে লইবার, ও

(ঘ) ঐ দ্রব্য কি দলীল কি মোহর কি ইফটাম্প কি মুদ্রা কি মস্তাদি কি সরঞ্জাম কোন মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে চালান করিবার কিছা অপরাধকে যতকাল কোন মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে আনা না যায় ততকাল ঐ স্থানে ঐ দ্রব্যাদির উপর চৌকী রাখিবার কিছা তাহা লইয়া কোন নির্দিষ্ট স্থানে রাখিবার, এবং

(ঙ) ঐ দ্রব্য চোরা কি অন্য প্রকারে অন্যায়মতে পাওয়া গিয়াছে; কিছা উক্ত দলীল

কি মোহর কি ইফটাম্প কি মুদ্রা কি যন্ত্র কি সরঞ্জাম জ্বাল করা কি কুট করা কি কৃত্রিম, কিছা মুদ্রা কি ইফটাম্প কৃত্রিম করিবার কি জ্বাল করিবার জন্যে ঐ যন্ত্রের কি দ্রব্যের ব্যবহার হইয়াছে বা ব্যবহার করিবার কল্পনা আছে, যে ব্যক্তি ইহা জানে কিছা তাহার এমত জানিবার যুক্তিসিদ্ধত কারণ থাকে ও যাহাকে উক্ত কোন দ্রব্য কি দলীল কি মোহর কি ইফটাম্প কি মুদ্রা কি যন্ত্র কি সরঞ্জাম গচ্ছিত করিয়া রাখিবার কি বিক্রয় করিবার কি গড়াইবার কি রাখিবার সহজ্ঞানী বলিয়া বোধ হয়, এমত যেৎ ব্যক্তিকে সেই স্থানে পান সেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধরিয়া রাখিবার ও মাজিস্ট্রেটের নিকট চালান করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

(২) (ক) কৃত্রিম মুদ্রা সম্বন্ধীয়,

(খ) কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ হয় এমন মুদ্রা সম্বন্ধীয় এবং

(গ) মুদ্রা কৃত্রিম করিবার যন্ত্র বা উপকরণ সম্বন্ধীয় —

এই ধারার বিধান যতদূর খাটান যাইতে পারে ততদূর যথাক্রমে—

(ক) যে সকল ধাতুখণ্ড ধাতব নিদর্শন বিষয়ক ১৮৮৯ সালের আইন উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রস্তুত করা হয় কিছা নাযু দ্বিক কক্ষম বিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইনের ১৯ ধারামুসারে যখন যে বিজ্ঞাপন প্রবল থাকে তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া ব্রিটিশ ভারতবর্ষে আনা হয় তৎসম্বন্ধে খাটিবে।

(খ) যে সকল ধাতুখণ্ড ঐরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে বা ঐরূপে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে আনা হইয়াছে বা ঐ আইনদ্বয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত আইন লঙ্ঘন করিয়া প্রচার করা অভিপ্রেত বলিয়া সন্দেহ করা যায় তৎসম্বন্ধে খাটিবে। এবং

(গ) ঐ আইন লঙ্ঘন করিয়া ধাতুখণ্ড প্রস্তুত করিবার যন্ত্র বা উপকরণ সম্বন্ধে খাটিবে।

২৯ ধারা। যে আদালত তলাশী পরওয়ানা দেন

এলাকায় বাহিরে তলাশ ক্রমে কোন দ্রব্য পাওয়া গেলে তাহা লইয়া কার্য করিবার কথা।

সেই আদালতের এলাকায়

বহির্ভূত স্থানে তাহা জারী

করিবার সময়ে, যে য দ্রব্যের

অনুসন্ধান হয় তন্মধ্যে কোন

দ্রব্য পাওয়া গেলে, ঐ সকল

দ্রব্য ও পশ্চাৎ বিধানমতে প্রস্তুত ঐ সকল দ্রব্যের ক্ষমত ওয়ারন্টদাতা আদালতের নিকটে অর্গোনে লইয়া

যাইতে হইবে; কিন্তু এই স্থান উক্ত আদালতের অপেক্ষা এই স্থান যে মাজিস্ট্রেটের বিচারাধীন তাহার বেশী নিকট হইলে এই দ্রব্য ও ফর্দ তাহার কাছে অর্গোনে লইয়া যাইতে হইবে; ও বিপরীত আজ্ঞা করিবার বিশিষ্ট কারণ না থাকিলে তিনি উক্ত আদালতের নিকটে এই দ্রব্যাদি লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিবেন।

গ।—অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে প্রকাশ করণের বিধি।

১০০ ধারা। যদি কোন প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে যাহাতে অপরাধ হয় এমত অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, তবে তিনি তলাশী পরওয়ানা দিতে পারিবেন এবং যাহার নামে এই পরওয়ানা দেওয়া যায় তিনি এই অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে অন্ত্রাণ করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং এই পরওয়ানা অনুসারে অন্ত্রাণ করা যাইবে ও এই ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে অর্গোনে তাহাকে কোন মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে লইয়া যাইতে হইবে এবং তিনি অবস্থা বিবেচনায় যেরূপ আজ্ঞা করা উচিত বোধ করেন করিবেন।

ঘ।—তলাশ সংক্রান্ত সাধারণ বিধি।

১০১ ধারা। ৯৬ ধারা কি ৯৮ ধারা কি ১০০ ধারামতে যত তলাশী পরওয়ানা দেওয়া যায়, তৎপ্রতি যত দূর সম্ভব ৪৩ ও ৭৫ ও ৭৭ ও ৭৯ ও ৮২ ও ৮৩ ও ৮৪ ধারার বিধান বর্তিবে।

১০২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে স্থান তলাশ করিবার কি দেখিয়া লইবার যোগ্য তাহা বন্ধ থাকিলে, যে কর্মচারী কি অন্য যে ব্যক্তি এই পরওয়ানামতে কার্য্য করিবেন তাহার দাওয়া হইলে ও ওয়ারেন্ট দেখান গেলে এই স্থানবাসী ব্যক্তি কিম্বা তাহা যে ব্যক্তির জিম্মায় থাকে তিনি কর্মচারীকে কি অন্য ব্যক্তিকে অবাধে সেই স্থানে প্রবেশ করিতে দিবেন, ও তথায় তলাশ করিবার যুক্তিমত সর্বপ্রকার সুবিধা করা হইয়া দিবেন।

(২) যদি সেই স্থানে তদ্রূপে প্রবেশ করিতে না পারা যায়, যে কর্মচারী কি অন্য ব্যক্তি ওয়ারেন্ট অর্থাৎ পরওয়ানা জারী করিতেছেন তিনি ৪৮ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

(৩) যে স্থলে এরূপ কোন স্থানে বা স্থানের নিকটে কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে যুক্তিযুক্তরূপে এরূপ সন্দেহ হয় যেসে আপন গায়ে এমন কোন দ্রব্য গোপন করিয়া রাখিয়াছে যাহার জন্য তলাশ করা উচিত সেই স্থলে ৫১ ও ৫২ ধারাক্রমে যে প্রকারের বিধান হইয়াছে সেই প্রকারে সেই ব্যক্তির গাতলাশ করা যাইতে পারিবে।

১০৩ ধারা। (১) যে কর্মচারী কিম্বা অন্য ব্যক্তি তলাশ করিবেন, তিনি এই মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে তলাশ করিবার কথা। অধ্যায়মতে তলাশ করিবার পূর্বে যে স্থানে তলাশ করিতে হইবে তথাকার দুই কি তদধিক জন সম্মান ব্যক্তিকে উপস্থিত হইয়া এই তলাশী কার্য্যের সাক্ষী হইবার নিমিত্তে আহ্বান করিবেন।

(২) তাহাদের সম্মুখে তলাশ করা যাইবে এবং তলাশ কালে যে সকল দ্রব্য ধৃত হয় ও যে স্থানে যে দ্রব্য পাওয়া যায় এই কর্মচারী বা অন্য ব্যক্তি তাহার ফর্দ প্রস্তুত করিবেন এবং এই সাক্ষীরা তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন কিম্বা যাহারা এই ধারামতে তলাশের সাক্ষী থাকেন আদালত তাহাদের নামে বিশেষমতে সমন না দিলে আদালতে তাহাদের এই তলাশের সাক্ষীরূপ উপস্থিত হইবার প্রয়োজন নাই।

(৩) যে স্থানের তলাশ হয়, তথায় তলাশ করিবার সময়ে সেই স্থানবাসির কিম্বা যে স্থানে তলাশ হয় সেই স্থানবাসির উপস্থিত হইতে পারিবার কথা। তৎপক্ষে কোন ব্যক্তির সর্বস্থলেই উপস্থিত থাকিবার অমুমতি হইবে; এবং এই ধারামতে যে ফর্দ প্রস্তুত করা যায়, উক্ত সাক্ষীদের স্বাক্ষরিত সেই ফর্দের নকল এই স্থানবাসির বা ব্যক্তির প্রার্থনামতে তাহাকে দেওয়া যাইবে।

ঙ।—বিবিধ বিধি।

১০৪ ধারা। কোন আদালতের সম্মুখে এই আইনমতে কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য আনিয়া দেখান গেলে, এই আদালত বিহিত বোধ করিলে তাহা আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

১০৫ ধারা। কোন মাজিস্ট্রেট যে স্থানে অন্ত্রাণ করিবার তলাশী পরওয়ানা দিতে ক্ষমতাপন্ন হন এমত কোন স্থানে আপনার সাক্ষাতে অন্ত্রাণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

চতুর্থ খণ্ড ।

অপরাধ নিবারণ বিষয়ক বিধি ।

৮ অষ্টম অধ্যায় ।

শাস্তিভঙ্গ না করিবার ও সদাচরণের জামিন
বিষয়ক বিধি ।

ক।—অপরাধ নির্ণয় হইলে শাস্তিভঙ্গ না
করিবার জামিনের বিধি ।

১০৬ ধারা । (১) হুজুমা, কি আক্রমণ করণ, কি
অন্য প্রকারে শাস্তিভঙ্গন কিম্বা
অপরাধ নির্ণয় হইলে শাস্তিভঙ্গ না করিবার মূল-
কাব কথা । তাহাতে সহায়তা করণ কিম্বা
তাহা করিবার স্পষ্ট অভিপ্রায়
অস্থায়ী লোক সংগ্রহ কি

বেআইনী অন্য কার্য্য করণপরাধে যে ব্যক্তির নামে
অভিযোগ হয়, কিম্বা অপরাধজনকরূপে ভয় দেখাইয়াছে
বলিয়া যে ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয়, হাই কোর্টের কি
সেশন আদালতের কি প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের আদা-
লতের কি জিলার মাজিস্ট্রেটের কি মহকুমার মাজিস্ট্রেটের
কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে সেই ব্যক্তির
অপরাধ নির্ণয় হইলে,

ও উক্ত আদালত সেই ব্যক্তির স্থানে শাস্তিভঙ্গ
না করিবার নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লওয়া আবশ্যিক বোধ
করিলে,

ঐ আদালত উক্ত ব্যক্তির উপর দণ্ডাজ্ঞা করিবার
সময়ে তাহার সঙ্গতি অনুসারে অর্থদণ্ডের নিয়মে তিন
বৎসরের অনধিক যত কাল উচিত বোধ করেন তত
কালের নিমিত্ত তাহাকে শাস্তিভঙ্গ না করিবার জামিন
সহ কি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা
করিতে পারিবেন ।

(২) আপীলে বা প্রকারান্তরে ঐ অপরাধ নির্ণয়
অসিদ্ধ হইলে, ঐরূপে যে নিবন্ধ পত্র লিখিত হয়
তাহা বার্থ হইবে ।

(৩) কোন আপীল আদালত কিম্বা পুনর্দৃষ্টির
ক্ষমতা পরিচালন কালে হাই কোর্টও এই ধারামত
আজ্ঞা করিতে পারিবেন ।

খ। অন্যস্থলে শাস্তিভঙ্গ না করিবার জামিন ও
সদাচরণের জামিন বিষয়ক বিধি ।

১০৭ ধারা । কোন প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি

অন্যস্থলে শাস্তিভঙ্গ না
করিবার জামিন দিবার
কথা ।

জিলার মাজিস্ট্রেট কি মহকুমার
মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর
মাজিস্ট্রেট যখনই এই মর্মে
সম্বাদ পান যে, উক্ত মাজি-

স্ট্রেটের এলাকার মধ্যে কোন ব্যক্তির দ্বারা শাস্তিভঙ্গ
হইবার কিম্বা যাহাতে শাস্তিভঙ্গ হইতে পারে কিম্বা

সাধারণের সুস্থিরতার ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা এমত
কোন অন্যায় কার্য্য করা যাইবার সম্ভাবনা, তখনই
উক্ত মাজিস্ট্রেট এক বৎসরের অনধিক যত কাল উচিত
বোধ করেন তত কালের নিমিত্ত শাস্তিভঙ্গ না করিবার
জামিনসহ কি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার
আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার
জন্য পশ্চাৎলিখিত বিধানমতে সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ
দিতে পারিবেন ।

১০৮ ধারা । (১) যে কোন মাজিস্ট্রেট ১০৭ ধারা-

১০৭ ধারামতে কার্য্য
করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে
মাজিস্ট্রেট প্রভৃৎ কার্য্য-
প্রণালীর কথা ।

মতে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন
নহেন তিনি কিম্বা সেশন আদা-
লত কিম্বা হাই কোর্ট, যদি
এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ
দেখেন যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক

শাস্তিভঙ্গ হইবার অথবা যাহাতে শাস্তিভঙ্গ হইতে পারে
এমন কোন অন্যায় কার্য্য করা যাইবার সম্ভাবনা ও
উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া হাজতে না রাখিলে অন্য কোন-
রূপে শাস্তিভঙ্গ নিবারণ করা যায় না, তবে তাহাকে
ধরিয়া হাজতে না রাখা গিয়া থাকিলে কিম্বা সে আদাল-
তের সম্মুখে না থাকিলে উক্ত মাজিস্ট্রেট কি আদালত
তাহাকে ধরিবার ওয়ারন্ট দিতে এবং ১০৭ ধারামতে
কার্য্য করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিস্ট্রেটের নিকটে পাঠা-
ইতে পারিবেন ।

(২) যে মাজিস্ট্রেটের নিকট এই ধারাক্রমে কোন
ব্যক্তিকে পাঠান যায় তিনি খাবৎ পশ্চাৎলিখিত অনু-
সন্ধান শেষ না হয় উক্ত ব্যক্তিকে স্বীয় বিবেচনামতে
হাজতে রাখিতে পারিবেন ।

১০৯ ধারা । যখন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি

ভ্রমকাবী ও সন্দেহযুক্ত
ব্যক্তিদের স্থানে সদাচব-
ণের জামিন লইবার কথা ।

জিলার মাজিস্ট্রেট কি মহকুমার
মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর
মাজিস্ট্রেট সম্বাদ পান যে,

(ক) তাহার এলাকার মধ্যে কোন ব্যক্তি
আত্মগোপন করিবার যত্ন করিতেছে
ও কোন ধর্ভব্য অপরাধ করিবার অভি-
প্রায়ে সে তদ্রূপ যত্ন করিতেছে ইহা
বিশ্বাস করিবার কারণ আছে, কিম্বা

(খ) যাহার দিনপাতের কোন প্রকাশ্য উপায়
নাই কিম্বা যে আপনার স্বহোখজনক
বিবরণ জানাইতে পারে না উক্ত এলা-
কার মধ্যে তদ্রূপ কোন ব্যক্তি
আছে,

তখন উক্ত মাজিস্ট্রেট পশ্চাৎলিখিত প্রকারে বার
মাসের অনধিক যত কাল ধার্য্য করা উচিত বোধ করেন
তত কালের নিমিত্ত সদাচরণের জামিনসহ নিবন্ধপত্র
লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার
কারণ দর্শাইবার জন্য সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ
করিতে পারিবেন

১১০ ধারা। যখন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট বা জিলার মাজিস্ট্রেট বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট কিম্বা স্থানীয় গবর্নমেন্টের স্থানে এতদর্থে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিস্ট্রেট সংবাদ পান যে তাহার এলাকার মধ্যে কোন ব্যক্তি—

- (ক) রীতিমত দস্যু কি দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশকারী কি চোর, কিম্বা
- (খ) চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া তাহার রীতিমত গ্রহণকারী, কিম্বা
- (গ) চোরের রীতিমত রক্ষক বা অশ্রয়দাতা বা চোরাড্রব্যের গোপন বা বিলিব্যবস্থা করণের রীতিমত সাহায্যকারী, কিম্বা।
- (ঘ) সে নিয়ত অপকার বা অপহরণ করে বা করিবার চেষ্টা করে, কিম্বা
- (ঙ) অপহরণ করণার্থ নিয়ত লোকদিগকে হানির ভয় দেখায় বা দেখাইবার চেষ্টা করে, কিম্বা
- (চ) একরূপ মরিয়া ও বিপজ্জনক লোক যে তাহার বিনা জামিনে স্বাধীন ভাবে থাকিলে সমাজের পক্ষে বিপদের আশঙ্কা আছে—

তখন উক্ত মাজিস্ট্রেট, পশ্চাৎলিখিত প্রকারে, তিন বৎসরের অনধিক যতকাল ধার্য করা উচিত বোধ করেন ততকালের নিমিত্ত সদাচরণের জামিনসহ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার জন্যে সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন।

১১১ ধারা। ইউরোপীয় স্টিম প্রজাদের সম্বন্ধে ইউরোপীয় বেটুয়াদের বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনমতে কার্য্য হইতে পারিলে, তাহাদের প্রতি ১০৯ ও ১১০ ধারার বিধান খাটে না।

১১২ ধারা। কোন মাজিস্ট্রেট ১০৭ কি ১০৯ কি ১১০ ধারামতে কার্য্য করণ কালে কোন ব্যক্তিকে সেই ধারাক্রমে কারণ দর্শাইবার আদেশ করা আবশ্যিক জ্ঞান করিলে তিনি লিখিয়া আজ্ঞা দিবেন। তাহাতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহার মর্ম্ম, যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে হইবে তাহার টাকার পরিমাণ, যতকাল তাহা বলবৎ থাকিবে সেই কাল, ও জামিন দিবার আদেশ হইলে জামিনের সংখ্যা, প্রকৃতি ও শ্রেণী এইরূপে লেখা থাকিবে।

১১৩ ধারা। যে ব্যক্তির সম্বন্ধে তদ্রূপ আজ্ঞা করা যায় সেই ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকিলে, উক্ত আজ্ঞা তাহাকে পড়িয়া শুনান যাইবে কিম্বা তাহার ইচ্ছাক্রমে ঐ আজ্ঞার মর্ম্ম তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে।

১১৪ ধারা। উক্ত ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত না থাকিলে মাজিস্ট্রেট তাহাকে উপস্থিত হইবার আদেশ করিয়া সমন দিবেন, কিম্বা উক্ত ব্যক্তি হাজতে থাকিলে যে কর্মচারির জিম্মায় থাকে, সেই কর্মচারির প্রতি ওয়ারন্ট দিয়া তাহাকে আদালতের সম্মুখে আনিতে আজ্ঞা করিবেন।

কিন্তু শাস্তিভঙ্গ হইবে এমত আশঙ্কা থাকার কারণ আছে, ও তৎকালেই উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া না রাখা গেলে তাহার নিবারণ হইতে পারিবে না, ঐ মাজিস্ট্রেট পোলীসের কোন কর্মচারির রিপোর্ট কি অন্য সংবাদক্রমে ইহা জানিতে পারিলে, যে সময়ে হউক ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারন্ট দিতে পারিবেন। উক্ত রিপোর্টের বা সংবাদের মর্ম্ম মাজিস্ট্রেট লিখিয়া রাখিবেন।

১১৫ ধারা। ১১২ ধারামতে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহার এক কেরা নকল ১১৪ ধারামতে সমন কি ওয়ারন্টের সঙ্গে দিতে হইবে, এবং যে যে কর্মচারী সমন জারী করেন, কি ওয়ারন্ট সাধন করেন, তিনি যে ব্যক্তির উপর সমন জারী করেন কিম্বা যাহাকে ওয়ারন্টক্রমে ধরেন তাহাকে ঐ নকল দিবেন।

১১৬ ধারা। শাস্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত যে ব্যক্তির প্রতি আদেশ হয়, মাজিস্ট্রেট উপযুক্ত হেতু দেখিলে সেই ব্যক্তির স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার ও উকীল দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

১১৭ ধারা। (১) ১১২ ধারামতে কোন আজ্ঞা ১১৩ ধারামতে আদালতে উপস্থিত কোন ব্যক্তিকে শুনান গেলে কিম্বা বুঝাইয়া দেওয়া গেলে কিম্বা ১৪ ধারামতে সমন কি ওয়ারন্ট জারীক্রমে কোন ব্যক্তি মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত কি আনীত হইলে মাজিস্ট্রেট যে সম্বাদ অনুসারে কার্য্য করিয়াছেন তাহার সত্যতার তদন্ত এবং আর যে প্রমাণ লওয়া আবশ্যিক বোধ হয় তাহা লইতে প্ররক্ত হইবেন।

(২) ইহার পর সমনের মোকদ্দমায় বিচার ও সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার যে প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে, শাস্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার আজ্ঞা হইলে উক্ত তদন্ত যত দূর সম্ভব সেই প্রণালীমতে লইতে হইবে; এবং ইহার পর ওয়ারন্টের মোকদ্দমায় বিচার ও সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার যে প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞা হইলে, উক্ত তদন্ত

যত দূর সম্ভব সেই প্রণালীমতে লইতে হইবে, বিভেদ এই যে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন নাই।

(৩) এই ধারার কার্যপক্ষে কোন ব্যক্তি যে পাকা বদমাস ইহা সাধারণ প্রসিদ্ধির সাক্ষ্যবাহী বা প্রকারান্তরে প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

(৪) যে স্থলে দুই কি তদধিক ব্যক্তির তদন্তাধীন বিষয়ে সাহচর্য থাকে সেই স্থলে মাজিস্ট্রেট যেরূপ বিহিত বোধ করেন তদ্রূপে তাহাদিগের সম্বন্ধে একই বা পৃথক তদন্ত করা যাইতে পারিবে।

১১৮ ধারা। (১) যদি তদ্রূপ তদন্ত লইয়া প্রমাণ হয় যে শাস্তিভঙ্গ না হইবার জামিন দিবার আঞ্জাব কিম্বা স্থল বিশেষে সদাচরণ রক্ষা হইবার জন্য যে ব্যক্তির সম্পর্কে তদন্ত লওয়া যায় তাহার জামিনসহ কি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া আবশ্যিক, তবে মাজিস্ট্রেট (২) প্রকরণের বিধান মান্য করিয়া তদ্রূপ আঞ্জা করিবেন।

কিন্তু প্রথমতঃ—১১২ ধারামত আদেশে যাহা নির্দিষ্ট থাকে, তদ্বিহীন প্রকারের কি তাহা অপেক্ষা অধিক টাকার, কি তাহা অপেক্ষা অধিক কালের জামিন দিতে কোন ব্যক্তির প্রতি আঞ্জা হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ—যে নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লওয়া যায় মোকদ্দমার অবস্থা বুঝিয়া সেই নিবন্ধপত্রের টাকার পরিমাণ ধার্য্য করিতে হইবে। উহা অত্যধিক হইবে না।

তৃতীয়তঃ—যে ব্যক্তির সম্বন্ধে তদন্ত লওয়া যায় সেই ব্যক্তি নাবালগ হইলে, কেবল তাহার জামিনের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবেন।

(২) (ক) মাজিস্ট্রেট বিহিত বোধ করিলে উক্ত রূপ আঞ্জা করিবার পরিবর্তে ঐ ব্যক্তিকে তিন বৎসরের অনধিক কালের জন্য পোলীসের তত্ত্বাবধানাধীনে স্থাপিত করা যায় এরূপ আঞ্জা করিতে পারিবেন।

(খ) উক্তরূপ আঞ্জাক্রমে পোলীসের তত্ত্বাবধানাধীনে স্থাপিত কোন ব্যক্তি পোলীসের তত্ত্বাবধানের পরিবর্তে তাহার সদাচরণের জামিন লইবার আঞ্জা পাইবার নিমিত্ত যে কোন সময়ে কোন প্রধান প্রেসি ডেন্সী মাজিস্ট্রেট বা জিলার মাজিস্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবে।

(গ) পোলীসের তত্ত্বাবধানের আঞ্জা করা আবশ্যিক উক্ত মাজিস্ট্রেটের এরূপ মত হইলে, তিনি ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন, কিন্তু অগ্রাহ্য করিবার হেতু তাহার লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(ঘ) সাধারণ লোকদের কি অন্য কোন ব্যক্তির আপদ সম্ভাবনা ব্যতীত পোলীসের তত্ত্বাবধানের আঞ্জার পরিবর্তে জামিন লওয়া যাইতে পারে, উক্ত মাজিস্ট্রেটের এরূপ মত হইলে, তিনি এই ধারার বিধান মতে জামিনের আঞ্জা করিবেন।

১১৯ ধারা। ১১৭ ধারামত তদন্ত লইয়া যে ব্যক্তির সম্বন্ধে উক্ত তদন্ত লওয়া যায় সেই ব্যক্তির শাস্তিভঙ্গ না করিবার কিম্বা স্থলবিশেষে সদাচরণ রক্ষা হইবার জন্য নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া আবশ্যিক এরূপ প্রমাণ না হইলে মাজিস্ট্রেট নথিতে এই মর্মেণের কথা লিখিবেন, এবং কেবল ঐ তদন্তের নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া হাজতে রাখা গিয়া থাকিলে, তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন অথবা ঐ ব্যক্তি হাজতে না থাকিলে তাহাকে অভিযোগ হইতে মুক্ত করিবেন।

গ।—জামিন দিবার আঞ্জার পর সর্বত্র কার্য্যাহুষ্ঠানের বিধি।

১২০ ধারা। (১) যে ব্যক্তি সম্পর্কে ১০৬ ধারা কি ১১৮ ধারামতে জামিন দিবার আঞ্জা করা যায় সেই ব্যক্তি ঐ আঞ্জা করিবার সময়ে কারাদণ্ডের আঞ্জা পাইলে কিম্বা কারাদণ্ডাধীন থাকিলে, উক্ত দণ্ডাজ্ঞার মিয়াদ ফুরাইলে উক্ত জামিন দিবার সময়ের আরম্ভ হইবে।

(২) স্থলান্তরে ঐ আঞ্জার তারিখেই উক্ত সময়ের আরম্ভ হইবে।

১২১ ধারা। উক্ত ব্যক্তির যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে হইবে তাহাতে শাস্তিভঙ্গ না করিবার কিম্বা স্থল ভেদে সদাচরণ করিবার প্রতিজ্ঞা থাকিবে; এবং শেষোক্ত স্থলে যে কোন স্থানে কারাদণ্ডে দণ্ডনায় যে কোন অপরাধ হউক না কেন করা গেলে কি করিবার উদ্যোগ হইলে কি সহায়তা হইলে, ঐ নিবন্ধ ভঙ্গ করা হইবে।

১২২ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে ব্যক্তিকে জামিন দিবার আঞ্জাব হয় সে অল্পযুক্ত এই হেতুতে মাজিস্ট্রেট তাগকে অগ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন। অল্পযুক্ত বলিবার হেতু মাজিস্ট্রেট লিপিবদ্ধ করিবেন।

১২৩ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি ১০৬ কি ১১৮ ধারামতে জামিন দিতে আদিষ্ট হইয়া উক্ত জামিন দিবার সময়ের আরম্ভ হইবার তারিখে কি তৎপূর্বে জামিন না দিলে পশ্চাৎলিখিত স্থল ভিন্ন তাহাকে কারাগারে পাঠান যাইবে, কিম্বা সে কারাগারে থাকিলে যাবৎ উক্ত সময় গত না হয় কিম্বা যে আদালত বা মাজিস্ট্রেট জামিন দিবার আঞ্জা করেন সেই আদালতের বা মাজিস্ট্রেটের নিকট কিম্বা ঐ আঞ্জা প্রাপ্ত ব্যক্তি যে জেলে থাকে সেই জেলের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত কর্মচারির নিকট ঐ সময়ের মধ্যে সে জামিন না দেয় তাহা তাহাকে কারাগারে রাখা যাইবে।

(২) জেলের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত কর্তার নিকট জামিন দিতে চাহা গেলে, তিনি যে আদালত বা মাজিস্ট্রেট জামিন দিবার আজ্ঞা করেন সেই আদালত বা মাজিস্ট্রেটের নিকট অবিলম্বে ঐ বিষয় অর্পণ করিবেন এবং ঐ আদালত বা মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞার অপেক্ষা করিবেন।

(৩) মাজিস্ট্রেট উক্ত ব্যক্তিকে এক বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত জামিন দিবার আজ্ঞা করিলে, যদি ঐ ব্যক্তি পূর্বোক্তরূপ জামিন না দেয়, তবে উক্ত মাজিস্ট্রেট সেশন আদালতের আজ্ঞার অপেক্ষায় এবং উক্ত মাজিস্ট্রেট প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট হইলে, হাই কোর্টের আজ্ঞার অপেক্ষায় ঐ ব্যক্তিকে কারাগারে রাখিবার ওয়ারন্ট দিবেন, এবং তদ্বিষয়ের কাগজপত্র সুবিধামতে ড্রায় উক্ত আদালতের কি কোর্টের সম্মুখে অর্পিত হইবে।

(৪) ঐ আদালত কি কোর্ট তাহা দৃষ্টি করিলে ও অধিক যে সন্ধান কি প্রমাণ আবশ্যিক বোধ করেন তাহা গ্রহণ করিলে পর যদ্রূপ উচিত বোধ করেন সেই মোকদ্দমায় তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন ব্যক্তি জামিন না দিলে যত (যদি কোন) কালের নিমিত্ত তাহার কারাদণ্ড হয়, তাহা তিন বৎসরের অধিক হইবে না।

(৫) শাস্তি ভঙ্গ না করিবার জামিন না দিলে যে কারাদণ্ড হয় তাহা সামান্য কারাদণ্ড হইবে।

(৬) সদাচরণ করিবার জামিন না দিলে যে কারাদণ্ড হয়, তাহা প্রত্যেক স্থলে আদালতের কি মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে কঠোর কি সামান্য কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

১২৪ ধারা। (১) জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের কিম্বা কোন প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের কিম্বা তাহার পূর্বপদধারী কিম্বা তাহার অধীন কোন মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞামতে এই অধ্যায়মত সদাচরণের জামিন না দেওয়া প্রযুক্ত যে ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করা যায় সেই ব্যক্তি মুক্ত হইলেও সাধারণ লোকদের কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির কোন আপদ সম্ভাবনা নাই, জিলার মাজিস্ট্রেট কিম্বা কোন প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট এমত বোধ করিলে, ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন কিম্বা জামিনের টাকার পরিমাণ কি জামিনদারদের সংখ্যা কি যত কালের জন্য জামিন দিবার আদেশ হইয়াছে তাহা কমাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) এই অধ্যায়মত জামিন না দেওয়া প্রযুক্ত কোন ব্যক্তিকে সেশন আদালতের কি হাই কোর্টের

আজ্ঞামতে কারাবদ্ধ করা গেলে এবং সেই ব্যক্তি মুক্ত হইলেও উক্তরূপ আপদ সম্ভাবনা নাই জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কি কোন প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট এমত বোধ করিলে, ঐ সেশন আদালতের কিম্বা স্থল বিশেষে হাই কোর্টের আজ্ঞা পাইবার জন্য অর্গোণে সেই বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন; এবং উক্ত আদালত বা কোর্ট উচিত বোধ করিলে ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

১২৫ ধারা। জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব যে কোন সময়ে উপযুক্ত কারণ দেখিলে শাস্তিভঙ্গ না করিবার কোন নিবন্ধনপত্র জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের অকর্মণ্য করিতে পারিবার কথা।

তাহা লিখিয়া আপন আদালতের উচ্চতর নহে জিলার এরূপ কোন আদালতের আজ্ঞাক্রমে এই অধ্যায়মতে শাস্তিভঙ্গ না করিবার কি সদাচরণের জন্য যে কোন নিবন্ধনপত্র লিখিয়া দেওয়া যায় কিম্বা ১১৮ ধারার (২) প্রকরণমত পোলীসের তত্ত্বাবধানের জন্য যে কোন আজ্ঞা দেওয়া যায় তাহা অকর্মণ্য করিতে পারিবেন।

১২৬ ধারা। (১) কোন ব্যক্তির শাস্তি থাকার কি জামিনকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

সদাচরণের জামিন যে কোন সময়েই কোন প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের কি জিলার মাজিস্ট্রেটের কি মহকুমার মাজিস্ট্রেটের কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের নিকটে তাহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে এই অধ্যায়মতে লিখিয়া দেওয়া কোন নিবন্ধনপত্র রহিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) করিলে যে ব্যক্তির নিমিত্ত ঐ জামিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন ঐ মাজিস্ট্রেট আপন বিবেচনামতে তাহার উপস্থিত হইবার কিম্বা তাহাকে আপনার নিকট আনাংবার আজ্ঞাসূচক সমন কি ওয়ারন্ট দিবেন।

(৩) সেই ব্যক্তি ঐ মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কিম্বা তাহাকে আনা গেলে, ঐ মাজিস্ট্রেট ঐ নিবন্ধনপত্র রহিত করিয়া সেই ব্যক্তিকে নিবন্ধনপত্রের অবশিষ্ট কালের নিমিত্ত মূল জামিন সদৃশ অন্য জামিন দিতে আজ্ঞা করিবেন। তদ্রূপ প্রত্যেক আজ্ঞা ১২১ ও ১২২ ও ১২৩ ও ১২৪ ধারার কার্যপক্ষে ১০৬ ধারামতে কিম্বা স্থলবিশেষে ১১৮ ধারামতে কৃত আজ্ঞা বলিয়া গণ্য হইবে।

৯ নবম অধ্যায়।

বেআইনীয়ত জনতাবিষয়ক বিধি।

১২৭ ধারা। (১) বেআইনীয়ত জনতা হইলে কিম্বা পাঁচ কি তদধিক ব্যক্তি যোট হওয়াতে সাধারণের শাস্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, কোন মাজিস্ট্রেট কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষ সেই জনতা ভঙ্গ করিয়া পৃথক হইবার

আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তাহা করিলে তদনুসারে ঐ জনতার লোকদের পৃথক হইয়া যাওয়া কর্তব্য।

(২) এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ডে।

১২৮ ধারা। উক্ত প্রকারের জনতা তদ্রূপ আজ্ঞা

জনতা ভঙ্গ করিবার জন্য সৈন্য ছাড়া অপরাধ লোক হইয়া বল প্রয়োগের কথা।

পাইলে যদি ভঙ্গ হইয়া না যায় কিম্বা তদ্রূপ আজ্ঞা না পাইলেও এরূপে কার্য করে যে ভঙ্গ হইয়া যাইবে না এপ্রকার

সঙ্কল্প দেখায়, তবে কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষ, রাজধানীর মধ্যেই হউক আর বাহিরেই হউক, বলপূর্বক ঐ জনতা ভঙ্গ করিয়া পৃথক করিতে প্ররক্ত হইতে পারিবেন। তদর্থৎ এবং আবশ্যিক হইলে, জনতা ভঙ্গ করিবার কি তাহাদিগকে আইনমতে দণ্ড দিবার নিমিত্ত জনতার অন্তর্গত লোকদিগকে ধরিয়া রাখিবার জন্য তিনি খ্রীশ্চীমতী মহারানীর সৈন্যদলের যে অধ্যক্ষ কি সৈনিক কিম্বা ভারতবর্ষীয় বলন্টিয়র বিষয়ক ১৮৯৬ সালের আইনমতে নাম লিখান বলন্টিয়র তত্ত্বৎ ব্যক্তি স্বরূপ কার্য করিতেছেন তদ্বিত্ত্ব কোন পুরুষের প্রতি সাহায্য করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

১২৯ ধারা। তদ্রূপ জনতা ভঙ্গ করিয়া তদন্তর্গত লোকদিগকে অন্য প্রকারে

সৈন্যদল ব্যবহারের কথা।

পৃথক করা যাইতে না পারিলে

ও সাধারণের নিরাপত্তার জন্য ঐ জনতা ভঙ্গ করা আবশ্যিক হইলে, অতি উচ্চ শ্রেণীর যে মাজিষ্ট্রেট উপস্থিত থাকেন তিনি সৈন্যদলের দ্বারা ঐ জনতা ভঙ্গ করাইতে পারিবেন।

১৩০ ধারা। (১) কোন মাজিষ্ট্রেট সৈন্যদল দ্বারা ঐ

জনতা ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা হইলে সৈন্যাদ্যক্ষের কর্তব্য করণের কথা।

রূপ কোন জনতা ভঙ্গ করিতে স্থির করিলে তিনি খ্রীশ্চীমতী মহারানীর সৈন্য দলের কিম্বা ভারতবর্ষীয় বলন্টিয়র বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইন মতে

নাম লিখান বলন্টিয়র দলের সনন্দপ্রাপ্ত বা সনন্দ অপ্রাপ্ত কোন অধ্যক্ষকে সেই জনতা সৈন্যদল দ্বারা ভঙ্গ করিয়া দিতে আদেশ করিতে পারিবেন, কিম্বা তদন্তর্গত যে সকল ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেট ধরিয়া আটক করিয়া রাখিতে আজ্ঞা দেন কিম্বা জনতা ভঙ্গ করিবার জন্য কি তাহাদিগকে আইনমতে দণ্ড দিবার জন্য তাহাদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখা আবশ্যিক হয়, তাহাদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিতে আদেশ করিতে পারিবেন।

(২) এরূপ প্রত্যেক সৈন্যাদ্যক্ষের কর্তব্য যে আপনার বিবেচনামতে যদ্রূপে করা উচিত তদ্রূপে উক্ত আদেশ পালন করেন; কিন্তু জনতা ভঙ্গ করিবার এবং উক্ত ব্যক্তিদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিবার জন্য যত অল্প বল প্রয়োগ ও ব্যক্তির কি সম্পত্তির যত অল্প হানি করা সম্ভব হয় তদধিক করিবেন না।

১৩১ ধারা। উক্তরূপ কোন জনতা দ্বারা স্পষ্টই

জনতা ভঙ্গ করণার্থে সনন্দপ্রাপ্ত সৈন্যপতিদের ক্ষমতাব কথা।

সাধারণের নিরাপত্তার বিঘ্না-

শঙ্কা হইলে ও কোন মাজি-

ষ্ট্রেটের সঙ্গে লিখন পঠনাদি

হইতে না পারিলে, খ্রীশ্চীমতী

মহারানীর সৈন্যদের সনন্দ প্রাপ্ত কোন সৈন্যপতি সাহেব বা বলন্টিয়রের সৈন্য দলের বল দ্বারা তদ্রূপ কোন জনতা ভঙ্গ করিয়া দিতে পারিবেন; এবং জনতা ভঙ্গ করিবার জন্য অথবা তাহাদিগকে আইনমতে দণ্ড দিবার জন্য তদন্তর্গত যে কোন ব্যক্তিদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন। কিন্তু এই ধারামতে কর্ম করিবার সময়ে তিনি কোন মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে লিখন পঠনাদি করিতে পারিলে করিবেন; এবং উক্ত কর্ম করিতে থাকিবেন কি না এবিষয়ে তদবধি ঐ মাজিষ্ট্রেটের আদেশ পালন করিবেন।

১৩২ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেটের কি উপরিলিখিত

এই অধ্যায়মতে কর্ম হইলে অভিযোগ না হই-
বার কথা।

অপর কর্মচারী কি ব্যক্তির

এই অধ্যায়মতে কৃত বলিয়া

যাহা প্রকাশ এরূপ কোন

কার্যের জন্য মন্ত্রিসভাধিক্তিত

শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি বিনা তাহা-
দের নামে কোন ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ উপ-
স্থিত করা যাইতে পারিবে না; এবং -

(ক) কোন মাজিষ্ট্রেট কি পোলীসের কর্মচারী এই অধ্যায়মতে সরল মনে কার্য করিলে, ও

(খ) কোন কর্মচারী ১৩১ ধারামতে সরল মনে কার্য করিলে, ও

(গ) কোন ব্যক্তি ১২৮ কি ১৩০ কি ৪২ ধারামত আদেশ পালন করিতে গিয়া সরল মনে কোন কার্য করিলে, ও

(ঘ) কোন অধস্তন কর্মচারী কি সৈনিক কি বলন্টিয়র যে আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য সেই আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া কোন কার্য করিলে,

তাহাতে যে তাহার কোন অপরাধ করা হইল এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

১০ দশম অধ্যায়।

সাধারণের অনিষ্টজনক বিষয়ের বিধি।

১৩৩ ধারা। (১) সাধারণে যাহার আইনমতে

অনিষ্টজনক বিষয় স্থানা-
স্তম্ব করিতে নিয়মাদীন
আজ্ঞা করিবার কথা।

ব্যবহার করে বা করিতে পারে

এমন কোন পথ কি নদী কি

খাল হইতে কিম্বা সাধারণের

কোন স্থান হইতে অবৈধ বাধা

কি অনিষ্টজনক কোন বিষয় স্থানান্তর করা উচিত, কিম্বা

কোন ব্যবসায় কি কর্ম কিম্বা কোন মাল কি বাণিজ্য দ্রব্য রাখা সাধারণের স্বাস্থ্যের কি শারীরিক স্বচ্ছন্দতার বিঘ্নজনক হওয়া প্রযুক্ত রহিত কি স্থানান্তর কি নিষেধ করা উচিত, কিম্বা

কোন গৃহ নির্মাণ কিম্বা কোন দ্রব্য লইয়া ঘেরূপ কার্য করা যায় তদ্বারা গৃহাদির দাহ কি শব্দ করিয়া ছুলিয়া উঠা সম্ভাবনা প্রযুক্ত তাহা নিবারণ কি বন্ধ করা উচিত, কিম্বা

কোন গৃহাদির এরূপ অবস্থা যে তাহা পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা ও তাহাতে নিকটে যাহারা বাস করে বা কর্ম করে তাহাদের বা নিকট গমনশীল লোকদের হানি হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত তাহা স্থানান্তর বা মেরামত বা সংরক্ষণ করা আবশ্যিক, কিম্বা

পূর্বেক্ত পথের কি সাধারণের স্থানের নিকটস্থ পুষ্করিণী কি কূপ কি গর্ত এ প্রকারে ঘেরিয়া রাখা উচিত যাহাতে সাধারণের সঙ্কট নিবারিত হয়

জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট কিম্বা তৎপক্ষে স্থানীয় গবর্নমেন্ট হইতে ক্ষমতা-প্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিস্ট্রেট রিপোর্ট কি অন্য সম্মদ পাইয়া ও যত্রপ (যদি কোন) সাক্ষ্য লওয়া উচিত বোধ করেন তত্রপ সাক্ষ্য লইয়া এমত বোধ করিলে -

যে ব্যক্তির দ্বারা ঐ বাধা কি অনিষ্টজনক বিষয় হয় কিম্বা যে ব্যক্তি ঐ ব্যবসায় কি কর্ম করে কিম্বা ঐ মাল কি বাণিজ্যদ্রব্য রাখে, কিম্বা ঐ গৃহ কি দ্রব্য কি পুষ্করিণী কি কূপ কি গর্ত যে ব্যক্তির হয় কি যাহার অধিকারে কি কর্তৃত্বে থাকে, তাহার নামে তিনি নিয়মিত স্থান আঞ্জা লিখিয়া সেই আঞ্জাতে সময় নির্দিষ্ট করিয়া তাহাকে সেই সময়ের মধ্যে,

ঐ বাধা কি অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিতে, কিম্বা

স্থলবিশেষে ঐ ব্যবসায় কি কর্ম রহিত কি স্থানান্তর করিতে, কিম্বা

ঐ মূল বা বাণিজ্যদ্রব্য স্থানান্তর করিতে, কিম্বা

ঐ গৃহ নির্মাণ নিবারণ কি বন্ধ করিতে, কিম্বা

তাহা স্থানান্তর কি মেরামত কি সংরক্ষণ করিতে, কিম্বা

ঐ দ্রব্যের ব্যবস্থান্তর করিতে, কিম্বা

ঐ পুষ্করিণী কি কূপ কি গর্ত ঘেরিয়া দিতে, কিম্বা

ঐ আঞ্জার নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে আপনার কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্য মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঐ আঞ্জা পশ্চাৎলিখিত প্রকারে রহিত কি পরিবর্তিত করিবার প্রার্থনা করিতে হইবার আদেশ দিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামতে কোন মাজিস্ট্রেট কর্তৃক নিয়মিতরূপে যে আঞ্জা করা যায় তাহা কোন দেওয়ানী আদালত অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না।

ব্যাখ্যা।—“সাধারণের স্থান” বলিতে রাজকীয় সম্পত্তি কিম্বা ছাউনী করিবার জায়গা বা স্বাস্থ্যের কিম্বা আমোদের জন্য যে জায়গা খালি রাখা যায় তাহাও বুঝাইবে।

১৩৪ ধারা। (১) উল্লিখিত আঞ্জাপত্র যে ব্যক্তির নামে লেখা যায় এই আইনে যে প্রকারে সমন জারী করিবার বিধান আছে সেই প্রকারে তাহাকেই দেওয়া যাইতে পারিলে দেওয়া যাইবে।

(২) উক্ত আঞ্জা তত্রপে জারি করা অসম্ভব হইলে ঘোষণা করিয়া ঐ আঞ্জার নোটিস দেওয়া যাইবে। স্থানীয় গবর্নমেন্ট বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন সেই প্রকারে ঘোষণাপত্র প্রচার করা যাইবে, ও সেই ব্যক্তির ঐ আঞ্জার কথা জানিতে পাইবার যাহাতে সুবিধা হয় সেইরূপ কোন এক কি অধিক স্থানে ঐ ঘোষণাপত্রের নকল লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

যাহাতে আঞ্জা করা যায় তাহা সেই আঞ্জা মানি-
১৩৫ ধারা। যে ব্যক্তির নামে ঐ আঞ্জা দেওয়া যায় -

(ক) ঐ আঞ্জার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার সেই আঞ্জামত কার্য করিতে হইবে, অথবা

(খ) ঐ আঞ্জামতে উপস্থিত হইয়া তদ্বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইতে হইবে অথবা সেই আঞ্জা যুক্তিমত ও উপযুক্ত কি না এই কথা বিচার করণার্থে জুরি (অর্থাৎ পঞ্চায়ৎ) নিযুক্ত হইবার নিমিত্ত যে মাজিস্ট্রেট উক্ত আঞ্জা করিলেন তাহার নিকটে প্রার্থনা করিতে হইবে।

১৩৬ ধারা। উক্ত ব্যক্তি ১৩৫ ধারার আদেশমত ঐ কার্য না করিলে কিম্বা উপস্থিত হইয়া কারণ না দর্শাইলে অথবা পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হইবার প্রার্থনা না করিলে, ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইনের ১৮৮ ধারায় তদ্বিরুদ্ধে যে দণ্ড নির্দিষ্ট আছে ঐ ব্যক্তি সেই দণ্ডের যোগ্য হইবে; এবং ঐ আঞ্জা চূড়ান্ত হইবে।

১৩৭ ধারা। (১) ঐ ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া ঐ আঞ্জার বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইলে মাজিস্ট্রেট সমনের মোকদ্দমার ন্যায় তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য লইবেন।

(২) ঐ আঞ্জা যুক্তিমত ও উপযুক্ত নহে মাজিস্ট্রেট সাহেবের এরূপ হ্রদ্বোধ জন্মিলে, তদ্বিষয়ে আর কোন কার্য্যসূচন করা যাইবে না।

(৩) মাজিস্ট্রেট সাহেবের তত্রপ হ্রদ্বোধ না জন্মিলে, ঐ আঞ্জা চূড়ান্ত করা যাইবে

পঞ্চায়তের দাওয় কপি
গেলে কার্যপ্রণালীর কথা।

১৩৮ ধারা। (১) মাজিস্ট্রেট
১৩৫ ধারামতে পঞ্চায়ৎ নিয়ো-
গের প্রার্থনা পাইলে,

(ক) অর্গোনে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিবেন। সেই
পঞ্চায়তে পাঁচের অন্তর বিষয় সংখ্যক
ব্যক্তি থাকিবে। মাজিস্ট্রেট ঐ পঞ্চা-
য়তের প্রধান ব্যক্তিকে ও অবশিষ্ট
লোকের অর্দ্ধাংশ মনোনীত করিবেন,
অন্য অর্দ্ধাংশ প্রার্থক মনোনীত
করিবেন।

(খ) যে স্থানে ও যে সময়ে উচিত বোধ করেন
মাজিস্ট্রেট উক্ত প্রধান ব্যক্তিকে ও
পঞ্চায়তের মেম্বরদিগকে সেই স্থানে ও
সেই সময়ে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সমন
করিবেন, ও

(গ) যে সময়ের মধ্যে তাঁহাদের মত প্রকাশ
করিতে হইবে সেই সময় ধার্য করিবেন।

(২) ঐ রূপে যে সময় ধার্য করা হয় তাহা উপ-
যুক্ত কারণ দেখান গেলে মাজিস্ট্রেট কর্তৃক বাড়াইয়া
দেওয়া যাইতে পারিবে।

১৩৯ ধারা। (১) পঞ্চায়ৎ কিম্বা তাহার অধিকাংশ
মেম্বর যদি মাজিস্ট্রেটের প্রথম
আজ্ঞা মুক্তিসিদ্ধ ও উপযুক্ত
বিবেচনা করেন কিম্বা তাহা
পরিবর্তিত হওয়া উচিত বোধ
করিলে যদি মাজিস্ট্রেট সেই মত গ্রহণ করেন তবে
মাজিস্ট্রেট কোন রূপ পরিবর্তন করা গেলে তাহা মানিয়া
ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত করিবেন।

(২) স্থলান্তরে, এই আইনমত আর কোন কার্যসূ-
চন করা যাইবে না। কিন্তু যদি মাজিস্ট্রেট এরূপ
বিবেচনা করেন যে পঞ্চায়ৎ অসদাচরণ করিয়াছেন তাহা
হইলে তিনি নূতন পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিতে পারিবেন
এবং তদনুসারে নূতন করিয়া কার্যসূচন হইবে।

১৪০ ধারা। (১) ১৩৬ কি ১৩৭ কি ১৩৯ ধারা-
মতে কোন আজ্ঞা চূড়ান্ত করা
গেলে তাহার বিরুদ্ধে আজ্ঞা
করা গিয়াছিল মাজিস্ট্রেট সেই
ব্যক্তিকে ইগার নোটিস দিবেন এবং নোটিসের নির্দিষ্ট
সময়ের মধ্যে তাহাকে ঐ আজ্ঞামত কার্য করিতে
আদেশ দিবেন ও তাহাকে জানাইবেন যে আজ্ঞা
অমান্য করা গেলে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের
১৩৮ ধারার বিধানমতে তাহার দণ্ড হইতে পারিবে।

(২) নির্দিষ্ট সময় মধ্যে উক্ত কার্য করা না গেলে
মাজিস্ট্রেট ঐ কার্য করা হইতে
পারিবেন ও তাঁহার আজ্ঞামতে
যে গৃহ কি মাল কি অন্য সম্পত্তি
স্থানান্তর করা যায় তাহা বিক্রয় করিয়া পূর্ণা পক্ষান্ত
ব্যক্তির অস্থাবর অন্য যে সম্পত্তি তাহার বিচারার্থীন
স্থানের মধ্যে কি বাহিরে থাকে তাহা জোক ও বিক্রয়

করিয়া ঐ কার্য করিবার খরচের টাকা আদায় করিতে
পারিবেন। ঐ অন্য সম্পত্তি তাহার বিচারার্থীন স্থানের
বাহিরে থাকিলে, যে মাজিস্ট্রেটের বিচারার্থীন স্থানে ঐ
সম্পত্তি জোক করা যাইবে তিনি ঐ আজ্ঞাপত্রের পৃষ্ঠে
লিখিয়া দিলে তাহা জোক ও নীলাম হইবে ঐ আজ্ঞা-
পত্রে এই মর্মে অমুমতি থাকিবে।

(৩) এই ধারাবলে সরল মনে যে কোন জিয়া করা
যায় তৎসম্বন্ধে কোন মোকদ্দমা হইতে পারিবে না।

১৪১ ধারা। প্রার্থক যদি তাচ্ছল্য করিয়া কি প্রকা-
রান্তরে পঞ্চায়তের নিযুক্ত
পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত না কব,
গেলে কি তাহা মত
প্রকাশ না করিলে, কার্য-
প্রণালীর কথা।
হওয়া নিবারণ করে, কিম্বা যে
পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হন তাহারা
যদি কোন কারণে নির্দিষ্ট
সময়ের মধ্যে কিম্বা মাজিস্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে আর
যে সময় দেন তন্মধ্যে আপনাদের মীমাংসা না দেন,
তবে মাজিস্ট্রেট যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে
পারিবেন। সেই আজ্ঞা ১৪০ ধারার বিধানমতে প্রবল
করা যাইবে।

১৪২ ধারা। (১) সাধারণ লোকদের আসন্ন সঙ্কট
বা গুরুতর হানি নিবারণের
জন্যে অর্গোনে কোন কার্য
করা আবশ্যিক, যে মাজি-
স্ট্রেট ১৩৩ ধারামতে আজ্ঞা করেন তাহার এইরূপ
বিবেচনা হইলে, পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিতে হইলে বা
নিযুক্ত করা গেলে বা না গেলেও ঐ সঙ্কট কি হানি
না হইবার জন্যে কি তন্নিবারণার্থে নিষেধসূচক যত্রপ
আজ্ঞা করা আবশ্যিক হয় যে ব্যক্তিকে আজ্ঞা দেওয়া
গেল পঞ্চায়তের নির্ণয় কিম্বা ঐ বিষয়ের অন্যরূপ
নিষ্পত্তির অপেক্ষায় তাহাকে মাজিস্ট্রেট নিষেধসূচক
তত্রপ আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

(২) নিষেধ সূচক সেই আজ্ঞাক্রমে যে সকল কর্ম
করা আবশ্যিক যদি উক্ত ব্যক্তি তৎকালেই তাহা না
করে, তবে ঐ সঙ্কট না হইবার নিমিত্তে কিম্বা ঐ হানি
নিবারণার্থে মাজিস্ট্রেট যে কার্য উপযুক্ত বিবেচনা
করেন আপনি তাহা করিবেন কি করাইবেন।

(৩) এই ধারাক্রমে মাজিস্ট্রেট সরল মনে যে কোন
কার্য করেন তৎসম্বন্ধে কোন মোকদ্দমা হইতে পারিবে
না।

১৪৩ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইনে
কিম্বা কোন বিশেষ কি স্থানীয়
আইনে সাধারণের অনিষ্টজনক
বলিয়া যে কার্য নির্দিষ্ট থাকে
কোন ব্যক্তি অনিষ্টজনক সেই
কার্য পুনশ্চ না করে বা করিতে
না থাকে, জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার
মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্নমেন্ট কি জিলার
মাজিস্ট্রেট হইতে এতদর্থে বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত
অন্য কোন মাজিস্ট্রেট তাহাকে এমত নিষেধ করিতে
পারিবেন।

১১ একাদশ অধ্যায়।

অনিষ্টজনক বিষয় বা বিপদাশঙ্কা ঘটিত আবশ্যিক স্থলে কিয়ৎকালীন আজ্ঞা বিষয়ক বিধি।

১৪৪ ধারা। (১) জিলার মাজিস্ট্রেটের কি প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের কি মহকুমার মাজিস্ট্রেটের কি স্থানীয় গবর্নমেন্ট কি প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি জিলার মাজিস্ট্রেট হইতে এই ধারাক্রমে কর্ম করিতে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন মাজিস্ট্রেটের মতে যে স্থলে আপদের অর্গোনে নিবারণ বা ত্বরায় প্রতিবিধান করা বাঞ্ছনীয় সেই স্থলে,

উক্ত মাজিস্ট্রেট যদি বিবেচনা করেন যে তিনি আজ্ঞা করিলে বৈধমতে কর্মকারী কোন ব্যক্তির বাধা কি ক্লেশ কি অপকার বা তাহা হইবার আশঙ্কা বা মনুষ্যের প্রাণের বা স্বাস্থ্যের বা নিরাপত্তার বিঘ্ন বা দাঙ্গা বা হজম নিবারণ হইবার সম্ভাবনা কিম্বা নিবারণের প্রকৃতি জন্মিতে পারে, তাহা হইলে তিনি তদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় রূতান্তগুলি বর্ণনা করিয়া লিখিত আজ্ঞা দিবেন ও তাহা ১৩৪ ধারার বিধানমতে জারী করাইয়া কোন ব্যক্তিকে কোন কর্ম না করিতে অথবা তাহার অধিকারগত কি কর্তৃত্বাধীন কোন সম্পত্তি কোন নিয়ম-মতে রাখিতে আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

(২) অত্যাৱশ্যিক স্থলে ও যে স্থলের ভাবগতিক বিবেচনায় যাহার বিরুদ্ধে আজ্ঞা করা যায় তাহাকে উপযুক্ত সময়ে নোটিস দিবার অবকাশ না হয় এমন স্থলে কেবল একপক্ষের কথা শুনিয়া এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে।

(৩) এই ধারামতে বিশেষ ব্যক্তির মামে আজ্ঞা লিখিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে কিম্বা সাধারণ লোকে কোন বিশেষ স্থানে নিয়ত গমনাগমন করিলে তাহাদের নামে সাধারণ আজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৪) কোন মাজিস্ট্রেট কিম্বা তাঁহার অধীন কোন মাজিস্ট্রেট বা তাঁহার পূর্বে সেই পদধারী এই ধারামতে যে আজ্ঞা করেন তিনি তাহা রহিত কি পরিবর্তিত করিতে পারিবেন।

(৫) মনুষ্যের প্রাণের, স্বাস্থ্যের বা নিরাপত্তার হানি হইবার আশঙ্কা কিম্বা দাঙ্গা কি হজম হইবার সম্ভাবনা হওয়াতে স্থানীয় গবর্নমেন্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপন-পত্র প্রকাশ করিয়া প্রকারান্তরের আজ্ঞা না দিলে, এই ধারামতে যে কোন আজ্ঞা করা যায় তাহা আজ্ঞার তারিখ হইতে দুই মাসের অধিককাল বলবৎ থাকিবে না।

১২ দ্বাদশ অধ্যায়।

হাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় বিবাদ বিষয়ক বিধি।

১৪৫ ধারা। (১) জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা

মহকুমার মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট আপন বিচারাধীন স্থানের অন্তর্গত কোন ভূমি বা জল কি তাহার সীমা লইয়া বিবাদ হইতেছে

ও তৎপ্রযুক্ত শাস্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা পোলীসের রিপোর্ট কি অন্য সংবাদ পাইয়া ইহা হ্রদ্বোধমতে জানিলে, আপন হ্রদ্বোধমতে তৎপ জ্ঞান থাকার হেতুর রূবকারী লিখিয়া ঐ বিবাদে যাহারা লিপ্ত থাকে সেই সকল ব্যক্তিকে আপনার আদালতে নিরূপিত সময়ের মধ্যে স্বয়ং কি উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইয়া ঐ বিবাদীয় ভূমিাদির প্রকৃত দখল বিষয়ে আপন আপন দাওয়ার রূতান্ত লিখিয়া অর্পণ করিতে আজ্ঞা করিবেন।

(২) এই ধারার প্রয়োজনার্থ “ভূমি বা জল” বলিতে বাটী, মৎস্য ধরিবার স্থান, ফসল বা ভূমি হইতে উৎপন্ন অপর দ্রব্য এবং ঐরূপ কোন সম্পত্তির খাজানা কি লভ্যও বুঝাইবে।

(৩) সমন জারী করিবার নিমিত্ত এই আইনমতে যে প্রকারের বিধান হইয়াছে উক্ত আজ্ঞার একখানি নকল সেই প্রকারে জারী করিতে হইবে।

(৪) উক্ত মাজিস্ট্রেট দখল করিবার স্বত্ব বিষয়ে ঐরূপ কোন ব্যক্তির দাওয়ার দখলে থাকিবার তদন্তের কথা। দোষ গুণের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া উভয়ের অর্পিত রূতান্ত পড়িয়া দেখিবেন, উভয় পক্ষের কথা শুনিবেন, তাঁহারা যে সাক্ষ্য উপস্থিত করেন তাহা গ্রহণ করিবেন, ঐ সাক্ষ্যের বলবত্তা বিবেচনা করিবেন, আর সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যিক বোধ হইলে তাহা লইবেন ও তদনন্তর সম্ভব হইলে বিবাদীয় বিষয় উপরিলিখিত আজ্ঞার তারিখে কোন পক্ষের দখলে আছে কি না ও থাকিলে কাহার দখলে আছে এই কথার নিষ্পত্তি করিবেন।

(৫) বিবাদীয় সম্পত্তি ঐ সময়ে এক পক্ষের দখলে ছিল, ঐ মাজিস্ট্রেট ঐরূপ যে পক্ষের দখলে থাকে হাবর আইনমতে বেদখল না হয় তাহার দখলে থাকি- মিত কার্য ধারামতে সেই বাব কথা। পক্ষকে যতকাল বেদখল না করা যায়, ততকাল ঐ বিষয় তাহার দখলে থাকিবে ও ততকাল তাহার দখলের কোন ব্যাঘাত না হয় এমন আজ্ঞা করিবেন।

(৬) যে কোন পক্ষের প্রতি উক্তরূপে উপস্থিত হইবার আদেশ হয় এই ধারার কোন কথায় তাঁহার পূর্বে বিবাদ নাই বা ছিল না ইহা দেখাইবার বাধা হইবে না; এবং ঐরূপ স্থলে মাজিস্ট্রেট উক্ত আজ্ঞা রহিত করিয়া তৎসংক্রান্ত অন্যান্য সমুদয় কার্যামুষ্ঠান-

স্থগিত করিবেন, কিন্তু ঐরূপ রহিত করণের অধীনে মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে।

(৭) এই ধারামত কার্য্যাহুষ্ঠানের কোন পক্ষের মৃত্যু হইয়াছে কেবল এই হেতুতে উক্ত কার্য্যাহুষ্ঠান বন্ধ হইবে না।

১৪৬ ধারা। (১) বিবাদীয় বিষয় তৎকালে উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহারও দখলে নাই ঐ মাজিস্ট্রেট ইহা নির্দ্বার্য্য করিলে কিম্বা কাহার দখলে আছে সেই কথা স্বস্বোধমতে নিশ্চয় করিতে না পারিলে, ঐ ব্যক্তিদের অধিকার কিম্বা ঐ বিষয় কাহার দখলে থাকা উচিত এই কথা যতকাল উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতে নিষ্পত্তি করা না যায় ততকাল তিনি ঐ বিষয় ক্রোক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

(২) মাজিস্ট্রেট বিবাদীয় বিষয় ক্রোক করিলে যদি বিহিত বোধ করেন তবে তন্নিমিত্ত এক জন গ্রাহক নিযুক্ত করিতে পারিবেন। মাজিস্ট্রেটের কর্তৃত্বাধীনে ঐ গ্রাহক দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনমতে নিযুক্ত গ্রাহকের সমস্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

১৪৭ ধারা। কোন পক্ষস্বত্ব সমেত কোন ভূমি বা জল ব্যবহার করিবার স্বত্ব লইয়া স্বীয় বিচারাধীন স্থানের মধ্যে বিবাদ আছে ও তাহাতে শাস্তি-ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা, ঐরূপ কোন মাজিস্ট্রেট পূর্বোক্ত-রূপ স্বস্বোধমতে এই কথা জানিলে, ১৪৫ ধারায় যে প্রকারের বিধান হইয়াছে সেই প্রকারে ইহার তদন্ত লইতে পারিবেন ও যে ব্যক্তি সেই কার্য্যে আপত্তি করে অথবা তাহা করিবার দাওয়া করে, সে সেই কার্য্য নিবারণ করিতে কি স্থল বিশেষে, তাহা করিতে স্বত্ববান, উযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের এইরূপ নিষ্পত্তি যতকাল না হয় ততকাল ঐ স্বত্ব কাহারও আছে বলিয়া মাজিস্ট্রেট সাহেবের বোধ হইলে ঐ মাজিস্ট্রেট উক্ত কার্য্য করিতে অস্বীকৃতি দিতে কিম্বা স্থলবিশেষে তাহা না করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু যদি তদ্রূপ কার্য্য করিবার অধিকারমতে বার-মাসই কার্য্য হইতে পারে, তবে সেই তদন্তের অহুষ্ঠান হইবার তারিখের পূর্বে তিন মাসের মধ্যে ঐ অধিকারক্রমে কার্য্য না হইয়া থাকিলে অথবা যদি বৎসরের কালবিশেষে ঐ অধিকারমতে কার্য্য হইয়া থাকে তবে উক্ত রূপ অহুষ্ঠান হইবার পূর্বে শেষবার উক্ত রূপ যে কাল উপস্থিত হয় সেই কালের মধ্যে ঐ অধিকারক্রমে কার্য্য না হইয়া থাকিলে, মাজিস্ট্রেট এই ধারামত কোন কার্য্য করিবার অস্বীকৃতি সূচক কোন আজ্ঞা করিবেন না।

১৪৮ ধারা। (১) এই অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে স্থানীয় তদন্ত লওয়া আবশ্যিক স্থানীয় তদন্ত লইবার হইলে, কোন জিলার কি মহকুমার মাজিস্ট্রেট আপনার অধীন কোন মাজিস্ট্রেটকে ঐ তদন্ত লইবার জন্য পাঠা-

ইতে পারিবেন, ও তাঁহার কার্য্য পদ্ধতি দর্শাইবার জন্যে যে উপদেশ আবশ্যিক বোধ হয় তাঁহাকে সেই উপদেশ লিখিয়া দিতে পারিবেন ও সেই তদন্ত লইবার সমস্ত খরচ কিম্বা তাহার কোন অংশ কাহার দিতে হইবে ইহা ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

(২) যে ব্যক্তিকে ঐ রূপে পাঠান যায়, তাঁহার রিপোর্ট মোকদ্দমায় সাক্ষ্যরূপে পঠিত হইতে পারিবে।

(৩) এই অধ্যায়মত কার্য্যাহুষ্ঠানের কোন পক্ষ সাক্ষীর বা উকীলের কী বা খবচা বিষয়ে আজ্ঞার ঐ উভয় বলিয়া কোন খরচ করিলে যে মাজিস্ট্রেট ১৪৫ কি ১৪৬ কি ১৪৭ ধারামতে নিষ্পত্তি করেন, তিনি কে ঐ খরচ দিবে, উক্ত কার্য্যাহুষ্ঠানের ঐ পক্ষ বা অন্য কোন পক্ষ, এবং সমস্ত বা কি অংশ বা পরিমাণ দিবে, এই বিষয়ে আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ঐরূপে যে খরচ দিবার আজ্ঞা হয়, তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে।

১৩ ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পোলীসের নিবারণাত্মক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

১৪৯ ধারা। পোলীসের প্রত্যেক জন কর্মচারী ধর্ডব্য অপরাধ নিবারণ কর-
গার্থে হস্তক্ষেপ করিতে পারি-
বেন এবং যথাসাধ্য তাহা
নিবারণ করিবেন।

১৫০ ধারা। পোলীসের কোন কর্মচারী ধর্ডব্য কোন অপরাধ করিবার কম্প-
নার কথা অবগত হইলে, তিনি
পোলীসের যে কর্মচারির অধীন
থাকেন তাঁহাকে ও অন্য যে
কর্মচারির তদ্রূপ অপরাধ নিবারণ কিম্বা তাহার অস্ব-
সম্মান করা কর্তব্য তাঁহাকে সেই কথা জ্ঞাত করিবেন।

১৫১ ধারা। পোলীসের কোন কর্মচারী ধর্ডব্য কোন অপরাধ করিবার কম্প-
নার কথা অবগত হইলে যদি
সেই কম্পনাকারী ব্যক্তিকে
ধৃত না করিলে ঐ অপরাধ নিবারণ হইতে পারে না
বলিয়া তাঁহার বোধ হয়, তবে ঐ কর্মচারী মাজিস্ট্রেটের
আজ্ঞা ও ওয়ারেন্ট বিনা ঐ কম্পনাকারী ব্যক্তিকে
ধৃত করিতে পারিবেন।

১৫২ ধারা। পোলীসের কর্মচারির দৃষ্টি গোচরে রাজকীয় কোন স্থাবর কি
অস্থাবর সম্পত্তির কোন হানি
করিবার উদ্যোগ করা গেলে
ঐ কর্মচারী তাহা নিবারণার্থে, কিম্বা রাজকীয় কোন
ভূমির চিহ্ন কি বয়া কি নৌকাদির পথ দর্শাইবার অন্য

চিহ্ন স্থানান্তর করা কি তাহার হানি করা নিবারণার্থে, স্বীয় ক্ষমতাক্রমে প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেন।

১৫৩ ধারা। (১) কোন স্থানে অপ্রকৃত কোন বাট-
খারা কি মাপিবার গজ, কাঠা, পালি প্রভৃতি আছে পোলীস
খানার অধ্যক্ষের ইহা জানিবার
কারণ থাকিলে, তিনি বিনা পরওয়ানায় আপন
খানার এলাকার অন্তর্গত ঐ স্থানে ব্যবহৃত কি
রক্ষিত সেই বাটখারা কি মাপিবার, গজ, কাঠা, পালি
প্রভৃতি দৃষ্টি করিবার কিম্বা অন্বেষণ করিবার জন্য ঐ
স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

(২) সেই স্থানে অপ্রকৃত কোন বাটখারা কি মাপি
বার গজ, কাঠা, পালি প্রভৃতি পাইলে তিনি তাহা
লইয়া যে মাজিস্ট্রেটের বিচারাধিকার থাকে তাহাকে
অর্গোণে আপনার ঐ দ্রব্য ধরিবার সম্বাদ দিবেন।

পঞ্চম খণ্ড।

পোলীসে সংবাদ দিবার ও তাহাদের অনুসন্ধান
করিবার ক্ষমতার বিধি।

১৪ চতুর্দশ অধ্যায়।

১৫৪ ধারা। পোলীস খানার অধ্যক্ষের নিকট
ধর্ষব্য অপরাধ হইবার যে
সংবাদ বাচনিক দেওয়া যায়
তাহা তৎকর্তৃক বা তাহার
আদেশমতে লিখিয়া লওয়া যাইবে ও সংবাদ দাতাকে
পড়িয়া শুনান যাইবে ও ঐ সংবাদ লিখিয়াই দেওয়া
হউক বা পুঙ্খানুপুঙ্খমতে লিখিয়াই লওয়া হউক যে ব্যক্তি
সংবাদ দেন তিনি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। পোলী-
সের ঐ কর্মচারির নিকট এক খান বহী থাকিবে, তন্মধ্যে
স্থানীয় গবর্নমেন্ট যে পাঠ নির্দিষ্ট করেন সেই পাঠে
ঐ সংবাদের মর্ম লেখা যাইবে।

১৫৫ ধারা। (১) যে অপরাধ পোলীসের ধর্ষব্য
নয় পোলীস খানার অধ্যক্ষের
ক্ষমতাসীম স্থানের মধ্যে এমত
অপরাধ করা গিয়াছে বলিয়া
তাহার নিকট সংবাদ দেওয়া গেলে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খমতে
যে বহী রাখা যায় তাহাতে সংবাদের মর্ম লিখিবেন ও
সংবাদদাতাকে মাজিস্ট্রেটের নিকট ধাইতে বলিবেন।

(২) অধর্ষব্য মোকদ্দমায় পোলীসের কর্মচারী উক্ত
মোকদ্দমার বিচার করিবার
কি তাহা বিচারার্থে সমর্পণ
করিবার ক্ষমতাপন্ন প্রথম কি
দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজি-
স্ট্রেটের আজ্ঞা না পাইয়া ঐ মোকদ্দমার অনুসন্ধান
লইবেন না।

(৩) পোলীস খানার অধ্যক্ষ ধর্ষব্য মোকদ্দমায়
অনুসন্ধান লইবার যে ক্ষমতামতে কার্য করিতে পারেন
তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে ওয়ারন্ট রিনা ধৃত করিবার
ক্ষমতা ভিন্ন পোলীসের কোন কর্মচারির অনুসন্ধান
লইবার সেই ক্ষমতা থাকিবে।

১৫৬ ধারা। (১) পোলীস খানার অধ্যক্ষ মাজিস্ট্রেট-
টির আজ্ঞা না পাইয়াও পোলী-
সের ধর্ষব্য এমত কোন মোক-
দ্দমার অনুসন্ধান লইতে পারি-
বেন যৎসম্পর্কে উক্ত খানার এলাকার উপর বিচারাধি-
কার প্রাপ্ত কোন আদালত ১৫ অধ্যায়ের তদন্তের কি
বিচারের স্থান বিষয়ক বিধানমতে তদন্ত লইতে কি
বিচার করিতে পারিবেন।

(২) তাহার উক্ত প্রকারে কার্যস্থানের কোন
সময়ে উক্ত কর্মচারী এই ধারামতে ঐ মোকদ্দমার অনু-
সন্ধান করিতে পারেন না বলিয়া সেই কার্যের বিষয়ে
আপত্তি করা যাইতে পারিবে না।

(৩) ১৯০ ধারামতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিস্ট্রেট
উপরি লিখিত মত কোন অনুসন্ধান হইবার আজ্ঞা
করিতে পারিবেন।

১৫৭ ধারা। (১) পোলীস খানার অধ্যক্ষ ১৫৬
ধারামতে যে অপরাধের অনু-
সন্ধান লইতে পারেন কোন
সংবাদ পাইয়া কি প্রকারান্তরে
তাহার এমত অপরাধ সংঘট-
নের সন্দেহ হইলে, তিনি পোলীস রিপোর্টক্রমে উক্ত
অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিস্ট্রেটের
নিকট ঐ অপরাধের রিপোর্ট অবিলম্বে পাঠাইয়া সেই
বিষয়ের র্ত্তান্তের ও পুঙ্খাপর ঘটনার অনুসন্ধান লইবার
নিমিত্ত এবং অপরাধীর সন্ধান লইবার ও তাহাকে
ধরিবার জন্য যাহা আবশ্যিক হয় তাহা করিবার
নিমিত্ত আপনি সরেজমানে যাইবেন কিম্বা আপনার
অধীনে কোন কর্মচারিকে পাঠাইবেন।

পরশ্ব (ক) কোন ব্যক্তির নামে অপরাধ করিবার
সংবাদ দেওয়া গেলে যদি গুরু-
তর ভাবের অপরাধ না হইয়া
থাকে, তবে অনুসন্ধান লইবার
জন্যে পোলীস খানার অধ্যক্ষের স্বয়ং সেই স্থানে যাই-
বার কিম্বা অধীন কর্মচারিকে পাঠাইবার প্রয়োজন
নাই।

(খ) অনুসন্ধান লইবার বিশিষ্ট হেতু নাই পোলীস
খানার অধ্যক্ষ এমত বোধ
করিলে তিনি অনুসন্ধান লই-
বেন না কিন্তু ঐ কথা লিপিবদ্ধ
করিবেন এবং যদি কেহ নালিশ
কারী থাকে তবে তাহাকে যাহা করিলেন তাহা জানাই
বেন।

(২) ১ প্রকরণের নিয়মবিধির (ক) ও (খ) দকার
উল্লিখিত এইরূপ প্রত্যেক স্থলে পোলীস খানার অধ্যক্ষ

এ প্রকরণের আদেশগুলি সম্পূর্ণরূপে পালন না করি-
বার হেতু আপনার এই রিপোর্টে লিখিবেন।

১৫৮ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্নমেন্ট সাধারণ কি
বিশেষ আজ্ঞা করিয়া এই
কার্যের নিমিত্ত পোলীসের উচ্চ-
পদস্থ যে কর্মচারিকে নিযুক্ত
করেন স্থানীয় গবর্নমেন্ট আদেশ
করিলে, ১৫৭ ধারাগতে যে প্রত্যেক রিপোর্ট মাজিস্ট্রেটের
নিকট পাঠান যায় তাহা তাহারই দ্বারা পাঠাইতে
হইবে।

(২) উক্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী পোলীস ধানার
অধ্যক্ষকে যে আদেশ করা উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাহা
করিয়া এই রিপোর্টের উপর সেই আদেশ লিখিয়া অবিলম্বে
মাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন।

১৫৯ ধারা। উক্ত মাজিস্ট্রেট তদ্রূপ রিপোর্ট পাইলে
আপনার উচিত বোধ হইলে,
অনুমোদন বা প্রথম
স্থানীয় তদন্তের ক্ষমতার
কথা।
অর্গোনে এই বিষয়ের অনুমোদন
কিছা প্রথম স্থানীয় বা বেজাবে-
দার রকম তদন্তের আদেশ
করিবার জন্য কিছা এই বিষয় লইয়া অন্য যে কর্ম
করা উচিত এই আইনের নির্দিষ্টমতে তাহা করিবার
জন্য আপনি প্ররক্ত হইতে পারিবেন, কিছা আপনার
অধীন কোন মাজিস্ট্রেটকে পাঠাইতে পারিবেন।

১৬০ ধারা। পোলীসের যে কর্মচারী এই অধ্যায়-
মতে অনুমোদন লন তিনি যে
মাকীদিগকে উপস্থিত
করাইতে পোলীসের কর্ম-
চারীর ক্ষমতার কথা।
ব্যাপারের অনুমোদন লইতে-
ছেন আপন এলাকার কিছা
তাহার লাগাও অন্য এলাকার
সামান্য মধ্যবর্তী কোন ব্যক্তি সেই ব্যাপারের পূর্বাপর
ঘটনা অবগত আছে, প্রাপ্ত সংবাদক্রমে কি প্রকারান্তরে
এমত বোধ করিলে, তিনি অনুজ্ঞাপত্র লিখিয়া সেই
ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিতে
পারিবেন; ও সেই ব্যক্তির সেই আজ্ঞামতে উপস্থিত
হইতে হইবে।

কিন্তু কোন পর্দানশিন স্ত্রীলোকের উপস্থিত হইবার
প্রয়োজন হইলে, এই বিষয় জিলার কি মহকুমার মাজি-
স্ট্রেটের আজ্ঞার নিমিত্ত অর্পণ করিতে হইবে।

১৬১ ধারা। (১) পোলীসের কোন কর্মচারী যে
মোকদ্দমার এই অধ্যায়মতে
পোলীসের দ্বারা মাকী-
দেব মাকী গ্রহণের কথা।
অনুমোদন লইতেছেন, কোন
ব্যক্তি সেই মোকদ্দমার রক্তান্ত
ও পূর্বাপর ঘটনা জ্ঞাত আছে এমত অনুমান হইলে,
তিনি সেই ব্যক্তির বাচনিক সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারি-
বেন, ও সেইরূপে যাহার সাক্ষ্য লওয়া যায় তাহার
উক্তি লিখিয়া লইতে পারিবেন।

(২) যে প্রশ্নের উত্তর দিলে সেই ব্যক্তির নামে
ফৌজদারী অভিযোগ হইতে পারে কি তাহার অর্থদণ্ড
কি সম্পত্তি দণ্ড হইতে পারে তদ্বিষয় উক্ত কর্মচারী সেই

ব্যাপার বিষয়ে যত প্রশ্ন করেন তাহার সেই প্রশ্নের
যথার্থ উত্তর দিতেই হইবে।

১৬২ ধারা (১) এই অধ্যায়মত অনুমোদন কালে কোন
ব্যক্তি কোন পোলীসের কর্ম-
চারির নিকট মৃত্যুকালীন উক্তি
পোলীসের নিকট যে
উক্তি করা যায় তাহাতে
স্বাক্ষর করিতে না হইবার
ও তাহা সাক্ষ্যরূপ গ্রহণ
না হইবার কথা।
কিছা তাহা লিখিয়া লওয়া যায় তাহাতে
সেই উক্তিকারকের স্বাক্ষর
করিতে হইবে না কিছা উক্তিকারকের বিরুদ্ধে ১৭২
ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে ও পরিমাণে ভিন্ন সাক্ষ্যরূপ বা
আমুষ্ঠানিক কার্যস্বরূপ তাহার ব্যবহার হইবে না।

(২) এই ধারার কোন কথাকমে ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য
বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ২৭ ধারার বিধানের
কোন বিঘ্ন হইল এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

১৬৩ ধারা। (১) পোলীসের কোন কর্মচারী কি
কমতাপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তি
প্ররক্তি না দিবার কথা।
আপনি বা অপর কাহার দ্বারা
ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ২৪
ধারার উল্লিখিত মত কোন প্ররক্তি দিবেন না কি ভয়
দেখাইবেন না কি অঙ্গীকার করিবেন না।

(২) কিন্তু এই অধ্যায়মত অনুমোদনকালে কোন
ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া কোন কথা প্রকাশ করিতে চাইলে
পোলীসের কর্মচারী কি অন্য ব্যক্তি তাহাকে সতর্ক
করিয়া কিছা অন্য কোন প্রকারে সেই কথা প্রকাশ
করিতে বারণ করিবেন না।

১৬৪ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত অনুমোদন কালে
কিছা তাহার পর তদন্ত বা
উক্তি ও স্বীকার বাক্য
লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতাব
কথা।
বিচার আরম্ভ হইবার পূর্বে
কোন সময়ে প্রত্যেক মাজিস্ট্রেট
পোলীসের কর্মচারী না হইলে
কোন উক্তি বা স্বীকার বাক্য লিপিবদ্ধ করিতে পারি-
বেন।

(২) সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার যে প্রকারের বিধান
পশ্চাৎ নির্দিষ্ট হইল এই উক্তি মোকদ্দমার অবস্থা ধরিয়া
তন্মধ্যে যাহা তাহার মতে সর্বোৎকৃষ্ট বোধ হয় সেই
প্রকারে লিপিবদ্ধ করা যাইবে। তদ্রূপ স্বীকারবাক্য
৩৬৪ ধারার নির্দিষ্টমতে লিপিবদ্ধ ও স্বাক্ষরিত হইবে
ও যে মাজিস্ট্রেট এই মোকদ্দমার তদন্ত লইবেন কি বিচার
করিবেন তাহার নিকট পাঠান যাইবে।

(৩) স্বেচ্ছাক্রমে স্বীকার করা গেল মাজিস্ট্রেট
স্বীকারকারিকে প্রশ্ন করিয়া এমত জানিবার কারণ
না পাইলে তদ্রূপ কোন স্বীকারবাক্য লিপিবদ্ধ করিবেন
না; ও তিনি কোন স্বীকারবাক্য লিপিবদ্ধ করিলে এই
লিপির নিম্নভাগে এই মর্মে কথ লিখিবেন।—

“এই স্বীকারবাক্য স্বেচ্ছাক্রমে করা গিয়াছে আমার
এই বিশ্বাস। ইহা আমার সাক্ষাতে ও প্রতিগোচরে
গৃহীত হইয়াছে ও যে ব্যক্তি স্বীকার করে, তাহাকে
ইহা পড়াইয়া শুনান যায় এবং সে ইহা ঠিক বলিয়া

গ্রহণ করে এবং সেই ব্যক্তি যে উক্তি করে ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ ও প্রকৃত বিবরণ আছে।

(স্বাক্ষর) শ্রীঅমুক
মাজিস্ট্রেট।”

ব্যাখ্যা।—যে মাজিস্ট্রেট কোন স্বীকারবাক্য বা উক্তি গ্রহণ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন তাঁহাকে যে ঐ মোকদ্দমায় বচনাদিকার প্রাপ্ত মাজিস্ট্রেট হইতে হইবে ইহা আবশ্যিক নহে।

১৬৫ ধারা। (১) পোলীস থানার অধ্যক্ষ কিম্বা পোলীসের যে কর্মচারী অনু-সন্ধান লইতেছেন তিনি যে অপরাধের অনুসন্ধান লইতে ক্ষমতাপন্ন হন তাহার অনুসন্ধানার্থে কোন দলীল বা অন্য দ্রব্য উপস্থিত করা আবশ্যিক বোধ করিলে, এবং ১৪ ধারামতে যে ব্যক্তির নামে সমন বা আজ্ঞাপত্র দেওয়া গিয়াছে বা দেওয়া যাইতে পারে সেই ব্যক্তি সমনের বা আজ্ঞাপত্রের আদেশমতে ঐ দলীল বা অন্য দ্রব্য উপস্থিত করিবে না। এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, কিম্বা ঐ দলীল বা অন্য দ্রব্য কোন ব্যক্তির অধিকারে আছে বলিয়া জানা না থাকিলে তিনি যে থানার অধ্যক্ষতাবার প্রাপ্ত হন কি যে থানায় নিযুক্ত থাকেন ঐ থানার এলাকার অন্তর্গত কোন স্থানে সেই দ্রব্যের অনুসন্ধান করিতে কি করাইতে পারিবেন।

(২) উক্ত কর্মচারী পারিলে আপনি ঐ দ্রব্য অনু-সন্ধানের কার্য নিষ্পন্ন করিবেন।

(৩) আপনি তাহা করিতে না পারিলে ও তৎকালে সেই অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে তিনি আপনার অধীন কোন কর্মচারির প্রতি ঐ অনুসন্ধান করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, ও সেই কর্মচারিকে আজ্ঞাপত্র দিয়া যে স্থানে যে দলীল বা অন্য দ্রব্যের অনুসন্ধান করিতে হইবে তাহা নির্দেশ করিয়া লিখিবেন; ঐ অধীন কর্মচারী তাহা হইলে ঐ স্থানে ঐ দ্রব্যের অনুসন্ধান করিতে পারিবেন।

(৪) এই আইনে তলাশী পরওয়ানা সম্বন্ধে যে বিধান আছে তাহা এই ধারামতে অনুসন্ধানের কাণ্ডের প্রতি, যত দূর সম্ভব, বর্জিত।

১৬৬ ধারা। (১) কোন পোলীস থানার অধ্যক্ষ সে স্থলে আপন থানার এলা-কার মধ্যে অনুসন্ধান করাইতে ক্ষমতাপন্ন হন সেই স্থলে আপন কি অন্য জিলার অন্য পোলীস থানার অধ্যক্ষকে কোন স্থানে কোন দ্রব্যের অনুসন্ধান করাই-বার আদেশ করিতে পারিবেন।

(২) উক্ত কর্মচারী তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে ১৬৫ ধারার বিধানমতে কার্য করিবেন ও ঐ দ্রব্য পাইলে যে কর্মচারির আদেশমতে তলাশ করিলেন তাহার নিকট পাঠাইবেন।

১৬৭ ধারা। (১) ৬১ ধারার নির্দিষ্ট চকিশ ঘণ্টার

চকিশ ঘণ্টার মধ্যে অনু-সন্ধান সমাপ্ত হইতে না পারিলে, কাযপ্রণালীর কথা।

মধ্যে এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান-নের কার্য সমাপ্ত হইতে পারিবে না দৃষ্ট হইলেই এবং অভিযোগ বা সম্বাদ সমুলক

জ্ঞান করিবার হেতু থাকিলে, পোলীস থানার অধ্যক্ষ নিকটস্থ মাজিস্ট্রেটের নিকট পশ্চালিখিত বিধানমত মোকদ্দমা সংক্রান্ত রোজনামচার লিখিত কথার নকল অবিলম্বে পাঠাইবেন এবং তৎকালেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে (যদি কেহ থাকে) ঐ মাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন।

(২) যে মাজিস্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এই ধারামতে পাঠান যায় তাহার উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক তিনি সময়ে-যে-রূপ হেফাজতে উচিত বোধ করেন সেইরূপে হেফাজতে মোটে ১৫ দিনের অনধিক কাল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দিতে পারিবেন। যদি তাহার বিচার করিবার কি বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা না থাকে, এবং তিনি আর আটক করিয়া রাখা অনাবশ্যক বিবেচনা করেন তবে তিনি উক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন মাজিস্ট্রেটের নিকটে অভি-যুক্ত ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(৩) কোন মাজিস্ট্রেট এই ধারামতে পোলীসের হেফাজতে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দিলে যে কারণে সেই অনুমতি দেন তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৪) জিলার মাজিস্ট্রেট কিম্বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট ভিন্ন অন্য কোন মাজিস্ট্রেট সেই আজ্ঞা করিলে তিনি যে মাজিস্ট্রেটের অব্যবহিত অধীন তাহার নিকট সেই আজ্ঞা করিবার হেতুপত্র সহিত সেই আজ্ঞার প্রতিলিপি প্রেরণ করিবেন।

১৬৮ ধারা। পোলীসের অধ্যক্ষ কোন কর্মচারী এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লইলে পোলীস থানার অধ্য-ক্ষের নিকটে ঐ অনুসন্ধানের ফল বিষয়ক রিপোর্ট দিবেন।

১৬৯ ধারা। (১) যে প্রমাণ কি যত্রপ সংশয় থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিস্ট্রেটের নিকটে পাঠান যাইতে পারে প্রমত উপযুক্ত প্রমাণ না হইলে সংশয় করিবার যুক্তি-

মত হেতু নাই পোলীস থানার অধ্যক্ষ এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান লইয়া এরূপ বোধ করিলে, যদি উক্ত ব্যক্তি হাজতে থাকে তাহার নিকট জামিন সহ কি জামিন বিনা যত্রপ আদেশ করেন তদ্রূপ এই মর্মে নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন যে, সে যদি ও যখন আদেশ হয়, পোলীসের রিপোর্টক্রমে উক্ত অপ-রাধ গ্রহণ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার বা তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে।

(২) মাজিস্ট্রেট বিহিত বোধ করিলে ঐ নিবন্ধপত্র রহিত করিতে পারিবেন অথবা ঐ বিষয়ে অপর যেরূপ আজ্ঞা করা নাগায়া বিবেচনা করেন তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

১৭০ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত অহুসন্ধান লইয়া পোলীস থানার অধ্যক্ষের যদি উপযুক্ত প্রমাণ থাকিলে একরূপ বোধ হয়, যে পূর্বোক্ত-রূপ উপযুক্ত প্রমাণ কি যুক্তিমত হেতু আছে, তাহা হইলে পোলীস থানার অধ্যক্ষ ঐ ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় দিয়া পোলীসের রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধ গ্রাহ্য করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার কিম্বা তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিস্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন, অথবা যে অপরাধের অভিযোগ হয় তাহার নিমিত্ত জামিন লওয়া যাইতে পারিলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি জামিন দিতে সক্ষম হইলে নিরুপিত দিনে সেই মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার ও ষত কাল প্রকারান্তরের আজ্ঞা না হয় ততকাল দিন দিন উপস্থিত থাকিবার জামিন তাহার নিকট হইতে লইবেন।

(২) যখন পোলীস থানার অধ্যক্ষ এই ধারামতে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিস্ট্রেটের নিকটে পাঠান কিম্বা তাহার স্থানে উক্ত মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জামিন লন, তিনি যে অস্ত্র কি অন্য দ্রব্য উক্ত মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা আবশ্যিক বোধ করেন তাহাও তৎকালে পাঠাইবেন, এবং বাদী থাকিলে সে ও যাহারা সেই ব্যাপারের পূর্বাঙ্গ ঘটনা জানে বলিয়া বোধ হয় তাহাদের মধ্যে যত ব্যক্তির উপস্থিত হওয়া আবশ্যিক জ্ঞান করেন তাহারা ঐ মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিবন্ধপত্রের আদেশমত সময়ে ও প্রকারে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ বিষয়ে নালিশ চালাইবে কি স্থল বিশেষে, সাক্ষ্য দিবে তাহাদের প্রতি এই মর্মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আদেশ করিবেন।

(৩) নিবন্ধপত্রে জিলার মাজিস্ট্রেটের কিম্বা মহকুমার মাজিস্ট্রেটের আদালতের উল্লেখ থাকিলে ঐ মাজিস্ট্রেট অন্য যে আদালতের দ্বারা তদন্ত লইবার কি বিচার হইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা প্রেরণ করেন উল্লিখিত আদালতের মধ্যে সেই আদালতও গণ্য হইবে। কিন্তু ঐ বাদিকে কি ব্যক্তিদিগকে তদ্রূপ প্রেরণের নোটিস দিতে হইবে।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তির স্থানে হ জিরজামিন লওয়া গেলে তাহার যে দিনে উপস্থিত হইতে হইবে সেই দিন, কিম্বা প্রহরির জিম্মায় তাকে চালান করিতে হইলে মাজিস্ট্রেটের কাছারীতে তাহার যে দিনে পঁছরিবার সম্ভাবনা সেই দিন, এই ধারামতে নিরুপিত দিন হইবে।

(৫) ঐ নিবন্ধপত্র যে কর্মচারির সম্মুখে লেখা যায় তিনি তৎসম্পাদনকারী এক জনকে তাহার নকল

দিবেন, ও পরে মাজিস্ট্রেটের নিকট আপন রিপোর্টের সঙ্গে মূলপত্র পাঠাইবেন।

১৭১ ধারা। মাজিস্ট্রেটের কাছারীতে বাদীদের কি সাক্ষীদের যাইবার সময়ে, বাদীদের কি সাক্ষীদের পোলীসের কোন কর্মচারির সঙ্গে যাইতে আদেশ হইবে না।

কিম্বা কোন বাদীকে কি সাক্ষীকে অনাবশ্যকরূপ আটক করিয়া রাখা কি ক্রেশ দেওয়া যাইবে না ও নিজ প্রতিজ্ঞামত নিবন্ধ ভিন্ন তাহাদের উপস্থিত হইবার অন্য জামিন দিতে আদেশ হইবে না।

কিন্তু কোন বাদী কি সাক্ষী উপস্থিত হইতে কিম্বা বাদী না সাক্ষী স্বীকার না করিলে প্রহরির জিম্মায় প্রেরিত হইবার কথা। ১৭০ ধারার নির্দিষ্ট নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে স্বীকার না করিলে, পোলীস থানার অধ্যক্ষ তাহাকে প্রহরির জিম্মায় দিয়া মাজিস্ট্রেটের নিকটে পাঠাইতে পারিবেন। তাহা হইলে সে ষত কাল ঐ নিবন্ধপত্র লিখিয়া না দেয়, কিম্বা সেই মোকদ্দমার শ্রবণ কার্য যত কাল সমাপ্ত না হয় মাজিস্ট্রেট ততকাল ঐ বাদীকে কি সাক্ষীকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

১৭২ ধারা। (১) পোলীসের যে কর্মচারী এই অধ্যায়মতে অহুসন্ধান লন, তিনি তৎসম্পর্কে দিনঃ যে কার্য করেন তাহার রুত্তান্ত রোজনামচায় লিখিবেন, অর্থাৎ অপরাধের সম্বাদ যে সময়ে তাহার নিকটে পঁছছে ও তিনি অহুসন্ধানের কার্য যে সময়ে আরম্ভ ও যে সময়ে সমাপ্ত করেন ও যে স্থানে কি যেঃ স্থানে যান ও অহুসন্ধান দ্বারা যে সকল রুত্তান্ত অবগত হন, তাহার বিবরণ লিখিবেন।

(২) ফৌজদারী কোন আদালতে মোকদ্দমার তদন্ত লওন কি বিচার করণ সময়ে ঐ আদালত পোলীসের সেই মোকদ্দমা বিষয়ক রোজনামচা আনাইয়া আপনার তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার সাহায্যার্থে ঐ রোজনামচার ব্যবহার করিতে পারিবেন, সাক্ষ্যস্বরূপ নহে। অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা তাহার পক্ষ মোক্তারদের তাহা আনাইবার অধিকার নাই; এবং আদালত ঐ রোজনামচার ব্যবহার করিয়াছেন এই মাত্র কারণে তাহার কি তাহাদের সেই রোজনামচা দেখিবার অধিকার থাকিবে না। কিন্তু পোলীসের যে কর্মচারী তাহা লিখিলেন তিনি যদি স্মরণশক্তির উপকারার্থে তাহার ব্যবহার করিয়া থাকেন কিম্বা আদালত যদি পোলীসের ঐ কর্মচারির কথা খণ্ডাইবার জন্য তাহার ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ১৬১ ধারার বা স্থলবিশেষে ১৪৫ ধারার বিধান তৎপ্রতি বর্তিবে।

১৭৩ ধারা। (১) অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া এই
পোলীসের কর্মচারির
বিপোর্টের কথা।

অধ্যায়মত অমুসন্ধানের কার্য
সমাপ্ত করিতে হইবে। সমাপ্ত
হইলে পোলীস থানার অধ্য-
ক্ষতা ভারপ্রাপ্ত যে কর্মচারী এই অমুসন্ধান লন তিনি
স্থানীয় গবর্নমেন্টের নির্দিষ্ট পাঠে রিপোর্ট লিখিয়া
পোলীসের রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধের বিচার করি-
বার ক্ষমতাপন্ন মাজিস্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন।
উক্ত পক্ষের নাম, ও যে সংবাদ পান তাহার ভাব ও
যাহারা সেই ব্যাপারের পূর্বাধার ঘটনা জানে বলিয়া
বোধ হয় তাহাদের নাম এই রিপোর্টে লেখা থাকিবে
ও তাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহারের জিন্মায় পাঠান
গিয়াছে, কিম্বা তাহার স্থানে জামিনসহ কি জামিন বিনা
নিবন্ধপত্র লেখাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া
গিয়াছে এই কথাও লিখিতে হইবে।

(২) ১৫৮ ধারামতে উচ্চপদস্থ পোলীসের কোন
কর্মচারী নিযুক্ত হইলে স্থানীয় গবর্নমেন্ট যে কোন স্থলে
সাধারণ বা বিশেষ আজ্ঞাক্রমে তদ্রূপ আদেশ করেন
সেইস্থলে এই রিপোর্ট উক্ত কর্মচারির হস্ত দিয়া
পাঠাইতে হইবে এবং তিনি মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞার অপে-
ক্ষায় আরো অমুসন্ধানের নিমিত্ত পোলীস থানার অধ্য-
ক্ষের প্রতি আদেশ দিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামতে যে রিপোর্ট পাঠান যায় তাহা
হইতে যদি দৃষ্ট হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনি নিবন্ধ-
পত্র লিখিয়া দিয়া মুক্ত হইয়াছে, তবে মাজিস্ট্রেট এই
নিবন্ধপত্র রহিত করিবার বা প্রকারান্তরের যে আজ্ঞা
করা বিহিত বোধ করেন করিবেন।

১৭৪ ধারা। (১) প্রত্যেক পোলীস থানার অধ্যক্ষ
আমৃত্যু প্রভৃতির তদন্ত
লইয়া পোলীসের রিপোর্ট
করিবার কথা।

ও স্থানীয় গবর্নমেন্ট কর্তৃক
তদর্থে নিযুক্ত অপর প্রত্যেক
পোলীসের কর্মচারী,
(ক) কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়াছে, কিম্বা
(খ) কোন ব্যক্তিকে অন্য কেহ মারিয়া ফেলিয়াছে
কিম্বা জন্তু দ্বারা বা কলে পড়িয়া বা অপ-
ঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে কিম্বা

(গ) কোন ব্যক্তির এরূপ অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে যে
অন্য কোন ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে বলিয়া
যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহ হয় এই সন্দেহ পাইলে,

তৎক্ষণাৎ অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন অতি
নিকটস্থ মাজিস্ট্রেটকে সেই কথা জ্ঞাত করিবেন, এবং
স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রণীত বিধিক্রমে অথবা জিলার বা
মহকুমার মাজিস্ট্রেটের সাধারণ বা বিশেষ আজ্ঞাক্রমে
প্রকারান্তরের আদেশ প্রাপ্ত না হইলে এই মৃত
ব্যক্তির দেহ যে স্থানে থাকে সেই স্থানে গিয়া প্রতিবাসী
দুই কি তদধিক সন্তান লোকের গোচরে অমুসন্ধান
লইয়া এই মৃত্যুর দৃষ্ট কারণের রিপোর্ট করিবেন ও
পরীয়ে যে ক্ষত কি আস্থিত্ত্ব কি আঘাত কি অন্য হানির
চিহ্ন দৃষ্ট হয় তাহার বর্ণনা ও যে প্রকারে কিম্বা যে অস্ত্র
বা যন্ত্র দ্বারা সেই চিহ্ন হইয়া থাকিবে তাহাও লিখিবেন।

(২) পোলীসের এই কর্মচারী ও অন্য ব্যক্তির কিম্বা
তাহাদের যত জন এই রিপোর্টের কথায় সম্মত হন
তাহারা তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও সেই রিপোর্ট
অর্গোণে জিলার মাজিস্ট্রেটের কিম্বা মহকুমার মাজি-
স্ট্রেটের নিকট পাঠান যাইবে।

(৩) মৃত্যুর কারণ বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে কিম্বা
অন্য কোন কারণে পোলীসের কর্মচারী বা স্থানীয় বিবে-
চনা করিলে, কাল ও স্থানের দুরত্ব বিবেচনায় এই শব
পথে পচিয়া যাইয়া পরীক্ষা নিষ্ফল হইবার আশঙ্কা
বিনা নিকটস্থ সিভিল সর্জন সাহেবের নিকটে কিম্বা
স্থানীয় গবর্নমেন্ট অন্য যে যোগ্য চিকিৎসককে এতদর্থে
নিযুক্ত করেন তাহার নিকটে পাঠান যাইতে
পারিলে, পোলীসের কর্মচারী এতদর্থে স্থানীয় গবর্ন-
মেন্টের নির্দিষ্ট বিধির নিয়মাদীনে এই দেহ পরীক্ষা
করিয়া দেখিবার জন্য প্রেরণ করিবেন।

(৪) মাজিস্ট্রেট ও বোর্ডাই প্রেসিডেন্সীতে গ্রামের
মণ্ডল এই ধারামতে অমুসন্ধান লইয়া অপমৃত্যুর তদন্ত
লইবার ক্ষমতাপন্ন নিকটস্থ মাজিস্ট্রেটের নিকটে অমু-
সন্ধানের কল রিপোর্ট করিতে পারিবেন।

(৫) এই মাজিস্ট্রেটেরা অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার
ক্ষমতাপন্ন, যথা, কোন জিলার মাজিস্ট্রেট কি মহকুমার
মাজিস্ট্রেট, ও এতদর্থে স্থানীয় গবর্নমেন্টের কি জিলার
মাজিস্ট্রেটের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজি-
স্ট্রেট।

(৬) কারাগারের কোন কয়েদির মৃত্যু হইলে তৎ-
সম্বন্ধে এই ধারার বিধান খাটিবে না। এরূপ স্থলে
কারাগার সঙ্কায় ১৮৯৪ সালের আইনের ১৫ ধারার
আদিমত রিকর্ডের একখানি নকল কারাগারের সুপারি-
ন্টেন্ডেন্টের অর্গোণে জিলার মাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠা-
ইতে হইবে। এই মাজিস্ট্রেট এই রিপোর্ট প্রাপ্ত হইলে
তৎসম্বন্ধে যেরূপ কার্য করা বিহিত বোধ করেন
সেইরূপ কার্য করিবেন।

১৭৫ ধারা। (১) পোলীস থানার অধ্যক্ষ উক্ত অমু-
সন্ধান কার্যের জন্যে আজ্ঞা-
ব্যাতির দৃষ্ট সমন করি-
বার ক্ষমতার কথা।

পত্র লিখিয়া পূর্বোক্তমত দুই
কি তদধিক ব্যক্তিকে এবং
যাহারা এই ব্যাপারের রূতান্ত জানে বলিয়া বোধ হয়
এমত অন্য ব্যক্তিকে সমন করিতে পারিবেন। কোন
ব্যক্তিকে তদ্রূপে সমন করা গেলে তাহার উপস্থিত
হইতে হইবে, এবং যে প্রশ্নের উত্তর দিলে তাহার নামে
ফৌজদারী অভিযোগ হইতে পারে, কিম্বা তাহার অর্থ-
দণ্ড কি সম্পত্তিদণ্ড হইতে পারে তদ্বিত্ত তাহার সকল
প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতেই হইবে।

(২) ধর্তব্য যে অপরাধ সম্বন্ধে ১৭০ ধারা খাতে
রূতান্ত দৃষ্ট যদি তদ্রূপ অপরাধের প্রকাশ না হয়, তবে
পোলীসের কর্মচারী সেই ব্যক্তিদিগকে মাজিস্ট্রেটের
আপিলতে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিবেন না।

১৭৬ ধারা। (১) পোলীসের হেফাজতে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে পোলীসের কর্মচারির অমুসন্ধান লওয়ার পরিবর্তে কিম্বা তাহার পরেও অতি নিকটস্থ মাজিস্ট্রেট অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন হইলে মৃত্যুর কারণের তদন্ত লইবেন; এবং ১৭৪ ধারার (১) প্রকরণের (ক), (খ) ও (গ) দফার লিখিত অন্য কোন স্থলে উক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিস্ট্রেট প্রকরণ তদন্ত লইতে পারিবেন; এবং লইলে, কোন অপরাধের তদন্ত লইতে হইলে তাহার যেরূপ ক্ষমতা থাকিত সেইরূপ ক্ষমতাস্বারা কার্য চালাইবেন। মাজিস্ট্রেট তদন্ত লইলে তৎসম্পর্কে যে সাক্ষ্য লন ব্যাপারের ভাবগতিক বিবেচনায় পশ্চাৎ নির্দিষ্ট অন্যতর প্রকারে সেই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) কোন ব্যক্তির মৃত্যুদেহ প্রোথিত করা গেলে পর উক্ত মাজিস্ট্রেট মৃত্যুর কারণ জানিবার জন্য সেই দেহ পরীক্ষা করা আবশ্যিক বিবেচনা করিলে, মাজিস্ট্রেট ঐ দেহ উঠাইয়া পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ খণ্ড।

মোকদ্দমা চালাইবার কার্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

১৫ পঞ্চদশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচারকার্যে কোর্জদারী আদালতের বিচারাধিকারের বিধি।

ক। - তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থান বিষয়ক বিধি।

১৭৭ ধারা। অপরাধ যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে করা যায়, সাধারণতঃ সেই আদালত দ্বারা তাহার তদন্ত লওয়া যাইবে ও তাহার বিচার হইবে।

১৭৮ ধারা। ১৭৭ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, কোন মোকদ্দমা কিম্বা বিশেষ প্রকারের কোন মোকদ্দমা যে কোন জিলায় বিচারার্থে সমর্পণ করা যাইবে হান্সীক গবর্নমেন্ট সেশনের যে কোন খণ্ডে তাহার বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যিক যে, উক্ত আজ্ঞা ভারত-বর্ষীয় হাই কোর্ট বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনের ১৫ ধারামতে কিম্বা এই আইনের ৫২৬ ধারামতে হাই কোর্ট কর্তৃক পূর্বে প্রদত্ত কোন আজ্ঞার বিরুদ্ধ না হয়।

১৭৯ ধারা। কোন কার্য করণ প্রযুক্ত ও তাহার যে জিলায় ক্রিয়া করা যায় কি যে জিলায় ক্রিয়ার ফল প্রকাশ হয় ইহার একতর জিলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইতে পারিবার কথা।

যে কল হইল তৎপ্রযুক্ত কোন অপরাধ হইয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে, যে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে উক্ত কার্য করা যায় বা উহার ফল প্রকাশ হয় তাহার অন্যতর আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) ক আদালতের বিচারাধীন স্থানে আনন্দের আঘাত হইয়া গ আদালতের বিচারাধীন স্থানে তাহার মৃত্যু হয়। আনন্দের অপরাধঘটিত হত্যাকরণ অপরাধের তদন্ত ও বিচার ক কিম্বা গ আদালতে হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ ক আদালতের বিচারাধীন স্থানে আহত হইয়া দশ দিন ক আদালতের বিচারাধীন স্থানে ও আর দশ দিন গ আদালতের বিচারাধীন স্থানে থাকেন, এবং ক কি গ আদালতের বিচারাধীন স্থানে থাকিবার সময় আপনার সাংসারিক কর্ম চালাইতে পারেন না। আনন্দকে গুরুতর পীড়া দেওন অপরাধের তদন্ত ও বিচার ক, খ বা গ আদালতে হইতে পারিবে।

(গ) কোন ব্যক্তি ক আদালতের বিচারাধীন স্থানে আনন্দের হানি করিবার ভয় দর্শাইলে খ আদালতের বিচারাধীন স্থানে সেই ব্যক্তিকে আনন্দের সম্পত্তি দিবার প্রবৃত্তি হইল। আনন্দকে ভয় দর্শাইয়া তাহার দ্রব্য গ্রহণাপরাধের তদন্ত ও বিচার ক কিম্বা খ আদালতে হইতে পারিবে।

(ঘ) আনন্দকে দেশীয় রাজ্য বরদায় আহত করা হয় ও পুনায় ঐ আঘাত হইতে তাহার মৃত্যু হয়। আনন্দের মৃত্যু ঘটাইবার অপরাধের তদন্ত ও বিচার পুনায় হইতে পারিবে।

১৮০ ধারা। অপরাধসূচক অন্য ক্রিয়ার সহিত অথবা কর্তা অপরাধ করিতে সক্ষম হইলে যাহা অপরাধ হইত এরূপ অন্য ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত কোন ক্রিয়া অপরাধ হইলে বিচার করিবার স্থানের কথা।

অন্য অপরাধের সহিত সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত কোন ক্রিয়া অপরাধ হইলে, যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তদন্তের একতর ক্রিয়া করা যায়, সেই আদালত দ্বারা শেষোক্ত অপরাধের অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) সহায়তাকরণের অভিযোগ হইলে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে সহায়তা করা গেল সেই আদালতে কিম্বা যে অপরাধের সহায়তা করা যায় তাহা যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে করা গেল

সেই আদালতে, ঐ অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

(খ) চোরা দ্রব্য গ্রহণ করিবার কি রাখিবার অভিযোগ হইলে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে দ্রব্য চুরি করা গেল কিম্বা উক্ত দ্রব্যের মধ্যে কোন দ্রব্য কোন সময়ে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে কুটিলভাবে গ্রহণ করা কি রাখা গেল সেই আদালতে ঐ অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

(গ) মনুষ্য চুরি হইয়াছে জানা গেলে সেই মনুষ্যকে অন্যান্যমতে লুকাইয়া রাখিবার অভিযোগ হইলে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে তাহাকে অন্যান্যমতে লুকাইয়া রাখা গেল কিম্বা যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে চুরি করা গেল ইহার মধ্যে কোন আদালতে সেই অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

১৮১ ধারা। (১) কোন ব্যক্তির নামে ঠগ হইবার

ঠগ হইবার কি ডাকাইত
দলের লোক হইবার কি
হেফাজত হইতে পলাইবার
ইত্যাদি কথায়।

কি ঠগ হইয়া হত্যা করিবার
কি ডাকাইতি করিবার কিম্বা
হত্যা সহিত ডাকাইতি করিবার
কিম্বা ডাকাইতদের লোক
হইবার কিম্বা হেফাজত হইতে পলাইবার অভিযোগ
হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের
মধ্যে থাকে সেই আদালত দ্বারা তাহার সেই অপ-
রাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

(২) অপরাধভাবে দ্রব্য লইয়া অবিহিত ব্যবহার

অপরাধভাবে অবিহিত
ব্যবহারের ও অপরাধভাবে
বিশ্বাসঘাতকতা করণের
কথায়।

করণের কিম্বা অপরাধভাবে
বিশ্বাসঘাতকতা করণের অভি-
যোগ হইলে, যে আদালতের
বিচারাধীন স্থানের মধ্যে অপ-
রাধ বিষয়ক দ্রব্যের কোন অংশ অভিযুক্ত ব্যক্তি
প্রাপ্ত হয় কি অপরাধ করা যায় সেই আদালত দ্বারা
ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে
পারিবে।

(৩) যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে

কোন দ্রব্য চুরি করা যায়
কিম্বা চোরের অধিকারে থাকে

কিম্বা তাহা চোরা জানিয়াও কি বিশ্বাস করিবার কারণ
পাইয়াও কোন ব্যক্তি লয় কি রাখে, সেই আদালত
দ্বারা উক্ত দ্রব্য চুরি করণের অপরাধের তদন্ত লওয়া
যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

অপরাধ যে স্থানে করা
গেল তাহা নিশ্চয় না
হইলে, কিম্বা কেবল এক-
স্থানে না করা গেলে, কিম্বা
অপরাধ নিয়ত করা গেলে
কিম্বা অনেক কার্য লইয়া
অপরাধ হইলে তদন্ত ও
বিচার করিবার স্থানের
কথায়।

১৮২ ধারা। অনেক স্থানের
মধ্যে কোন্ স্থানে অপরাধ
করা গেল ইহা নিশ্চয় না
হইলে, কিম্বা

অপরাধের এক অংশ এক স্থানে অন্য অংশ অন্য
স্থানে করা গেলে, কিম্বা

অপরাধ ক্রমিক হইলে ও দুই কি তদধিক স্থানে করা
গিয়া থাকিলে, কিম্বা

ভিন্নস্থানে কৃত নানা কার্য লইয়া অপরাধ হইলে,
যে আদালতের উক্তরূপ কোন স্থানের উপর বিচারা-
ধিকার আছে সেই আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত
লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

১৮৩ ধারা। স্থলপথে কি জলপথে যাত্রাক্রমে
কোন অপরাধ করা গেলে যে
যাত্রাক্রমে পথে অপ-
রাধ করিলে তাহার কথা।

আদালতের বিচারাধীন স্থানের
মধ্যে দিয়া অপরাধী যায় কিম্বা
যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কি যে দ্রব্যের সম্বন্ধে ঐ অপরাধ
করা যায় সেই ব্যক্তি কি সেই দ্রব্য উক্ত যাত্রাক্রমে
যায়, সেই আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া
যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

১৮৪ ধারা। রেলওয়ে কি টেলিগ্রাফ কি ডাক-

ঘর কি অস্ত্র ও বাক্সাদি বিষ-
য়ক যে আইন যৎকালে
বেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ
ও ডাকঘর ও অস্ত্র বিষয়ক
আইনের বিরুদ্ধে অপরাধের
কথায়।

প্রচলিত থাকে তাহার বিধানের
বিরুদ্ধে যে সকল অপরাধ
করা যায় তাহা রাজধানী
নগরের মধ্যে করা গিয়াছে বলিয়া উক্ত হউক কি না
হউক, তথায় তাহার অনুসন্ধান লওয়া যাইতে ও বিচার
হইতে পারিবে।

কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যিক যে অপরাধীকে ও
মোকদ্দমার আবশ্যিক সমস্ত সাক্ষীদিগকে উক্ত নগর
মধ্যে পাওয়া যায়।

১৮৫ ধারা। (১) এই অধ্যায়ের অন্তর্গত পূর্ববর্তী

বিধানক্রমে কোন্ আদালত
দ্বারা অপরাধের তদন্ত লওয়া
যাইবে বা বিচার
হইবে এবিষয়ে সন্দেহ
হইলে হাই কোর্টের দ্বারা
ইহা নির্ণয় হইবার কথা।

কোন্ বিলায় তদন্ত
লওয়া যাইবে বা বিচার
হইবে এবিষয়ে সন্দেহ
হইলে হাই কোর্টের দ্বারা
ইহা নির্ণয় হইবার কথা।

বিচারার্থিকারের সীমান্তগত
স্থানে অপরাধী প্রকৃতপক্ষে থাকে কোন্ আদালত দ্বারা
উক্ত অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইবে কি বিচার হইবে
ইহা সেই হাই কোর্ট নির্ণয় করিবেন।

(২) নিম্ন ব্রহ্মদেশে, অপরাধী ইউরোপীয় ব্রিটিশ

প্রজা হইলে রাজ্যের রিকর্ডার সাহেব ও অন্যান্য
স্থান জুডিশিয়াল কমিশনার সাহেব এই ধারার কার্যপক্ষে
হাই কোর্ট বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৮৬ ধারা। (১) যখন কোন প্রেসিডেন্সী মাজি-

স্ট্রেট কি জিলার মাজিস্ট্রেট
কি মহকুমার মাজিস্ট্রেট, কিম্বা
বিচারাধীন স্থানের
বাহিরে অপরাধ করা গেলে
সমন কি ওয়ারেন্ট দিবার
ক্ষমতার কথা।

স্থানীয় গবর্নমেন্ট হইতে এতৎ-
পক্ষে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত
হইলে, কোন প্রথম শ্রেণীর
মাজিস্ট্রেট এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে,
তাহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ
স্থানের বাহিরে (ব্রিটিশ ভারতবর্ষের ভিতরেই হউক আর

স্বাক্ষরিত হইবে) কোন অপরাধ করিয়াছে ও ১৭৭ ধারা অবধি ১৮৪ ধারা পর্যন্ত কোন ধারার বিধানক্রমে কি অন্য যে আইন তৎকালে প্রচলিত থাকে তৎক্রমে ঐ স্থানের মধ্যে সেই অপরাধের তদন্ত লওয়া কি বিচার করা যাইতে পারে না, কিন্তু প্রচলিত কোন আইনবলে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে তাহার বিচার হইতে পারে, তখন স্বীয় বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ অপরাধ করা গেলে তিনি যেমন তদন্ত লইতে পারিতেন তদ্রূপ তদন্ত লইতে ও ইতিপূর্বে যেরূপ বিধান করা গিয়াছে তৎক্রমে ঐ ব্যক্তিকে বলপূর্বক আপন সম্মুখে উপস্থিত করাইতে পারিবেন এবং উক্ত অপরাধের তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার ক্ষমতা যে মাজিস্ট্রেটের

থাকিলে পর মাজিস্ট্রেটের কার্যপ্রণালীর কথা।

থাকে তাহার নিকটে তাহাকে পাঠাইতে পারিবেন অথবা উক্ত অপরাধ জামিন লইবার যোগ্য হইলে, উক্ত মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে তাহার উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, জামিন সহিত বা জামিন ব্যতীত নিবন্ধপত্র লইতে পারিবেন।

(২) উক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন একাধিক মাজিস্ট্রেট থাকিলে এবং তাহার নিকটে কি সম্মুখে উক্ত ব্যক্তিকে পাঠাইতে কি উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আবদ্ধ করিতে হইবে, এই ধারাক্রমে কার্যকারী মাজিস্ট্রেট এবিষয়ে কিছু স্থির করিতে না পারিলে, হাই কোর্টের আজ্ঞার নিমিত্ত মোকদ্দমার রিপোর্ট করিবেন।

১৮৭ ধারা। (১) প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি জিলার মাজিস্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিস্ট্রেট ১৮৬ ধারামতে যে ওয়ারন্ট দেন তৎক্রমে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করা গেলে,

ঐ মাজিস্ট্রেট তাহার অধীন হন ঐ ধৃত ব্যক্তিকে সেই জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবেন। কিন্তু যে মাজিস্ট্রেটের ঐ অপরাধের তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে তিনি ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারন্ট দিলে, পোলীসের যে কর্মচারী ঐ ওয়ারন্ট জারী করেন, তাহার নিকটে ঐ ধৃত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা যাইবে, কিম্বা যে মাজিস্ট্রেট ওয়ারন্ট দিলেন তাহার নিকটে তাহাকে পাঠান যাইবে।

(২) ধৃত ব্যক্তি যে অপরাধে অপরাধী বলিয়া কথিত হয় কি তাহার প্রতি সংশয় থাকে যদি ১৮৬ ধারামতে কর্মকারী মাজিস্ট্রেটের আদালত ছাড়া সেই জিলার অন্য কোন কোর্জদারী আদালতের দ্বারা তাহার তদন্ত ও বিচার হইতে পারে, তবে ঐ মাজিস্ট্রেট উক্ত আদালতে ঐ ব্যক্তিকে পাঠাইবেন।

১৮৮ ধারা। যদি খ্রীশ্চীমতীর ভারতবর্ষীয় কোন দেশীয় প্রজা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত কোন স্থানে কোন অপরাধ করে কিম্বা

ব্রিটিশ প্রজা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে অপরাধ করিলে তাহাদের দায়ের কথা।

(ক) যদি কোন ব্রিটিশ প্রজা ভারতবর্ষের কোন রাজা বা অধিপতির শাসনাধীন দেশে কোন অপরাধ করে, কিম্বা

(খ) মহারাণীর কোন চাকর, ব্রিটিশ প্রজা হউক আর নাই হউক, ভারতবর্ষের কোন রাজা বা অধিপতির শাসনাধীন দেশে কোন অপরাধ করে—

তবে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত যে কোন স্থানে তাহাকে পাওয়া যায় সেই স্থানেই অপরাধ করার ন্যায় তাহার সেই অপরাধ হেতুক বিচারাদি হইতে পারিবে।

পরন্তু যে দেশে সেই অপরাধ করা গিয়াছে বলিয়া বর্ণিত হয় সেই দেশের পলিটিকাল এজেন্ট সাহেব থাকিলে তিনি ব্রিটিশ ভারতবর্ষে সেই অভিযোগের তদন্ত উচিত বলিয়া আপন অভিমতের সার্টিফিকেট না দিলে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে উক্ত কোন অপরাধ বিষয়ক অভিযোগের তদন্ত লওয়া যাইবে না। এবং পলিটিকাল এজেন্ট না থাকিলে স্থানীয় গবর্নমেন্টের অনুমোদন আবশ্যিক হইবে।

আরো এই ধারামতে কোন ব্যক্তির বিপক্ষে কোন কার্য্যানুষ্ঠান হইলে পর, ব্রিটিশ ভারতবর্ষে সেই অপরাধ করা গেলে যদি সেই অপরাধের নিমিত্ত পশ্চাৎ সেই ব্যক্তির বিপক্ষে আর কার্য্যানুষ্ঠান হইতে না পারে তবে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত কোন দেশে সেই অপরাধের উপলক্ষে তাহার বিপক্ষে ভিন্ন দেশের বিচারাধিপত্য বিষয়ক ও অপরাধাদিগকে স্বং দেশে প্রেরণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনমতে আর কার্য্যানুষ্ঠান হইতে পারিবে না।

১৮৯ ধারা। ১৮৮ ধারায় যে প্রকারের অপরাধের সাক্ষ্য ও দলীলের উল্লেখ হইয়াছে তাহার তদন্ত লওয়া যাইতেছে কি বিচার হইতেছে এমত সময়ে যে দেশে অপরাধ করা গিয়াছে

বলিয়া কথিত হয় তথায় বা তথাকার পলিটিকাল এজেন্ট সাহেবের কিম্বা বিচারপতির সম্মুখে যে জবানবন্দী লওয়া কি যে দলীল উপস্থিত করা গেল তদন্তকারী কি বিচারকারী আদালত যে কোন মোকদ্দমায় সেই জবানবন্দী কি দলীলের লিখিত বিষয়ের সাক্ষ্য লইবার জন্যে কমিশনদিতে পারিতেন সেই মোকদ্দমায় ঐ আদালত ঐ জবানবন্দী ও দলীলের প্রতিলিপি প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিলেন, স্থানীয় গবর্নমেন্ট বিহিত বোধ করিলে এমন আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

খ।— কার্যসম্পন্নতার আৱশ্যক নিম্নবিষয়ক
বিধি।

১১০ ধারা। (১) পশ্চাৎলিখিত বিধানের স্থল ভিন্ন

কোন প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট
মাজিস্ট্রেটেরা যে অপরাধ
গ্রাহ্য করিতে পারিবেন
তাহার কথা।

কোন মাজিস্ট্রেট,

(ক) কোন অপরাধাত্মক ঘটনার নানিশ প্রাপ্ত
হইলে, কিম্বা

(খ) উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে পোলীসের রিপোর্ট
পাইলে, কিম্বা

(গ) পোলীস কর্মচারী ভিন্ন অন্য ব্যক্তির নিকট
সংবাদ পাইলে, অথবা উক্ত অপরাধ
যে করা গিয়াছে এতদ্বিষয়ে তাঁহার
স্বীয় জ্ঞান কি সন্দেহ থাকিলে,
ঐ অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

(২) কোন মাজিস্ট্রেট যে অপরাধের বিচার বা
যাহা বিচারার্থে সমর্পণ করিতে পারেন, স্থানীয় গবর্ন
মেন্ট কি স্থানীয় গবর্নমেন্টের সাধারণ কি বিশেষ আজ্ঞা-
ক্রমে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব (১) প্রকরণের (ক)
কিম্বা (খ) দফামতে সেই অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা
সেই মাজিস্ট্রেটকে দিতে পারিবেন।

(৩) কোন মাজিস্ট্রেট যে অপরাধের বিচার বা
তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করিতে পারেন, স্থানীয় গবর্ন-
মেন্ট (১) প্রকরণের (গ) দফামতে সেই অপরাধ গ্রাহ্য
করিবার ক্ষমতা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর সেই মাজি-
স্ট্রেটকে দিতে পারিবেন।

১১১ ধারা। কোন মাজিস্ট্রেট পূর্ববর্তী ধারার (১)

অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনা-
মতে মোকদ্দমা হস্তান্তর
বা সমর্পণ কৱিবার কথা।

তন্মধ্যে কোন একজন কোন সাক্ষ্য গৃহীত হইবার
পূর্বে এইরূপ দাওয়া করিতে পারিবেন যে, উক্ত মাজি-
স্ট্রেট কর্তৃক ঐ মোকদ্দমার বিচার না হইয়া উহা অন্য
কোন মাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হয় অথবা সেশন
আদালতে সমর্পিত হয়।

১১২ ধারা। (১) কোন জিলার মাজিস্ট্রেট কি প্রধান

মাজিস্ট্রেটদের মোকদ্দমা
হস্তান্তর করিবার কথা।

প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি
মহকুমার মাজিস্ট্রেট যে মোক-
দ্দমা গ্রাহ্য করেন তাহার তদন্ত
নইবার কি বিচার করিবার নিমিত্ত তিনি তাহা তাঁহার
অধীন কোন মাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিতে
পারিবেন।

(২) কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট মোকদ্দমা গ্রাহ্য
করিয়া থাকিলে, জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে
এই আইনমতে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার বা

তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন ঐ
জিলার অন্য কোন বিশেষ মাজিস্ট্রেটের নিকট তদন্ত
বা বিচার হইবার নিমিত্ত উহা প্রেরণ করিবার ক্ষমতা
দিতে পারিবেন; এবং ঐ মাজিস্ট্রেট তদন্তসারে মোক-
দ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

১১৩ ধারা। (১) এই আইনে কিম্বা যৎকালে অন্য

সেশন আদালত যে
অপরাধ গ্রাহ্য করিতে
পারিবেন তাহার কথা।

যে আইন প্রচলিত থাকে
তাহাতে প্রকারান্তরের স্পষ্ট
বিধান না থাকিলে, তদন্তে
নিম্নমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন
মাজিস্ট্রেট কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তি সমর্পিত না হইলে,
কোন সেশন আদালত প্রথম স্থলায় বিচারাধিকার-
বিশিষ্ট আদালতস্বরূপ কোন অপরাধ গ্রাহ্য করি-
বেন না।

(২) স্থানীয় গবর্নমেন্ট সাধারণ কি বিশেষ আজ্ঞা
দ্বারা তাঁহাদিগকে যে সকল মোকদ্দমার বিচার
করিতে আদেশ দেন, কিম্বা সেই ঋণের সেশন জজ
সাহেব সাধারণ কি বিশেষ আজ্ঞাদ্বারা যে সকল
মোকদ্দমা তাঁহাদিগের নিকট বিচারার্থে অর্পণ করেন,
আডিশনাল সেশন জজ কি আসিস্ট্যান্ট সেশন জজ
কেবল সেই সকল মোকদ্দমার বিচার করিবেন।

(৩) স্থানীয় গবর্নমেন্ট এক সেশন ঋণের সেশন
জজকে অন্য ঋণের আডিশনাল সেশন জজ স্বরূপে
নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ স্থলে তিনি উহার
অন্যতর ঋণের যে স্থানে বা যে যে স্থানে স্থানীয়
গবর্নমেন্ট আদেশ করেন তথায় মোকদ্দমার নিষ্পত্তির
জন্য অধিবেশন করিতে পারিবেন।

১১৪ ধারা। (১) পশ্চাৎলিখিত বিধানমতে কোন

অপরাধ হাই কোর্টে সমর্পণ
করা গেলে হাই কোর্ট তাহা
গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষীয় হাই কোর্ট বিষয়ক ১৮৬১ সালের
আইনমতে যে পেটেন্টপত্র প্রদত্ত হয়, এই ধারার
কোন কথায় তাহার বিধানের কিম্বা এই আইনের অন্য
কোন বিধানের কোন বিষয় হইবে এরূপ জ্ঞান করিতে
হইবে না।

(২) (ক) শ্রীশ্রীমতীর এটর্নি জেনরল সাহেব যে যে

অভিপ্রায়ে ক্রাউণের পক্ষে ইং-
আডবোকেট জেনরল
কর্তৃক সম্বাদ দিবার কথা।

লণ্ডের হাই কোর্টে সম্বাদ উপ-
স্থিত করিতে পারেন আডবো-
কেট জেনরল সাহেব অগ্রে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর
জেনরল সাহেবের কিম্বা স্থানীয় গবর্নমেন্টের মঞ্জুরি
নইয়া হাই কোর্টের এলাকাধীন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে
সেই সেই অভিপ্রায়ে হাই কোর্টে সম্বাদ উপস্থিত
করিতে পারিবেন।

(খ) এরূপ প্রত্যেক সম্বাদ সম্বন্ধে মোকদ্দমার
আবস্থা ও উক্ত হাই কোর্টের রীতি ও কার্যপ্রণালী
অনুসারে যত দূর সাধ্য হয় এরূপ কার্যস্থান হইতে

পারিবে যাহা ক্রীতদাসীতীর এটনি জেনরল সাহেব কর্তৃক উপস্থিত করা তদ্রূপ সন্থাদ সন্থা আইনমতে অস্বীকৃত হইতে পারে।

(গ) ঐরূপ কোন সন্থাদ অনুসারে বা তৎক্রমে যে জরিমানা, অর্থদণ্ড, সম্পত্তিদণ্ড, ঋণ বা টাকা আদায় করা হয় তৎসমস্তই ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের হইবে।

(ঘ) হাই কোর্ট এই ধারার বিধান কার্যে পরিণত করণার্থে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

১৯৫ ধারা। (১) (ক) ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৭২ হইতে ১৮৮ পর্যন্ত ধারা মতে যে অপরাধের দণ্ড হইতে পারে সেই অপরাধ রাজকীয় যে কার্যকারকের সন্থা হইয়া থাকে তাঁহার কিম্বা তিনি যাহার অধীন সেই রাজকীয় কার্যকারকের অনুমতি কি না লিখ না হইলে,

(খ) উক্ত আইনের ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৯, ২০০, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, কি ২২৮ ধারামতে যে অপরাধ দণ্ডনীয় তাহা কোন আদালতের আনুষ্ঠানিক কার্যে বা তৎসন্থা করা গেলে ঐ আদালতের কিম্বা সেই আদালত অন্য যে আদালতের অধীন থাকেন তদীয় অনুমতি কি না লিখ না হইলে,

(গ) উক্ত আইনের ৪৬৩ ধারায় যে কোন অপরাধের বর্ণনা আছে কিম্বা, ৪৭১, ৪৭৫ কি ৪৭৬ ধারামতে যে অপরাধের দণ্ড হইতে পারে কোন আদালতের আনুষ্ঠানিক কোন কার্যে প্রমাণস্বরূপ যে দলীল উপস্থিত করা কি দেওয়া যায় তৎসন্থা কোন পক্ষ সেই অপরাধ করিলে, ঐ আদালত কিম্বা ঐ আদালত অন্য যে আদালতের অধীন থাকেন তদীয় অনুমতি কি না লিখ না হইলে,

কোন আদালত ঐ অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।
(২) এই ধারায় “আদালত” শব্দে কোন দেওয়ানী, রাজস্ব বা ফৌজদারী আদালত বুঝাইবে, কিন্তু রেজিষ্টারী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনমত কোন রেজিষ্টার বা অপর কোন আমলা ইহার অন্তর্গত নয়।

(৩) এই ধারার লিখিত সকল অপরাধ সন্থা এই ধারার বিধান ঐ সকল অপরাধের সহায়তা করণের ও ঐ সকল অপরাধ করিবার উদ্যোগের প্রতিও বর্ডে।

(৪) এই ধারায় যে অনুমতির উল্লেখ হইয়াছে তাহা সাধারণ কথায় ব্যক্ত হইতে পারিবে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম লিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে আদা-

লতে কি অন্য স্থানে ও যে সূত্রে অপরাধ করা যায় যথাসাধ্য তাহার নির্দেশ করিতে হইবে।

(৫) এই ধারার উল্লিখিত কোন অপরাধ সম্পর্কে অনুমতি প্রদত্ত হইলে র্তাহার দৃষ্টি অন্যতর অপরাধ কৃত হইয়াছে বলিয়া যদি প্রকাশ হয় তবে যে আদালত মোকদ্দমা গ্রহণ করেন উল্লিখিত অন্য অপরাধ ধরিয়া অভিযোগপত্র প্রস্তুত করণার্থে সেই আদালতের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) এই ধারামতে যে অনুমতি দেওয়া অস্বীকার করা যায় অস্বীকারকারী কর্তৃপক্ষ যে কর্তৃপক্ষের অধীন সেই কর্তৃপক্ষ তাহা দিতে পারিবেন। সেই অনুমতি লিখিত হইয়া দিবার তারিখ হইতে ছয় মাসের অধিক কাল বলবৎ থাকিবে না। কিন্তু হাই কোর্ট উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে ঐ কাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

(৭) ছোট আদালত ভিন্ন প্রত্যেক আদালত হইতে সাধারণতঃ যে আদালতে আপীল হয়, এই ধারার কার্যপক্ষে প্রথমোক্ত আদালত সেই আদালতের অধীন বলিয়া গণ্য হইবে।

(৮) রাজধানী নগরের ছোট আদালত হাই কোর্টের অধীন বলিয়া গণ্য হইবে, এবং প্রত্যেক ছোট আদালত যে সেশন খণ্ডের মধ্যে থাকে সেই খণ্ডের সেশন আদালতের অধীন বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯৬ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১২৭ ধারা ভিন্ন ৬ অধ্যায়মতে দণ্ড-বাজবিরুদ্ধ অপরাধের নীতি উক্ত আইনের ২৯৪ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধের না লিখ হইলে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের কিম্বা স্থানীয় গবর্নমেন্টের আজ্ঞা কিম্বা দত্ত ক্ষমতাক্রমে কিম্বা এতৎপক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারির আজ্ঞা কিম্বা তাঁহার দত্ত ক্ষমতাক্রমে ঐ না লিখ উপস্থিত করা না গেলে, কোন আদালতে তদ্রূপ অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ হইবে না।

১৯৭ ধারা। (১) বিচারকর্তাস্বরূপ কোন বিচারকর্তার নামে কিম্বা রাজকীয় অন্য যে কার্যকারক ভারতবর্ষীয় কি স্থানীয় গবর্নমেন্টের অনুমতি বিনা অপসৃত হইতে না পারেন এমত কার্যকারকস্বরূপ তাঁহার নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হইলে, যে গবর্নমেন্ট তাঁহাকে অপসৃত করিবার আজ্ঞা দিতে পারেন সেই গবর্নমেন্ট কিম্বা উক্ত গবর্নমেন্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কর্মচারির অনুমতি ভিন্ন অথবা ঐ বিচারকর্তা কিম্বা রাজকীয় কার্যকারক যে আদালতের কিম্বা অন্য কর্তৃপক্ষের অধীন থাকেন উক্ত গবর্নমেন্ট তাঁহার তদ্রূপ অভিযোগ করিবার অনুমতি দিবার ক্ষমতা ধর্ম করিয়া না থাকিলে তাঁহার অনুমতি ভিন্ন ঐ অভিযোগ কোন আদালতে গ্রহণ হইবে না।

(২) যে ব্যক্তি কর্তৃক ও যে প্রকারে উক্ত বিচার-

অভিযোগ সম্বন্ধে গবর্ন-
মেণ্টের ক্ষমতার কথা।

কর্তা কি রাজকীয় কার্যকারক
সম্বন্ধীয় অভিযোগ চালাইতে
হইবে উক্ত গবর্নমেণ্ট তাহা

স্থির করিতে পারিবেন, এবং যে আদালতের সম্মুখে
বিচার হইবে তাহাও নির্দেশ করিতে পারিবেন।

১১৮ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১১ কি

২১ অধ্যায়ের মধ্যে কি ৪১৩

চুক্তিক্রম ও অপবাদ ও
বিবাহ সম্পর্কীয় অপরাধের
অভিযোগের কথা।

হইতে ৪১৬ পর্যন্ত ধারার
মধ্যে যে ২ অপরাধ পড়ে ঐ ঐ

অপরাধক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত কোন

ব্যক্তির দ্বারা নালিশ না হইলে কোন আদালতে সেই
অপরাধ গ্রাহ্য হইবে না।

১২১ ধারা। জ্বীলোকের স্বামী কি তাঁহার অসুপ-

স্থিতিতে যে সময়ে অপরাধ হয়

পবদাব সংক্রান্ত কিম্বা
বিবাহিতা জ্বীলোকের ফুস-
লাইয়া লওন বিষয়ক
অভিযোগের কথা।

সেই সময়ে তাঁহার পক্ষে ঐ
জ্বীলোকের যিনি রক্ষক থাকেন

তিনি নালিশ না করিলে, কোন

আদালতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির

আইনের ৪১৭ কি ৪১৮ ধারামত অপরাধ গ্রাহ্য হইবে
না।

১৬ ষোড়শ অধ্যায়।

মাজিস্ট্রেটদের নিকট নালিশ করিবার বিধি।

২০০ ধারা। নালিশ হইলে যে মাজিস্ট্রেট কোন

বাদির পরীক্ষা লইবার
কথা।

অপরাধ গ্রাহ্য করেন, তিনি
শপথ করাইয়া বাদির পরীক্ষা

লইবেন, ও সেই পরীক্ষার মর্ম

লিখিয়া রাখা যাঁহবে ও তাহাতে বাদী এবং মাজিস্ট্রেট
স্বাক্ষর করিবেন।

কিন্তু (ক) লিখিয়া নালিশ করা গেলে, ১১২ ধারা-
মতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার পূর্বে মাজিস্ট্রেটের যে
বাদির পরীক্ষা লইতে হইবে, এই ধারার কোন কথায়
এরূপ জ্ঞান হইবে না।

(খ) উক্ত মাজিস্ট্রেট প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট হইলে,
মাজিস্ট্রেট প্রত্যেক স্থলে যেমন উচিত বোধ করেন
তেমনি শপথ করাইয়া কি না করাইয়া ঐ পরীক্ষা
করিতে পারিবেন, এবং তাহা লিখিয়া লইবার প্রয়োজন
নাই; কিন্তু মাজিস্ট্রেট বিহিত বোধ করিলে নালিশের
বিষয় তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করাইবার পূর্বে তাহা
লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

(গ) ১১২ ধারামতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করা গেলে,
যে মাজিস্ট্রেট তাহা হস্তান্তর করেন তিনি বাদির
পরীক্ষা লইয়া থাকিলে, যে মাজিস্ট্রেটের নিকটে ঐ

মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায় তিনি বাদিকে
পুনর্বার পরীক্ষা করিতে বাধ্য হইবেন না।

২০১ ধারা (১) লিখিয়া নালিশ করা গিয়া

মাজিস্ট্রেট নালিশ শুনেতে
ক্ষমতাপন্ন না হইলে, কাহ্য-
প্রণালীর কথা।

থাকিলে এবং মাজিস্ট্রেট ঐ
নালিশ গ্রাহ্য করিতে ক্ষমতা-

পন্ন না হইলে উপযুক্ত আদা-
লতে দিবাস নিমিত্ত সেই মর্মে

পৃষ্ঠলিপি সহিত নালিশ কিরাইয়া দিবেন।

(২) নালিশ লিখিয়া করা গিয়া না থাকিলে ঐ
মাজিস্ট্রেট নালিশকারীকে উপযুক্ত আদালতে যাইবার
আদেশ করিবেন এবং নালিশ যে করা হইয়াছিল এই
কথা লিপিবদ্ধ করিবেন।

২০২ ধারা। (১) প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট

পবওয়ান দিতে বিলম্ব
করণের কথা।

এবং স্থানীয় গবর্নমেণ্ট অন্য
যে কোন প্রেসিডেন্সী মাজি-

স্ট্রেটকে এতদর্থে সময়ে

ক্ষমতা দেন তিনি, কিম্বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজি-
স্ট্রেট যে নালিশ গ্রাহ্য করিতে পারেন সেই নালিশের

সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে
বাদির পরীক্ষা লইবার পর নালিশের সত্যতা সম্বন্ধে

অবিশ্বাস করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া যাহার নামে
নালিশ হইল তাহাকে উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা

দিতে বিলম্ব করিয়া নালিশের সত্যাসত্যতা নির্ণয়
করিবার জন্য আপনি নালিশের তদন্ত লইতে পারি-

বেন কিম্বা প্রথমে আপনার অধীন কোন কর্মচারির
কিম্বা পোলীসের কর্মচারির দ্বারা কিম্বা মাজিস্ট্রেট বা

পোলীস কর্মচারী ভিন্ন অন্য যে ব্যক্তি দ্বারা বিহিত
বোধ করেন সেই ব্যক্তি দ্বারা ঐ নালিশের স্থানীয়

অসুসন্ধান লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) মাজিস্ট্রেট কিম্বা পোলীসের কর্মচারী ভিন্ন
যদি অন্য ব্যক্তির দ্বারা ঐ অসুসন্ধান লওয়া যায়, তবে

এই আইনক্রমে ধানার অধ্যক্ষের প্রতি যে সকল ক্ষমতা
অর্পণ করা গেল ঐ ব্যক্তি সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য

করিতে পারিবেন, কেবল তাঁহার ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত
করিবার ক্ষমতা থাকিবে না।

(৩) এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলী
সের প্রতি বর্ডে।

২০৩ ধারা। যে মাজিস্ট্রেটের নিকট নালিশ করা

নালিশ ডিসমিস করিবার
কথা।

বা উঠাইয়া দেওয়া যায়
তিনি বাদির পরীক্ষা করিলে

এবং ২০২ ধারামতে অসুসন্ধান
লওয়া গেলে তাহার ফল বিবেচনা করিয়া সেই বিষয়ের

আর কোন কার্য্যমুঠান করিবার বিশিষ্ট কারণ নাই
বিবেচনা করিলে ঐ নালিশ ডিসমিস করিতে পারিবেন।

এরূপ স্থলে তাঁহার উক্তরূপ করিবার হেতু সংক্ষেপে
লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১৭ সপ্তদশ অধ্যায়।

মাজিস্ট্রেটদের সম্মুখে কার্যারম্ভ করিবার বিধি।

২০৪ ধারা। (১) যে মাজিস্ট্রেট কোন অপরাধ গ্রাহ্য করেন তাঁহার মতে কার্যারম্ভ করিবার বিশিষ্ট কারণ থাকিলে

দ্বিতীয় তফসীলের চতুর্থ ঘর দেখিয়া যদি প্রথমে সেই মোকদ্দমায় সমন দেওয়া উচিত বোধ হয় তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সমন দিবেন। উক্ত ঘর দেখিয়া প্রথমে যদি ওয়ারন্ট দেওয়া উচিত বোধ হয়, তবে তিনি আপনার কিম্বা সেই বিষয়ের বিচার করিতে সক্ষম অন্য মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ে আনা হইবার বা উপস্থিত করা হইবার জন্যে ওয়ারন্ট দিতে অথবা উচিত বোধ করিলে সমন দিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার কোন কথাক্রমে ৯০ ধারার বিধানের কোন ব্যতিক্রম হইবে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

(৩) যৎকালে যে কোন আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে কোন পরওয়ানার ফী বা অপার ফী দেয় হইলে, যাবৎ ঐ ফী দেওয়া না হয় তাবৎ সমন দেওয়া যাইবে না, এবং যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে ঐ ফী দেওয়া না গেলে মাজিস্ট্রেট মোকদ্দমা ডিসমিস করিতে পারিবেন।

২০৫ ধারা। (১) যখন কোন মাজিস্ট্রেট সমন দেন, অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত না হইবার অন্তিমতা দিতে মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার কথা। উপস্থিত কারণ জানিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া আপনার পক্ষের উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইবার অঙ্গুমতি দিতে পারিবেন।

(২) কিন্তু কার্যারম্ভের কোন সময়ে তদন্তকারী বা বিচারকারী মাজিস্ট্রেট আপন বিবেচনামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, এবং আবশ্যিক হইলে পূর্ব প্রদত্ত বিধানমতে তাহাকে বলপূর্বক উপস্থিত করাইতে পারিবেন।

১৮ অষ্টাদশ অধ্যায়।

সেশন আদালতের কি হাই কোর্টের বিচার্য মোকদ্দমার তদন্ত বিষয়ক বিধি।

২০৬ ধারা। (১) ৪৪৩ ধারার বিধান মানিয়া কোন প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিস্ট্রেট কিম্বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিস্ট্রেট কিম্বা এতৎ পক্ষে স্থানীয় গবর্নমেন্ট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন মাজিস্ট্রেট সেশন আদালতের কিম্বা হাই কোর্টের বিচার্য কোন অপরাধ হেতুক কোন ব্যক্তিকে ঐ আদালতে কি কোর্টে সমর্পণ করিতে পারিবেন।

(২) কিন্তু এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে সেশন আদালতের বিচার্য কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে হাই কোর্টে সমর্পণ করা যাইবে না।

২০৭ ধারা। কেবল সেশন আদালতের কি হাই কোর্টেরই বিচার্য মোকদ্দমায় কি মাজিস্ট্রেটের বিবেচনায় হাই কোর্টে কি সেশন আদালতে যে মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত, সেই মোকদ্দমায় মাজিস্ট্রেটদের সম্মুখে যে তদন্ত লওয়া যায় তদ্বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রণালীমতে কার্য করিতে হইবে।

২০৮ ধারা। (১) অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে অথবা তাহাকে মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে, মাজিস্ট্রেট কেহ বাদী থাকিলে তাহার বক্তব্য শ্রবণ করিবেন ও অভিযোগের পক্ষে বা অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় বা যাহা মাজিস্ট্রেট তলব করেন তাহা পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে গ্রহণ করিবেন।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগের পক্ষে সাক্ষীদিগকে জেরা করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ স্থলে অভিযুক্ত তাহাদিগকে পুনর্বার পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) কোন সাক্ষীকে কি কোন দলীল কি অন্য বস্তু উপস্থিত করা হইবার নিমিত্ত বাদী কিম্বা যে কর্মচারী অভিযোগ চালান তিনি কি অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিস্ট্রেটের নিকটে পরওয়ানা দিবার প্রার্থনা করিলে মাজিস্ট্রেট ঐ পরওয়ানা দিবেন, কিন্তু তদ্রূপ পরওয়ানা দেওয়া অনাবশ্যক জ্ঞান করিলে যুক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া পরওয়ানা দিবেন না।

(৪) প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটকে যে আপনার যুক্তি লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ হইল, এই ধারার কোন কথায় ঐরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

২০৯ ধারা। (১) ২০৮ ধারার (১) ও (৩) প্রকরণের উল্লিখিত সাক্ষ্য লইয়া এবং সাক্ষ্য যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে তাহাব কথা। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে কোন ব্যাপার দেখা যায় তাহাকে তাহার ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ

করিবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার বিশিষ্ট হেতু নাই মাজিস্ট্রেট এমত বোধ করিলে ঐরূপ বোধ করিবার হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু আপনার সম্মুখে কিম্বা অন্য কোন মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে সেই ব্যক্তির বিচার হওয়া উচিত তাঁহার ঐরূপ বোধ হইলে তিনি তদনুযায়ী কার্য করিবেন।

(২) অভিযোগ সমূহক বিবেচনা করিলে, হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া, মাজিস্ট্রেট মোকদ্দমা চলনের এতৎপূর্বক কোন ব্যবস্থায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে ছাড়িয়া দিতে

পারিবেন না, এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

২১০ ধারা। (১) তদ্রূপ সাক্ষ্য লওয়া গেলে পর এবং তদ্রূপ পরীক্ষা যদি করা যায় তাহা করা গেলে পর যদি মাজিস্ট্রেট স্থির করেন যে,

কখন অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার কথা।

মোটামুটি অভিযোগের বিষয় সাব্যস্ত হইয়াছে ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার বিশিষ্ট হেতু আছে, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইল তাহা নির্দেশ করিয়া আপনার স্বাক্ষর-যুক্ত অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবেন।

(২) অভিযোগপত্র প্রস্তুত হইলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকটে পাঠ করা যাইবে ও তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও সে চাহিলে তাহার নকল বিনা খরচায় তাহাকে দেওয়া যাইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগ বুঝাইয়া দিবার ও অভিযোগপত্রের নকল দিবার কথা।

তাহাকে দেওয়া যাইবে।

২১১ ধারা। (১) বিচারকালে অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবার জন্য কাহাকে সমন করাইতে চাহিলে তাহাদিগকে সমন করাইতে চাহে, তৎকালেই তাহাদিগের নাম বাচনিক জানাইতে কি লিখিয়া দিতে তাহার প্রতি আজ্ঞা হইবে।

বিচারকালে প্রতিবাদির সম্পর্ক সাক্ষীদের নাম-নির্ধারনের কথা।

(২) মাজিস্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে তৎপশ্চাৎ কোন কালেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাক্ষীদের নামের আর এক ফর্দ দিবার অমুমতি দিতে পারেন; এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে হাই কোর্টের সম্মুখে সমর্পণ করা গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারকালে সাক্ষ্য দিবার জন্য অন্য ব্যক্তিদের নামে সমন দেওয়াইতে বাঞ্ছা করিলে, বিচার হইবার পূর্বে ক্লার্ক অফ দি ক্রোন সাহেবকে তাহাদের নামের নির্দলিত দিবার তাহার কোন বাধা আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে এমত বোধ হইবে না।

২১২ ধারা। ২১১ ধারামতে মাজিস্ট্রেটকে সে সাক্ষীদের নামের ফর্দ দেওয়া যায় স্বীয় বিবেচনামতে তিনি তন্মধ্যে কোন সাক্ষীকে সমন দিয়া পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

মাজিস্ট্রেটের তদ্রূপ সাক্ষীদের পরীক্ষা করিবার ক্ষমতার কথা।

২১৩ ধারা। (১) অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি ২১১ ধারামতে ফর্দ দিবার আদেশ হইলে ও সে তাহা না দিলে অথবা সে তদ্রূপ ফর্দ দিলেও, মাজিস্ট্রেট তাহাদের পরীক্ষা লইতে চাহেন তন্মধ্যে এমন

সাক্ষী যদি থাকে তাহাদিগকে ২১২ ধারামতে সমন করিয়া পরীক্ষা করা গেলে, মাজিস্ট্রেট হাই কোর্টে কি স্থলবিশেষে, সেশন আদালতে বিচারার্থে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট না হইলে ঐ আজ্ঞাতে তদ্রূপ সমর্পণ করিবার হেতু সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

(২) প্রতিবাদীর সাক্ষীদের উক্তি শুনিবার পর যদি মাজিস্ট্রেটের এরূপ প্রতীতি হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঐরূপে সমর্পণ করিবার পক্ষে উপযুক্ত কারণ নাই তাহা হইলে তিনি অভিযোগ রহিত করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

২১৪ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ইউরোপীয় ৩টি প্রজা না হইলে যদি তাহার নামে প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে এই অভিযোগ হয় যে, যে ইউরোপীয় ৩টি প্রজা একই ব্যাপার মূলক তদ্রূপ অভিযোগে শীঘ্রই হাই কোর্টে বিচারার্থে সমর্পিত হইবে কিম্বা হাই কোর্টে তাহার বিচার হইবে তাহার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া সে অপরাধ করিয়াছে, ও সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার বিশিষ্ট হেতু আছে মাজিস্ট্রেট যদি এরূপ বোধ করেন তবে তিনি সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাই কোর্টে বিচার হইবার নিমিত্তে সমর্পণ করিবেন, সেশন আদালতে নয়।

ইউরোপীয় ৩টি প্রজার সহিত বাজধানী নগরের বাসিন্দা একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা।

২১৫ ধারা। কোন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন মাজিস্ট্রেট ২১৩ কি ২১৪ ধারামতে কিম্বা কোন সেশন আদালত ৪৭৭ ধারামতে কিম্বা কোন দেওয়ানী কি রাজস্ব আদালত ৪৭৮ ধারামতে একবার বিচারার্থে সমর্পণ করিলে, কেবল হাই কোর্ট তাহা অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, তাহাও কেবল আইন ঘটিত বিষয় ধরিয়া করিতে পারিবেন।

২১৬ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ২১১ ধারামতে সাক্ষীদের নামের নির্দলিতপত্র দিলে ও তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করা গেলে, ঐ ফর্দের লিখিত যে সাক্ষীর আপনার সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই যে আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারার্থে সমর্পিত হইয়াছে মাজিস্ট্রেট তাহাদিগকে সেই আদালতে উপস্থিত হইবার সমন দিবেন।

২১৩ কি ২১৪ ধারামতে বিচারার্থে সমর্পণ অসিদ্ধ করিবার কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা গেলে প্রতিবাদীর সাক্ষীদের সমন দিবার কথা।

কিছু উক্ত ব্যক্তিকে হাই কোর্টে সমর্পণ করা গেলে মাজিস্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে ক্লার্ক অফ দি ক্রোনের জন্য উক্ত সাক্ষীদের সমন করিবার কার্য রাখিয়া দিতে পারিবেন; এবং তদনুসারে উক্ত সাক্ষীদের সমন করা যাইতে পারিবে।

পরন্তু কেবল কষ্ট দিবার কি বিলম্ব করিবার কিম্বা
ন্যায়াবিচারের উদ্দেশ্যে নিষ্ফল
অনাবশ্যক সাক্ষীর খরচ।
আমানত না হইলে তাহাকে
সমন করিতে অস্বীকার
করিবার কথা।

করিবার জন্য সাক্ষীদের নাম-
নির্ঘণ্টে কোন ব্যক্তির নাম
লেখা গিয়াছে মাজিস্ট্রেট এমত
বোধ করিলে, সেই সাক্ষীর
সাক্ষ্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বিশ্বাস করিবার যে
যুক্তিযুক্ত হেতু আছে তদ্বিষয়ে তাঁহার প্রতীতি জন্মাই-
বার জন্য সাক্ষীর ব্যক্তির প্রতি আদেশ করিতে
পারিবেন। মাজিস্ট্রেট সাহেবের ঐরূপ প্রতীতি না
জন্মাইলে তিনি ঐ সাক্ষীকে সমন করিতে অস্বীকার
করিবার হেতু লিখিয়া অস্বীকার করিতে পারিবেন
কিম্বা ঐ সাক্ষীকে উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত যত খরচ
আবশ্যক জ্ঞান করেন তিনি ঐ সাক্ষীকে সমন করিবার
পূর্বে তত টাকা ও অন্য সকল উপযুক্ত খরচ আমানত
করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

২১৭ ধারা। (১) সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে
যে বাদীদের ও অভিযোগের
বাদীদের ও সাক্ষীদের
নিবন্ধপত্রের কথা।
ও প্রতিবাদের সপক্ষে যে
সাক্ষীদের উপস্থিত হওয়া
আবশ্যক তাহারা মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে,
সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে মোকদ্দমা চালাইবার
কিম্বা স্থলবিশেষে সাক্ষ্য দিবার জন্য ডাকা গেলেই
তাহারা উপস্থিত হইবে মাজিস্ট্রেট সাহেবের সাক্ষাতে
এই মর্মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবে।

(২) কোন বাদী কি সাক্ষী সেশন আদালতে কি
হাই কোর্টে উপস্থিত হইতে,
উপস্থিত হইতে কি
নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে
স্বীকার না করিলে হেফা-
জতে রাখিবার কথা।
কিম্বা পূর্বে আজ্ঞামত নিবন্ধ-
পত্র লিখিয়া দিতে অস্বীকার
করিলে, যত কাল ঐ পত্র
লিখিয়া না দেয় কিম্বা সেশন
আদালতে কি হাই কোর্টে তাহার যত কাল উপস্থিত
হওয়া প্রয়োজন না হয় মাজিস্ট্রেট তাহাকে তত কাল
হেফাজতে রাখিতে পারিবেন। ঐরূপ প্রয়োজন
হইলে মাজিস্ট্রেট তাহাকে এহরির জিম্মায় সেশন আদা-
লতে কি স্থলবিশেষে হাই কোর্টে পাঠাইবেন।

২১৮ ধারা। (১) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সম-
র্পণ করা গেলে মাজিস্ট্রেট
মোকদ্দমা সমর্পণ হইলে
জ্ঞাত করিবার কথা।
গবর্নমেন্ট কর্তৃক যে ব্যক্তি
এতৎপক্ষে নিযুক্ত হন তাঁহার
নামে আজ্ঞাপত্র দিয়া ঐ সমর্পণ হইবার কথা জানাইয়া
অভিযোগপত্রের পাঠানুসারে অপরাধজ্ঞাপক পত্র
দিবেন। কিন্তু যদি মাজিস্ট্রেটের প্রতীতি জন্মে যে উক্ত
ব্যক্তি সমর্পণ হইবার বিষয় ও অভিযোগপত্রের পাঠ
অবগত আছেন, তবে তাঁহার নামে আজ্ঞাপত্রাদি
দিবেন না।

এবং যে অভিযোগপত্র ও তদন্তের কাগজপত্র ও
অভিযোগপত্র প্রভৃতি
হাই কোর্টে বা সেশন
আদালতে পাঠাইবার কথা।
অল্প শব্দ কি অন্য ভাষায় প্রমাণ-
স্বরূপ উপস্থিত করা আবশ্যক
হয় তাহা ঐ মাজিস্ট্রেট সেশন
আদালতে কিম্বা (হাই কোর্টে
সমর্পণ হইয়া থাকিলে) ক্লার্ক অফ দি ক্রোন সাহেবের
বা এতৎপক্ষে হাই কোর্টের নিযুক্ত অন্য কর্মচারির
নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) যখন হাই কোর্টে বিচারার্থে সমর্পণ করা যায়,
নথীর অংশবিশেষ যদি ইংরাজী
ইংরাজী অনুবাদ হাই
কোর্টে পাঠাইতে হইবার
কথা।
ভাষায় লিখিত না হয়, তবে
নথীর সঙ্গে ঐ অংশের
ইংরাজী অনুবাদ পাঠাইতে
হইবে।

২১৯ ধারা। (১) সমর্পণ হইবার পর ও বিচার
কার্যের আরম্ভ হইবার পূর্বে
অতিরিক্ত সাক্ষীদিগকে
সমন করিবার ক্ষমতার
কথা।
মাজিস্ট্রেট বিহিত বোধ করিলে
অতিরিক্ত সাক্ষীদিগকে সমন
করিয়া তাহাদের পরীক্ষা
লইতে পারিবেন, ও পূর্বিহিত প্রকারে তাহাদিগকে
উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে
পারিবেন।

(২) হইতে পারিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে ঐ
পরীক্ষা লওয়া যাইবে ও মাজিস্ট্রেট প্রেসিডেন্সী মাজি-
স্ট্রেট না হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি চাহে তাহাকে
বিনা খরচে ঐ সাক্ষীদের জবানবন্দীর নকল দেওয়া
যাইবে।

২২০ ধারা। বিচারের অপেক্ষায় ও বিচারকালে
মাজিস্ট্রেট হাজিরজামিন সম্বন্ধে
বিচারের অপেক্ষায় অভি-
যুক্ত ব্যক্তিকে হাজতে
রাখিবার কথা।
এই আইনের বিধান প্রবল
মানিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে
ওয়ারেন্ট দ্বারা হেফাজতে সম-
র্পণ করিবেন।

১৯ উনবিংশ অধ্যায়।

অভিযোগের বিধি।

অভিযোগ লিখিবার পাঠের বিধি।

২২১ ধারা। (১) অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অপরাধের
অভিযোগ হয় এই আইনমত
অভিযোগপত্রে তাহা ব্যক্ত
থাকিবে।
অভিযোগপত্রে অপরাধ
নির্দিষ্ট করিবার কথা।

(২) যে আইনে কোন কর্ম অপরাধ বলিয়া নির্দিষ্ট
হয় সেই আইনে ঐ অপরাধের
অপরাধের বিশেষ নামই
বিশিষ্ট বর্ণনা হইবার কথা।
বিশেষ নাম থাকিলে, অভি-
যোগপত্রে কেবল সেই নাম
উল্লেখ করিয়া অপরাধ নির্দিষ্ট হইতে পারিবে।

(৩) যে আইনে কোন কর্ম অপরাধ বলিয়া নির্দিষ্ট হয় সেই আইনে ঐ অপরাধের বিশেষ নাম না থাকিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে বিষয়ের অভিযোগ হয় তাহা যেন

অপরাধের নাম নিরূপণ না হইলে যেসকল বর্ণনা হইবে তাহার কথা।

সে জানিতে পায় এই নিমিত্ত ঐ অপরাধ নির্দেশ করণের যত কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন তাহার উল্লেখ করিতে হইবে।

(৪) যে আইনের এবং আইনের যে ধারার বিরুদ্ধে অপরাধ করা গিয়াছে বলা যায়, অভিযোগপত্রে সেই আইনের ও সেই ধারার উল্লেখ করিতে হইবে।

(৫) কোন স্থলে অপরাধের অভিযোগ হইলে আইন সংক্রান্ত যে নিয়ম না থাকিলে আইনমতে ঐ অভিযোগের অপরাধ হয় না, সেই স্থলে ঐ নিয়ম যে পূর্ণ হইল ঐ অভিযোগই ইহার বর্ণনার তুল্য।

অভিযোগপত্রে যে অঙ্গ-মান হইবে তাহার কথা।

(৬) রাজধানী নগর সমূহে অভিযোগপত্র ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইবে; অন্যত্র অভিযোগপত্র ইংরাজী ভাষায় কিম্বা আদালতের ভাষায় লেখা যাইবে।

অভিযোগপত্র যে ভাষায় লেখা যাইবে তাহার কথা।

(৭) পূর্বে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন অপরাধ নির্ণয় হইয়া থাকে এবং আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতাপন্ন হন তাহার বুদ্ধি কি হ্রাস করণাভিপ্রায়ে যদি পূর্বাঙ্গীত অপরাধ প্রমাণ করিবার কল্পনা থাকে, তবে পূর্বে অপরাধ নির্ণয় হইবার কথা ও যে তারিখে ও স্থানে অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে তাহা অভিযোগপত্রে লিখিতে হইবে। প্রথমে যদি না লেখা গিয়া থাকে তবে দণ্ডের আজ্ঞা হইবার পূর্বে কোন সময়ে তাহা আদালত অভিযোগপত্রে সংযোগ করিয়া দিতে পারিবেন।

পূর্বে অপরাধ নির্ণয় হইলে অভিযোগপত্রে তাহা লিখিবার কথা।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নামে বলরামকে বধকরণাভিযোগ হয়। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৯৯ ও ৩০০ ধারায় উক্ত অপরাধের যে অর্থ নির্ণয় হইয়াছে সেই অর্থের মধ্যে আনন্দের কর্ম আইনে ও দণ্ডবিধির আইনের সাধারণ বর্জিত কথার মধ্যে আইনে না, ও ৩০০ ধারায় যে পাঁচটি বর্জিত কথা আছে তাহার কোন কথার মধ্যে আইনে না কিম্বা প্রথম বর্জিত কথার মধ্যে যদিও আইনে তথাপি ঐ বর্জিত কথার তিন নিয়মবিধির মধ্যে অন্যতর নিয়মবিধি ঐ অভিযোগের প্রতি ষাটে, উক্ত অভিযোগই ঐ সকল কথার বর্ণনার তুল্য।

(খ) আনন্দ গুলি ছুড়িবার যন্ত্র দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক বলরামের গুরুতর পাড়া জঘাইয়াছে বলিয়া ভারত-

বর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩২৬ ধারামতে তাহার নামে অভিযোগ হয়। এই স্থলে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৩৫ ধারায় ঐ অপরাধের বিধান হয় নাই ও সাধারণ বর্জিত কথা ঐ অপরাধের প্রতি বর্জিত না, উক্ত অভিযোগই এমত বর্ণনার তুল্য।

(গ) আনন্দের নামে বধ বা প্রবঞ্চনা বা চৌর্য্য বা অপহরণ বা পরদার গমন বা অপরাধভাবে ভ্রম দর্শাওন বা দ্রব্যের স্বামিত্বের চিহ্ন মিথ্যারূপে ব্যবহার করণ অপরাধের অভিযোগ হয়। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনে ঐ অপরাধের যে অর্থ নির্ণয় হইয়াছে অভিযোগপত্রে তাহার উল্লেখ না হইয়া আনন্দ বধ করিয়াছে বা প্রবঞ্চনা বা চৌর্য্য বা অপহরণ বা পরদার গমন করিয়াছে বা অপরাধঘটিত ভ্রম দর্শাইয়াছে বা দ্রব্যের স্বামিত্বের চিহ্ন মিথ্যারূপে ব্যবহার করিয়াছে কেবল এই বর্ণনা থাকিতে পারে; কিন্তু উক্ত প্রত্যেক স্থলে যে ধারামতে অপরাধের দণ্ড হইতে পারে অভিযোগপত্রে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে।

(ঘ) রাজকীয় কার্যকারক আইনসিদ্ধ ক্ষমতামতে কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে আনন্দ ইচ্ছা পূর্বক বিক্রয়ের বাধা দিয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৮৪ ধারামতে আনন্দের নামে অভিযোগ হয়। তদ্রূপ কথা অভিযোগপত্রে লিখিতে হইবে।

২২২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কিরূপ অভি-

যোগ হইল এই কথা তাহার সময়ে ও স্থানে ও যুক্তিসিদ্ধরূপ প্রচুরমতে জানি-
ব্যক্তির বিশেষ বিবরণের কথা।

বার জন্যে কথিত অপরাধ হইবার সময়ের ও স্থানের ও কোন ব্যক্তির বিপক্ষে হইলে যে ব্যক্তির বিপক্ষে বা কোন দ্রব্য সম্বন্ধে হইলে যে দ্রব্য সম্বন্ধে অপরাধ হইয়াছে তাহার নামাদির রূতান্ত যত দূর লেখা প্রয়োজন অভিযোগপত্রে তাহা লিখিতে হইবে।

২২৩ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে বিষয়ের অভিযোগ হয় যদি মোকদ্দমার

অপরাধ কি প্রকারে করা গিয়াছিল এই কথা যে স্থলে ব্যক্ত করিতে হইবে তাহার কথা।

ভাব বিবেচনায় ২২১ ও ২২২ ধারার উল্লিখিত রূতান্ত দ্বারা সেই ব্যক্তি তাহা বিশিষ্ট-মতে জানিতে না পারে তবে কথিত অপরাধ যে প্রকারে করা গিয়াছিল ইহার বিশেষ যে কথা লিখিলে পূর্বে উক্ত অভিপ্রায় সফল হয় তাহাও অভিযোগপত্রে লিখিতে হইবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নামে অমুক সময়ে ও স্থানে অমুক দ্রব্য চুরি করিবার অভিযোগ হয়। যে প্রকারে চুরি হইয়াছিল অভিযোগপত্রে তাহা লিখিবার আবশ্যিকতা নাই।

(খ) অমুক সময়ে ও স্থানে বলরামকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে বলিয়া আনন্দের নামে অভিযোগ হইলে,

আনন্দ যে প্রকারে বলরামকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে অভিযোগপত্রে সেই কথা লিখিতে হইবে।

(গ) আনন্দের নামে অমুক সময়ে ও স্থানে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ান অপরাধের অভিযোগ হইলে, আনন্দের সাক্ষ্যের যে অংশ মিথ্যা বলিয়া কথিত হইল অভিযোগপত্রে সেই অংশ লিখিতে হইবে।

(ঘ) বলরাম নামক রাজকীয় কার্যকারক রাজকীয় কর্ম নির্বাহ করিতেছেন এমন সময়ে আনন্দ অমুক সময়ে ও স্থানে তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল বলিয়া আনন্দের নামে অভিযোগ হইলে, বলরামের কর্ম নির্বাহকরণ সময়ে আনন্দ কি প্রকারে তাঁহার বাধা দিয়াছিল অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিতে হইবে।

(ঙ) আনন্দ অমুক সময়ে ও স্থানে বলরামকে বধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হইলে, আনন্দ কি প্রকারে বলরামকে বধ করিয়াছিল অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিবার আবশ্যিকতা নাই।

(চ) বলরামের দণ্ড না হয় এই উদ্দেশ্যে আনন্দ আইনের কোন আদেশ অমান্য করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয়। যে কার্য দ্বারা আদেশ অমান্য করা হইয়াছে ও যে আইন লঙ্ঘন হইয়াছে অভিযোগপত্রে তাহা লিখিতে হইবে।

২২৪ ধারা। প্রত্যেক অভিযোগপত্রে কোন অপরাধ বর্ণনা করিতে যে২ শব্দের ব্যবহার হয় ঐ অপরাধ যে আইনমতে দণ্ডনীয় সেই আইনে সেই২ শব্দের যে২ অর্থ আছে অভিযোগপত্রে সেই২ অর্থে ব্যবহার হইয়াছে

বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

২২৫ ধারা। (১) অপরাধ যে প্রকারে লেখা যায় কিম্বা অভিযোগপত্রে যে রক্তান্ত লিখিবার আদেশ হইল তাহা

লিখিতে কোন ভ্রম হইলে, এবং অপরাধ লিখিতে কিম্বা ঐ রক্তান্ত ব্যক্ত করিতে ত্রুটি হইলে, যদি সেই ভ্রম কি ত্রুটি দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির বস্তুতঃ ভ্রম না হইয়া থাকে ও তাহাতে ন্যায়বিচার ব্যর্থ না হইয়া থাকে তবে মোকদ্দমার বিচার করণের কোন কালে ঐ ভ্রম কি ত্রুটি গুরুতর বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

(২) বিশেষ করিয়া নির্দেশ করা হয় নাই কিম্বা অন্য রূপে এই অধ্যায়ের আদেশ পালিত হয় নাই এই হেতুতে কোন অভিযোগপত্র সম্বন্ধে আপত্তি করিতে হইলে তাহা যত শীঘ্র হয় সুযোগ পাইলেই করিতে হইবে, এবং ঐরূপে করা না গেলে, অভিযোগপত্র দাঁড়া-মত কি প্রচুররূপ হয় নাই এই হেতুতে কোন উর্দ্ধতন আদালত আপীলে বা সংশোধন কালে কোন নির্ণয়, দণ্ডাঙ্গ বা আজ্ঞা অন্যথা বা পরিবর্তিত করিবেন না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নিকট কৃত্রিম মুদ্রা ছিল ও আনন্দ যে সময়ে তাহা পাইয়াছিল সেই সময়ে তাহা কৃত্রিম জানিত বলিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৪২ ধারামতে তাহার নামে অভিযোগ হইল। কিন্তু অভিযোগপত্রে “প্রভারণাভাবে” কথা লেখা হয় নাই। সেই শব্দ না লেখাতে আনন্দের বস্তুতঃ ভ্রম হইয়াছে ইহা দৃষ্ট না হইলে ঐ ভ্রম গুরুতর বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

(খ) আনন্দের নামে বলরামকে বঞ্চনা করিবার অভিযোগ হয়, কিন্তু কি প্রকারে তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছিল এই কথা অভিযোগপত্রে লেখা যায় নাই কিম্বা অশুদ্ধরূপে লেখা গিয়াছে। আনন্দ প্রতিবাদ করিয়া সাক্ষীদেরকে ডাকিল ও সেই ব্যাপার সম্বন্ধে নিজের বিবরণ জানাইল। আদালত ইহা দেখিয়া সেই বঞ্চনা কার্য যে প্রকারে করা গিয়াছিল, তাহা না লেখা গুরুতর নয় বলিয়া অনুমান করিতে পারিবেন।

(গ) আনন্দের নামে বলরামকে বঞ্চনা করিবার অভিযোগ হয়, কিন্তু কি প্রকারে তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছিল এই কথা ঐ অভিযোগপত্রে লেখা যায় নাই। আনন্দের ও বলরামের মধ্যে অনেক ব্যাপার চলিত; অতএব কোন ব্যাপার ধরিয়া ঐ অভিযোগ হইল আনন্দ ইহা নিরূপণ করিতে না পারিয়া প্রতিবাদ করে নাই। এই স্থলে বঞ্চনা কি প্রকারে করা গিয়াছিল, এই কথা না লেখাই গুরুতর ভ্রম, আদালত উক্ত রক্তান্ত দৃষ্টে এই অনুমান করিতে পারিবেন।

(ঘ) আনন্দ ১৮৮২ সালের জাম্ময়ারি মাসের ২১ তারিখে খোদাবক্সকে বধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয়। ইত ব্যক্তির প্রকৃত নাম হামদরবক্স ও ১৮৮২ সালের জাম্ময়ারি মাসের ২০ তারিখে তাহাকে বধ করা হয়। কিন্তু আনন্দের নামে সেই একটা বধাপরাধ ভিন্ন অন্য বধাপরাধের অভিযোগ হয় নাই ও কেবল হামদরবক্সের বধের বিষয়ে মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে তদন্ত লওয়া গেলে আনন্দ উপস্থিত হইয়া তাহা শুনিল। এই রক্তান্ত দৃষ্টে আনন্দের ভ্রম হয় নাই ও অভিযোগপত্রে যে ভুল ছিল তাহা গুরুতর নয়, আদালত এই অনুমান করিতে পারিবেন।

(ঙ) আনন্দ ১৮৮২ সালের জাম্ময়ারি মাসের ২০ তারিখে হামদরবক্সকে বধ করে ও খোদাবক্স তাহাকে ধরিতে গেলে ১৮৮২ সালের জাম্ময়ারি মাসের ২১ তারিখে তাহাকেও বধ করে, আনন্দের নামে এই অভিযোগ হইল। হামদরবক্সকে বধ করিবার অভিযোগে খোদাবক্সকে বধ করিবার নিমিত্ত তাহার বিচার হয়। তাহার সপক্ষে যে সাক্ষীরা উপস্থিত ছিল তাহারাও হামদরবক্সের বধের মোকদ্দমার সাক্ষী। ইহাতে আনন্দের ভ্রম হইয়াছে ও গুরুতর ভুল হইয়াছে, আদালত এই অনুমান করিতে পারিবেন।

২২৬ ধারা। অভিযোগপত্র বিনা বা অসম্পূর্ণ বা

অভিযোগপত্র বিনা বা অসম্পূর্ণ অভিযোগপত্র সহিত মন্বিত সমর্পণ করা গেলে, কার্যপ্রণালীর কথা।

ভ্রান্তিজনক অভিযোগপত্র সহিত বিচারার্থে কোন ব্যক্তিকে সমর্পণ করা গেলে, আদালত, বা হাই কোর্ট হইলে, ক্লার্ক অফ দি ক্রোন এই আইনে অভি-

যোগপত্র লিখিবার পাঠের বিষয়ে যে২ বিধি আছে সেই২ বিধিতে মনোযোগ করিয়া অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিতে বা স্থল বিশেষে তাহা পরিবর্তিত বা প্রকারান্তরে পরিবর্তিত করিতে পারিবেন।

২২৭ ধারা। (১) কোন আদালতের নিষ্পত্তি প্রচার

অভিযোগপত্র পরিবর্তন করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

করিবার পূর্বে কোন সময়ে, কিম্বা সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে মোকদ্দমার বিচার হইলে, জুরির মীমাংসা জানাই-

বার কিম্বা আসেসরদের মত ব্যক্ত হইবার পূর্বে কোন সময়ে, ঐ আদালত কোন অভিযোগপত্র পরিবর্তন করিতে কিম্বা তাহাতে যোগ করিতে পারিবেন।

(২) পরিবর্তিত কণা অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট পাঠ করা যাইবে ও তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে।

২২৮ ধারা। ২২৬ বা ২২৭ ধারামতে অভিযোগ-

যে স্থলে পরিবর্তন হইলে বিচারের কার্য চলিতে পারে তাহাও কথা।

পত্র যেরূপে প্রস্তুত বা পরিবর্তন করা যায়, তাহাতে মোকদ্দমার কার্য অর্গোণে চলিলেও অভিযুক্ত ব্যক্তির

প্রতিবাদ করিবার বা অভিযোক্তার মোকদ্দমা চালাইবার কোন ব্যাঘাতের সম্ভাবনা নাই, যদি আদালতের এমত বিবেচনা হয়, তবে ঐ আদালত আপন বিবেচনামতে ঐ অভিযোগপত্র প্রস্তুত বা পরিবর্তিত হইলে পর সেই নূতন বা পরিবর্তিত অভিযোগপত্র প্রথম অভিযোগপত্রের ন্যায় জ্ঞান করিয়া মোকদ্দমার বিচার করিতে থাকিবেন।

২২৯ ধারা। যদি নূতন বা পরিবর্তিত অভিযোগ-

যে স্থলে নূতন বিচারের আঞ্জা কিম্বা বিচার স্থগিত হইতে পারিবে তাহার কথা।

পত্র এরূপ হয় যে তাহাতে মোকদ্দমার কার্য অর্গোণে চলিলে পূর্বোক্তমত অভিযুক্ত ব্যক্তির বা অভিযোক্তার

কার্যের ব্যাঘাতের সম্ভাবনা আদালত এমত বিবেচনা করিলে, নূতন বিচার হইবার আঞ্জা করিতে পারিবেন, অথবা যতকাল আবশ্যিক তত কাল বিচার কার্য স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

২৩০ ধারা। নূতন বা পরিবর্তিত অভিযোগপত্রে

পরিবর্তিত অভিযোগপত্রে লিখিত অপরাধ হেতুক অনুমতি পাইবার প্রয়োজন হইলে মোকদ্দমার কার্য স্থগিত রাখিবার কথা।

যে অপরাধ ব্যক্ত হয় তদ্বৎক প্রথমে অনুমতি পাওয়া আবশ্যিক হইলে, যতকাল ঐ অনুমতি পাওয়া না যায় ততকাল মোকদ্দমার কার্য চলিবে না; কিন্তু নূতন বা পরিবর্তিত

অভিযোগ যে রক্তান্ত মূলক হয় সেই রক্তান্তমতে অভি-

যোগ করিবার অনুমতি পূর্বে পাওয়া গেলে মোকদ্দমা চলিতে পারিবে।

২৩১ ধারা। বিচারারম্ভ হইবার পর অভিযোগ-

অভিযোগপত্র পরিবর্তিত হইলে সাক্ষীদেরকে পুনশ্চ ডাকিতে পারিবার কথা।

পত্রের পরিবর্তন বা তাহাতে সংযোগ হইলে, পূর্বে যে সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছিল অভিযোক্তা এবং অভিযুক্ত

ব্যক্তি তাহাকে পুনশ্চ ডাকাইয়া বা সমন করিয়া সেই পরিবর্তন সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার এবং আদালত অতিরিক্ত কোন সাক্ষীকে বিশেষ প্রয়োজনীয় বোধ করিলে তাহাকে ডাকাইবার অনুমতি পাইবেন।

২৩২ ধারা। (১) কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয়

গুরুতর ভ্রম হইলে তাহার ফলের কথা।

হইলে অভিযোগপত্র না থাকিতে বা অভিযোগপত্রে ভ্রম থাকিতে তাহার প্রতিবাদ

করণে ভ্রম হইয়াছে আপীল আদালতের কিম্বা সংশোধন করিবার ক্ষমতানুসারে কিম্বা ২৭ অধ্যায়ের ক্ষমতানুসারে কার্য করতঃ হাই কোর্টের এই মত হইলে, ঐ আদালত সেই অভিযোগপত্র যদ্রূপে প্রস্তুত করা উচিত বোধ করেন তদ্রূপে প্রস্তুত করিয়া তদনুসারে নূতন বিচার হইবার আঞ্জা করিবেন।

(২) মোকদ্দমার রক্তান্ত দৃষ্টে যে রক্তান্তের প্রমাণ

হইল তত্বপলক্ষে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কোন প্রকৃত অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারে না ঐ আদালতের এই মত হইলে, আদালত ঐ অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিবেন।

উদাহরণ।

ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৯৬ ধারামতে আনন্দের অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে, কিন্তু সে দৃষ্টভাবে সত্য কি প্রকৃত বলিয়া যে প্রমাণের ব্যবহার করিয়াছে কি করিতে চেষ্টা করিয়াছে সেই প্রমাণটি সে মিথ্যা কি কৃত্রিম জানিত ইহা অভিযোগপত্রে লেখা যায় নাই। আনন্দ সেই কথা জানিত কিন্তু অভিযোগপত্রে তাহার সেই জ্ঞানের কথা লেখা না যাওয়াতে তাহার প্রতিবাদ করণের ভ্রম হইয়াছে, আদালত এই অনুভব করিলে সংশোধিত অভিযোগপত্রানুসারে নূতন বিচার হইবার আঞ্জা করিবেন; কিন্তু আনন্দের সেই কথা জ্ঞাত না থাকা আনুষ্ঠানিক কার্য দ্বারা অক্ষুমান হইলে, আদালত ঐ অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিবেন।

অভিযোগ সংযোগ করিবার কথা।

২৩৩ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে যে২ স্বতন্ত্র

ভিন্ন২ অপরাধে ভিন্ন২ অভিযোগ হইবার কথা।

অপরাধের নালিশ হয় তাহার ভিন্ন২ অভিযোগ থাকিবে এবং ২৩৪ ও ২৩৫ ও ২৩৬ ও

২৩৯ ধারার উল্লিখিত স্থলভিন্ন উক্ত প্রত্যেক অভিযোগের স্বতন্ত্র বিচার করিতে হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ এক সময়ে চুরি করিয়াছে ও অন্য সময়ে গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে বলিয়া তাহার নামে নালিশ হয়। তাহার নামে চুরি করণের ও গুরুতর পীড়া জন্মাওনের স্বতন্ত্র অভিযোগ করিতে ও তাহার স্বতন্ত্র বিচার করিতে হইবে।

২৩৪ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি বার মাসের মধ্যে

এক বৎসরের মধ্যে এক প্রকারের অপরাধ তিনবার করিবার অভিযোগ একত্র হইতে পারিবার কথা।

প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত একই প্রকারের একাধিক অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইলে, তিন বারের অনধিক সেই অপরাধের অভিযোগ ও বিচার

একই সময়ে হইতে পারিবে।

(২) যেই অপরাধে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের কিছা কোন বিশেষ বা স্থানীয় আইনের একই ধারামতে একই পরিমাণে দণ্ড হইতে পারে সেইই অপরাধ একই প্রকারের অপরাধ।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে অপরাধভাবে বিশ্বাস-ঘাতকতা বা অপরাধভাবে টাকার অবিহিতরূপ ব্যবহারের অভিযোগ হইলে, বিশেষ যে যে দফায় অবিহিতরূপে ব্যবহার হইল কিছা ঠিক যে যে তারিখে অবিহিতরূপ ব্যবহার হইল তাহার নির্দেশ করা আবশ্যিক হইবে না।

২৩৫ ধারা। (১) কএক ক্রিয়া পরস্পর সংযুক্ত হইয়া

দুই কি তদধিক অপরাধের বিচারের কথা।

একই ব্যাপার হইলে ও একই ব্যক্তির দ্বারা সেই ক্রিয়া ঘটিত দুই কি তদধিক অপরাধ করা

গেলে, সেই ব্যক্তির নামে এককালে উক্ত প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ ও বিচার হইতে পারিবে।

(২) যৎকালের প্রচলিত যে আইনমতে অপরাধের

এই অপরাধ দুই সংজ্ঞার মধ্যে আইনে তাহার কথা।

অর্থ নির্ণয় ও দণ্ড হয় এমন কোন আইনের নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র দুই অর্থের মধ্যে একই ক্রিয়া আইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির

নামে তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ হইয়া একই বিচারকালে বিচার হইতে পারিবে।

(৩) অনেক ক্রিয়ার মধ্যে এক কি কএক ক্রিয়া

নামা ক্রিয়ার দ্বারা এক অপরাধ হইলে কিন্তু সমবেত হইয়া অন্য অপরাধ হইলে তাহার কথা।

স্বতঃই অপরাধ হইলে ও সেই ক্রিয়া সমষ্টিতে বিভিন্ন এক অপরাধ হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে উক্ত ক্রিয়া সমষ্টিতে যে অপরাধ হয় সেই

অপরাধের কিছা উক্ত এক কি কএক ক্রিয়ায় যে কোন অপরাধ হয় সেই অপরাধের অভিযোগ হইয়া একই বিচার কালে বিচার হইতে পারিবে।

(৪) এই ধারার কোন কথাক্রমে ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইনের ৭১ ধারার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

উদাহরণ।

১ প্রকরণের—

(ক) বলরাম আইনমত হেফাজতে ছিল, আনন্দ তাহাকে জোর করিয়া ছাড়াইয়া দিল এবং বলরাম চন্দ্র নামক যে কনস্টেবলের হেফাজতে ছিল তাহার গুরুতর পীড়া জন্মাইল। এমন স্থলে আনন্দের নামে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২২৫ ও ৩৩৩ ধারামতে অপরাধের অভিযোগ হইয়া তাহার সেই সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ পরদার গমন করিবার উদ্দেশে দিন-মানে পরগৃহে প্রবেশ করিয়া সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইলে বলরামের স্ত্রীতে উপগত হয়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইনের ৪৫৪ ও ৪৯৭ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেইই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(গ) আনন্দ পরদার গমন করিবার উদ্দেশে চন্দ্রের স্ত্রী বামাকে ফুসলাইয়া লইয়া তাহাতে উপগত হয়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৯৮ ও ৪৯৭ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেইই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ঘ) আনন্দের নিকট অনেক কৃত্রিম মোহর আছে। আনন্দ সেগুলি কৃত্রিম বলিয়া জানে ও ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৬ ধারামতে দণ্ডনীয় ভিন্ন জাল কার্যের নিমিত্ত তাহা ব্যবহার করিতে তাহার ইচ্ছা আছে। এই স্থলে আনন্দের নামে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৭৩ ধারামতে তাহার নিকট থাকা একই মোহরের নিমিত্ত তাহার নামে পৃথক অভিযোগ ও তাহার পৃথক অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(ঙ) বলরামের নামে মোকদ্দমা করিবার যথার্থ ও ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া আনন্দ তাহার হানি করিবার অভিপ্রায়ে তাহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। আরো বলরামের নামে মোকদ্দমা করিবার যথার্থ ও ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া বলরাম কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া আনন্দ তাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করে। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২১১ ধারামতে আনন্দের নামে পৃথকরূপে দুই অপরাধের অভিযোগ ও দুই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(চ) বলরামের নামে মোকদ্দমা করিবার যথার্থ ও ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া আনন্দ বলরামের হানি করিবার অভিপ্রায়ে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করে। বিচারকালে আনন্দ বলরামের প্রাণদণ্ড যোগ্য অপরাধ প্রমাণ করিবার মানসে বলরামের বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২১১ ও ১৯৪ ধারামতে পৃথক অপরাধের অভিযোগ ও সেইই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(ছ) আনন্দ অন্য ছয় জনকে সঙ্গে লইয়া হত্যা করণ ও গুরুতর পীড়া জন্মাওন অপরাধ এবং রাজ

কীয় কার্যকারক ঐ হজ্জমা নিরুক্ত করিবার উদ্যোগ করিলে তাহার প্রতি আক্রমণ করণাপরাধ করিল। আনন্দের নামে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৪৭ ও ৩২৫ ও ১৫২ ধারামত অপরাধের পৃথক অভিযোগ ও তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(জ) আনন্দ একই সময়ে বলরামকে ও চন্দ্রকে ও দীননাথকে ভীত করিবার নিমিত্ত তাহাদের শারীরিক হানির ভয় দর্শাইল। উক্ত তিন ব্যক্তির বিপক্ষে যে তিনটি অপরাধ হইল ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৫০৬ ধারামতে তাহার নামে তদনুগত প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ ও প্রত্যেক অপরাধের নির্ণয় হইতে পারিবে।

(ক) হইতে (জ) পর্যন্ত উদাহরণে যে স্বতন্ত্র অভিযোগের উল্লেখ হইল তাহার এক কালে বিচার হইতে পারিবে।

২ প্রকরণের—

(ঝ) আনন্দ অন্যান্যমতে বলরামকে বেত্রাঘাত করে। আনন্দের নামে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৫২ ও ৩২৩ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ হইতে ও তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ঞ) একক বস্তা চোরাই শস্য আনন্দকে ও বলরামকে লুকাইয়া রাখিবার নিমিত্ত দেওয়া যায়, তাহারাও সেই শস্য চোরা দ্রব্য জানিয়া মরাইর সকল শস্যের নীচে লুকাইয়া রাখিবার কার্যে ইচ্ছাপূর্বক পরস্পর সাহায্য করিল। আনন্দের ও বলরামের নামে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪১১ ও ৪১৪ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহাদের সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ট) অম্বদা তাহার সন্তান ফেলাইয়া যায় ও জানে যে তাহাতে ঐ সন্তানের মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। এরূপে ফেলাইয়া যাওয়াতে ঐ সন্তানের মৃত্যু হয়। অম্বদার নামে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩১৭ ও ৩০৪ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ঠ) বলরাম নামক রাজকীয় কার্যকারকের ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৬৭ ধারামত অপরাধ নির্ণয় হয় এই নিমিত্ত আনন্দ দুর্ভেদ্যে প্রমাণস্বরূপ জাল করা দলীল উপস্থিত করিল। ঐ আইনের ৪৭১ ধারার সহিত ৪৬৬ ধারা পাঠ করিয়া আনন্দের নামে ৪৭১ ও ১৯৬ ধারামত অপরাধের পৃথক অভিযোগ ও তাহার পৃথক অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

৩ প্রকরণের—

(ড) আনন্দ বলরামের দ্রব্য অপহরণ করে ও সেই কার্যকরণে ইচ্ছাপূর্বক তাহার পীড়া জন্মায়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩২৩ ও ৩৯২ ও ৩৯৪ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ হইতে ও সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

২৩৬ ধারা। একই ক্রিমার কিম্বা ক্রিয়াসংযোগের ভাব দৃষ্টে যে রক্তান্তের প্রমাণ

কি অপরাধ হইয়াছে এই বিষয়ের সন্দেহ স্থলের কথা।

করা যাইতে পারে তাহাতে অনেক অপরাধের মধ্যে কোন অপরাধটি হইল এই বিষয়ে

সন্দেহ থাকিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে তাহার সমুদয় কি অন্যতর অপরাধ করিবার অভিযোগ হইতে পারিবে ও সেই অভিযোগের মধ্যে একই সময়ে তাহার কোন সংখ্যার বিচার হইতে পারিবে কিম্বা উক্ত সকল অপরাধের মধ্যে অন্যতর অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) যে ক্রিয়া চৌর্য হইতে পারে বা চোরা দ্রব্য গ্রহণ বা অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণ বা বঞ্চনা অপরাধ হইতে পারে আনন্দের নামে এমত ক্রিমার অভিযোগ হয়। তাহার নামে চৌর্য ও চোরা দ্রব্য গ্রহণ ও অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা ও বঞ্চনা করণ অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিবে অথবা চৌর্য কি চোরা দ্রব্য গ্রহণ কি অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণ কিম্বা বঞ্চনা করণ ইহার মধ্যে কোন এক অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ মার্জিস্ট্রেটের নিকট শপথপূর্বক বলে যে বলরাম লণ্ডু দ্বারা চন্দ্রকে আঘাত করিয়াছে ইহা সে দেখিয়াছে। আনন্দ সেশন আদালতে শপথ পূর্বক বলে যে বলরাম কখনই চন্দ্রকে আঘাত করে নাই। ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে আনন্দের এই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে, যদিও উক্ত দুই পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তির কোনটি মিথ্যা ইহার প্রমাণ করা যাইতে পারে না।

২৩৭ ধারা। (১) ২৩৬ ধারার লিখিত স্থলে অভি-

কোন ব্যক্তির নামে এক অপরাধের অভিযোগ হইলে তাহার অন্য অপরাধ যে স্থলে নির্ণয় হইতে পারিবে তাহাও কথা।

যুক্ত ব্যক্তির নামে এক অপরাধের অভিযোগ হইলে এবং ঐ ধারার বিধানমতে অন্য যে অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিত সে ঐ অন্য অপরাধ

করিয়াছে প্রমাণ দ্বারা ইহা দৃষ্ট হইলে, তাহার যে অপরাধের প্রমাণ হয় তাহার নামে সেই অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হইলে, ঐ অপরাধের উদ্যোগ করিবার পৃথক অভিযোগ করা না হইলেও সে ঐ অপরাধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে তাহার এই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

আনন্দের নামে চৌর্যের অভিযোগ হয়, কিন্তু সে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে কিম্বা চোরা

দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছে ইহা দৃষ্ট হইলে তাহার নামে ঐ অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা কিম্বা স্থলবিশেষে চোরা দ্রব্য গ্রহণ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

২৩৮ ধারা। (১) কোন ব্যক্তির নামে যে অপরাধ অনেক ক্রিমার সমষ্টি

যে অপরাধের প্রমাণ হয় তাহা অভিযোগের অপরাধ মধ্যে ধরা গেলে তাহার কথা।

সেই অপরাধের অভিযোগ হইয়া অভিযোগের এক অংশের প্রমাণ না হইলেও অন্য যে

অংশের প্রমাণ হয় তাহাই কোন ক্ষুদ্রতর অপরাধের তুল্য হইলে, তাহার যে ক্ষুদ্রতর অপরাধ প্রমাণ হইল তাহার নামে সেই অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(২) কোন ব্যক্তির নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হইলে, যদি সেই ব্যক্তি এরূপ স্বভাবের প্রমাণ দিতে পারে যাহাতে ঐ অপরাধ ক্ষুদ্রতর অপরাধে পরিণত হয়, তবে তাহার নামে ঐ ক্ষুদ্রতর অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার ঐ ক্ষুদ্রতর অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(৩) ১৯৮ বা ১৯৯ ধারার আদেশমত নালিশ করা না গেলে, উক্ত ধারার উল্লিখিত কোন অপরাধ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল, এই ধারার কোন কথা ক্রমে এরূপ জ্ঞান হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ মুটিয়া বলিয়া তাহাকে বিশ্বাসপূর্বক কোন দ্রব্য দেওয়া গেলে সে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪০৭ ধারামতে তাহার নামে এই অভিযোগ হইল। সেই ব্যক্তি ঐ দ্রব্য লইয়া ৪০৬ ধারামতে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে কিন্তু মুটিয়া বলিয়া ঐ দ্রব্য বিশ্বাসপূর্বক তাহাকে দেওয়া যায় নাই ইহা দৃষ্ট হইলে ৪০৬ ধারামতে তাহার অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছেন বলিয়া তাহার নামে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩২৫ ধারামতে অভিযোগ হয়। তিনি প্রমাণ করেন যে অকস্মাৎ অত্যন্ত ক্রোধজনক ব্যাপার ঘটতে তিনি ঐ কার্য করেন। দণ্ডবিধির আইনের ৩৩৫ ধারামতে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

২৩৯ ধারা। দুই কি তদধিক ব্যক্তির নামে একই অপরাধের কিম্বা একই

সেই ব্যক্তিদের অভিযোগ একত্র করা যাইতে পারে তাহাদের কথা।

ব্যাপারে ভিন্ন অপরাধের অভিযোগ হইলে কিম্বা এক

ব্যক্তির নামে অপরাধ করণের ও অন্য ব্যক্তির নামে ঐ অপরাধের সহায়তা করণের কি অপরাধ করিবার উদ্যোগ করণের অভিযোগ

হইলে, আদালত যেমন উচিত বোধ করেন তেমন তাহাদের নামে একত্র বা স্বতন্ত্র অভিযোগ ও বিচার হইতে পারিবে। তদ্রূপ সকল অভিযোগের প্রতি এই অধ্যায়ের পূর্বভাগের বিধান খাটিবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ ও বলরাম উভয়ের নামে একই বধাপরাধের নালিশ হয়। উভয়ের নামে একই অভিযোগপত্র হইতে পারে ও উভয়ের এককালে বিচার হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ ও বলরাম উভয়ের নামে দস্যুতার নালিশ হয়। সেই দস্যুতা করণ সময়ে আনন্দ কোন ব্যক্তিকে বধ করে, তাহাতে বলরামের সম্পর্ক ছিল না। এমন স্থলে দস্যুতা করণের অভিযোগে আনন্দ ও বলরামের একত্র বিচার হইতে এবং বধাপরাধের নিমিত্ত কেবল আনন্দের বিচার হইতে পারিবে।

(গ) আনন্দ ও বলরাম একই চৌর্য্য করিয়াছে বলিয়া দুই জনের নামে নালিশ হয়; ও সেই ব্যাপারের মধ্যে বলরাম অন্য দুই চৌর্য্যপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে নালিশ হয়। যে নালিশমতে আনন্দ ও বলরাম দুই জনের চৌর্য্যপরাধ করিবার অভিযোগ হইল সেই অভিযোগে দুই জনের একত্র বিচার এবং অন্য দুই চৌর্য্যপরাধে কেবল বলরামের বিচার হইতে পারিবে।

২৪০ ধারা। একই ব্যক্তির নামে দুই কি তদধিক

দফা বিশিষ্ট অভিযোগ হইয়া তন্মধ্যে এক কি অধিক দফা মতে অপরাধ নির্ণয় হইলে বাদী কিম্বা অন্য যে কর্মচারী

অনেক অভিযোগ হইয়া কেবল প্রমাণ হইলে অন্য সকল অভিযোগ উঠাইয়া লইবার কথা।

অভিযোগের কার্য চালান তিনি আদালতের অনুমতি গ্রহণপূর্বক অবশিষ্ট এক কি অধিক অভিযোগ উঠাইয়া লইতে পারিবেন কিম্বা আদালত আপন ইচ্ছামতে ঐ অভিযোগের তদন্ত লওন কি বিচারকার্যে নিরস্ত হইতে পারিবেন। তদ্রূপে উঠাইয়া লওয়া গেলে সেই কিম্বা সেই অভিযোগে মুক্ত হইবার ন্যায় ফল হইবে। কিন্তু যদি অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে যে আদালত তাহা অসিদ্ধ করেন সেই আদালতের আজ্ঞাধীনে উক্ত আদালত ঐরূপে উঠাইয়া লওয়া এক অধিক অভিযোগের তদন্ত লওন বা বিচারকার্যে চালাইতে পারিবেন।

২০ বিংশ অধ্যায়।

মাজিস্ট্রেটেরা সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার করেন তাহার বিধি।

২৪১ ধারা। মাজিস্ট্রেটেরা সমন দিয়া যে মোক-

সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার হয় তাহার কার্য-প্রণালীর কথা।

দ্দমার বিচার করেন সেই মোকদ্দমায় এই প্রণালীমতে কর্ম করিবেন।

২৪২ ধারা। মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তি

অভিযোগের মর্ম জানা-
ইবার কথা।

উপস্থিত হইলে অথবা তাহাকে
আনা গেলে তাহার নামে যে
অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে

তৎসংক্রান্ত বিশেষ বৃত্তান্ত তাহাকে জ্ঞাত করা যাইবে ও
তাহাকে এই জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে তোমাকে অপ-
রাধী নির্ণয় না করিবার কোন কারণ দেখাইতে পার কি
না। কিন্তু রীতিমত অভিযোগপত্র লেখা আবশ্যিক
হইবে না।

২৪৩ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার নামে যে বা

অভিযোগের সভ্যতা
স্বীকার করিলে অপরাধ
নির্ণয়ের কথা।

যে যে অপরাধের অভিযোগ হয়
সেই বা সেই সেই অপরাধ বা
তাহার কোনটি করিয়াছে বলিয়া
স্বীকার করিলে, যতদূর সম্ভব

তাহার ব্যবহৃত শব্দে সেই কথা লিপিবদ্ধ করা যাইবে,
ও তাহাকে অপরাধী নির্ণয় করা কেন না যাইবে সে
ইহার উপযুক্ত কারণ না দেখাইলে মাজিস্ট্রেট তাহাকে
অপরাধী নির্ণয় করিতে পারিবেন।

২৪৪ ধারা। (১) অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ অভিযোগ

তদ্রূপ স্বীকার না হইলে
যাহা কর্তব্য তাহার কথা।

সত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে
মাজিস্ট্রেট, বাদী থাকিলে,
তাহার কথা ও অভিযোগের

পোষকতায় যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় তাহাও
শুনিবেন, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি কথা ও সে প্রতি
বাদের পোষকতায় যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করে
তাহাও শুনিবেন।

(২) মাজিস্ট্রেট, বাদির কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তির
প্রার্থনামতে উচিত বোধ করিলে কোন সাক্ষীকে উপ-
স্থিত করাইবার অথবা কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য উপ-
স্থিত করাইবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন।

(৩) বিচারের কার্য পক্ষে সাক্ষীর উপস্থিত হইবার
যে খরচ মুক্তিমতে লাগিতে পারে মাজিস্ট্রেট উক্ত
প্রার্থনামতে সমন দিবার পূর্বে আদালতে ঐ খরচ
আমানত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২৪৫ ধারা। (১) ২৪৪ ধারার উল্লিখিত সাক্ষ্য

মুক্ত করণের কথা।

লইয়া এবং অন্য কোন সাক্ষ্য
মাজিস্ট্রেট স্বেচ্ছামতে উপস্থিত

করাইয়া থাকিলে তাহা লইয়া ও বিহিত বোধ করিলে
অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লইয়া মাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত
ব্যক্তিকে নির্দোষী নির্ণয় করিলে মুক্ত করিবার আজ্ঞা
লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী নির্ণয় হইলে

দণ্ডাজ্ঞার কথা।

মাজিস্ট্রেট আইনমতে তাহার
দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

২৪৬ ধারা। নালিশের কি সময়ের জাব যেরূপ

অপরাধ নির্ণয় নালিশ বা
সমনে আনয়ন না থাকিবার
কথা।

হউক না কেন, স্বীকৃত কি
প্রমাণীকৃত বৃত্তান্ত দৃষ্টে অভি-
যুক্ত ব্যক্তি এই অধ্যায়মতে
বিচার্য যে অপরাধ করিয়াছে

বলিয়া জানা যায়। মাজিস্ট্রেট ২৪৩ কি ২৪৫ ধারামতে
তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন।

২৪৭ ধারা। নালিশক্রমে সমন দেওয়া গিয়া

বাদী উপস্থিত না হইলে
তাহার কথা।

থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপ-
স্থিত হইবার নিরূপিত দিনে,
কিম্বা তৎপশ্চাৎ যে দিনে

মোকদ্দমার শুননী হয় সেই দিনে বাদী উপস্থিত না
হইলে, মাজিস্ট্রেট পূর্বে এই আইনে ভাবান্তরের কথা
থাকিলেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবেন। কিন্তু
তিনি কোন কারণে সেই মোকদ্দমা শুনিবার কার্য
স্থগিত করিয়া অন্য দিন নিরূপণ করা উপযুক্ত বোধ
করিলে তাহা করিতে পারিবেন।

২৪৮ ধারা। এই অধ্যায়মত কোন মোকদ্দমায়

নালিশ উঠাইয়া লইবার
কথা।

শেষ আজ্ঞা হইবার পূর্বে কোন
সময়ে নালিশ উঠাইয়া লইবার
অনুমতি দিবার উপযুক্ত হেতু

আছে এই বিষয়ে বাদী মাজিস্ট্রেটের হৃদোধ জন্মাইতে
পারিলে তিনি ঐ নালিশ উঠাইয়া লইবার অনুমতি
দিতে পারিবেন, এবং তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে
মুক্ত করিবেন।

২৪৯ ধারা। নালিশ ভিন্ন অন্য প্রকারে কোন

বাদী না থাকিলে কার্য-
স্থাপন বন্ধ করিবার ক্ষমতাব
কথা।

মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে
কোন প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট
বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট
কিম্বা জিলার মাজিস্ট্রেট সাংহ-

বের অনুমতি গ্রহণপূর্বক অন্য কোন মাজিস্ট্রেট হেতু
লিপিবদ্ধ করত স্বীয় বিবেচনামতে মুক্ত করণের কি
অপরাধ নির্ণয়ের নিষ্পত্তি প্রকাশ না করিয়া যে কোন
সময়ে কার্যাস্থাপন বন্ধ করিতে পারিবেন এবং তাহা
হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

২৫০ ধারা। (১) এই আইনের নির্দিষ্ট অর্থে নালিশ-

তুচ্ছ বা দুঃখদায়ক মাত্র
অভিযোগের কথা।

ক্রমে কিম্বা কোন পোলীসের
কর্মচারিকে বা কোন মাজিস্ট্রেট-
টকে প্রদত্ত সম্বাদ অবলম্বনে

কোন অভিযোগ উপস্থিত করা হইলে যদি তাহাতে
কোন ব্যক্তি কোন মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে মাজিস্ট্রেট দ্বারা
বিচার্য কোন অপরাধে অভিযুক্ত হয় এবং যে মাজিস্ট্রেট
দ্বারা অভিযোগ উপস্থিত করা হয় তিনি অভিযুক্ত
ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেন বা মুক্ত করেন ও তাহার প্রতিতি
হয় যে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ হইয়াছে তাহা
তুচ্ছ বা দুঃখদায়কমাত্র, তাহা হইলে মাজিস্ট্রেট স্বীয়
বিবেচনামতে ছাড়িয়া দিবার বা মুক্ত করিবার আজ্ঞা
দ্বারা যে ব্যক্তির নালিশ বা সংবাদক্রমে অভিযোগ
হইয়াছিল তাহার প্রতি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কিম্বা
একাধিক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তাহাদের প্রত্যেককে
হানিপুরণের নিমিত্ত পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা
ন্যায্য বোধ করেন তত টাকা দিবার আদেশ করিতে
পারিবেন।

কিন্তু ঐরূপ কোন আদেশ করিবার পূর্বে মাজিস্ট্রেট—

(ক) ঐ আদেশ দিবার বিরুদ্ধে বাদী বা সংবাদদাতা যে কোন আপত্তি করেন তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন ও বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, এবং

(খ) হানিপুরণ দিবার আদেশ করিলে ছাড়িয়া দিবার বা মুক্ত করিবার আজ্ঞায় হানিপুরণ দিবার কারণ লিখিবেন।

(২) কোন মাজিস্ট্রেট (১) প্রকরণমতে যে হানিপুরণ দিবার আজ্ঞা করেন তাহার টাকা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে।

কিন্তু ইহা আদায় করা যাইতে না পারিলে যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা দেওয়া হইবে তাহা সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইবে এবং ত্রিশ দিনের অধিক না হয় মাজিস্ট্রেট এমন যে সময়ের আদেশ করেন সেই সময়ের নিমিত্ত হইবে।

(৩) যে বাদী বা সংবাদদাতার প্রতি দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিস্ট্রেট কর্তৃক কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে (১) প্রকরণমতে হানিপুরণ দিবার আজ্ঞা হইয়াছে সেই বাদী বা সংবাদদাতা ঐ আজ্ঞা যতদূর হানিপুরণ দেওয়া সম্বন্ধীয় হয় ততদূর ঐ আজ্ঞার বিরুদ্ধে এক্ষেত্রে আপীল করিতে পারিবেন যেন ঐ বাদী বা সংবাদদাতা ঐ মাজিস্ট্রেটের নিকট বিচারে অপরাধী নির্ণীত হইয়াছেন।

(৪) ৩ প্রকরণ অনুসারে যে মোকদ্দমার আপীল হইতে পারে যে স্থলে সেই মোকদ্দমায় কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হানিপুরণ দিবার আজ্ঞা হয় সেই স্থলে আপীল উপস্থিত করিবার নিমিত্ত প্রদত্ত সময় অতীত না হইবার পূর্বে কিম্বা আপীল উপস্থিত করা হইয়া থাকিলে আপীলের নিষ্পত্তি না হইবার পূর্বে তাহাকে হানিপুরণ দেওয়া যাইবে না।

(৫) সেই বিষয় সংক্রান্ত কোন পরবর্তী দেওয়ানী মোকদ্দমায় হানিপুরণ দিবার সময়ে এই ধারামতে হানিপুরণ স্বরূপ কোন টাকা দেওয়া বা আদায় করা হইয়া থাকিলে আদালত তাহা বিবেচনাধীনে লইবেন।

২১ একবিংশ অধ্যায়।

যে মোকদ্দমায় ওয়ারন্ট বাহির হয় মাজিস্ট্রেটদের দ্বারা তাহার বিচার হইবার কথা।

২৫১ ধারা। যে মোকদ্দমায় ওয়ারন্ট বাহির হয় মাজিস্ট্রেটেরা সেই মোকদ্দমার বিচারকালে এই প্রণালীমতে কার্য করিবেন।

যে মোকদ্দমায় ওয়ারন্ট বাহির হয় তাহা হইবার কার্য প্রণালীর কথা।

২৫২ ধারা। (১) মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে কি অভিযোগের সপক্ষে তাহাকে আনা গেলে, মাজিস্ট্রেট, বাদী থাকিলে, তাহার কথা শুনিবেন ও অভিযোগের পোষকতায় যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় তাহা গ্রহণ করিবেন।

(২) যে ব্যক্তি মোকদ্দমার র্ত্তান্ত জানে ও অভিযোগের সপক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারিবে মাজিস্ট্রেট বাদীর স্থানে কিম্বা অন্য প্রকারে তাহাদের নাম জানিয়া লইয়া তাহাদের যত জনকে আবশ্যিক বোধ করেন তত জনকে আপনার সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার জন্য সমন করিবেন।

২৫৩ ধারা। (১) ২৫২ ধারার উল্লিখিত সমুদয় সাক্ষ্য গ্রহণ হইলে পর এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিস্ট্রেটের বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন পরীক্ষা লওয়া আবশ্যিক হইলে যে পরীক্ষা লওয়া আবশ্যিক তাহা লওয়া গেলে পর, অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্মুখে এমন কিছু প্রমাণ হয় নাই তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণভাবে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিতে হয় মাজিস্ট্রেট ইহা বোধ করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবে।

(২) মাজিস্ট্রেট অভিযোগ অমূলক জ্ঞান করিলে, তাহার হেতু লিখিয়া মোকদ্দমা চলনের এতৎপূর্ব্ব কোন সময়ে অপরাধীকে যে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন না, এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান হইবে না।

২৫৪ ধারা। উক্ত সাক্ষ্য ও পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে কি অংশতঃ গ্রহণ করা গেলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি এই অধ্যায়মতে বিচার্য কোন অপরাধ করিয়াছে এরূপ অনুমান করিবার হেতু আছে মাজিস্ট্রেট ইহা বিবেচনা করিলে এবং আপনি সেই অপরাধের বিচার ও তাহার সমুচিত দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন বোধ করিলে, তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে অভিযোগপত্র লিখিয়া প্রেরণ করিবেন।

২৫৫ ধারা। (১) পরে ঐ অভিযোগপত্র অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকটে পাঠ করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে তুমি এই অপরাধে অপরাধী, না ইহা প্রতিবাদ করিতে চাহ।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী স্বীকার করিলে মাজিস্ট্রেট সেই কথা লিপিবদ্ধ করিবেন ও স্বীয় বিবেচনামতে তদনুসারে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন।

২৫৬ ধারা। (১) অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী বলিতে অস্বীকার করিলে কিম্বা অপরাধী স্বীকার না করিলে অথবা বিচারের দাওয়া করিলে, তাহার প্রতি অভিযোগের প্রতিবাদ কার্যে প্রেরণ হইতে ও তাহার সপক্ষে সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে আজ্ঞা হইবে

ও প্রতিবাদ করিবার যে কোন সময়ে তাহার প্রতি আদালতে কিম্বা আদালতের সীমা সম্বন্ধে মতান্তরে উপস্থিত অভিযোগের সপক্ষে যে কোন সাক্ষীকে পূর্বে অভিযোগপত্র র্ত্তান্ত সম্বন্ধে জেরা করা হয় নাই তাহাকে পুনরায় ডাকিয়া জেরা করিতে অনুমতি হইবে।

(২) যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন লিখিত বর্ণনাপত্র অর্পণ করে তবে মাজিস্ট্রেট তাহা নথীর সঙ্গে রাখিবেন।

২৫৭ ধারা। (১) অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিস্ট্রেটের নিকটে পূর্বে ঐ মোকদ্দমায় তাহার পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে কি হয় নাই এমন কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা বা জেরার নিমিত্ত উপস্থিত করাইবার জন্যে অথবা কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত কোন পরওয়ানা দিবার প্রার্থনা করিলে, মাজিস্ট্রেট ঐ পরওয়ানা দিবেন। কিন্তু উক্ত প্রার্থনাপত্র কষ্ট দিবার কি বিলম্ব ঘটাইবার বা সুবিচারের উদ্দেশ্য বিকল করিবার নিমিত্ত উপস্থিত করা গিয়াছে বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য করা উচিত এরূপ বিবেচনা করিলে, তিনি ঐ হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া পরওয়ানা দিবেন না।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন সাক্ষীকে জেরা করিলে বা জেরা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলে পর এই ধারামতে ঐ সাক্ষীকে বলপূর্বক উপস্থিত করা যাইবে না, কিন্তু সুবিচারের প্রয়োজনার্থ ঐরূপ করা আবশ্যিক, মাজিস্ট্রেটের এরূপ প্রতীতি হইলে করা যাইতে পারিবে।

(৩) তদ্রূপ প্রার্থনামতে কোন সাক্ষীকে সমন দিবার পূর্বে মাজিস্ট্রেট আদেশ করিতে পারিবেন যে, উক্ত বিচারের নিমিত্ত উপস্থিত হইতে তাহার যে যুক্তিমত খরচা পড়ে তাহা আদালতে আমানত করা যায়।

২৫৮ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত কোন মোকদ্দমায় অভিযোগপত্র প্রস্তুত করা গেলে মাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দেশী নির্ণয় করিলে মুক্ত করণের আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) ঐরূপ মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিলে মাজিস্ট্রেট আইনমতে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

২৫৯ ধারা। নালিশক্রমে কার্য্যসূচন হইলে মোকদ্দমা শুনিবার কোন নিরূপিত দিনে বাদী উপস্থিত না থাকিলেও বাদী উপস্থিত না থাকিলেও আইনমতে অপরাধের রক্ষা হইতে পারিলে মাজিস্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে পূর্বে এই আইনে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবার পূর্বে কোন সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

২২ দ্বিংশ অধ্যায়।

সরাসরী বিচারের কথা।

সরাসরী বিচার করিবার ২৬০ ধারা। (১) এই আইনে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও,

- (ক) জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব এবং
- (খ) এতদর্থে স্থানীয় গবর্নমেন্ট হইতে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিস্ট্রেট এবং
- (গ) প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও এতদর্থে স্থানীয় গবর্নমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিস্ট্রেটদের কোন বেঞ্চ,

বিহিত বোধ করিলে নিম্নলিখিত সমুদয় কি অন্যতর অপরাধের সরাসরী বিচার করিতে পারিবেন :—

- (ক) যে অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি ছয় মাসের অধিক কালের কারাদণ্ড না হয় সেই অপরাধ।
- (খ) ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৬৪ ও ২৬৫ ও ২৬৬ ধারামতে ওজন ও পরিমাপন যন্ত্রবিষয়ক অপরাধ।
- (গ) উক্ত আইনের ৩২৩ ধারামতে পীড়া জন্মাওন।
- (ঘ) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ৩৭৯ বা ৩৮০ বা ৩৮১ ধারামতে চোর্য্য।
- (ঙ) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ৪১১ ধারামতে চোরা দ্রব্য গ্রহণ বা রাখা।
- (চ) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ৪১৪ ধারামতে ঐ দ্রব্য গোপন বা বিক্রয় প্রভৃতি করণের সাহায্য করণ।
- (ছ) উক্ত আইনের ৪২৭ ধারামতে অপকার করণ।
- (জ) উক্ত আইনের ৪৪৮ ধারামতে গৃহে অনধিকার প্রবেশ করণ।
- (ঝ) উক্ত আইনের ৫০৪ ধারামতে শান্তিভঙ্গ করাইবার উদ্দেশ্যে অপমান করণ ও ৫০৬ ধারামতে অপরাধভাবে ভয় দর্শাওন।
- (ঞ) পূর্বোক্ত কোন অপরাধের সহায়তা করণ।
- (ট) পূর্বোক্ত কোন অপরাধ করিবার উদ্যোগে অপরাধ হইলে, তদ্রূপ উদ্যোগ।

(৪) পরের ভূমিতে গোমেষাদির প্রবেশ বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইনমত নালিশ।

কিন্তু যে মোকদ্দমায় জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব ৩৪ ধারামতে অর্পিত বিশেষ ক্ষমতাসূসারে কার্য করেন, সেই মোকদ্দমার সরাসরী বিচার হইবে না।

(২) কোন সরাসরী বিচার চলিতে থাকিবার সময় যদি মাজিস্ট্রেট কি বেঞ্চের এরূপ বিবেচনা হয় যে, মোকদ্দমার যে প্রকৃতি তাহাতে উহার সরাসরীমতে বিচার করা বাঞ্ছনীয় নয় তাহা হইলে ঐ মাজিস্ট্রেট কি বেঞ্চ কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হইয়া থাকিলে তাহাকে পুনশ্চ ডাকাইবেন এবং এই আইনের নির্দিষ্ট প্রকারে ঐ মোকদ্দমা পুনশ্চ শুনিতে প্রস্তুত হইবেন।

২৬১ ধারা। স্থানীয় গবর্নমেন্ট দ্বিতীয় কি তৃতীয়

শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা-
প্রাপ্ত মাজিস্ট্রেটদের বেঞ্চের
প্রতি নিম্নলিখিত সকল কি
কোন অপরাধের সরাসরী
বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেনঃ—

(ক) যে সকল অপরাধ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৭৭ ও ২৭৮ ও ২৭৯ ও ২৮৫ ও ২৮৬ ও ২৮৯ ও ২৯০ ও ২৯২ ও ২৯৩ ও ২৯৪ ও ৩২৩ ও ৩৩৪ ও ৩৩৬ ও ৩৪১ ও ৩৫২ ও ৪২৬ ও ৪৪৭ ধারার বিরুদ্ধ।

(খ) মুনিসিপাল আইনের বিরুদ্ধ ও পোলীস আইনের অন্তর্গত নগর পরিপাটীকরণ-সূচক ধারার বিরুদ্ধ যে যে অপরাধের নিমিত্ত অর্থদণ্ড কি এক মাসের অনধিক কারাদণ্ড হইতে পারে সেই অপরাধ।

(গ) পূর্বোক্ত কোন অপরাধের সহায়তাকরণ।

(ঘ) পূর্বোক্ত কোন অপরাধ করিবার উদ্যোগ অপরাধ হইলে, তদ্রূপ উদ্যোগ।

২৬২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে বিচার হইলে

যে মোকদ্দমায় সমন
ও ওয়ারন্ট দেওয়া যাইতে
পারে সেই সেই মোকদ্দমায়
কার্যপ্রণালী ঠাট্টিবার কথা।

পশ্চাল্লিখিত যে মোকদ্দমা
বর্জিত হইল তন্নিম্ন সমনের
মোকদ্দমায় সমনের মোকদ্দমার
নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী চলিবে ও
ওয়ারন্টের মোকদ্দমায় ওয়া-
রন্টের মোকদ্দমার নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী চলিবে।

(২) এই অধ্যায়মতে
অপরাধ নির্ণয় হইলে তিন
মাসের অধিক কালের কারা-
দণ্ডের আজ্ঞা হইবে না।

২৬৩ ধারা। যে মোকদ্দমায় আপীল নাই সেই

যে মোকদ্দমায় আপীল
নাই সেই মোকদ্দমায়
রিকোর্ডের কথা।

মোকদ্দমায় সাক্ষীদের সাক্ষ্য
মাজিস্ট্রেটের কিম্বা মাজিস্ট্রেট-
দের বেঞ্চের লিপিবদ্ধ করিবার
প্রয়োজন নাই এবং রীতিমত
অভিযোগপত্রও লিখিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু তিনি

কি তাঁহারা স্থানীয় গবর্নমেন্ট যে পাঠের আদেশ করেন সেই পাঠে এই কথা লিখিবেনঃ—

(ক) ক্রমিক নম্বর।

(খ) যে তারিখে অপরাধ করা যায় সেই তারিখ।

(গ) যে তারিখে রিপোর্ট কি নালিশ করা যায় তাহা।

(ঘ) বাদী থাকিলে বাদির নাম।

(ঙ) অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও তাহার পিতার নাম ও বাসস্থান।

(চ) যে অপরাধের নালিশ হয় ও প্রমাণ হইলে যে অপরাধের প্রমাণ হয় তাহা এবং ২৬০ ধারার (১) প্রকরণের (ঘ), (ঙ) বা (চ) দফার অন্তর্গত মোকদ্দমা হইলে যে সম্পত্তি সম্বন্ধে অপরাধ করা হইয়াছে তাহার মূল্য।

(ছ) প্রতিবাদীর উত্তর ও তাহার পরীক্ষা হইয়া থাকিলে তাহা।

(জ) নিষ্পত্তি এবং অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার হেতুর সংক্ষেপ বর্ণনা।

(ঞ) দণ্ডের আজ্ঞা বা অন্য চূড়ান্ত আজ্ঞা, এবং

(ট) যে তারিখে আনুষ্ঠানিক কার্য সমাপ্ত হয় তাহা।

২৬৪ ধারা। (১) কোন মাজিস্ট্রেটের কি বেঞ্চের

যে মোকদ্দমার উপর
আপীল হইতে পারে সেই
মোকদ্দমার রিকোর্ডের কথা।

সরাসরীমতে বিচারিত কোন
মোকদ্দমার উপর আপীল
থাকিলে, ঐ মাজিস্ট্রেট কি বেঞ্চ
যে সাক্ষ্য দ্বারা অপরাধ নির্ণয়
করিলেন দণ্ডের আজ্ঞা করিবার পূর্বে সেই সাক্ষ্যের
মর্ম্ম এবং ২৬৩ ধারার উল্লিখিত বিবরণ সহিত নিষ্পত্তি
লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) এই ধারার মধ্যে যে মোকদ্দমা আইনে
তাহাতে ঐ নিষ্পত্তি ভিন্ন অন্য রিকোর্ড থাকিবে না।

২৬৫ ধারা। (১) ২৬৩ ধারামতে যে রিকোর্ড লেখা

রিকোর্ড ও নিষ্পত্তি যে
ভাষায় লিখিতে হইবে
তাহার কথা।

যায় ও ২৬৪ ধারামতে যে
নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করা যায় হয়
ইংরেজী ভাষায় না হয় আদা-
লতের ভাষায় অথবা বিচারপতি
অব্যবহিত রূপে যে আদালতের অধীন সেই আদালতের
আদেশ হইলে ঐ বিচারপতি কর্তৃক স্বদেশীয় ভাষায়
সেই রিকোর্ড ও নিষ্পত্তি লিখিত হইবে।

(২) মাজিস্ট্রেটদের যে বেঞ্চ সরাসরীমতে অপরাধের

বেঞ্চের করণী বাঞ্ছিতে
পারিবার কথা।

বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন
হন স্থানীয় গবর্নমেন্ট ঐ বেঞ্চ
ব্যবহিতরূপে যে আদালতের
অধীন তাঁহাদিগকে এতদর্থে সেই আদালতের নিযুক্ত
এক জন আমলা দ্বারা পূর্বোক্ত রিকোর্ড কি নিষ্পত্তি-
লেখাইয়া লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন। রিকোর্ড

কি নিষ্পত্তি তদ্রূপে লিখিয়া দেওয়া গেলে ঐ বেঞ্চের যত জন উপস্থিত হইয়া ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্য চালান তাঁহারা প্রত্যেকে তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) ঐ রূপ অসম্মতি দেওয়া না হইলে, বেঞ্চের এক জনের কর্তৃক যে রিকার্ড প্রস্তুত হইয়া পূর্বোক্তমতে স্বাক্ষরিত হয় তাহাই যথাযথ রিকার্ড হইবে।

(৪) যদি বেঞ্চের মতের অনৈক্য হয় তাহা হইলে ঐহারা ভিন্ন মত হন তাঁহারা স্বতন্ত্র নিষ্পত্তি লিখিতে পারিবেন।

২৩ ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

হাই কোর্টের ও সেশন আদালতের সম্মুখে বিচারের বিধি।

ক।—উপক্রমণিকা।

২৬৬ ধারা। ভারতবর্ষীয় হাই কোর্ট বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনমতে যে “হাই কোর্ট” শব্দের অর্থের কথা। সকল হাই কোর্ট স্থাপিত হইয়াছে কি হইবে, ২৭৬ ও ৩০৭

ধারা ছাড়া এই অধ্যায়ে এবং ১৮ অধ্যায়ে “হাই কোর্ট” শব্দে সেই সকল হাই কোর্ট ও পঞ্জাবের চীফ কোর্ট ও রাষ্ট্রের রিকার্ডারের আদালত এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব সময়েই ইঞ্জিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া অন্য যে সকল আদালত এই অধ্যায়ের অভিপ্রায়ানুযায়ী হাই কোর্ট বলিয়া নির্দেশ করেন, সেই সকল আদালত বুঝাইবে।

২৬৭ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন হাই কোর্টে যত মোকদ্দমার বিচার হয় হাই কোর্টে জুরির দ্বারা সকলই জুরির সহযোগে হইবে ;

এবং এই আইনমতে কিম্বা ভারতবর্ষীয় হাই কোর্ট বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনক্রমে যে হাই কোর্ট স্থাপিত হইয়াছে তাহার পেটেন্টপত্রমতে, যে সকল ফৌজদারী মোকদ্দমা হাই কোর্টের প্রতি অর্পিত হয়, এই আইনে ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও, ঐ হাই কোর্ট আদেশ করিলে, জুরির সহযোগে সেই সকল মোকদ্দমার বিচার হইবে।

২৬৮ ধারা। সেশন আদালতে যে বিচার হয়, তাহা জুরির দ্বারা অথবা আসেসরদের সহকারিতায় করা যাইবে।

২৬৯ ধারা। (১) কোন জিলার সেশন আদালতে সকল অপরাধের কিম্বা বিশেষ

কোন শ্রেণীর অপরাধের বিচার জুরির দ্বারা করিতে হইবে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট অর্থাৎ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের মঞ্জুরি লইয়া রাজকীয় গেজেটে

আদেশ প্রচার দ্বারা এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও ঐরূপ মঞ্জুরি লইয়া সেই আজ্ঞা রহিত কি পরিবর্তিত করিতে পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্নমেন্ট রাজকীয় গেজেটে সাধারণ বা বিশেষ আজ্ঞা প্রচার করিয়া যে বা যে স্থানে সেশন আদালতের অধিবেশন হইবে তাহার আদেশ করিতে পারিবেন এবং ঐরূপে কৃত কোন আজ্ঞা সময়ে সময়ে রহিত বা পরিবর্তিত করিতে পারিবেন কিম্বা যাবৎ ঐরূপ আজ্ঞা করা না যায় তাবৎ সেশন আদালতের পূর্বমত অধিবেশন হইবে।

(৩) যে জেলায় জুরির দ্বারা কোন অপরাধের বিচার হইবে সেই জিলা সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্নমেন্ট ঐরূপ আজ্ঞাক্রমে ইহাও ব্যক্ত করিতে পারিবেন যে জজ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করা গেলে তিনি যদি তদনুসারে কিম্বা তিনি যদি আপন ইচ্ছায় ঐরূপ আদেশ করেন যে বিশেষ জুরির ফরদ হইতে জুরিদিগের নামে সমন দিয়া তাঁহাদের দ্বারা সেই অপরাধের বিচার হইবে তাহা হইলে সেই অপরাধের বিচার সেরূপ হইবে এবং সেই আজ্ঞা রহিত বা পরিবর্তিত করিতে পারিবেন।

(৪) কোন কোনটা জুরির বিচার্য্য ও কোন কোনটা জুরির বিচার্য্য নহে ঐরূপ ভিন্ন অপরাধের নিমিত্ত এক কালে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইলে তন্মধ্যে যে অপরাধ জুরির বিচার্য্য সেই অপরাধের বিচার জুরির দ্বারা ও যে অপরাধ জুরির বিচার্য্য নহে সেই অপরাধের বিচার আসেসরস্বরূপ জুররের সাহায্যে সেশন আদালতের দ্বারা হইবে।

২৭০ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখে প্রত্যেক মোকদ্দমার বিচারকালে রাজকীয় অভিযোক্তা অভিযোগের কার্য্য চালাইবেন।

(খ)।—কার্য্যারম্ভের বিধি।

২৭১ ধারা। (১) আদালত বিচার কার্য্য আরম্ভ করিতে প্রস্তুত হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবে অথবা তাহাকে

সম্মুখে আনা যাইবে ; ও তাহার নিকট অভিযোগপত্র পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে, ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে তুমি এই পত্রলিখিত অপরাধে অপরাধী, না বিচার হইবার দাওয়া রাখ।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী স্বীকার করিলে সেই কথা লিপিবদ্ধ করিয়া যাইবে ও তদনুসারে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

২৭২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী বলিতে অস্বীকার করিলে কি অপরাধ স্বীকার না করিলে কিম্বা বিচার হইবার দাওয়া করিলে, আদালত পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে জুরি কিম্বা আসেসরদিগকে মনোনীত করিয়া বিচারের কার্যে প্রস্তুত হইবেন।

কিন্তু পশ্চাল্লিখিত আপত্তি করিবার অধিকার মানিয়া আদালত জুরি কি আসেসরদিগকে পরিবর্তন না করিয়া তাঁহাদের দ্বারা বা তাঁহাদের সহকারিতায় অভিযুক্ত যত জনের বিচার করা বিহিত জ্ঞান করেন ক্রমশঃ তত জনের বিচার করিতে পারিবেন।

২৭৩ ধারা। (১) হাই কোর্টের সম্মুখে বিচার হইলে, অভিযোগের কিম্বা তাহার অভিযোগের প্রতিপোষণ হইবার আইনমত প্রমাণ নাই অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার আরম্ভ হইবার পূর্বে কোন সময়ে হাই কোর্টের এইরূপ বোধ হইলে, বিচারপতি অভিযোগপত্রের উপর সেই মর্মে কথ্য লিখিয়া দিতে পারিবেন।

(২) ঐ কথ্য লেখা গেলে ঐ অভিযোগপত্রের কিম্বা স্থল বিশেষে তাহার ঐ অংশের উপর কার্য্যস্থাপন স্থগিত হইবে।

গ।—জুরি নির্বাচনের বিধি।

২৭৪ ধারা। (১) হাই কোর্টে বিচার হইলে নয় জন কত জন লইয়া জুরি হইবে তাহার কথা।

(২) সেশন আদালতে জুরির দ্বারা বিচার হইলে স্থানীয় গবর্নমেন্ট বিশেষ কোন জিলার সম্পর্কে কিম্বা ঐ জিলার মধ্যে বিশেষ কোন শ্রেণীর অপরাধ সম্পর্কে কোন আজ্ঞা করিলে, তদনুসারে তিন জনের অন্যান্য ও নয় জনের অনধিক বিষয় সংখ্যক ব্যক্তিকে লইয়া জুরি হইবে।

২৭৫ ধারা। সেশন আদালতে জুরি দ্বারা ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় ভিন্ন সেশন আদালতে ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় লোক ভিন্ন অন্য লোকদের বিচারার্থ জুরিব কথা।

২৭৬ ধারা। যে ব্যক্তিদিগকে জুরির কর্তব্য করিতে সমন করা যায় হাই কোর্ট সময়েই বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে

গুলিবাট করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে জুরি মনোনীত করা যাইবে।

কিন্তু—

প্রথমতঃ এইরূপে কোন জুরি মনোনীত করিবার বিষয়ে যে রীতি কোন আদালতে প্রচলিত আছে, যত দিন উক্ত আদালতের নিমিত্ত এই ধারামত বিধি প্রচার না হয় তত দিন সেই রীতি চলিবে।

দ্বিতীয়তঃ জুরিতে যত জন লোকের প্রয়োজন যাহাদিগকে সমন করা গিয়াছে তাহাদের মধ্যে তত জন না থাকিলে অন্য যে ব্যক্তির উপস্থিত থাকেন আদালতের অনুমতি লইয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে লোক মনোনীত করিয়া, সংখ্যা পূর্ণ করা যাইতে পারিবে।

তৃতীয়তঃ কোন রাজধানীতে কোন ব্যক্তির বিচার হইলে :—

(ক) যে অপরাধে প্রাপ্ত বিশেষ জুরির সহযোগে বিচার হইবার কথা।

(ক) যে অপরাধে প্রাপ্ত দণ্ড হইতে পারে তাহার নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হইলে, কিম্বা

(খ) অন্য কোন স্থলে হাই কোর্টের এক জন জজ আদেশ করিলে—

পশ্চাল্লিখিত বিশেষ জুরির কর্তব্য হইতে জুরিদিগকে মনোনীত করা যাইবে। এবং

চতুর্থতঃ স্থানীয় গবর্নমেন্ট যে কোন জিলা সম্বন্ধে এরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে কোন কোন অপরাধের বিচার বিশেষ জুরির দ্বারা করা যাইতে পারিবে সেই জিলায় যে স্থলে জজ সাহেব সেরূপ আদেশ করেন সে স্থলে ৩২৫ ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ জুরির কর্তব্য হইতে জুরি মনোনীত করা যাইবে।

২৭৭ ধারা। (১) জুরির একই ব্যক্তি মনোনীত হইলে, তাহার নাম উচ্চঃস্বরে জুরির নাম ডাকিবার ডাকা যাইবে; ও উপস্থিত হইলেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে, এই ব্যক্তির দ্বারা তোমার বিচার হইবার কোন আপত্তি আছে কি না।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অভিযুক্ত জুরির ঐ ব্যক্তির বিষয়ে আপত্তি করিতে পারিবেন, ও তাহার সেই আপত্তির কারণ জানাইতে হইবে।

কিন্তু হাই কোর্টে মহারাণীর পক্ষে আট পর্যন্ত ব্যক্তির বিষয়ে ও অভিযুক্ত একই কি সকল ব্যক্তির পক্ষে আট পর্যন্ত ব্যক্তির বিষয়ে কারণ না জানাইয়া আপত্তি করিবার অনুমতি থাকিবে।

২৭৮ ধারা। পশ্চাৎলিখিত কোন কারণে জুরির কোন ব্যক্তির বিষয়ে যে আপত্তির কাবণের কথা। আপত্তি করা যায় তাহা আদালতের হ্রস্বোপজনক হইলে গ্রাহ্য হইবে, অর্থাৎ.

- (ক) কোন ব্যক্তির পক্ষপাতী হওয়া অস্বাভাবিক কিম্বা তিনি পক্ষপাতী আছেন বলিয়া যে আপত্তি।
- (খ) ব্যক্তি বিশেষের বিষয়ে আপত্তি, যথা তিনি ভিন্নদেশীয় লোক, কিম্বা প্রচলিত কোন আইনমতে কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ কোন বিধিতে যে গুণ থাকা আবশ্যিক তাঁহার এমত কোন গুণের অভাব আছে, কিম্বা তাঁহার বয়স ২১ বৎসরের কম বা ৬০ বৎসরের অধিক, বলিয়া যে আপত্তি।
- (গ) তিনি আচারক্রমে কিম্বা ধর্মসংক্রান্ত মানত করিয়া সাংসারিক সমস্ত বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিয়াছেন।
- (ঘ) ঐ ব্যক্তি সেই আদালতে কি তাহার অধীন কোন পদে নিযুক্ত আছেন।
- (ঙ) তিনি পোলীস সংক্রান্ত কোন কর্ম নির্বাহ করিতেছেন, কিম্বা তাঁহার প্রতি পোলীস সংক্রান্ত কার্যের ভার অর্পিত হইয়াছে।
- (চ) যে অপরাধ হেতুক তিনি আদালতের বিবেচনামতে জুরির কর্ম করিতে অযোগ্য হন, তাঁহার এমন কোন অপরাধ পূর্বে নির্ণয় হইয়াছে।
- (ছ) সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া যায় কিম্বা দোভাষী যে ভাষায় অর্থ করিয়া দেন তিনি তাহা বুঝিতে পারিবেন না।
- (জ) আদালতের বিবেচনামতে অন্য যে গতিক প্রযুক্ত ঐ ব্যক্তির জুরির কর্ম করা অনুচিত হয় এমত কোন গতিক থাকার হেতু।

২৭৯ ধারা। ১) কোন জুরির সম্মুখে যে আপত্তি করা যায় সেই আপত্তি গ্রাহ্য কি না, এই বিষয়ে আদালত নিষ্পত্তি করিবেন, ও আদালতের সেই নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করা যাইবে ও চূড়ান্ত হইবে।

(২) আপত্তি গ্রাহ্য হইলে জুরিকে ডাকিবার সমন মতে অন্য যে ব্যক্তির উপস্থিত থাকেন ঐ ব্যক্তির পরিবর্তে তাঁহাদের অন্যতর ব্যক্তিকে করা যাইবে। ২৭৬ ধারার বিধানমতে তাঁহাকে মনোনীত করা যাইবে। অন্য ব্যক্তি না থাকিলে জুরির ক্ষেত্রে তাঁহার নাম লেখা আছে এমত অন্য যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকেন কিম্বা আদালত অন্য

যাঁহাকে জুরির কর্ম করিবার উপযুক্ত জ্ঞান করেন এমন কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইবে।

কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে সেই ব্যক্তির বিষয়ে ২৭৮ ধারামত কোন আপত্তি না হয়, হইলেও গ্রাহ্য না হয়।

২৮০ ধারা। (১) জুরির সংখ্যা পূর্ণ হইলে তাঁহারা আপনাদের একজনকে অধিপতি বলিয়া নিযুক্ত করিবেন।

(২) ঐ অধিপতির কর্তব্য কর্ম এই—জুরি কোন বিষয়ে বিবেচনা করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র বসিলে তিনি অধ্যক্ষতা করিবেন, ও আদালতে জুরির নিষ্পত্তি জ্ঞাত করিবেন এবং জুরি বা কোন জুরির আদালতের নিকট কোন সংবাদ জানিতে চাহিলে তিনিই সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

(৩) ঐ জুরির অধিপতি পদে কে নিযুক্ত হইবেন, এতদ্বিষয়ে জজ যে সময় যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন সেই সময় মধ্যে যদি তাঁহাদের অধিকাংশের এক মত না হয়, তবে আদালত ঐ অধিপতিকে মনোনীত করিবেন।

২৮১ ধারা। জুরির অধিপতি নিযুক্ত হইলে, ভারত-বর্ষীয় শপথ বিষয়ক ১৮৭৩ সালের আইনমতে জুরিরদিগকে শপথ দেওয়া যাইবে।

২৮২ ধারা। (১) জুরির দ্বারা কোন মোকদ্দমার বিচার কার্য চলিতেছে এমন সময়ে যদি নিষ্পত্তির পূর্বে ঐ জুরির কোন ব্যক্তি উপস্থিত কোন কারণে ঐ বিচারের

তাবৎকাল উপস্থিত থাকিতে না পারেন, কিম্বা জুরির অন্যতর ব্যক্তি অনুপস্থিত হইলে যদি তাঁহাকে উপস্থিত করান যাইতে না পারে, কিম্বা যদি দেখা যায় যে জুরির কোন ব্যক্তি যে ভাষায় সাক্ষ্য দেওয়া হয় সেই ভাষা বুঝিতে পারেন না কিম্বা ঐ সাক্ষ্য দোভাষির দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া গেলে যে ভাষায় তাহা বুঝাইয়া দেওয়া যায় সেই ভাষা বুঝিতে পারেন না, তবে একজন জুরির গ্রহণ করা যাইবে, কিম্বা ঐ জুরির সমুদয় ব্যক্তিকে বিদায় করা যাইবে ও নূতন জুরি মনোনীত হইবেন।

(২) ঐরূপ প্রত্যেক স্থলে মোকদ্দমার প্রথমাবধি পুনঃ বিচার হইবে।

২৮৩ ধারা। আসামী পীড়াপ্রযুক্ত আদালতের আসামীর পীড়া হইলে সম্মুখে থাকিতে না পারিলে জুরিকে বিদায় করিয়া দিবার জজ সাহেব জুরিকে বিদায় করিয়া দিতে পারিবেন।

খ।—আসেসর নির্বাচনের বিধি।

২৮৪ ধারা। আসেসরদের সহকারিতায় বিচার

করিতে হইলে আসেসরদের
আসেসরদিগকে যেরূপে কর্ম করণার্থে যে ব্যক্তিদিগকে
মনোনীত করা যাইবে সমন করা যায় জজ সাহেব
তাহার কথা।
যেরূপ উচিত বোধ করেন
তদনুসারে তাহাদের মধ্য হইতে দুই কিম্বা তদধিক
আসেসর মনোনীত করা যাইবে।

২৮৫ ধারা। (১) আসেসরদের সাহায্যে কোন মোক-

দ্দমার বিচার হইতেছে এমন
আসেসর উপস্থিত থাকিতে সময়ে নিষ্পত্তি হইবার পূর্বে
না পারিলে তাহা পর্যন্ত কোন আসেসর উপযুক্ত কোন
তাহার কথা।
কারণে বিচারের শেষ না হওন
পর্যন্ত উপস্থিত থাকিতে না পারিলে অথবা অনুপস্থিত
হইলে তাহাকে উপস্থিত করা যাইতে না পারিলে
অন্য এক কি অধিক জন আসেসরের সাহায্যে ঐ বিচার
কার্য চলিবে।

(২) বিচারকরণ সময়ে সকল আসেসরেরই উপস্থিত
হইবার বাধা হইলে কিম্বা তাহারা আপনারাই অনু-
পস্থিত হইলে, আনুষ্ঠানিক কার্য স্থগিত হইবে ও অন্য
আসেসরদিগের সহকারিতায় মোকদ্দমার নূতন বিচার
হইবে।

ঙ।—অভিযোগের ও প্রতিবাদের মোকদ্দমার সমাপ্তি
পর্যন্ত বিচারের বিধি।

২৮৬ ধারা। (১) জুরর ও আসেসরদিগকে মনোনীত

করা গেলে, যে অপরাধের
অভিযোগ হইয়াছে, অভিযুক্ত
স্বর্তনাব কথা।
ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি কিম্বা
অন্য আইন হইতে সেই অপরাধের বর্ণনা পাঠ করিয়া
এবং যে সাক্ষ্যদ্বারা তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ প্রমাণ
করিতে চাহেন সংক্ষেপে তাহা বলিয়া স্বীয় মোকদ্দমার
সূচনা করিবেন।

সাক্ষীদের পরীক্ষা লই-
বার কথা। (২) তদনস্তর তিনি আপনার
সাক্ষীদের পরীক্ষা লইবেন।

২৮৭ ধারা। যে মাজিস্ট্রেট সমর্পণ করেন তাহার

দ্বারা বা তাহার সম্মুখে অভিযুক্ত
ব্যক্তির পরীক্ষা হইয়া যথাবিধি
[মাজিস্ট্রেটদের সম্মুখে
অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা
লওয়া গেলে তাহা প্রমাণ-
স্বরূপ গ্রহণ হইবার কথা।
লিপিবদ্ধ করা গেলে তাহা
অভিযুক্ত প্রমাণস্বরূপ দিবেন
ও তাহা প্রমাণস্বরূপ পাঠ
করা যাইবে।

২৮৮ ধারা। যে ব্যক্তিকে উপস্থিত ও পরীক্ষা করা

যায় সমর্পণকরী মাজিস্ট্রেটের
সম্মুখে তাহার যে সাক্ষ্য লওয়া
গিয়াছিল তাহা যদি নিয়মিত-
রূপে অভিযুক্ত ব্যক্তির
সাক্ষাতে লওয়া গিয়া থাকে,
এবং তাহার তদন্ত লই-
বার সময়ে যে সাক্ষ্য
দেওয়া যায় তাহা গ্রহণ
হইবার কথা।

তবে আধিপত্যকারী জজের বিবেচনামতে তাহা মোক-
দ্দমার প্রমাণ মধ্যে ধরা যাইতে পারিবে।

২৮৯ ধারা। (১) অভিযোগের সপক্ষ সাক্ষীদের

পরীক্ষা ও যদি অভিযুক্ত
অভিযোগের সাক্ষীদের
পরীক্ষার পর কার্যপ্রণালীর
কথা।
ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া যায়
তাহা সমাপ্ত হইলে পর, অভি-
যুক্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য উপস্থিত
করিতে চাহে কি না তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা
যাইবে।

(২) সে যদি না বলে তবে অভিযুক্ত মোকদ্দ-
মার সার ব্যক্ত করিবেন। তাহা হইলে পর যদি
আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ যে করিয়াছে
ইহার সাক্ষ্য নাই এরূপ বিবেচনা করেন, তবে আসে-
সরদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার করিলে
আপনার নিয়ম লিপিবদ্ধ করিতে ও জুরির দ্বারা বিচার
হইলে জুরির প্রতি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ জানা-
ইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

(৩) যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অনেক অভিযুক্ত
ব্যক্তি থাকিলে তন্মধ্যে কেহ, সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে
চাহি বলে এবং আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ,
যে করিয়াছে ইহার সাক্ষ্য নাই এরূপ বিবেচনা করেন
তবে আসেসরদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার
হইলে আপনার নিয়ম লিপিবদ্ধ করিতে ও জুরির
দ্বারা বিচার হইলে জুরির প্রতি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে
নির্দোষ জানাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

(৪) যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অনেক অভিযুক্ত
ব্যক্তি থাকিলে তন্মধ্যে কেহ, সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে
চাহি বলে, এবং যদি আদালত বিবেচনা করেন যে,
সেই ব্যক্তি অপরাধ যে করিয়াছে ইহার সাক্ষ্য আছে,
কিম্বা সে সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি না বলিলে, যদি
অভিযুক্ত মোকদ্দমার সার ব্যক্ত করেন ও আদালত-
অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ যে করিয়াছে ইহার সাক্ষ্য
আছে এরূপ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আদালত
অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিবাদ কার্যে প্ররুত হইতে
আদেশ দিবেন।

২৯০ ধারা। অনস্তর অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা তাহার

সপক্ষ উকীল যে রক্তান্ত কি
প্রতিবাদের কথা।
ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিতে
চাহেন ও তাহার বিবেচনায় অভিযোগের সাক্ষ্য
সম্বন্ধে যে কথা বলা আবশ্যিক হয় তাহা বলিয়া
স্বীয় প্রতিবাদের সূচনা করিবেন। তৎপরে তাহার
সপক্ষ সাক্ষী থাকিলে তাহাদের পরীক্ষা লইতে
পারিবেন ও তাহাদের কুট পরীক্ষা ও পুনঃ পরীক্ষা
করা গেলে তাহার পর আপনার মোকদ্দমার সার
ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

২১১ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি পূর্বে যে সাক্ষীর নাম দেয় নাই এমত সাক্ষী

সাক্ষীদের পরীক্ষা লইতে ও তাহাদিগকে সমন করিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকারের কথা।

উপস্থিত থাকিলে সে তাহার পরীক্ষা লইতে অসম্মতি পাইবে। কিন্তু যে মাজিস্ট্রেট তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করেন তাহাকে

সাক্ষীদের নামের যে নির্ঘণ্টপত্র দেওয়া যায় সেই নির্ঘণ্টপত্রে যে সাক্ষীদের নাম লেখা থাকে ২১১ ও ২৩১ ধারার বিধানের স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য ব্যক্তিদিগকে সমন করাইতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার থাকিবে না।

২১২ ধারা। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অভিযুক্ত

অভিযোক্তার উক্ত দিবস অধিকারের কথা।

ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ, ২৮৯ ধারামতে জিজ্ঞাসিত হইলে, সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি

বলে, তবে অভিযোক্তার প্রত্যুত্তর করিবার অধিকার থাকিবে। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি এ সময়ে এরূপ না বলিলে, অভিযোক্তার প্রত্যুত্তর করিবার অধিকার থাকিবে না।

২১৩ ধারা। (১) অমুক স্থানে অপরাধ হইয়াছে

জুড়ির কি আসেসরদের ঘা বা স্থানাদ দৃষ্ট হইবার কথা।

বলিয়া যে স্থানের উল্লেখ হয় অথবা মোকদ্দমার অনুসন্ধান পক্ষে গুরুতর ব্যাপার যে স্থানে ঘটিয়াছে জুড়ির কি

আসেসরদের সেই স্থান দৃষ্ট করা বিহিত আদালত এমত বোধ করিলে সেই মর্মে আজ্ঞা করিবেন। তাহা হইলে আদালতের কোন কার্যকারকের জিম্মায় এই জুড়ির কি আসেসরদের সমস্ত ব্যক্তিকে একত্র সেই স্থানে লইয়া যাওয়া যাইবে; ও আদালতের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি তাহাদিগকে এই স্থান দেখাইয়া দিবেন।

(২) আদালতের এই কর্মচারির কর্তব্য যে অপার কোন ব্যক্তিকে আদালতের অসম্মতি না হইলে এই জুড়ির কি আসেসরদের কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে কি পত্রাদি দিতে কি কোন প্রকারে ইজিতাদি করিতে না দেয় এবং আদালত অন্যরূপ আদেশ না দিলে সেই স্থান দৃষ্টি করিলে পর তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ আদালতে পুনরায় আনা যাইবে।

২১৪ ধারা। জুড়ির কোন ব্যক্তি কিম্বা আসেসর

জুড়ির কোন ব্যক্তির কি আসেসরদের পরীক্ষা যে স্থলে লওয়া হইতে পাবে তাহার কথা।

নিজে কোন প্রাসঙ্গিক রক্তান্ত অবগত থাকিলে জজ সাহেবকে তাহার সেই কথা জ্ঞাত করা কর্তব্য। তাহা করিলে

অন্য কোন সাক্ষীর ন্যায় তাহার পরীক্ষা ও কূট পরীক্ষা ও পুনঃ পরীক্ষা লওয়া যাইতে পারিবে।

২১৫ ধারা। যদি বিচারকার্য স্তগিত হইয়া এই

অধিবেশন করিবার দিন। স্তর নিরূপণ হইলে জুড়ির কি আসেসরদের উপস্থিত হইবার কথা।

কার্যস্থানের অন্য দিন নিরূপণ করা যায়, তবে সেই অন্য দিনে এবং বিচার কার্যের সমাপ্তি না হওন পর্যন্ত তৎ-

পশ্চাৎ প্রত্যেক অধিবেশন কালে জুড়ির বা আসেসরদের উপস্থিত হইতে হইবে।

২১৬ ধারা। কোন মোকদ্দমার বিচার করিতে এক

জুড়িকে বন্ধ রাখিবার কথা।

দিনের অধিক লাগিলে, হাই কোর্ট সময়ে জুড়ির ব্যক্তিদের একত্র থাকিবার বিধি

করিতে পারিবেন, ও জুড়ির ব্যক্তিদিগকে কোর্টের কোন কর্মচারির জিম্মায় একত্র রাখিতে হইবে কি না, ও যে প্রকারে রাখা যাইবে, কিম্বা তাহারা স্বয়ং গৃহে ফিরিয়া যাইতে পাইবেন, এই বিষয়ে আধিপত্যকারী জজ উক্ত বিধি প্রবল মানিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

চ।—জুড়ির বিচারিত মোকদ্দমায় বিচার সমাপ্তির বিধি।

২১৭ ধারা। জুড়ির বিচারিত মোকদ্দমায় প্রতি-

জুড়ির প্রতি উপদেশের কথা।

বাদের সপক্ষ কার্য সমাপ্ত হইলে এবং অভিযোক্তা প্রত্যুত্তর করিলে সেই প্রত্যুত্তর

সমাপ্ত হইলে পর আদালত অভিযোগের ও প্রতিবাদের সপক্ষ সাক্ষীর সার ব্যক্ত করিয়া ও যে আইনমতে জুড়ির বিচার করিতে হইবে সেই আইন ব্যক্ত করিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিবেন।

২১৮ ধারা। (১) তদ্রূপ

জজ সাহেবের কর্তব্য কথা।

মোকদ্দমায় জজ সাহেবের কর্তব্য কর্ম এই—

(ক) তিনি বিচারকালে উখিত আইনঘটিত সমস্ত

বিবাদ, বিশেষতঃ যে রক্তান্তের প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয় সেই রক্তান্ত প্রাসঙ্গিক কি না এই বিষয়ের সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন; ও যে সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয় তাহা গ্রাহ্য কি না ও উভয় পক্ষ দ্বারা কি তাহাদের পক্ষে যে প্রশ্ন করা হয় তাহা উপযুক্ত কি না ইহা নির্ণয় করিবেন এবং যে সাক্ষ্য অগ্রাহ্য অন্যতর পক্ষ তদ্বিময়ে আপত্তি করিলে বা না করিলেও তিনি স্বীয় বিবেচনামতে তাহা উপস্থিত করিতে বারণ করিবেন।

(খ) বিচারকালে যে দলীল প্রমাণস্বরূপ উপ-

স্থিত করা যায় তাহার অর্থ ও ভাব নির্ণয় করিবেন।

(গ) বিষয় বিশেষের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে

পারে এই নিমিত্ত রক্তান্তঘটিত যে সকল বিষয়ের প্রমাণ করা আবশ্যিক তাহা নির্ণয় করিবেন।

(ঘ) কোন প্রশ্ন উখিত হইলে তাহা আপনার

বিবেচনা জুড়ির বিবেচনা তিনি ইহাও নির্ণয় করিবেন ও সেই বিষয়ে তাহার নির্ণয় দ্বারা জুড়ি বদ্ধ হইবে।

(২) জজ সাহেব যে সময়ে প্রমাণাদির সার ব্যক্ত করেন সেই সময়ে উচিত বোধ করিলে জুরির নিকট আনুষ্ঠানিক কার্যের প্রাসঙ্গিক রূতাস্ত্রঘটিত কোন বিষয়ে কিম্বা আইন ও রূতাস্ত্র এই দুইয়ের মিশ্রিত কোন বিষয়ে আপনার মত জানাইতে পারিবেন।

উদাহরণ।

(ক) কোন ব্যক্তিকে সাক্ষীরূপে ডাকা না গেলেও তিনি কোন উক্তি করিলে এবং কোন ভাবগতিকের তাহার উক্তির প্রমাণ গ্রহণ হওয়াতে তাহার সেই উক্তির প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়।

এই স্থলে সেই ভাবগতিকের প্রমাণ হইয়াছে কি না এই বিষয়ের নিষ্পত্তি করা জজ সাহেবের কর্তব্য জুরির কর্তব্য নয়।

(খ) আসল দলীল হারাইয়াছে কি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া ঐ দলীলের গোণ সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয়।

আসল দলীল হারাইয়াছে কি নষ্ট হইয়াছে কি না ইহা নির্ণয় করা জজ সাহেবের কর্তব্য।

২১২ ধারা। জুরির কর্তব্য জুরির কর্তব্য কর্তব্যের কথা। এই—

(ক) রূতাস্ত্রের কোন ভাবটি সত্য ইহা নির্ণয় করিবেন, এবং জজ সাহেবের আদেশ-মত তাহাদের সেই ভাবানুসারে যে মীমাংসা করা উচিত তাহা করিবেন।

(খ) আইনের কথা ছাড়া পারিভাষিক কথা ও শব্দের অপ্রসিদ্ধ ভাব ধরিয়া তাহার ব্যবহার হয় এমন কথা কোন দলীলে লেখা থাকিলে কি না থাকিলেও যদি তাহার অর্থ নির্ণয় করা আবশ্যিক হয় তবে তাহার অর্থ নির্ণয় করিবেন।

(গ) আইনে যে সকল কথা রূতাস্ত্রঘটিত কথা বলিয়া ব্যক্ত হয় সেই সকল কথা নির্ণয় করিবেন।

(ঘ) সাধারণ ও অনির্দিষ্ট অর্থের কথা বিশেষ কোন স্থলে খাটে কি না ইহা নির্ণয় করিবেন। কিন্তু সেই কথা আইনানুযায়ী কার্যপ্রণালী সম্পর্কীয় কথা হইলে কিম্বা আইনে সেই কথার অর্থ নির্ধারিত থাকিলে তাহার অর্থ নির্ণয় করা জজ সাহেবের কর্তব্য।

উদাহরণ।

(ক) বলরামকে বধ করিয়াছে বলিয়া আনন্দের বিচার হয়। বধ ও অপরাধঘটিত নরহত্যা এই দুই অপরাধের মধ্যে যে বিশেষ থাকে জুরির নিকট তাহা ব্যক্ত করা এবং রূতাস্ত্রের কিরূপ ভাবদৃষ্টে আনন্দকে বধাপরাধী বলিয়া কিম্বা অপরাধঘটিত নরহত্যার অপরাধী বলিয়া নির্ণয় করিতে হইবে ও কিরূপ ভাবদৃষ্টে

তাহাকে নির্দোষ করিতে হইবে এই সকল কথা জ্ঞাত করা জজ সাহেবের কর্তব্য।

রূতাস্ত্রের কোন ভাবটি যথার্থ ইহা নির্ণয় করা এবং জজ সাহেব যে উপদেশ দেন তাহা ঠিক হউক কি না হইউক ও জুরি তাহাতে সন্মত হইলে কি না হইলেও সেই উপদেশানুসারে মীমাংসা করা জুরির কর্তব্য।

(খ) বিশেষ কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তির যুক্তিমত প্রতীতি ছিল কি না। কোন কর্ম যুক্তিমত কৌশল-ক্রমে বা উপযুক্ত যত্নক্রমে করা গিয়াছে কি না।

এই বিষয় জুরির বিবেচ্য।

৩০০ ধারা। জুরির বিচারিত মোকদ্দমায় জজ সাহেবের উপদেশ সমাপ্ত হইলে কিরূপ মীমাংসা করা কর্তব্য ইহা বিবেচনা করিবার জন্যে তাহার বিরলে যাঁহাতে পারিবেন।

আদালতের অমুমতি বিনা জুরির ভিন্ন অন্য কেহ সেই জুরির কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা কহিতে কিম্বা তাহাকে পত্রাদি দিতে কিম্বা ইঞ্জিতাদি করিতে পারিবে না।

৩০১ ধারা। জুরি মীমাংসা বিবেচনা করিলে পর তাহাদের অধিপতি সেই মীমাংসা কিম্বা অধিকাংশ মীমাংসা আদালতে জানাইবেন।

৩০২ ধারা। জুরির এক্যবাক্য না হইলে জজ সাহেব তাহাদিগকে আরো বিবেচনা করিবার নিমিত্ত বিরলে যাঁহা আদেশ করিতে পারিবেন। পরে জজ সাহেবের বিবেচনায় উপযুক্ত সময় গত হইলে পর জুরি একমত না হইলেও তাহার মীমাংসা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

৩০৩ ধারা। (১) আদালত একরাস্ত্রের আদেশ না করিলে অভিযোগের যে যে দফায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হয় জুরি সেই দফা ধরিয়া মীমাংসা জানাইবেন; ও তাহাদের মীমাংসা নিশ্চয়মতে জানিবার নিমিত্ত যে প্রশ্ন করা আবশ্যিক জজ সাহেব তাহাদের নিকট সেই প্রশ্ন করিতে পারিবেন।

প্রশ্ন ও উত্তর লিখিয়া রাখিবার কথা।

(২) সেই প্রশ্ন ও তাহার উত্তর লিখিয়া রাখিতে হইবে।

৩০৪ ধারা। ঘটনা বা ভ্রান্তিক্রমে অন্যান্য মীমাংসা জানান গেলে তাহা লিখিত হইবার পূর্বে কি অব্যবহিত পরে জুরী ঐ মীমাংসা সংশোধন করিতে পারিবেন, এবং শেষে যত্রপ সংশোধন করা যায় তাহা তত্রপই থাকিবে।

৩০৫ ধারা। (১) হাই কোর্টে বিচারিত মোকদ্দমায় জুরির সকল ব্যক্তি আপনাদের মত সম্পর্কে একবাক্য হইলে, কিম্বা তাঁহাদের ছয়জন পর্যন্ত এক বাক্য ও জজ সাহেব তাঁহাদের মতে সম্মত হইলে জজ সাহেব উক্ত মতানুসারে নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) তদ্রূপ কোন মোকদ্দমায় জুরির সকল ব্যক্তি একবাক্য হইবেন না, তাঁহারা ইহা স্বদ্বোধমতে জানিলে কিন্তু ছয়জন একবাক্য হইলে তাঁহাদের মুখ্য ব্যক্তি জজ সাহেবকে সেই কথা জানাইবেন।

(৩) সেই অধিকাংশ ব্যক্তিদের মতে জজ সাহেব অন্যন্তলে জুরিকে বিদায় সম্মত না হইলে, তিনি জুরিকে বিদায় করিয়া দিবেন।

(৪) তাঁহাদের ছয়জন পর্যন্ত একবাক্য না হইলে জজ সাহেব যত কাল যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন ততকাল অপেক্ষা করিয়া জুরিকে বিদায় করিয়া দিবেন।

৩০৬ ধারা। (১) সেশন আদালতে বিচারিত মোকদ্দমায় জুরির কিম্বা তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তির যে মীমাংসা হয় জজ সাহেব তন্নিম্ন মত ধার্য করা আবশ্যিক জ্ঞান না করিলে তদনুসারে নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ করা যায় তবে জজ সাহেব তাহার নির্দোষ হওনের আশ্রয় লিপিবদ্ধ করিবেন। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় তবে জজ সাহেব আইনানুসারে তাহার দণ্ডের আশ্রয় করিবেন।

৩০৭ ধারা। (১) তদ্রূপ কোন মোকদ্দমায় অভিযোগের যে যে দফায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হয় তৎসমুদয়ের কি তন্মধ্যে কোনটির সম্বন্ধে জুরির কিম্বা তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তির মতের সহিত সেশন জজ সাহেবের মতের যদি অর্নৈক্য হয় এবং ন্যায়বিচারের পক্ষে হাই কোর্টে মোকদ্দমা অর্পণ করা আবশ্যিক ইহাই তাঁহার স্পষ্ট মত হয় তাহা হইলে আপন মতের হেতু লিখিয়া, ও জুরিদের মীমাংসা নির্দোষ নির্ণয়ের হইলে, তাঁহার বিবেচনায় যে অপরাধ করা হইয়াছে তাহা লিখিয়া ঐ মোকদ্দমা অর্পণ করিবেন।

(২) যখন জজ সাহেব এই ধারামতে মোকদ্দমা অর্পণ করেন যে অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হয় তন্মধ্যে কোনটির সম্বন্ধে তিনি নির্দোষ নির্ণয়ের কি অপরাধ নির্ণয়ের নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করিবে না, কিন্তু

তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুনরায় হেফাজতে রাখিবার কি তাহার স্থানে হাজির জামিন লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

(৩) হাই কোর্ট আপীল হইলে যে সকল ক্ষমতার পরিচালন করিতে পারেন তদ্রূপ অর্পিত মোকদ্দমা লইয়া তন্মধ্যে কোন ক্ষমতার পরিচালন করিতে পারিবেন, এবং সেই ক্ষমতার অধীনে সমস্ত সাক্ষ্য বিবেচনা করিয়া দেখিয়া ও সেশন জজ ও জুরির মতের প্রতি যথাযথ আস্থা প্রদর্শন করিয়া যে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিয়া জুরির সম্মুখে উপস্থিত করা যায় তাহা লইয়া জুরি যেরূপে পারিতেন সেইরূপে অভিযুক্ত ব্যক্তির নির্দোষতা নির্ণয় কি অপরাধ নির্ণয় করিবেন। অপরাধ নির্ণয় করিলে সেশন আদালত যে দণ্ডের আশ্রয় করিতে পারিবেন সেই দণ্ডের আশ্রয় করিতে পারিবেন।

ছ।—জুরিকে বিদায় দিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনর্বিচারের বিধি।

৩০৮ ধারা। জুরিকে বিদায় করিয়া দেওয়া গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বন্দ করিয়া রাখা যাইবে কিম্বা স্থল বিশেষে হাজির জামিন লইয়া তাহাকে হাড়িয়া দেওয়া যাইবে ও অন্য জুরির দ্বারা তাহার বিচার হইবে। কিন্তু তাহার পুনর্বিচার হওয়া উচিত নয় জজ সাহেবের এই বিবেচনা হইলে, তিনি অভিযোগপত্রে সেই মর্মের কথা লিখিবেন, ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষী করণের তুল্য সেই কথার ফল হইবে।

জ।—আসেসরদিগের সহকারিতায় যে মোকদ্দমার বিচার হয়, তাহার সমাপ্তির বিধি।

৩০৯ ধারা। (১) আসেসরদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার হইলে, প্রতিবাদের পরও অভিযুক্ত উত্তর দিলে তাহার পর আদালত অভিযোগ ও প্রতিবাদের পক্ষে যে সাক্ষ্য থাকে তাহার সার বলিয়া প্রত্যেক জন আসেসরকে বচনক্রমে আপনার মত জানাইতে আদেশ করিবেন ও ঐ মত লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) তদনন্তর জজ সাহেব আপনার নিষ্পত্তি দিবেন। কিন্তু তিনি আসেসরদের মতানুসারে চলিতে বাধ্য হইবেন না।

(৩) যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে জজ সাহেব আইন অনুসারে তাহার দণ্ডের আশ্রয় করিবেন।

৩।—পূর্বে অপরাধ নির্ণয় হইয়া থাকিলে, কার্য-
প্রণালী বিষয়ক বিধি।

৩১০ ধারা। জুরি দ্বারা কিম্বা আসেসরদের সাহায্যে
বিচার হইলে, যদি পূর্বে কোন
পূর্বে অপরাধ নির্ণয়
হইয়া থাকিলে, কার্যপ্রণা-
লীর কথা।
অপরাধ নির্ণয় হইবার পর
অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কোন
অপরাধ করিবার অভিযোগ
হয় তবে ২৭১, ২৮৬, ৩০৫, ৩০৬ ও ৩০৯ ধারায় যে
কার্যপ্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিতরূপে
পরিবর্তিত করিতে হইবে।

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি পরবর্তী অপরাধে অপ-
রাধী বলিয়া স্বীকার না করিলে কিম্বা
তাহার ঐ অপরাধ নির্ণয় না হইলে,
যত দিন স্বীকার বা অপরাধ নির্ণয় না
হয়, তত দিন অভিযোগপত্রের যে অংশে
পূর্বে অপরাধ নির্ণয়ের কথা লেখা থাকে,
সেই অংশ আদালতে পাঠ করা যাইবে
না এবং অভিযোগপত্রের উক্তিমতে পূর্বে
তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে কি না
অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ইহা জিজ্ঞাসা করা
যাইবে না।

(খ) যদি সে পরবর্তী অপরাধে অপরাধী বলিয়া
স্বীকার করে কিম্বা তাহার ঐ অপরাধ
নির্ণয় হয়, তবে অভিযোগপত্রের উক্তি-
মত পূর্বে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে
কি না, ইহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করা
যাইবে।

(গ) আসেসরদিগের সহযোগীতায় বিচার করা
হইলে, যাবৎ পূর্বে অপরাধ নির্ণয়ের
বিষয়ের নিষ্পত্তি না হয় তাবৎ লিখিত
নিষ্পত্তি দেওয়া আবশ্যিক হইবে
না।

(ঘ) ঐরূপে পূর্বে তাহার অপরাধ নির্ণয় হই-
য়াছে সে এরূপ উত্তর দিলে, বিচারপতি
তদনুসারে তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা করিতে
প্রস্তুত হইবেন; কিন্তু ঐরূপে পূর্বে
তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে সে ইহা
স্বীকার না করিলে, কিম্বা ঐ প্রশ্নের
উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে বা না
দিলে, জুরি কিম্বা স্থলবিশেষে আদালত
ও আসেসরেরা উক্ত পূর্বে অপরাধ
নির্ণয় সম্বন্ধে সাক্ষ্য শ্রবণ করিবেন, এবং
এরূপ স্থলে জুরি দ্বারা বিচার হইলে
জুরির অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আবার
শপথ দেওয়া আবশ্যিক হইবে না।

৩১১ ধারা। যদি পূর্বে অপরাধ নির্ণয়ের কথা সাক্ষ্য-
বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭২

পূর্বে অপরাধ নির্ণয়ের
সাক্ষ্য যে স্থলে দেওয়া
যাইতে পারিবে তাহার
কথা।

সালের আইনানুসারে প্রাসঙ্গিক

কথা হয় তাহা হইলে ঠিক

পূর্বেবর্তী ধারায় যাহা কিছু

আছে তাহা সত্ত্বেও পরবর্তী

অপরাধের বিচারে পূর্বে অপরাধ নির্ণয়ের সাক্ষ্য দেওয়া

যাইতে পারিবে।

৩।—হাই কোর্টের জুররদের ফর্দের ও উক্ত
কোর্টের জুররদিগকে ডাকিবার বিধি।

৩১২ ধারা। বিশেষ জুরির
বিশেষ জুরির সংখ্যার
কথা।

নামের ফর্দে এককালে চারি

শতের অধিক ব্যক্তির নাম

লেখা যাইবে না।

৩১৩ ধারা। (১) হাই কোর্ট সময়ে ২ ঘণ্টা বিধি
নির্দেশ করেন, ক্লার্ক অফ দি
সাধারণ ও বিশেষ জুরির
নামের ফর্দের কথা।

ক্রোন প্রতিবৎসর আগ্রিল

মাসের প্রথম দিনের পূর্বে সেই

বিধিমতে,

(ক) সাধারণ জুরির কর্ম করিবার উপযুক্ত সকল
ব্যক্তির নামের ফর্দ, ও

(খ) যাহারা বিশেষ জুরির কর্ম করিবার যোগ্য
তাহাদেরও নামের ফর্দ প্রস্তুত করিবেন।

(২) শেষোক্ত ফর্দ প্রস্তুত করিতে গেলে তিনি ঐ
ব্যক্তিদের সম্পত্তি ও সদাচার ও বিদ্যাবত্তা লক্ষ্য
করিয়া নাম লিখিবেন।

(৩) পূর্বে কোন বৎসরের বিশেষ জুরির নামের
ফর্দের মধ্যে নাম লেখা গিয়াছে, কেবল এই কারণে
কোন ব্যক্তি বিশেষ জুরির নামের মধ্যে আপনার নাম
লিখাইবার দাওয়া রাখিতে পারিবেন না।

(৪) ফোর্ট উইলিমগঞ্জ হাই কোর্ট হইলে মন্ত্রি-
সভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব এবং অন্য
কোন হাই কোর্ট হইলে স্থানীয় গবর্নর মেজর রাজকীয়
বেতনভোগী কোন কর্মচারিকে জুরির কর্মকরণ হইতে
মুক্ত করিতে পারিবেন।

(৫) ক্লার্ক অফ দি ক্রোন পূর্বে বিধি মানিয়া
স্বীয় বিবেচনামতে যত্রপ
সে কর্মচারী ফর্দ প্রস্তুত
করেন তাহার বিবেচনা
মতে কর্ম করিবার কথা।
উচিত বোধ করেন তত্রাপে
ঐ ফর্দ প্রস্তুত করিতে সম্পূর্ণ
ক্ষমতাপন্ন হইবেন। তাহার
নিষ্পত্তির উপর আপীল নাই, পুনরালোচনাও নাই।

৩১৪ ধারা। (১) সাধারণ জুরির এবং বিশেষ
জুরির কর্ম করিবার উপযুক্ত
প্রাথমিক ও সংশোধিত
ফর্দ প্রকাশ করিবার কথা।
ব্যক্তিদের নামের প্রাথমিক ফর্দ
প্রস্তুত করিবার পর আগ্রিল
মাসের ১৫ তারিখের পূর্বে উহা ক্লার্ক অফ দি ক্রোনের
স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে একবার
প্রকাশিত হইবে।

(২) সাধারণ জুরির ও বিশেষ জুরির কর্ম করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের নামের সংশোধিত ফর্দ পূর্বোক্ত-মতে স্বাক্ষরিত হইয়া প্রস্তুত হইলে পর, যে মাসের প্রথম দিবসের পূর্বে স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে একবার প্রকাশ করা যাইবে।

(৩) উক্ত ফর্দের নকল কোর্ট হৌসের কোন প্রকাশ স্থানে স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

৩১৫ ধারা। (১) উক্ত সংশোধিত ফর্দে যে ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকে রাজধানী নগরে জুরির কর্ম করিতে যত জনকে প্রত্যেক রাজধানী নগরে প্রত্যেক সেশন সময়ে তাঁহাদের মধ্য হইতে যাঁহারা বিশেষ জুরির কর্ম করিবার উপযুক্ত তাঁহাদের অন্যান্য সাতাইশ জনকে ও যাঁহারা সাধারণ জুরির কর্ম করিবার উপযুক্ত তাঁহাদের অন্যান্য চুরান্ন জনকে সমন করা যাইবে।

(২) কোন ব্যক্তিকে একবার সমন করা গেলে পর, যদি তাঁহাকে না লইয়া জুরির সংখ্যা পূর্ণ হইতে পারে, তবে ছয় মাসের মধ্যে তাঁহাকে আবার সমন করিতে হইবে না।

(৩) যে ব্যক্তিদিগকে সমন করা গেল সেশনের কার্য্য চলন সময়ে তাঁহাদের অভিযুক্ত সমনের কথা। সংখ্যা প্রচুর নয় জানা গেলে অন্য যে ব্যক্তির পূর্বোক্তমতে জুরির কর্ম করিতে যোগ্য হন তাঁহাদের মধ্য হইতে আর যত জনের প্রয়োজন থাকে তত জনকে ঐ সেশনের নিমিত্ত সমন করা যাইতে পারিবে।

৩১৬ ধারা। কোন হাই কোর্ট কোর্জদারী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতা-মুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত রাজধানী নগর ভিন্ন কোন স্থানে অধিবিষ্ট হইবার অভি-প্রায়ের নোটিস দিলে পর যে কোন আজ্ঞা করিয়া থাকেন, তৎস্থানের সেশন আদালত সেই আজ্ঞা প্রবল মানিয়া, সেশন আদালতে জুরির ব্যক্তিদিগকে সমন করণার্থে পরে যে প্রকারের বিধান করা গেল সেই প্রকারে স্বীয় জুরির ফর্দ হইতে যত জন জুররের প্রয়োজন তাহাদিগকে সমন দিবেন।

৩১৭ ধারা। (১) উক্ত সেশন আদালত জুরির ব্যক্তি বলিয়া যত জনকে সমন করি-লেন পূর্বোক্ত হাই কোর্টের সম্মুখে যে সকল ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হয়, তাহাদের বিচারের জন্য ঐ ব্যক্তি ছাড়া আর যত জনকে লইয়া জুরি হইবে, তাঁহাদের সংখ্যা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত প্রয়োজন বোধ করিলে, কোর্ট যে স্থানে অধিবেশন করিবেন তথা হইতে দশ মাইলের মধ্যবাসী প্রধান সেনাপতি সাহেবের সঙ্গে লিখন পঠন করিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যদলের সনদ প্রাপ্ত ও সনদ অপ্রাপ্ত কএকজন কর্মচারিকে সমন করা হইবে।

(২) যত জন কর্মচারিকে তক্রূপে সমন করা যায়, এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও, তাঁহারা ঐ জুরির কর্ম করিবার যোগ্য হইবেন। কিন্তু উক্ত কর্মচারির সৈন্যসংক্রান্ত অত্যাব্যসিক কার্য্য থাকিতে, কিম্বা সৈন্যসংক্রান্ত অন্য বিশেষ কারণে, প্রধান সেনা-পতি সাহেব জুরির কর্ম হইতে তাঁহারা মুক্ত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে সমন করা যাইবে না।

৩১৮ ধারা। কোন ব্যক্তিকে ৪১৫ কি ৩১৬ কি ৩১৭ ধারামতে সমন করা গেলে জুরির কোন ব্যক্তি উপ-স্থিত না হইলে তাহাব কথা। তিনি বৈধ কারণ না থাকিতেও সমনের আদেশমতে উপস্থিত না হইলে, কিম্বা উপস্থিত হই-লেও জজ সাহেবের অহুমতি না পাইয়া চলিয়া গেলে, কিম্বা আদালতের কার্য্য স্থগিত হইয়া অন্য সময়ে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা পাইলেও সেই সময়ে উপস্থিত না হইলে, তাঁহাকে অবজ্ঞা করণের অপরাধী বলিয়া জ্ঞান হইবে, ও জজ সাহেব যত টাকা দণ্ড উচিত বোধ করেন তাঁহারা আজ্ঞামতে ঐ ব্যক্তির তত টাকা দণ্ড হইতে পারিবে, ও সেই দণ্ডের টাকা না দিলে, যত দিন না দেন তত দিন তাঁহারা দেওয়ানী জেলে অনধিক ছয় মাস কাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

কিন্তু আদালত আপন বিবেচনামুসারে ঐরূপে নির্দা-রিত কোন জরিমানা বা কারাদণ্ড ক্ষমা করিতে পারিবেন।

ট।—সেশন আদালতের জুররদের ও আসেসরদের নাম নির্গট করিবার ও তাহাদিগকে সমন দিবার বিধি।

৩১৯ ধারা। কোন জিলায় পশ্চাৎলিখিত ব্যক্তি ভিন্ন একবিংশ বৎসরাবধি ষষ্টি জুরি ও আসেসর স্বরূপ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের যত কর্ম করিতে হইবার কথা। পুরুষ বাস করেন, ঐ জিলায়

কিম্বা যদি স্থানীয় গবর্নমেন্ট স্থানীয় অবস্থা বিবেচনায় এতদর্থে কোন ক্ষুদ্রতর স্থান ধার্য্য করিয়া থাকেন তাহা হইলে ঐরূপে ধার্য্য করা স্থানের মধ্যে যে কোন বিচার হয় তাহাতে তাঁহাদের জুরির ও আসেসরদের কর্ম করিতে হইবে।

৩২০ ধারা। নিম্নলিখিত ব্যক্তির জুরির কি আসেসরের কর্ম হইতে মুক্ত, অর্থাৎ

- জিলার মাজিস্ট্রেটের উক্ত শ্রেণীর যে সকল কর্মচারী সিবিল কর্মে নিযুক্ত থাকেন তাঁহারা।
- জজেরা।
- রাজস্বের কি কম্বইয়ের কমিশনার ও কালেক্টর সাহেবেরা।
- পোলীসের কর্মচারিরা ও কম্বই ডিপার্ট-মেন্টে মাসুল চুরি নিবারণের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির।

- (গ) কালেক্টর সাহেব রাজস্ব আদায়ের কর্মে নিযুক্ত যে সকল ব্যক্তিকে রাজকীয় কর্মে প্রযুক্ত মুক্ত করা উচিত বোধ করেন তাঁহারা।
- (চ) ফাঁহারা আপনং ধর্মসম্পর্কীয় পৌরহিত্য কর্ম করেন তাঁহারা ও ধর্মসংক্রান্ত পদে নিযুক্ত অন্য ব্যক্তির।
- (ছ) সৈন্য সম্পর্কীয় কর্মে নিযুক্ত সকল ব্যক্তি। কিন্তু যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে উক্ত ব্যক্তিদিগকে বিশেষ-মতে ঐ কর্ম করিবার যোগ্য করা গেলে তাঁহারা নিযুক্ত হইতে পারিবেন।
- (জ) চিকিৎসকেরা ও অন্য যে ব্যক্তির। নিয়ত প্রকাশ্যরূপে চিকিৎসাকর্মে করেন তাঁহারা।
- (ঝ) ডাকঘরের ও টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির।
- (ঞ) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬৪০ ও ৬৪১ ধারার বিধান-মতে ফাঁহাদিগকে আদালতে স্বয়ং উপস্থিত না হইবার অনুমতি দেওয়া যায় তাঁহারা।
- (ট) স্থানীয় গবর্নমেন্ট অন্য যে ব্যক্তিদিগকে জুরির বা আসেসরের কর্ম করিবার দায় হইতে মুক্ত করেন তাঁহারা।

৩২১ ধারা। (১) জুরর বা আসেসরস্বরূপ কর্ম

করিতে বাধ্য যে ব্যক্তির।
জুরির ও আসেসরদের
নামের নির্ঘণ্টের কথা।

সেশন জজ ও জিলার কালেক্টর সাহেবের অথবা স্থানীয় গবর্নমেন্ট সময়ে সময়ে অন্য যে কর্মচারিকে এতৎ-পক্ষে নিযুক্ত করেন তাঁহার বিবেচনায় জুরির কি আসেসরের কর্ম করিবার যোগ্য হন, এবং ২৭৮ ধারার (খ) অবাধি (জ) পর্যন্ত প্রকরণক্রমে ফাঁহাদের বিরুদ্ধে সর্কারূপ আপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই উক্ত সেশন জজ কি কালেক্টর সাহেব কিম্বা উক্ত অন্য কর্মচারী বর্ণাবলীক্রমে তাঁহাদের নামের এক নির্ঘণ্টপত্র লিখিয়া প্রস্তুত করিবেন।

(২) ঐ নির্ঘণ্টপত্রে উক্ত প্রত্যেক জনের নাম ও বাসস্থান ও পদ কি ব্যবসায় লেখা থাকিবে; ও তাঁহাদের কোন ব্যক্তি ইউরোপীয় কি আমেরিকাদেশীয় লোক হইলে যে জাতীয় হন তাহাও লেখা যাইবে।

৩২২ ধারা। ঐ নির্ঘণ্টপত্রের প্রতিলিপি কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্বেক্ত অন্য কর্মচারির কাছারীতে ও জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের ও ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের আদালত ঘরে, ঐ সেই নির্ঘণ্টপত্রের লিখিত ব্যক্তির। যে নগরে কি নগরের নিকটে বাস করেন তাহার কোন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

৩২৩ ধারা। সেই প্রত্যেক প্রতিলিপির নিম্নভাগে এই মর্মে নোটিস লেখা থাকিবে যে ঐ নির্ঘণ্ট বিষয়ে কাহারও আপত্তি থাকিলে

সেশন জজ ও কালেক্টর সাহেব কি পূর্বেক্ত অন্য কর্মচারী অযুক্ত সময়ে সেশন আদালত ঘরে ঐ আপত্তি শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

৩২৪ ধারা। (১) সেশন জজ সাহেব উক্ত আপত্তি শুনিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্বেক্ত অন্য কর্মচারির সঙ্গে বসিবেন ও ঐ নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ঐ নির্ঘণ্টপত্র সংশোধন করিবেন ও তৎসংশোধনে ফাঁহাদের স্বার্থ থাকে এমত কোন ব্যক্তি আপত্তি করিলে তাহা শুনিবেন, কোন ব্যক্তিকে জুরির কি আসেসরের কর্ম করিবার অযোগ্য বিবেচনা করিলে কিম্বা ৩২০ ধারামতে সেই কর্ম হইতে অব্যাহতি পাইবার যে বিধান আছে কোন ব্যক্তি সেই বিধানমতে নিষ্কৃতি চাহিলে তাঁহারা তাঁহাদের নাম উঠাইয়া ঐ কর্মের যোগ্য অন্য যে ব্যক্তির নাম তন্মধ্যে লেখা যায় নাই তাহা লিখিবেন।

(২) সেশন জজ সাহেবের ও কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্বেক্ত অন্য কর্মচারির মতের অটৈক্য হইলে নির্ঘণ্টপত্র হইতে প্রস্তাবিত জুররের কি আসেসরের নাম উঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

(৩) সেশন জজ সাহেব ও কালেক্টর সাহেব কি পূর্বেক্ত অন্য কর্মচারী ঐ সংশোধিতপত্রের প্রতিলিপিতে স্বাক্ষর করিয়া তাহা সেশন আদালতে পাঠাইবেন।

(৪) সেশন জজ সাহেব ও কালেক্টর সাহেব কি পূর্বেক্ত অন্য কর্মচারী ঐ নির্ঘণ্টপত্র প্রস্তুত ও সংশোধন করণ সম্পর্কীয় যে আজ্ঞা করেন তাহা চূড়ান্ত হইবে।

(৫) এই ধারামতে নিষ্কৃতি পাইবার দাওয়া না করা গেলে, পরে নির্ঘণ্টপত্র যৎকালে সংশোধিত হইবে তৎকাল পর্যন্ত ঐ দাওয়া পরিত্যাগ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৬) তদ্রূপে প্রস্তুত ও সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্র প্রতিবৎসর একবার সংশোধন করা যাইবে।

(৭) তদ্রূপ সংশোধিত নির্ঘণ্ট নূতন নির্ঘণ্টস্বরূপ জ্ঞান হইবে, ও প্রথমবার প্রস্তুত নির্ঘণ্ট সম্বন্ধীয় পূর্বেক্ত সকল বিধি ঐ নূতন নির্ঘণ্টের প্রতি খাটিবে।

৩২৫ ধারা। যে কোন জিলার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্নমেন্ট এরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে জজ সাহেব আদেশ করিলে কোন কোন অপরাধের বিচার বিশেষ জুরি দ্বারা হইবে সেই জিলা সম্বন্ধে ঐ জিলার সেশন জজ ও কালেক্টর বা পূর্বেক্ত-

বৎসর ঐ পত্র সংশোধনের কথা।
বিশেষ জুরিদের নির্ঘণ্ট-
পত্র প্রস্তুত করিবার কথা।

যত অপরাধ কর্তৃকারী ইহার পূর্বে যে সংশোধিত ফর্দ নির্দিষ্ট হইয়াছে তদতিরিক্ত একখানি বিশেষ ফর্দ প্রস্তুত করিবেন। উহাতে সংশোধিত ফর্দের লিখিত যে জুরিরা ঐ সেশন জজ ও কালেক্টর বা পূর্বেসময়ত অপরাধ কর্তৃকারীর বিবেচনায় সম্পত্তি, চরিত্র বা শিক্ষা সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে যোগ্যতাসম্পন্ন বলিয়া বিশেষ জুরিস্বরূপ কর্তৃক করিবার উপযুক্ত তাঁহাদের নাম লিখিতে হইবে। কিন্তু কোন ব্যক্তির নাম এরূপ বিশেষ ফর্দ প্রস্তুত হইবার দরুন সংশোধিত ফর্দ হইতে উঠিয়া যাইবে না এবং যে সকল মোকদ্দমার বিচার বিশেষ জুরির দ্বারা না হয় সেই সকল মোকদ্দমায় সাধারণ জুরিস্বরূপ কর্তৃক করিবার পক্ষে তাহার যে দায়িত্ব আছে তিনি সেই দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবেন না।

৩২৬ ধারা। (১) সেশন আদালতের অধিবেশন কালে জুরির দ্বারা কিম্বা আসে-

জুরির ও আসেসরদিগকে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের সমন করিবার কথা।

সরদের সাহায্যাবলম্বনে যে২ মোকদ্দমার বিচার হইবে সেই বিচার কালে সেশন জজ

সাহেব যত জনের প্রয়োজন জ্ঞান করেন অধিবেশন করিবার নির্ধারিত দিনের পূর্বে ন্যূনকম্পে তিন দিন থাকিতে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রতি উক্ত সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্রের কিম্বা বিশেষ নির্ঘণ্টপত্রের লিখিত তত জনকে আহ্বান করিবার আজ্ঞাপত্র দিবেন; ঐ সেশনের বিচার্য কোন মোকদ্দমায় যত জনের প্রয়োজন হয়, তাহার দ্বিগুণের ন্যূন ব্যক্তিকে সমন করাইবেন না।

(২) যে ব্যক্তির তৎপূর্ব ছয় মাসের মধ্যে উক্ত কর্তৃক করিয়াছেন তাহাদিগকে না ধরিয়া যদি উপযুক্ত সংখ্যার ব্যক্তিদিগকে পাওয়া যাইতে পারে তবে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্য ব্যক্তিদিগকে সমন করিতে হইবে। কোন্ কোন্ ব্যক্তিদিগকে সমন করিতে হইবে ইহা মুক্তদ্বারা আদালতে গুলিবার্ট করিয়া নির্ধারণ্য হইবে, ও উক্ত আজ্ঞাপত্রে তাঁহাদের নাম লেখা যাইবে।

৩২৭ ধারা। সেশন আদালতের এককালীন অধিবেশনে অনেক মোকদ্দমার

অন্য জুরিদিগকে কি আসেসরদিগকে সমন করিবার ক্ষমতাব কথা।

বিচার করিতে হইলে ও বিচারার্থে যে জুরিকে কি যে আসেসরদিগকে সমন করা গেল,

তাঁহাদের সেই সমস্ত মোকদ্দমার বিচারে উপস্থিত থাকিতে হইলে বহু ক্রেশ সস্তাবনা, অথবা অন্য কোন কারণে আবশ্যিক বোধ হইলে সেশন আদালত ৩২৬ ধারার নির্দিষ্ট সময় ভিন্ন অন্য সময়ে জুরির কি আসেসরদিগকে সমন করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

৩২৮ ধারা। জুরিরকে কি আসেসরকে যে সমন দেওয়া যায় তাহা লিখিয়া

সমনের পাঠের ও তাহাতে যাহা লিখিত থাকিবে তাহার কথা।

দেওয়া যাইবে ও ঐ পত্রে যে সময় ও স্থান নির্দিষ্ট থাকে তাহার প্রতি ঐ সময়ে

ও স্থানে জুরির কি আসেসরের কর্তৃক করণার্থে উপস্থিত হইবার আদেশ থাকিবে।

৩২৯ ধারা। জুরির কি আসেসরের কর্তৃক করণার্থে যে ব্যক্তিকে সমন করা যায়

গবর্নমেন্টের কি রেলওয়ে কর্তৃক কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা তাহার কথা।

তিনি যদি গবর্নমেন্টের কিম্বা রেলওয়ে কোম্পানির কর্তৃকারী হন সেই ব্যক্তির জুরির কি

স্থল বিশেষে আসেসরের কর্তৃক করিতে হইলে রাজকীয় কার্যের ব্যাঘাত হইতে পারে তিনি যে দস্তুরখানায় কর্তৃক করেন সেই দস্তুরখানার প্রধান কর্তৃকারীর উক্তি-মতে ইহা দৃষ্ট হইলে যে আদালতে কর্তৃক করণার্থে তাঁহাকে সমন দেওয়া যায় সেই আদালত ঐ ব্যক্তির উপস্থিত না হওয়া ক্ষমা করিতে পারিবেন।

৩৩০ ধারা। (১) উপযুক্ত হেতু থাকিলে সেশন আদালত বিশেষ কোন অধিবেশন কালে জুরির কোন ব্যক্তির কি আসেসরের উপস্থিত না হওয়া ক্ষমা করিতে পারিবেন।

আদালতের জুরির কি আসেসরের উপস্থিত না হওয়ার অনুমতি দিতে পারিবার কথা।

(২) বিশেষ জুরি দ্বারা কোন বিচার সমাপ্ত হইলে সেশন আদালত যদি উপযুক্ত

বিশেষ জুরিদিগকে পুনরায় জুরিস্বরূপ কার্য করিবার দায় হইতে বার মাসের জন্য আদালতের নিষ্কৃতি দিতে পারিবার কথা।

বিবেচনা করেন তাহা হইলে এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন যে, যে সকল জুরি সেই জুরিতে কার্য করিয়াছেন

তাঁহাদিগকে বার মাস কালের জন্য পুনরায় জুরিস্বরূপ কার্য করিবার নিমিত্ত সমন দেওয়া যাইবে না।

৩৩১ ধারা। (১) সেশন আদালতের যে অধিবেশনকালে তাহার জুরির কি আসেসরের কর্তৃক করেন আদালত সেই অধিবেশনে তাঁহাদের নামের নির্ঘণ্ট লেখাইবেন।

জুরির যে ব্যক্তির কি আসেসরের উপস্থিত হন তাহাদের নামের নির্ঘণ্টের কথা।

(২) ৩২৪ ধারামতে জুরিরদের ও আসেসরদের নামের যে সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্র প্রস্তুত করা যায় তাহার সঙ্গে উক্ত নির্ঘণ্টপত্র রাখিতে হইবে।

(৩) এই ধারামতে প্রস্তুত নির্ঘণ্টে তাহাদের নাম লেখা যায় উক্ত সংশোধিত পত্রের এক পার্শ্বে তাঁহাদের নামের উল্লেখ থাকিবে।

৩৩২ ধারা। (১) কোন ব্যক্তিকে জুরির কি আসেসরস্বরূপে উপস্থিত হইবার সমন করা গেলে, যদি

জুরির কি আসেসর অনুপস্থিত হইলে দণ্ডের কথা।

ন্যায্য কোন কারণ না থাকিলেও তিনি ঐ সমনের আদেশ

মতে উপস্থিত না হন, কিম্বা উপস্থিত হইয়াও যদি আদালতের অনুমতি না পাইয়া চলিয়া যান কিম্বা বিচারকার্য স্থগিত হইয়া দিনান্তর নিঃপূর্ণ হইলে সেই দিনে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা পাইয়াও যদি উপস্থিত

না হন তবে সেশন আদালতের আজ্ঞামতে তাঁহার এক শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

(২) যে আদালত এই আজ্ঞা করেন সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে এই জুররের কি এই আসেসরের অস্থাবর যে দ্রব্য থাকে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব তাহা ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা এই অর্থদণ্ড আদায় করিতে পারিবেন।

(৩) উপযুক্ত কারণ দেখান হইলে আদালত এইরূপে নির্ধারিত কোন জরিমানা ক্ষমা করিতে বা কমা-ইয়া দিতে পারিবেন।

(৪) ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা এই অর্থদণ্ডের টাকা আদায় হইতে না পারিলে, সেশন আদালতের আজ্ঞাক্রমে এই জুররকে কি আসেসরকে পঞ্চদশ দিন পর্যন্ত দেওয়ানী জেলখানায় কারাবদ্ধ করা যাইতে পারিবে। ইতিমধ্যে এই টাকা দেওয়া গেলেই মুক্ত করা করা যাইবে।

ঠ।— হাই কোর্ট সম্বন্ধে বিশেষ বিধান।

৩৩৩ ধারা। এই আইনমতে কোন হাই কোর্টে আডবোকেট জেনরলের অভিযোগ না চালাইবার ক্ষমতার কথা।
বিচার কার্য চলন কালে আডবোকেট জেনরল সাহেব মীমাংসা জানাইবার পূর্বে কোন সময়ে বিহিত বোধ করিলে শ্রীশ্রীমতীর পক্ষে কোর্টে এই কথা জানাইতে পারিবেন যে আসামীর বিপক্ষে যে অভিযোগ হইয়াছে তৎক্রমে আমি এই মোকদ্দমা আর চালাইব না, তাহা হইলে আসামীর বিপক্ষে সেই অভিযোগক্রমে আর কার্য্যমু-ষ্ঠান হইবে না ও তাহাকে সেই অভিযোগ হইতে মুক্ত করা যাইবে। কিন্তু বিচারপতি প্রকারান্তরের আদেশ না করিলে তাহার তদ্রূপ মুক্ত করণ নির্দোষী নির্ণয়ের তুল্য হইবে না।

৩৩৪ ধারা। প্রত্যেক হাই কোর্টের চীফ জজিস সাহেব সময়েং যেং দিন, ও সুবিধামতে ষতকাল ব্যবধানে অধিবেশন করিতে নিরূপণ করেন, সেইং দিনে ও তত কাল অন্তর কোর্জদারী মোকদ্দমার আর্দে বিচার করিবার জন্যে কোর্টের অধিবেশন হইবে।

৩৩৫ ধারা। (১) হাই কোর্ট এইরূপে যে স্থানে অধিবেশন করিবার স্থানের কথা।
অধিবেশন করিবার স্থানের কথা।
স্থানে কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব কোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের প্রতি, কিম্বা স্থানীয় গবর্নমেন্ট অন্যং হাই কোর্টের প্রতি অন্য স্থানে অধিবেশন করিতে আজ্ঞা করিলে, সেই স্থানে অধিবেশন করিবেন।

(২) কিন্তু সময়েং কোর্ট উইলিয়মের হাই কোর্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনু-মতি লইয়া ও অন্যং স্থানের হাই কোর্ট তত্ত্বং স্থানীয়

গবর্নমেন্টের অনুমতি লইয়া আপীলী মোকদ্দমার পক্ষে এই কোর্টের বিচারাধিপত্য যে সীমার মধ্যে প্রবল থাকে, সেই সীমার অন্তর্গত অন্য যেং স্থান নিরূপণ করেন, সেইং স্থানে অধিবেশন করিতে পারিবেন।

(৩) কোর্জদারী মোকদ্দমার আর্দে বিচার করণার্থ হাই কোর্টের যে ক্ষমতা থাকে, সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিবার জন্যে অধিবেশন করিবার মানস থাকিলে, চীফ জজিস সাহেব যে কর্মচারির প্রতি আদেশ করেন তিনি এই অধিবেশন হইবার পূর্বে স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে দুইষয়ের নোটিস প্রচার করিবেন।

৩৩৬ ধারা। ইউরোপীয় রুটিষ প্রজাদিগকে ও ইউরোপীয় রুটিষ প্র-াব বিচার হইবার স্থানের কথা।
২১৪ ধারামতে হাই কোর্টে যাহাদের বিচার হইতে পারে সেই ব্যক্তিদিগকে নির্দিষ্ট কোনং জিলায় কিম্বা বৎসরের নির্দিষ্ট কোনং সময়ে হাই কোর্টে বিচারার্থে সমর্পণ করা গেলে এই কোর্ট আপনার নিয়ত অধিবেশনের স্থানে তাঁহাদের বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা নির্দিষ্ট অন্য স্থানে তাঁহাদের বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

২৪ চতুর্বিংশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচার সংক্রান্ত সাধারণ বিধি।

৩৩৭ ধারা। (১) কেবল সেশন আদালতের বা হাই কোর্টের বিচার্য্য কোন অপরাধ সহায়ের ক্ষমা করিতে প্রস্তাব করিবার কথা।
হইলে তদন্তাধীন অপরাধে যাহার স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে সম্পর্ক কি সমজ্ঞান থাকা অনুমান হয়, তাহার সাক্ষ্য লইবার অভিপ্রায়ে সেই ব্যক্তি এই ক্ষত অপরাধ বিষয়ে যাহা জ্ঞাত আছে সম্পূর্ণ ও যথার্থ ভাবে তাহার তাবৎ রূতান্ত ও এই অপরাধ করণ কার্য্যে অন্য যত জন মুখ্য-ভাবে বা সহায়রূপে লিপ্ত থাকে তাহাদের নাম প্রকাশ করিবে এই নিয়মে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি এই মোকদ্দমার তদন্ত-কারী প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিস্ট্রেটের অনুমতিক্রমে অন্য কোন মাজিস্ট্রেট তাহাকে ক্ষমা করিবার প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি এই ধারামত ক্ষমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলে এই মোকদ্দমার সাক্ষ্য ন্যায় এই ব্যক্তির সাক্ষ্য লওয়া যাইবে।

(৩) সেই ব্যক্তি যদি হাজিরজামিন দিয়া মুক্ত না থাকে তবে সেশন আদালতে বা স্থল বিশেষে হাই কোর্টে এই মোকদ্দমার বিচার সমাপ্ত না হওন পর্যন্ত তাহাকে হেঁকাজতে রাখা যাইবে।

(৪) প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট ভিন্ন যে মাজিস্ট্রেট এই ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব করেন, তিনি তাহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং কোন মাজিস্ট্রেট এই ধারামতে তদ্রূপ প্রস্তাব করিয়া যে ব্যক্তির নিকট প্রস্তাব করা যায় তাহার পরীক্ষা নইলে, আপনি মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন না, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয় সেই অপরাধ উক্ত মাজিস্ট্রেটের বিচার্য্য হইলেও, পারিবেন না।

৩৩৮ ধারা। তদ্রূপে কোন অপরাধে যাহার স্পষ্ট-
রূপে কি চক্রান্তে সম্পর্ক কি
ক্ষমার প্রস্তাব করিতে সমজ্ঞান থাকা অনুমান হয়, যে
আদেশ দিতে পারিবার কথায়। আদালতে বিচারার্থে সমর্পণ
করা যায় সেই আদালত এই
মোকদ্দমার বিচার কালে উক্ত কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য
গ্রহণাভিপ্রায়ে মোকদ্দমা সমর্পণ করা গেলে পর কিন্তু
নিষ্পত্তি হইবার পূর্বে এই ব্যক্তিকে ক্ষমার প্রস্তাব
করিতে পারিবেন কিম্বা সমর্পণকারী মাজিস্ট্রেটকে বা
জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবকে পূর্কোক্ত নিয়মমতে এই
ব্যক্তির ক্ষমার প্রস্তাব করিবার আদেশ করিতে
পারিবেন।

৩৩৯ ধারা। (১) ৩৩৭ কিম্বা ৩৩৮ ধারামতে ক্ষমার
প্রস্তাব হইলে পর কোন ব্যক্তি
যাগকে ক্ষমা করিবার
প্রস্তাব হয় তাহাকেও বিচার-
ার্থে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা
করিতে পারিবার কথা। এই ক্ষমার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেও
আবশ্যিক কোন কথা ইচ্ছা-
পূর্কক গোপন করিয়া কিম্বা
মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া এই ক্ষমা পাই-
বার প্রস্তাবের নিয়ম অনুযায়ী কার্য যদি না করে তবে যে
অপরাধ সম্পর্কে ক্ষমার প্রস্তাব হইয়াছে কিম্বা সেই বিষয়
সম্বন্ধে সে অন্য যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া প্রতীতি
হয় সেই অপরাধের নিমিত্তে তাহার বিচার হইতে
পারিবে।

(২) এই ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব রহিত করা গেলে
ক্ষমা পাইবার আশয়ে এই ব্যক্তি যে কথা কহিয়াছিল
তাহা তাহার বিপক্ষে প্রমাণ মধ্যে উল্লেখ হইতে
পারিবে।

(৩) এই কথা সম্বন্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অপরাধের
অভিযোগ হাই কোর্টের অনুমতি বিনা গ্রহণ হইবে না।

৩৪০ ধারা। কোর্জদারী আদালতে কোন ব্যক্তির
নামে অপরাধের অভিযোগ
অভিযুক্ত ব্যক্তির উকীল
নিযুক্ত করিবার অধিকারের
কথায়। হইলে, উকীলের দ্বারা সেই
ব্যক্তির পক্ষসমর্থন হইবার
অধিকার থাকিবে।

৩৪১ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা না হইলেও
তাহাকে আনুষ্ঠানিক কার্য
অভিযুক্ত ব্যক্তির আনু-
ষ্ঠানিক কার্য বুঝিতে না
পারিলে তাহাব্যয়ের কথা।
বুঝাইয়া দিলেও সে বুঝিতে
না পারিলে আদালত তদন্ত
লওয়ার কি বিচারের কার্য
চালাইতে পারিবেন; ও হাই কোর্ট ভিন্ন অন্য আদা-
লত হইলে তদন্ত নইয়া যদি তাহাকে বিচারার্থে সম-

র্পণ করা যায় কিম্বা বিচার হইয়া যদি তাহার অপরাধ
নির্ণয় হয়, তবে এই ব্যাপারের রক্তান্ত সহিত এই আনু-
ষ্ঠানিক কার্যের কাগজপত্র হাই কোর্টে পাঠান যাইবে।
হাই কোর্ট তদ্বিষয়ে যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন
করিবেন।

৩৪২ ধারা। (১) সাক্ষ্য অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে
যে কোন বিষয় দেখা যায় সে
অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা
করিতে পারিবার কথা। যাহাতে তাহার ব্যাখ্যা করিতে
পারে এই অভিপ্রায়ে তদন্ত
লওয়ার কার্য চলনের কোন সময়ে আদালত সময়েই
অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পূর্কোক্ত না জানাইয়া তাহাকে যে
কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যিক বোধ করেন করিতে
পারিবেন এবং অভিযোগের সাক্ষীদের সাক্ষ্য লওয়া
গেলে পর ও তাহাকে প্রতিবাদের নিমিত্ত আদেশ
করিবার পূর্কোক্ত পূর্কোক্ত অভিপ্রায়ে মোকদ্দমা সম্বন্ধে
সাধারণতঃ জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই প্রশ্নের উত্তর না দিলেও
কিম্বা তাহার উত্তরে মিথ্যা কথা কহিলেও তৎপ্রযুক্ত
দণ্ডের যোগ্য হইবে না কিন্তু তাহার উত্তর না দেওয়াতে
কি মিথ্যা উত্তর দেওয়াতে আদালত ও, জুরি থাকিলে,
জুরি তদ্বিষয়ের যে অনুমান ন্যায্য বোধ করেন করিতে
পারিবেন।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি যে উত্তর প্রদান করে তাহা
উক্ত তদন্ত ও বিচারকার্যে বিবেচিত হইতে পারিবে ও
এ উত্তর হইতে সে অন্য যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া
বুঝা যায় সেই অপরাধের তদন্তে ও বিচার কার্যেও
তাহার সপক্ষে বা বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা
যাইতে পারিবে।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শপথ করাইতে হইবে না।

৩৪৩ ধারা। ৩৩৭ ও ৩৩৮ ধারায় যে স্থলের বিধান
হইয়াছে তদ্বিধানে স্থলে অভি-
কোন কথা প্রকাশ করি-
বার প্ররুতি না দিবার কথা। যুক্ত ব্যক্তির নিকট কোন বিষ-
য়ের অঙ্গীকার করিয়া কি
তাহাকে ভয় দেখাইয়া কিম্বা অন্য প্রকারে তাহার জানা
কোন কোন কথা প্রকাশ করিবার কি গুপ্ত রাখিবার
প্ররুতি জন্মাইয়া দিতে হইবে না।

৩৪৪ ধারা। (১) কোন সাক্ষীর অনুপস্থিতি প্রযুক্ত
কিম্বা যুক্তিমত অন্য কারণে
আনুষ্ঠানিক কার্য স্থগিত
রাখিবার বা তাহার দিনান্ত
নিরূপণ করিবার কথা। কোন তদন্তের কি বিচার
কার্যের অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা
কি তাহার দিনান্তের নিরূপণ
করা আবশ্যিক কি উপযুক্ত হইলে, আদালত যদি
বিহিত বোধ করেন তবে হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া আজ্ঞা
লিখিয়া দিয়া সময়েই যে নিয়ম উচিত বোধ করেন
সেই নিয়মে যতকাল যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন ততকালের
নিমিত্ত সেই কার্য স্থগিত রাখিয়া কি তাহার দিনান্তের
নিরূপণ করিয়া ওয়ারন্ট দিয়া তদ্রূপে অভিযুক্ত ব্যক্তি
হেতুজতে থাকিলে তাহাকে ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে কোন মাজিস্ট্রেট একেবারে পঞ্চ-
দশ দিনের অধিক কালের
হেফাজতে ফবাইয়া
দিবার কথা। নিমিত্ত কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে
হেফাজতে ফবাইয়া পাঠা-
ইবেন না।

(২) হাই কোর্ট জিন্ন অন্য আদালত এই ধারামত
জাজ্ঞা করিলে, উক্ত জাজ্ঞা লেখা যাইবে ও আধিপত্য-
কারী জজ বা মাজিস্ট্রেট সাহেব তাহাতে স্বাক্ষর করি-
বেন।

ব্যাখ্যা।—অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন অপরাধ করিয়াছে
এমত সন্দেহ করিবার বিশিষ্ট
ফিরাইয়া পাঠাইবার
যুক্তিসঙ্গত কাবণের কথা। প্রমাণ পাওয়া গেলে, ও
তাহাকে ফিরাইয়া পাঠাইলে
জারো প্রমাণ পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তাহাই
তাহাকে ফিরাইয়া পাঠাইবার যুক্তিসঙ্গত কারণ হইবে।

৩৪৫ ধারা। (১) নিম্নলিখিত টেবিলের প্রথম দুই
ঘরে বর্ণিত ভারতবর্ষের দণ্ড-
অপরাধ সম্বন্ধে রক্ষা
করিবার কথা। বিধির আইনের কএক ধারা-
মতে দণ্ডনীয় অপরাধ সম্বন্ধে
ঐ টেবিলের তৃতীয় ঘরের লিখিত ব্যক্তির রক্ষা
করিতে পারিবে।—

অপরাধ।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আই- নের যে ২ ধারা থাকিবে।	যে ব্যক্তি অপরাধ সম্বন্ধে রক্ষা করিতে পারিবে।
ধর্ম সম্পর্কে কোন ব্যক্তির মনে ইচ্ছাপূর্বক দুঃখ দিবার জন্যে জ্ঞানপূর্বক কোন কথা প্রভৃতি কথা।	২৯৮	ধর্ম সম্পর্কে যে ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবার অভিপ্রায় থাকে সেই ব্যক্তি।
পীড়া জন্মান ...	৩২৩, ৩৩৪	যে ব্যক্তির পীড়া জন্মান যায় সেই ব্যক্তি।
কোন ব্যক্তিকে অন্যায়- মতে অববোধ বা বন্ধ করণ।	৩৪১, ৩৪২	যে ব্যক্তিকে অববোধ বা বন্ধ করা যায় সেই ব্যক্তি।
আক্রমণ বা অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ।	৩৫২, ৩৫৫, ৩৫৮	যে ব্যক্তির প্রতি আক্র- মণ বা অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করা যায়, সেই ব্যক্তি।
বেআইনমতে বলপূর্বক পরিভ্রমণ করান।	৩৭৪	যে ব্যক্তিকে বলপূর্বক পরিভ্রমণ করান যায় সেই ব্যক্তি।
কেবল বেসরকারী কোন ব্যক্তির ক্ষতি কি নোক- সান হইলে, অপকার করণ।	৪২৬, ৪২৭	যে ব্যক্তির ক্ষতি কি নোকসান হয়, সেই ব্যক্তি।
অপরাধভাবে অমধিকার প্রবেশ করণ।	৪৪৭	যে সম্পত্তিতে অমধি- কার প্রবেশ ঘটে, সেই সম্পত্তি যাহার অধিকারে থাকে সেই ব্যক্তি।
পরগৃহে অমধিকার প্রবেশ করণ।	৪৪৮	

অপরাধ।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আই- নের যে ২ ধারা থাকিবে।	যে ব্যক্তি অপরাধ সম্বন্ধে রক্ষা করিতে পারিবে।
অপরাধভাবে চাকরির চুক্তিভঙ্গ করণ।	৪২৭, ৪২১, ৪২২	যে ব্যক্তির সহিত অপ- রাধী চুক্তি করি- য়াছে, সেই ব্যক্তি।
পরজ্ঞী গমন ...	৪২৭	জীলোকের স্বামী।
অপরাধভাবে অন্যের পছা- কে ফুলসাইয়া লওয়া কি হরণ করা কি আটক করিয়া রাখা।	৪২৮	
অপবাদ করণ ...	৫০০	যে ব্যক্তির অপবাদ করা যায়, সেই ব্যক্তি।
যাহা অপবাদজনক জ্ঞান হয় এমত কোন বিষয় মুদ্রিত কি কোদিত করণ।	৫০১	
যাহাতে অপবাদজনক বিষয় থাকে এমন মুদ্রিত কি কোদিত বস্তু জানিয়া বিক্রয় করণ।	৫০২	
শাস্তিভঙ্গের প্রবৃত্তি জন্মাই- বার অভিপ্রায়ে জ্ঞান- পূর্বক অপমান করণ।	৫০৪	যে ব্যক্তির অপমান করা যায়, সেই ব্যক্তি।
যে অপরাধে সাত বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে তন্মত অপরাধ- ভাবে ভয় দর্শান।	৫০৬	যে ব্যক্তিকে ভয় দর্শান যায়, সেই ব্যক্তি।

(২) ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩২৪, ৩২৫,
৩৩৫, ৩৩৭, ৩৩৮, ৪২৮, ৪২৯ বা ৪৩০ ধারামতে
যথাক্রমে দণ্ডনীয় ইচ্ছাপূর্বক পীড়া জন্মান, ইচ্ছাপূর্বক
গুরুতর পীড়া জন্মান, যাহাতে প্রাণহানি হইবার আশঙ্কা
হয় এরূপ কার্য দ্বারা পীড়া জন্মান, কিম্বা যাহাতে
প্রাণহানি হইবার আশঙ্কা হয় এরূপ কার্য দ্বারা গুরুতর
পীড়া জন্মান অপরাধের অভিযোগ যে আদালতে
উপস্থিত থাকে সেই আদালতের অমুমতি পাইলে, যে
ব্যক্তির পীড়া জন্মান যায় সেই ব্যক্তি তাহার রক্ষা
করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারামতে কোন অপরাধের রক্ষা হইতে
পারিলে, উক্ত অপরাধের সহায়তাকরণ কিম্বা (যে স্থলে
অপরাধ করিবার উদ্যোগ অপরাধ হয় সেই স্থলে
উক্ত অপরাধ করিবার উদ্যোগ করণ) এরূপ রক্ষাযোগ্য
হইবে।

(৪) কোন ব্যক্তির এই ধারামতে রক্ষা করিবার
ক্ষমতা সম্বন্ধে অন্য কোন বাধা না থাকিলে, সেই
ব্যক্তি যদি নাবালাগ বা জড় বা উন্মাদগ্রস্ত হয়, তবে
যে ব্যক্তি তাহার পক্ষে চুক্তি করিতে পারেন তিনি ঐ
অপরাধের রক্ষা করিতে পারিবে।

(৫) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারের নিমিত্ত সমর্পণ করা গেলে কিম্বা তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়া আপীল দায়ের থাকিলে পর, তাহাকে যে আদালতে সমর্পণ করা গেল কিম্বা স্থলভেদে যে আদালতে ঐ আপীল শুনা যাইবে সেই আদালতের অনুমতি বিনা ঐ অপরাধের রক্ষা করিতে দেওয়া যাইবে না।

(৬) এই ধারামতে কোন অপরাধের রক্ষা করা গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষী করণের ন্যায় ফল হইবে।

(৭) এই ধারার বিধানানুসারে ভিন্ন কোন অপরাধের রক্ষা হইতে পারিবে না।

৩৪৬ ধারা। (১) রাজধানী নগরের বহির্ভূত কোন জিলার মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে মোকদ্দমা মফঃসল মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাব বহির্ভূত হইলে তাহার যাহা কর্তব্য তাহাঃ কথা।

জিলার মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে তদন্তের কি বিচারের কার্য্য-মুষ্ঠান হইতেছে এমন সময়ে যদি প্রমাণদৃষ্টি তাহার বোধ হয় যে, উক্ত জিলার অন্য কোন মাজিস্ট্রেটের নিকটে ঐ মোকদ্দমার বিচার হওয়া কি তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করা উচিত, তাহা হইলে তিনি সেই আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করিয়া আপনি যে মাজিস্ট্রেটের অধীন থাকেন তাহার নিকটে কিম্বা জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য যে মাজিস্ট্রেটের নিকটে তাহা পাঠাইতে আজ্ঞা করেন তাহার নিকটে ঐ মোকদ্দমা প্রেরণ করিবেন, ও তৎসঙ্গে ঐ মোকদ্দমার ভাব ব্যাখ্যা করিয়া সংক্ষেপ রিপোর্ট দিবেন।

(২) মোকদ্দমা যে মাজিস্ট্রেটের নিকটে পাঠান যায় তিনি ক্ষমতাপন্ন হইলে আপনি সেই মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন অথবা তাহা আপনার অধীন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিস্ট্রেটের প্রতি অর্পণ করিতে কিম্বা বিচার হইবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে পারিবেন।

৩৪৭ ধারা। (১) মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে কোন তদন্ত কালে কিম্বা মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে কোন মোকদ্দমার বিচার কালে নিষ্পত্তি স্বাক্ষর করিবার পূর্বে সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে সেই মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত তাহার এমত জ্ঞান হইলে এবং তিনি বিচারার্থে সমর্পণ করিতে সমর্থ হইলে, তিনি আর কোন কার্য্যামুষ্ঠান না করিয়া ইহার পূর্লিখিত বিধানমতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবেন।

(২) ঐ মাজিস্ট্রেটের বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে তিনি ৩৪৬ ধারামতে কার্য্য করিবেন।

(২) ঐ মাজিস্ট্রেটের বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে তিনি ৩৪৬ ধারামতে কার্য্য করিবেন।

৩৪৮ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১২ অধ্যায় কি ১৭ অধ্যায়মতে যে অপরাধের নিমিত্ত তিন বৎসর কি তদধিক কাল কারাদণ্ড হইতে পারে কোন ব্যক্তির সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে পর যদি তাহার নামে উক্ত অন্যতর অধ্যায়মতে তিন বৎসর কি তদধিক কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অন্য অপরাধের অভিযোগ হয়, তাহা হইলে তাহাকে সেশন আদালতে বা স্থলভেদে হাই কোর্টে সমর্পণ করা যাইবে, কিম্বা যে মাজিস্ট্রেটের নিকটে আনুষ্ঠানিক কার্য্য দায়ের থাকে তিনি যদি এরূপ বিবেচনা করেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে তিনি নিজেই সমুচিত দণ্ডাজ্ঞা দিতে পারেন তবে সমর্পণ করা যাইবে না।

পূর্বে মৃত্যু বা হঠাৎ আইন বা সম্পত্তি সম্বন্ধে যাহাদেব অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে তাহাদের বিচারের কথা।

কিন্তু জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবেব প্রতি ৩০ ধারামতে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়া থাকিলে ঐ মোকদ্দমা সেশন আদালতে সমর্পণ করিবার পরিবর্তে তাহার প্রতি হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

৩৪৯ ধারা। (১) বিচার করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের অভিযোগের সাক্ষ্য ও অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা শুনিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী কিন্ত আপনি যে প্রকারের কি যে পর্য্যন্ত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন ঐ ব্যক্তির তন্মত প্রকারের কি তদপেক্ষা কঠিন দণ্ড হওয়া উচিত কিম্বা তাহার প্রতি ১০৬ ধারামতে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আদেশ হওয়া উচিত কিম্বা তাহার সম্বন্ধে ৫৬১ ধারামতে কার্য্য হওয়া উচিত এই মত হইলে তিনি সেই মত লিখিয়া রাখিতে ও আপনার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র সহিত ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আপনি জিলার কি মহকুমার যে মাজিস্ট্রেটের অধীন থাকেন তাহার নিকটে পাঠাইতে পারিবেন।

মাজিস্ট্রেট উচিত মত কঠিন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে না পারিলে যাহা কর্তব্য তাহাঃ কথা।

(২) ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র যে মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে অর্পণ করা যায় তিনি উচিত বোধ করিলে উভয় পক্ষের পরীক্ষা লইতে পারিবেন ও ঐ মোকদ্দমায় যে সাক্ষীর সাক্ষ্য দিয়াছে তাহাদিগকে পুনরায় ডাকাইয়া তাহাদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন এবং আরও সাক্ষ্য তলব করিয়া লইতে পারিবেন ও সেই মোকদ্দমার আইন অস্থায়ী যজ্ঞপ নিষ্পত্তি কি দণ্ডের আজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা উপযুক্ত জ্ঞান করেন তদ্রূপ নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা করিবেন।

কিন্তু তিনি এই আইনের ৩২ ও ৩৩ ধারামতে যে দণ্ড দিতে পারেন তদপেক্ষা কঠিন দণ্ড দিবেন না।

৩৫০ ধারা। (১) কোন মাজিস্ট্রেট কোন তদন্তে কি

সাক্ষ্যের এক অংশ এক মাজিস্ট্রেটের ও অন্য অংশ অন্য মাজিস্ট্রেটের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইলে সেই সাক্ষ্যক্রমে অপরাধ নির্ণয় বা বিচারার্থে সমর্পণ হইবার কথা।

বিচার কার্যে সাক্ষ্যের সমুদয় কি এক অংশ শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিলে পর সেই মোকদ্দমায় তাহার বিচারাধিকার রহিত হইলে ও তৎপশ্চাৎ বিচারাধিকারবিশিষ্ট অন্য মাজিস্ট্রেট

সেই বিচারাধিকারক্রমে কর্ম করিলে, শেষোক্ত মাজিস্ট্রেট আপন পূর্ব পদধারির কিম্বা অংশতঃ আপন পূর্বপদধারির ও অংশতঃ আপনার লিপিবদ্ধ সাক্ষ্যমতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন; অথবা সাক্ষীদিগকে পুনশ্চ সমন করিয়া গোড়া অবধি তদন্ত কি বিচার কার্য আরম্ভ করিতে পারিবেন।

কিন্তু (ক) দ্বিতীয় মাজিস্ট্রেট মোকদ্দমার কার্য্য-স্থগিত করিতে আরম্ভ করিলেই সাক্ষীদিগকে বা কোন সাক্ষীকে পুনরায় সমন করাইয়া তাহাদের বা তাহার কথা শুনা যায় অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কোন বিচারকালে ইহার দাওয়া করিতে পারিবেন।

(খ) যে মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় হইল তিনি নিজে যে সাক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ করেন নাই তৎক্রমে ঐ অপরাধ নির্ণয় হইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে গুরুতর হানি হইয়াছে, হাই কোর্টের কিম্বা জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের অধীন মাজিস্ট্রেটের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের এরূপ মত হইলে, উক্ত কোর্ট কিম্বা জিলার মাজিস্ট্রেট আপীল হইলে বা না হইলেও অপরাধ নির্ণয় করণ সূচক সেই নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া নূতন তদন্ত কি বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) যে স্থলে ৩৪৬ ধারামতে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখা গিয়াছে সেই স্থলের প্রতি এই ধারার কোন কথা বর্তিবে না।

৩৫১ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি ধৃত না হইয়া কি

অপরাধীরা আদালতে আইনে তাহাদিগকে আটক করণ বা বিচারার্থে আটক

সমন না পাইয়া ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইলে, এবং ঐ আদালত যে অপরাধ প্রমাণ

ক্রমে সে তদ্রূপ কোন অপরাধ করিয়াছে দৃষ্ট হইলে, আদালত তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন এবং ধৃত কিম্বা সমন হওয়ার ন্যায় তাহার বিপক্ষে কার্য্য হইতে পারিবে।

(২) ১৮ অধ্যায়মতে তদন্ত লইবার সময়ে কিম্বা বিচার আরম্ভ হইলে পর যদি সেই ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা যায়, তবে সেই ব্যক্তি সম্পর্কীয় আনুষ্ঠানিক কার্য্য নূতন আরম্ভ হইবে ও সাক্ষীদের কথা পুনশ্চ শুনা যাইবে।

৩৫২ ধারা। কোন অপরাধের তদন্ত কি বিচার

আদালত মুক্তদ্বার হওয়ার কথা।

হইবার নিমিত্তে কোন ফৌজদারী আদালতের যে স্থানে অধিবেশন হয় সেই স্থানেই

মুক্তদ্বার বিচারালয় জ্ঞান হইবে, তথায় সর্বসাধারণ যত লোক সুবিধামতে ধরিতে পারে, তাহাদের যাইবার বাধা নাই।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ জজ বা মাজিস্ট্রেট সাহেব যে সময়ে কোন বিশেষ মোকদ্দমার তদন্ত কি বিচার করেন, সেই সময়ে উপযুক্ত বোধ করিলে এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে সর্বসাধারণ লোক কি কোন ব্যক্তি আদালতের ব্যবহৃত ঐ ঘরের কি আটালিকার মধ্যে আসিতে কি থাকিতে না পায়।

২৫ পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

তদন্তে ও বিচারকার্যে যে প্রকারে সাক্ষ্য লইতে ও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ক বিধি।

৩৫৩ ধারা। প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে

১৮ ও ২০ ও ২১ ও ২২ ও ২৩

অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য লইবার কথা।

অধ্যায়মতে যে সাক্ষ্য লওয়া

যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে

কিম্বা সে স্বয়ং অসুপস্থিত থাকিবার অনুমতি পাইয়া উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে সেই উকীলের সম্মুখে সেই সাক্ষ্য লওয়া যাইবে।

৩৫৪ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট তিন মাজি-

স্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজ

বাঙ্গালী নগরের বাহিবে সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মের কথা।

সাহেবের কৃত কি সম্মুখস্থ

সরাসরি মোকদ্দমার বিচার

ভিন্ন এই আইনমত সকল তদন্ত

ও বিচার কার্যে নিম্নলিখিত প্রকারে সাক্ষীদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

৩৫৫ ধারা। (১) প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট তিন কোন

মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপ-

সমনের মোকদ্দমায় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের দ্বারা কোন অপরাধের বিচারকালে নথি রাখা কথা।

স্থিত যে মোকদ্দমায় সমন

বাহির হইয়া থাকে সেই

মোকদ্দমায় এবং ২৬০ ধারার

(১) প্রকরণের (খ) অবধি

(১) পর্যন্ত দফার লিখিত

অপরাধের মোকদ্দমায় প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের দ্বারা বিচার হইলে সেই মোকদ্দমায় এবং ১৩৭ ধারামত ও ৫১৪ ধারামত সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্যে (বিচার চলিতে থাকিবার সময়ে না হইলে) একজন সাক্ষীর পরীক্ষা লওন কার্য যেমন চলিতেছে মাজিস্ট্রেট তাহার সাক্ষ্যের মর্ম তেমন সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিবেন।

(২) মাজিস্ট্রেট আপন হাতে ঐ মর্ম্মাকলিপি লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা মোকদ্দমার একাংশ হইবে।

(৩) উক্ত আদেশমতে মাজিস্ট্রেটের মর্মান্বলিপি করিবার বাধা থাকিলে তিনি যে কারণে তাহা লিখিতে পারিলেন না তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন এবং মুক্তদ্বার আদালতে আপনার কথনমতে অন্যদ্বারা ঐ মর্মান্বলিপি লেখাইয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। ঐ মর্মান্বলিপি কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

৩৫৬ ধারা। (১) সেশন আদালতের সম্মুখে ও প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট ভিন্ন মাজিস্ট্রেটদের সম্মুখে অন্য সকল বিচার কার্যে এবং ১২ ও ১৮ অধ্যায়মত সমুদয় তদন্তে

রাজধানী নগরের বাহিরে অন্য সকল মোকদ্দমায় মর্মান্বলিপি কথ্য।

আদালতের ভাষায় প্রত্যেক জন সাক্ষীর সাক্ষ্য মাজিস্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজের দ্বারা কি তাহার দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচরে ও তাহার নিজ আদেশমতে ও তত্ত্বাধীনে লিখিয়া লওয়া যাইবে, ও মাজিস্ট্রেট কি সেশন জজ তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

(২) সাক্ষী ইংরাজী ভাষায় সাক্ষ্য দিলে মাজিস্ট্রেট কি সেশন জজ সাহেব ঐ ইংরাজী ভাষায় সাক্ষ্য দিবার কথা।

যুক্ত ব্যক্তি ইংরাজী ভাষা ভাল না জানিলে কিম্বা আদালতের ভাষা ইংরাজী না হইলে আদালতের ভাষায় ঐ সাক্ষ্য অনুবাদিত ও যথার্থ অনুবাদ বলিয়া স্বাক্ষরিত হইয়া ঐ অনুবাদ মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

(৩) যে মোকদ্দমায় মাজিস্ট্রেট কিম্বা সেশন জজ সাহেব স্বহস্তে সাক্ষ্য লিখিয়া না লন সেই মোকদ্দমায় প্রত্যেক জন সাক্ষীর সাক্ষ্য যে সময়ে লওয়া যাইতেছে সেই সময়ে ঐ সাক্ষী যাহা কহে তিনি তাহার মর্মান্বলিপি লিখিয়া লইবেন। মাজিস্ট্রেট কি সেশন জজ সাহেব স্বহস্তে সেই মর্মান্বলিপি লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

মাজিস্ট্রেটের কি জজের সাক্ষ্য লিখিত না হইলে মর্মান্বলিপি লিপিবদ্ধ কথ্য।

সেই সময়ে ঐ সাক্ষী যাহা কহে তিনি তাহার মর্মান্বলিপি লিখিয়া লইবেন। মাজিস্ট্রেট কি সেশন জজ সাহেব স্বহস্তে সেই মর্মান্বলিপি লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

(৪) পূর্বেক্ত আক্রমে ঐ মর্মান্বলিপি লিখিতে মাজিস্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজ সাহেবের বাধা থাকিলে তিনি যে কারণে তাহা লিখিতে পারিলেন না তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

৩৫৭ ধারা। (১) কোন জিলায় কি জিলায় কোন খণ্ডে কিম্বা কোন সেশন আদালতের কি কোন মাজিস্ট্রেটের কিম্বা কোন শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে মোকদ্দমার

সাক্ষ্য যে ভাষায় লিপিবদ্ধ করা যাইবে তাহার কথা।

অস্থান হইলে ৩৫৬ ধারার উল্লিখিত স্থলে ঐ সেশন জজ কি মাজিস্ট্রেট স্বদেশীয় ভাষায় স্বহস্তে প্রত্যেক সাক্ষীর সাক্ষ্য লিখিয়া লইবেন, স্থানীয় গবর্নমেন্ট এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু সেই সেশন জজ কি মাজিস্ট্রেট উপযুক্ত কোন কারণে কোন

সাক্ষীর সাক্ষ্য লিখিতে না পারিলে তাহার অপারগতার কারণ লিখিয়া মুক্তদ্বার আদালতে আপনার কথনমতে ঐ সাক্ষ্য লেখাইবেন।

(২) তদ্রূপে যে সাক্ষ্য লিখিয়া লওয়া যায় সেশন জজ কিম্বা মাজিস্ট্রেট তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

কিন্তু ইংরাজী ভাষা কিম্বা আদালতের ভাষা সেশন জজের কি মাজিস্ট্রেটের স্বদেশীয় ভাষা না হইলেও স্থানীয় গবর্নমেন্ট তাহাকে ইংরাজী ভাষায় কিম্বা আদালতের ভাষায় সাক্ষ্য লিখিয়া লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৩৫৮ ধারা। মাজিস্ট্রেটদের সম্মুখে ৩৫৫ ধারার উল্লিখিত প্রকারের মোকদ্দমার ৩৫৫ ধারার উল্লিখিত স্থলে মাজিস্ট্রেটের ক্ষেত্রে বিচার হইলে মাজিস্ট্রেট উচিত জ্ঞান করিলে ৩৫৬ ধারার

বিধানমতে কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য লিখিয়া লইতে পারিবেন; কিম্বা স্থানীয় গবর্নমেন্ট যদি ঐ মাজিস্ট্রেটের বিচারস্থান স্থানে ৩৫৭ ধারার উল্লিখিত আজ্ঞা করিয়া থাকেন তবে উক্ত ধারার বিধানমতে সাক্ষীর সাক্ষ্য লিখিয়া লইতে পারিবেন।

৩৫৯ ধারা। (১) ৩৫৬ কি ৩৫৭ ধারামতে যে সাক্ষ্য লওয়া যায় তাহা সাধারণতঃ প্রয়োজনভাবে লেখা যাইবে না, কিন্তু র্ত্তান্তভাবে লেখা যাইবে।

(২) মাজিস্ট্রেট কিম্বা সেশন জজ সাহেব আপন বিবেচনামতে বিশেষ কোন প্রশ্ন ও উত্তর লিখিতে কি লেখাইতে পারিবেন।

৩৬০ ধারা। (১) ৩৫৬ বা ৩৫৭ ধারামতে কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া সমাপ্ত হইলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহার

সাক্ষ্য লওয়া সমাপ্ত হইলে যাহা বক্তব্য তাহার কথা।

সাক্ষাতে কিম্বা সে উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে ঐ উকীলের সাক্ষাতে ঐ সাক্ষ্য সাক্ষীর নিকটে পাঠ করা যাইবে ও আবশ্যিক হইলে সংশোধন করা যাইবে।

(২) সাক্ষীর নিকট পাঠ করিবার সময়ে যদি সে সাক্ষীর কোন অংশ অশুদ্ধ কহে, তবে মাজিস্ট্রেট কি সেশন জজ ঐ সাক্ষ্য সংশোধন না করিয়া, তদ্বিষয়ে সাক্ষী যে আপত্তি করে তাহার মর্মান্বলিপি লিখিতে পারিবেন ও তাহাতে আপনার যে মন্তব্য কথা লেখা আবশ্যিক বোধ করেন লিখিবেন।

(৩) সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া গেল তদ্বিষয়ে অন্য ভাষায় লেখা গেলে ও যে ভাষায় লেখা গেল সাক্ষী তাহা বুঝিতে না পারিলে যে সাক্ষ্য লেখা গিয়াছে তাহা যে ভাষায় দেওয়া যায় সেই ভাষায় কিম্বা সাক্ষী অন্য যে ভাষা বুঝিতে পারেন এমত ভাষায় তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

৩৬১ ধারা। (১) অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিত হইলে ও সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া গেল তাহা বুঝিতে না পারিলে সে যে ভাষা বুঝে সেই ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাহা মুক্তদ্বার আদালতে তাহার নিকটে ব্যক্ত করা যাইবে।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে ও আদালতের ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় সাক্ষ্য দেওয়া গেলে ও উকীল ঐ ভাষা না বুঝিলে, ঐ সাক্ষ্য আদালতের ভাষায় অনুবাদ করিয়া উকীলের নিকটে ব্যক্ত করা যাইবে।

(৩) সীতিমত প্রমাণস্বরূপ দলীল উপস্থিত করা গেলে আদালত সেই দলীলের যে অংশের অর্থ করিয়া দেওয়া আবশ্যিক জ্ঞান করেন সেই অংশের অর্থ করিয়া দিবেন।

৩৬২ ধারা। (১) যে প্রত্যেক মোকদ্দমায় কোন প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট দুইশত টাকার অধিক অর্থদণ্ডের কিম্বা ছয় মাসের অধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা করেন, তদ্রূপ প্রত্যেক মোকদ্দমায় তিনি সাক্ষীদের সাক্ষ্য স্বহস্তে লিখিয়া লইবেন কিম্বা মুক্তদ্বার আদালতে আপন কখনমতে লেখাইয়া লইবেন। তদ্রূপে যে সকল সাক্ষ্য লিখিয়া লওয়া যায় তাহাতে মাজিস্ট্রেট স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

(২) তদ্রূপে যে সাক্ষ্য লিখিয়া লওয়া যায় তাহা সচরাচর রক্তান্তের মত লেখা যাইবে, কিন্তু মাজিস্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে কোন বিশেষ প্রশ্ন কি উত্তর লিখিয়া বা লেখাইয়া লইতে পারিবেন।

(৩) ৩৫ ধারামতে একই কালে যে২ দণ্ডের আজ্ঞা হয় তৎসমুদয় এই ধারার কার্যপক্ষে একই দণ্ড বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৩৬৩ ধারা। যে স্থলে সেশন জজ কিম্বা মাজিস্ট্রেট সাক্ষীর সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেন সাক্ষ্য দেওন সময়ে সাক্ষী যদ্রূপ আচরণ করে তদ্বিষয়ে তিনি কোন কথা লেখা প্রয়োজনীয় জ্ঞান করিলে যে কথা লেখা প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন, তাহাও লিপিবদ্ধ করিবেন।

৩৬৪ ধারা। (১) কোন মাজিস্ট্রেট কর্তৃক কিম্বা রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত হাই কোর্ট ভিন্ন ও পঞ্জাবের চীফ কোর্ট ভিন্ন কোন আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া গেলে, তাহার নিকট যে২ প্রশ্ন হয় ও সে যে২ উত্তর দেয় তাহা যে ভাষায় তাহার পরীক্ষা হয় সেই ভাষায় কিম্বা উহা অসাধ্য হইলে আদালতের ভাষায় বা ইংরাজী ভাষায় বিস্তারিতরূপে লিখিয়া লইতে হইবে, ও সেই লিখিত

কথা তাহাকে দেখান যাইবে কিম্বা তাহার নিকটে পাঠ করা যাইবে কিম্বা উহা যে ভাষায় লেখা হয় সে তাহা না বুঝিলে সে যে ভাষা বুঝে সেই ভাষায় তাহাকে উহা বুঝাইয়া দিতে হইবে ও সে আপনার কোন উত্তরের ব্যাখ্যা করিতে বা তাহাতে অন্য কথা সংযোগ করিতে পারিবে।

(২) সে যাহা সত্য বলিমা ব্যক্ত করে সমুদয় কথা সেইরূপে লেখা গেলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তি ও মাজিস্ট্রেট কিম্বা উক্ত আদালতের জজ সাহেব ঐ লিখিত কথায় স্বাক্ষর করিবেন এবং উক্ত মাজিস্ট্রেট কি জজ সাহেব ঐ পরীক্ষা আমার দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচরে লওয়া গিয়াছে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি যাহা কহিল এই লিখিত কথায় তৎসমুদয়ের পূর্ণ ও শুদ্ধ বর্ণনা আছে স্বহস্তে এই সার্টিফিকেট লিখিয়া দিবেন।

(৩) মাজিস্ট্রেট কি সেশন জজ আপনি অভিযুক্ত ব্যক্তির উত্তর লিপিবদ্ধ না করিলে ঐ ব্যক্তির পরীক্ষা হওন সময়ে আদালতের ভাষায় কিম্বা ইংরাজী ভাষায় তাহার উপযুক্ত জ্ঞান থাকিলে ইংরাজী ভাষায় ঐ উত্তরের মর্মাত্মক কথা তিনি প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট না হইলে তাহার লিখিতেই হইবে। মাজিস্ট্রেট কি জজ আপন হাতেই ঐ মর্মাত্মক কথা লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা কাগজপত্রের সামিল করা যাইবে। মাজিস্ট্রেট কি জজ পূর্বোক্ত প্রকারের মর্মাত্মকপত্র লিখিতে না পারিলে তাহার না পারিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৪) ২৬৩ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির যে পরীক্ষা লওয়া যায় তৎপ্রতি এই ধারার কোন কথা যে বর্ত্তিবে এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

৩৬৫ ধারা। কোর্টের সম্মুখে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, সেই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য যেভাবে লিখিয়া লওয়া যাইবে, রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত প্রত্যেক হাইকোর্ট ও পঞ্জাবের চীফ কোর্ট সময়েই ইহার সাধারণ বিধি করিতে পারিবেন ও তদ্রূপ কোন বিধি করা গেলে ঐ কোর্টের জজেরা সেই বিধিমতে সাক্ষ্য কি সাক্ষ্যের মর্ম লিখিয়া লইবেন।

২৬ ষড়বিংশ অধ্যায়।

নিষ্পত্তি বিষয়ক বিধি।

নিষ্পত্তি যে প্রকারে প্রকাশ করিতে হইবে তাহার কথা। ৩৬৬ ধারা। (১)—

(ক) মুক্তদ্বার আদালতে বিচার শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই অথবা তৎপরবর্ত্তী যে সময়ের হুটিস পক্ষগণকে কিম্বা তাহাদের উকীলদিগকে দেওয়া যাইবে সেই সময়ে, এবং

- (খ) আদালতের ভাষায় অথবা অপর যে ভাষায় অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা তাহার উকীল বসেন সেই ভাষায়—

২৬৩ ধারা ও ৩১০ ধারার (খ) দফার বিধানাধীনে সরেনও বিচারার্থিকারবিশিষ্ট কোন কোর্জদারী আদালতের প্রত্যেক বিচারের নিষ্পত্তি প্রকাশ করা যাইবে কিম্বা উহার সারাংশ বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে।

কিন্তু অভিযোক্তাপক্ষ অথবা অভিযুক্তপক্ষ যদি অধ্যক্ষতাকারী জজকে সমস্ত নিষ্পত্তি পড়িয়া শুনাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন তাহা হইলে অধ্যক্ষতাকারী জজ তাহা করিবেন।

(২) যে স্থলে বিচারকালে অভিযুক্ত ব্যক্তির নিজের উপস্থিতি অনাবশ্যিক বলিয়া আদেশ করা হয় এবং দণ্ডাজ্ঞা কেবল মাত্র জরিমানার দণ্ডাজ্ঞা সে স্থলে নিষ্পত্তি তাহার উকীলের সমক্ষে প্রকাশ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু সেই স্থল ছাড়া অন্য স্থলে নিষ্পত্তি পাঠ শুনিবার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি হেফাজতে থাকিলে তাহাকে আনা যাইবে এবং হেফাজতে না থাকিলে তাহাকে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আদালত কর্তৃক আদেশ করা যাইবে।

(৩) কোন কোর্জদারী আদালতের নিষ্পত্তি পাঠ করিবার নিমিত্ত যে দিন ও স্থানের নুটিস দেওয়া হয় কোন পক্ষ কিম্বা তাহার উকীল সেই দিনে বা স্থানে কেবল মাত্র অনুপস্থিত থাকিবার দরুন কিম্বা ঐ দিন ও স্থানের নুটিস পক্ষগণের উপর কিম্বা তাহাদের উকীলদিগের উপর কিম্বা তাহাদের মধ্যে কাহারও উপর কেবল মাত্র জারী না করিবার দরুন কিম্বা জারী করিতে কেবল মাত্র কোন দোষ ঘটবার দরুন সেই পাঠিত নিষ্পত্তি অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৪) এই ধারায় যাহা কিছু আছে তাহার এরূপ অর্থ করা যাইবে না যে তদ্বারা ৫৩৭ ধারার বিধানের ব্যাপ্তি কোন রকমে সঙ্কচিত হয়।

৩৬৭ ধারা। (১) এই আইনে প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে আদালতের কর্তৃপক্ষ আদালতের ভাষায় কি ইংরাজী ভাষায় নিষ্পত্তি লিখিবেন; ও যে বিষয় কি যে যে বিষয় নির্ণয়ার্থে উপস্থিত করা যায় ও তাহা যাহা নির্ণয় হয় ও সেই নির্ণয়ের হেতু এই সকল কথা নিষ্পত্তিপত্রে লেখা যাইবে এবং বিচারপতি মুক্তদ্বার আদালতে তাহা প্রকাশ করিবার সময়ে তারিখ লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

(২) কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের কি অন্য আইনের যে ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির যে অপরাধ নির্ণয় হয় এবং কোন দণ্ডের আজ্ঞা হইলে যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় নিষ্পত্তিপত্রে তাহার নির্দেশ থাকিবে।

(৩) ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে ঐ অপরাধ দুই ধারার মধ্যে কোন ধারার অন্তর্গত কিম্বা একই ধারার দুই ভাগের মধ্যে কোন ভাগের অন্তর্গত এই বিষয়ে সংশয় হইলে আদালত তাহা স্পষ্ট জানাইয়া উক্ত এক কিম্বা অন্য ধারা কি ভাগক্রমে নিষ্পত্তি করিবেন।

(৪) যদি নির্দোষ করণরূপ নিষ্পত্তি হয় তবে ঐ পত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে অপরাধ সম্বন্ধে নির্দোষী করা গেল তাহা লিখিয়া ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা থাকিবে।

(৫) অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ নির্ণয় হইলেও আদালত প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা ভিন্ন অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিলে, আদালত যে বিবেচনাম্বা প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করেন নাই তাহার কারণ লিখিয়া দিবেন।

কিন্তু জুরির দ্বারা বিচার হইলে আদালতের নিষ্পত্তি লিখিবার আবশ্যিকতা নাই, কিন্তু সেশন আদালত জুরির নিকট উপদেশ বাক্যের মূল কথা লিখিবেন।

৩৬৮ ধারা। (১) কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার কথা। হইলে সে যাবৎ না মরে তাবৎ তাহার গলদেশে উদ্ভঙ্গন থাকিবে দণ্ডাজ্ঞার মধ্যে এই আজ্ঞা হইবে।

(২) যে ব্যক্তির উপর দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হয় সেই ব্যক্তিকে কোন্ স্থানে প্রেরণ করিতে হইবে, উক্ত আজ্ঞায় ইহার নির্দেশ থাকিবে না।

৩৬৯ ধারা। নিষ্পত্তিপত্রে স্বাক্ষর করা গেলে পর ৩৯৫ ধারার ও ৪৮৪ ধারার আদালতের নিষ্পত্তি পবিবর্তন না করিবার কথা। বিধানমতে ভিন্ন বা লিখিবার তুল সংশোধন করিবার নিমিত্ত না হইলে হাই কোর্ট ভিন্ন যে আদালত ঐ নিষ্পত্তি করিলেন সেই আদালতের দ্বারা তাহার পরিবর্তন কি পুনর্বিবেচনা হইতে পারিবে না।

৩৭০ ধারা। পূর্বে বিধানমতে নিষ্পত্তি না লিখিয়া প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন।—

- মোকদ্দমার ক্রমিক নম্বর।
- যে তারিখে অপরাধ করা যায় সেই তারিখ।
- বাদী থাকিলে তাহার নাম।
- অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম এবং ইউরোপীয় রুটিষ প্রজা না হইলে তাহার পিতার নাম ও বাসস্থান।

(৬) যে অপরাধের নালিশ কি প্রমাণ হয় তাহা।—

(৮) প্রতিবাদীর উত্তর ও তাহার পরীক্ষা করা গিয়া থাকিলে ঐ পরীক্ষা।

(৯) শেষ আজ্ঞা।

(১০) ঐ আজ্ঞার তারিখ। এবং

(১১) মাজিস্ট্রেট কোন মোকদ্দমায় কারা দণ্ডের কিম্বা ২০০ টাকার অধিক অর্থদণ্ডের কি উভয় দণ্ডের আজ্ঞা করিলে, অপরাধ নির্ণয় করিবার হেতুর সংক্ষেপ কথা।

৩৭১ ধারা। (১) অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনামতে, নিষ্পত্তির নকল অথবা সে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিষ্পত্তি বুঝাইয়া ও নকল দেওয়া যাইবে।
আজ্ঞা করিলে সাধ্যমতে তাহার নিজ ভাষায় কিম্বা আদালতের ভাষায় তাহার অস্বাভাবিক অর্গোনে তাহাকে দেওয়া যাইবে। সমনের মোকদ্দমা ভিন্ন অন্য মোকদ্দমায় ঐ নকল বিনা খরচায় দেওয়া যাইবে।

(২) সেশন আদালতে জুরি দ্বারা বিচার হইলে জুরির প্রতি যে উপদেশ দেওয়া যায় তাহার দফা সমূহের নকল অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনাক্রমে তাহাকে অর্গোনে বিনা খরচায় দেওয়া যাইবে।

(৩) সেশন জজ কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, ইচ্ছা করিলে যে সময় মধ্যে সে আপীল করিতে পাইবে উক্ত জজ সাহেব ইহাও তাহাকে জানাইবেন।
যে ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহার কথা।

৩৭২ ধারা। আসল নিষ্পত্তি মোকদ্দমা ঘটিত কাগজ পত্রের নথিতে দেওয়া যাইবে
নিষ্পত্তি যে স্থলে অস্বাভাবিক কথিতে হইবে তাহার কথা।
ও সেই আসল নিষ্পত্তি আদালতের ভাষায় লিখিত না হইয়া অন্য ভাষায় লেখা গেলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে আদালতের ভাষায় তাহার অস্বাভাবিক মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে রাখা যাইবে।

৩৭৩ ধারা। সেশন আদালতের বিচার হইলে যে জিলার মধ্যে মোকদ্দমার বিচার হয় ঐ আদালত আপনার নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞা থাকিলে তাহার নকল সেই জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন।
সেশন আদালতের নিষ্পত্তি পত্রের ও দণ্ডাজ্ঞার নকল জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

২৭ সপ্তদশ অধ্যায়।

দৃঢ় করণার্থে দণ্ডাজ্ঞা অর্পণ বিষয়ক বিধি।

৩৭৪ ধারা। সেশন আদালত প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিলে মোকদ্দমার কাগজপত্র হাইকোর্টে অর্পণ করা যাইবে ও হাইকোর্টের দ্বারা দৃঢ় করা না গেলে ঐ দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইবে না।
সেশন আদালত কর্তৃক প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা অর্পণের কথা।

৩৭৫ ধারা। (১) মোকদ্দমার কাগজপত্র তদ্রূপে অর্পণ করা গেলে হাইকোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষিতার কি নির্দোষিতার প্রতিপোষক কোন বিষয়ের আরও তদন্ত বা প্রমাণ লওয়া উচিত জ্ঞান করিলে তদ্রূপ তদন্ত বা প্রমাণ স্বয়ং লইতে পারিবেন কিম্বা সেশন আদালত দ্বারা লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) জুরির কি আসেসরদের সাক্ষাতে উক্ত তদন্ত বা প্রমাণ লওয়া যাইবে না ও হাইকোর্ট প্রকারান্তরে আজ্ঞা না করিলে যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইল প্রমাণ লইবার সময়ে তাহার উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন নাই।

(৩) তদ্রূপ তদন্ত বা প্রমাণ যদি লওয়া হয় তবে হাইকোর্ট না হইলে তদন্ত লওয়ার ফল ও প্রমাণ হাইকোর্টে সার্টিফিকেট দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে।

৩৭৬ ধারা। ৩৭৪ ধারা-
দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় কি অপরাধ নির্ণয় অন্যথা করিতে হাইকোর্টের ক্ষমতার কথা।
মতে তদ্রূপে অর্পিত মোকদ্দমার বিচার আসেসরদের সহকারিতায় কিম্বা জুরির দ্বারা হইয়া থাকুক, হাইকোর্ট—

(ক) ঐ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিতে কিম্বা আইন অস্বাভাবিক অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা

(খ) অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিয়া সেশন আদালত তাহার যে কোন অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিতেন সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন কিম্বা সেই কি সংশোধিত অন্য অভিযোগক্রমে পুনশ্চ বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ করিতে পারিবেন।

কিন্তু যাবৎ আপীল করিবার মিয়াদ গত না হয় কিম্বা ঐ মিয়াদের মধ্যে আপীল করা গেলে ঐ আপীলের নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ এই ধারামতে দৃঢ় করণের আজ্ঞা করা যাইবে না।

৩৭৭ ধারা। তদ্রূপ প্রত্যেক অর্পিত মোকদ্দমায়

দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিবার
কিন্তু নূতন দণ্ডের আজ্ঞাতে
দুইজন লোকের স্বাক্ষর
করিবার কথা।

যদি দুই কি অধিক জন জজের
অধিবেশনে ঐ হাই কোর্ট হয়
তবে ঐ কোর্ট যে দণ্ডের আজ্ঞা
দৃঢ় করেন কিম্বা নূতন যে

দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা করেন, ঐ কোর্টের ন্যূনকণ্ঠে
দুই জন জজ ঐ আজ্ঞা করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর
করিবেন।

৩৭৮ ধারা। জজদের বেঞ্চে সম্মুখে তদ্রূপ

মতভেদ হইলে কার্য-
প্রণালীর কথা।

মোকদ্দমার শুননী হইলে এবং
উক্ত জজেরা সমসংখ্যাক্রমে
ভিন্নমত হইলে, উক্ত মোকদ্দমা

তাহাদের মতসহ অন্য জজের সম্মুখে উপস্থিত
করা যাইবে, এবং উক্ত জজ যদ্রূপে পরীক্ষা গ্রহণ ও
শ্রবণ বিহিত বোধ করেন তাহা করিয়া আপন মত
দিবেন এবং নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা সেই মতামুযায়ী হইবে।

৩৭৯ ধারা। সেশন আদালত হাই কোর্টের দ্বারা

দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য
হাই কোর্টে অর্পিত হইলে
কার্যপ্রণালীর কথা।

প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় হইবার
জন্য মোকদ্দমা অর্পণ করিলে,
হাই কোর্ট কর্তৃক ঐ আজ্ঞা
দৃঢ় করা গেলে কিম্বা অন্য

আজ্ঞা করা গেলে পর, ঐ কোর্টের উপযুক্ত কর্মচারী
অর্গোণে ঐ হাই কোর্টের মোহরাঙ্কিত ও আপনার
পদসম্পর্কীয় স্বাক্ষরে স্বাক্ষরিত ঐ আজ্ঞার নকল
সেশন আদালতে প্রেরণ করিবেন।

৩৮০ ধারা। (১) আসিস্ট্যান্ট সেশন জজের কি

আসিস্ট্যান্ট সেশন জজের
ও ৩৪ ধারামতে কর্মকারী
মাজিস্ট্রেটের কৃত দণ্ডাজ্ঞা
দৃঢ় করণের কথা।

৩৪ ধারামতে কর্মকারী জিলার
মা জজের কৃত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ়
হইবার জন্য সেশন জজের
বা আডিশনাল সেশন জজের
নিকটে অর্পিত হইলে, উক্ত

জজ —

(ক) ঐ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিতে পারিবেন কিম্বা
নিম্ন আদালত অন্য যে দণ্ডাজ্ঞা করিতে
পারিতেন সেই দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন.
কিম্বা

(খ) অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিয়া নিম্ন আদালত
তাহার যে কোন অপরাধ নির্ণয় করিতে
পারিতেন সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে
পারিবেন কিম্বা সেই কি সংশোধিত
অন্য অভিযোগক্রমে পুনশ্চ বিচার হইবার
বা সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করিতে
পারিবেন কিম্বা

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ করিতে
পারিবেন. কিম্বা

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ কি নির্দোষিতা
সম্বন্ধে কোন বিষয়ের অধিকতর তদন্ত
কি আরো প্রমাণ আবশ্যিক বিবেচনা
করিলে আপনি তদ্রূপ তদন্ত কি প্রমাণ

লইতে পারিবেন কিম্বা তদ্রূপ তদন্ত
লইবার কি প্রমাণ গ্রহণ করিবার আদেশ
দিতে পারিবেন; কিম্বা

(৩) অতিরিক্ত বা অন্য যে কোন আজ্ঞা ন্যায্য
হয় তাহা করিতে পারিবেন।

(২) সেশন আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না
করিলে যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় উক্ত তদন্ত কি
প্রমাণ লওন কালে তাহার উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন
নাই; এবং আসিস্ট্যান্ট সেশন জজ কর্তৃক দণ্ডাজ্ঞা অর্পিত
হইলে উক্ত তদন্ত বা প্রমাণ জুরির কি আসেসরদের
সম্মুখে লওয়া যাইবে না।

(৩) তদন্ত বা প্রমাণ যদি লওয়া হয়, তবে
সেশন আদালত না হইলে ঐ তদন্তের ফল ও প্রমাণ
সার্টিফিকেট দ্বারা উক্ত আদালতে জ্ঞাত করিতে হইবে।

২৮ অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

আজ্ঞা সাধন বিষয়ক বিধি।

৩৮১ ধারা। সেশন আদালতের কৃত প্রাণদণ্ডের

৩৭৬ ধারামত আজ্ঞা-
ক্রমে কার্য করাইবার কথা।

আজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য হাই-
কোর্টে অর্পিত হইলে উক্ত
সেশন আদালত তদুপরি হাই

কোর্টের দৃঢ় করণের বা অন্য আজ্ঞা পাইলে, ওয়ারেন্ট
দিয়া বা অন্য যে উপায় অবলম্বন করা আবশ্যিক হয়
তাহা করিয়া সেই আজ্ঞামতে কার্য করাইবেন।

৩৮২ ধারা। কোন দ্বীলোকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা

অন্তরাপত্যাব প্রাণদণ্ডের
আজ্ঞা গোণে সাধন করি-
বার কথা।

হইলে যদি তাহাকে অন্তরাপত্য
বলিয়া জানা যায় তবে হাই-
কোর্ট গোণে সেই দণ্ডাজ্ঞা
সাধন করিবার আজ্ঞা দিবেন

এবং বিহিত বোধ করিলে দণ্ড পরিবর্তন করিয়া যাব-
জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারি-
বেন।

৩৮৩ ধারা। ৩৮১ ধারায় যাহার বিধান হইয়াছে

অন্যান্তরে দ্বীপান্তর
প্রেরণ কি কারাদণ্ডের আজ্ঞা
সাধনের কথা।

তদন্ত স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির
প্রতি দ্বীপান্তর প্রেরণ কি
কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, যে
জেলে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া

রাখা হয় কিম্বা রাখিতে হইবে, যে আদালত দণ্ডাজ্ঞা
করেন সেই আদালত তৎক্ষণাৎ সেই জেলে ওয়ারেন্ট
পাঠাইবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই জেলে আবদ্ধ
না থাকিলে, ওয়ারেন্টের সঙ্গে তাহাকেও উক্ত জেলে
পাঠাইবেন।

৩৮৪ ধারা। বন্দী যে জেলে কি অন্য স্থানে আবদ্ধ

সাধনার্থ ওয়ারেন্টের
শিরোনামার কথা।

আছে কি থাকিবে, সেই জেলের
কি অন্য স্থানের অধ্যক্ষের
নামে কারাদণ্ড সাধন করিবার

প্রত্যেক ওয়ারেন্ট দেওয়া যাইবে।

৩৮৫ ধারা। বন্দীকে যদি জেলে আবদ্ধ রাখিতে হয় কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারন্ট ওয়ারন্ট যাহাকে দিতে হইবে তাহাব কথা। জেলরের হাতে দেওয়া যাইবে।

৩৮৬ ধারা। অপরাধীর অর্থদণ্ড দিবার আজ্ঞা হইলে অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে অপরাধীর কারাদণ্ড হইবার আজ্ঞা হইলেও, যে আদালত ঐ দণ্ডের আজ্ঞা করিলেন সেই আদালত স্বীয় বিবেচনামতে অপরাধীর অস্থাবর কোন সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়করণ দ্বারা ঐ টাকা আদায় করিবার ওয়ারন্ট প্রচার করিতে পারিবেন।

৩৮৭ ধারা। যে আদালত ঐ ওয়ারন্ট প্রচার করেন ঐ ওয়ারন্টে ফলেব কথা। তদনুযায়ী কার্য করা যাইতে পারিবে এবং অপরাধীর কোন অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত আদালতের বিচারার্থীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে থাকিলে সেই স্থান যে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের বা প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের বিচারার্থীন তিনি ওয়ারন্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে তাহার সেই সম্পত্তির ক্রোক ও বিক্রয় হয় ঐ ওয়ারন্টে এই অমুমতি থাকিবে।

৩৮৮ ধারা। (১) অপরাধীর প্রতি কেবল অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে ও অর্থদণ্ড না দেওয়াতে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে এবং আদালত ৩৮৬ ধারামতে পরওয়ানা বাহির করিলে ঐ পরওয়ানা ফিরিয়া আনিবার নিরূপিত দিনে অপরাধী উক্ত আদালতের সম্মুখে যে উপস্থিত হইবে আদালতের বিবেচনামতে জামিন সহিত কি জামিন বিনা এই নিয়মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলে, আদালত কারাদণ্ডের আজ্ঞা সাধন স্থগিত রাখিয়া অপরাধীকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন। নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার সময়াবধি ঐ পরওয়ানা ফিরিয়া আনিবার পনের দিনের অধিক সময় নিরূপণ হইবে না। অর্থদণ্ড আদায় না হইলে আদালত অবিলম্বে কারাদণ্ডের আজ্ঞা সাধন করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

(২) যে স্থলে কোন জরিমানা বা অর্থদণ্ড নির্ধারিত করা হইয়াছে ও তাহা আদায় না হইলে কারাদণ্ড করা যাইতে পারে এই ধারার বিধান সেই স্থল সম্বন্ধেও থাকিবে।

৩৮৯ ধারা। যে জজ কি মাজিস্ট্রেট দণ্ডাজ্ঞা করেন তিনি অথবা তাহার উত্তরপদধারী দণ্ডাজ্ঞা সাধনের ওয়ারন্ট দিতে পারিবেন।

৩৯০ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কেবল কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, আদালতের আদেশমত স্থানে ও সময়ে উক্ত দণ্ডাজ্ঞানুযায়িক কার্য হইবে।

৩৯১ ধারা। (১) যে মোকদ্দমায় আপীল হইতে পারে এমত মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির কারাদণ্ডের সহিত কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ দণ্ডাজ্ঞার তারিখ অবধি পঞ্চদশ দিন গত না হইলে কিম্বা তৎকালের মধ্যে যদি আপীল হইয়া থাকে তবে আপীল আদালত ঐ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় না করিলে কশাঘাত করিতে হইবে না ; কিন্তু সেই পঞ্চদশ দিন গত হইলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে কশাঘাত দণ্ড হইবে, কিম্বা যদি আপীল হইয়া থাকে তবে আপীল আদালতের সেই দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় করণ-সূচক আজ্ঞা পাইলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে দণ্ড হইবে।

(২) জজ কি মাজিস্ট্রেট সাহেব আপনার সম্মুখে দণ্ড দিবার আজ্ঞা না করিলে, জেলের অধ্যক্ষের সম্মুখে কশাঘাত দণ্ড দেওয়া যাইবে।

(৩) যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কারাদণ্ডান্তিরিক্ত কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হয় সেই স্থলে কারাদণ্ডের কাল তিন মাসের কম হইবে না।

৩৯২ ধারা। (১) ১৬ বৎসরের কি তাহার উর্দ্ধ বয়সের ব্যক্তির সেই দণ্ডের আজ্ঞা হইলে তাহার ব্যাস অনু্যন আধ হাঁধি এরূপ পাতলা বেত দ্বারা স্থানীয় গবর্নমেন্ট যেরূপে ও শরীরের যে স্থানে কশাঘাত করিবার আদেশ করেন তদনুসারে ঐ দণ্ড হইবে। অপরাধী ষোল বৎসরের ন্যূন বয়স্ক হইলে পাঠশালার শাসনের ন্যায় লঘুবেত্রে প্রহার হইবে।

আঘাতের উর্দ্ধ সংখ্যার (২) কোন স্থলে উক্ত দণ্ড ৩০ যার অধিক হইবে না।

৩৯৩ ধারা। কশাঘাত দণ্ড ভাগ ২ করিয়া সাধন করিতে হইবে না ; এবং নিম্ন-লিখিত ব্যক্তিদের কাহারও কশাঘাত দণ্ড হইবে না, যথা

মুক্ত থাকার কথা। (ক) স্ত্রীলোকদের,

(খ) যে পুরুষদের প্রাণদণ্ড বা দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড বা দণ্ডরূপ পরিশ্রম বা পাঁচ বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহাদের।

(গ) যে পুরুষদিগকে আদালত পঁয়তাল্লিশ বৎসরের অধিক বয়স্ক বিবেচনা করেন সেই পুরুষদের।

৩৯৪ ধারা। (১) শরীরের স্বাস্থ্য বিবেচনায় অপরাধী ঐ দণ্ড সহ্য করিতে পারে চিকিৎসক বর্তমান থাকিয়া ইহার সার্টিফিকেট দিলে কিম্বা চিকিৎসক না থাকিলে তৎস্থানে উপস্থিত মাজিস্ট্রেট কি কর্মচারী এইরূপ বোধ করিলে ঐ কশাঘাত দণ্ড সাধন হইবে, নতুবা নয়।

(২) কশাঘাত করা যাইতেছে এমন সময়ে অপরাধী শরীরগতিক বিবেচনায় তাহার দণ্ডসাধন স্থগিত হইবার কথা।
আর প্রহার সহ্য হয় না চিকিৎসক ইহা সংশ্লিষ্টরূপে কহিলে কিম্বা মাজিস্ট্রেট কি যে কর্মচারী উপস্থিত থাকেন তিনি এমত বোধ করিলে দণ্ড একবারে স্থগিত করা হইবে।

৩২৫ ধারা। (১) ৩২৪ ধারামতে কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াও তাহা সম্পূর্ণরূপে কিম্বা তাহার একাংশ হইবার বাধা হইলে, যে আদালত ঐ দণ্ডের আজ্ঞা করেন সেই আদালত যতকাল ঐ দণ্ডজ্ঞা সংশোধন না করেন ততকাল অপরাধীকে হেফাজতে রাখিতে হইবে : ও সেই আদালত স্বীয় বিবেচনামতে দণ্ডজ্ঞা রহিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা কশাঘাত দণ্ডের পরিবর্তে কিম্বা ঐ দণ্ডের যে অংশ দেওয়া যাইতে পারে নাই তৎপরিবর্তে তাহার বার মাসের অনধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এমন স্থলে সেই অপরাধের নিমিত্তে কশাঘাত ভিন্ন অপরাধীর অন্য দণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ কারাদণ্ড তদতিরিক্ত হইবে।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি আইনমতে যত কালের কারাদণ্ডের যোগ্য কিম্বা কোন আদালত যত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে সক্ষম এই ধারীর কোন কথাক্রমে উক্ত আদালতের প্রতি তদধিক কারাদণ্ড দিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৩২৬ ধারা। (১) পলাতক বন্দির প্রতি এই আইনমতে প্রাণদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের কি কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে পূর্বাঙ্কিত বিধানের নিয়মাধীনে তৎক্ষণাৎ ঐ দণ্ডের আজ্ঞামতে কার্য হইবে এবং কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে নিম্নলিখিত বিধিক্রমে কার্য হইবে :—

(২) পলাতক বন্দী যে দণ্ড ভোগ হইতে পলায়ন করে, তদপেক্ষা কঠিন প্রকারের দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, তৎক্ষণাৎ ঐ মূল্য দণ্ডের আজ্ঞামতে কার্য হইবে।

(৩) বন্দী যে দণ্ড ভোগ হইতে পলায়ন করে নূতন দণ্ডের আজ্ঞা তদপেক্ষা কঠিন প্রকারের না হইলে পলায়ন সময়ে তাহার সেই পূর্ব কারাদণ্ড কিম্বা স্থল বিশেষে দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ভোগের যত কাল থাকি ছিল আর ততকাল ঐ দণ্ডভোগের পরে ঐ নূতন দণ্ডের আজ্ঞামতে কার্য হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার কার্যপক্ষে—
(ক) কারাদণ্ডের অপেক্ষা দ্বীপান্তর প্রেরণ কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের আজ্ঞা কঠিন জ্ঞান হইবে।
(খ) নির্জনে কারাবদ্ধ হওনের আজ্ঞা বিনা যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয়, তদপেক্ষা নির্জনে

কারাবদ্ধ হওন সহিত সেই প্রকারের কারাদণ্ডের আজ্ঞা কঠিন জ্ঞান হইবে ; ও
(গ) নির্জনে কারাবদ্ধ হওনের আজ্ঞা সহিত কি তদ্বিনা সামান্য কারাদণ্ড অপেক্ষা কঠোর কারাদণ্ডের আজ্ঞা কঠিন জ্ঞান হইবে।

৩২৭ ধারা। কোন ব্যক্তি কারাদণ্ড কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ভোগ করিতেছে এমন সময়ে যদি আবার দণ্ডজ্ঞা হইয়া তাহার কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের কিম্বা দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হয়, তবে পূর্ব আজ্ঞামতে কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের মিয়াদ ফুরাইলে ঐ দ্বিতীয় কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আরম্ভ হইবে।

কিন্তু যৎকালে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে তৎকালে তাহার অন্য অপরাধ প্রমাণ হইয়া দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, সেই দণ্ডভোগ অর্গোণেই অথবা পূর্ব আজ্ঞামতে কারাদণ্ডের মিয়াদ ফুরাইলে পর আরম্ভ হইবে, কোর্ট স্বীয় বিবেচনামতে ইহার একতর আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৩২৮ ধারা। (১) পূর্ব কি পশ্চাত্ত্বিত অপরাধ নির্ণয়ক্রমে কোন ব্যক্তি যে দণ্ডের যোগ্য হয়, ৩২৬ কি ৩২৭ ধারার কোন কথা দ্বারা তাহার কোন অংশ ক্ষমা করা হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

(২) মূল কারাদণ্ডের কিম্বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের নিমিত্ত দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের আজ্ঞার সঙ্গে সংযুক্ত অর্থদণ্ড না দেওয়াতে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, এবং যে ব্যক্তি সেই মূল দণ্ড ভোগ করিতেছে ঐ দণ্ডজ্ঞা সাধন হইলে পর তাহার আর এক কি অধিক মূল কারাদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ড ভোগ করিতে হইলে, সেই ব্যক্তির ঐ এক কি অধিক মূল দণ্ড ভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড না দেওয়াতে যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহা ফলবৎ করা যাইবে না।

৩২৯ ধারা। (১) কোন অপরাধের নিমিত্তে কোর্টদ্বারা আদালত কর্তৃক পনের বৎসরের নূন বয়সের কোন ব্যক্তির কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, তাহাকে অপরাধীদের কারাগারে বদ্ধ না করা হইয়া চরিত্র সংশোধনার্থ যে আলয়ে উপযুক্তমত শাসন করিবার ও উপকারজনক কোন শিক্ষাবিদ্যা শিক্ষা করিবার সুপায় থাকে, স্থায়ী গবর্নমেন্ট এমত যে সংশোধনালয় বালকদের বদ্ধ থাকায় উপযুক্ত স্থান বলিয়া স্থাপন করেন, অথবা তদ্রূপ যে আলয়ের কর্তা তৎকার বদ্ধ ব্যক্তিদের শাসন ও পাল-

নাদি বিষয়ে গবর্নমেন্টের বিধিমতে কার্য্য করিতে সম্মত হন, ঐ আদালত উক্ত অপরাধী বালকের সেই স্থানে বদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) যাহারা এই ধারামতে বদ্ধ হয়, তাহারা তদ্রূপে নির্দিষ্ট বিধির অধীন থাকিবে।

(৩) এই ধারার কিছা ৩৯৭ ও ৩৯৮ ধারার কোন কথাক্রমে চরিত্র সংশোধনার্থ বিদ্যালয় বিষয়ক ১৮৯৭ সালের আইনের বিধানের কোন বিঘ্ন হইবে না।

৪০০ ধারা। দণ্ডাজ্ঞামত কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সাধন করা গেলে পর, যে কর্মচারী তাহা সাধন করিলেন তিনি তাহা যেরূপে সাধন করা গিয়াছে ওয়ারন্টের পৃষ্ঠে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া যে আদালত হইতে ওয়ারন্ট বাহির হয় সেই আদালতে ফিরাইয়া পাঠাইবেন।

দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইলে ওয়ারন্ট ফিরাইয়া পাঠাইবার কথা।

২৯ উনত্রিংশ অধ্যায়।

দণ্ড স্থগিত রাখিবার ও ক্ষমা করিবার ও পরিবর্তন করিবার বিধি।

৪০১ ধারা। (১) কোন অপরাধের নিমিত্তে কোন ব্যক্তির দণ্ডের আজ্ঞা হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর-জেনরল সাহেব কিছা স্থানীয় গবর্নমেন্ট কোন সময়ে নিয়ম ব্যতিরেকে কিছা ঐ ব্যক্তি যে নিয়ম গ্রাহ্য করে এমত নিয়ম করিয়া সেই দণ্ডাজ্ঞা সাধন স্থগিত করিতে কি তৎপ্রতি যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় সেই সম্পূর্ণ দণ্ড বা তাহার এক অংশ ক্ষমা করিতে পারিবেন।

দণ্ড স্থগিত রাখিবার কি ক্ষমা করিবার ক্ষমতাব কথা।

(২) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অথবা স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিকটে দণ্ড স্থগিত কি ক্ষমা করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করা গেলে, যে আদালতের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় হয়, কিছা যে আদালত কর্তৃক ঐ অপরাধ নির্ণয় দৃঢ় করা যায় মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব কি, স্থলবিশেষ, স্থানীয় গবর্নমেন্ট সেই আদালতের কর্তৃপক্ষকে উক্ত প্রার্থনা গ্রাহ্য করা উচিত কি না এই বিষয়ে আপনার মত ঐ মতের যেরূপ হেতু থাকে তাহা লিখিয়া পাঠাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

(৩) যে কোন নিয়মে কোন দণ্ড স্থগিত বা ক্ষমা করা যায় মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের কিছা স্থলবিশেষে স্থানীয় গবর্নমেন্টের বিবেচনায় সেই নিয়ম পালিত হয় নাই বোধ হইলে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব কিছা স্থানীয় গবর্নমেন্ট সেই স্থগিত করণ কি ক্ষমা রহিত করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যে ব্যক্তির অমুকূলে দণ্ড

স্থগিত হইয়াছে বা ক্ষমা করা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি মুক্ত থাকিলে কোন পৌলীল কর্মচারী তাহাকে ওয়ারন্ট বিনা ধরিতে পারিবেন এবং দণ্ডের অবশিষ্ট অংশ ভোগ করিবার জন্য তাহাকে ফিরিয়া পাঠান যাইতে পারিবে।

(৪) এই ধারামতে যে নিয়মে দণ্ড স্থগিত কি ক্ষমা করা যায়, সেই নিয়ম যে ব্যক্তির অমুকূলে দণ্ড স্থগিত কি ক্ষমা করা হয়, সেই ব্যক্তি কর্তৃক পালনীয় নিয়ম হইতে পারিবে, অথবা তাহার ইচ্ছাধীন নহে এরূপ নিয়ম হইতে পারিবে।

(৫) শ্রীশ্রীমতী মহারানীর ক্ষমা করিবার কি দণ্ড গোণ কি স্থগিত করিবার কিছা দণ্ড হইতে মুক্ত করিবার যে অধিকার আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার ব্যাঘাত হইল এমন জ্ঞান করিতে হইবে না।

(৬) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব ও স্থানীয় গবর্নমেন্ট সাধারণ বিধি বা বিশেষ আজ্ঞাক্রমে দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত করণ সম্বন্ধে ও যে সকল নিয়মে দরখাস্ত দিতে হইবে ও তাহা লইয়া কার্য্য হইবে তৎসম্বন্ধে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৪০২ ধারা। কোন ব্যক্তির নিম্নলিখিত কোন দণ্ডের আজ্ঞা হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব কিছা স্থানীয় গবর্নমেন্ট ঐ ব্যক্তির সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া কোন দণ্ডের পরিবর্তে তৎপশ্চাত্তুলিখিত অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

দণ্ড পরিবর্তন করিবার ক্ষমতাব কথা।

প্রাণদণ্ড, দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড, দণ্ডরূপ পরিশ্রম, ঐ ব্যক্তির যত কারাদণ্ড হইতে পারিত তাহার অনধিক কালের কাঠোর কারাদণ্ড, এরূপ কালের নিমিত্ত সামান্য কারাদণ্ড, অর্ধদণ্ড।

৩০ ত্রিংশ অধ্যায়।

পূর্ব নিদোষ নিরূপণ কি অপরাধ নির্ণয় বিষয়ক বিধি।

৪০৩ ধারা। (১) কোন অপরাধের নিমিত্তে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালত কর্তৃক কোন ব্যক্তির একবার বিচার হইয়া তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে কিছা তাহাকে নির্দোষী করা গেলে, যত কাল সেই অপরাধ নির্ণয়ের কিছা নির্দোষ করণের আজ্ঞা প্রবল থাকে, তত কাল সেই অপরাধহেতুক, কিছা ২৩৬ ধারামতে তাহার নামে সেই রক্তান্তমূলক অন্য যে অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিত কিছা ২৩৭ ধারামতে তাহার যে অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিত, এমত অন্য কোন অপরাধহেতুক তাহার পুনর্বিচার হইতে পারিবে না।

যে ব্যক্তি একবার অপরাধী কি নির্দোষী বলিয়া নির্ণয় হইল তাহার সেই অপরাধে পুনর্বিচার হইবার কথা।

(২) কোন ব্যক্তির কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে কিম্বা তাহাকে নির্দোষী করা গেলে, পর, যদি সেই বিচারকালে ২৩৫ ধারার ১ প্রকরণমতে তাহার নামে কোন অপরাধহেতুক স্বতন্ত্র অভিযোগ হইতে পারিত, তবে পশ্চাৎ সেই অপরাধের নিমিত্ত তাহার বিচার হইতে পারিবে।

(৩) কোন ক্রিয়া সম্পর্কে যে অপরাধ হয় কোন ব্যক্তির সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে, সেই ক্রিয়া হইতে যে ফল উৎপন্ন হয় যদি ঐ ক্রিয়া সহযোগে সেই ফলটি ঐ অপরাধ হইতে ভিন্ন অপরাধ হয়, তবে যে সময়ে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইল সেই সময়ে সে ফল না হইয়া থাকিলে, কিম্বা হইলেও আদালত তাহা অবগত না থাকিলে, শেষোক্ত অপরাধহেতুক সেই ব্যক্তির পশ্চাৎ বিচার হইতে পারিবে।

(৪) কোন ক্রিয়ামূলক কোন অপরাধে কোন ব্যক্তিকে নির্দোষ করা গেলে কিম্বা তাহার অপরাধ নির্ণয় হইলে পর যদি ঐ ব্যক্তি সেই ক্রিয়ামূলক অন্য কোন অপরাধ করিয়া থাকে ও যে আদালত প্রথমে তাহার বিচার করিয়াছিলেন পশ্চাৎ ঐ ব্যক্তির সেই অন্য অপরাধের অভিযোগে সেই আদালত তাহার বিচার করিতে সক্ষম না হন তবে পূর্বে নির্দোষী করা গেলেও কি অপরাধ নির্ণয় হইলেও সেই অন্য অপরাধহেতুক পশ্চাৎ তাহার নামে অভিযোগ ও তাহার বিচার হইতে পারিবে।

(৫) এই ধারার কোন কথা ক্রমে সাধারণ ধারা বিষয়ক ১৮৯৭ সালের আইনের ২৬ ধারার কিম্বা এই আইনের ১৮৮ ধারার বিধানের ব্যাঘাত হইবে না।

ব্যাখ্যা।—নালিশ ডিসমিস করা গেলে, কিম্বা ২৪৯ ধারামতে কার্য্যাহুষ্ঠান স্থগিত করা গেলে, কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া গেলে কিম্বা ২৭৩ ধারামতে অভিযোগপত্রে কোন কথা লেখা গেলে, তাহা এই ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ী নির্দোষ করণ হয় না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ চাকর হইয়া চুরি করিয়াছে এই অভিযোগে বিচার হইয়া তাহাকে নির্দোষ করা গেল। তাহা হইলে ঐ নির্দোষ করণের আজ্ঞা প্রবল থাকিতে আনন্দের নামে সেই রক্তান্ত ধরিয়া চাকর স্বরূপ চুরি করিবার কি কেবল চুরি করিবার কি অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিবার জন্য অভিযোগ হইতে পারিবে না।

(খ) বধকরণাভিযোগে আনন্দের বিচার হইয়া তাহাকে নির্দোষ করা গেল। তৎকালে দস্যুতার অভিযোগ হয় নাই কিন্তু যে সময়ে বধ করা হয় সেই সময়ে আনন্দ দস্যুতাও করিয়াছিল রক্তান্তদ্বারা ইহা দৃষ্ট হইলে, তৎপশ্চাৎ তাহার নামে দস্যুতা করণা-রাধের অভিযোগ ও সেই অভিযোগমতে তাহার বিচার হইতে পারিবে।

(গ) গুরুতর পীড়া জন্মাইবার অভিযোগে আনন্দের বিচার হইয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় হইল। যে ব্যক্তি পীড়া পায় পশ্চাৎ সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইলে অপরাধ-ঘটিত নরহত্যার নালিশে আনন্দের আবার বিচার হইতে পারিবে।

(ঘ) বলরামকে দোষঘটিত নরহত্যা করণাপরাধে আনন্দের নামে সেশন আদালতে অভিযোগ হইয়া ঐ অপরাধ নির্ণয় হইল। তৎপরে সেই রক্তান্ত ধরিয়া বলরামকে বধ করণাভিযোগে তাহার বিচার হইতে পারিবে না।

(ঙ) আনন্দ ইচ্ছাপূর্বক বলরামের পীড়া জন্মাইয়াছে বলিয়া প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট তাহার নামে অভিযোগ করিয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় করিলেন। তৎপরে সেই রক্তান্ত ধরিয়া এই ধারার ৩ প্রকরণানু-যায়ী মোকদ্দমা না হইলে, ইচ্ছাপূর্বক বলরামের গুরুতর পীড়া জন্মাইবার নিমিত্তে আনন্দের পুনশ্চ বিচার হইতে পারিবে না।

(চ) আনন্দ বলরামের গাত্র হইতে দ্রব্য চুরি করে বলিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট তাহার নামে অভি-যোগ করিয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় করিলেন। সেই রক্তান্ত ধরিয়া আনন্দের নামে পুনশ্চ দস্যুতা করণের অভিযোগ হইয়া তাহার বিচার হইতে পারিবে।

(ছ) আনন্দ বলরাম ও চন্দ্র দিননাথের উপর দস্যুতা করিয়াছে বলিয়া প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট তাহাদের নামে অভিযোগ করিয়া তাহাদের অপরাধ নির্ণয় করিলেন। তৎপরে সেই রক্তান্ত ধরিয়া আন-ন্দের ও বলরামের ও চন্দ্রের নামে ডাকাইতী করিবার অভিযোগ হইয়া তাহার বিচার হইতে পারিবে।

(জ) একই রক্তান্ত ধরিয়া দুইটি বিভিন্ন অপরাধে আনন্দের নামে অভিযোগ হইয়া তাহার একটি অপ-রাধ নির্ণয় হয় ও অপর অপরাধে তাহাকে নির্দোষ করা যায়। যে অপরাধে তাহাকে নির্দোষ করা হইয়াছে আপীল আদালত তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন এবং তাহার যে অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে সেই অপরাধে তাহাকে নির্দোষ করিতে পারিবেন।

সপ্তম খণ্ড।

আপীল ও অর্পণ ও সংশোধন করণের বিধি।

৩১ একত্রিংশ অধ্যায়।

আপীলের বিধি।

৪০৪ ধারা। এই আইনমতে কিম্বা অন্য যে আইন

যৎকালে চলিত থাকে সেই
আইন মতে আপীল করিবার
বিধান না থাকিলে, ফৌজদারী
আদালতের কোন নিষ্পত্তির
কি আজ্ঞার উপর আপীল হইবে না।

৪০৫ ধারা। সম্পত্তি বা তাহার বিরুদ্ধে পঞ্জীকৃত আইবার বিমিত্ত কোন ব্যক্তির

কোনকর্তৃক সম্পত্তি ফিরিয়া আইবার প্রার্থনাপত্র অথবা কবিবার আঞ্জার উপর আপীলের কথা।

৪০৬ ধারা। কোন আদালত অগ্রাহ্য করিলে, ঐ আদালতের দণ্ডাজ্ঞার উপর

সামন্যতঃ যে আদালতে আপীল হয় ঐ ব্যক্তি সেই আদালতে আপীল করিতে পারিবেন।

৪০৬ ধারা। জিলার মাজিস্ট্রেট কি প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট ভিন্ন অন্য কোন

দণ্ডাচারণের জামিন দিবার আঞ্জার উপর আপীল করিবার কথা।

৪০৭ ধারা। কোন ব্যক্তিকে ১১৮ ধারামতে সদাচারণ করিবার জামিন দিতে বা পোলাসের

তত্ত্বাবধানস্থানে স্থাপিত হইতে আঞ্জা করিলে সে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল করিতে পারিবে।

৪০৭ ধারা। (১) দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিস্ট্রেটের বিচারক্রমে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে

দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

কিছা ৩৪৯ ধারামতে দ্বিতীয় শ্রেণীর মহকুমার মাজিস্ট্রেটের

দ্বারা কোন ব্যক্তির দণ্ডের আঞ্জা হইলে, সেই ব্যক্তি জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল করিতে পারিবে।

(২) জিলার মাজিস্ট্রেট এই ধারামতে কোন আপীল কি কোন শ্রেণীর আপীল

প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের প্রতি আপীল হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

আপনার অধীন যে কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট স্থানীয় গবর্ন-মেন্ট হইতে তদ্রূপ আপীল

শুনিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন সেই মাজিস্ট্রেট শুনিবেন বলিয়া আঞ্জা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে উক্ত আপীল বা উক্ত শ্রেণীর আপীল ঐ অধীন মাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে, কিছা জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট পূর্বে উপস্থিত করা গিয়া থাকিলে, উক্ত অধীন মাজিস্ট্রেটের প্রতি হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হইবে। ঐরূপে যে কোন আপীল বা যে কোন শ্রেণীর আপীল উপস্থিত করা বা হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায় জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব তদ্রূপ কোন মাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে তাহা উঠাইয়া লইতে পারিবেন।

৪০৮ ধারা। কোন ব্যক্তি আসিফাণ্ট সেশন জজের বা জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের

আসিফাণ্ট সেশন জজ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের আঞ্জার উপর আপীলের কথা।

কিছা প্রথম শ্রেণীর অন্য মাজিস্ট্রেটের বিচারে অপরাধী নির্ণয় হইলে, কিছা প্রথম শ্রেণীর

মাজিস্ট্রেটের দ্বারা ৩৪৯ ধারামতে কোন ব্যক্তির দণ্ডের আঞ্জা হইলে, সেই ব্যক্তি সেশন আদালতে আপীল করিতে পারিবেন।

কিছা (ক) কোন মোকদ্দমায় আসিফাণ্ট সেশন জজ বা জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব। যে দণ্ডের আঞ্জা করেন তাহা সেশন আদালতের দৃঢ় করণ অপেক্ষা থাকিলে ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার আপীল হাই কোর্টে হইবে; কিন্তু যাবৎ সেশন আদালত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না করেন তাবৎ উপস্থিত করা যাইবে না।

(খ) তদ্রূপে কোন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার অপরাধ নির্ণয় হইলে সেই ব্যক্তি স্বচ্ছক্রমে সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিবেন।

৪০৯ ধারা। সেশন আদালতে কিছা সেশন জজ সাহেবের নিকটে যে আপীল করা যায় তাহা সেশন জজ সাহেব কি আডিশনাল সেশন জজ সাহেব শুনিবেন।

সেশন আদালতে আপীল করিতে শুনিয়া যাইবে তাহাও কথা।

৪১০ ধারা। সেশন জজ সাহেবের কিছা আডিশনাল সেশন জজ সাহেবের বিচারে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে সে হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিবে।

সেশন আদালতের দণ্ডের উপর আপীলের কথা।

৪১১ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের বিচারমতে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়া ছয় মাসের অধিক কারাদণ্ডের কিছা দুইশত টাকার অধিক অর্থদণ্ডের আঞ্জা হইলে ঐ ব্যক্তি হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিবে।

প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৪১২ ধারা। পূর্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজ দোষ স্বীকার করে ও ক্ষমতাসারে সেশন আদালত কি কোন মাজিস্ট্রেট তাহার অপরাধ নির্ণয় করেন, সেই স্থলে ঐ দণ্ডাজ্ঞার পরিমাণ কিছা ঐ দণ্ডাজ্ঞা আইন সিদ্ধ কি না এই বিষয় লইয়া আপীল হইতে পারিবে নতুবা আপীল নাই।

অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ স্বীকার করিলে কোন স্থলে আপীল না হইবার কথা।

৪১৩ ধারা। পূর্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও, সেশন আদালত কিছা জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব বা প্রথম শ্রেণীর অন্য মাজিস্ট্রেট যে মোকদ্দমায় কেবল এক মাসের অনধিক কারাদণ্ডের কি কেবল পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের কি কেবল কশাখাত দণ্ডের আঞ্জা করেন, সেই মোকদ্দমায় আপীল নাই।

কুড়ং মোকদ্দমায় আপীল না হইবার কথা।

ব্যাখ্যা।—মূলদণ্ডের মধ্যে কারাদণ্ডের আঞ্জা না হইয়া যদি উক্ত আদালত, কি মাজিস্ট্রেট অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়া প্রযুক্ত কারাদণ্ডের আঞ্জা করেন, তবে তাহার উপর আপীল নাই।

৪১৩ ধারা। পূর্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও, সরাসরীমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে কোন ক্ষেত্রে তাহার উপর আপীল না হইবার কথা। কোন মাজিস্ট্রেট ২৬০ ধারামতে কার্য্য করিবার ক্ষমতাপন্ন হইয়া সরাসরীমতে যে কোন মোকদ্দমার বিচার করিয়া কেবল শিল্প মাসের অনধিক কারাদণ্ডের কিম্বা কেবল ২০০ টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের কিম্বা কেবল কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা করিলে সেই আজ্ঞার উপর আপীল নাই।

৪১৫ ধারা। ৪১৩ কি ৪১৪ ধারার উল্লিখিত কোন দণ্ডের আজ্ঞা দ্বারা ৪১২ ধারার উল্লিখিত কোন দুই কি তদধিক দণ্ড সংযোগ করা গেলে তাহার উপর আপীল হইতে পারিবে; কিন্তু যে দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রকারান্তরে আপীল হইতে পারিত না, যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে তাহার প্রতি শাস্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দবার আজ্ঞা হইয়াছে বলিয়া সেই দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা।— অর্থদণ্ড না দেওয়াতে যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহা এই ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ী দুই কি তদধিক দণ্ড সংযোগ করিবার দণ্ডাজ্ঞা নহে।

৪১৬ ধারা। ৩৩ অধ্যায়মতে ইউরোপীয় রুটিষ প্রজাদের যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহার প্রতি ৪১৩ ও ৪১৪ ধারার কোন বিধান খাটিবে না। ইউরোপীয় রুটিষ প্রজাদের দণ্ডের আজ্ঞা বর্জিত হইবার কথা।

৪১৭ ধারা। হাই কোর্ট ভিন্ন অন্য কোন আদালত কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে নির্দোষ করণের আদিম কি আপীলী আজ্ঞা হইলে স্থানীয় গবর্নমেন্ট রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি এই আজ্ঞার উপর হাই কোর্টে আপীল উপস্থিত করিবার আদেশ করিতে পারিবেন। নির্দোষ কবণের আজ্ঞার উপর গবর্নমেন্টের পক্ষে আপীল করিবার কথা।

৪১৮ ধারা। আইনঘটিত বিষয় ধরিয়া যেমন আপীল হইতে পারে, র্তাহার ষটিত বিষয় ধরিয়াও তেমনই আপীল হইতে পারিবে। কিন্তু জুরির সহযোগে বিচার হইলে কেবল আইনঘটিত বিষয় ধরিয়া আপীল গ্রহণ হইতে পারিবে। কোন বিষয়ে আপীল গ্রহণ হইতে পারিবে তাহার কথা।

ব্যাখ্যা।— দণ্ডাজ্ঞার কঠোরতার কথা এই ধারার কার্য্যপক্ষে আইনঘটিত বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে।

৪১৯ ধারা। লিখিত দরখাস্ত দিয়া আপেলান্ট বা তাহার উকীল আপীল উপস্থিত করিবেন এবং যে আদালতে উপস্থিত করা যায় সেই আদালত প্রকারান্তরে আজ্ঞা না করিলে তদ্রূপ আপীলের যে প্রত্যেক দরখাস্ত দেওয়া যায় যে নিষ্পত্তির কি আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার নকল ও জুরির বিচারিত মোকদ্দমা হইলে ৩৬৭ ধারামতে উপদেশ

বাক্যের যে মূল কথা লেখা যায় তাহার নকলও সেই দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

৪২০ ধারা। আপেলান্ট কারাবদ্ধ থাকিলে, সে আপীলের দরখাস্ত ও তাহার সহিত যে নকল দিতে হয় সেই নকল জেলের অধ্যক্ষকে দিতে পারিবে। তিনি তাহা পাইলে উপযুক্ত আপীল আদালতে সেই দরখাস্ত ও নকল পাঠাইবেন। আপেলান্ট কারাবদ্ধ থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪২১ ধারা। (১) আপীল আদালত ৪১৯ কি ৪২০ ধারামতে দরখাস্ত ও নকল পাইলে পর তাহা পাঠ করিয়া হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত কারণ নাই জ্ঞান করিলে সরাসরীমতে আপীল ডিসমিস করিতে পারিবেন।

কিন্তু আপীলের পোষকতার আপেলান্টের কিম্বা তাহার উকীলের কথা শুনিবার যুক্তিসঙ্গত সময় না দিয়া ৪১৯ ধারামতে উপস্থিত করা কোন আপীল ডিসমিস করা যাইবে না।

(২) এই ধারামতে আপীল ডিসমিস করিবার পূর্বে আদালত মোকদ্দমার কাগজপত্র আনাইতে পারিবেন কিন্তু আনাইতেই যে হইবে এমত নয়।

৪২২ ধারা। আপীল আদালত সরাসরীমতে আপীল ডিসমিস না করিলে আপেলান্টকে বা তাহার উকীলকে ও এতদর্থে স্থানীয় গবর্নমেন্ট যে কর্মচারী নিযুক্ত করেন তাহাকে সেই আপীল শুনিবার দিনের ও স্থানের নোটিস দেওয়াইবেন ও এই কর্মচারির প্রার্থনামতে তাহাকে আপীলের হেতুবাদের এক কেরা নকল দিবেন। আপীল শুনিবার নোটিসের কথা।

এবং ৪১৭ ধারামতে আপীল হইলে আপীল আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকেও তদ্রূপ নোটিস দেওয়াইবেন।

৪২৩ ধারা। (১) এই মোকদ্দমা ঘটিত কাগজপত্র আপীল আদালতে না থাকিলে এই আদালত তাহা আনাইয়া পাঠ করিলে পর, ও আপেলান্ট কি তাহার উকীল উপস্থিত থাকিলে তাহার কথা শুনিলে পর, ও রাজকীয় অভিযোক্তাও উপস্থিত থাকিলে তাহার কথা শুনিলে পর, এবং ৪ ৭ ধারামতে আপীল হইলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহার কথা শুনিলে পর হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত কারণ নাই এরূপ বিবেচনা করিলে আপীল অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন, কিম্বা

(ক) নির্দোষ নির্ণয়ের আজ্ঞার উপর আপীল হইলে উক্ত আজ্ঞা অন্যথা করিয়া আরো তদন্তের কিম্বা স্থল বিশেষে অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনর্বিচার কি বিচারার্থে সম্বর্পণ হইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

অথবা তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার উপর আইনমত দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(খ) অপরাধ নির্ণয়ের আপীল হইলে, (১) উক্ত অপরাধ নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা অন্যথা করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষী করিতে বা ছাড়িয়া দিতে অথবা ঐ আপীল আদালতের অধীন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতের দ্বারা তাহার পুনর্বিচার বা বিচারার্থে সমর্পণ হইবার আদেশ দিতে পারিবেন, অথবা (২) দণ্ডাজ্ঞা স্থিরতর রাখিয়া সেই নির্ণয় পরিবর্তন করিতে কিম্বা নির্ণয় পরিবর্তন করিয়া কি না করিয়া যে দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে তাহা কম করিতে পারিবেন, অথবা (৩) তদ্রূপ কম করিয়া কি না করিয়া ও নির্ণয় পরিবর্তন করিয়া কি না করিয়া যে দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে তাহার তাব পরিবর্তন করিতে পারিবেন কিন্তু এক্ষেপে করিতে হইবে যেন তাহার স্বাধীনতা না হয়।

(গ) অন্য কোন আজ্ঞার উপর আপীল হইলে ঐ আজ্ঞা পরিবর্তন কি অন্যথা করিতে পারিবেন।

(ঘ) কলস্বরূপ বা আনুষঙ্গিক যে কোন আজ্ঞা ন্যায্য বা উপযুক্ত হয় তাহা করিতে পারিবেন।

(২) জজ সাহেবের উপদেশের দোষে কিম্বা তিনি যে ব্যবস্থা নির্দেশ করেন জুরি তাহা বুঝিতে না পারায় জুরির মীমাংসায় ভ্রম হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা না করিলে উক্ত আদালত যে জুরির মীমাংসা পরিবর্তন কি অন্যথা করিতে পারিবেন এই ধারার কোন কথায় ঐ আদালতের প্রতি এমন কোন ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে না।

৪২৪ ধারা। আদালতের বিচারার্থিকার বিশিষ্ট ফৌজদারী আদালতের নিষ্পত্তি সম্বন্ধে ২৬ অধ্যায়ে যে যে বিধি আছে তাহা যতদূর হইতে পারে হাই কোর্ট ভিন্ন অন্য আপীল আদালতের নিষ্পত্তির প্রতি বর্তিবে।

কিন্তু আপীল আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, যে নিষ্পত্তি প্রচার করা যায় তাহা শুনিবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আনা বা উপস্থিত হইবার আদেশ করা যাইবে না।

৪২৫ ধারা। (১) আপীল হওয়াতে হাই কোর্ট এই অধ্যায়মতে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিলে, যাহার বিরুদ্ধে আপীল হয় সেই নির্ণয়, দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা যে আদালতে লেখা বা করা গিয়াছিল ঐ হাই কোর্ট সেই আদালতে সার্টিফিকেট দ্বারা আপন নিষ্পত্তি

কি আজ্ঞা জানাইবেন। যদি জিলার মাজিস্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিস্ট্রেট কর্তৃক ঐ নির্ণয়, দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা লেখা বা করা যায়, জিলার মাজিস্ট্রেট দ্বারা ঐ সার্টিফিকেট পাঠাইতে হইবে।

(২) হাই কোর্ট সার্টিফিকেট দ্বারা যে আদালতের নিকট আপন নিষ্পত্তি বা আজ্ঞা জ্ঞাত করেন সেই আদালত হাই কোর্টের নিষ্পত্তির কি আজ্ঞার অনুযায়ী আজ্ঞা করিবেন। আবশ্যিক হইলে কাগজপত্রও তদনুসারে সংশোধন করা যাইবে।

৪২৬ ধারা। (১) যাহার অপরাধ নির্ণয় হয় দণ্ডাজ্ঞার উপর সে আপীল করিলে সেই আপীল যত দিন উপস্থিত থাকে আপীল আদালত ততদিন হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া সেই আজ্ঞা অনুযায়ী কার্য না হইবার আদেশ করিতে পারিবেন; ও আপেলান্ট কারাবদ্ধ থাকিলে হাজিরজামিন বা নিজ তাহার নিবন্ধপত্র লইয়া তাহাকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

(২) এই ধারায় আপীল আদালতের প্রতি যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল অপরাধের নির্ণয় হইলে কোন ব্যক্তি হাই কোর্টের অধীন কোন আদালতে আপীল করিলে, হাই কোর্টও সেই ক্ষমতা অনুসারে কার্য করিতে পারিবেন।

(৩) শেষে আপেলান্টের কারাদণ্ডের, দণ্ডরূপ পরি-শ্রমের বা দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, সে উক্ত প্রকারে যত দিন মুক্ত ছিল দণ্ডের মিয়াদ নিরূপণ কালে সেই সকল দিন ধরিতে হইবে না।

৪২৭ ধারা। ৪১৭ ধারামতে আপীল উপস্থিত করা গেলে হাই কোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া আনার বা অন্য কোন অধীন আদালতের সম্মুখে আনা হইবার ওয়ারন্ট দিতে পারিবেন ও যে আদালতের সম্মুখে তাহাকে আনা যায় সেই আদালত আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওন পর্যন্ত তাহাকে কারাগারে অর্পণ করিতে পারিবেন কিম্বা তাহার হাজিরজামিন লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

৪২৮ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে আপীল সংক্রান্ত কার্য করণ সময়ে আপীল আদালত অধিক প্রমাণ লওয়া আবশ্যিক বোধ করিলে এরূপ বোধ করিবার হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন এবং আপনি সেই প্রমাণ লইতে পারিবেন, কিম্বা কোন মাজিস্ট্রেটের দ্বারা অথবা আপীল আদালত হাই কোর্ট হইলে কোন সেশন আদালতের বা মাজিস্ট্রেটের দ্বারা তাহা লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) • উক্ত সেশন আদালত বা মাজিস্ট্রেট সেই অধিক প্রমাণ লইলে আপীল আদালতের নিকট সার্টিফিকেট সহিত সেই প্রমাণ পাঠাইবেন, ও উক্ত আদালত তদনুসারে আপীল নিষ্পত্তি করিতে প্ররত্ত হইবেন।

(৩) আপীল আদালত অন্যান্য আদেশ না করিলে ঐ অধিক প্রমাণ লওনের সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা তাঁহার উকীল উপস্থিত থাকিবেন। কিন্তু উক্ত প্রমাণ জুরির কি আসেসরদের সাক্ষাতে লওয়া যাইবে না।

(৪) এই ধারামতে প্রমাণ লওয়া তদন্তের ন্যায় ২৫ অধ্যায়ের বিধানের অধীন হইবে।

৪২৯ ধারা। যে জজ সাহেবেরা আপীল আদালত-
আপীল আদালতের
কর্তব্য যত জনের একমত
হয় তত জনের ভিন্ন মত
হইলে কাব্যপ্রণালীর কথা।
অন্যরূপ অধিবিষ্ট হন, তাঁহাদের
যত জনের একমত হয় তত
জনের ভিন্ন মত হইলে, ঐ
মোকদ্দমা তাঁহাদের মতসহ
ঐ আদালতের অন্য জজের সম্মুখে উপস্থিত করা
যাইবে। তিনি যক্রপ (যদি কোন) পরীক্ষা লওয়া ও
শুনা উচিত বোধ করেন তক্রপ পরীক্ষা লইয়া ও
শুনিয়া আপনার মত প্রকাশ করিবেন ও সেই মতানু-
সারে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা হইবে।

৪৩০ ধারা। ৪১৭ ধারার ও ৩২ অধ্যায়ের বিধানের
স্থল ভিন্ন অন্য সকল স্থলে
আপীল আদালত আপীলক্রমে
যে নিষ্পত্তি ও আজ্ঞা করেন
তাহা চূড়ান্ত হইবে।

৪৩১ ধারা। ৪১৭ ধারামতে আপীলের মোকদ্দমায়
অভিযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে
এবং এই অধ্যায়মত অন্য
আপীলে আপীলাগের মৃত্যু
হইলে আপীল একবারে উঠিয়া যাইবে।

৩২ দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

প্রশ্নার্পণের ও সংশোধনের বিধি।

৪৩২ ধারা। কোন মোকদ্দমা শ্রবণ কালে আইন-
ঘটিত কোন প্রশ্ন উঠিয়া
প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের
হাই কোর্টে প্রশ্নার্পণ ক-
রিবার কথা।
প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট উচিত
বোধ করিলে হাই কোর্টের
মত জানিবার জন্যে ঐ প্রশ্ন
হাই কোর্টে প্রেরণ করিতে পারিবেন কিম্বা সেই প্রশ্ন
বিষয়ে হাই কোর্টের যে নিষ্পত্তি হয় তাঁহার অপেক্ষা
করিয়া তিনি সেই বিষয়ে আপনার বিচার জানাইতে
পারিবেন ও হাই কোর্টের সেই নিষ্পত্তির অপেক্ষায়
অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠাইতে পারিবেন, কিম্বা
তাহাকে ডাকা গেলে সে বিচার জানিবার জন্যে উপ-
স্থিত হইবে এই নিয়মে হাজিরজামিন লইয়া তাকে
ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

৪৩৩ ধারা। (১) কোন প্রশ্ন পূর্বেকৃতমতে অর্পণ
করা গেলে হাই কোর্ট তদ্বিষয়ে
হাই কোর্টের নিষ্পত্তি
অনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি
করিবার কথা।
যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন
করিবেন ও যে মাজিস্ট্রেট ঐ
প্রশ্ন অর্পণ করেন সেই
নিষ্পত্তির নকল তাঁহার নিকটে প্রেরণ করাইবেন ও
তিনি সেই নিষ্পত্তি অনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি
করিবেন।

(২) সেই প্রশ্ন অর্পণ করিবার খরচ কাহার দিতে
খরচাবিষয়ক আজ্ঞা
হইবে হাই কোর্ট এই বিষয়ের
কথা।
আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৪৩৪ ধারা। (১) কোর্জদারী মোকদ্দমার আদৌ
বিচার করিবার ক্ষমতাক্রমে
কর্মকরণ কালে যে হাই কোর্টে
একাধিক জজ আছেন সেই
হাই কোর্টের কোন জজের
সম্মুখে কোন ব্যক্তির বিচার
হইয়া অপরাধ সপ্রমাণ হইলে
যদি তাহার বিচার কালে আইনঘটিত কোন প্রশ্ন উত্থিত
হইয়া থাকে ও সেই প্রশ্নের যক্রপ নির্ণয় হয় তদনুসারে
মোকদ্দমার নিষ্পত্তির কলাফলের সম্ভাবনা হয়, তবে
সেই জজ সাহেব বিহিত বোধ করিলে হাই কোর্টের
দুই কি তদধিক জন জজের কোর্টের নিষ্পত্তির নিমিত্ত
ঐ প্রশ্ন অর্পণ করিতে পারিবেন।

(২) উক্ত জজ সাহেব তক্রপ কোন প্রশ্ন পশ্চাৎ
বিবেচনার নিমিত্ত রাখিলে, যে
ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণ হইল
ঐ প্রশ্ন নিষ্পত্তি হইবার অপে-
ক্ষায় তাকে পুনশ্চ জেলে পাঠান যাইবে, কিম্বা জজ
সাহেব উচিত বোধ করিলে তাহার হাজিরজামিন
লওয়া যাইতে পারিবে, এবং হাই কোর্ট সেই মোকদ্দমা
কিম্বা তাহার যে অংশ আবশ্যিক তাহা পুনর্দৃষ্টি করিতে
ও সেই প্রশ্ন চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।
তাহা করিলে আদৌ যে আদালতের নিষ্পত্তি করিবার
ক্ষমতা আছে সেই আদালতের দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্তন করিতে
ও হাই কোর্ট যে নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞা উচিত বোধ করেন
তাহা করিতে পারিবেন।

৪৩৫ ধারা। (১) স্বীয় বিচারাধীন স্থানের কোন
অধীন কোর্জদারী আদালত
কোন আনুষ্ঠানিক কার্য করিয়া
যে নির্ণয় কি দণ্ডের আজ্ঞা কি
অন্য আজ্ঞা লিখেন কি করেন
তাহা যথার্থ ও আইন অনুযায়ী ও উপযুক্ত কি না ও
সেই অধীন আদালতের কোন আনুষ্ঠানিক কার্য বিধিমত
হইয়াছে কি না, হাই কোর্ট কি কোন সেশন জজ কি
জিলার মাজিস্ট্রেট কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্নমেন্টের
স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মহকুমার মাজিস্ট্রেট ইহা
স্বীকৃতমতে জ্ঞাত হইবার অভিপ্রায়ে উক্ত আনুষ্ঠানিক
কার্যের কাগজপত্র আনাইয়া দৃষ্টি করিতে পারিবেন।

(২) কেন মহকুমার মাজিস্ট্রেট (১) প্রকরণমত কার্য্য করিবার সময়ে যদি বিবেচনা করেন যে এরূপ কোন নির্ণয়, দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা আইনবিরুদ্ধ বা অসুচিত হইয়াছে কিম্বা আনুষ্ঠানিক কার্য্য নিয়মমত হয় নাই, তবে তিনি যে মন্তব্য লেখা উচিত জ্ঞান করেন তৎসহিত নথী জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবেন।

(৩) ১৪৩ ও ১৪৪ ধারামতে যে যে আজ্ঞা করা যায় তাহা এবং ১৭৬ ধারামত আনুষ্ঠানিক কার্য্য এই ধারার অধীন আনুষ্ঠানিক কার্য্য নহে।

(৪) সেশন জজ কিম্বা জিলার মাজিস্ট্রেটের নিকট এই ধারামতে কোন দরখাস্ত করা হইয়া থাকিলে তাঁহাদের অন্যতর ব্যক্তি আর কোন দরখাস্ত গ্রাহ্য করিবেন না।

৪৩৬ ধারা। ৪৩৫ ধারামতে বা প্রকারান্তরে কোন মোকদ্দমার কাগজপত্র সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।
দেখিয়া যদি সেশন জজ সাহেবের কি জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের এমত জ্ঞান হয় যে উক্ত মোকদ্দমা কেবল সেশন জজের বিচার্য্য ও অধীন আদালত অভ্যুক্ত ব্যক্তিকে অসুচিতমতে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহা হইলে সেই সেশন জজ কি জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব তাহাকে ধরাইয়া নূতন তদন্ত লইবার আদেশ না দিয়া যে বিষয় ধরিয়া সেশন জজের কি জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের বিবেচনায় অভ্যুক্ত ব্যক্তিকে অসুচিতমতে ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছে সেই বিষয় ধরিয়া, অভ্যুক্ত ব্যক্তির বিচারার্থে সমর্পণ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু (ক) এরূপস্থলে আবশ্যিক যে সমর্পণ করা কেন যাইবে না উক্ত জজকে কি মাজিস্ট্রেটকে ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত অভ্যুক্ত ব্যক্তিকে স্মরণ দিতে হইবে।

(খ) অভ্যুক্ত ব্যক্তি অন্য কোন অপরাধ করিয়াছে এই জজ কি মাজিস্ট্রেট সাহেবের বিবেচনামতে ইহা প্রমাণ দ্বারা দৃষ্ট হইলে, এই জজ কি মাজিস্ট্রেট সাহেব অধীন আদালতের প্রতি সেই অপরাধের তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৪৩৭ ধারা। ২০৩ ধারামতে কোন নালিশ ডিসমিস করা গেলে, কিম্বা ১৬৯ ধারামতে কোন অভ্যুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া বা মুক্ত করা গেলে, ৪৩৫ ধারামতে বা প্রকারান্তরে কাগজপত্র দেখিয়া হাই কোর্ট কিম্বা সেশন জজ জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রতি নিজে কিম্বা আপনার অধীন কোন মাজিস্ট্রেটের দ্বারা সেই বিষয়ের অধিক তদন্ত লইবার আদেশ করিতে পারিবেন; এবং জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব আপনি সেই তদন্ত লইতে কিম্বা অধীন কোন মাজিস্ট্রেটের প্রতি লইবার আদেশ করিতে পারিবেন। কিম্বা ৫৬১ ধারামতে যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় তাহার সহজে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব আপনি

নিষ্পত্তি প্রকাশ ও দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিবেন, অথবা অধীন মাজিস্ট্রেটের প্রতি করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

৪৩৮ ধারা। ৪৩৫ ধারামতে বা প্রকারান্তরে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র হাই কোর্টের রিপোর্ট করিবার কথা।
দেখিয়া সেশন জজ কি জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব উচিত বোধ করিলে হাই কোর্টের আজ্ঞার জন্যে তদন্ত দেখিবার কল বিষয়ে রিপোর্ট করিতে পারিবেন এবং এই রিপোর্টে দণ্ডাজ্ঞা অন্যথা করিবার অসুরোধ থাকিলে, এই দণ্ডাজ্ঞামত কার্য্য স্থগিত রাখিবার ও অভ্যুক্ত ব্যক্তি কারাবদ্ধ থাকিলে হাজিরজামিন কিম্বা তাহারই নিবন্ধপত্র লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৪৩৯ ধারা। (১) হাই কোর্ট আপনার ইচ্ছামতে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের হাই কোর্টের সংশোধন করিবার ক্ষমতার কথা।
কাগজপত্র আনাইলে, কিম্বা আজ্ঞার জন্যে তাহার রিপোর্ট পাইলে কিম্বা অন্যরূপে তদ্বিবয়ক কথা অবগত হইলে, ১২৫ ও ৪২৩ ও ৪২৬ ও ৪২৭ ও ৪২৮ ধারামতে আপীল আদালতের প্রতি কিম্বা ৩৩৮ ধারামতে কোন আদালতের প্রতি যে ক্রমতঃ অর্পিত হইয়াছে হাই কোর্ট আপন ইচ্ছাক্রমে তদ্ব্যবস্থা যে কোন ক্রমতঃসারে কার্য্য করিতে পারিবেন এবং দণ্ডাজ্ঞা রুদ্ধ করিতে পারিবেন, এবং সংশোধন করিবার আদালতস্বরূপ জজদের যত জনের একমত তত জনের ভিন্নমত হইলে ৪২৯ ধারার বিধানমতে এই মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য হইবে।

(২) অভ্যুক্ত ব্যক্তি আপন পক্ষ সমর্থনার্থ স্বয়ং বা উকালের দ্বারা যাহা বলিতে চাহেন তাগ শুনিবার সুযোগ দেওয়া না গেলে, তাহার বিরুদ্ধে এই ধারামত কোন আজ্ঞা করা যাইবে না।

(৩) এই ধারায় যে দণ্ডাজ্ঞার কথা আছে কোন মাজিস্ট্রেট ৩৪ ধারামতে কার্য্য না করিয়া সেই দণ্ডাজ্ঞা করিলে উক্ত কোর্টের মতে অভ্যুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করিয়াছে, সেই অপরাধহেতুক প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিস্ট্রেট যত দণ্ড করিতে পারিতেন, এই কোর্ট তাহার অধিক দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন না।

(৪) ২৭৩ ধারামতে যাহা কিছু লেখা যায় তৎপ্রতি এই ধারার কোন কথা বর্তিবে না, কিম্বা হাই কোর্ট নির্দোষিতা নির্ণয় বদলাইয়া অপরাধ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা পাইলেন এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

(৫) যে স্থলে এই আইনমতে আপীল থাকিয়া আপীল করা হয় না সেই স্থলে সংশোধনের অভিপ্রায়ে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্য গ্রাহ্য করা যাইবে না, এবং এই আইনক্রমে যে রূপে বিধান হইল তদনুসারে ভিন্ন আপীল বা সংশোধনের অভিপ্রায়ে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যই গ্রাহ্য হইবে না।

৪৪০ ধারা। কোন আদালতের সংশোধন করিবার ক্ষমতানুসারে কার্য করণকালে কোন পক্ষের নিজে কি উকীলের দ্বারা শ্রুত হইবার অধিকার নাই।

কিন্তু আদালত উচিত বোধ করিলে নিজ কোন পক্ষের কিম্বা তাহার উকীলের কথা শ্রবণ করিতে পারিবেন। এই ধারার কোন কথাক্রমে ৪৩৯ ধারার ২ অকরণের বিধানের কোন বিঘ্ন হইবে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

৪৪১ ধারা। হাই কোর্ট ৪৩৫ ধারামতে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের কোন আনুষ্ঠানিক কার্যের কাগজপত্র চাহিয়া পাঠাইলে, মাজিস্ট্রেট যে যে হেতু ধরিয়ানি নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা করেন ও নিষ্পত্তি উপ-

লক্ষে তিনি যে র্ত্তান্ত গুরুতর বলিয়া জ্ঞান করেন মোকদ্দমার কাগজপত্রের সঙ্গে সেই সেই হেতুর ও র্ত্তান্তের বর্ণনাপত্রও অর্পণ করিতে পারিবেন। হাই কোর্ট ঐ নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা ব্যর্থ কি অসিদ্ধ করণের পূর্বে সেই হেতু ও র্ত্তান্ত বিবেচনা করিবেন।

৪৪২ ধারা। এই আধ্যায়মতে হাই কোর্ট কর্তৃক কোন মোকদ্দমার সংশোধন হইলে হাই কোর্ট যে নির্ণয়, দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা সংশোধিত হয় তাহা যে আদালত লিখেন বা করেন সেই আদালতে পূর্বে

যে প্রকারের বিধান হইয়াছে সেই প্রকারের সার্টিফিকেট দ্বারা আপনাদি নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা জ্ঞান হইবে। সার্টিফিকেট দ্বারা যে আদালতের কিম্বা যে মাজিস্ট্রেটের নিকট ঐরূপে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা জ্ঞাত করা হয় সেই আদালত কি মাজিস্ট্রেট ঐ নিষ্পত্তি অনুসারে আজ্ঞা করিবেন এবং আবশ্যিক হইলে তদনুসারে নথী সংশোধন করা যাইবে।

অষ্টম খণ্ড।

বিশেষ আনুষ্ঠানিক কার্যের বিধি।

৩৩ ত্রয়স্বিংশ অধ্যায়।

ইউরোপ ও আমেরিকাদেশীয়দিগের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্যবিষয়ক বিধি।

৪৪৩ ধারা। কোন মাজিস্ট্রেট শান্তিরক্ষার্থ জমিদার না হইলে, এবং (যদি তিনি জিলার মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট না হন) প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট ও ইউরোপীয় রুটিষ প্রজা না হইলে ইউরোপীয় রুটিষ প্রজার

নামে অভিযোগের তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে সক্ষম হইবেন না।

৪৪৪ ধারা। সেশনের জজ ভিন্ন কোন সেশন আদালতে আধিপত্যকারী জজ ইউরোপীয় রুটিষ প্রজা না হইলে কোন ইউরোপীয় রুটিষ প্রজার নামে অভিযোগের বিচার করিতে পারিবেন না; এবং আধিপত্যকারী জজ আসিফাণ্ট সেশন জজ হইলে যদি তিনি আসিফাণ্ট সেশন জজের কর্ম অনূন্য তিন বৎসর না করিয়া থাকেন এবং এতদর্থে স্থানীয় গবর্নমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা না পাইয়া থাকেন তবে তিনি ঐরূপ অভিযোগের বিচার করিতে পারিবেন না।

৪৪৫ ধারা। কোন মাজিস্ট্রেট যে স্থলে অন্য ব্যক্তিদের যত্রপ অপরাধ গ্রাহ্য করিতে সক্ষম হন সেই স্থলে ৪৪৩ কি ৪৪৪ ধারার কোন কথায় ইউরোপীয় রুটিষ প্রজাদের তত্রপ অপরাধ গ্রাহ্য করিতে তাহার বাধা হইবে না।

কিন্তু ইউরোপীয় রুটিষ প্রজার নামে অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে যদি তাহাকে উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা প্রচার করেন, তবে যে মাজিস্ট্রেট সাহেব ঐ মোকদ্দমার তদন্ত লইয়া বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন হন ঐ পরওয়ানামতে তাহারই সম্মুখে তাহাকে উপস্থিত করিবার বিধান করিতে হইবে।

৪৪৬ ধারা। ৩২ কি ৩৪ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও জিলার মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিস্ট্রেট ইউরোপীয় রুটিষ প্রজার উপর তিন মাসের অনধিক কারাদণ্ড কিম্বা এক সহস্র টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি উভয় দণ্ডের আজ্ঞা ভিন্ন অন্য আজ্ঞা করিতে পারিবেন না। এবং কোন জিলার মাজিস্ট্রেট ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা দুই সহস্র টকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কি উভয় দণ্ডের আজ্ঞা ভিন্ন অন্য আজ্ঞা করিতে পারিবেন না।

৪৪৭ ধারা। (১) ইউরোপীয় রুটিষ প্রজার নামে যে মাজিস্ট্রেটের নিকট যে অপরাধের অভিযোগ হয় সেই মাজিস্ট্রেটের নিকট অপরাধের সমুচিত দণ্ড করিবার ক্ষমতা নাহি ও সেই অপরাধ প্রাণদণ্ডের কি জাবজ্জীবন দাপান্তর প্রেরণ দণ্ডের যোগ্য অপরাধ নয় তাহার এমত বিবেচনা হইলে, যদি অভি-

যোগে সেশন আদালতে ও যেখানে হাইকোর্টে সম্মুখ করিতে হইবে তাহার কথা।

আদালতের স্বেচ্ছাধীনে উভয় পক্ষের কথা শ্রবণ করিবার কথা।

প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট আপন নিষ্পত্তির যে হেতু জ্ঞান হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিবার কথা।

হাই কোর্ট যে আজ্ঞা করেন তাহা অধঃস্থ আদালতে বা মাজিস্ট্রেটকে জ্ঞাত করিবার কথা।

সেশন জজের ইউরোপীয় রুটিষ প্রজা হইবার কথা।

আসিফাণ্ট সেশন জজের তিন বৎসর কর্ম করিবার ও বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার কথা।

ইউরোপীয় রুটিষ প্রজা অপরাধ করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবার কথা।

মফসল মাজিস্ট্রেটেরা যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।

ইউরোপীয় রুটিষ প্রজার অপরাধ করিলে যে মাজিস্ট্রেটেরা সেই অপরাধের তদন্ত লইয়া বিচার করিবেন তাহার কথা।

যুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা উচিত বোধ করেন, তাহাকে সেশন আদালতে, কিম্বা তিনি প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট হইলে, হাই কোর্টে সমর্পণ করিবেন।

(২) যে অপরাধ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় তাহা প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাই কোর্টে সমর্পণ করা যাইবে।

৪৪৮ ধারা। যে ব্যক্তিকে ৪৪৭ ধারামতে হাই

কোর্টে সমর্পণ করা যায় তাহার নামে অনেক অপরাধের অভিযোগ হইলে, ও তন্মধ্যে এক অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও অন্য অপরাধের লঘু দণ্ড হইতে পারিলে যে অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারে ঐ হাই কোর্ট সেই অপরাধ ধরিয় তাহার বিচার করা উচিত বোধ না করিলেও অন্য অপরাধ ধরিয় তাহার বিচার করিতে পারিবেন।

৪৪৯ ধারা। (১) ৩১ ধারায় প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও কোন সেশন আদালত

ইউরোপীয় রুটিষ প্রজার এক বৎসরের অনধিককাল কারাদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের কিম্বা উভয় দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন না।

সেশন আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন তাহার কথা।

(২) যে অপরাধের প্রমাণ হইয়াছে বলিয়া

বোধ হয়, উক্ত প্রকারের দণ্ডাজ্ঞা দ্বারা সেই অপরাধের সমুচিত দণ্ড হয় না সমর্পণ হইবার পর ও নিষ্পত্তি স্বাক্ষর করিবার পূর্বে কোন সময়ে আধিপত্যকারী জজ

সাহেবের এমত জ্ঞান হইলে তিনি আপনার সেই মত লিপিবদ্ধ করিয়া হাই কোর্টে মোকদ্দমা প্রেরণ করিবেন। উক্ত জজ সাহেব আপনি বাদিয় ও সাক্ষীদের স্থানে হাই কোর্টে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লইতে পারিবেন কিম্বা যে মাজিস্ট্রেট সাহেব সমর্পণ করেন তাহাকে তদ্রূপ পত্র লইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

৪৫০ ধারা। (১) হাই কোর্টে কি সেশন আদালতে

ইউরোপীয় রুটিষ প্রজাদের বিচার হইলে, প্রথম জুররের ডাক হইয়া গ্রাছ হইবার পূর্বে অথবা স্থল বিশেষে প্রথম আসেসর নিযুক্ত হইবার পূর্বে উক্ত

প্রজা মিশ্র জুরিয়ার বিচারের দাওয়া করিলে, বিচার জুরি দ্বারা হইবে এবং জুরির অর্ধ সংখ্যার অন্যান্য ব্যক্তি ইউরোপীয় কি আমেরিকাদেশীয় কিম্বা ইউরোপীয় ও আমেরিকাদেশীয় হইবে।

(২) সেশন আদালতে সামান্যতঃ আসেসরদের সাহায্যে ঐরূপ বিচার হইলে, অভিযুক্ত ইউরোপীয় রুটিষ প্রজা কিম্বা কএকজন ইউরোপীয় রুটিষ প্রজার নামে অভিযোগ হইলে, তাহারা সকলে একত্রে (১) প্রকরণ মতে মিশ্র জুরিয়ার বিচারের দাওয়া না করিয়া ঐরূপ দাওয়া করিতে পারিবেন যে, আসেসরদের অর্ধ সংখ্যার অন্যান্য ব্যক্তি ইউরোপীয় কি আমেরিকাদেশীয় কিম্বা ইউরোপীয় ও আমেরিকাদেশীয় হইবে।

৪৫১ ধারা। (১) কোন জিলার মাজিস্ট্রেটের নিকট

ইউরোপীয় রুটিষ প্রজার বিচার হইলে, উক্ত প্রজা, সমনের মোকদ্দমায় ২৪৪ ধারামতে প্রতিবাদের পোষকতায় তাহার কথা শুনা

যাইবার পূর্বে অথবা ওয়ারন্টের মোকদ্দমায় ২৫৬ ধারামতে তাহার প্রতিবাদকার্যে প্ররক্ত হইবার পূর্বে, এই দাওয়া করিতে পারিবেন যে ৪৫০ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারের নিযুক্ত জুরিয়ার বিচার হইবে।

(২) সমনের মোকদ্দমায় যে সময়ে মাজিস্ট্রেট ২৪৪ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা শুনিতে প্ররক্ত হন, কিম্বা ওয়ারন্টের মোকদ্দমায় যে সময়ে মাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি ২৫৬ ধারামতে প্রতিবাদকার্যে প্ররক্ত হইবার আজ্ঞা দেন, সেই সময়ে (১) প্রকরণমতে দাওয়া করা গেলে, মাজিস্ট্রেট তৎক্ষণাৎ পূর্বোক্তমত জুরিয়ার বিচার হইবার আবশ্যিক আজ্ঞা দিবেন।

(৩) আনুষ্ঠানিক কার্য এই অবস্থায় উপস্থিত হইবার পূর্বে ঐরূপ দাওয়া করা গেলে, যখন লিপিবদ্ধ সাক্ষ্য দেখিয়া মাজিস্ট্রেট সাহেবের বোধ হইবে যে মোকদ্দমা জুরির নিকট পাঠাইবার উপযুক্ত তখনই তিনি উক্তরূপ আজ্ঞা দিবেন।

(৪) ২৪২ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, ঐরূপ প্রত্যেক স্থলে মাজিস্ট্রেট পূর্বোক্তরূপ কোন আজ্ঞা দিবার পূর্বে রীতিমত অভিযোগপত্র লিখিবেন।

(৫) এই ধারামতে যে কোন বিচার হইবে, তাহাতে বাদী, অভিযুক্ত ব্যক্তি ও সাক্ষাদিগকে উপস্থিত করাইবার সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব ২১১ ২১৬, ২১৭, ২১৯ ও ২২০ ধারার বিধান খাটিবে।

(৬) জিলার মাজিস্ট্রেট সেশনের জজ হইলে, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারার্থে উক্ত জজ সাহেবের আদালতে সমর্পিত হইলে, সেশন আদালতে জুরির বিচারের কার্যপ্রণালী সংক্রান্ত এই আইনের বিধানসমূহ যেরূপ খাটিত, এই ধারামত প্রত্যেক বিচার সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব সেইরূপ খাটিবে।

(৭) (৫) প্রকরণের কিম্বা (৬) প্রকরণের উল্লিখিত বিধান সকল ঐ ঐ প্রকরণমতে যতদূর প্ৰযুক্ত খাটান যায়, সেই সীমার মধ্যে তাহার কোন বিধানের অর্থ করিবার সময়ে সকল আদালত, আপনাদের সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত থাকে তদুপযোগী করণার্থ ঐ বিধানের

যে রূপ ভাষাগত পরিবর্তন করা আবশ্যিক বা উচিত হয়, সারাংশের ব্যতিক্রম না করিয়া সেইরূপ ভাষাগত পরিবর্তন করিয়া লইতে পারিবেন।

(৮) ৩৪৭ কিম্বা ৪৪৭ ধারামতে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিতে মাজিস্ট্রেটের যে ক্ষমতা আছে, এই ধারার কোন কথায় তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

(৯) যদি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি এই ধারামতে জুরির দ্বারা বিচারিত হইবার দাওয়া করে, এবং জিলার মাজিস্ট্রেটের বিবেচনায় এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে

কোন স্থলে অন্য আদালতে মোকদ্দমা পাঠাইবার কথা।

যে, ৪৫০ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে আপনার সম্মুখে বিচারার্থ জুরি নিযুক্ত হইতে পারে না. অথবা জুরি নিযুক্ত করিতে এত বিলম্ব, অর্থ ব্যয় বা অসুবিধা হয় যাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অর্থোক্তিক বোধ হয় তাহা হইলে তিনি এই ধারামতে আপনার সম্মুখে বিচার হইবার আজ্ঞা না করিয়া হাই কোর্টে সময়েঃ এতদর্থে বিধি প্রণয়ন করিয়া ও তদ্বিষয়ে স্থানীয় গবর্নমেন্টের অনুমোদন লইয়া, অথবা বিশেষ আজ্ঞা করিয়া যে জিলার মাজিস্ট্রেট বা সেশনের জজকে নির্দেশ করেন, তাহার নিকট এরূপ মোকদ্দমা বিচারার্থ পাঠাইতে পারিবেন।

(১০) এই ধারামতে কোন মোকদ্দমা কোন সেশনের জজ কিম্বা জিলার মাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠান গেলে, তিনি এই ধারামতে কার্যকারী জিলার মাজিস্ট্রেট হইলে, (বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা সমেত তাহার যে সকল ক্ষমতা থাকিত ও যে কার্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইত, সেই সকল ক্ষমতামতে ও সেই কার্যপ্রণালী অনুসারে সুবিধামত সত্বরতাসহকারে ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবেন।

৪৫২ ধারা। যে ব্যক্তি ইউরোপীয় রুটিষ প্রজ্ঞা

ইউরোপীয় রুটিষ প্রজ্ঞার সন্থিত এদেশীয় ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে বিচারের কথা।

নহে, কোন স্থলে তাহারই সঙ্গে ইউরোপীয় রুটিষ প্রজ্ঞারও নামে অভিযোগ হইলে, ও হাই কোর্টের কি সেশন আদালতের সম্মুখে বিচার হইবার নিমিত্তে

ঐ ইউরোপীয় রুটিষ প্রজ্ঞাকে সমর্পণ করা গেলে, ঐ দুই ব্যক্তির একত্র বিচার হইতে পারিবে, এবং ইউরোপীয় রুটিষ প্রজ্ঞার স্বতন্ত্র বিচার হইলে যে প্রণালীমতে কার্য চলিত, সেই প্রণালীমতে চলিবে।

কিন্তু ইউরোপীয় রুটিষ প্রজ্ঞা ৪৫০ ধারামতে মিশ্র জুরি দ্বারা বা মিশ্র আসেসর-এদেশীয় লোকের স্বতন্ত্র বিচার হইবার দাওয়ার কথা।

দল দ্বারা বিচারের দাওয়া করিলে এবং উক্ত যে ব্যক্তি ইউরোপীয় রুটিষ প্রজ্ঞা নহে সে স্বতন্ত্র বিচারের দাওয়া করিলে, ২৩ অধ্যায়ের বিধানমতে শ্রেণীকৃত ব্যক্তির স্বতন্ত্র বিচার হইবে।

৪৫৩ ধারা। (১) ইউরোপীয় রুটিষ প্রজ্ঞার ন্যায়

কোন ব্যক্তি আপনার পক্ষে ইউরোপীয় রুটিষ প্রজ্ঞাস্বরূপ কার্য হইবার দাওয়া করিলে কার্যপ্রণালীর কথা।

কোন ব্যক্তিকে লইয়া কার্য হয় তাহার এমন দাওয়া হইলে তদন্ত লইবার কি বিচার হইবার নিমিত্ত তাহাকে যে মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত

করা যায় সেই মাজিস্ট্রেট সাহেবকে তিনি সেই দাওয়ার হেতু জানাইবেন। তাহা হইলে উক্ত মাজিস্ট্রেট ঐ উক্তির সত্যতাসম্বন্ধান করিবেন এবং ঐ ব্যক্তিকে ইহার সত্যতা প্রমাণ করিবার যুক্তিসঙ্গত সময় দিবেন, ও তদনন্তর তিনি ইউরোপীয় রুটিষ প্রজ্ঞা কি না, ইহার নিষ্পত্তি করিবেন ও তাহাকে লইয়া তদনুসারে কার্য করিবেন। উক্ত মাজিস্ট্রেট ঐ ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিলে ও ঐ ব্যক্তি তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল করিলে মাজিস্ট্রেটের সেই নিষ্পত্তি যে অন্যায় ইহা প্রমাণ করিবার ভার তাহারই প্রতি বর্তিবে।

(২) মাজিস্ট্রেট তদ্রূপ কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে সেশন আদালতে সমর্পণ করিলে এবং ঐ ব্যক্তি উক্ত আদালতে ইউরোপীয় রুটিষ প্রজ্ঞার ন্যায় তৎসম্বন্ধে কার্য হইবার দাওয়া করিলে, উক্ত আদালত যদি আরো তদন্ত করা উচিত বোধ করেন তাহা করিয়া ঐ ব্যক্তি ইউরোপীয় রুটিষ প্রজ্ঞা কি না ইহার নিষ্পত্তি করিবেন ও তাহাকে লইয়া তদনুসারে কার্য করিবেন। উক্ত আদালত তাহার অপরাধ নির্ণয় করিলে ও তিনি তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল করিলে, আদালতের, সেই নিষ্পত্তি যে অন্যায় ইহা প্রমাণ করিবার ভার তাহারই প্রতি বর্তিবে।

(৩) যে আদালতে কোন ব্যক্তির বিচার হয় সেই আদালত তিনি ইউরোপীয় রুটিষ প্রজ্ঞা নহেন এই নিষ্পত্তি করিলে, বিচারে যে দণ্ডাজ্ঞা কি আজ্ঞা হয় উক্ত নিষ্পত্তি তাহার উপর আপীল করিবার অন্যতর হেতু হইবে।

৪৫৪ ধারা। (১) যে মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে ইউরো-

উক্ত অবস্থার দাওয়া না করিলে তাহা ত্যাগ করা গেল জ্ঞান হইবার কথা।

পীয় রুটিষ প্রজ্ঞার বিচার হয় কিম্বা যৎকর্তৃক তাহাকে সমর্পণ করা যায়, ইউরোপীয় রুটিষ প্রজ্ঞার ন্যায় তাহার পক্ষে

কার্য হয় ঐ ব্যক্তি তাহারই নিকট ইহার দাওয়া না করিলে কিম্বা সমর্পণকারী মাজিস্ট্রেটের নিকটে তদ্রূপ দাওয়া করা গিয়া অগ্রাহ্য হইলেও তাহাকে যে আদালতে সমর্পণ করা যায় তথায় তিনি উক্ত দাওয়া পুনশ্চ না করিলে, ইউরোপীয় রুটিষ প্রজ্ঞাস্বরূপ আপনার সেই বিশেষ ক্ষমতা ত্যাগ করিয়াছেন, এমত জ্ঞান হইবে, এবং সেই মোকদ্দমা চলনের তৎপশ্চাৎ কোন সময়ে ঐ দাওয়া করিতে পারিবেন না।

(২) মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা গেলে সে ইউরোপীয় রুটিষ প্রজ্ঞা নহে মাজিস্ট্রেট সাহেব এমত বিশ্বাস করিবার কারণ না

দেখিলে, তুমি ইউরোপীয় রুটিষ প্রজা কি না তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

৪৫৫ ধারা। যে ব্যক্তি ইউরোপীয় রুটিষ প্রজা নহে

ইউরোপীয় রুটিষ প্রজা না হইয়া কোন ব্যক্তি এই অধ্যায়মতে বিচার হইলে তাহার কথা। তাহাকে লইয়া এই অধ্যায়মতে ইউরোপীয় রুটিষ প্রজার ন্যায় কার্য্য হইলে ও সে আপত্তি না করিলে তদ্রূপ কার্য্য হইয়াছে বলিয়া তদন্ত কি. স্তলবিশেষে, সমর্পণ কি বিচার কি দণ্ডাজ্ঞা অসিদ্ধ হইবে না।

৪৫৬ ধারা। কোন ইউরোপীয় রুটিষ প্রজাকে

কোন ব্যক্তি অবৈধমতে বদ্ধ করিয়া রাখিলে, ঐ ইউরোপীয় রুটিষ প্রজা কি তাহার পক্ষে কোন ব্যক্তি যে স্থানে তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখা যায় সেই স্থানে কোন অপরাধ করিলে তাহার উপর যে হাই কোর্টের

বিচারাপ্রাপ্ত্য থাকিত কিবা তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয়সূচক আক্তার উপর তিনি যে হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিতেন সেই হাই কোর্টের নিকট এই মর্মে প্রাধনা করিতে পারিবেন যে আমাকে যে ব্যক্তি বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহার নিকট উক্ত হাই কোর্টের এই আক্তা হয় যে আমার বিষয়ে উক্ত কোর্ট আর যে আক্তা করিতে পারেন তাহার অপেক্ষায় থাকিবার জন্য আমাকে সেই হাই কোর্টে উপস্থিত করা যায়।

৪৫৭ ধারা। হাই কোর্ট বিহিত বোধ করিলে ঐ

আক্তা করিবার পূর্বে আফি- ডেবিটক্রমে কি একরাস্তরে সেই আক্তা প্রার্থনা করিবার কারণের অনুসন্ধান লইয়া সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন অথবা ওখমেই সেই আক্তা দিতে পারিবেন। পরে সেই ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে আবশ্যকমতে তদন্ত লইয়া সেই বিষয়ের অন্য যে আক্তা বিহিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

৪৫৮ ধারা। যে দেশ হাই কোর্টের ফৌজদারী

আপীল শুনিবার বিচারাপ্রাপ্ত্য থাকে সেই দেশে এবং মন্ত্র- সভাপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনেরল সাহেব অন্য যে স্থানের অনুমতি দেন সেই সকল স্থানে হাই কোর্টের সেই প্রকারে আক্তা দিবার ক্ষমতা থাকিবে।

৪৫৯ ধারা। (১) পুঙ্খাপর কথা দ্বারা ভাবান্বিত

প্রকাশনা পাইলে মন্ত্রিসভা- প্রাধিকৃত শ্রীযুত গবর্নর জেনেরল সাহেব পরে যে সকল আইন প্রণয়ন করিয়াছেন ও পরে যাহা করিবেন, তৎক্রমে মার্জি- স্ট্রেটদের ও সেশন আদালতের

প্রতি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে, তাহা ইউ- রোপীয় রুটিষ প্রজাদের প্রতি খাটিবে বলিয়া জ্ঞান হইবে; তাহাতে তাহাদের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও, খাটিবে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(২) কোন ইউরোপীয় রুটিষ প্রজাকে কোন আদালত যে পরিমাণে দণ্ড দিতে পারেন বলিয়া এই অধ্যায়ে নির্দিষ্ট হইয়াছে এই ধারার কোন কথাক্রমে উক্ত আদালতের প্রতি যে তৎসীমা অতিক্রম করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতেছে, অথবা শাস্তিরক্ষার্থ জক্তি স ভিন্ন কোন মার্জিস্ট্রেটের কিম্বা সেশন আদালতে আধি- পত্যকারী কোন জজের প্রতি, যে বিচারাপ্রাপ্ত্য প্রদত্ত হইতেছে, এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৪৬০ ধারা। জুরির দ্বারা বা আসেসরদের সহযোগে

বিচার্য্য কোন মোকদ্দমায় যদি ইউরোপের কি আমে- রিকার লোকদের বিচারার্থ জুরির কথা। অভিযুক্ত ব্যক্তি কি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ইউ- রোপীয় রুটিষ প্রজা ভিন্ন ইউরোপ কি আমেরিকাদেশীয় লোক হয়, তবে জুরির অর্দ্ধাংশ ইউরোপীয় কি আমেরিকাদেশীয় হন ইউ- রোপীয় কি আমেরিকাদেশীয় উক্ত ব্যক্তি এমন দাওয়া করিলে ও তদ্রূপ জুরি পাওয়া যাইতে পারিলে জুরির অর্দ্ধাংশ ইউরোপ কিম্বা আমেরিকাদেশীয় লোক হইবেন।

৪৬১ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখস্থ কোন

ইউরোপ ও আমেরিকা মোকদ্দমায় ইউরোপ বা আমে- রিকাদেশীয় নহে এরূপ কোন দেশীয় লোকের সহিত অন্য জাতীয় লোকের অ'ভযোগ হইলে জুরির কথা। আমেরিকাদেশীয় লোকের নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে, ইউরোপ ও আমেরিকাদেশীয় লোকদিগকে লইয়া যে জুরির কি আসেসরদের ন্যূনকম্পে অর্দ্ধাংশ হইবে যদি উক্ত ইউরোপ কি আমেরিকাদেশীয় ব্যক্তি এমন জুরির দ্বারা কি এমন আসেসরদের সহযোগে ৪৬০ ধারামতে বিচার হইবার দাওয়া করাতে এরূপে তাহার বিচার হয়, তবে ঐ ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে তাহার স্বতন্ত্র বিচার হইতে পারিবে।

৪৬২ ধারা। (১) সেশন আদালতে যাহার বিচার

হইবে এমন কোন মোকদ্দমায় ৪৫০ কি ৪৬০ ধারার বিধান- মতে নিযুক্ত জুরি দ্বারা অভি- যুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনের বিচার হইবার অধিকার থাকিলে অথবা ৪৫১ ধারামতে কার্য্যকারী জিলার মার্জিস্ট্রেটের কিম্বা সেশনের জজের আদালতে বিচার হইলে, সেই বিচারের নিমিত্ত জুরি স্বরূপ ইউরোপীয় ও আমেরিকাদেশীয় যত জনের প্রায়ে জন হয় উক্ত আদালত ঐ মোকদ্দমা বিচার হইবার নির্দ্ধারিত দিবসের পূর্বে ন্যূনকম্পে তিন দিন থাকিতে পূর্নলিখিত বিধি- মতে ঐ স্থানদিগকে সমন করা হইবে।

(২) সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্রে অন্য যে ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকে আদালত সেই সময়ে সেই প্রকারে তাঁহাদের মধ্য হইতেও ততুল্য সংখ্যক ব্যক্তিদিগকে সমন করাইবেন। যদি সেই সেশনে জুরি দ্বারা বিচারের নিমিত্ত ঐ অন্য প্রকারের ততুল্য সংখ্যক ব্যক্তিদিগকে পূর্বে সমন করা গিয়া থাকে তবে করাইবেন না।

(৩) তদনুসারে যত ব্যক্তি উপস্থিত হন তাঁহাদের মধ্যে যে যে ব্যক্তিদিগকে লইয়া জুরি হইবে ২৭৬ ধারার নির্দিষ্টমতে গুলিবাঁট করিয়া তাঁহাদিগকে মনোনীত করা যাইবে ও যাবৎ ইউরোপীয় এবং আমেরিকাদেশীয় উপযুক্ত সংখ্যার লোক কিম্বা সাধ্যমতে প্রায়ই সেই সংখ্যার লোক প্রাপ্ত হওয়া না যায় তাবৎ মনোনীত করণ কার্য চলিবে।

কিন্তু কোন মোকদ্দমায় উপযুক্ত সংখ্যক ইউরোপ ও আমেরিকাদেশীয় লোক প্রকারান্তরে পাওয়া যাইতে না পারিলে আদালত আপন বিবেচনামতে জুরির সংখ্যা পূর্ণ করিবার উদ্দেশে ৩২০ ধারামতে যুক্ত বলিয়া জুরির ফল হইতে বর্জিত কোন ব্যক্তির নামে সমন দিতে পারিবেন।

৪৬৩ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের ও ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা ভিন্ন ইউরোপীয়দের ও আমেরিকাদেশীয়দের বিরুদ্ধে যে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য সেশন আদালতে ও হাই কোর্টে উপস্থিত করা যায় তাহা প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে এই আইনের বিধানমতে চালান যাইবে।

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য চালান হইবার কথা।

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা ভিন্ন ইউরোপীয়দের ও আমেরিকাদেশীয়দের বিরুদ্ধে যে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য সেশন আদালতে ও হাই কোর্টে উপ-

৩৪ চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৬৪ ধারা। (১) যে মাজিস্ট্রেট তদন্ত কি বিচার করেন অভিযুক্ত ব্যক্তি বিকৃতমনা ও তন্নিমিত্ত অভিযোগের উক্তর দিতে অক্ষম সেই মাজিস্ট্রেট এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, ঐ ব্যক্তির মনের অস্বাস্থ্য নিশ্চয় করণার্থে তদন্ত লইয়া জিলার সিভিল চিকিৎসক সাহেবের দ্বারা কিম্বা স্থানীয় গবর্নমেন্টের আদেশমত অন্য কোন চিকিৎসকের দ্বারা ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করাইবেন এবং স্বাক্ষররূপ ঐ সিভিল চিকিৎসক সাহেবের কি অন্য চিকিৎসকের সাক্ষ্য গ্রহণপূর্বক ঐ সাক্ষ্য লিখিয়া রাখিবেন।

(২) মাজিস্ট্রেট ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্তমনা ও তন্নিমিত্ত অভিযোগের উক্তর দিতে অক্ষম জ্ঞান করিলে, সেই মোকদ্দমার অন্য সকল কার্য স্থগিত রাখিবেন।

৪৬৫ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে বিচারার্থে সমর্পিত হইলে ও তাহার বিচার কালে আদালত তাহাকে ক্ষিপ্তমনা ও তন্নিমিত্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অক্ষম বোধ করিলে, জুরি অথবা আসেসরদের সাহায্যপ্রাপ্ত আদালত প্রথমে তাহার মনের অস্বাস্থ্যের ও অক্ষমতার বিচার করিবেন ও সেই বিষয় স্বদ্বোধমতে জানিতে পারিলে, তদনুযায়ী নিষ্পত্তি করিবেন। তাহা হইলে মোকদ্দমার বিচার গোণে হইবে।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তির মনের অস্বাস্থ্যের ও তাহার অক্ষমতার যে বিচার করা যায় তাহাও আদালতের সম্মুখে তাহার বিচারের একাংশ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৩) নথার প্রয়োজনার্থ আদালত এই আইনের ৫১২ ধারাক্রমে যে প্রকারের বিধান হইয়াছে সেই প্রকারে যে সকল সাক্ষী ও যে সাক্ষ্য উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেই সকল সাক্ষীকে পরীক্ষা করিতে ও সেই সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং ঐরূপে যে কোন সাক্ষ্য গৃহীত হয় বা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার ফল ঐ ধারার নির্দিষ্ট ফলের তুল্য হইবে।

৪৬৬ ধারা। (১) কোন স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিকৃতমনা ও অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অক্ষম জানা গেলে তাহার যে অপরাধের অভিযোগ হয় যদি সেই অপরাধ হেতুক হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে, তবে সেই ব্যক্তির উপযুক্তমতে তত্ত্বাবধান করা যাইবে ও সে আপনার কি অন্য কাহার হানি করিতে পাইবে না ও আত্মা হইলে তাহাকে মাজিস্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে কিম্বা মাজিস্ট্রেট কি আদালত এতৎপক্ষে যে কার্যকারককে নিযুক্ত করেন তাহার সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে এই ২ নিয়মে উপযুক্ত জামিন দেওয়া গেলে মাজিস্ট্রেট কিম্বা স্থলবিশেষে আদালত তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

(২) যদি সেই অপরাধের নিমিত্তে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে না পারে, কিম্বা উপযুক্ত জামিন না দেওয়া যায়, তবে মাজিস্ট্রেট কি আদালত স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিকটে ঐ ব্যাপারের রিপোর্ট করিবেন ও স্থানীয় গবর্নমেন্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্তদের আশ্রয় বাটীতে কিম্বা নির্দিষ্ট আটক করিয়া রাখিবার অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, এবং ঐ মাজিস্ট্রেট কি আদালত উক্ত আজ্ঞা ফলবর্তী করিবেন।

৪৬৭ ধারা। (১) ৪৬৪ কি ৪৬৫ ধারামতে গোণে মোকদ্দমার তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে হইলে মাজিস্ট্রেট কিম্বা স্থলবিশেষে আদালত কোন সময়ে ঐ তদন্ত কি বিচারের কার্যে পুনশ্চ

সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে সমর্পিত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইলে যাগ কতব্য তাহার কথা।

অনুসন্ধান বা বিচারের অপেক্ষায় ক্ষিপ্তব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা।

তাহার বক্ষণের কথা।

তদন্ত কি বিচার কার্যে পুনশ্চ প্রবর্ত হইবার কথা।

প্ররঃ হইতে পারিবেন ও উক্ত মাজিস্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার কি তাহাকে আনা হবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) ৪৬৬ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করা গেলে ও প্রত্যক্ষ মাজিস্ট্রেট কি আদালত যে কর্মচারিকে নিযুক্ত করেন তাহার নিকটে ঐ ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করিবার জামিন তাহাকে উপস্থিত করিলে সেই কর্মচারী যদি সার্টিফিকেট দেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতিবাদ করিতে সক্ষম, উক্ত সার্টিফিকেট প্রমাণের মধ্যে গ্রহণ করা যাইতে পারিবে।

৪৬৮ ধারা। (১) অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিস্ট্রেটের কি স্থল বিশেষ আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কি তাহাকে পুনশ্চ উপস্থিত করা গেলে সে অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার উপযুক্ত ভাবাপন্ন হইয়াছে ঐ মাজিস্ট্রেট কিম্বা ঐ আদালতের এমত বোধ হইলে ঐ মোকদ্দমার তদন্ত কিম্বা বিচার কার্য চলিবে।

(২) তৎকালেও মাজিস্ট্রেট কি আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগে প্রতিবাদ করিতে অক্ষম জ্ঞান করিলে মাজিস্ট্রেট কিম্বা আদালত পুনশ্চ ৪৬৪ কি স্থল বিশেষে ৪৬৫ ধারার বিধানমতে কাণ্ড করিবেন।

৪৬৯ ধারা। তদন্ত কি বিচার সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে স্তম্ভন দেখা গেলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কার্য করিয়াছে প্রকৃতমনা হইয়া সেই কার্য করিলে তাহা অপরাধ হইত কিন্তু যে সময়ে ঐ ক্রিয়া করিয়াছিল সেই সময়ে মনের বিকৃতি প্রযুক্ত অভিযোগের ঐ ক্রিয়ার ভাব বৃদ্ধিতে পারে নাই, ও অন্যায় কি আইন বিরুদ্ধ কর্ম করিতেছে ইহা জানিতে পারে নাই, মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তদ্বারা তাহার এমত জ্ঞান করিবার বিশিষ্ট হেতু থাকিলে, মাজিস্ট্রেট মোকদ্দমা করিতে প্ররক্ত হইবেন ও সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা বিহিত হইলে বিচারার্থে সেশন আদালতে কি স্থলবিশেষে হাই কোর্টে পাঠাইবেন।

৪৭০ ধারা। যে সময়ে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয় সেই সময়ে মনের অস্বাভ্য প্রযুক্ত সে ঐ অভিযোগের ক্রিয়ার অপরাধ স্বরূপ ভাব বৃদ্ধিতে পারে নাই ও অন্যায় কিম্বা আইনবিরুদ্ধ কর্ম কারতেছে ইহা জানে নাই, এই হেতু তাহাকে নিরপরাধী করা গেলে, সেই ব্যক্তি ঐ ক্রিয়া করিয়াছিল কি না নির্ণয়পত্রে এই কথা বিশেষমতে লিখিতে হইবে।

৪৭১ ধারা। (১) ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগমত ক্রিয়া করিয়াছে নির্ণয়পত্রে ইহা ব্যক্ত হইলে ও তাহার উক্ত অক্ষমতা না হইলে যদি অভিযোগমত ঐ ক্রিয়া অপরাধের তুল্য হইত, তবে যে মাজিস্ট্রেটের

উক্ত প্রকালে মাজিস্ট্রেটের নিরপরাধী কবিয়া যায় তাহাকে নির্দিষ্ট আদালত বা স্থানে রাখিবার কথা।

কিম্বা যে আদালতের সম্মুখে ঐ বিচার হয়, সেই মাজিস্ট্রেট বা আদালত যে স্থানে ও যেরূপে উপযুক্ত বোধ করেন সেই স্থানে ও সেইরূপে ঐ ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট হেফাজতে রাখিবার আজ্ঞা করিবেন ও স্থানীয় গবর্নমেন্টের আজ্ঞার জন্য ঐ বিয়ের রিপোর্ট করিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্নমেন্ট ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়-বাটীতে কিম্বা কারাগারে কিম্বা সুরক্ষা হইবার অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে ঐ ব্যক্তিকে বদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(৩) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব সাধারণ কি বিশেষ আজ্ঞাক্রমে এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন যে স্থানীয় গবর্নমেন্ট যে কোন ব্যক্তিকে এই অধ্যায়মতে কোন ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়-বাটীতে, জেলে বা নির্দিষ্ট রাখিবার অন্য কোন স্থানে বদ্ধ রাখিবার আজ্ঞা করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি যে স্থানে বদ্ধ থাকে তথা হইতে তাহাকে রুচি ভাৱতবর্ষের অন্তর্গত কোন ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়-বাটীতে বা জেলে বা নির্দিষ্ট রাখিবার অন্য স্থানে পাঠাইতে হইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি ৪৬৬ বা এই ধারার বিধানমতে যে জেলে বদ্ধ থাকে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট সেই জেলের কার্গের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে ৪৭২, ৪৭৩ বা ৪৭৪ ধারামত জেলের ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবের সকল কি কোন কার্য করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

৪৭২ ধারা। ৪৬৬ কিম্বা ৪৭১ ধারার বিধানমতে কোন ব্যক্তিকে বদ্ধ করা গেলে সেই ব্যক্তি কারাগারে বদ্ধ থাকিলে জেলের ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব কিম্বা ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়-বাটীতে বদ্ধ থাকিলে ঐ আশ্রয়-বাটীর সন্দর্শকেরা কিম্বা তাহাদের কোন দুইজন ঐ ব্যক্তির মনের অবস্থা জ্ঞাত হইবার্থে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন ও সেই ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব কিম্বা পূর্বেক্ত দুইজন সন্দর্শক ছয় মাসান্তর ন্যূনকম্পে একবার তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিকট তাহার মনের অবস্থার বিশেষ রিপোর্ট করিবেন।

কোন কার্য হইতে ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবকে স্থানীয় গবর্নমেন্টের মুক্ত করণের ক্ষমতা বর্ণনা করা।

ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে ইনস্পেক্টর জেনরলের দৃষ্টি করিবার কথা।

৪৭৩ ধারা। এই ব্যক্তি ৪৬৬ ধারার বিধানমতে বদ্ধ

৪৬৬ ধারার ব্যক্তি অভি-
যোগে উক্ত বিধিতে সক্ষম
বিপোর্ট হইলে বর্তমান
কথা।

হইলে সে অভিযোগের প্রতি-
বাদ করিতে সক্ষম উক্ত ইন-
স্পেক্টর জেনরল সাহেব কিম্বা
সম্মতিপত্র এই সার্টিফিকেট
দিলে এই মাজিস্ট্রেট কিম্বা সল
বিশেষে আদালত যে সময় নিরূপণ করেন সেই সময়ে
এ ব্যক্তিকে এই মাজিস্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে
উপস্থিত করা যাইবে ; ও সেই মাজিস্ট্রেট কি আদালত
সেই ব্যক্তির সম্মুখে ৩৬৮ ধারার বিধানমতে কার্য
করিবেন ও সেই ইনস্পেক্টর জেনরলের কি সম্মতিপত্রের
পক্ষে সার্টিফিকেট প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ হইবে।

৪৭৪ ধারা। (১) সেই ব্যক্তি ৪৬৬ কি ৪৭১ ধারার

৪৬৬ কি ৪৭১ ধারামতে
সক্ষম ব্যক্তি যুক্ত ২২-
ধারার গোপন প্রকাশ হইলে
ভাঙ্গার কথা।

বিধানমতে বদ্ধ হইলে এবং
তাহাকে মুক্ত করা গেলে সে
আপনার কি অন্য কাহার হানি
যে করিবে আমার কি আমাদের
বিবেচনায় এমত শঙ্কা হয় না
উক্ত জেলের ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব কিম্বা
পক্ষে সম্মতিপত্র এই মর্মে সার্টিফিকেট দিলে,
স্থানীয় গবর্নমেন্ট তাহার মুক্ত হইবার অথবা তাহাকে
এফাজতে রাখিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন অথবা
পক্ষে সম্মতিপত্র ব্যক্তিদের রাজকীয় আশ্রয়বাটতে প্রেরিত না
হইলে তাহাকে সেই স্থানে পাঠাইবার আজ্ঞা দিতে
পারিবেন এবং তথায় পাঠাইবার আজ্ঞা দিলে কোন
এক জন বিচারকতাকে এবং দুই জন চিকিৎসক
সাহেবকে কমিশনস্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) এই কমিশন আবশ্যিকমত প্রমাণ গ্রহণপূর্বক
এ ব্যক্তির মনের অবস্থার বিষয়ে নিয়মিতরূপে তদন্ত
লইয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টে রিপোর্ট করিবেন। গবর্ন-
মেন্ট যেমন উচিত বোধ করেন তেমন এই ব্যক্তিকে
ছাড়িয়া দিবার কিম্বা তাহার আটক থাকিবার আজ্ঞা
করিতে পারিবেন।

৪৭৫ ধারা। (১) ৪৬৬ কি ৪৭১ ধারার বিধানমতে

আপনার তত্ত্বাবধানে
নিযুক্ত করিয়া
কথা।

কোন ব্যক্তি আটক থাকিলে
যদি তাহার জ্ঞাতি কুটুম্ব কি
বন্ধু তাহাকে আপনাদের
রক্ষণে ও তত্ত্বাবধানে লইতে
ইচ্ছা করে, তবে স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিকটে দরখাস্ত
করলে সেই ব্যক্তির উপযুক্তমতে তত্ত্ব লওয়া যাইবে
ও সে আপনার কি অন্য ব্যক্তির হানি করিতে পারিবে
না এই গবর্নমেন্টের হস্তক্ষেপমতে ইহার প্রতিভূ দিলে,
গবর্নমেন্ট এই ব্যক্তিকে উক্ত জ্ঞাতি কুটুম্বের কি বন্ধুর
নিকটে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

(২) তাহাকে সেই প্রকারে সমর্পণ করা গেলেও
স্থানীয় গবর্নমেন্ট যে কর্মচারিকে নিযুক্ত করেন তিনি
এই গবর্নমেন্টের নিরূপিত সময়ে সময়ে এই ব্যক্তিকে
দৃষ্টি পরীক্ষা করিতে পারিবেন এই নিয়মে তাহাকে অর্পণ করা
যাইবে।

(৩) এই ধারামতে যে ব্যক্তি দিগকে সমর্পণ করা
যায় তাহাদের প্রতি আবশ্যিক পরিবর্তনসহ ৪৭২ ও
৪৭৩ ধারার বিধান থাকিবে; ও এই ধারামতে যে পরি-
দর্শনকারী কর্মচারিকে নিযুক্ত করা যায় তাহার সার্টি-
ফিকেট প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ হইবে।

৫ পৃষ্ঠার অন্তর্ভুক্ত।

বিচার কার্য সম্বন্ধে কোন কোন অপরাধের মোক-
দ্দমার আনুষ্ঠানিক কার্য বিষয়ক বিধি।

৪৭৬ ধারা। (১) ১৯৫ ধারার উল্লিখিত বিচারকার্য-

১৯৫ ধারার লিখিত
সম্মতিপত্রের কথা।

ক্রমে তৎসম্মুখে রুত কি
আনীত কোন অপরাধের
তদন্ত লইবার হেতু আছে,
কোন দেওয়ানী কি কোর্জদারী কি রাজস্বসম্পর্কীয়
আদালত এমত বোধ করিলে সেই আদালত প্রথমস্থলীয়
আবশ্যিক তদন্ত করিলে পর নিকটস্থ মাজিস্ট্রেটের
নিকট তদন্ত বা বিচার হইবার জন্য সেই মোকদ্দমা
প্রেরণ করিতে পারিবেন। উক্ত আদালত অভিযুক্ত
ব্যক্তিকে প্রহারের জিম্মায় পাঠাইতে কিম্বা তাহার স্থান
এই মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত
জামিন লইতে পারিবেন ও সেই বিচার কি তদন্ত হই-
বার সময়ে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার জন্য কোন
ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে এই মাজিস্ট্রেট আইন অনুসারে
ও যেন না লিখ করা হইয়াছিল এমনি ভাবে কার্য
করিবেন এবং তিনি ১৯২ ধারামতে মোকদ্দমা অর্পণ
করিবার ক্ষমতা পাইয়া থাকিলে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন
অন্য মাজিস্ট্রেটের প্রতি উক্ত তদন্ত বা বিচারকার্যের
ভার অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৩) ৩২ অধ্যায় মত সংশোধন দ্বারা বা প্রকারা-
ন্তরে এই ধারামুযায়িক আনুষ্ঠানিক কার্যের প্রতিবাদ করা
যাইবে না।

৪৭৭ ধারা। (১) সেশন আদালতের সম্মুখে ১৯৫

সেশন আদালতের
সম্মুখে তদন্ত অপরাধ
হইলে এই আদালতের
ক্ষমতার কথা।

ধারার উল্লিখিত কোন অপরাধ
হইলে কিম্বা বিচারকার্যক্রমে
তাহা উক্ত আদালতের জ্ঞান
গোচরে আনা গেলে, সেই
আদালত ৪৪৪ ধারার বিধা-
নের নিয়মানুযায়ী এই ব্যক্তির নামে এই অপরাধের অভি-
যোগ করিয়া আপনার রুত অভিযোগপত্রক্রমে এই
ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে কিম্বা তাহার স্থানে হাজির-
জামিন লইয়া তাহার বিচার করিতে পারিবেন।

(২) এই আদালত মাজিস্ট্রেটকে উক্ত বিচারকালে
সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করা হইবার আজ্ঞা দিতে পারি-
বেন।

৪৭৮ ধারা। (১) কোন দেওয়ানী বা রাজস্বসম্পর্কীয়

অনুসন্ধানের কার্য সমাপ্ত
করিয়া হাই কোর্টে কি
সেশন আদালতে সমর্পণ
করিতে দেওয়ানী ও রাজস্ব-
সম্পর্কীয় আদালতেও ক্ষম-
তা কথ্য।

আদালতের সম্মুখে এমত
অপরাধ করা গেলে কিম্বা
বিচার কার্যক্রমে তাহা উক্ত
আদালতের জ্ঞানগোচরে আনা
গেলে, অপরাধের বিচার যদি
কেবল সেশন আদালতে কি

হাই কোর্টে হইতে পারে কিম্বা যদি উক্ত দেওয়ানী কি
রাজস্ব সম্পর্কীয় আদালত বিবেচনা করেন যে সেশন
আদালতে কি হাই কোর্টে উহার বিচার হওয়া উচিত,
তবে সেই দেওয়ানী কি রাজস্ব সম্পর্কীয় আদালত
৪৭৬ ধারামতে মাজিস্ট্রেটের দ্বারা তদন্ত লইবার জন্যে
মোকদ্দমা প্রেরণ না করিয়া আপনি সেই তদন্ত লওনের
কার্য সমাপ্ত করিতে পারিবেন। ও হাই কোর্টে কিম্বা
স্থলবিশেষে সেশন আদালতের সম্মুখে অভিযুক্ত
ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে কিম্বা বিচার হইবার নিমিত্তে
হাজিরজামিন লইতে পারিবেন।

(২) এই ধারামতে তদন্ত লইবার জন্যে দেওয়ানী
বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত ৪৪৩ ধারার নিয়মাদীনে
মাজিস্ট্রেটের সকল ক্ষমতামতে কার্য করিতে পারিবেন
এবং ঐ তদন্ত লইবার সময়ে আদালতের আনুষ্ঠানিক
কার্য যতদূর সম্ভব ১৮ অধ্যায়ের বিধানমতে হইবে ও
তাহা মাজিস্ট্রেটের দ্বারা করা গেল এমত জ্ঞান
হইবে।

৪৭৯ ধারা। দেওয়ানী বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত

তদ্রূপ স্থলে দেওয়ানী বা
রাজস্ব সম্পর্কীয় আদালতের
কর্তব্য কথ্য।

কর্তৃক অপরাধীকে উক্ত
প্রকারে সমর্পণ করা গেলে, ঐ
আদালত সমর্পণকরিবার আজ্ঞার
ও মোকদ্দমার কাগজপত্রের

সহিত অভিযোগপত্র প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি জিলার
মাজিস্ট্রেট সাহেবের কিম্বা বিচারার্থ সমর্পণ করিবার
ক্ষমতাপন্ন অন্য মাজিস্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন। সেই
মাজিস্ট্রেট ঐ মোকদ্দমা এবং বাদির ও প্রতিবাদির
সাক্ষ্যদিগকে হাই কোর্টের কি স্থলবিশেষে সেশন
আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করাইবেন।

৪৮০ ধারা। (১) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের

কোন স্থলে আজ্ঞা
হইলে যাহা কর্তব্য তাহার
কথ্য।

১৭৪ কি ১৭৫ কি ১৭৮ কি ১৭৯
কি ১৮০ কি ২২৮ ধারার বর্ণিত
কোন অপরাধ কোন দেওয়ানী
কি ফৌজদারী কি রাজস্ব-
সম্পর্কীয় আদালতের দৃষ্টিগোচরে কি সম্মুখে করা গেলে

অপরাধী ইউরোপীয় রুটিয় প্রজা হউক কি না হউক
ঐ আদালত তাহাকে হেফাজতে রাখিতে পারিবেন
ও সেই দিনে আদালত উচিত বোধ করিলে, উঠিয়া
গাইবার পূর্বে কোন সময়ে ঐ অপরাধের বিচার করিয়া
অপরাধীর দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা
করিতে পারিবেন ও সেই অর্থদণ্ড না দেওয়া গেলে
তাহার এক মাস পর্য্যন্ত সামান্য করাদণ্ড হইবার আজ্ঞা

করিতে পারিবেন। ইতিমধ্যে ঐ অর্থদণ্ড দেওয়া গেলেই
তাহাকে মুক্ত করা যাইবে।

(২) ৪৪৩ ও ৪৪৪ ধারার কোন কথা এই ধারামত
কার্যানুষ্ঠানের প্রতি বর্জিতবে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

৪৮১ ধারা। (১) উক্ত প্রত্যেক স্থলে যে কার্য দ্বারা

এইরূপ মোকদ্দমায় নগীব
কথ্য।

অপরাধ হয় ও অপরাধী সেই
বিষয়ে কোন উত্তর দিলে যে উত্তর
দেয় ও যে নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা হয়

আদালত সেই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

(২) ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২২৮ ধারামত
অপরাধ হইলে ঐ আদালত বিচারঘটিত যে কার্যে
অধিবিষ্ট ছিলেন সেই কার্যের ভাব ও কার্য কত দূর
চলিলে ঐ অপমান কি প্রতিবন্ধকতা করা যায় তাহা ও
সেই অপমানের বা প্রতিবন্ধকতার ভাব ঐ কাগজপত্রে
দেখাইতে হইবে।

৪৮২ ধারা। (১) ৪৮০ ধারার উল্লিখিত ও আপনার

৪৮০ ধারামতে মোক-
দ্দমা লইয়া কার্য হওয়া
উচিত নয়, আদালতের
এমত বোধ হইলে কার্য-
প্রণালীর কথ্য।

দৃষ্টি গোচরে কি সম্মুখে রুত
কোন অপরাধে অভিযুক্ত
ব্যক্তির অর্থদণ্ড না দেওয়া
প্রযুক্ত যে কারাদণ্ড হইতে
পারে তন্নিম্ন কারাদণ্ড কিম্বা

দুই শত টাকার অধিক অর্থদণ্ড করা উচিত আদালত
এমত বোধ করিলে, কিম্বা ৪৮০ ধারামতে ঐ মোকদ্দমা
লইয়া কার্য করা উচিত নয় আদালত অন্য কোন
কারণে এরূপ বিবেচনা করিলে, যে কার্যাদি দ্বারা
ঐ অপরাধ হয় ও পূর্বেলিখিত বিধিমতে অভিযুক্ত ব্যক্তি
যে উত্তর দেয় ঐ আদালত তাহা লিপিবদ্ধ করিলে পর
ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিস্ট্রেটের
নিকটে সেই মোকদ্দমা পাঠাইবেন, ও অভিযুক্ত ব্যক্তি
ঐ মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে ইহার জামিন
লইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। উপযুক্ত জামিন না
দেওয়া গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় ঐ
মাজিস্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন।

(২) এই ধারামতে কোন ব্যক্তিকে যে মাজিস্ট্রেটের
নিকটে পাঠান যায় ইতিপূর্বে যে বিধান করা গিয়াছে
সেই বিধানমতে তিনি তাহার নামে নালিশগুণিতে
প্ররুত হইবেন।

৪৮৩ ধারা। স্থানীয় গবর্নমেন্ট আজ্ঞা করিলে

বেজিষ্ট্রার বা সব-বেজি
ষ্ট্রার ৭৮০ ও ২৮২ ধারামতে
দেওয়ানী আদালত বলিয়া
জ্ঞান যে স্থলে হইবে তাহার
কথ্য।

ভারতবর্ষীয় রেজিস্ট্রারীকরণ
বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইন-

মতে নিযুক্ত কোন রেজিস্ট্রার
বা সব-রেজিস্ট্রার ৪৮০ ও
৪৮২ ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ী

দেওয়ানী আদালত বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৪৮৪ ধারা। কোন ব্যক্তিকে আইনসিদ্ধ কোন

অপরাধী আজ্ঞাক্রমে
কার্য করিলে কিম্বা অপরাধ
স্বীকার করিলে তাহাণ মুক্ত
হইবার কথ্য।

কার্য করিতে আজ্ঞা করা
গেলে তাহা করিতে অস্বীকার

করা কিম্বা সেই কর্ম না করা
কিম্বা ইচ্ছাপূর্বক অপমান করা

সাক্ষীরূপে তাহার সাক্ষ্য লইবার জন্যে তাহাকে ঐ কোর্টের সম্মুখে আনা হইবার আজ্ঞা।

(ঘ) কোর্ট মার্শালের সম্মুখে কিম্বা মন্ত্রিসভা-ধিক্তিত্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের কোন কমিশনের বলে কর্মকারী কোন কমিশনরদের সম্মুখে বিচার হইবার জন্যে কিম্বা উক্ত কোর্ট মার্শালের কি কমিশনরদের সম্মুখে উপস্থিত কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার জন্যে পূর্বোক্তমত বন্ধ কোন আসামীকে আনা হইবার আজ্ঞা।

(ঙ) উক্ত স্থানের মধ্যে কোন আসামীর বিচার হইবার জন্যে তাহার বন্ধ থাকার এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালান করিবার আজ্ঞা। এবং

(চ) ধৃত করিবার পরওয়ানা জারী করিয়া শরিক সাহেব সীপাই কর্পস (অর্থাৎ ব্যক্তিকে াইয়াছি) বলিয়া যে রিটার্ন দেন তদনুসারে উক্ত স্থানের মধ্যের কোন আসামীকে আনিবার আজ্ঞা।

(২) এই ধারামতে যে প্রণালীক্রমে কার্য করা যাইবে উক্ত প্রত্যেক হাই কোর্ট সময়েই সেই প্রণালী বিষয়ক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(৩) রাজকীয় বন্দী বিষয়ক বঙ্গদেশের ১৮১৮ সালের আইন, মাদ্রাজের ১৮১৯ সালের ২ আইন কিম্বা বোম্বাইর ১৮২৭ সালের ২৫ আইনমতে অথবা রাজকীয় বন্দী বিষয়ক ১৮৫০ সালের আইন বা রাজকীয় বন্দী বিষয়ক ১৮৫৮ সালের আইনমতে যে ব্যক্তিদিগকে আটক করিয়া রাখা যায়, তাহাদের প্রতি এই ধারার কোন কথা খাটে না।

নবম খণ্ড।

অতিরিক্ত বিধান।

৩৮ অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

রাজকীয় অভিযোক্তাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৯২ ধারা। (১) মন্ত্রিসভাধিক্তিত্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্নমেন্ট কোন স্থানে সাধারণতঃ কিম্বা কোন মোকদ্দমায় বা কোন বিশেষ শ্রেণীর মোকদ্দমায় রাজকীয় অভিযোক্তা নামক এক বা একাধিক কর্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

রাজকীয় অভিযোক্তা নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

(২) সেশন আদালতের বিচারার্থে যে মোকদ্দমা সমর্পণ করা যায় জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা তাহার কর্মসূত্রে মাহকুমার মাজিস্ট্রেট রাজকীয় অভিযোক্তা অস্থাপিত থাকিলে, কিম্বা নিযুক্ত না হইয়া থাকিলে, ঐ মোকদ্দমার কার্যপক্ষে আলিফটাংট ডিস্ট্রিক্ট সুপার-টেণ্ডেন্টের শ্রেণীর নিম্নস্থ পোলীসের কর্মচারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে রাজকীয় অভিযোক্তার কর্ম করিতে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

৪৯৩ ধারা। যে আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি সমর্পিত মোকদ্দমার তদন্ত লওয়া যায় কি বিচার কি আপীল হয় তিনি লিখিত অমুমতিপত্র বিনা সেই আদালতে উপস্থিত হইয়া উক্ত প্রত্যুত্তর করিতে পারিবেন ;

ও ঐরূপ কোন মোকদ্দমায় যদি বেসরকারী কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ করিবার নিমিত্ত কোন উকীলকে আদেশ করে তবে মোকদ্দমা চালাইবার ভার রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি বর্তিবে ও আদেশ-প্রাপ্ত উকীল তাহার আজ্ঞাধীনে কর্ম করিবেন।

বেসরকারী কোন ব্যক্তির উকীল তাহার আজ্ঞাধীন থাকিবার কথা।

৪৯৪ ধারা। মন্ত্রিসভাধিক্তিত্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের বা স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিযুক্ত কোন রাজকীয় অভিযোক্তা জুরির দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে, তাহাদের মীমাংসা দিবার পূর্বে ও অন্য স্থলে, নিষ্পত্তি প্রকাশ করিবার পূর্বে আদালতের অমুমতি লইয়া কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ উঠাইয়া লইতে পারিবেন। ঐরূপে যদি অভিযোগ উঠাইয়া লওয়া যায়, তবে

(ক) অভিযোগপত্র প্রস্তুত হইবার পূর্বে তাহা করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে।

(খ) অভিযোগপত্র প্রস্তুত হইবার পর, কিম্বা যে স্থলে এই আইনমতে অভিযোগপত্রের প্রয়োজন নাই, সেই স্থলে ঐরূপ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ করা যাইবে।

৪৯৫ ধারা। (১) কোন মাজিস্ট্রেট মোকদ্দমার তদন্ত লইলে কি বিচার করিলে অভিযোগ চালাইবার স্থানীয় গবর্নমেন্ট মন্ত্রিসভা-ধিক্তিত্রীযুত গবর্নর জেনরল

অভিযোগ চালাইবার অমুমতির কথা।

সাহেবের অমুমতি গ্রহণ পূর্বেক এতদর্থে পোলীসের যে শ্রেণী নির্দেশ করেন সেই শ্রেণীর নিম্নতম পোলীস কর্মচারী ভিন্ন যে কোন ব্যক্তিকে অভিযোগ কার্য চালাইতে অমুমতি দিতে পারিবেন, কিন্তু তদ্রূপ অমুমতি না পাইলে আডবোকেট জেনরল কি স্টাণ্ডিং কৌন্সেল কি গবর্নমেন্ট সলিসিটর কি রাজকীয়

অভিযোগ করা কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্নমেন্টের স্থানে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মচারী ভিন্ন কোন ব্যক্তির সেই কার্য পরিবার অধিকার নাই।

(২) কোন ব্যক্তি অভিযোগ কার্য চালাইলে আপত্তি কিম্বা উকালের দ্বারা তাহা চালাইতে পারিবেন।

(৩) ৪৯৪ ধারা ক্রমে অভিযোগ উঠাইয়া দিবার যে ক্ষমতা সংক্ষেপে বিধান হইয়াছে ঐরূপ কোন ব্যক্তির ততুল্য ক্ষমতা থাকিবে এবং ঐ ব্যক্তি কর্তৃক কোন অভিযোগ উঠাইয়া লওয়া হইলে তৎসম্বন্ধে ঐ ধারার বিধান থাকিবে।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অপরাধের নিমিত্ত অভিযোগ চলিতেছে, পোলীসের কোন কর্মচারী সেই অপরাধ সম্পর্কীয় তদন্তের কোন অংশে লিপ্ত থাকিলে তাঁহাকে সেই অভিযোগ কার্য চালাইবার অহুমতি দেওয়া যাইবে না।

৩৯ উনচত্বারিংশ অধ্যায়।

হাজিরজামিন বিয়য়ক বিধি।

৪৯৬ ধারা। যে অপরাধের নিমিত্ত হাজিরজামিন

যে স্থলে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে তাগা মইতে হইবার কথা।

লয়রা যাইতে পারে না এমত অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে পোলীস থানার অধ্যক্ষ কর্তৃক ওয়ারন্ট বিনা

ধৃত কিম্বা আটক করা গেলে কিম্বা কোন আদালতের সম্মুখে সে উপস্থিত হইলে কি তাহাকে আনা গেলে ও সে উক্ত পোলীসের কর্মচারির হেফাজতে থাকিবার কি উক্ত আদালতে আনুষ্ঠানিক কার্য চলিবার কোন সময়ে হাজিরজামিন দিতে প্রস্তুত থাকিলে, তাহার স্থানে হাজিরজামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে।

পরন্তু পশ্চাৎলিখিত বিধানমতে ঐ ব্যক্তি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া উপস্থিত হইবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে উক্ত কর্মচারী কি আদালত উচিত বোধ করিলে তাহার স্থানে হাজিরজামিন না লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

৪৯৭ ধারা। (১) যে অপরাধ হইলে হাজিরজামিন

হাজিরজামিন লইবার অযোগ্য যে স্থলে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।

লওয়া যাইতে পারে না, কোন ব্যক্তির নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে তাহাকে কোন পোলীস থানার অধ্যক্ষ ওয়ারন্ট বিনা

ধৃত কিম্বা আটক করিয়া রাখিলে কিম্বা সে কোন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কিম্বা তাহাকে আনা গেলে তাহাকে হাজিরজামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইল সে ঐ অপরাধে অপরাধী এমত জ্ঞান

করিবার যুক্তিমত কারণ দৃষ্ট হইলে তাহাকে ঐরূপে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না।

(২) ঐ ব্যক্তি যে উক্ত অপরাধ করিয়াছে ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিমত কারণ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাহার অপরাধের আরো তদন্ত লইবার বিশিষ্ট হেতু আছে, অমূল্যস্থান কি তদন্ত কি বিচারকার্য চলিবার কোন সময়ে উক্ত কর্মচারির কি আদালতের এইরূপ বিবেচনা হইলে, ঐ তদন্ত না লওন পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট হাজিরজামিন লইয়া কিম্বা ঐ কর্মচারির বা আদালতের বিবেচনামতে পশ্চাৎলিখিত বিধান অনুসারে জামিন বিনা উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র তাহার স্থানে লেখাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৩) পশ্চাৎ এই আইনমত কোন কার্য্যামুষ্ঠান হইবার যে কোন সময়েই কোন আদালত এই ধারামতে মুক্ত কোন ব্যক্তিকে ধৃত করাইয়া হেফাজতে অর্পণ করিতে পারিবেন।

৪৯৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে কোন নিবন্ধপত্র

হাজিরজামিন লইবার কি উক্ত কর্মচারী দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

লেখাইয়া লওয়া যায় মোকদ্দমার অবস্থার প্রতি সমুচিত দৃষ্টি রাখিয়া তাহার টাকা ধার্য করা যাইবে এবং ঐ টাকা

অত্যধিক হইবে না; এবং কোন ব্যক্তিকে হাজিরজামিন দিবার অহুমতি দেওয়া যায়, কিম্বা পোলীসের কর্মচারী কিম্বা মাজিস্ট্রেট যত টাকার জামিন চাহেন তাহা কমানিয়া দেওয়া যায়, অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল হউক কি না হউক, হাইকোর্ট কি সেশন আদালত যে কোন স্থলেই এমত আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

৪৯৯ ধারা। (১) কোন ব্যক্তির স্থানে হাজিরজামিন

অভিযুক্ত ব্যক্তি ও জামিনদের নিবন্ধপত্রের কথা।

কি তাহার নিজের নিবন্ধপত্র লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার পূর্বে পোলীসের কর্মচারী কি স্থলবিশেষে

আদালত যত টাকা উপযুক্ত জ্ঞান করেন ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি ও তাহাকে হাজিরজামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, এক কি অধিক জন বিশিষ্ট প্রতিভূ তত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবে। নিবন্ধপত্রের নিয়ম এই যে, ঐ ব্যক্তি ঐ নিবন্ধপত্রের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইবে, ও পোলীসের কর্মচারির কি স্থলবিশেষে আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্যন্ত উপস্থিত থাকে।

(২) যদ মোকদ্দমায় প্রয়োজন হয়, উক্ত নিবন্ধপত্রে এই নিয়মও থাকিবে যে, যে ব্যক্তিকে হাজিরজামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি অভিযোগের উক্ত দিবার জন্য আহৃত হইলে হাইকোর্টে কি সেশন আদালতে কি অন্য আদালতে উপস্থিত হইবে।

কিন্তু কার্যের বাধা দেওয়া প্রযুক্ত আদালত ৪৮০ ধারামতে কোন অপরাধীর দণ্ড নিরূপণ করিলে যদি সেই অপরাধী ঐ আদালতের আজ্ঞা কি আদেশ মানিতে স্বীকার করে কিনা আদালতের হুকুম বাতিলে অপরাধ স্বীকার করে তবে আদালত স্বীয় বিবেচনামতে তাহাকে মুক্ত করিতে কিনা তাহার দণ্ড কমা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

৪৮৫ ধারা। কোর্জদারী আদালতের সম্মুখে

উক্তর দিতে কি দলীল উপস্থিত করিতে স্বীকার না করিলে কোন ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ কবিবার কি হেফাজতে রাখিবার কথা।

কোন সাক্ষীকে কিনা যে ব্যক্তিকে কোন দলীল উপস্থিত করিতে তলব করা হয় তাহাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করা যায় সে তাহার উক্তর দিতে কিনা তাহার অধিকারগত কি ক্ষমতাত্ত্বিক যে দলীল উপস্থিত করিবার আদেশ হয় তাহা উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলে, ও অস্বীকার করণের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ না জানাইলে, ঐ আদালত হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া ঐ ব্যক্তির সাত দিনের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে, কিনা তাহাকে অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত মাজিস্ট্রেটের বা জজের স্বাক্ষরিত ওয়ারন্টক্রমে তত কাল আদালতের কোন কর্মচারির হেফাজতে অর্পণ করিতে পারিবেন। ইতিমধ্যে সাক্ষ্য ও উক্তর দিতে বা দলীল উপস্থিত করিতে সম্মত হইলে তাহাকে মুক্ত করা যাইবে। কিন্তু সেই সাত দিনের পরেও অস্বীকার করিতে থাকিলে তাহার প্রতি এই আদেশের ৪৮০ ও ৪৮২ ধারার বিধানমতে কার্য হইতে পারিবে এবং রাজকীয় সনন্দ বলে স্থাপিত আদালত হইলে তাহাকে অবজ্ঞা করণাপরাধী জ্ঞান করা যাইবে।

৪৮৬ ধারা। (১) কোন আদালত কর্তৃক ৪৮০ কি

অনজ্ঞা বা মোকদ্দমায় অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার উপর আপীলের কথা।

৪৮৫ ধারামতে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে, উক্ত আদালতের ডিক্রীর কি আজ্ঞার উপর সাধারণতঃ যে আদালতে আপীল হইতে পারে সে ইতিপূর্বে প্রকারান্তরের কথা সত্ত্বেও সেই আদালতে আপীল করিতে পারিবে।

(২) এই ধারামত আপীলের প্রতি ৩১ অধ্যায়ের বিধান যতদূর বর্তিতে পারে বর্তিবে ও যে নির্ণয়ের কি দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল হয় আপীল আদালত সেই নির্ণয় পরিবর্তন কি অন্যথা করিতে কিনা সেই দণ্ডাজ্ঞা কম কি অন্যথা করিতে পারিবেন।

(৩) রাজধানী নগরের ছোট আদালতে উক্ত অপরাধ নির্ণয় হইলে হাই কোর্টে আপীল হইতে পারিবে এবং

অন্য ছোট আদালতে অপরাধ নির্ণয় হইলে ঐ আদালত যে সেশন শেডের মধ্যে থাকে সেই সেশন শেডের সেশন আদালতে আপীল হইতে পারিবে।

(৪) পূর্বেক্রমে নিযুক্ত রেজিষ্টার বা সব-রেজিষ্টারস্বরূপ কোন কর্মচারী তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয়

করিলে উক্ত কর্মচারী যদি কোন দেওয়ানী আদালতের বিচারপতিও হইলেন; তবে ঐ কর্মচারী উক্ত বিচারপতিস্বরূপ অপরাধ নির্ণয় করিলে এই ধারার পূর্বাংশমতে যে আদালতে আপীল হইতে পারিবে ও সেই আদালতে আপীল হইবে; ও স্থলান্তরে জিলার জজ সাহেবের নিকটে কিনা রাজধানী নগরে হাই কোর্টে আপীল হইবে।

৪৮৭ ধারা। (১) ৪৭৭ ও ৪৮০ ও ৪৮৫ ধারার নির্দিষ্ট

১৯৫ ধারার উল্লিখিত অপরাধ কোনও জজের কি মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে করা গেলে, তাৎক্ষণিক সেই অপরাধের বিচার না করিবার কথা।

স্থল ব্যতিরেকে হাই কোর্টের জজ ও রেজিষ্টার রিকর্ডার ও প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট তিন্ন কোন কোর্জদারী আদালতের জজ কি মাজিস্ট্রেট ১৯৫ ধারার উল্লিখিত অপরাধ তৎসম্মুখে

কিন্তু তাহার ক্ষমতার প্রতি অবজ্ঞা দেখাইয়া করা গেলে, কিনা বিচারকার্যক্রমে ঐ জজ বা মাজিস্ট্রেট স্বরূপ তাহার জ্ঞান গোচরে আনা গেলে ঐ অপরাধ হেতু কোন ব্যক্তির বিচার করিতে পারিবেন না।

(২) যে মাজিস্ট্রেট সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে সমর্পণ করিবার জন্য ক্ষমতাপন্ন হন তিনি যে উক্ত আদালতে কি কোর্টে কোন মোকদ্দমা আপনি সমর্পণ করিতে পারিবেন না কিনা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট যে অন্য মাজিস্ট্রেটের নিকটে তদন্ত জন্য না পাঠাইয়া কোন মোকদ্দমা লইয়া আপনি কার্য করিতে পারিবেন না, ৪৭৬ কি ৪৮২ ধারার কোন কথা দ্বারা এরূপ বিধান হইবার জ্ঞান হইবে না।

৩৬ ঘটত্রিংশ অধ্যায় :

স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের বিধি।

৪৮৮ ধারা। (১) কোন ব্যক্তির উপযুক্ত সঙ্গতি

স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের আঞ্জার কথা।

থাকিতেও যে আপন স্ত্রীর কিনা নিজ প্রতিপালনে অক্ষম কোন ঐরস কি জারজ সন্তানের ভরণপোষণ করিতে উপেক্ষা কি অস্বীকার করে ইহার উপযুক্ত

প্রমাণ হইলে, জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিনা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিনা মহকুমার মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট ঐ স্ত্রীর কি সন্তানের ভরণপোষণের নিমিত্তে মাসে সর্বমুদ্র পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা উচিত বোধ করেন ঐ ব্যক্তির তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। মাজিস্ট্রেট সময়ে যে ব্যক্তির নিকট দিবার আদেশ করেন সেই টাকা সেই ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে।

(২) ভরণপোষণের ঐ টাকা দিবার আঞ্জার তারিখ অবধি কিনা যদি এরূপ আজ্ঞা হয় তবে নালিশের তারিখ অবধি ঐ টাকা দেওয়া যাইবে।

(৩) যদি এরূপ আজ্ঞাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক
এরূপ আজ্ঞামত কার্য করিতে
সেই আঞ্জ প্রবল করিবার
কথা। উপেক্ষা করে, তবে যতবার
এ আজ্ঞা লঙ্ঘন হয় ততবার
এ মার্জি ফ্রেট ওয়ারন্ট দিয়া অর্থদণ্ড আদায়ের পূর্ব-
নির্দিষ্ট নিয়মমতে এ দেনা টাকা আদায় করিবার ও
ওয়ারন্ট জারী হইলে ও কোন মাসের টাকার সমুদয়
বা কোন অংশ অদত্ত থাকিলে এ ব্যক্তির একমাস কাল
অথবা যতকাল এ টাকা দেওয়া না হয় ততকাল পর্যন্ত
কারাবদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু যদি এ ব্যক্তি কহে যে, স্ত্রী আমার সঙ্গে বাস
করিলে আমি তাহার ভরণপোষণ করিতে প্রস্তুত আছি ও
স্ত্রী যদি তাহার সঙ্গে বাস করিতে স্বীকার না করে তবে
এ স্ত্রী অস্বীকার করিবার যে কারণ জানায় এ মার্জি ফ্রেট
সেই কারণ বিবেচনা করিতে পারিবেন ও মার্জি-
ফ্রেটের যদি এরূপ প্রতীতি হয় যে এই ধারামত আজ্ঞা
করিবার ন্যায্য হেতু আছে তাহা হইলে পুরুষ পূর্বোক্ত
প্রস্তাব করিলেও তিনি এই ধারামত আজ্ঞা করিতে
পারিবেন।

(৪) স্ত্রী যদি উপপত্নীর সঙ্গে বাস করে, কিম্বা
যদি অনুপযুক্ত কারণে আপন স্বামীর সঙ্গে বাস করিতে
অস্বীকার করে, কিম্বা যদি উভয়ে পরস্পরের সম্মতি-
ক্রমে স্বতন্ত্র বাস করে, তবে এই ধারামতে স্বামির
স্থানে এ স্ত্রীর রুত্তি পাইবার অধিকার নাই।

(৫) কোন স্ত্রীর অনুকূলে এই ধারামতে আজ্ঞা করা
গেলে যদি প্রমাণ হয় যে সে উপপত্নীর সহিত বাস
করিতেছে, কিম্বা উপযুক্ত কারণ বিনা আপন স্বামীর
সঙ্গে বাস করিতে অস্বীকার করে, কিম্বা উভয়ে পর-
স্পরের সম্মতিক্রমে স্বতন্ত্র বাস করে, তবে মার্জি ফ্রেট
উক্ত আজ্ঞা রহিত করিবেন।

(৬) এই ধারামত সমুদয় সাক্ষ্য স্বামির বা স্থল-
বিশেষে পিতার সাক্ষাতে লওয়া যাইবে, কিম্বা তাহার
স্বয়ং উপস্থিত না হইবার আজ্ঞা দেওয়া গেলে তাহার
উকীলের সাক্ষাতে লওয়া যাইবে। এবং সমনের মোক-
দ্দমায় যেরূপে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা যায় তাহা সেইরূপে
লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

কিন্তু সে ইচ্ছাপূর্বক এ আজ্ঞা জারী করণ এড়াই-
তেছে কিম্বা আদালতে উপস্থিত হইতে ইচ্ছাপূর্বক
উপেক্ষা করিতেছে মার্জি ফ্রেটের এরূপ প্রতীতি হইলে,
উক্ত মার্জি ফ্রেট এ মোকদ্দমা একতরফা শুনিয়া নিষ্পত্তি
করিতে প্রস্তুত হইতে পারিবেন। তিন মাসের মধ্যে
দরখাস্ত করিয়া উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে এরূপে
কৃত কোন আজ্ঞা অন্যথা করা যাইতে পারিবে।

(৭) অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনি সাক্ষী হইতে চাহিতে
পারিবে ও এ রূপ স্থলে সাক্ষীরূপ তাহাকে পরীক্ষা
করা যাইবে এবং আদালত এই ধারামত নালিশ সম্বন্ধে
কার্য করিবার সময় ধরচ সম্বন্ধে যেরূপ আজ্ঞা ন্যায্য
হয় তাহা করিতে পারিবেন।

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কোন জিলার বাস করে
বা থাকে কিম্বা যথায় সে শেষবার নালিশকারিনীর
সহিত সহবাস করিয়াছিল তাহার বিকল্পে সেই জিলায়
আমুষ্ঠানিক কার্য হইতে পারিবে।

৪৮৯ ধারা। ৪৮৮ ধারামতে যে ব্যক্তি মাসিক রুত্তি
পায় কি এ ধারামতে যাহার
রুত্তি পরিবর্তন করিবার
কথা। প্রতি স্বীয় স্ত্রীকে কি সন্তানকে
মাসিক রুত্তি দিবার আজ্ঞা হয়,
ইহার মধ্যে কোন ব্যক্তির সঙ্গতি পরিবর্তন হওয়া
প্রমাণ হইলে এ মার্জি ফ্রেট উক্ত রুত্তি যদ্রূপে পরিবর্তন
করা উচিত বোধ করেন, করিতে পারিবেন, কিন্তু যদি
তিনি রুত্তি বাড়াইয়া দেন তাহা হইলে মাসে মোট পঞ্চাশ
টাকার অধিক দিবার আজ্ঞা করিবেন না।

৪৯০ ধারা। যে ব্যক্তির ভরণপোষণের নিমিত্ত
এ আজ্ঞা করা যায় তাহাকে
ভরণপোষণের আজ্ঞা
প্রবল করিবার কথা। কিম্বা তাহার অভিভাবক থাকিলে
উক্ত অভিভাবককে কিম্বা যে
ব্যক্তিকে রুত্তি দেওয়া যাইবে সেই ব্যক্তিকে বিনা ক্ষীতে
এ আজ্ঞার নকল দেওয়া যাইবে। ও যে ব্যক্তির নামে
এ আজ্ঞা দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যে কোন স্থানে
থাকুক সেই স্থানের কোন মার্জি ফ্রেট উভয় পক্ষের
অনন্যতা ও যে টাকা দেওয়া হয় তাহা দেওয়া যায়
নাই এই বিষয় হ্রস্বোধ্যমতে জানিলে এ আজ্ঞা প্রবল
করিতে পারিবেন।

৩৭ সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

হাবিয়াস কর্পস ভাবাপন্ন আজ্ঞার বিধি।

৪৯১ ধারা। (১) কোর্ট উইলিয়ম ও
মাস্ত্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর
হাই কোর্ট যে সময়ে উচিত
হাবিয়াস কর্পস নামক পর-
ওয়ানার ভাবাপন্ন আজ্ঞা
দিবার কথা। বোধ করেন সেই সময়ে এই
আজ্ঞা করিতে পারিবেন :—

(ক) কোন ব্যক্তি কোর্টের দেওয়ানী মোকদ্দমা
আদৌ শুনিবার ক্ষমতাস্থান স্থানের
মধ্যে থাকিলে, তাহাকে লইয়া আইন-
মতে কার্য হয়, এই নিমিত্ত তাহাকে
কোর্টের সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা।

(খ) উক্ত স্থানের মধ্যে কোন ব্যক্তি বেআইনী-
মতে কি অমুচিতমতে রাজকীয় কার্য-
কারকের কি বেসরকারী কোন ব্যক্তির
নিকট বদ্ধ থাকিলে তাহাকে ছাড়িয়া
দিবার আজ্ঞা।

(গ) উক্ত স্থানের অন্তর্গত কোন জেলে যে
শাসনামূলক বদ্ধ থাকে, উক্ত কোর্টে উপ-
স্থিত কোন বিষয়ে কিম্বা যে বিষয়ের
অনুসন্ধান লওয়া যাইবে সেই বিষয়ে

৫০০ ধারা। (১) নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া গেলে পর যাহার উপস্থিত হইবার নিমিত্ত উহা লিখিয়া দেওয়া যায় সেই ব্যক্তিকে মুক্ত করা যাইবে। যদি সে কারাগারে থাকে তবে যে আদালত তাহার হাজিরজামিন লন সেই আদালত জেলের অধ্যক্ষের নামে তাহাকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা দিবেন। উক্ত আজ্ঞা পাইলে ঐ কর্মচারী তাহাকে মুক্ত করিবেন।

(২) যে বিষয় সম্বন্ধে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া যায়, তন্মধ্যে কোন বিষয়ের নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা যাইতে পারিলে এই ধারার কিম্বা ৪৯৬ বা ৪৯৭ ধারার কোন কথাক্রমে তাহাকে যে মুক্ত করিবার আদেশ হইল এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৫০১ ধারা। ভ্রান্তি কি প্রত্যারণক্রমে বা প্রকারান্তরে অল্প টাকা জামিন লওয়া গিয়া থাকিলে, কিম্বা হাজিরজামিন পশ্চাৎ অপ্রচুর হইলে, আদালত ধৃত করিবার ওয়ারন্ট বাহির করিয়া হাজিরজামিনক্রমে মুক্ত ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা করিয়া উপযুক্ত হাজিরজামিন দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, না দিলে তাহাকে কারাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

৫০২ ধারা। (১) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজিরজামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, তাহার উপস্থিত হওয়ার ও উপস্থিত থাকার সমুদয় কি কোন কোন প্রতিভূ যে কোন সময়েই মাজিস্ট্রেটের নিকটে সম্পূর্ণরূপে কিম্বা আপনং নিবন্ধপত্র হইতে মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে মাজিস্ট্রেট উক্তরূপে মুক্ত ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করাইবার আদেশ করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিবার ওয়ারন্ট দিবেন।

(৩) সেই ব্যক্তি ওয়ারন্টক্রমে উপস্থিত হইলে কিম্বা স্বেচ্ছায় আপনাকে ধরা দিলে মাজিস্ট্রেট ঐ প্রতিভূদের নিবন্ধপত্র সম্পূর্ণরূপে কিম্বা প্রার্থকদের সম্বন্ধে রহিত হইবার আজ্ঞা করিয়া ঐ ব্যক্তিকে উপযুক্ত অন্য প্রতিভূ দিতে আজ্ঞা করিবেন। তাহা দিতে না পারিলে তাহাকে কারাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

৪০ চত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষীদের পরীক্ষার্থ কমিশন বিষয়ক বিধি।

৫০৩ ধারা। (১) সচিবচলার্থে কোন সাক্ষীর পরীক্ষা

যে স্থানে সাক্ষীর স্বয়ং অমুপস্থিত থাকিবার অসু-
মতি দেওয়া যাইতে পারে
তাহার কথা।

প্রয়োজনীয় ও যে বিলম্ব
কি ধরত কি কষ্ট ব্যতীত
উক্ত সাক্ষীকে উপস্থিত করা
যাইতে পারে না তাহা বিষয়ের
ভাবগতিক বিবেচনায় যুক্তিসিদ্ধ

নহে এই আইনমত কোন তদন্ত কি বিচার কি অন্য
আমুষ্ঠানিক কার্যক্রমে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের
কি জিলার মাজিস্ট্রেটের কি সেশন আদালতের কি হাই
কোর্টের এরূপ বোধ হইলে উক্ত মাজিস্ট্রেট কি আদালত
কি কোর্ট সেই সাক্ষীর স্বয়ং অমুপস্থিত থাকিবার অসুমতি
দিতে পারিবেন ও উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য লইবার নিমিত্ত
যে জিলার মাজিস্ট্রেট কিম্বা
কমিশন দিবার ও তাহার
কার্যপ্রণালীর কথা।
প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের
বিচারাধীন স্থানে সাক্ষী থাকে
তাহার নামে কমিশন লিখিয়া দিতে পারিবেন।

(২) ভারতবর্ষীয় যে রাজ্য বা অধিপতির শাসনা-
ধীন দেশে রুটিষ ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের প্রতিনিধি
কর্মচারী আছেন, সাক্ষী সেই দেশে বাস করিলে কমিশন
ঐ কর্মচারীর নামে দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৩) যে মাজিস্ট্রেটকে কি কর্মচারীকে কমিশন
দেওয়া যায় তিনি স্বয়ং কিম্বা জিলার মাজিস্ট্রেট হইলে
তিনি বা প্রথম শ্রেণীর যে মাজিস্ট্রেটকে তিনি এতদর্থে
নিযুক্ত করেন সেই মাজিস্ট্রেট সাক্ষী যে স্থানে থাকে সেই
স্থানে যাইবেন কিম্বা ঐ সাক্ষীকে আপনার নিকট সমন
করিবেন; এবং এই আইনমতে ওয়ারন্টের মোকদ্দমার
বিচার কালে যে প্রকারে সাক্ষ্য লওয়া যায় ও যে যে
ক্ষমতামতে কার্য হয় সেই প্রকারে ঐ সাক্ষীর সাক্ষ্য
লইতে পারিবেন ও তদর্থে সেই সেই ক্ষমতামতে কার্য
করিতে পারিবেন।

৫০৪ ধারা। (১) সাক্ষী কোন প্রেসিডেন্সী
মাজিস্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের
মধ্যে থাকিলে যে মাজিস্ট্রেট
বা আদালত কমিশন লিখিয়া
দেন সেই মাজিস্ট্রেট বা আদা-
লত ঐ প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের নামে কমিশন দিতে
পারিবেন। তাহা হইলে ঐ মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে যে
মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই মোকদ্দমায় সাক্ষীদিগকে
উপস্থিত করাইয়া তাহাদের সাক্ষ্য লইবার তাহার যে
ক্ষমতা থাকে সেই ক্ষমতামতে তিনি সেই সাক্ষীকে
উপস্থিত করাইয়া তাহার সাক্ষ্য লইতে পারিবেন।

(২) শ্রীশ্রীমতী মহারাজী বিক্টোরিয়ার ৩৯ ও ৪০
বৎসরের আইনের ৪৬ অধ্যায়ের ৩ ধারামতে হাই
কোর্টের যে কমিশন লিখিয়া দিবার ক্ষমতা আছে এই
ধারার কোন কথায় তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

৫০৫ ধারা। (১) এই আইনমত যে কোন আমু-
ষ্ঠানিক কার্যে কমিশন বাহির
হয়, তাহার উভয় পক্ষ যে
মাজিস্ট্রেট কি আদালত কমি-
শনের আদেশ করেন সেই মাজিস্ট্রেট কি আদালত
যাহা প্রাসঙ্গিক জ্ঞান করেন এমন প্রশ্ন লিখিয়া পাঠা-
ইতে পারিবেন ও যে মাজিস্ট্রেটের কি কর্মচারীর
নামে কমিশন দেওয়া যায় তিনি ঐ প্রশ্ন ধরিয়া উক্ত
সাক্ষীর পরীক্ষা লইবেন।

(২) যে মাজিস্ট্রেটের বা কর্মচারির নামে কমিশন লিখিয়া দেওয়া যায় উক্ত পক্ষেরা উর্কীলের দ্বারা কিম্বা হেফাজতে না থাকিলে, স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিবেন এবং উক্ত সাক্ষীকে পরীক্ষা করিতে ও স্থলবিশেষে জেরা কি পুনঃ পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

৫০৬ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিস্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে এই আইনমত কোন তদন্ত বা বিচার বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্যকালে সঙ্গী-চারার্থে যে সাক্ষীর সাক্ষ্য

অধস্তন মফঃস্বল মাজিস্ট্রেটের কমিশন দিবাব অন্য প্রার্থনা করিতে পারিবাব কথা।

লওয়া আবশ্যিক তাহার পরীক্ষা লইবার জন্য কমিশন দেওয়া উচিত দৃষ্ট হইলে, ঐ সাক্ষীকে উপস্থিত করিতে হইলে যত বিলম্ব ব্যয় বা অসুবিধা ঘটিবে তাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অধৌক্তিক বোধ হইলে, সেই মাজিস্ট্রেট জিলার মাজিস্ট্রেটের নিকট কারণ জানাইয়া কমিশন প্রার্থনা করিবেন; ও সেই জিলার মাজিস্ট্রেট পুঙ্খলিখিত বিধানমতে কমিশন দিতে পারিবেন কিম্বা ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৫০৭ ধারা। ৫০৩ কি ৫০৬ ধারামতে কোন কমিশন দেওয়া গেলে তদনুসারে কমিশন ফিরিয়া পাঠাইবার কথা। নিয়মিতরূপে কার্য হইলে পর যে আদালত হইতে কমিশন বাহির হইয়াছিল, ঐ কমিশনমতে যে সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া গেল তাঁহার ঐ সাক্ষ্য সহিত ঐ কমিশন সেই আদালতে ফিরিয়া পাঠাইতে হইবে; ও সেই কমিশন ও তাহার প্রত্যর্পণ ও ঐ সাক্ষীর সাক্ষ্য যুক্তিমত সকল সময়ে পক্ষেরা দেখিতে পাইবেন, ও ন্যায়ালয়গত বর্জিত স্থল ভিন্ন তাহা কোন পক্ষ কর্তৃক মোকদ্দমার প্রমাণ-স্বরূপ পঠিত হইতে পারিবে ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

৫০৮ ধারা। কোন স্থলে ৫০৩ কি ৫০৬ ধারামতে কমিশন দেওয়া গেলে, তদনুসারে কার্য হইয়া কমিশন যাহাতে ফিরিয়া আসিতে পারে যুক্তিমত এরূপ যথোচিত নির্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য স্থগিত রাখা যাইতে পারিবে।

৪১ একচত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষ্য বিষয়ক বিশেষ বিধি।

৫০৯ ধারা। (১) মাজিস্ট্রেটের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে সিবিল সর্জনের কিম্বা চিকিৎসাকর্মকারী অন্য সাক্ষীর পরীক্ষা লওয়া গেলে ও তাঁহার সাক্ষ্য স্বাক্ষরিত হইলে, সেই পরীক্ষিত ব্যক্তি

চিকিৎসক সাক্ষীর সাক্ষ্যে কথ।

কে সাক্ষীস্বরূপ ডাকা না গেলেও এই আইনমত কোন তদন্ত কি বিচারকার্যে কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্যে তাঁহার সেই সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপ দেওয়া যাইতে পারিবে।

(২) আদালত উচিত বোধ করিলে ঐরূপ সাক্ষীকে সমন করিতে পারিবেন ও তাঁহার সাক্ষ্য সম্বন্ধীয় বিষয়ে পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

চিকিৎসক সাক্ষীকে সমন করিতে পারিবাব কথা।

(৩) কোন সিবিল সর্জন বা অপর চিকিৎসক সাক্ষীর যে সাক্ষ্য এই আইনের ৪০ অধ্যায়মতে লওয়া যায় তৎসম্বন্ধে এই ধারার বিধান খাটিবে না।

৫১০ ধারা। এই আইনমত কোন আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমে গবর্নমেন্টের পক্ষে কোন রাসায়নিক দ্রব্য পরীক্ষককে কিম্বা রাসায়নিক

বাসায়নিক দ্রব্য পরীক্ষকের বিপোর্টের কথা।

দ্রব্যের সহকারী পরীক্ষককে যে কোন বিষয় কি দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া কি তাহার মূল্যাংশ পৃথক করিয়া রিপোর্ট করণার্থে দেওয়া যায় তদ্বিষয়ে তাঁহার রিপোর্ট বলিয়া যে দলীল থাকে তাহাতে ঐ পরীক্ষকের স্বাক্ষর থাকিলে তাহা এই আইনমত তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্যে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

৫১১ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ পূর্বে নির্ণয় হইয়াছে কিম্বা তাহাকে পূর্বে নির্দোষ করা গিয়াছে যেরূপে করা যাইবে তাহার ইহার প্রমাণ এই আইনমতে তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনু-

ষ্ঠানিক কার্যে উপস্থিত সময়ের প্রচলিত আইনে অন্য যে কোন প্রকারের বিধান থাকে তদতিরিক্ত নিম্নলিখিত প্রকারে করা যাইবে;—

(ক) যে আদালতে ঐ ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় কি তাহাকে নির্দোষ করা যায় সেই আদালতের যে কর্মচারির জিম্মায় কাগজপত্র থাকে তিনি ঐ কাগজপত্র হইতে উদ্ধৃত কথা দণ্ডাজ্ঞার কি-আজ্ঞার নকল বলিয়া সার্টিফিকেট লিখিলে ও তাহাতে স্বাক্ষর করিলে সেই উদ্ধৃত কথা দ্বারা, কিম্বা

(খ) অপরাধ নির্ণয়ের কথা হইলে, যে জেলে দণ্ড কি তাহার কোন অংশ বিধান করা যায় সেই জেলের অধ্যক্ষের সার্টিফিকেট দ্বারা, কিম্বা সমর্পণ করিবার যে ওয়ার-রন্টক্রমে দণ্ডভোগ হয় সেই ওয়ারন্ট উপস্থিত করণ দ্বারা ;

এবং ঐরূপে যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় বা যাহাকে নির্দোষী করা যায়, ঐরূপ প্রত্যেক স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির সহিত তাহার অনন্যতা বিষয়ে প্রমাণ দ্বারা।

৫১২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে
ও তাহাকে শীঘ্র ধরা যাইবার
সম্ভাবনা নাই এরূপ প্রমাণ
হইলে তাহার নামে যে অপ-
রাধের নালিশ হয় সেই অপ-
রাধ হেতুক তাহার বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থে
তাহাকে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালত তাহার
অনুপস্থিতিতে অভিযোগের পক্ষে কোন সাক্ষ্য উপস্থিত
করা গেলে তাহাদের সাক্ষ্য লিখিয়া রাখিতে পারিবেন।
পরে সেই ব্যক্তিকে ধরা গেলে যদি সাক্ষী মরিয়া থাকে
বা সাক্ষ্য দিতে অক্ষম হইয়া থাকে কিম্বা তাহাকে
উপস্থিত করাইতে হইলে যে বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধা
হয় তাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অর্থোক্তিক
বলিয়া বোধ হয়, তবে ঐ ব্যক্তির নামে যে অপরাধের
অভিযোগ হয় সেই অপরাধের তদন্ত বা বিচার কালে
ঐ সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

৪২ ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

নিবন্ধপত্র বিষয়ক বিধি।

৫১৩ ধারা। সদাচরণের নিবন্ধপত্রের স্থল ভিন্ন
অন্য স্থলে কোন আদালত কিম্বা
মুচলকার পরিবর্তে
আমানতের কথা।
কর্মচারী কোন ব্যক্তিকে
জামিন সহিত কিম্বা জামিন
বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা করিলে ঐ আদালত
কি কর্মচারী ঐ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার পরিবর্তে যত
টাকা নিদ্ধার্য করেন, ঐ ব্যক্তিকে নগদ কিম্বা তত
টাকার গবর্ণমেন্টের প্রমিসরি নোট আমানত করিবার
অনুমতি দিতে পারিবেন।

৫১৪ ধারা। (১) এই আইনমতে কিম্বা ৪০১ ধারা-
মুসারে প্রণীত কোন বিধিমতে
যে আদালত কর্তৃক নিবন্ধপত্র
গৃহীত হয় সেই আদালতের
কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের কি প্রথম শ্রেণীর
মাজিস্ট্রেটের আদালতের হস্তোদ্যমতে,
কিম্বা কোন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবার
নিবন্ধপত্র হইলে, ঐ আদালতের হস্তোদ্যমতে,

যদি প্রমাণ হয় যে নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইয়াছে,
তবে ঐ আদালত উক্ত প্রমাণের হেতু লিখিবেন, ও যে
কোন ব্যক্তি উক্ত নিবন্ধপত্র দ্বারা বদ্ধ থাকেন তাহাকে
অর্থদণ্ডের টাকা দিবার কিম্বা না দেওনের কারণ দর্শা-
ইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

(২) ঐ দণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে ও না দিবার
উপযুক্ত কারণ দর্শান না গেলে, আদালত উক্ত
ব্যক্তির অস্থাবর দ্রব্য কিম্বা তাহার মৃত্যু হইয়া থাকিলে
তাহার ইস্টেট ক্রোক ও নীলাম করিবার ওয়ারন্ট দিয়া
ঐ টাকা আদায় করিতে প্ররত্ত হইতে পারিবেন।

(৩) যে আদালত ওয়ারন্ট দেন, সেই আদালতের
বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ ওয়ারন্টমতে কার্য করা
যাইতে পারিবে, ও তন্মধ্যে ঐই অনুমতি থাকিবে যে, ঐ
সীমার বহির্ভূত যে স্থানে উক্ত ব্যক্তির কোন অস্থাবর
দ্রব্য থাকে, সেই স্থান যে জিলার মাজিস্ট্রেট কিম্বা
প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট সাহেবের বিচারাধীন
তিনি ঐ ওয়ারন্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে ঐ দ্রব্যও
ক্রোক করিয়া নীলাম করা যাইতে পারিবে।

(৪) সেই দণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে, ও উক্ত
প্রকারে ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা আদায় হইতে না
পারিলে, যে আদালত ওয়ারন্ট দেন, সেই আদালতের
আজ্ঞাক্রমে ঐ ব্যক্তিকে দেওয়ানী জেলখানায় ছয়
মাস পর্যন্ত বদ্ধ করা যাইতে পারিবে।

(৫) আদালত আপনার বিবেচনামতে উল্লিখিত
অর্থদণ্ডের একাংশ ক্ষমা করিয়া অংশ মাত্র আদায়
করণ প্রবল করিতে পারিবেন।

(৬) নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইবার পূর্বে ঐ নিবন্ধ-
পত্রের কোন জামিনের মৃত্যু হইলে, তাহার ইস্টেট
ঐ নিবন্ধপত্র সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি
পাইবে, কিন্তু যে ব্যক্তি নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন
নূতন জামিন দিবার জন্য তাহাকে আদেশ করা যাইতে
পারিবে।

৫১৫ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা জিলার
মাজিস্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজি-
স্ট্রেট ৫১৪ ধারামতে যে আজ্ঞা
করেন তাহার উপর জিলার
মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট
আপীল হইতে পারিবে কিম্বা
আপীল না হইলেও তাহার দ্বারা ঐ আজ্ঞা সংশোধন
করা যাইতে পারিবে।

৫১৬ ধারা। হাই কোর্টের কিম্বা সেশন আদা-
লতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া
হাজির থাকিবার যে নিবন্ধপত্র
লিখিয়া দেওয়া যায়, হাই
কোর্ট কিম্বা সেশন আদালত
কোন মাজিস্ট্রেটকে সেই পত্র-
ক্রমে পাওনা টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা দিতে
পারিবেন।

৪৩ ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

সম্পত্তি লইয়া কার্য হইবার বিধি।

৫১৭ ধারা। (১) কোন ফৌজদারী আদালতে তদন্ত
কি বিচারকার্য সমাপ্ত হইলে,
যে দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ
করা যায় তাহা লইয়া যাহা
করিতে হইবে এই বিষয়ের
আজ্ঞা করা।
আদালতের সম্মুখে উপস্থিত
করা যে দলীল কি অন্য দ্রব্য
সম্পর্কে অপরাধ করা গিয়াছে
দেখা যায় কিম্বা অপরাধ কর-
ণার্থে যাহার ব্যবহার হইয়াছে কিম্বা যাহার অধিকার

সম্বন্ধে সংশয় বা বিবাদ আছে তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবে আদালত এই বিষয়ে যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন।

(২) হাই কোর্ট কি সেশন আদালত তদ্রূপ আজ্ঞা করিলে ও যে ব্যক্তি উক্ত দ্রব্য পাইবার স্বত্বান তাহাকে স্বয়ং কর্মচারী দ্বারা ঐ দ্রব্য দিবার সুবিধা না হইলে, উক্ত কোর্ট কি আদালত জিলার মাজিস্ট্রেটকে উক্ত আজ্ঞা ফলবর্তী করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

(৩) যে মোকদ্দমায় আপীল আছে সেই মোকদ্দমায় এবং যে সম্পত্তির অধিকার লইয়া সংশয় বা বিবাদ আছে তৎসম্বন্ধে এই ধারামতে আজ্ঞা করা গেলে, জীবিত পশুপক্ষ্যাদি বা স্বভাবতঃ আশুক্ষয়শীল দ্রব্য না হইলে, আপীল করিবার সময় যাবৎ গত না হয় অথবা ঐ সময়ের মধ্যে আপীল করা গেলে, যাবৎ ঐ আপীল নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ উক্ত আজ্ঞামতে কার্য করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা।—যে দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ করা গিয়াছে দৃষ্ট হয়, সেই দ্রব্য হইলে, এই ধারায় যে “দ্রব্য” শব্দ আছে তাহাতে যে দ্রব্য প্রথমে কোন পক্ষের অধিকারে কি তত্ত্বাবধানে ছিল সেই দ্রব্যমাত্র বুঝাইবে না, কিন্তু সেই দ্রব্য পরিবর্তিত হইয়া যে কোন দ্রব্য হয় কিম্বা সেই দ্রব্যের বিনিময়ে যে দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাও বুঝাইবে, এবং এরূপ পরিবর্তন কি বিনিময় করণদ্বারা অব্যবহিতভাবে কি প্রকারান্তরে যাহা কিছু লব্ধ হয় তাহাও বুঝাইবে।

৫১৮ ধারা। ৫১৭ ধারাক্রমে আজ্ঞা না দিয়া কোন জিলাব মাজিস্ট্রেট সাহেবের বা মহকুমার মাজিস্ট্রেটের প্রতি দ্রব্য অর্পণ লুচক আজ্ঞা হইবার কথা।
আদালত জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রতি কিম্বা মহকুমার মাজিস্ট্রেটের প্রতি ঐ দ্রব্য সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। তাহা হইলে ঐ দ্রব্য পোলীসের দ্বারা ধৃত হইয়া পশ্চাৎলিখিতমতে তাহার নিকট রিপোর্ট করা গেলে তিনি যক্রূপে করিতেন ঐ দ্রব্য লইয়া তদ্রূপেই কার্য করিবেন।

৫১৯ ধারা। চৌর্য্য বা চোরা দ্রব্য গ্রহণ অপরাধ হয় বা যাহার মধ্যে ঐ অপরাধ পড়ে কোন ব্যক্তির যদি এরূপ অপরাধ নির্ণয় হয় এবং ইহার প্রমাণ হয় যে অন্য কোন ব্যক্তি ঐ দ্রব্য চোরা না জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ না দেখিয়া তাহা ক্রয় করিয়াছে, এবং যাহার অপরাধ নির্ণয় হয় তাহাকে ধরা গেলে তাহার নিকট হইতে কোন টাকা লওয়া হইয়াছে, তবে ক্রেতা প্রার্থনা করিলে ও অধিকার পাইবার স্বত্বান ব্যক্তিকে ঐ চোরা দ্রব্য ফিরাইয়া দিলে আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে ঐ টাকা হইতে ক্রেতার প্রদত্ত মূল্যের অনধিক টাকা তাহাকে দেওয়া যায়।

৫২০ ধারা। যে আদালতে আপীল কি দৃষ্টকরণ কি বিবাদার্পণ কি নিষ্পত্তির সংশোধন হইতে পারে সেই আদালত আপনার অধীন আদালতের ক্রম ৫১৭, ৫১৮ বা ৫১৯ ধারামতে কোন আজ্ঞা স্বীয় বিবেচনার অপেক্ষায় স্থগিত রাখিবার আদেশ করিতে এবং সংশোধন কি পরিবর্তন কি অসিদ্ধ করিতে এবং আরো যে আজ্ঞা ন্যায্য হয় তাহা করিতে পারিবেন।

৫২১ ধারা। (১) ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৯২ কি ২৯৩ কি ৫০১ কি ৫০২ ধারামতে অপরাধ নির্ণয় হইলে, যে দ্রব্য সম্বন্ধে অপরাধ নির্ণয় হয় তাহার যত খণ্ড আদালতের হেফাজতে কিম্বা নির্ণাতাপরাধ ব্যক্তির অধিকারে কি ক্ষমতায় থাকে আদালত তৎসমুদয় বিনষ্ট করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

(২) ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৭২ কি ২৭৩ কি ২৭৪ কি ২৭৫ ধারামতে অপরাধ নির্ণয় হইলে, যে খাদ্য কি পানীয় কি ঔষধ কি চিকিৎসা সম্পর্কীয় দ্রব্য সম্বন্ধে অপরাধ নির্ণয় হয়, আদালত তদ্রূপে তাহা বিনষ্ট করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

৫২২ ধারা। (১) কোন ব্যক্তির অপরাধযুক্ত বল-প্রকাশ সহিত কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে, ও সেই বল-প্রকাশ দ্বারা কোন ব্যক্তিকে ছাবর দ্রব্যের অধিকারচ্যুত করা গিয়াছে উক্ত আদালত ইহা দেখিতে পাইলে যদি উচিত বোধ করেন তবে ঐ ব্যক্তির পুনরায় তদধিকার পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি দেওয়ানী মোকদ্দমা করিয়া সেই ছাবর দ্রব্যে আপনার স্বত্ব বা স্বার্থ আছে বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে পূর্কোক্ত আজ্ঞা দ্বারা ঐ স্বত্বের বা স্বার্থের বিঘ্ন হইবে না।

৫২৩ ধারা। (১) যে দ্রব্য ৫১ ধারামতে প্রাপ্ত বা যাহা চোরা বলিয়া কথিত হয় কি সন্দেহ হয় কিম্বা যাহা এরূপ অবস্থায় পাওয়া যায় যে তৎসম্বন্ধে কোন অপরাধ করা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ জন্মে, সেই দ্রব্য পোলীস কর্মচারী দ্বারা ধৃত হইয়া থাকিলে, তদ্বিষয়ে কোন মাজিস্ট্রেটের নিকটে অবিলম্বে রিপোর্ট করা যাইবে, ও তাহা হইলে ঐ মাজিস্ট্রেট যেরূপ উচিত বোধ করেন সেইরূপ ঐ দ্রব্যের বিলি ব্যবস্থার কি উহার অধিকার পাইবার স্বত্বান ব্যক্তিকে উহা দিবার আজ্ঞা করিবেন। কিম্বা ঐ ব্যক্তিকে নিশ্চয়মতে জানা যাইতে না পারিলে মাজিস্ট্রেট ঐ দ্রব্য রাখিবার ও উপস্থিত করিবার বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত জ্ঞান করেন করিবেন।

(২) ঐ সম্পত্তির অধিকার পাইবার স্বত্বান ব্যক্তিকে জানা থাকিলে, মাজিস্ট্রেট যেরূপ (যদি কোন) নিয়মে উচিত বোধ করেন তদ্রূপ নিয়মে ঐ সম্পত্তি তাহাকে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। উক্ত ব্যক্তিকে জানা না থাকিলে মাজিস্ট্রেট ঐ সম্পত্তি রাখিতে পারিবেন এবং ঐ সম্পত্তির মধ্যে যে যে দ্রব্য আছে ঘোষণাপত্রে সেই-সেই দ্রব্যের বিশেষ বর্ণনা লিখিয়া প্রকাশ করণপূর্বক সেই দ্রব্যের উপর যে কোন ব্যক্তির দাওয়া থাকে তাহাকে ঐ ঘোষণাপত্রের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে কোন সময়ে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপনার দাওয়া প্রমাণ করিতে আজ্ঞা দিবেন।

৫২৪ ধারা। (১) ঐ সময়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ দ্রব্যের উপর আপন দাওয়া সপ্রমাণ না করিলে ও সেই দ্রব্য যাহার নিকটে পাওয়া যায় সে ন্যায়মতে তাহা পাইয়াছিল ইহা দেখাইতে না পারিলে, গবর্নমেন্ট ঐ দ্রব্য লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিবেন, ও প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের কিম্বা মহকুমার মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট স্থানীয় গবর্নমেন্ট হইতে এতৎপক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার আজ্ঞাক্রমে তাহা বিক্রয় করা যাইতে পারিবে।

(২) এই ধারামতে আজ্ঞা করা গেলে তদ্রূপ আজ্ঞাকারক আদালতের দণ্ডাজ্ঞার উপর যে আদালতে আপীল হইতে পারে সেই আদালতে আপীল হইতে পারিবে।

৫২৫ ধারা। ঐ দ্রব্যের অধিকার পাইবার স্বত্বান ব্যক্তি অজ্ঞাত কি অনুপস্থিত থাকিলে ও উক্ত দ্রব্য স্বভাবতঃ আশুক্ষয়শীল হইলে কিম্বা তাহা বিক্রয় করাতে স্বামীর লাভ আছে যে মাজিস্ট্রেটের নিকট ঐ দ্রব্য ধরিবার রিপোর্ট হয় তিনি এরূপ বিবেচনা করিলে, যে কোন সময়ে তাহা বিক্রয় করিবার আদেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত বিক্রয়ের নিট উৎপন্ন সম্বন্ধে, যত দূর সম্ভব, ৫২৩ ও ৫২৪ ধারার বিধান প্রাতিবে।

৪৪ চতুষ্ছত্রিংশ অধ্যায়।

কোজদারী মোকদ্দমা হস্তান্তর করণ বিষয়ক বিধি।

হাই কোর্টের মোকদ্দমা হস্তান্তর করবার কি স্বয়ং বিচার করিবার ক্ষমতার কথা। ৫২৬ ধারা। (১) যখন হাই কোর্টকে দেখান যায় যে,

(ক) তদধীন কোন কোজদারী আদালতে ন্যায়-সঙ্গত ও অপকৃপাত তদন্ত কি বিচার পাওয়া যাইতে পারিবে না, বা

(খ) অসাধারণ কাঠিন্যযুক্ত আইনঘটিত প্রশ্ন উত্থিত হইবার সম্ভাবনা বা

(গ) যে স্থানে কি যে স্থানের নিকটে অপরাধ করা যায় সম্ভোষণকরূপ তদন্ত কি বিচারার্থে সেই স্থান দেখা আবশ্যিক, বা

(ঘ) এই ধারামতে আজ্ঞা দিলে পক্ষদের বা সাক্ষীদের সাধারণতঃ সুবিধা হইবে, বা

(ঙ) উক্তরূপ আজ্ঞা সুবিচার নিমিত্ত বাঞ্ছনীয়, তখন উক্ত কোর্ট নিম্নলিখিতরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, :-

(১০) যে আদালত ১৭৭ হইতে ১৮৪ পর্যন্ত ধারাক্রমে কোন অপরাধের তদন্ত ও বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন নহেন, কিন্তু অন্যান্য প্রকারে তৎকার্যক্ষম, সেই আদালত কর্তৃক উক্ত অপরাধের তদন্ত কি বিচার হয়, কিম্বা

(২০) বিশেষ কোন কোজদারী মোকদ্দমা কি আপীল কি বিশেষ শ্রেণীর তদ্রূপ মোকদ্দমা কি আপীল, স্থায়ী কর্তৃত্বাধীন এক কোজদারী আদালত হইতে সমান কি অধিক ক্ষমতাপন্ন তদ্রূপ অন্য কোন কোজদারী আদালতে প্রেরিত হয়, কিম্বা

(৩০) বিশেষ কোন কোজদারী মোকদ্দমা কি আপীল আপনার নিকটে প্রেরিত হইয়া বিচার হয়, কিম্বা

(৪০) কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনার নিকট কিম্বা কোন সেশন আদালতে বিচারার্থে সমর্পিত হয়।

(২) হাই কোর্ট প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের আদালত ভিন্ন অন্য আদালত হইতে আপনার সম্মুখে বিচারার্থে কোন মোকদ্দমা উঠাইয়া আনিলে, ২৬৭ ধারার নিদ্দিষ্ট স্থল ভিন্ন যে আদালত হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া আনা যায় তদ্রূপে উঠাইয়া আনা না গেলে সেই আদালতে যে কার্যপ্রণালী অবলম্বিত হইত সেই মোকদ্দমার বিচারে সেই কার্যপ্রণালী অবলম্বন করিবেন।

(৩) হাই কোর্ট নিম্নতর আদালতের রিপোর্টমতে কিম্বা স্বার্থযুক্ত কোন পক্ষের প্রার্থনামতে কিম্বা আপন প্ররুতিমতে কার্য করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারাক্রমে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল তদনুসারে কার্য হইবার প্রার্থনা (মোশন) প্রস্তাবনাক্রমে করা যাইবে ও প্রার্থক আডবোকেট জেনরল না হইলে আফিডেবিট কি প্রতিজ্ঞা দ্বারা তাহার পোষকতা করিতে হইবে।

(৫) অভিযুক্ত ব্যক্তি এই ধারামতে প্রার্থনা করিলে হাই কোর্ট তাহার প্রতি এই নিয়মে জামিন সহিত বা

জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন যে, অপরাধ নির্ণয় হইলে সে অভিযোক্তার খরচা দিবে।

(৬) কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি তদ্রূপ প্রার্থনা করিলে

এই ধারামতে প্রার্থনা হইলে বাজকীয় অভিযোক্তাকে নোটিস দিবার কথা।

রাজকীয় অভিযোক্তার নামে ঐ প্রার্থনার নোটিস লিখিয়া যেহেতুতে প্রার্থনা করা গেল সেই হেতুপত্রের নকল ঐ নোটিসের সঙ্গে দিবে, এবং সেই নোটিস দেওয়ার ও প্রার্থনাপত্র শুনিবার সময়ের মধ্যে ন্যূনকম্পে চব্বিশ ঘণ্টা না গেলে ঐ প্রার্থনাপত্রের দোষগুণানুসারে কোন আজ্ঞা করা যাইবে না।

(৭) ১৯৭ ধারামতে যে কোন আজ্ঞা করা যায়, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

(৮) কোন ফৌজদারী মোকদ্দমায় বা আপীলে

এই ধারামতে প্রার্থনা হইলে দিনান্তর নিরূপণের কথা।

শুননী আরম্ভ হইবার পূর্বে রাজকীয় অভিযোক্তা, বাদী বা অভিযুক্ত ব্যক্তি যে আদালতে মোকদ্দমা বা আপীল দায়ের থাকে, ঐ মোকদ্দমা সম্বন্ধে এই ধারামতে প্রার্থনা করিবার অভিপ্রায় সেই আদালতে জানাইলে আদালত (যদি এরূপ বিবেচনা না করেন যে, বিলম্ব করিবার কিম্বা অন্য রকমে সুবিচারের গতির ব্যাঘাত ঘটাইবার অভিপ্রায়ে ঐ প্রার্থনা করা হইতেছে তবে) কার্য্যালয়স্থান স্থগিত রাখিবার বা তাহার দিনান্তর নিরূপণ করিবার ৩৪৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে এরূপে কার্য্য করিবেন যাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি প্রতিবাদকার্য্যে প্ররক্ত হইবার আজ্ঞা হইবার পূর্বে কিম্বা আপীল হইলে, আপীলের শুননী হইবার পূর্বে প্রার্থনা করিবার ও তাহার উপর আজ্ঞা পাইবার যুক্তিসিদ্ধ সময় থাকে।

৫২৭ ধারা। (১) বিশেষ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা

মন্ত্রিসভাধিকৃত জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের ফৌজদারী মোকদ্দমা ও আপীল হস্তান্তর করিবার ক্ষমতার কথা।

কি আপীল এক হাই কোর্ট হইতে উঠাইয়া লইয়া অন্য হাই কোর্টে অর্পণ করিলে কিম্বা এক হাই কোর্টের অধীন কোন ফৌজদারী আদালত হইতে উঠাইয়া লইয়া অন্য হাই কোর্টের অধীন সমান কি অধিক ক্ষমতাবিশিষ্ট অন্য ফৌজদারী আদালতে অর্পণ করিলে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সফল হয়, কিম্বা উভয় পক্ষের কি সাক্ষীদের সুবিধা জন্মে, মন্ত্রিসভাধিকৃত জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের এমত বোধ হইলে, তিনি ইচ্ছিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া সেই মোকদ্দমার কি আপীলের তদ্রূপ হস্তান্তর হওয়ার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) যে আদালতে সেই মোকদ্দমা কি আপীল অর্পণ করা যায় সেই আদালতেই প্রথম উপস্থিত করা গেলে ঐ আদালত সেই মোকদ্দমা কি আপীল লইয়া যেরূপে কার্য্য করিতেন তদ্রূপে কার্য্য করিবেন।

৫২৮ ধারা। (১) জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব, কিম্বা

মোকদ্দমা জিলার বা মহকুমার মাজিস্ট্রেটের উঠাইয়া লইবার কি অর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

মহকুমার মাজিস্ট্রেট আপন অধীন কোন মাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া অথবা তাঁহাকে যে মোকদ্দমা অর্পণ করিয়াছেন তাহা ফিরাইয়া লইয়া আপনি তাহার তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে পারিবেন কিম্বা তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আপনার অধীন অন্য কোন মাজিস্ট্রেটের প্রতি তদন্ত লইয়া বিচার করিবার নিমিত্ত ঐ মোকদ্দমা অর্পণ করিতে পারিবেন।

(২) জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁহার অধীন মাজিস্ট্রেটদের নিকট হইতে যে

জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবকে বিশেষ প্রকারের সকল মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।

কোন প্রকারের মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া বিহিত বোধ করেন তাহা উঠাইয়া লন কিম্বা বিশেষ প্রকারের সকল মোকদ্দমা উঠাইয়া লন, স্থানীয় গবর্নমেন্ট তাঁহার প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) কোন মাজিস্ট্রেট এই ধারামতে কোন আজ্ঞা করিলে, তাঁহার ঐ আজ্ঞা করিবার যে কারণ থাকে তাহা লিখিয়া রাখিবেন।

(৪) মাস্ত্রাজের ১৮২১ সালের ৪ আইনমত কোন গ্রাম্য মণ্ডল এই ধারার প্রয়োজনার্থ মাজিস্ট্রেট।

৪৫ পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

অনিয়তি আনুষ্ঠানিক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

অনিয়মিত ক্রিয়াকৌতুক আনুষ্ঠানিক কার্য্য ব্যর্থ না হইলে তাহার কথা।

৫২৯ ধারা। কোন মাজিস্ট্রেট আইনমতে নিম্নলিখিত কোন কার্য্য করিবার, অর্থাৎ

- (ক) ৯৮ ধারামতে তলাশী পরওয়ানা দিবার,
- (খ) ১৫৫ ধারামতে পোলীসকে অপরাধের অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা করিবার,
- (গ) ১৭৬ ধারামতে মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার,
- (ঘ) কোন ব্যক্তি তাঁহার বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে ১৮৬ ধারামতে নিজ বিচারাধীন স্থানে তাহাকে ধরিবার পরওয়ানা দিবার,
- (ঙ) ১৯০ ধারার ১ প্রকরণের (ক) কিম্বা (খ) দফামতে কোন অপরাধ গ্রাহ্য করিবার,
- (চ) ১৯২ ধারামতে কোন মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার,
- (ছ) ৩৩৭ বা ৩৩৮ ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব করিবার,
- (জ) ৫২৪ বা ৫২৫ ধারামতে সম্পত্তি বিক্রয় করিবার, কিম্বা

(ক) ৫২৮ ধারামতে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া আপনি বিচার করিবার,

ক্ষমতাপন্ন না হইয়া যদি ভ্রান্তক্রমে সরলমনে ঐ কার্য করেন, তবে ক্ষমতা ছিল না বলিয়া তাঁহার আনুষ্ঠানিক কার্য অন্যথা করা যাইবে না।

৫৩০ ধারা। কোন মাজি-

অনিয়মিত যে কার্য বা আনুষ্ঠানিক কার্য অসিদ্ধ হইয়াও যদি সেই সেই কার্য করেন, অর্থাৎ—

(ক) যদি ৮৮ ধারামতে দ্রব্য ক্রোক ও বিক্রয় করেন,

(খ) যদি ডাকঘরে পত্রের কি পুলিশের কি অপর দ্রব্যের কিম্বা টেলিগ্রাফ বিভাগে তাড়িত বার্তার তলাশী পরওয়ানা দেন,

(গ) যদি শান্তিরক্ষার্থ জামিন দিবার আজ্ঞা করেন,

(ঘ) যদি সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞা করেন,

(ঙ) কোন ব্যক্তি আইনমতে সদাচরণ করিতে নিবদ্ধ হইলে যদি তাহাকে মুক্ত করেন,

(চ) যদি শান্তিরক্ষার মুচলকা রহিত করেন,

(ছ) স্থানবিশেষের অনিচ্ছকর কার্য সম্বন্ধে যদি ১৩৩ ধারামতে আজ্ঞা করেন,

(জ) সাধারণের অনিচ্ছকর কার্য না চলনার্থে বা পুনশ্চ না হওনার্থে যদি ১৪৩ ধারামতে তন্নিবারণের আজ্ঞা করেন,

(ঝ) যদি ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা প্রচার করেন,

(ঞ) ১২ অধ্যায়মতে যদি আজ্ঞা করেন,

(ট) ১৯০ ধারার (গ) দফামতে যদি কোন অপরাধ গ্রাহ্য করেন,

(ঠ) অন্য মাজিস্ট্রেটের লিখিত রূবকারি অনুসারে যদি ৩৪৯ ধারামতে দণ্ডের আজ্ঞা করেন,

(ড) ৪৩৫ ধারামতে যদি কাগজপত্র আনান,

(ঢ) যদি ভরণপোষণের আজ্ঞা করেন,

(ণ) যদি ৫১৪ ধারামতে প্রদত্ত আজ্ঞা ৫১৫ ধারামতে সংশোধন করেন,

(ত) যদি কোন অপরাধীর বিচার করেন,

(থ) যদি সরাসরীমতে অপরাধীর বিচার করেন, কিম্বা

(দ) যদি আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন, তবে তাঁহার আনুষ্ঠানিক কার্য অসিদ্ধ হইবে।

৫৩১ ধারা। তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য অস্থপযুক্ত সেশন খণ্ডে

অস্থপযুক্ত স্থানে আনু-
ষ্ঠানিক কার্য হইবার কথা।

কি জিলায় কি মহকুমায় কি অন্য স্থানে হইয়াছে বলিয়া,

কেবল সেই কারণে কোন কোর্জদারী আদালতের নির্ণয়

কি দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা অসিদ্ধ হইবে না; সেই ভ্রম হেতুক সন্ধিচারের বস্তুতঃই ব্যাঘাত হইয়াছে, ইহা দৃষ্ট হইলে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা হইতে পারিবে।

৫৩২ ধারা। (১) কোন মাজিস্ট্রেট কি অন্য

কর্তৃপক্ষ আইনমতে নিয়মিত-
রূপে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিতেছেন বিবেচনায় তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন না হইয়া যদি

সেশন আদালতের বা হাই কোর্টের বিচারার্থে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করেন, তবে যে আদালতের প্রতি সমর্পণ করা যায় সেই আদালত আনুষ্ঠানিক কার্যের কাগজপত্র পাঠ করিয়া, অভিযুক্ত ব্যক্তির হানি হয় নাই বিবেচনা করিলে, এবং তদন্ত লওনের সময়ে ও সমর্পণের আজ্ঞা হওনের পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা অভি-
যোক্তার পক্ষ হইতে সমর্পণকারী মাজিস্ট্রেটের কি অন্য কর্তৃপক্ষের বিচারাধিকার বিষয়ে আপত্তি না থাকিলে ঐ আদালত সেই সমর্পণকার্য গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

(২) কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির হানি হইয়াছে উক্ত আদালতের যদি, এইরূপ বিবেচনা হয় কিম্বা তদ্রূপ আপত্তি হইয়া থাকে, তবে উক্ত আদালত সেই সমর্পণ-
কার্য অসিদ্ধ করিয়া উপযুক্ত মাজিস্ট্রেটের দ্বারা নূতন তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৫৩৩ ধারা। (১) ১৬৪ বা ৩৬৪ ধারামতে লিপি-

বদ্ধ করা অভিযুক্ত ব্যক্তির
১৬৪ বা ৩৬৪ ধারার বিধান
স্বীকার বাক্য বা অন্য উক্তি
পালন না করিবার কথা।

যে আদালতের সম্মুখে প্রমাণ-
স্বরূপ উপস্থিত করা হয়, সেই আদালত যদি দেখেন
যে ঐ উক্তি লিপিবদ্ধকারী মাজিস্ট্রেট উক্ত দুই ধারার
কোনটির কোন বিধান সম্পূর্ণরূপে পালন করেন নাই,
তবে প্রতিবাদী ঐ লিপিবদ্ধ কথা যে নিয়মিতরূপে
কহিয়াছিল, ইহার প্রমাণ লইবেন. এবং ভারতবর্ষীয়
সাক্ষ্য বিষয়ক আইনের ৯১ ধারায় প্রকারান্তরের কথা
থাকিলেও, যদি সেই ভ্রমদ্বারা মোকদ্দমার গুণাগুণ
সম্বন্ধে প্রতিবাদ কালে অভিযুক্ত ব্যক্তির হানি না
হইয়া থাকে তবে ঐ উক্তি গ্রাহ্য হইবে।

(২) এই ধারার বিধান আপীল আদালত ও
সংশোধনকারী আদালতের প্রতি বর্তে।

৫৩৪ ধারা। যে মোকদ্দমার প্রতি ৪৫৪ ধারার

দ্বিতীয় প্রকরণ বর্তে সেই
মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তিকে
৪৫৪ (২) ধারার নির্দিষ্ট
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে
ক্রটি হইবার কথা।

“তুমি ইউরোপী রুটিষ প্রজা
কি না” এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
করিবার ক্রটি হইলে, তাহাতে আনুষ্ঠানিক কার্যের
সিদ্ধতা সম্বন্ধে কোন বিঘ্ন হইবে না।

৫৩৫ ধারা। (১) অভিযোগপত্র প্রস্তুত না করা গেলেও
ন্যায়বিচারের কোন ব্যাঘাত
অভিযোগপত্র প্রস্তুত না
হইবার ফলেব কথা।
হয় নাই আপীল আদালতের
কি সংশোধনকারী আদালতের
এমত জ্ঞান হইলে সেই অভিযোগপত্র প্রস্তুত না
হওয়াতে নির্ণয় কি দণ্ডাজ্ঞা অসিদ্ধ হইবে না।

(২) অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হওয়াতে ন্যায়-
বিচারের ব্যাঘাত হইয়াছে আপীল আদালতের কি
সংশোধনকারী আদালতের এমত বোধ হইলে, ঐ
আদালত অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবার ও মোকদ্দমার
বিচার কালীন যে সময় অভিযোগ পত্র প্রস্তুত করা
উচিত ছিল তাহার অব্যবহিত পরবর্তী সময় হইতে
বিচার কার্যের পুনরারম্ভ হইবার আজ্ঞা দিবেন।

৫৩৬ ধারা। (১) আসেসরদের সহকারিতায় যে
অপরাধ বিচার্য হয় জুরির দ্বারা
আসেসরদের বিচার্য
মোকদ্দমা জুরিব দ্বারা
বিচার হইবার কথা।
তাহার বিচার হইলে কেবল
তৎপ্রযুক্ত সেই বিচার অসিদ্ধ
হইবে না।

(২) জুরির দ্বারা বিচার্য
অপরাধের বিচার আসেসরদের
সহকারিতায় করা গেলে, যদি
আদালতের নির্ণয়পত্র লিপিবদ্ধ
হইবার পূর্বে আপত্তি না করা যায় তবে কেবল
আসেসরদের সহকারিতায় হওয়া প্রযুক্ত বিচার অসিদ্ধ
হইবে না।

৫৩৭ ধারা। পূর্ক প্রদত্ত বিধানের স্থলভিন্ন—
(ক) নালিশে কি সমনে কি
অভিযোগপত্রে কিম্বা
আমুষ্ঠানিক কার্যে ভ্রম কি
প্রমাদপ্রযুক্ত নিষ্পত্তি কি
দণ্ডাজ্ঞা অন্যথা হইবার
কথা।
ওয়ারণ্টে কি অভিযোগপত্রে
কি দোষণপত্রে কি আজ্ঞাপত্রে
কি নিষ্পত্তিপত্রে কিম্বা বিচার
করণ সময়ের বা তৎপূর্কের
অন্য আমুষ্ঠানিক কার্যে কিম্বা

এই আইনমত কোন তদন্তে বা অন্য আমুষ্ঠানিক কার্যে
কোন ভ্রম কি ত্রুটি কি অনিয়ম হইলে, কিম্বা

(খ) ১৯৫ ধারার আদেশমত কোন অসুস্থতির
অভাব হইলে, কিম্বা

(গ) ৩২৪ ধারা অনুসারে জুরির বা আসেসরদের
কোন ফর্দ সংশোধন করিতে ত্রুটি হইলে, কিম্বা

(ঘ) জুরির প্রতি উপদেশ বাক্যের মধ্যে কোন
অন্যায় কথা থাকিলে যদি সেই ভ্রম কি ত্রুটি কি
অনিয়ম কি অভাব কি অন্যায় কথা দ্বারা বস্তুতঃই
ন্যায়বিচারের ত্রুটি না হইয়া থাকে,

তবে ২৭ অধ্যায়মতে কার্য হইলে কিম্বা সেই
মোকদ্দমার উপর আপীল হইলে কিম্বা তাহা সংশোধন
করণার্থে উপস্থিত হইলে ঐ ভ্রম প্রভৃতি হেতুক উপযুক্ত
ক্ষমতাপন্ন আদালতের নির্ণয় কি দণ্ডাজ্ঞা কি আজ্ঞা
(উহা বিচার চলিতে থাকিবার মধ্যে প্রদত্ত হউক বা
চূড়ান্ত হউক) অন্যথা কি পরিবর্তন করা যাইবে না।

উদাহরণ।

কোন মাজিস্ট্রেট আইনমতে কোন দলীলে স্বাক্ষর
করিতে আদিষ্ট হইয়া কেবল আপন নামের আদ্যক্ষর
লিখিয়া উহা স্বাক্ষর করেন। ইহা একটি অনিয়ম মাত্র
ও ইহাতে ঐ আমুষ্ঠানিক কার্যের সিদ্ধতার ব্যাঘাত
হয় না।

৫৩৮ ধারা। এই আইনের বলে যে ক্রোক করা যায়,
সমনে কি অপরাধ নির্ণয়পত্রে
আমুষ্ঠানিক কার্যে বীতিব
দোষ থাকিতে ক্রোক
বেআইনী না হইবার ও
ক্রোককারি ব্যক্তির অনধিকার
প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান না
হইবার কথা।
কি ক্রোকী পরওয়ানায় কি
তৎসম্পর্কীয় অন্য কার্যে
বীতিগত কোন দোষ কি অভাব
প্রযুক্ত তাহা বেআইনী বলিয়া
জ্ঞান হইবে না ও যে ব্যক্তি
ক্রোক করে তাহাকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান
হইবে না।

৪৬ ঘট্ চত্বারিংশ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

৫৩৯ ধারা। কোন হাই কোর্টের, কিম্বা ঐ কোর্টের
কোন কর্মচারির সম্মুখে যে
যে কোর্টের ও যে যে
ব্যক্তির সম্মুখে আফ-
ডেবিট করা যাইতে পারিবে
ঐগদের কথা।
আফিডেবিটের ও প্রতিজ্ঞা-
পত্রের ব্যবহার করিতে হইবে
সেই আফিডেবিট ও প্রতিজ্ঞা
পত্র সেই কোর্টের কিম্বা ক্লাক-
অফ দি ক্রোনের, কিম্বা তৎকার্যপক্ষে নিযুক্ত কোন
কমিশনরের কি অন্য ব্যক্তির সম্মুখে কিম্বা ব্রিটিশ
ভারতবর্ষের কোন রিকর্ড কোর্টে আফিডেবিট গ্রহণের
কোন জজ কি কমিশনর সাহেবের সম্মুখে কিম্বা
ইংলণ্ডে কি আয়ারলণ্ডে শপথ করাইবার কোন কমিশন-
রের সম্মুখে, কিম্বা স্কটলণ্ড দেশে যে কোন মাজিস্ট্রেট
আফিডেবিট কি প্রতিজ্ঞা করাইতে ক্ষমতাপন্ন হন
তাহার সম্মুখে শপথ বা প্রতিজ্ঞা পূর্বক করা যাইতে
পারিবে।

৫৪০ ধারা। এই আইনমত তদন্ত কি বিচার কি
অন্য আমুষ্ঠানিক কার্য করিবার
শুরুতব সাক্ষীকে সমন
করিবার কিম্বা উপস্থিত
ব্যক্তির পরীক্ষা লইবার
ক্ষমতার কথা।
কোন সময়ে কোন আদালত
কোন ব্যক্তিকে সাক্ষীরূপ
সমন করিতে পারিবেন ও
সমন না হইয়া যে ব্যক্তি
আদালতে উপস্থিত থাকে সাক্ষীরূপ তাহারও সাক্ষ্য
লইতে পারিবেন, এবং তাহার পরীক্ষা পূর্বে লওয়া
গিয়াছে এমন কোন ব্যক্তিকে আবার ডাকাইয়া পুনর্বার
তাহার পরীক্ষা লইতে পারিবেন; এবং ন্যায়মতে
মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্তে তদ্রূপ কোন
ব্যক্তির সাক্ষ্য অত্যাৱশ্যক বোধ হইলে ঐ আদালত
তাহাকে ডাকাইয়া তাহার পরীক্ষা লইবেন কিম্বা তাহাকে
আবার ডাকাইয়া তাহার পুনঃপরীক্ষা লইবেন।

৫৪১ ধারা। (১) উপস্থিত সময়ের প্রচলিত আইনে প্রকারান্তরে বিধান না থাকিলে এই আইনমতে যে ব্যক্তির কারাদণ্ড বা হেফাজতে সমর্পণ হইতে পারে তাহাকে যে স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট তাহার আদেশ করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনমতে যে ব্যক্তির কারাদণ্ড বা হেফাজতে সমর্পণ হইতে পারে, সেই ব্যক্তি কোন দেওয়ানী জেলে বদ্ধ অভিযুক্ত বা নির্ণাতাপরাধ ব্যক্তিদগকে ফৌজদারী জেলে পাঠাইবার ও তাহাদের দেওয়ানী জেলে ফিরিয়া আনিবার কথা।

যে আদালত বা মাজিস্ট্রেট কারাদণ্ডের বা হেফাজতে সমর্পণের আজ্ঞা দেন, সেই আদালত বা মাজিস্ট্রেট উক্ত ব্যক্তিকে ফৌজদারী জেলে পাঠাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

(৩) কোন ব্যক্তিকে (১) প্রকরণমতে ফৌজদারী জেলে পাঠাইয়া দেওয়া গেলে, তিনি তথা হইতে মুক্তিলাভ করিলে তাহাকে দেওয়ানী জেলে ফিরাইয়া পাঠাইতে হইবে, কিন্তু নিম্নলিখিত স্থলে এই বিধি খাটিবে না, অর্থাৎ,

(ক) তাহাকে ফৌজদারী জেলে পাঠাইবার পর যদি তিন বৎসর অতীত হইয়া থাকে ; এরূপ স্থলে তিনি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৪২ ধারামতে মুক্ত হইয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে, অথবা

(খ) যে আদালত তাহাকে দেওয়ানী জেলে কারাবদ্ধ রাখিবার আজ্ঞা করেন, সেই আদালত যদি ফৌজদারী জেলের অধ্যক্ষকে এই মর্মে সার্টিফিকেট দেন যে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৪১ ধারামতে ঐ ব্যক্তি মুক্ত হইতে পারে।

৫৪২ ধারা। (১) বন্দিদের সাক্ষ্য গ্রহণ বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনে ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও কোন প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় তিনি সাক্ষী কিম্বা অভিযুক্ত

কারাবদ্ধ ব্যক্তির শরীফার জন্যে তাহাকে আনাইতে আজ্ঞা করিতে প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার কথা।

ব্যক্তি বলিয়া আপন এলাকার সীমার অন্তর্গত জেলখানায় বদ্ধ কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লইতে চাহিলে, ঐ জেলের অধ্যক্ষের নামে আজ্ঞাপত্র লিখিয়া ঐ পত্রের লিখিত সময়ে সাক্ষ্য দিবার জন্য ঐ ব্যক্তিকে উপযুক্ত প্রহারির জিম্মায় আপনার নিকট আনাইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) জেলের অধ্যক্ষ সেই আজ্ঞায় আইলে তদনুসারে কার্য করিবেন ও পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্ত ঐ বন্দী

যতদূর জেলখানা হইতে অনুপস্থিত থাকে উক্তদণ্ড তাহার নিকটস্থে রক্ষা করিবার বিধান করিবেন।

৫৪৩ ধারা। কোন ফৌজদারী আদালতে কোন প্রমাণের কি উক্তির অর্থ করিবার জন্যে দোভাষীর প্রয়োজন হইলে ঐ দোভাষী সেই প্রমাণের কি উক্তির যথার্থ অর্থ করিতে আবদ্ধ হইবেন।

৫৪৪ ধারা। যে বাদিরা কি সাক্ষিরা এই আইন অনুসারে কোন তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্যের নিমিত্তে কোন ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হন, ঐ আদালত গবর্নমেন্টের পক্ষে তাহাদের উপযুক্ত খরচ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু স্থানীয় গবর্নমেন্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের সম্মতিক্রমে যে বিধি করেন সেই বিধি মানিয়া উক্ত আজ্ঞা করা যাইবে।

৫৪৫ ধারা। (১) যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তৎকালে কোন ফৌজদারী আদালত সেই আইনমতে অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিলে কিম্বা আপীলক্রমে কিম্বা সংশোধন করণক্রমে বা প্রকারান্তরে ঐ অর্থদণ্ডের আজ্ঞা কিম্বা অর্থদণ্ড যে আজ্ঞার একাংশ হয় সেই আজ্ঞা দৃঢ় করিলে, ঐ আদালত নিষ্পত্তি কালে ঐ অর্থদণ্ডের আদায় হওয়া সমুদয় টাকা কিম্বা তাহার কোন অংশ—

(ক) মোকদ্দমা চলাইবার নিমিত্ত যথার্থ যে খরচ হয় তাহার পরিশোধার্থে,

(খ) যে অপরাধ হয় তজ্জনিত ক্ষতি প্রযুক্ত দেওয়ানী মোকদ্দমা করিয়া বিশিষ্টরূপ ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়া যাইতে পারে আদালতের এরূপ বিবেচনা হইলে ঐ ক্ষতিপূরণার্থে—

দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) যে মোকদ্দমার উপর আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমায় অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করা গেলে, উক্ত যে টাকা দিবার আজ্ঞা হইল, আপীল উপস্থিত করিবার মিয়াদ গত না হওন পর্যন্ত কিম্বা আপীল উপস্থিত করা গেলে তাহার নিষ্পত্তি না হওন পর্যন্ত সেই টাকা দেওয়া যাইবে না।

৫৪৬ ধারা। পরে সেই বিষয় লইয়া দেওয়ানী মোকদ্দমা হইলে ক্ষতিপূরণ দিবার সময়ে ৫৪৫ ধারামতে যে ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া যায় বা আদায় হয়, আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

পরবর্তী মোকদ্দমায় সেই টাকা ধরিবার কথা।

৫৪৭ ধারা। অর্থদণ্ডের টাকা ভিন্ন অন্য কোন টাকা
যে টাকা দিবার আজ্ঞা
হয় তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায়
আদায় হইতে পারিবার
কথা।

৫৪৮ ধারা। কোন কোর্জদারী আদালতের নিষ্প-
ত্তিতে কি অন্য আজ্ঞাতে যে
ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে সেই
ব্যক্তি জুরির নিকট জজ সাহেবের উপদেশের নকল
কিছা কোন আজ্ঞার কি সাক্ষ্যের কি নথীর অন্যাংশের
নকল পাইবার অভিলাষী হইয়া প্রার্থনা করিলে তাহা
তাহাকে দেওয়া যাইবে।

কিন্তু আদালত কোন বিশেষ কারণে তাহাকে বিনা
খরচে সেই নকল দেওয়া উচিত বোধ না করিলে
তাহারই সেই নকল করিবার খরচ দিতে হইবে।

৫৪৯ ধারা। (১) যে যে স্থলে সৈনিক আইনের
অধীন ব্যক্তিগণের বিচার যে
আদালতের প্রতি এই আইন
বর্তে সেই আদালতের দ্বারা
বা কোর্ট মার্শ্যাল দ্বারা
করিবার কথা।
হইবে, তৎসম্বন্ধে মন্ত্রিসভাধি-
ষ্ঠিত জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব এই আইনের ও
সৈন্য সংক্রান্ত আইনের কিছা তদ্রূপ যে আইন যৎকালে
প্রচলিত থাকে সেই আইনের সঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে
পারিবেন; এবং কোন ব্যক্তির যে অপরাধে সৈন্য সংক্রান্ত
আইনের ৪১ ধারামতে কোর্ট মার্শ্যাল দ্বারা বিচার হইতে
পারে সেই অপরাধের অভিযোগসহ তাহাকে কোন
মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে আনা গেলে, ঐ মাজিস্ট্রেট উক্ত
বিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, উপযুক্ত সকল স্থলে,
তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় তদ্বিবরণ
সহিত তাহাকে সে যে পন্টনের কি সৈন্যদলের কি
সেনাভাগের লোক সেই পন্টনাদির সৈন্যাধ্যক্ষের
নিকটে কিছা নিকটস্থ সেনানিবেশের সৈন্যাধ্যক্ষের
নিকটে কোর্ট মার্শ্যাল দ্বারা বিচার হইবার নিমিত্ত
পাঠাইবেন।

(২) তদ্রূপ কোন স্থানে অবস্থিত কি নিযুক্ত
সৈনিকদলের অধ্যক্ষের তৎ-
কার্য পক্ষে প্রার্থনাপত্র প্রাপ্ত
হইলে প্রত্যেক মাজিস্ট্রেট
যাহার নামে উক্তরূপ অপরাধের অভিযোগ আছে
তাদৃশ কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া নিবন্ধে রাখিবার
নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

৫৫০ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষেরা আপন
আপন থানার সীমার মধ্যে
যে যে ক্ষমতামতে কার্য করিতে
পারেন পোলীসের যে কর্ম-
চারিরা পোলীস থানার অধ্যক্ষের উচ্চপদস্থ হন তাহারা

যে স্থানীয় চক্রের নিমিত্ত নিযুক্ত হন তাহার সর্বত্র সেই
সেই ক্ষমতামতে কার্য করিতে পারিবেন।

৫৫১ ধারা। কোন জীলোককে কিছা চৌদ্দ বৎসরের
ন্যূন বয়সের বালিকাকে অবৈধ
কার্যের নিমিত্ত ফুসলাইয়া হরণ
করা কি বেআইনীমতে আটক
করিয়া রাখা গিয়াছে, প্রেসি-
ডেন্সী মাজিস্ট্রেটের কি জিলার মাজিস্ট্রেটের নিকট
অপরাধপূর্বক এই নালিশ করা গেলে, তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ
জীলোককে ছাড়িয়া দিবার কিছা ঐ বালিকাকে আপন
স্বামির কি পিতার কি মাতার কি অভিভাবকের কিছা
বৈধমতে ঐ নাবালিকার রক্ষণের ভারপ্রাপ্ত অন্য
ব্যক্তির নিকট ফিরিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন,
ও যেরূপ বলপ্রকাশ আবশ্যিক হয় সেইরূপ বলপ্রকাশ
করিয়া সেই আজ্ঞামতে কার্য করাইতে পারিবেন।

৫৫২ ধারা। (১) রাজধানী নগরে কোন ব্যক্তি
পোলীসের কোন কর্মচারির
দ্বারা অন্য ব্যক্তিকে ধৃত করা-
ইলে, যে মাজিস্ট্রেট মোকদ্দমা
শুনে তঁহার বিবেচনামতে
ঐ ব্যক্তিকে ধৃত করিবার উপ-
যুক্ত কারণ না থাকিলে যে ব্যক্তিকে ধরা যায় মাজি-
স্ট্রেট সাহেব তাহার সময় হরণের কি খরচের জন্যে
হানিপুরণস্বরূপ পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা
পাওয়া উচিত জ্ঞান করেন যে ব্যক্তি তাহাকে তদ্রূপে
ধৃত করায় তাহার প্রতি সেই ব্যক্তিকে তত টাকা দিবার
আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপ স্থলে হুই কি তদধিক জনকে ধৃত করা
গেলে, মাজিস্ট্রেট সাহেব উক্ত প্রকারে তাহাদের এক
জনকে পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত হানিপুরণ উচিত
জ্ঞান করেন ততই পাইবার আজ্ঞা করিতে
পারিবেন।

(৩) এই ধারামতে হানিপুরণস্বরূপ যে টাকা দিবার
আজ্ঞা হয় তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় হইতে পারিবে;-
ও তাহা তদ্রূপে আদায় করা যাইতে না পারিলে, যে
ব্যক্তির ঐ টাকা দেয় তাহার প্রতি মাজিস্ট্রেটের আদেশ-
মত ত্রিশদিনের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ডের
আজ্ঞা করা যাইবে। কিন্তু ঐ টাকা দেওয়া গেলেই
তাহাকে মুক্ত করা যাইবে।

৫৫৩ ধারা। (১) কলিকাতার হাই কোর্ট মন্ত্রি-
সভাধিষ্ঠিত জীযুত গবর্নর জেন-
রল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ-
পূর্বক এবং রাজকীয় সনন্দবলে
সংস্থাপিত অন্য কোন হাই
কোর্ট স্থানীয় গবর্নমেন্টের অনু-
মতি গ্রহণপূর্বক সময়েই অধীন আদালতের কাগজপত্র
পরিদর্শন করিবার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

অন্যান্য কার্যের নিমিত্ত
অন্যান্য হাই কোর্টের বিধি
করিবার ক্ষমতার কথা।

(২) যে হাই কোর্ট রাজ-
কীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত নহে
স্থানীয় গবর্নমেন্টের অমুমতি
গ্রহণপূর্বক সেই হাই কোর্ট
সময়ে সময়ে—

(ক) স্বীয় অধীন কোর্টদারী আদালতে যে যে
বহী রাখিতে হইবে ও তন্মধ্যে যে যে
কথা ও হিসাব লিখিতে হইবে ও সেই
সকল আদালতের যে রিটর্ন কি বর্ণনাপত্র
প্রস্তুত করিবে পাঠাইতে হইবে তদ্বিমুখক
বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(খ) উক্ত সকল আদালতের আনুষ্ঠানিক কোন
কার্য লিখিবার পাঠ নিদ্ধিষ্ট করা আব-
শ্যক জ্ঞান করিলে সেই পাঠ নিরূপণ
করিতে পারিবেন।

(গ) স্বীয় রীতির ও আনুষ্ঠানিক কার্যের এবং
আপনার অধীন সকল কোর্টদারী আদা-
লতের রীতির ও আনুষ্ঠানিক কার্যের
ব্যবস্থা করণার্থ বিধি প্রণয়ন করিতে
পারিবেন।

(ঘ) অর্থদণ্ড আদায় করিবার জন্য এই আইন-
মতে যে ওয়ারন্ট দেওয়া যায়, তাহা
যে প্রকারে জারী করিতে হইবে তাহার
ব্যবস্থা করণার্থ বিধি প্রণয়ন করিতে
পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণীত ও পাঠ
নিরূপিত হয় তাহা এই আইনের কিম্বা যৎকালে অন্য
যে আইন প্রচলিত থাকে সেই আইনের অসঙ্গত না
হয়।

(৩) এই ধারামতে কোন বিধি প্রণয়ন করা গেলে
তাহা স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

৫৫৪ ধারা। ৫৫৩ ধারামতে ও ভারতবর্ষীয় হাই
কোর্ট বিষয়ক ১৮৬১ সালের
পাঠের কথা।
আইনের ১৫ ধারামতে যে

ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা মানিয়া এতৎসংযুক্ত পঞ্চম
তকসীলে যে পাঠ নিদ্ধিষ্ট হইল সেই পাঠ এতৎক স্থলে
অবস্থান্তেদে যেরূপ পরিবর্তন করা আবশ্যিক হয় তাহা
করিয়া তদুল্লিখিত কার্যে ব্যবহার করা যাইবে।

৫৫৫ ধারা। কোন জজ বা মাজিস্ট্রেট কোন
মোকদ্দমার এক পক্ষ হইলে,
যে স্থলে জজ বা মাজি-
স্ট্রেট আপনি স্বার্থযুক্ত
থাকেন তাহার কথা।
কিন্তু আপনি তাহাতে স্বার্থযুক্ত
থাকিলে, তাহার আদালত হইতে
যে আদালতে আপীল হয়,

সেই আদালতের অমুমতি না লইয়া ঐ মোকদ্দমার
বিচার বা তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করিবেন না এবং
কোন জজ বা মাজিস্ট্রেট নিজে যে নিষ্পত্তি বা আজ্ঞা
করেন তাহার উপর আপীল শুনিবেন না।

ব্যাখ্যা। কোন জজ বা মাজিস্ট্রেট মুনিসিপাল কমি-
শনের কিম্বা রাজকীয় কর্মচারী স্বরূপ অন্য রকমে

সম্পৃক্ত আছেন কেবল এই কারণে এই ধারার মর্মানু-
সারে কোন মোকদ্দমার এক পক্ষ বা তাহাতে আপনি
স্বার্থযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না।

উদাহরণ।

কোন মাজিস্ট্রেট ১১০ ধারামতে কোন অপরাধ গ্রহণ
করিয়া থাকিলে কিম্বা ঐ রূপে কোন অপরাধ গ্রহণ
করিয়াছেন এমন কোন মাজিস্ট্রেট তাহাকে কোন মোক-
দ্দমা হস্তান্তর করিয়া দিয়া থাকিলে, যে স্থানে ঐ
অপরাধ কৃত হইয়াছে বলিয়া কথিত হয় তিনি সেই স্থানে
গিয়াছেন এবং ঐ অপরাধ সম্বন্ধে প্রথমস্থলীয় বা
বেজাবেদামত তদন্ত লইয়াছেন কেবল এই ঘটনা বশতঃ
তিনি ঐ মোকদ্দমার এক পক্ষ বা তাহাতে আপনি
স্বার্থযুক্ত নহেন।

৫৫৬ ধারা। কোন স্থানীয় গবর্নমেন্টের শাসনাধীন
আদালতের ভাষা স্থির
করিতে পারিবার কথা।
প্রদেশে রাজকীয় সনন্দবলে
সংস্থাপিত হাই কোর্ট ভিন্ন
কোন আদালতের ভাষা বলিয়া
এই আইনের কার্যপক্ষে কোন ভাষা গণ্য হইবে, উক্ত
স্থানীয় গবর্নমেন্ট ইহা স্থির করিতে পারিবেন।

৫৫৭ ধারা। এই আইন
ক্রমে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীযুত
মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীযুত গব-
র্নর জেনরল সাহেবের বা
স্থানীয় গবর্নমেন্টের ক্ষমতা-
সূচাবে সময়ে সময়ে কার্য
হইবার কথা।
ক্রমে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীযুত
গবর্নর জেনরল সাহেবের বা
স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রতি
যে যে ক্ষমতা অর্পিত হইল
প্রয়োজনমতে সময়ে সময়ে
তদনুসারে কার্য হইতে পারিবে।

৫৫৮ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার পর যে
সকল আনুষ্ঠানিক কার্য উপ-
চলিত মোকদ্দমার কথা।
স্থিত করা যায় তৎসম্বন্ধে এই
আইনের বিধান খাটিবে, এবং এই আইন যৎকালে
প্রবল হয় তৎকালে কোন কোর্টদারী আদালতে যে
সকল মোকদ্দমা চলিতে থাকে তৎসম্বন্ধে যতদূর সম্ভব
এই আইনের বিধান খাটিবে।

৫৫৯ ধারা। রাজকীয় কোন কার্যকারক এই
আইনমতে কোন সম্পত্তি বিক্রয়
নিলাম কার্যে লিপ্ত কর্ম-
চারীদের সম্পত্তি ক্রয় না
করিবার বা না ডাকিবার
কথা।
করণ সম্পর্কীয় কোন কার্য
নির্বাহ করিলে, সেই সম্পত্তি
ক্রয় করিবেন না বা নীলামে
ডাকিবেন না।

৫৬০ ধারা। (১) এই আইনে যাহা কিছু আছে
তাহা সত্ত্বেও কোন প্রধান
স্বামী কর্তৃক বলাৎকার
অপরাধ সম্বন্ধে বিশেষ বিধা-
নের কথা।
প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট বা
জিলার মাজিস্ট্রেট ছাড়া অন্য
কোন মাজিস্ট্রেট—

(ক) যে স্থলে কোন লোক আপন জীর সহিত
সংসর্গ করিয়াছেন সে স্থলে বলাৎকার
অপরাধ আমলে আনিবেন না। কিম্বা

(খ) সেই শোককে সেই অপরাধের নিমিত্ত বিচারার্থ সমর্পণ করিবেন না।

(২) এবং এই ধারার (১) প্রকরণে যে অপরাধের উল্লেখ আছে যদি কোন প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট বা জিলার মাজিস্ট্রেট তৎসম্বন্ধে কোন পোলীসের কর্মচারী দ্বারা অনুসন্ধানের আদেশ করা আবশ্যিক জ্ঞান করেন তাহা হইলে এই আইনে যাহা কিছু আছে তাহা সত্ত্বেও পোলীসের ইনিম্পেক্টরের নিম্ন পদস্থ কোন পোলীসের কর্মচারিকে সেই অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত কিছা তৎসম্বন্ধে কার্য করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করা হইবে না।

প্রথমবার অপরাধী বিষয়ক বিধি।

৫৬১ ধারা। (১) কোন আদালতে কোন মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির চৌধ্য অপরাধ ভাবে অবিহিত ব্যবহার, বঞ্চনা কিছা অনধিক দুই বৎসর কালের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ কোন অপরাধ নির্ণয় করা হইলে, ও তাহার বিরুদ্ধে পুঙ্খের কোন অপরাধ নির্ণয় প্রমাণিত না হইলে, যে আদালতের সম্মুখে তাহার এরূপ অপরাধ নির্ণয় হয় যদি সেই আদালতের এরূপ বোধ হয় যে অপরাধীর যৌবন, চরিত্র ও পূর্ব পরিচয়ের প্রতি, ঐ অপরাধের লঘুত্বের প্রতি, ও যে অবস্থায় ঐ অপরাধ কৃত হয় তাহাতে অপরাধ লাঘবকারী কোন বিষয় থাকিলে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অপরাধীকে সদাচরণের পরীক্ষার নিয়ম করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া বিহিত তাহা হইলে, আদালত তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি কোন দণ্ডের আজ্ঞা না করিয়া এরূপ আদেশ করিতে পারিবেন যে, সে আদালত হইলেই উপস্থিত হইয়া নিম্পত্তি গ্রাহ্য করিবে এবং ইতিমধ্যে শাস্তিভঙ্গ করিবে না ও সদাচরণসম্পন্ন হইবে জামিনসহ কি জামিন বিনা এবং আদালত যত কালের আদেশ করেন সেই কালের জন্য এই মর্মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যায়।

(২) আদালত বিহিত বোধ করিলে এরূপ আদেশ করিতে পারিবেন যে, আদালত যে কাল ও যে যে কিস্তির আদেশ করেন সেই কালের মধ্যে ও সেই সেই কিস্তিতে অভিযোগের ধরচ বা ঐ ধরচের কিম্বদংশ অপরাধীর দিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার প্রয়োজনার্থ “আদালত” শব্দে কোন হাই কোর্ট, সেশন আদালত, জিলার মাজিস্ট্রেট কিছা স্থানীয় গবর্নমেন্ট হইতে এতদর্থে বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট বুঝাইবে।

৫৬২ ধারা। (১) অপরাধীর মূল অপরাধ সম্পর্কে তাহার সম্বন্ধে কার্য করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতের যদি শপথক্রমে প্রদত্ত সন্মতিক্রমে এরূপ প্রতীতি হয় যে, অপরাধী আপন মুচলকার কোন নিয়ম পালন করে নাই তাহা হইলে ঐ আদালত তাহাকে ধৃত করিবার জন্য ওয়ারন্ট দিতে পারিবেন।

(২) কোন অপরাধী এরূপ কোন ওয়ারন্টক্রমে ধৃত হইলে যদি তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা দিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতের সম্মুখে অর্গোণে আনীত না হয় তবে কোন মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে আনীত হইবে এবং ঐ আদালত বা মাজিস্ট্রেট তাহার মুচলকার আদেশক্রমে তাহাকে নিম্পত্তির জন্য যে সময়ে উপস্থিত হইতে হইত সেই সময়পর্যন্ত কিছা তাহার মূল অপরাধ সম্বন্ধে বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতের অধিবেশন না হওয়া পর্যন্ত ওয়ারন্টক্রমে তাহাকে হেফাজতে ফেরত পাঠাইতে পারিবেন অথবা নিম্পত্তির জন্য উপস্থিত হইবার নিয়মে যথেষ্টরূপ জামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

(৩) এরূপে ফেরত পাঠান হইলে যে স্থানে কি যে স্থানের নিমিত্ত ঐ অপরাধীকে ফেরত প্রেরণকারী আদালত কার্য করেন অপরাধীকে হয় সেই স্থানের নয় সে যে স্থানে নিম্পত্তির জন্য উপস্থিত হইতে বাধ্য ছিল সেই স্থানের কোন কারাগারে অর্পণ করা যাইতে পারিবে, এবং ফেরত পাঠাইবার ওয়ারন্টে এই আদেশ থাকিবে যে, সে যে আদালতে নিম্পত্তির জন্য উপস্থিত হইতে বাধ্য ছিল কিছা তাহার খালাস হইবার সময় হইতে আপন আচরণ সম্বন্ধে জবাবদিহি করিতে বাধ্য ছিল তাহাকে সেই আদালতের সম্মুখে আনা যায়।

৫৬৩ ধারা। (১) আদালত এই আইনের পূর্ববর্তী বিধানানুসারে কোন অপরাধীকে ছাড়িয়া দিবার আদেশ করিবার পূর্বে আপন হ্রদ্বোধমতে জানিয়া লইবেন যে, যে স্থানের জন্য আদালত কার্য করেন কিছা নিয়ম পালনের জন্য নিরুপিত কালের মধ্যে যখন অপরাধীর বাস করিবার সম্ভাবনা তখন অপরাধী কি তাহার জামিনের নির্দিষ্ট বাসস্থান কিছা নিয়মিত কর্তৃক আছে।

(২) এই ধারার কিছা ৫৬১ ও ৫৬২ ধারার কোন কথাক্রমে চরিত্র সংশোধনার্থ বিদ্যালয় বিষয়ক ১৮৯৭ সালের আইনের ৩১ ধারার বিধানের কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

পাকা বদমাস বিষয়ক বিধি।

৫৬৪ ধারা। (১) কোন ব্যক্তির ভারতবর্ষের দণ্ড-

তত্ত্বাবধানের
কথা।

আজ্ঞার

বিধির আইনের ১২ অধ্যায় কি
১৭ অধ্যায়মতে তিন বৎসর বা
তদধিক কালের কারাদণ্ডে দণ্ড-

নীয় কোন অপরাধ নির্ণয় হইয়া কোন হাই কোর্ট,
সেশন আদালত, প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট, জিলার মাজি-
স্ট্রেট, মহকুমার মাজিস্ট্রেট বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্নমেন্টের
স্থানে বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন
মাজিস্ট্রেট কর্তৃক উক্ত অধ্যায়সমূহের অন্যতর অধ্যায়মতে
তিন বৎসর বা তদধিক কালের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন
অপরাধ পুনর্বার নির্ণয় হইলে, ঐ কোর্ট, আদালত বা
মাজিস্ট্রেট যদি বিহিত বোধ করেন তবে ঐ ব্যক্তির
প্রতি ছাঁপান্তর প্রেরণ বা কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবার
সময় ঐ দণ্ডাজ্ঞার কাল অতীত হইবার তারিখ হইতে
তাহাকে অনধিক পাঁচ বৎসর কাল পোলীসের তত্ত্বাব-
ধানাধীনে স্থাপিত করা হয় এরূপ আজ্ঞাও করিতে
পারিবেন।

(২) যদি আপীলে বা অন্য রকমে ঐ অপরাধ
নির্ণয় অন্যথা করা হয় তাহা হইলে পোলীসের তত্ত্বাব-
ধানের ঐ আজ্ঞা বাতিল হইবে।

(৩) কোন আপীল আদালত বা সংশোধনকারী
আদালত এরূপ পোলীসের তত্ত্বাবধানের আজ্ঞা করিতে

পারিবেন কিন্তু ঐ আজ্ঞা যে অপরাধ নির্ণয় ও দণ্ডা-
জ্ঞার অংশভূত তাহা এই আইনে পূর্বে যে প্রকারের
বিধান হইল সেই প্রকারে এরূপ আদালতের সম্মুখে
উপস্থিত করা না হইলে ঐ আজ্ঞা সম্বন্ধে আপীল বা
সংশোধন হইতে পারিবে না।

৫৬৫ ধারা। (১) যে ব্যক্তির প্রতি পোলীসের তত্ত্বা-

তত্ত্বাবধানের আজ্ঞা হই-
লে তাহার ফলের কথা।

বধানাধীনে থাকিবার আজ্ঞা হয়
সেই ব্যক্তি জিলার মাজিস্ট্রেট
কি পোলীসের ডিস্ট্রিক্ট সুপারি-

ন্টেন্টে সেরে যে বাসস্থানে বাস করে বা তাহার
বাস করিবার অভিপ্রায় আছে তাহা জামাইতে বাধ্য
হইবে।

(২) যদি ঐ ব্যক্তি জিলার ঐ মাজিস্ট্রেটকে বা
পোলীসের ঐ ডিস্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্টকে অথবা সুটিন্স
না দিয়া আপন বাসস্থানের পরিবর্তন করে কিম্বা কোন
মাজিস্ট্রেটের বা হেড-কনফেবলের নিম্নপদস্থ না হন এমন
কোন পোলীসের কর্মচারির বা জিলার মাজিস্ট্রেট কর্তৃক
এতদর্থে নিযুক্ত অপর ব্যক্তির অমুমতি ব্যতিরেকে
সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের মধ্যে তাহার বিজ্ঞাপিত বাস-
স্থান হইতে অমুমত হইয়া তাহা হইলে তাহাকে ওয়া-
রন্ট বিনা ধৃত করা যাইতে পারিবে ও সে ভারতবর্ষের
দণ্ডবিধির আইনের ১৮৮ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ
করিয়াছে বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে।

প্রথম তফসীল ।

যে যে আইন রহিত হইল ।

(২ ধারা দেখ ।)

বৎসর ।	নম্বর ।	সংক্ষেপ নাম বা বিষয় ।	যে পরিমাণ রহিত হইল ।
১৮৭৫	১০	হাই কোর্টের ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী ...	সমুদয় ।
১৮৮২	১০	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীবিশয়ক ১৮৮২ সালের আইন	সমুদয় ।
১৮৮৪	৩	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংশোধনার্থ ১৮৮৪ সালের আইন ।	সমুদয় ।
১৮৮৬	১০	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন ও অন্য কএকটি আইন সংশোধনার্থ আইন ।	১ হইতে ১৯ পর্যন্ত ধারা ।
১৮৮৭	৫	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধনার্থ আইন ।	সমুদয় ।
"	১৪	ভারতবর্ষীয় মেরিণ বিষয়ক ১৮৮৭ সালের আইন ...	৭৮ ধারা ।
১৮৮৯	১	ধাতব নিদর্শন বিষয়ক ১৮৮৯ সালের আইন ...	৭ ধারা ।
"	৫	মাস্ত্রাজের করোণারের পদ রহিত করণার্থ আইন ...	৪ ধারার (১) প্রকরণ ।
"	১১	নিম্ন ব্রহ্মদেশের আদালত বিষয়ক ১৮৮৯ সালের আইন ...	দ্বিতীয় তফসীলের যে পরিমাণের সহিত ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের সম্পর্ক সেই পরিমাণ ।
"	১৩	কান্টনমেন্ট বিষয়ক ১৮৮৯ সালের আইন ...	তফসীলের যে পরিমাণের সহিত ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের সম্পর্ক সেই পরিমাণ ।
১৮৯১	৩	ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইন ও ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধনার্থ আইন ।	৯ ধারা ।
"	৪	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধনার্থ আইন ।	সমুদয় ।
"	১০	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন ও ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধনার্থ আইন ।	২ ও ৩ ধারা ।
"	১২	রহিত ও সংশোধন করণার্থ ১৮৯১ সালের আইন ...	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের সহিত যে পরিমাণের সম্পর্ক সেই পরিমাণ ।
১৮৯৪	৩	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন ও ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন সংশোধনার্থ আইন ।	১ হইতে ৪ পর্যন্ত ধারা ।
"	১০	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধনার্থ আইন ।	সমুদয় ।
১৮৯৫	৪	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৩৬৬ ও ৩৭১ ধারা সংশোধনার্থ আইন ।	সমুদয় ।
১৮৯৬	১৩	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধনার্থ আইন ।	সমুদয় ।

দ্বিতীয় তফসীল ।

অপরাধের বিবরণপত্রের টেবিল ।

অর্থ করিবার মন্তব্য কথা।—এই তফসীলের ২ ও ৭ ঘরের অর্থাৎ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত “অপরাধের” ও “দণ্ডের” ঘরে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ভিন্ন ধারার লিখিত অপরাধের ও দণ্ডের অর্থ করা, কিম্বা ঐ ধারার চূষক লেখা অভিপ্রায় নহে। কেবল প্রথম ঘরে যে ধারার নম্বর দেওয়া গেল সেই ধারার লিখিত কথা উল্লেখ করা অভিপ্রায়।

এই তফসীলের তৃতীয় ঘর কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ডে।

৫ পঞ্চম অধ্যায়।—অপরাধের সহায়তার কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা রূত করিতে পাবে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমল দিতে হইবে।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পাবে কি না।	বন্ধ করা যাইতে পাবে কি না।	ভাষভবের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য।
১০৯	কোন অপরাধের সহায়তা হওয়া অথুক্র সেই অপরাধ করা গেলে ও তাহার দণ্ডের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, সেই সহায়তা।	সাহায্য করা অপরাধে- তুক ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পা- রিলে সহায়- তারও সেই বিধি, নতুবা নয়।	সাহায্য করা অপরাধ হেতুক ওয়ারেন্ট কিম্বা সমন, যাহা হইতে পারে তদনুসারে স- হায়তার জন্যে হইবে।	সাহায্য করা অপ- রাধের নিমিত্তে হাজিরজামিন ল- ওয়া যাইতে পা- রিলে কি না পা- রিলে সহায়তারও তেমনি।	সাহায্য করা অপ- রাধের রক্ষা করা যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে।	অপরাধের যে দণ্ড সহায়তারও সেই দণ্ড।	সাহায্য করা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য সেই আদা- লতের।
১১০	যে ব্যক্তির সাহায্য হয় সে সহায় ব্যক্তির অভিপ্রায় ভিন্ন অন্য অভিপ্রায়ে কিম্বা করিলে অপরাধের সহায়তা।	এ	এ	এ	এ	এ	এ
১১১	উপবিধি দৃষ্টে এক কিম্বার সহায়তা হইয়া অন্য কিম্বা হইলে।	এ	এ	এ	এ	যে অপরাধের সহায়তা করিবার অতি- প্রায় ছিল সেই অপরাধের দণ্ড।	এ
১১৩	যে কিম্বার সহায়তা হয় তাহাতে সহায় ব্যক্তির অভিপ্রায়মত ফল না হইয়া ভিন্ন ফল হইলে।	এ	এ	এ	এ	যে অপরাধ হইল তাহার দণ্ড	এ

১১৪	অপরাধ হইবার সময়ে সহায় ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ
১১৫	প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধের সাহায্যতা। এ সহায়তা প্রযুক্ত সেই অপরাধ না করা গেল।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ
১১৬	এ সহায়তা প্রযুক্ত অপকারজনক ক্রিয়া করা গেল। যে অপরাধের জন্যে কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার সহায়তা। এ সহায়তা প্রযুক্ত এ অপরাধ না করা গেল।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ
	অপরাধ যাহার নিবারণ করা উচিত এমনতরাজকীয় কার্যকারক সহায় হইলে কি তাহার সহায়তা করা গেল।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ

৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।
সাহায্য করা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য সেই আদালতের।

সাহায্য করা অপরাধের রক্ষা করা যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসরণ।

ল-হাজিরজামিন ওয়া যাইবে না।
সাহায্য করা-হাজিরজামিন ল-হাজিরজামিন
অপরাধ হে-ওয়া যাইবে না।
তুক ওয়ারন্ট তুক ওয়ারন্ট
বিনা ধৃত কিম্বা সমন
করিতে পা-যাহা হইতে
রিলে সহ-পারে তদনু-
য়তারও সেই সারে সহ-
বিধি, নতুবা যতার জন্যে
নয়। হইবে।

এ ১৪ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকার কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।

এ অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার চতুর্থাংশ কাল পর্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি এ দুই দণ্ড।

এ অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অর্ধেক কাল পর্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি এ দুই দণ্ড।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধরা।	অপরাধ।	পোনীস. ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পাবে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	হাতি রজমিন লওয়া যাইতে পাবে কি না।	বফা করা যাইতে পাবে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ড বিধি আইনসমূহ।	বে আদালতের বিচার্য।
১১৭	সাধারণ লোকদের কি দশ জনের অধি- কের ক্রত কোন অপরাধের সহায়তা।	সাহায্য করা অপরাধ হে- তুক ওয়া- রেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিলে স- হায়তার ও সেই বিধি, নতুবা নয়।	সাহায্য করা অপরাধ হে- তুক ওয়া- রেন্ট কিম্বা সমন যাহা হইতে পারে তদনুসারে সহায়তার জন্যে হইবে।	সাহায্যক্রত অপরা- ধের নিমিত্তে হাজিরজামিন ল- ওয়া যাইতে পারিলে সহায়ের হাজিরজামিন ল- ওয়া যাইবে, নতুবা নয়।	সাহায্য করা অপ- রাধের রক্ষা করা যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুরূপ।	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারে কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সাহায্য করা অপ- রাধ যে আদাল- তের বিচার্য সেই আদালতের।
১১৮	যে অপরাধে আগদণ্ড কি যাবজ্জীবন দীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার কম্পনা গোপনে রাখা। ঐ অপরাধ করা গেলে। ঐ অপরাধ না করা গেলে	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লও- য়া যাইবে না।	ঐ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
১১৯	রাজকীয় যে কার্যকারকের যে অপরাধ নিবারণ করা কর্তব্য তাহা করিবার কম্পনা তাহার গুণ রাখা। ঐ অপরাধ করা গেলে।	ঐ	ঐ	সাহায্য ক্রত অপ- রাধের নিমিত্তে হাজিরজামিন ল- ওয়া যাইতে পারিলে সহায়ের হাজিরজামিন লওয়া যাইবে, নতুবা নয়।	ঐ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড। ঐ অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অধিক কাল পর্যন্ত সেই প্রকা- রের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

১১৯	এই অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর শ্রেণণ দণ্ড হইতে পারিলে। অপরাধ না করা গেলে	এ	এ	এ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না। সাহায্যকৃত অপরাধের নিমিত্তে হাজিরজামিন লওয়া হইতে পারিলে সহায়ের হাজিরজামিন লওয়া যাইবে, নতুবা নয়।	এ	এ	এ	দশ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড। অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার চতুর্থাংশ কাল পর্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড, কি এই দুই দণ্ড।	এ
১২০	যে অপরাধের নিমিত্ত কারাদণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাখা। এই অপরাধ করা গেলে এই অপরাধ না করা গেলে	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ

৬ষ্ঠ অধ্যায়।—রাজবিদ্রোহ অপরাধের বিধি।

১২১	মহারানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণ কি যুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করণ কি যুদ্ধের সহায়তা করণ।	ওয়ারকি	ওয়ারকি কিনা ধৃত করিবে না।	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর শ্রেণণ দণ্ড ও সম্পত্তি দণ্ড।	সেশন আদালত।
১২১ক	রাজবিদ্রোহ হুচক কোন অপরাধ করিবার ষড়যন্ত্র করণ	এ	এ	এ	এ	যাবজ্জীবন কি তাহার মৃত্যুকাল দ্বীপান্তর শ্রেণণ দণ্ড কি দশ বৎসর পর্যন্ত অন্য তর প্রকারের কারাদণ্ড।	এ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোনীস এযাবন্ট বিনা মৃত করেতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রক্ষা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য।
১২২	মহারাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে অস্ত্রাদি সংগ্রহ করণ।	ওয়ারন্ট বিনা মৃত করিবে না।	ওয়ারন্ট ...	হারাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা দশ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও সম্পত্তি দণ্ড।	সেশন আদালত।
১২৩	যুদ্ধ করিবার কম্পনা স্থগম করিবার মানসে তাহা গুপ্ত রাখা।	ওয়ারন্ট বিনা মৃত করিবে না।	ওয়ারন্ট ...	হারাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	ওয়ারন্ট ...	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
১২৪	আইনমত ক্ষমতাক্রমে কোন কার্য বল-পূরক করাইবার কি নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে গবর্নর জেনারল সাহেবের কি গবর্নর সাহেব প্রভৃতির উপর আক্রমণ।	ওয়ারন্ট বিনা মৃত করিবে না।	ওয়ারন্ট ...	হারাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	ওয়ারন্ট ...	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
১২৪ক	রাজ্যের প্রতি অভ্যক্তি উৎসাহ দেওন কিম্বা দিবার উদ্যোগ করণ।	ওয়ারন্ট বিনা মৃত করিবে না।	ওয়ারন্ট ...	হারাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	ওয়ারন্ট ...	যাবজ্জীবন কিম্বা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড কিম্বা তিন বৎসর পর্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড।	ঐ
১২৫	আশিয়া দেশীয় যে রাজা মহারাজার সহিত সন্ধিবন্ধ কি শান্তিভাবাপন্ন হন তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণ কি ঐ যুদ্ধের সাহায্য করণ।	ওয়ারন্ট বিনা মৃত করিবে না।	ওয়ারন্ট ...	হারাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	ওয়ারন্ট ...	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড কিম্বা ১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড।	ঐ
১২৬	মহারাজার সঙ্গে সন্ধিবন্ধ কি শান্তিভাবাপন্ন কোন রাজার দেশে উপস্থিত করণ।	ওয়ারন্ট বিনা মৃত করিবে না।	ওয়ারন্ট ...	হারাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	ওয়ারন্ট ...	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ও কোন এক প্রকারের সম্পত্তি দণ্ড।	ঐ
১২৭	১২৫ ও ১২৬ ধারার লিখিতমতে যুদ্ধ কি উপস্থিত দ্বারা আপত্তি সম্পত্তি গ্রহণ।	ওয়ারন্ট বিনা মৃত করিবে না।	ওয়ারন্ট ...	হারাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	ওয়ারন্ট ...	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ও কোন এক প্রকারের সম্পত্তি দণ্ড।	ঐ

১২৮	রাজনীতিপক্ষ কি যুদ্ধধৃত করেদী রাজকীয় কার্যকারকের রক্ষণে থাকিলে তাহাকে ইচ্ছাপূর্বক পলাইতে দেওন।	এ	এ	এ	এ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ
১২৯	রাজনীতিপক্ষ কি যুদ্ধধৃত বন্দী রাজকীয় কার্যকারকের রক্ষণে থাকিতে তাহাকে অনবধানে পলাইতে দেওন।	এ	এ	এ	এ	৩ বৎসর পর্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৩০	ক্রপ বন্দির পলায়নের সাহায্য বা তাহাকে রক্ষা করণ কি আশ্রয় দেওন কিম্বা পুনরায় ধৃত করণের বাধা করণ।	এ	এ	এ	এ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।

৭ সপ্তম অধ্যায়।—সৈন্য ও যুদ্ধজাহাজ সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

(১১৭)

১৩১	সেনাপতি কি ছদ্মদার কি সিপাহী কি নব্বিক প্রভৃতির রাজবিদ্বেহিতা করিবাব সহায়তা কি তাহাকে রক্ষাধাত হইতে কি কর্তব্য কর্ম হইতে বিমুখ করাইবার উদ্দেশ্যে।	এ	এ	এ	এ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
১৩২	রাজদ্রোহের সহায়তা প্রযুক্ত রাজদ্রোহ হইলে সেই সহায়তা।	এ	এ	এ	এ	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা ১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ
১৩৩	উপস্থিত কার্যকারক স্বীয় পদের কর্ম করিতে হইলে এমন সময়ে তাহার প্রতি সেনাপতি কি ছদ্মদারের কি সিপাহীর কি নাবিকের আক্রমণ করিবার সহায়তা।	এ	এ	এ	এ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	সহায়তা	পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কিনা।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কিনা।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	ভাবতর্কের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য।
১৩৪	উক্ত আক্রমণ হইলে তাহার সহায়তা ...	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
১৩৫	সেনাপতি কি হুদাদার কি সিপাহী কি নাবিকের পলায়নের সহায়তা।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট ...	ওয়ারেন্ট ...	ওয়ারেন্ট ...	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড।	শ্রেণিভেদে মাজি- স্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৩৬	সেনাপতি কি হুদাদার কি সিপাহী কি নাবিক পলাতক হইলে তাহাকে আশ্রয় দেওন।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট ...	ওয়ারেন্ট ...	ওয়ারেন্ট ...	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড।	ওয়ারেন্ট ...
১৩৭	বাণিজ্য জাহাজের স্বামীর কিম্বা অধ্য- ক্ষের অমনোযোগে ঐ জাহাজে পলা- তকের লুকাইয়া থাকা।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে না।	সমন	ওয়ারেন্ট ...	ওয়ারেন্ট ...	৫০০ টাকা অর্থদণ্ড	ওয়ারেন্ট ...
১৩৮	সেনাপতির কি হুদাদারের কি সিপাহীর কি নাবিকের অবাধ্য ভাবের কোন কিয়র সহায়তা, তৎপ্রযুক্ত সেই অপরাধ করা গেলে।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট ...	ওয়ারেন্ট ...	ওয়ারেন্ট ...	৬ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	শ্রেণিভেদে মাজি- স্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৪০	কোন ব্যক্তি আপনাকে সিপাহী বলিয়া জানাইবার অভিপ্রায়ে সিপাহীর পোষাক পরিধান কি কোন চিহ্ন ধারণ করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	সমন	ওয়ারেন্ট ...	ওয়ারেন্ট ...	৩ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।

৮ অষ্টম অধ্যায়।—সাধারণ ব্যক্তিদের শাস্তিভঙ্গনাপরোধের বিধি।

১৪৩	বেআইনীমত জনতাতে মিলিত হওন ...	ওয়ান্ট বিনা ... ধৃত করিতে পারে।	... হাজিরজামিনলওয়া যাইতে পারে।	রফা করা পারে না।	৬ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা- দণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
১৪৪	প্রাণনাশক কোন অস্ত্র লইয়া বেআইনি- মত জনতার সহিত মিলিত হওন।	ঐ ... ওয়ান্ট	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৪৫	বেআইনীমত জনতার লোকদিগকে পৃথক • হইয়া হাইবার আজ্ঞা হইয়াছে জানিয়া সেই জনতার সহিত মিলিত হওন কি তন্মধ্যে থাকন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৪৬	হঙ্গমাকরণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৪৭	প্রাণনাশক অস্ত্র লইয়া হঙ্গমা করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের সেশন আদালত কিম্বা কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রোসিউটেসী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৪৮	বেআইনীমতে জনতার কোন লোক কোন অপরাধ করিলে এ জনতার অন্য প্রত্যেক ব্যক্তি সেই অপরাধের অপরাধী হয়।	ঐ অপরাধের নিমিত্তে ওয়া রন্টক্রমে কিম্বা ওয়ান্ট বিনা ধৃত করিতে পারিলে তদ- মুসারে।	ঐ অপরাধের নিমিত্তে ধৃত করিবার ওয়া- রন্ট কি সমন, ইহার মধ্যে যাহা হইতে পারে তাহা।	ঐ অপরাধের নিমিত্তে হাজিরজামিনলওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদ- মুসারে।	অপরাধের নিমিত্তে যে দণ্ড সেই দণ্ড ...	অপরাধ যে আদা- লতের বিচার্য্যসেই আদালত।
১৪৯	বেআইনীমত জনতায় মিলিত হইবার জন্য কোন লোকদিগকে ঠিকা করিয়া রাখন কি তাহাদের সঙ্গে করার করণ কি তাহাদিগকে নিযুক্ত করণ।	ঐ অপরাধের নিমিত্তে বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঐ অপরাধের নিমিত্তে হাজিরজামিন ল- ওয়া যাইতে পা- রিলে কি না পা- রিলে তদমুসারে।	ঐ	ঐ জনতার লোক হওয়ার দণ্ডের তুল্য ও সেই জনতার কোন লোক কোন অপরাধ করিলে সেই অপরাধের দণ্ড।	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বর্ষ।	সংসর্গ।	পেনালি ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কিনা।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কিনা।	বফা কবা যাইতে পারে কিনা।	ভাষতবর্ষে চণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের কিংবা।
১৫১	পাঁচ কি তদধিক লোকের জন্মতাকে পৃথক হইয়া যাইবর আজ্ঞা হইলে পর জন্মিয়া শুনিয়া সেই জনতায় মিলিত হওন কি থাকন।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	সমন ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	৬ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
১৫২	রাজকীয় কার্যকারক হজ্জমা প্রভৃতি নিবারণ করিতেছেন এমন সময়ে তাহার প্রতি আক্রমণ করণ কি তাহার বাধা দেওন।	এ	ওয়ারেন্ট ...	এ	এ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৫৩	হজ্জমা করিবার অতিপ্রায়ে অকারণে রাগ জন্মাওন, হজ্জমা হইলে হজ্জমা না হইলে ...	এ	এ	এ	এ	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
১৫৪	হজ্জমা প্রভৃতির সম্বাদ ভূমির স্বামীর কি দখলকারের না দেওন।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে না।	এ	এ	এ	১০০০ টাকা অর্থদণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৫৫	যাহার উপকারার্থে কি সপক্ষে হজ্জমা হয় তাহার এই হজ্জমা নিবারণের আইনসিদ্ধ সকল উপায়মতে কার্য না করণ।	এ	এ	এ	এ	অর্থদণ্ড	এ
১৫৬	যে স্বামীর কি দখলকারের উপকারার্থে হজ্জমা হয় তাহার গোমস্তার তাহা নিবারণের আইনসিদ্ধ সকল উপায়মতে কার্য না করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	এ

১৫৭	বেআইনীয় জনতার নিমিত্তে যাহা- সিকি টিকা করিয়া রাখা যায় তাহা- দিগকে আশ্রয় দেওন।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	এ	এ	এ	এ	৬ মাস পর্যন্ত কোন এক একারের কারা- দণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	এ
১৫৮	বেআইনীয় জনতাতে কি হজমাত্তে সাহায্য করিবার জন্য ঠিকা রূপে নিযুক্ত হওন।	এ	এ	এ	এ	এ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক একারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড। এক মাস পর্যন্ত কোন এক একারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এক শত টাকা অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	এ
১৬০	দাঙ্গা করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	এ	এ	এ	এ	কোন মাজিস্ট্রেট।	এ

৯ নবম অধ্যায়।—রাজকীয় কার্যকারক দ্বারা কি তৎসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

১৬১	রাজকীয় কর্মকারক হইয়া কি হইবার অপেক্ষা করিয়া স্বীয় পদ সংক্রান্ত কোন কর্ম করণার্থে আইনমত বেতন ভিন্ন পারিতোষিক গ্রহণ করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	এ	এ	এ	এ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক একারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	এ	সেশন আদালত কি অথ- প্রেসিডেন্সী মাজি- স্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৬২	দুষ্ণীয় কি বেআইনমত উপায়ে রাজ- কীয় কার্যকারককে লওয়াইবার জন্য পারিতোষিক গ্রহণ করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	এক বৎসর পর্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	এ	প্রেসিডেন্সী মাজি- স্ট্রেট কি অথ- প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৬৩	রাজকীয় কর্মকারকের নিকটে স্বীয় প্রতিপত্তিক্রমে কোন কার্য করাইবার জন্য পারিতোষিক গ্রহণ করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক একারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	এ	সেশন আদালত কি অথ- প্রেসিডেন্সী মাজি- স্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৬৪	রাজকীয় কর্মকারকের সম্পর্কে ইহার পূর্বে দুই ধারার অপরাধ হইলে নিজ দ্বারা তাহার সহায়তা।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	সেশন আদালত কি অথ- প্রেসিডেন্সী মাজি- স্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	শোণীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পাবে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য।
১৬৫	রাজকীয় কার্যকারক মোকদ্দমা শুনে কি যে কার্য করেন তাহার সম্পর্ক- যুক্ত ব্যক্তির স্থানে বিনা মূল্যে মূল্য- বান বস্তু গ্রহণ।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজি- স্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট। এ
১৬৬	কোন ব্যক্তির হানি করিবার অভিপ্রায়ে আইনের বিধি রাজকীয় কার্যকারকের না মানন।	এ	এ	এ	এ	১ বৎসর পর্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	এ
১৬৭	হানি করিবার অভিপ্রায়ে রাজকীয় কর্মকারকের অন্তর্ভুক্ত দলীল করণ।	এ	এ	এ	এ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন কোন এক একা- রের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজি- স্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৬৮	রাজকীয় কার্যকারকের বেআইনীমতে বাণিজ্য করণ।	এ	এ	এ	এ	১ বৎসর পর্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজি- স্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট। এ
১৬৯	রাজকীয় কার্য কারকের বেআইনীমতে সম্পত্তি ক্রয় করণ কি নীলামে ডাকন।	এ	এ	এ	এ	২ বৎসর পর্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড এবং সম্পত্তি ক্রয় করা গেলে এই সম্পত্তি দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজি- স্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট। এ
১৭০	কোন ব্যক্তির আপনাকে রাজকীয় কার্যকারক বলিয়া দেখাওন।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারন্ট	এ	এ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক একারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
১৭১	প্রতারণাভাবে রাজকীয় কর্মকারকের পোষাক চিহ্ন পরিধান কি ধারণ।	এ	সমন	এ	এ	৩ মাস পর্যন্ত কোন একারের কারাদণ্ড কি ২০০ টাকা অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	এ

১০ দশম অধ্যায়।—রাজকীয় কার্যকারকদের আইনসিক ক্ষমতার অবজ্ঞার বিধি।

সংখ্যা	বিধান	ওয়ারন্ট বিনা	সমন	...	হাজিরজামিন লওয়া	রক্ষা করা	যাইতে	১ মাস পর্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ৫ হুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
১৭২	রাজকীয় কার্যকারকের স্থানে সমন কি অন্য পরওয়ানা না পাইবার জন্যে পলায়ন করণ।	ওয়ারন্ট বিনা।	এ	...	হাজিরজামিন লওয়া	রক্ষা করা	যাইতে	১ মাস পর্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ৫ হুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
১৭৩	সমানে কি নোটসে স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হওন প্রভৃতির আজ্ঞা হইলে।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	৬ মাস পর্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ৫ হুই দণ্ড।	এ
১৭৪	কোন সমন কি নোটস দেওয়া কি লটকাইয়া দেওয়া নিবারণ করণ কি লটকাইয়া দেওয়া গেলে তাহা উঠাইয়া দেওন কি ঘোষণা নিবারণ করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এক মাস পর্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ৫ হুই দণ্ড।	এ
১৭৫	এ সমন প্রভৃতিতে স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হওন প্রভৃতি আজ্ঞা হইলে।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	৬ মাস পর্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ৫ হুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
১৭৬	স্থান বিশেষে স্বয়ং কি মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার আইন মত আজ্ঞা অমান্য করণ, কিম্বা অসুমতি না পাইয়া চলিয়া যাওন।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	১ মাস পর্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ৫ হুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
১৭৭	আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হওন প্রভৃতির এ আজ্ঞা হইলে।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	৬ মাস পর্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ৫ হুই দণ্ড।	এ
১৭৮	আইনমতে রাজকীয় কার্যকারকের নিকটে দলীল উপস্থিত কি অর্পণ করিতে বদ্ধ হইয়া উপস্থিত করিতে ইচ্ছা পূর্কক ক্রটি করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	১ মাস পর্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ৫ হুই দণ্ড।	যে আদালতে এ অপরাধ করা যায় এই আইনের ৩৫ অধ্যায়ের বিধানানুযায়ী সেই আদালতে অপরাধ আদালতে না হইলে প্রেসিডেন্ট মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় মাজিস্ট্রেট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
সংখ্যা।	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা হস্ত কার্যেতে পাঠাবে কিনা।	সমান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট ব' সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কিনা।	রক্ষা করা যাইতে পারে কিনা।	ভারতবর্ষের মণ্ডবিধি আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য।
১৭৫	সেই দলীল আদালতে উপস্থিত কি অর্পণ করিবার হাজা হইলে।	ওয়ারেন্ট বিনা হস্ত কার্যেতে পাঠাবে কিনা।	সমন	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	৬ মাস পর্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০) টাকা অর্থদণ্ড কি ৬ দুই মণ্ড।	যে আদালতে ৬ অপরাধ করা যায় এই আইনের ৩৫ অধ্যায়ের বিধানাধীনে সেই আদালত কিম্বা আদালতে না হইলে প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৭৬	রাজকীয় কার্যকারকের নিকটে নোটিস কি সম্বাদ দিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া তাহা দেওনে ইচ্ছাপূর্বক ক্রটি করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০) টাকা অর্থদণ্ড কি ৬ দুই মণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৭৭	সেই নোটিস কি সম্বাদ অপরাধ প্রকৃতি করণ বিষয়ে হইলে। রাজকীয় কার্যকারকে জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা সম্বাদ দেওন। প্রয়োজনীয় সম্বাদ অপরাধ প্রকৃতি করণ বিষয়ের হইলে।	ঐ ঐ ঐ	ঐ ঐ ঐ	ঐ ঐ ঐ	ঐ ঐ ঐ	৬ মাস পর্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০) টাকা অর্থদণ্ড কি ৬ দুই মণ্ড। ৬ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ১০০০) টাকা অর্থদণ্ড কি ৬ দুই মণ্ড। ২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ৬ দুই মণ্ড।	ঐ ঐ ঐ

১৭৮	রাজকীয় কার্যকারক নিয়মিতরূপে শপথ করিতে আজ্ঞা করিলে শপথ করিতে অস্বীকার করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	৬ মাস পর্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	যে আদালতে অপরাধ করা যায় এই আইনের ৩৫ অধ্যায়ের বিধানাধীনে সেই আদালত কিম্বা অপরাধ আদালতে না হইলে প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৭৯	সভ্য কহিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া প্রক্টর উত্তর দিতে অস্বীকার করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ
১৮০	রাজকীয় কার্যকারকের নিকটে যে কথার বর্ণনা করা যায় তাহা আঁকর করিতে আইনমতে আজ্ঞা পাইলেও অস্বীকার করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	৩ মাস পর্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	এ
১৮১	রাজকীয় কার্যকারকের সম্মুখে শপথ করিয়া জানপূর্বক সত্য বলিয়া মিথ্যা কথা কহণ।	এ	এ	এ	এ	এ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৮২	রাজকীয় কার্যকারক আইনমতে কৃত্যক্রমে অন্য ব্যক্তির হানি করেন কি তাহাকে ক্লেম দেন এই অভিপ্রায়ে তাহাকে মিথ্যা সহাদ দেওন।	এ	এ	এ	এ	এ	৬ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৮৩	রাজকীয় কার্যকারক আইনসিদ্ধ কৃত্যক্রমে সৎপত্তি লইতে গেলে বলপূর্বক স্থাহার বাধা দেওন।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপব্যয়।	পোলীশ প্রযোজ্য দিন মৃত কবিত্তে পারে কিনা।	সামান্যতঃ প্রথমে এর একটি বা সমান দিতে হবে।	হাজিরজামিন লওয় হাটতে পারে কিনা।	বফ করা যাইতে পারে কিনা।	ভাগতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য।
১৮৪	রাজকীয় কার্যকারকের ক্ষমতাক্রমে যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবার জন্যে প্রকাশ হয় তাহার বিক্রয়ের বাধা দেওন।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	১ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০) টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজি- স্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৮৫	আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে সম্পত্তির নীলাম হওনকালে আইনক্রমে অক্ষয় ব্যক্তির তাহা ক্রয় করিবার মূল্য ডাকন কিম্বা ডাকিলে যে দায় ঘটে তাহা সফল করি- বার মানস বিনা ডাকন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০) টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৮৬	রাজকীয় কার্যকারকের স্বীয়পদের কর্ম করণকালে তাহাকে বাধা দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০) টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৮৭	রাজকীয় কার্যকারকের সাহায্য করিতে আইনমতে আবদ্ধ হইয়া তাহা না করণ। পরওয়ানামতে কার্য করণার্থে কি অপ- রাধ প্রভৃতির নিবারণার্থে রাজকীয় কার্যকারক সাহায্য চাহিলে ইচ্ছাপূর্বক তাহার সাহায্য না করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ২০০) টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৮৮	রাজকীয় কার্যকারক আইনমতে যে আজ্ঞা প্রচার করেন তাহা অমান্য করণ। সেই অমাননে ন্যায় কর্তৃক প্ররক্ত ব্যক্তিদের বাধা কি ক্রেশ কি হানি হইলে। সেই অমাননে মন্ত্রণের প্রাণের কি স্বাস্থ্যের কি নিরাপদ প্রভৃতির আশঙ্কা হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০) টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

১৮৯	রাজকীয় কার্যকারকের পদসংক্রান্ত কোন কর্ম করিবার কি না করিবার প্রযুক্তি জন্মাইবার জন্য তীহার, কিম্বা যে ব্যক্তির লাভালাভে তাহার সম্পর্ক থাকে তীহার হানি করিবার ভয় দর্শাওন।	এ	এ	এ	এ	এ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	এ
১৯০	কোন ব্যক্তি হানি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আইনমতে দরখাস্ত না করে এই কারণে তাহাকে ভয় দর্শাওন।	এ	এ	এ	এ	এ	এক বৎসরপর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুইদণ্ড।	এ

১১ একাদশ অধ্যায়।—মিথ্যা প্রমাণের ও সাধারণের যথার্থ বিচার হইবার দাখাজনক অপরাধের বিধান।

১৯৩	মোকদ্দমা প্রভৃতি কার্যেতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।	২২
১৯৪	হানা কোন স্থলে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ
১৯৫	কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের অপরাধ নিগয় হয় এই মানসে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা কঠিন পরিশ্রম সহিত ১০ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ
১৯৬	তদ্বারা নিকৈরী ব্যক্তির অপরাধ নিগয় হইয়া প্রাণদণ্ড হইলে।	এ	এ	এ	এ	এ	প্রাণদণ্ড কিম্বা পূর্কোক্ত দণ্ড ...	এ
১৯৭	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কি সাত বৎসরের অধিক কাল কারাদণ্ডের উপর্যুক্ত অপরাধ নিগয় হইবার মানসে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	অপরাধের যে দণ্ড সেই দণ্ড ...	এ

১ ধারা।	২ অপবাদ।	৩ পোনীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট কি সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রক্ষা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য।
১৯৬	প্রমাণ মিথ্যা কি কৃত্রিম জানিয়া মোক- দ্দমা প্রভৃতি কার্যে তাহার ব্যবহার করণ।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারন্ট ...	ঐ প্রমাণ দেওনা পরা- ধের জন্যে হাজির- জামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদ- নুসারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনের কি প্রস্তুত করণের যে দণ্ড সেই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজি- স্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৯৭	যে যত্নসহ বিষয়ে আইনমতে সার্টিফিকেট প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হয় জানপূর্বক সেই যত্নসহের মিথ্যা সার্টিফিকেট দেওন কি তাহাতে স্বাক্ষর করণ।	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনে যে দণ্ড সেই দণ্ড ...	ঐ
১৯৮	কোন সার্টিফিকেট গুরুতর অংশে মিথ্যা জানিয়া প্রকৃত বলিয়া ব্যবহার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৯৯	যে নির্দেশবাক্য আইনমতে প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হয় তন্মধ্যে মিথ্যা উক্তি করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২০০	সেইরূপ নির্দেশ বাক্য মিথ্যা জানিয়া সত্য বলিয়া ব্যবহার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২০১	অপরাধীকে রক্ষা করণার্থে অপরাধের প্রমাণ অদৃশ্য করণ কিম্বা তাহার মিথ্যা সম্মান দেওন। আণ দণ্ডের বোধ্য অপ- রাধ হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।

<p>যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।</p>	<p>এ</p>	<p>এ</p>	<p>এ</p>	<p>এ</p>	<p>৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।</p>	<p>সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।</p>
<p>১০ বৎসরের নূন কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।</p>	<p>এ</p>	<p>এ</p>	<p>এ</p>	<p>এ</p>	<p>অপরাধের জন্য অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হয় তাহার চতুর্থাংশ ক'ল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।</p>	<p>প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।</p>
<p>২০২ যে ব্যক্তি আইনমতে অপরাধের সহায় দিতে আবদ্ধ তাহার জ্ঞানপূর্বক সহায় না দেওন</p>	<p>এ</p>	<p>সমন</p>	<p>এ</p>	<p>এ</p>	<p>৬ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।</p>	<p>প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।</p>
<p>২০৩ যে অপরাধ করা গিয়াছে তাহার মিথ্যা সহায় দেওন।</p>	<p>এ</p>	<p>ওয়ারন্ট</p>	<p>এ</p>	<p>এ</p>	<p>২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।</p>	<p>এ</p>
<p>২০৪ কোন দলীল প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত না হইবার অভিপ্রায়ে তাহা গুপ্ত কি নষ্ট করণ।</p>	<p>এ</p>	<p>এ</p>	<p>এ</p>	<p>এ</p>	<p>এ</p>	<p>প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।</p>
<p>২০৫ কোন যোকদ্দমায় কি কোজনারী নালিশে কোন কর্মের আস্থানিক কার্যের কিম্বা হাজিরজমিন কি প্রতিহৃ হইবার জন্যে আপনাকে অন্য ব্যক্তিরূপে পরিচয় দেওন।</p>	<p>এ</p>	<p>এ</p>	<p>এ</p>	<p>এ</p>	<p>৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।</p>	<p>সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।</p>
<p>২০৬ দণ্ডস্বরূপ কিম্বা অর্থদণ্ডের আত্মস্বক্ৰমে কিম্বা ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক না হয় এই নিমিত্তে তাহা প্রত্যাহারভাবে স্থানান্তর কি গোপন করণ প্রভৃতি।</p>	<p>এ</p>	<p>এ</p>	<p>এ</p>	<p>এ</p>	<p>২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।</p>	<p>প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।</p>

১ ধারা।	২ অপব্যয়।	৩ পোলীস ওয়ারন্ট হিনা প্রতর্ন করিতে পাবে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পাবে কি না।	৬ বফা কব। যাইতে পাবে কি না।	৭ তাৎপর্যের দণ্ডবিধি আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার।
২০৭	দণ্ডস্বরূপ কিম্বা অর্থদণ্ডের আঙ্কামুক্রমে কিম্বা ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক না হয়, এই নিমিত্তে স্বত্ত্ব না থাকিলেও সেই সম্পত্তির দাওয়া করণ কিম্বা তৎ- সম্বন্ধীয় কোন স্বত্ববিষয়ে প্রতারণার কার্য্য করণ।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পাবে।	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজি- স্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২০৮	যে টাকা প্রাপ্য নহে তাহার নিমিত্তে প্রতারণক্রমে ডিক্রী হইতে দেওন কিম্ব ডিক্রীর টাকা দেওয়া গেলে পর তাহা জারী হইতে দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রেসিডেন্সী মাজি- স্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২০৯	আদালতে মিথ্যা দাওয়া করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২১০	যে টাকা পাওনা নয় তাহার নিমিত্তে প্রতারণক্রমে ডিক্রী পাওন কিম্বা ডিক্রীমত কার্য্য হইলে পর তাহা জারী করাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২১১	হানি করিবার মানসে অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	যে অপরাধের অভিযোগ হইল তজ্জন্য সাত বৎসর কারাদণ্ড হইতে পারিলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজি- স্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

২১২	যে অপরাধের অভিযোগ হইল তদর্থে প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কিম্বা ৭ বৎসরের অধিক কাল কারা- দণ্ড হইতে পারিলে। অপরাধীকে আশ্রয় দেওন, প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	সেশন আদালত। সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট। এ
২১৩	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপ- রাধ হইলে। ১০ বৎসর না হইয়া ১ বৎসর কারা- দণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	প্রেসিডেন্সী মাজি- স্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য সেই আদালত।
	অপরাধীকে দণ্ড হইতে রক্ষা করণার্থে দানাদি গ্রহণ। প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎ- সর কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পৌরীস ওয়ারেন্ট বিদ্যমান হওয়া পারে কিনা।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কিনা।	৬ বন্ধ করা যাইতে পারে কিনা।	৭ ভাবতবর্ষের দণ্ড বিধি আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য।
২১৩	১০ বৎসর ন্যূন কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যত কাল যে একাকারের কারাদণ্ড নির্ধারিত হই- য়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই একা- কারের কারাদণ্ড কি অর্ধদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজি- স্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য সেই আদালত।
২১৪	অপরাধীর রক্ষা হয় এই জন্য সম্পত্তি কিরিয়াদিবার কি দান করিবার প্রস্তাব করণ। প্রাণ দণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক একাকারের কারাদণ্ড ও অর্ধদণ্ড।	সেশন আদালত।
২১৫	১০ বৎসরের ন্যূন কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের অত্যধিক যত কাল যে একা- কারের কারাদণ্ড নির্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই একাকারের কারাদণ্ড কি অর্ধদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজি- স্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট। প্রেসিডেন্সী মাজি- স্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য সেই আদালত।
২১৬	অপরাধ দ্বারা কোন ব্যক্তির যে অস্থাবর সম্পত্তি হরণ হইয়াছে অপরাধীকে ধৃত ন' করাইয়া তাহা কিরিয়া দেওয়াইবার সাহায্যার্থে দান গ্রহণ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক একাকারের কারাদণ্ড কি অর্ধদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজি- স্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

২১৬	অপরোধী করেদ হইতে পলাইলে তাহাকে ধরিবার আজ্ঞা ব্যতির হইলে তাহাকে আশ্রয় দেওন। • যোগ্য অপরাধ হইলে।	ওয়ারান্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	এ	এ	এ	এ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত ক্রিকেট প্রেসিডেন্সী- মাজিক্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিক্রেট।
	যাবজ্জীবন হীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের বোগ্য অপরাধ হইলে।	এ	এ	এ	এ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ক্রিকেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিক্রেট।	
	১০ বৎসর না হইয়া ১ বৎসর কারাদণ্ডের বোগ্য অপরাধ হইলে।	এ	এ	এ	এ	অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	ক্রিকেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিক্রেট।	
২১৬ক	দস্যু বা ডাকাইতকে আশ্রয় দেওয়া	এ	এ	এ	এ	৭ বৎসর কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত ক্রিকেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিক্রেট।	
২১৭	ব্যক্তির দণ্ড কি সম্পত্তি দণ্ড না হইবার নিমিত্তে রাজকীয় কার্যকারক কর্তৃক আইনের আজ্ঞা অমান্য করণ।	ওয়ারান্ট বিনা ধৃত করিবে না।	এ	এ	এ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	ক্রিকেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিক্রেট।	
২১৮	ব্যক্তির দণ্ড কি সম্পত্তি দণ্ড না হইবার নিমিত্তে রাজকীয় কার্যকারকের অন্তর্ক দিকার্ড কি লিপি করণ।	এ	এ	এ	এ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	ক্রিকেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিক্রেট।	
২১৯	যোকদ্দমা প্রভৃতিতে রাজকীয় কার্যকারকের কোন আজ্ঞা কি রিপোর্ট কি কমসলা কি নিশ্চিন্তি আইন বিরুদ্ধ জা'নিয়া করণ।	এ	এ	এ	এ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	ক্রিকেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিক্রেট।	

১০	১০ দশ বৎসরের ন্যূন কারাদণ্ডের অজ্ঞা হইলে কিম্বা আইনমতে আদেশে রাখা গেল।	এ	এ	হাজিরজামিন লওয়া • যাইতে পারে।	এ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১১	রাজকীয় কার্যকারকের অনবধানতায় কোন ব্যক্তিকে কারা হইতে পলাইতে দেওন।	এ	সমন	এ	এ	২ বৎসর পর্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১২	আইনমতে ধৃত না হওনের জন্যে কোন ব্যক্তির বসপূর্কক বিপক্ষতা করণ কি বাধা দেওন।	এ	ওয়ারন্ট	এ	এ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৩	আইনমতে অন্য ব্যক্তির ধৃত না হওনের জন্যে বসপূর্কক বিপক্ষতা করণ কি বাধা দেওন কিম্বা তাহাকে আইনমতে আসেধ হইতে ছাড়িয়া দেওন।	এ	এ	এ	এ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৪	তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ হইলে।	এ	এ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	এ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত, প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৫	আশমুখের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ হইলে।	এ	এ	এ	এ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত, প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৬	তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা ১০ বৎসর কি তদধিককাল দ্বীপান্তর প্রেরণ কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম করণ দণ্ডের কি কারাদণ্ডের অজ্ঞা হইলে।	এ	এ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	এ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত, প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধাধা।	অপাধ।	পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি ন।	সামান্যতঃ প্রাপ্তমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি ন।	বফা করা যাইতে পারে কি না।	ভাবতবর্ষের দণ্ড বিধি আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য।
২২৫	প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে ...	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
২২৫ক	যে স্থলের প্রকারান্তরের বিধান না থাকে সেই স্থলে রাজকীয় কার্যকারক হইয়া ধরিবার ক্রটি করণ বা পলাইতে দেওন।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	এ	এ	এ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ৫ হুই দণ্ড।	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
	(খ) ঐশ্বিন্য পূর্কক ক্রটিকরণ বা পলাইতে দেওন হলে।	এ	সমন	এ	এ	২ বৎসর পর্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা ৫ হুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২২৫খ	যে স্থলের প্রকারান্তরে বিধান না থাকে সেই স্থলে আইনমতে ধৃত না হওনের জন্য বিপক্ষতা করণ বা বাধা দেওন কি পলায়ন কি ছাড়াইয়া দেওন।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট ...	এ	এ	৬ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ৫ হুই দণ্ড।	এ
২২৬	দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইয়া বেআইনীমতে প্রত্যাগমন।	এ	এ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	এ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও তৎপূর্ক অর্থদণ্ড ও ৩ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড।	সেশন আদালত।
২২৭	দণ্ড ক্ষমা হইবার নিয়ম লঙ্ঘন ...	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	এ	এ	প্রথম আক্রামত দণ্ড তাহার কিঞ্চিৎ ভোগ হইয়া থাকিলে অবশিষ্ট কাল ভোগ।	প্রথম অপরাধ যে আদালতের বিচার্য সেই আদালত।

২২৮	মোকদ্দমা. প্রচুতির বিচারকালে জ্ঞান-পূর্বক রাজকীয় কার্যকারকের অপমান করণ কি বাধা দেওন।	এ	এ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	এ	৬ মাস পর্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	এই আইনের ৩৫ অধ্যায়ের বিধানাধীনে যে আদালতে অপরাধ হয় সেই আদালত।
২২৯	আপনাকে ছুরর কি আসেসরের ন্যায় দেখান।	এ	এ	এ	এ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

১২ দ্বাদশ অধ্যায়।—মুদ্রা ও গবর্নমেন্টের ইষ্টাম্প সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

২৩১	মুদ্রা কৃত্রিম করণ কি কৃত্রিম করণ সম্পর্কীয় কোন কার্য করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
২৩২	মহারাজারী মুদ্রা কৃত্রিম করণ কি কৃত্রিম করণ সম্পর্কীয় কোন কার্য করণ।	এ	এ	এ	এ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ
২৩৩	মুদ্রা কৃত্রিম করিবার যন্ত্র নির্মাণ কি ক্রয় কি বিক্রয় করণ।	এ	এ	এ	এ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৩৪	মহারাজারী মুদ্রা কৃত্রিম করিবার নিমিত্তে যন্ত্র নির্মাণ কি ক্রয় কি বিক্রয় করণ।	এ	এ	এ	এ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।

ক্র. নং	বিবরণ	৩. পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পাৰে কি না।	৪. সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫. হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পাৰে কি না।	৬. রক্ষা করা যাইতে পারে কি না।	৭. তত্ত্বাবধানে রাখা যাইবে কি না।	৮. যে আদালতের বিচার্য।
২৩৫	<p>যুদ্ধা কৃত্রিম করিবার জন্য কোন যন্ত্র কি দ্রব্য নিকটে রাখন।</p>	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট।	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট।
২৩৬	<p>মহারাণীগীর যুদ্ধা হইলে ...</p>	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
২৩৭	<p>ভারতবর্ষের মধ্যে থাকিয়া রটিব ভারত-বর্ষের বাহিরে যুদ্ধা কৃত্রিম করণের সাহায্য করণ।</p>	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট।
২৩৮	<p>যুদ্ধা কৃত্রিম জ্ঞানে তাহা আমদানী কি রপ্তানী করণ।</p>	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
২৩৯	<p>মহারাণীগীর যুদ্ধা কৃত্রিম জ্ঞানে তাহা আমদানী করণ।</p>	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট।

২৪০	মহারানীর মুদ্রা সম্পর্কে এই অপরাধ ...	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৪১	মুদ্রা আণ্ডিকালীন কৃত্রিম না জানিয়া পরে তাহা কৃত্রিম জ্ঞানে অকৃত্রিম বলিয়া অন্যকে দেওন।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা কৃত্রিম মুদ্রার মূল্যের দশগুণ অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	এ	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৪২	কৃত্রিম মুদ্রা আণ্ডিকালে কৃত্রিম জ্ঞানে নিকটে রাখন।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৪৩	মহারানীর মুদ্রা আণ্ডি কালে কৃত্রিম জ্ঞানে নিকটে রাখন।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৪৪	মুদ্রা যে ওজনের ও যে ধাতুর যত দিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে তদনুযায়ী টাকশালে কর্তব্যকারী ব্যক্তির মুদ্রা প্রস্তুত করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	সেশন আদালত।
২৪৫	মুদ্রা প্রস্তুত করিবার কোন যন্ত্র টাকশাল হইতে বেআইনীমতে বাহির করিয়া লওন।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	সেশন আদালত।
২৪৬	মুদ্রার ওজন কিম্বা তাহাতে যে ধাতুর যত টাকা উচিত তাহা শঠতক্রমে ন্যূন করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

ক্র.সং.	২ অনুচ্ছেদ।	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কিনা।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কিনা।	৬ রক্ষা করা যাইতে পারে কিনা।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য।
২৪৭	মহারানীর মুদ্রার ওজন কিম্বা তাহাতে যে ধাতুর যত থাকিতে হয় তাহা শঠতক্রমে নুন করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৪৮	কোম মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রাশরত চালাইবার অভিপ্রায়ে তাহার রূপ পরিবর্তন করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৪৯	মহারানীর মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রার যত চালাইবার অভিপ্রায়ে তাহার রূপ পরিবর্তন করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৫০	মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া অন্যকে দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৫১	মহারানীর মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা রূপা- ন্তর করা জানিয়া অন্যকে দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৫২	রূপান্তর করা মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৫৩	মহারানীর প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৫৪	মুদ্রা প্রাপ্তিকালে রূপান্তর করা না জানিয়া পরে, অকৃত্রিম বলিয়া অন্য ব্যক্তিকে দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা মুদ্রার মূল্যের দশগুণ অর্থদণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজি- স্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
খাৰা।	অপৰাধ।	পৌলীস ওয়াৰণ্ট বিনা ধৃত কৰিতে পারে কিনা।	সামান্যতঃ প্ৰথমে ওয়াৰণ্ট বা সমন নিত হয।	হাজিৰতামিন নওয়া যাইতে পারে কিনা।	রক্ষা করা যাইতে পারে কিনা।	ভাবতবশতঃ দণ্ডবিধিৰ আইন মত দণ্ড।	যে আদালততঃ বাচাৰ্খ।
২৬৩ক কৃত্ৰিম ইকাৰ্প	...	ওয়াৰণ্ট বিনা ধৃত কৰিতে পারে।	ওয়াৰণ্ট ...	হাজিৰতামিন নওয়া যাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	২০০ টকা অৰ্ধদণ্ড ...	প্ৰেসিডেন্সী মাজি- ষ্ট্ৰেট কিম্বা প্ৰথম শ্ৰেণীৰ মাজিষ্ট্ৰেট।

১৩ ত্ৰয়োদশ অধ্যায়। — ওজন ও পৰিমাণ সম্পৰ্কীয় অপৰাধেৰ কথা।

(১০০)

২৬৪	ওজন কৰিবাব অশ্ৰুত যন্ত্ৰেৰ শঠতা- ক্ৰমে ব্যবহার।	ওয়াৰণ্ট বিনা ধৃত কৰিবে না।	সমন ...	হাজিৰতামিন নওয়া যাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	১ বৎসৰ পর্যন্ত কোন এক আকাৰেৰ কায়দাও কি অৰ্ধদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	প্ৰেসিডেন্সী মাজি- ষ্ট্ৰেট কিম্বা প্ৰথম কি দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ মাজিষ্ট্ৰেট।
২৬৫	অশ্ৰুত বাটখাৰা কি গজ অশ্ৰুতি প্ৰতা- ৰণা কৰিয়া ব্যবহার করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	এ
২৬৬	অশ্ৰুত বাটখাৰা কি গজ অশ্ৰুতি প্ৰতা- ৰণাৰ কাৰ্য্যে ব্যবহার কৰিবাব জন্য নিকটে রাখন।	এ	এ	এ	এ	এ	এ
২৬৭	প্ৰতাৰণাৰ কাৰ্য্যেৰ নিমিত্তে অশ্ৰুত বাটখাৰা কি গজ অশ্ৰুতি নিৰ্মাণ কি বিক্ৰয় করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	এ

১৪ চতুর্দশ অধ্যায়।—সাধারণ লোকদের স্বাস্থ্যের কি নিরাপদের কি স্বচ্ছন্দতার কি লজ্জার কি সুনীতির ব্যাঘাতজনক অপরাধের বিধি।

২৬৯	যে কর্মদ্বারা সাংঘাতিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে জানিয়া অনবধানে সেই কর্ম করণ।	ওয়ার্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	সমন	...	হাজিরজামিন লওয়া হইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	৬ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিষাণ শ্রেণীর দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৭০	যে কর্মদ্বারা সাংঘাতিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে জানিয়া শেষপূর্বক সেই কর্মকরণ।	এ	এ	এ	এ	এ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিষাণ শ্রেণীর দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৭১	কারাণ্টাইন বিধি জ্ঞানপূর্বক অমান্য করণ।	ওয়ার্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	এ	এ	এ	এ	৬ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	এ
২৭২	মলুষের আহারীয় কি পানীয় যে দ্রব্য বিক্রয়ার্থে হয় তাহাতে দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া অস্বাস্থ্যজনক করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	৬ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	এ
২৭৩	আহারীয় কি পানীয় দ্রব্য পীড়াজনক জানিয়া মলুষের আহার কি পান্যার্থে বিক্রয় করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ
২৭৪	বিক্রয়ার্থ কোন বগিজ কি ঔষধীয় দ্রব্যের গুণ ধর্ম করণার্থে কি তাহার ফল পরিবর্তনার্থে কি তাহা পীড়াজনক করণার্থে তাহার সঙ্গে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ
২৭৫	যাহার সঙ্গে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত হইয়া দুধিত হইয়াছে জানিয়া এমন কোন বগিজ দ্রব্য কি প্রস্তুত করা ঔষধ, ঔষধালয় হইতে বিক্রয়ার্থে দেওন কি বাহির হইতে দেওন।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোনীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সম্মতি দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	বক্ষা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনমত দণ্ড।	যে আদালতে বিচার্য।
২৭৬	কোন বক্তি কি ঐষথ দ্রব্য জ্ঞানপূর্কক অন্য ব'গ'ক কি ঐষধীয় দ্রব্যস্বরূপে ঐষধালয় হইতে বিক্রয় করণ কি বাহির হইতে দেওন।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	৬ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি ঐষথ মাজিস্ট্রেট।
২৭৭	সাধারণের ব্যবহার্য উমুইর কি জলাশয়ের জল ময়না করণ।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
২৭৮	বায়ু পীড়াজনক করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	৫০০, টাকা অর্থদণ্ড ...	ঐ
২৭৯	রাজপথে মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক রূপে অতিবেগে কি অমনোযোগে গাড়ী চোড়া, অতৃতি চালাওন।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২৮০	মনুষ্যের প্রাণাদি আশঙ্কাজনকরূপে হুমসাহসে কি অমনোযোগে নৌকাদি চালাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি ঐষথ মাজিস্ট্রেট।
২৮১	মিথ্যা আসলো কি চিহ্ন, কি বয়া দেখান...	ঐ	ওয়ারন্ট	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত।
২৮২	নৌকাদির অবস্থা কি বোকাই বুঝিয়া আণের আশঙ্কা হইতে পারিলেও তাড়া লইয়া কোন ব্যক্তিকে ঐ নৌকাদিতে লওন।	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি ঐষথ মাজিস্ট্রেট।

২৮৩	রাজপথে কি নৌকাপথে শঙ্কট কি বাধা কি হানিজনক কার্য্য করণ।	এ	এ	এ	এ	২০০) টাকাঅর্ধ দণ্ড	এ
২৮৪	বিষাল দ্রব্য লইয়া মনুষ্যের আণাদির আশঙ্কাজনক কার্য্য করণ।	এ	এ	এ	এ	৬ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০) টাকা অর্ধদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	এ
২৮৫	অগ্নি কি আশঙ্কাজনক বস্তু লইয়া মনুষ্যের আণাদির আশঙ্কাজনক কর্ণ করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	এ
২৮৬	যাহা শস্য করিয়া জুলিয়া উঠে এমন দ্রব্যের তক্রপ কার্য্য করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	এ
২৮৭	কোন কলেতে তক্রপ কার্য্য করণ ...	এ	এ	এ	এ	এ	এ
২৮৮	কোন ঘর ভাঙ্গিতে কি সারাইয়া নিতে যাহার অধিকার থাকে তাহার এ ঘর পতনে মনুষ্যের আণের আশঙ্ক: সস্তা বনা নিবারণের কার্য্য না করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	এ
২৮৯	কোন জন্তুর দ্বারা মনুষ্যের আণের আশঙ্কা কি গুরুতর পীড়া নিবারণার্থে এ জন্তুকে উপযুক্তযতে না রাখন।	এ	এ	এ	এ	এ	এ
২৯০	সংঘারণের অনিচ্ছাজনক কর্ণ করণ ...	এ	এ	এ	এ	২০০) টাকা অর্ধদণ্ড	এ
২৯১	অনিচ্ছাজনক কর্ণ নিরত করিবার আজ্ঞা হইলেও নিরত না করণ।	এ	এ	এ	এ	৬ মাস পর্যন্ত বিনা পরিপ্রামে কারাদণ্ড কি অর্ধদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	এ

কোন মাজিক্রেট।

প্রেসিডেন্সী মাজিক্রেট কিষা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিক্রেট।

কোন মাজিক্রেট।

প্রেসিডেন্সী মাজিক্রেট কিষা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিক্রেট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	রূপবোধ।	পোনীস ওয়াবট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়াবট কি সমন দিতে হয়।	হাতি বস্তুমিন হাইতে পারে কি না।	হাজিরজামিন লওয়া হাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	বক্ষা করা যাইতে পারে কি না।
২৯২	শৃঙ্গারসংঘটিত কুৎসিত পুস্তকাদি বিক্রয়াদি করণ।	ওয়্যারট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	ওয়্যারট ...	হাজিরজামিন লওয়া হাইতে পারে।	৩ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।	যে আদালতের বিচার্য।
২৯৩	শৃঙ্গারসংঘটিত কুৎসিত পুস্তকাদি বিক্রয় করণ কি দর্শ্যওনার্থে নিকট রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৪	শৃঙ্গারসংঘটিত কুৎসিত গীত গান করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৪ক	শক্তি খেলিবার কার্য্যালয় রাখন ...	ওয়্যারট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	ঐ	ঐ	ঐ	কোন মাজিস্ট্রেট।
	শক্তি খেলা সম্পর্কীয় প্রসঙ্গ প্রকাশ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১৫ পরদশ অধ্যায়।—ধর্মসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

২৯৫	কোন জাতীয় লোকদের ধর্মে অবহেলা করণাভিপ্রায়ে ভজনালয় কি পবিত্র বস্তু নষ্ট কি ক্ষতি কি অশুচি করণ।	ওয়্যারট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	সমন	হাজিরজামিন লওয়া হাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৯৬	ঈশ্বর ভজনার্থে সংগৃহীত লোকদিগের বাধা দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	ঐ

২০৭	কোন ব্যক্তির মনে দুঃখ . দিব্য কিম্বা ধর্ম্যে অবহেলা করিবার কিম্বা শবের প্রতি অবজ্ঞাতাবে কর্তব্য করিবার জন্য ভজনালয়ে কি সমাধিস্থানে প্রবেশ করণ ও সমাধিক্রিয়ার বাধা দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড।	ঐ
২০৮	ধর্ম্য সম্পর্কে কোন ব্যক্তির মনে দুঃখ দিব্যর জন্য তাহার শ্রুতি গোচরে কোন কথা কহন কি শব্দ করণ কিম্বা তাহার সাক্ষাতে অঙ্গভঙ্গি করণ কি কোন দ্রব্য রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১৬ ষোড়শ অধ্যায়।—হনুসোর শরীর সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।
প্রাণের হানিজনক অপরাধ।

৩০২	জানকৃত বধ ...	ওয়ার্ট বিনা দ্বত করিতে পারিবে।	ওয়ার্ট ... হাজিরজামিন নওয়া যাইবে না।	ওয়ার্ট ... হাজিরজামিন নওয়া পারে না।	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
৩০৩	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক জ্ঞানকৃত বধ।	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড	ঐ
৩০৪	জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নয় এমন অপরাধ-যুক্ত নরহত্যা। যে কার্য্য দ্বারা মৃত্যু হয় তাহা প্রাণনাশাদির অভিপ্রায়ে করা গেলে।	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৩০৪ক	প্রাণনাশাদির সম্ভাবনা জানিয়া কিন্তু তদভিপ্রায়ে ঐ ক্রিয়া না করা গেলে।	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
৩০৪ক	দুঃসাহসে কিম্বা অনবধানতাতে কোন কার্য্য করিয়া মৃত্যুর কারণ হওন।	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্যন্ত অন্যত্র প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা:	অপরাধ।	পেনাল্টিস ওয়াংকট দিনা মৃত্ত কবিত্তে পারে কি না।	মানানাত: প্রথমে ওয়াংকট কি মনন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	বন্ধা কবা যাইতে পারে কি না।	ভাবতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য।
৩০৫	বালকের কি ক্ষিপ্তচিত্ত কি বিকৃতমনা কি জড় কি উন্মত্ত ব্যক্তির আত্মহত্যাতের সহায়তা।	ওয়ারন্ট বিনা মৃত্ত করিতে পারিবে।	ওয়ারন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও অর্ধ-দণ্ড।	সেশন আদালত।
৩০৬	আত্মহত্যাতের সহায়তা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্ধদণ্ড।	ঐ
৩০৭	বধ করিবার উদ্দেশ্যে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	সেই ক্রিয়াতে কোন ব্যক্তির পীড়া হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি পূর্কোক্ত দণ্ড।	ঐ
	যাবজ্জীবন বন্দী বধ করিবার উদ্দেশ্যে পীড়া জন্মাইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড বা পূর্কোক্ত দণ্ড ...	ঐ
৩০৮	অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিবার উদ্দেশ্যে	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্ধদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
	সেই ক্রিয়াতে কোন ব্যক্তির পীড়া হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্ধদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
৩০৯	আত্মহত্যাতের উদ্দেশ্যে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি অর্ধদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজি ক্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিক্রেট।
৩১০	ঠগ হওন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্ধদণ্ড...	সেশন আদালত।

গর্ভপাত করণ ও অজাত অপত্যের হানি করণ ও শিশু পরিত্যাগকরণ ও জন্ম গুপ্ত রাখণের কথা।

৩১২	গর্ভপাত করণ	...	ওয়ারন্ট বিনা দ্রুত করিবে না।	ওয়ারন্ট	... হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	সেশন আদালত।
	গর্ভে জীব সংহার হইলে	...	এ	এ	এ	এ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ
৩১৩	গর্ভিনীর অনুমতি বিনা গর্ভপাত করাওন		এ	এ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	এ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ
৩১৪	গর্ভপাত করণ অভিপ্রায়ে যে ক্রিয়া করা যায় তদ্বারা মৃত্যু হইলে।		এ	এ	এ	এ	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ
৩১৫	গর্ভিনীর অনুমতি বিনা এই ক্রিয়া করা গেলে।		এ	এ	এ	এ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি পূর্কোক্ত দণ্ড।	এ
	অপত্য জীবিত না জন্মিবার কি ভূমিষ্ঠ হইলে মরিবার জন্যে কোন ক্রিয়া করণ।		এ	এ	এ	এ	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	এ
৩১৬	অপরাধযুক্ত হত্যার তুল্য কার্য্য দ্বারা জীবসংহারিত গর্ভ নষ্টকরণ।		এ	এ	এ	এ	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ
৩১৭	১২ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালককে পরি- ত্যাগ করণাভিপ্রায়ে তাহাকে পিতা মাতার কি রক্ষকের কেলিয়া যাওন।		ওয়ারন্ট বিনা দ্রুত করিতে পারিবে।	এ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	এ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	এ
৩১৮	শিশুর মৃত দেহ গুপ্তকরণ দ্বারা জন্ম গুপ্ত করণ।		এ	এ	এ	এ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজি- স্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

পীড়ার কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রক্ষা করা যা তে পারে কি না।	তারতম্যের দৃষ্টান্তের আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য।
৩২৩	ইচ্ছাপূর্বক পীড়া জন্মান ...	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে।	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
৩২৪	শকটজনক অস্ত্রদ্বারা কি অন্য উপায়ে ইচ্ছাপূর্বক পীড়া জন্মান।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	এ	এ	যে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত থাকে সেই আদালতের অস্থায়িত্ব হইলে রক্ষা করা যাইতে পারে।	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৩২৫	ইচ্ছাপূর্বক গুরুতর পীড়া জন্মান ...	এ	এ	এ	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ
৩২৬	শকটজনক অস্ত্রদ্বারা কি অন্য উপায়ে ইচ্ছাপূর্বক গুরুতর পীড়া জন্মান।	এ	এ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	এ	যাবজ্জীবন বীপাস্তুর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৩২৭	সম্পত্তি কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র হরণ করণার্থে কি বেআইনিমত কার্য কি যে কার্য দ্বারা অপরাধ করা যুগ্ম হয় তাহা করণার্থে ইচ্ছাপূর্বক পীড়া দেওন।	এ	ওয়ারন্ট ...	এ	এ	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
৩২৮	পীড়া জন্মাইবার নিমিত্তে অচেতনকারক বণিজ্জ দ্রব্য সেবন করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	এ

৩২৯	সম্পত্তি কি মুদ্যবান নিদর্শনপত্র হরণ কর- গাথি কিম্বা বেআইনিমত কার্য কি যে কার্য দ্বারা অপরাধ করা সুগমহয় তাহা করণার্থে ইচ্ছাপূর্বক গুরুতর পীড়া দেওন।	এ	এ	এ	এ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ, কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ
৩৩০	দোষ স্বীকার করাইবার কি সন্ধান পাই- বার কি সম্পত্তি বল পূর্বক উদ্ধার প্রতৃতি করিবার নিমিত্তে ইচ্ছাপূর্বক পীড়া দেওন।	এ	এ	এ	এ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ
৩৩১	দোষ স্বীকার করাইবার কি সন্ধান পাই- বার কি সম্পত্তি বলপূর্বক উদ্ধার প্রতৃতি করিবার নিমিত্তে ইচ্ছাপূর্বক গুরুতর পীড়া দেওন।	এ	এ	এ	এ	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ
৩৩২	রাজকীয় কার্যকারকের কর্তব্য কর্ম নিবা- রণের জন্যে ইচ্ছাপূর্বক পীড়া জন্মাওন।	এ	এ	এ	এ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজি- স্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৩৩৩	রাজকীয় কার্যকারকের কর্তব্য কর্ম নিবারণার্থে ইচ্ছাপূর্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	এ	এ	এ	এ	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
৩৩৪	গুরুতর রাগজনক কার্য হঠাৎ হওয়াতে যে ব্যক্তিদ্বারা রাগ হইল, তন্নিম্ন অন্য ব্যক্তিকে পীড়া দিবার অনভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্বক পীড়া জন্মাওন।	এ	এ	এ	এ	১ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
৩৩৫	গুরুতর রাগজনক কার্য হঠাৎ হওয়াতে যে ব্যক্তি দ্বারা রাগ হইল, তন্নিম্ন অন্য ব্যক্তিকে পীড়া দিবার অনভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	এ	এ	এ	এ	৪ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজি- স্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপব্যয়।	পোলীস ওয়াবন্ট বিনা মৃত কবিত্তে পাবে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়াবন্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	বন্ধ করা যাইতে পারে কি না।	ভাবতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	
৩৩৬	মহুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি অন্যদের নিরাপদের ব্যাঘাত জনক কোন কার্য করণ।	ওয়ারন্ট বিনা মৃত করণ যাইতে পারে।	সমন ...	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	৩ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২৫০ টাকা অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
৩৩৭	মহুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা প্রভৃতি জনক ক্রিয়া দ্বারা পীড়া জন্মাওন।	এ	এ	এ	যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই আদালতের অস্থমতি হইলে রক্ষা করা যাইতে পারে।	৬ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৩৩৮	মহুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা প্রভৃতি জনক ক্রিয়া দ্বারা গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	এ	এ	এ	এ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	এ

অন্যায়মতে অবরোধের ও অন্যায়মতে বন্ধ করণের কথা।

৩৪১	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে অববন্ধ করণ	ওয়ারন্ট বিনা মৃত কবিত্তে পাবে।	সমন ...	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	এক মাস পর্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
৩৪২	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে বন্ধ করণ ...	এ	এ	এ	এ	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

৩৪৩	তিন কি উদ্বিধিক দিন অন্যান্যমতে বন্ধ করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৩৪৪	দশ কি তদ্বিধিক দিন অন্যান্যমতে বন্ধ করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৩৪৫	কোন ব্যক্তির মুক্তির জন্যে পরওয়ানা বাহির হইয়াছে জানিয়া তাহাকে অন্যায়-মতে বন্ধ রাখন।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও তদতিরিক্ত অন্য কোন ধারামত কারাদণ্ড।	এ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৩৪৬	গোপনে অন্যান্যমতে বন্ধ করণ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৩৪৭	কোন দ্রব্য হরণ করিবার কিম্বা বে-আইনী কর্ম প্রভৃতি করাইবার জন্যে অন্যান্যমতে বন্ধ করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৩৪৮	অপরাধ স্বীকার করাইবার কি সন্ধান পাইবার জন্যে কি সম্পত্তি প্রভৃতি উদ্ধার করাইবার জন্যে অন্যান্যমতে বন্ধ করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

অপরাধযুক্ত বল প্রকাশের ও আক্রমণের কথা ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ ।	পোনীস ওয়ারন্ট বিন: ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যত: প্রথমে সমন বা ওয়ারন্ট দিতে হয় ।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	বফা করা যাইতে পারে কি না।	ভাবভঙ্গির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য ।
৩৫২	শুক্রতর রাগ জন্মাইবার বিষয় না থাকিলে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	৩ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
৩৫৩	রাজকীয় কার্যকারকের কর্তব্য কর্তৃক নিবারণার্থে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারন্ট ...	ঐ	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিষা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৩৫৪	স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার প্রতি অত্যাচার করণার্থে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৫৫	হঠাৎ শুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় না হইলে কোন ব্যক্তির অপমান করণার্থে তাহার প্রতি আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন ...	ঐ	রফা করা যাইতে পারে।	ঐ	ঐ
৩৫৬	কোন ব্যক্তির পরিহিত কি বাহিত দ্রব্য চুরি করণের উদ্দেশ্যে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	ঐ	কোন মাজিস্ট্রেট।
৩৫৭	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়াযতে বদ্ধ রাখিবার উদ্দেশ্যে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

৩৫৮	হঠাৎ গুরুতর রাগ জমাইবার বিষয় হইলে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবেনা।	সমন	...	ঐ	রক্ষা করা যাইতে পারে।	১ মাস পর্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি ২০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
-----	--	----------------------------	-----	-----	---	-----------------------	--	---

মানুষ্য চুরি ও বলপূর্বক হরণ করণের ও দাসত্বের ও বলপূর্বক শ্রম করাইবার কথা।

৩৬৩	মহস্যচুরি করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারন্ট	...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৩৬৪	বধ করণার্থে মহস্য চুরি কি হরণকরণ	ঐ	ঐ	...	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
৩৬৫	কোন ব্যক্তিকে গোপনে ও অন্যায়মতে বন্ধ রাখিবার জন্যে তাহাকে চুরি কি হরণ করণ।	ঐ	ঐ	...	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৩৬৬	কোন স্ত্রীর বিবাহ দেওন কি পুরুষের সঙ্গে অবিধিমাতে সংসর্গ করান অত্বেতির জন্যে তাহাকে চুরি কি হরণকরণ।	ঐ	ঐ	...	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৩৬৭	দাস প্রভুক্তি করিবার জন্যে তাহাকে চুরি কি হরণ করণ।	ঐ	ঐ	...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৬৮	চুরি করা ব্যক্তিকে গুপ্ত কি বন্ধ করিয়া রাখন	ঐ	ঐ	...	ঐ	ঐ	...	ঐ
৩৬৯	বালকের গাত্রে হইতে দ্রব্য হরণ করণার্থে তাহাকে চুরি কি হরণ করণ।	ঐ	ঐ	...	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৩৭০	কোন ব্যক্তিকে দাসত্বরূপে ক্রয় কি হস্তান্তর করণ।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবেন।	ওয়ারন্ট	...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	ঐ	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপবাদ।	পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট কি সমন দিতে হুইবে।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রক্ষা করা যাইতে পারে কি না।	১	৮
৩৭১	দাসদিগকে লইয়া নিত্য ব্যবসায় করণ...	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
৩৭২	ব্যভিচার প্রভৃতির জন্যে বালিকাকে বিক্রয় করণ কি ভাড়া দেওন।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিছা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিছা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৩৭৩	সেই কার্যের নিমিত্তে বালিকাকে ক্রয় করণ কি প্রাপ্ত হওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৭৪	বেআইনীমতে বলপূর্বক পরিগ্রহ করাওন।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে।	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
বলপূর্বক কারের কথা।							
৩৭৬	বলপূর্বক করণ, কোন লোকের আপন স্বীয় সহিত সংসর্গের স্থলে।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে না।	সমন ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
	অন্য কোন স্থলে	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	ঐ	ঐ

অস্বাভাবিক অভিগমনের কথা।

৩৭৭	অস্বাভাবিক অভিগমন ...	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
-----	-----------------------	-------------------------------	--------------	----------------------------	--------------------------	---	-------------

১৭ সপ্তদশ অধ্যায়।—সম্পত্তির উপর অপরাধের বিধি।
চৌধুরীর কথা।

৩৭৯	চৌধুরী ...	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
৩৮০	গৃহে কি ভাষুতে কি নৌকালিতে চৌধুরী ...	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৩৮১	কেয়ালী কি চাকর দ্বারা কর্তার কি প্রভুর অধিকারস্থ সম্পত্তির চৌধুরী।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কিছা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিছা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৩৮২	চুরি করণার্থে কিছা তাহা করিবার পরে পলায়নার্থে কিছা অপহৃত সম্পত্তি রাখিবার জন্য আগনাশ করিবার কি পীড়া দিবার কি অবরোধ করিবার কিছা আগনাশের কি পীড়ার কি অবরোধের আশঙ্কা জন্মাইবার উদ্দেশ্যে করণপূর্বক চৌধুরী।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্যন্ত কর্তন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।

ভয় দেখাইয়া অপহরণের কথা ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপহরণ করিয়া ...	অপহরণ করিতে পারিলে ...	সংক্রান্ত প্রকরণে ...	হাঙ্গিরজামিন লওয়া ...	বফা করা যাইতে পারে কিনা।	তৎপরেইব দণ্ডবিধির আইনদত্ত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য।
৩৮৪	অপহরণ করণ ...	ওয়ারন্ট বিনা ...	ওয়ারন্ট ...	হাঙ্গিরজামিন লওয়া ...	রফা করা যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিছা এই দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিছা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৩৮৫	অপহরণ করিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তির হানি করিবার ভয় জন্মাওন কি জম্মাইবার উদ্যোগ করণ।	ওয়ারন্ট বিনা ...	ওয়ারন্ট ...	হাঙ্গিরজামিন লওয়া ...	ওয়ারন্ট বিনা ...	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিছা এই দুই দণ্ড।	এ
৩৮৬	আগনাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মাইয়া অপহরণ করণ।	ওয়ারন্ট বিনা ...	ওয়ারন্ট ...	হাঙ্গিরজামিন লওয়া ...	ওয়ারন্ট বিনা ...	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
৩৮৭	অপহরণ করণার্থে কোন ব্যক্তির আগনাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মাওন কি জন্মাইবার উদ্যোগ করণ।	ওয়ারন্ট বিনা ...	ওয়ারন্ট ...	হাঙ্গিরজামিন লওয়া ...	ওয়ারন্ট বিনা ...	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ
৩৮৮	আগদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ করিবার ভয় দেখাইয়া অপহরণ করণ।	ওয়ারন্ট বিনা ...	ওয়ারন্ট ...	হাঙ্গিরজামিন লওয়া ...	ওয়ারন্ট বিনা ...	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ
	যে অপরাধের ভয় দেখান হয় তাহা অস্বাভাবিক অতিগম্যনাপরাধ হইলে।	ওয়ারন্ট বিনা ...	ওয়ারন্ট ...	হাঙ্গিরজামিন লওয়া ...	ওয়ারন্ট বিনা ...	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ...	এ

৩৮৯	অপহরণ করণার্থে কোন ব্যক্তির প্রাণ- দণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডেব যোগ্য অপরাধের অভিযোগ করিবার তয় জন্মাণন। সেই অপরাধ অস্বাভাবিক অভিগমনা- পরাধ হইলে।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ
		এ	এ	এ	এ	এ	এ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড	এ

দস্যতা ও ডাকাইতির কথা।

৩৯২	দস্যতা ...	ওয়ার্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ার্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা পারে না।	যাইতে	১০ বৎসর পর্যন্ত কঠিন কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিথ প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৩৯৩	সূর্যাস্ত হওনার্থে উদয় হওন পর্যন্ত কোন কালের মধ্যে রাজপথে দস্যতা হইলে।	এ	এ	এ	এ	এ	১৪ বৎসর পর্যন্ত কঠিন কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ
৩৯৪	দস্যতা করণের উদ্দেশ্যে ...	এ	এ	এ	এ	এ	৭ বৎসর পর্যন্ত কঠিন কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ
	দস্যতা করণে কি করিবার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক ইচ্ছাপূর্বক পীড়া জন্মাওন কিম্বা সেই দস্যতার কার্যে সংস্কট- ভাবে অন্য ব্যক্তির নিপু হওন।	এ	এ	এ	এ	এ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কঠিন কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৩৯৫	ডাকাইতী ...	এ	এ	এ	এ	এ	এ	সেশন আদালত।
৩৯৬	ডাকাইতী করণ সময়ে জ্ঞানকৃত বধ ...	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধাৰা।	অপকাৰ।	পোনীস ওয়াৰণ্ট বিনা ধৃত কৰিতে পাবে কি না।	সামান্যতঃ শ্রমণে ওয়াৰণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিৰজামিন লওয়া হাইতে পাবে কি না।	বফা কৰা যাইতে পাবে কি না।	ভাৰতবৰ্ষেৰ দণ্ডবিধিৰ আইনমত দণ্ড।	যে আদালতেৰ বিচাৰ্য।
৩৯৭	হত্যার কি গুরুতর পীড়ার উদ্যোগ সহিত দস্যতা কি ডাকাইতী।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত কৰিতে পাবে।	ওয়ারণ্ট ...	হাজিৰ জামিন লওয়া যাইবে না।	বফা কৰা পাবে না।	অন্য ৭ বৎসর কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড।	সেশন আদালত।
৩৯৮	সাংঘাতিক অস্ত্র সঙ্গে থাকিলে দস্যতা কি ডাকাইতি কৰিবার উদ্যোগ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৯৯	ডাকাইতী কৰিবার উদ্যোগ করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অৰ্ধদণ্ড।	ঐ
৪০০	নিয়ত ডাকাইতি করণার্থ দলবদ্ধ ব্যক্তি- দের দলভুক্ত হওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর শ্রমণ কি ১০ বৎ- সর কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অৰ্ধদণ্ড।	ঐ
৪০১	নিয়ত চুরি করণার্থ দলবদ্ধ অমগকরী ব্যক্তিদের দলভুক্ত হওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অৰ্ধদণ্ড।	ঐ
৪০২	ডাকাইতি করণার্থ পীচ কি তদধিক ব্যক্তি একত্র হইলে তাহার মধ্যে থাকন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

(১৬০)

অপরাধভাবে সম্পত্তির অবিহিত ব্যবহার করণের কথা।

৪০৩	অস্থাবর দ্রব্য শঠভাৱে অবিহিতরূপে কি স্বীয় কর্তৃক ব্যবহার করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত কৰিবে না।	ওয়ারণ্ট ...	হাজিৰজামিন লওয়া যাইতে পাবে।	বফা কৰা পাবে না।	২ বৎসর পর্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড কি ১ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।
-----	---	-----------------------------------	--------------	---------------------------------	---------------------	--	------------------

৪০৪	কোন ব্যক্তির মরণকালে তাহার অধিকৃত সম্পত্তি আইনমতে যে ব্যক্তি পাইবে তাহার হস্তগত হয় নাই জানিয়া সেই সম্পত্তি শঠতাভাবে অবিহিতরূপে ব্যবহার করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক একারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট। এ
৪০৫	মৃতব্যক্তির কর্তৃক নিযুক্ত কেয়ালী কি চাকর দ্বারা হইলে।	এ	এ	এ	এ	এ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক একারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট। এ

অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতার কথা।

৪০৬	অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা; ...	ওয়ারন্ট বিনা দ্বত করিতে পারে।	ওয়ারন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	এ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক একারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট। সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট। সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট। এ
৪০৭	বাহক কি ঘাটরক্ষক প্রভৃতি কর্তৃক অপরাধ ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা।	এ	এ	এ	এ	এ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক একারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট। সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট। এ
৪০৮	কেয়ালী কি চাকর কর্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট। সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট। এ
৪০৯	রাজকীয় কার্যকারক কিম্বা বণিক কি সওয়ালগর কি গোয়াল প্রভৃতি কর্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা।	এ	এ	এ	এ	এ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক একারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট। সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট। এ

চোরী দ্রব্য গ্রহণ করিবার কথা।

ক্র. নং	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
খণ্ড	অপরাধ।	পৌলীস ওয়ারেন্ট না হইলে কবিত্তে পাবে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পাবে কি না।	রক্ষা করা যাইতে পাবে কি না।	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য	
৪১১	চোরী দ্রব্য চোরী জানিয়া শঠতাবাবে গ্রহণ।	ওয়ারেন্ট দিরা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট ..	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিবা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিবা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজি- স্ট্রেট।	
৪১২	চোরী দ্রব্য ডাকাইতীদ্বারা প্রাপ্ত জানিয়া শঠতাবাবে গ্রহণ।	ওয়ারেন্ট দিরা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট ..	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	যাব জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎ- সর পর্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।	
৪১৩	চোরী দ্রব্য লইয়া নিয়ত ব্যবসায় করণ	ওয়ারেন্ট দিরা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট ..	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	যাব জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ	
৪১৪	চোরী দ্রব্য চোরী জানিয়া গোপন কি হস্তান্তর করণের সাহায্য করণ।	ওয়ারেন্ট দিরা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট ..	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিবা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজি- স্ট্রেট।	

বঞ্চনা বরণের কথা।

বঞ্চনা করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারন্ট ...	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারন্ট ...	হারাজি-জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট।
৪১৭	হারাজি-জামিন লওয়া যাইতে পারে।	পারে না।	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট।
৪১৮	অপরাধী আইনমতে কি আইনসিদ্ধ চুক্তিক্রমে যাহার স্বার্থ রক্ষা করিতে বন্ধ তাহারকে বঞ্চনা করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট।
৪১৯	ছদ্মবেশ ধরিয়া বঞ্চনা করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট।
৪২০	বঞ্চনা করিয়া শঠতক্রমে সম্পত্তি দেওয়ানি বা মূল্যবান নিদর্শনপত্র সম্পাদন কি পরিবর্তন কি নষ্ট করণের প্রযুক্তি দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট।

(১৬৬)

প্রত্যাহারভাবে দলীল প্রস্তুত ও সম্পর্কিত হস্তান্তর করণের কথা।

৪২১	উত্তমর্গের মধ্যে সম্পত্তির বিভাগ না হয়. এই নিমিত্তে প্রত্যাহারক্রমে তাহা গোপন কি হস্তান্তর করণ।	ওয়ারন্ট ...	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে না।	ওয়ারন্ট ...	হারাজি-জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট।
৪২২	অপরাধীর পাওনা অথবা দাওয়ার টাকা তাহার উত্তমর্গের না পায় প্রত্যাহার-পুস্তক এমত কর্তব্য করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধাৰা।	অপৰাধ।	পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রক্ষা করা যাইতে পারে কি না।	ভাবতবধেব দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য।
৪২০	মূল্যের টাকা যাহাতে অধগার্হরূপে লেখা থাকে এমত কোন হস্তান্তরকরণপত্র প্রত্যয়নপূর্বক সম্পাদন করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজি- স্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট। এ
৪২৪	প্রত্যয়নক্রমে স্বীয় কি পরের সম্পত্তি হানাস্তর কি গোপন করণ কি তাহা করিতে সাহায্য করণ কি যে বিষয়ের দাবী বা দাওয়া করিবার অধিকার থাকে শঠতক্রমে ভাগ করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেন্ট ...	এ	এ	এ	এ

অপকারের কথা।

৪২৬	অপকার করণ ...	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	কেবল সামান্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি কি হানি করা গেলে রক্ষা করা যাইতে পারে।	৩ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
৪২৭	অপকার করিয়া ৫০ টাকা কি তদধিক অপচয় করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেন্ট ...	এ	এ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজি- স্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট। এ
৪২৮	১০ টাকা কি তদধিক মূল্যের কোন জন্তকে হত্যা করিয়া কি বিধ বাওয়া- ইয়া কি অজহীন কি অকর্ষণ্য করিয়া অপকার করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট ...	এ	এ	এ	এ

৪২২	হস্তীর কি উঠের কি ঘোড়া প্রভৃতির যে মূল্য হউক তাহাকে কি ৫০ টাকা কি তদধিক মূল্যের অন্য জন্তকে হত্যা করিয়া কি বিষ ধাওয়াইয়া কি অজ-ইন কি অকর্ষণ্য করিয়া অপকার করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	৫ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিষা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিষা। প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৪৩০	জলদ্রাসকরণদ্বারা কৃষিকর্ম প্রভৃতির অপকার করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ
৪৩১	রাজপথ কি সাঁকো কি নৌকাদির গমনো-পযুক্ত নদী বা জলপথের হানি করিয়া তাহা গমনাগমনের অযোগ্য করণ দ্বারা বা তাহা দিয়া নিরাপদে গমনাগমনের বা দ্রব্যাদি চালানোর ব্যাঘাত করণ দ্বারা অপকার করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	৫ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	এ
৪৩২	বন্যা করাইয়া কি রাজকীয় নরদমা অবরোধ করাইয়া অপচয় সহিত অপকার করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	সেশন আদালত।
৪৩৩	দীপগৃহ কি সমুদ্রে জলের নিশানী নষ্ট কি স্থানান্তর কি পুর্বোপেক্ষা অকর্ষণ্য করিয়া কি মিথ্যা আলো দেখাইয়া অপকার করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ
৪৩৪	রাজকীয় কার্যকারক ভূমির সীমার চিহ্ন দিলে তাহা নষ্ট কি স্থানান্তরাদি করিয়া অপকার করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিষা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৪৩৫	অগ্নির দ্বারা কি শস্য করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমনত দ্রব্যের দ্বারা ১০% কি তদধিক টাকা পর্যন্ত কিষা কৃষিজাত দ্রব্য হইলে ১০% কি তদধিক টাকা পর্যন্ত ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে অপকার করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পৌলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথম ওয়ারেন্ট বা সমন নিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রক্ষা করা যাইতে পারে কি না।	১	যে আদালতের বিচার্য।
৪৩৬	যদি অতৃষ্টি নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অগ্নির কি শব্দ করিয়া ফুলিয়া উঠে এমত প্রবোধ দ্বারা অপকার করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
৪৩৭	ততকম্বুক্ত কি ২০ টন বোকাইয়ারি নৌকাদি নষ্ট কি বিস্বজনক করিবার অভিপ্রায়ে অপকার করণ।	এ	এ	এ	এ	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ
৪৩৮	অগ্নির কি শব্দ করিয়া ফুলিয়া উঠে এমত প্রবোধ দ্বারা পূর্ক ধারার লিখিত অপকার করণ।	এ	এ	এ	এ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ
৪৩৯	চৌর্যাদি করিবার অভিপ্রায়ে নৌকাদি চড়ায় কি ডাঙ্গায় ঠেকাওন।	এ	এ	এ	এ	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ
৪৪০	আগ্নিশেষর কি পীড়া অতৃষ্টি জম্মাইবার উদ্দেশ্যে করিয়া অপকার করণ।	এ	এ	এ	এ	৫ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ

অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করণের কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	সমন ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে।	৩	কোন মাজিস্ট্রেট।
৪৪৭	অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ ...	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	সমন ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে।	৩ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ৫০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ৫ টুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
৪৪৮	পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ ...	এ	ওয়ারেন্ট ...	এ	এ	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ১০০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ৫ টুই দণ্ড।	এ
৪৪৯	প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধ করিবার জন্যে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।	এ	এ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।

৪৫০	ধাবজীকন দীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের উপ- যুক্ত কোর্ট অপরাধ করণার্থে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।	এ	এ	এ	এ	এ	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ	কোন যাজিকোর্ট।
৪৫১	কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ। চুরি করণার্থে হইলে ...	এ	এ	এ	এ	এ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ	সেশন আদালত কিছা প্রেসিডেন্ট যাজিকোর্ট কিছা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর যাজিকোর্ট।
৪৫২	পীড়া জমাইবার কি আক্রমণ প্রভৃতি করিবার উদ্দেশ্যে করিয়া পরগৃহে অন- ধিকার প্রবেশ।	এ	এ	এ	এ	এ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ	প্রেসিডেন্ট যাজি- কোর্ট কিছা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর যাজিকোর্ট।
৪৫৩	লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিছা গৃহভেদ করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ	সেশন আদালত কিছা। প্রেসিডেন্ট যাজি- কোর্ট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর যাজিকোর্ট।
৪৫৪	কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিছা গৃহভেদ করণ। চুরি করণার্থে হইলে ...	এ	এ	এ	এ	এ	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পৌরীস ওয়ারেন্ট বিনা যত করিতে পারে কিনা।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	হাতিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কিনা।	রক্ষা করা যাইতে পারে কিনা।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধিবিচারসমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য।
৪৫৫	পীড়া জন্মাইবার কি আক্রমণ প্রভৃতি করিবার উদ্যোগ করিয়া লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার অবশেষ কিম্বা গৃহভেদ করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৪৫৬	রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার অবশেষ কিম্বা গৃহভেদ করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৪৫৭	কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থে রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার অবশেষ কিম্বা গৃহভেদ করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	৫ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৪৫৮	পীড়া প্রভৃতি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার অবশেষ কিম্বা গৃহভেদ করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	১৪ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৪৫৯	লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার অবশেষ কিম্বা গৃহভেদ করণ কালে গৃহভেদ করণের পীড়া জন্মান।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।

৪৬০	রাত্রিযোগে গৃহভেদন করণ অভূতি দাঘে মিনিত ব্যক্তিত্বের মধ্যে একজন কর্তৃক আশ্রয় কি গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ
৪৬১	বন্ধ বান্ধ অভূতিতে কোন সম্পত্তি আছে কি থাকি অনুভব করিয়া শঠতাহ্রমে তাহা ভাঙ্গন কি খুলন।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ
৪৬২	বন্ধ বান্ধ অভূতি কোন ব্যক্তির জিম্মায় রাখা গেলে তাহাতে কোন সম্পত্তি আছে কি থাকি অনুভব করিয়া তৎ-কর্তৃক তাহা প্রতারণাক্রমে খুলন।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ

১৮ অষ্টাদশ অধ্যায়।—দলীল সম্পর্কীয় ও শিল্প ব্যবসায়ের কি স্বামিত্বসূচক চিহ্ন বিষয়ক অপরাধের কথা।

৪৬৫	কৃত্রিম করণ ...	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ
৪৬৬	রাজকীয় কার্যকারকের রক্ষিত আদালত সম্পর্কীয় কোন রিকার্ড কিম্বা জন্ম প্রভৃতির রেজিস্ট্রারী কৃত্রিম করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ
৪৬৭	কোন মূল্যবান নিদর্শনপত্র কি উইল কিম্বা মূল্যবান নিদর্শনপত্র প্রস্তুত কি হস্তান্তর করণের কিম্বা টাকা গ্রহণের ক্ষমতাপত্র কৃত্রিম করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ
	সেই মূল্যবান নিদর্শনপত্র ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের প্রমিসারি নোট হইলে।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
খণ্ড।	অধ্যায়।	পোলীস ওয়ারেন্ট বিন দখল করিতে পারে কিনা।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কিনা।	বন্ধ করা যাইতে পারে কিনা।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য।
৪৬৮	বন্ধনা করণার্থে কৃত্রিম করণ ...	ওয়ারেন্ট বিনা দখল করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
৪৬৯	কোন ব্যক্তির মৃত্যুতির হানি করণার্থে কিম্বা তদন্তপ্রার্থে ব্যবহার হইবে জানিয়া কৃত্রিম করণ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৪৭১	কৃত্রিম দলীল জানিয়া তাহা প্রকৃত দলীলের মত ব্যবহার করণ। ঐ কৃত্রিম দলীল ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের প্রমিসরি নোট হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	কৃত্রিম করণের যে দণ্ড সেই দণ্ড ...	ঐ
৪৭২	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারামতে দণ্ডনীয় জালকরণ অপরাধ করিবার মানসে মোহর কি পট্ট প্রভৃতি প্রস্তুতকরণ কি কৃত্রিম করণ, কিম্বা কোন মোহর কি পট্ট কৃত্রিম জানিয়া সেই মানসে নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৪৭৩	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারা ভিন্ন অন্য রূপে দণ্ডনীয় জাল করণপরাধ করিবার মানসে মোহর কি পট্ট প্রভৃতি প্রস্তুত করণ কি কৃত্রিম করণ, কি কৃত্রিম জানিয়া তজ্জপ মানসে তজ্জপ কোন মোহর প্রভৃতি নিকটে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ

৪৭৪	কোন দলীল কৃত্রিম জ্ঞানিয়া প্রকৃতির ন্যায় ব্যবহার করণার্থে নিকটে রাখন। এই দলীল ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৬ ধারার লিখিত প্রকারের হইলে।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ
৪৭৫	এ দলীল ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারার নিদ্বিক্ত দলীল সিদ্ধ করণার্থে যে অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয় তাহা কৃত্রিম করণ কিম্বা কৃত্রিম চিহ্নিত প্রব্য নিকটে রাখন।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ
৪৭৬	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারার নিদ্বিক্ত দলীল ভিন্ন অন্য দলীল সিদ্ধ করিবার জন্যে যে অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয় তাহা কৃত্রিম করণ কিম্বা কৃত্রিম চিহ্নিত প্রব্য নিকটে রাখন।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ
৪৭৭	উইল প্রকৃতি প্রত্যাহা করিয়া নষ্ট কি বিকৃত করণ কিম্বা নষ্ট কি বিকৃত করিবার উদ্দেশ্যে করণ কি গোপন করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ
৪৭৭ক	হিসাব মিথ্যা করিয়া লিখন।	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ

যাবজ্জীবন দীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি ৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।

৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।

যাবজ্জীবন দীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি ৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।

ওয়ান্ট বিনা ধৃত করিবে না।

...

ব্যবসায়ির ও স্বামিত্বের চিহ্ন।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপব্যয়	পোলীস ও বোর্ড দিন: যুত কবিত্তে পাঠে: কি না।	সামান্যত: প্রথম ওয়ার্ট বা সমন দিতে হয়.	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	বক্ষা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনমত দণ্ড।	৯
৪৮২	কোন ব্যক্তিকে বন্ধন। কি তাহার হানি-করণার্থে ব্যবসায়ের কি স্বামিত্বের কৃত্রিম চিহ্ন ব্যবহার করণ।	ওয়ার্ট বিন: ধৃত করিবে না।	ওয়ার্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	বক্ষা করা যাইতে পারে না।	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিবা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজি-স্ট্রেট কিবা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৪৮৩	অপচয় কি হানি করিবার মানসে অনোর ব্যবহৃত ব্যবসায়ের কি স্বামিত্বের চিহ্ন কৃত্রিম করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিবা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
৪৮৪	রাজকীয় কার্যকারক স্বামিত্বের যে চিহ্ন কিবা কোন দ্রব্য প্রস্তুত করণের স্থান ওগাদি জানাইবার জন্যে যে চিহ্ন ব্যবহার করেন, তাহ: কৃত্রিম করণ।	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিবা প্রেসিডেন্সী মাজি-স্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৪৮৫	সাধারণ কি ব্যক্তি বিশেষের স্বামিত্বের কি ব্যবসায়ের চিহ্ন কৃত্রিম করণার্থে কোন ছেনি কি পটু কি অন্য দ্রব্য প্রতারণা করিয়া: প্রস্তুত করণ কি নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিবা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
৪৮৬	স্বামিত্বের কি ব্যবসায়ের কৃত্রিম চিহ্নিত কোন দ্রব্য জ্ঞানপূর্কক বিক্রয় করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিবা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজি-স্ট্রেট কিবা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৪৮৭	যে বস্তাতে কি আধারে যে দ্রব্য না থাকে তাহাতে সেই দ্রব্য আছে এমত বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্তে প্রতারণা করিয়া তাহাতে মিথ্যা চিহ্ন দেওন প্রভৃতি।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিবা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিবা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিবা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

৪৮৮	এরূপ কোন মিথ্যা চিত্র ব্যবহার করণ	এ	এ	এ	এ	এ
৪৮৯	হানি করিবার অভিপ্রায়ে কোন স্মারিত্বের চিত্র লোপ কি নষ্ট কি বিকৃত করণ।	এ	এ	এ	এ	এ

এসিডেঙ্গী মার্জি-
টেট কিম্বা প্রথম
কি দ্বিতীয় শ্রেণীর
মার্জিটেট।

১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের
কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।

১৯ উনবিংশ অধ্যায়।—অপরাধ ভাবে চাকরির চুক্তিভঙ্গের কথা।

৪৯০	জলপথে কি হুলপথে গমন সময়ে চাকরি করিতে কিম্বা কোন ব্যক্তির কি দ্রব্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে কি কোন ব্যক্তিকে বা দ্রব্যকে লইয়া যাইতে চুক্তিক্রমে বদ্ধ হইয়া তাহা করিতে ইচ্ছাপূর্বক ক্রটি করণ।	এ	এ	সমন	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে।	১ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০ টাকা অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	এসিডেঙ্গী মার্জি- টেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মার্জিটেট।
৪৯১	অপরাধক্রমে কি বিকৃতমনা কি রোগপ্রযুক্ত অক্ষয় ব্যক্তির সের্বা করিতে বা তাহার জাহাজনায় স্বব্যমিতে বদ্ধ হইয়া তাহা করিতে কি দিতে ইচ্ছাপূর্বক ক্রটি করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	৩ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০ টাকা অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	এ
৪৯২	চুক্তিক্রমে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির কতক কালের নিমিত্তে চাকরি করণার্থে নিয়োগ কর্তার বায়ে দুরদেশে নীত হইয়া তথায় ইচ্ছাপূর্বক চাকরি পরিত্যাগ করণ কিম্বা কর্তব্য কর্ম করিতে স্বীকার না করণ।	এ	এ	এ	এ	এ	এক মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা যত টাকা বায় হইয়াছে তাহার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	এ

২০ বিংশ অধ্যায়।—বিবাহ সম্পর্কীয় অপরাধের কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোনীস ওয়াবন্ট বিনা দ্রুত কবিত্তে পাবে কি না।	সামান্যতঃ এখানে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পাবে কি না।	বক্ষা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য।
৪২৩	বৈধ বিবাহ না হইলেও কোন পুরুষ বঞ্চনা দ্বারা বৈধ বিবাহ হইয়াছে স্ত্রীর এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহাকে সহ-বাস করাওন।	ওয়ারন্ট বিনা দ্রুত করিবে না।	ওয়ারন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক একারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
৪২৪	স্বামির কি ভার্য্যার জীবদ্দশায় পুনশ্চ বিবাহ করণ।	এ	এ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	এ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক একারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ
৪২৫	স্বামির সঙ্গে বিবাহ হইবে তাহার নিকটে পূর্ক বিবাহের র্ত্তান্ত একাশ না করিয়া এ অপরাধ করণ।	এ	এ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	এ	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক একারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ
৪২৬	বিধি পূর্কক বিবাহ হইল না জানিয়াও প্রভারণা পূর্কক কোন ব্যক্তির বিবাহের অহুষ্ঠান করণ।	এ	এ	এ	এ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক একারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	এ
৪২৭	পর স্ত্রী গমন ...	এ	এ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে।	৫ বৎসর পর্যন্ত কোন এক একারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত, প্রেসিডেন্সী মাজি-ক্টেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজি-ক্টেট।
৪২৮	বিবাহিতা স্ত্রীলোককে অপরাধভাবে তুলা-ইয়া লওন কি হরণ করণ কি আটক করিমা রাখন।	এ	এ	এ	এ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক একারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি এ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজি-ক্টেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজি-ক্টেট।

২১ একবিংশ অধ্যায়।—অপবাদের কথা।

৫০০	অপবাদ করণ	...	ওয়ারন্ট বিনা দ্রুত করিবে না।	ওয়ারন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে।	বিনা পরিশ্রমে ২ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড কিংবা দুই মণ্ড।	সেশন কিংবা আপীল কিংবা মাজিস্ট্রেট কিংবা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৫০১	কোন বিষয় অপবাদজনক জানিয়া মুদ্রিত কি বোদ্ধিত করণ।	...	ওয়ারন্ট বিনা দ্রুত করিবে না।	ওয়ারন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে।	বিনা পরিশ্রমে ২ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড কিংবা দুই মণ্ড।	সেশন কিংবা আপীল কিংবা মাজিস্ট্রেট কিংবা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৫০২	কোন খোদিত কি মুদ্রিত দ্রব্যে অপবাদজনক বিষয় আছে জানিয়া তাহা বিক্রয় করণ।	...	ওয়ারন্ট বিনা দ্রুত করিবে না।	ওয়ারন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে।	বিনা পরিশ্রমে ২ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড কিংবা দুই মণ্ড।	সেশন কিংবা আপীল কিংবা মাজিস্ট্রেট কিংবা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

২২ দ্বাবিংশ অধ্যায়।—অপরাধ ভাবে ভয় জন্মাইবার ও অপমান করিবার ও ক্লেশ দিবার কথা।

৫০৪	শাস্তিভঙ্গ করা ও নাশিত্রায়ে অপমান করণ।	ওয়ারন্ট বিনা দ্রুত করিবে না।	ওয়ারন্ট ...	ওয়ারন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে।	২ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড কিংবা দুই মণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
৫০৫	সৈন্যের অবাধ্যতা কি সাধারণের শাস্তিভঙ্গন অপরাধ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা রক্তান্ত কি জনরব রাক্তি করণ।	ওয়ারন্ট বিনা দ্রুত করিবে না।	ওয়ারন্ট ...	ওয়ারন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে।	২ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড কিংবা দুই মণ্ড।	সেশন কিংবা আপীল কিংবা মাজিস্ট্রেট।
৫০৬	অপরাধভাবে ভয় দর্শন ওন যদি মৃত্যু কি গুরুতর পীড়া প্রভৃতি জন্মাইবার ভয় দর্শন যায়।	ওয়ারন্ট বিনা দ্রুত করিবে না।	ওয়ারন্ট ...	ওয়ারন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে।	১ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড কিংবা দুই মণ্ড।	সেশন আপীল কিংবা মাজিস্ট্রেট কিংবা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
যায়।	অপরাধ।	গোপীস ওয়ারন্ট বিনা যত কবতে পারে কি না।	সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	বন্ধ করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য।
৫০৭	অন্যক পত্রাদি দ্বারা কিম্বা যে ব্যক্তি ভয় দর্শায় তাহাকে সতর্কতাপূর্বক অপরাধে বাহিয়া অপরাধভাবে ভয় দর্শাওন।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	বন্ধ করা যাইতে পারে না।	পূর্ন ধারার দণ্ডের অতিরিক্ত ২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্ধদণ্ড কি এই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৫০৮	ঈশ্বরের ক্রোধপাত্র হইবে কোন ব্যক্তির এমন বিশ্বাস জন্মাইয়া কার্য্য করাওন।	এ	এ	এ	এ	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্ধদণ্ড কি এই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৫০৯	স্বীলোকের লঙ্ঘনিতার কোত জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কোন কথা কহন কি অজ্ঞতকী করন।	এ	এ	এ	এ	১ বৎসর পর্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্ধদণ্ড কি এই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৫১০	যত হইয়া কোন প্রকাশ স্থানাদিতে গিয়া কোন ব্যক্তির ক্রেশ জন্মাওন।	এ	এ	এ	এ	চক্রিশ ঘণ্টা পর্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০ টাকা অর্ধদণ্ড কি এই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।

২৩ ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।—অপরাধ করিবার উদ্দেশ্যের কথা।

৫১১	স্বীপাস্তুর প্রেরণদণ্ডের কি কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ করিবার উদ্দেশ্যে ও সেই উদ্দেশ্যে সেই অপরাধ হইবার জন্যে কোন ক্রিয়া করণ।	এ অপরাধের নিমিত্তে ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে কি না করিতে পারিলে তদনুসারে।	অপরাধের অন্তর্গত অন্য সামান্যতঃ সমন কিম্বা ওয়ারন্ট বাহির হইতে পারে তাহা।	অপরাধের জন্ম হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না পারিলে তদনুসারে।	অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যত কাল স্বীপাস্তুর প্রেরণদণ্ড কিম্বা যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অধিকের অনধিক কাল কারাদণ্ড কি অর্ধদণ্ড কি এই দণ্ড।	যে অপরাধের উদ্দেশ্যে হয় তাহা যে আদালতের বিচার্য সেই আদালত।
-----	--	---	---	--	--	---

অন্যান্য আইন বিরুদ্ধ অপরাধ।

<p>প্রাণদণ্ডের কথা। দীপান্তর প্রেরণদণ্ডের কথা। সাত বৎসর কি তদধিক কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে। তিন বৎসরের অধিক ও সাত বৎসরের ন্যূন কাল কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে।</p>	<p>ওয়ারেন্ট বিনা দ্বত করিতে পারে। ঐ</p>	<p>ওয়ারেন্ট ... ঐ</p>	<p>হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না। ঐ কিন্তু ভারতবর্ষীয় অস্ত্রবিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইনের ১৯ ধারামত মোকদ্দমায় হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিবে। হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে। ঐ</p>	<p>রক্ষা করা যাইতে পারে না। ঐ</p>	<p>.....</p>	<p>এই আইনের ২৯ ধারার বিধানমতে।</p>
<p>তিন বৎসরের ন্যূন কাল কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে। কেবল অর্ধদণ্ডের যোগ্য হইলে ...</p>	<p>ওয়ারেন্ট বিনা দ্বত করিবে না। ঐ</p>	<p>সমন ... ঐ</p>	<p>হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে। ঐ</p>	<p>রক্ষা করা যাইতে পারে না। ঐ</p>	<p>.....</p>	<p>এই আইনের ২৯ ধারার বিধানমতে।</p>

তৃতীয় তফসীল।

(৩৬ ধারা দেখ।)

মকঃসল মাজিস্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতার কথা।

১।—তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

- (১) কোন ব্যক্তি মাজিস্ট্রেটের গোচরে অপরাধ করিলে তাহাকে ধৃত করিবার বা ধৃত করিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৬৫ ধারা)।
- (২) কোন ব্যক্তি মাজিস্ট্রেটের গোচরে অপরাধ করিলে তাহাকে ধৃত করিবার এবং আটক করিয়া রাখিবার জন্য সমর্পণ করিবার ক্ষমতা (৬৪ ধারা)।
- (৩) ওয়ারন্টের পৃষ্ঠে লিখিবার কিম্বা ওয়ারন্টমতে অভিযুক্ত ব্যক্তি ধৃত হইলে তাহাকে স্থানান্তর করণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৮৩ ও ৮৪ ও ৮৬ ধারা)।
- (৪) বিচার করণের ক্ষমতাক্রমে আপনার সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত থাকে তৎসম্পর্কে ঘোষণাপত্র দিবার ক্ষমতা (৮৭ ধারা)।
- (৫) বিচার করণের ক্ষমতাক্রমে আপনার সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত থাকে তৎসম্পর্কে সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৮৮ ধারা)।
- (৬) ক্রোকী সম্পত্তি ছাড়িয়া দিবার ক্ষমতা (৮৯ ধারা)।
- (৭) তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (৯৬ ধারা)।
- (৮) তলাশী পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিবার ও যে দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা সমর্পণ করণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৯৯ ধারা)।
- (৯) পোলীসের অনুসন্ধান কালে যে অপরাধ স্বীকার হয় বা যে উক্তি করা যায় তাহা লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা (১৬৪ ধারা)।
- (১০) পোলীসের অনুসন্ধান কালে কোন ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দেওনের ক্ষমতা (১৬৭ ধারা)।
- (১১) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে পাওয়া গেলে তাহাকে ধৃত করিবার ক্ষমতা (৩৫১ ধারা)।
- (১২) সন্দেহভাবের আশুনাশ্য দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৫২৫ ধারা)।

২।—দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

- (১) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।
- (২) মাজিস্ট্রেটের বিচার করিবার কি বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা থাকিলে, পোলীসকে অপরাধের অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (১৫৫ ধারা)।

৩।—প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

- (১) দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।
- (২) তদন্ত লওনের কার্যক্রমে না হইয়া স্থানান্তরে তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (৯৮ ধারা)।
- (৩) অন্যায়রূপে যে ব্যক্তিদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় তাহাদের সন্ধান লওনার্থে তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (১০০ ধারা)।
- (৪) শান্তিরক্ষার জামিন দিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১০৭ ধারা)।
- (৫) সদাচরণের জামিন দিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১০৯ ধারা)।
- (৬) দখলের মোকদ্দমায় আজ্ঞা প্রভৃতি করিবার ক্ষমতা (১৪৫ ও ১৪৬ ও ১৪৭ ধারা)।
- (৭) বিচারার্থ সমর্পণ করিবার ক্ষমতা (২০৬ ধারা)।
- (৮) বাদী উপস্থিত না থাকিলে কার্যসূচন বন্ধ করিবার ক্ষমতা (২৪৯ ধারা)।
- (৯) ভ্রমঃপেষণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৪৮৮ ও ৪৮৯ ধারা)।

৪।—মহকুমার মাজিস্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

- (১) প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।
- (২) ভূম্যধিকারির নামে ওয়ারেন্ট দিবার ক্ষমতা (৭৮ ধারা)।
- (৩) সদাচরণের জামিন চাহিবার ক্ষমতা (১১০ ধারা)।
- (৪) স্থান বিশেষে অনিষ্ট কার্য হইলে তদ্বিষয়ের আজ্ঞা প্রভৃতি করিবার ক্ষমতা (১৩৩ ধারা)।
- (৫) অনিষ্ট কার্য পুনশ্চ না হওনার্থে তদ্বিষয়বাদের আজ্ঞা প্রচার করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা)।
- (৬) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা।
- (৭) কোন ব্যক্তির মৃত্যুর কারণসম্বন্ধে লইবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা)।
- (৮) কোন ব্যক্তি মাজিস্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে তাহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তাহাকে ধরিবার পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (১৮৬ ধারা)।
- (৯) নালিশ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)।
- (১০) পোলিসের রিপোর্ট লইবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)।
- (১১) নালিশ না হইলেও মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)।
- (১২) অধীন মাজিস্ট্রেটের প্রতি মোকদ্দমা অর্পণ করিবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা)।
- (১৩) অধীন মাজিস্ট্রেটের দ্বারা যে আনুষ্ঠানিক কার্য লিপিবদ্ধ হয় তাহা দেখিয়া দণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৩৪৯ ধারা)।
- (১৪) চোরা বলিয়া যৎসম্বন্ধে অভিযোগ কি সন্দেহ হয় এরূপ দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৫২৪ ধারা)।
- (১৫) আপীল ভিন্ন মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থে অর্পণ করিবার ক্ষমতা (৫২৮ ধারা)।

৫।—জিলার মাজিস্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

- (১) প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট হইলে মহকুমার মাজিস্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।
- (২) ডাকঘরে বা টেলিগ্রাফ বিভাগে কোন দলীলের নিমিত্ত তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (৯৬ ধারা)।
- (৩) যে ব্যক্তি শাস্তিরক্ষা বা সদাচরণ করিতে নিবন্ধ আছে তাহাকে মুক্ত করিবার ক্ষমতা (১২৪ ধারা)।
- (৪) শাস্তিরক্ষার নিবন্ধপত্র রহিত করিবার ক্ষমতা (১২৫ ধারা)।
- (৫) সরাসরীমতে বিচার করিবার ক্ষমতা (২৬০ ধারা)।
- (৬) কোন কোন স্থলে অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা (৩৫০ ধারা)।
- (৭) সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞার উপর আপীল শুনিবার ক্ষমতা (৪০৬ ধারা)।
- (৮) দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের দ্বারা যে অপরাধ নির্ণয় হয় তাহার উপর আপীল হইলে তাহা শুনিবার কি অন্যের প্রতি অর্পণ করিবার ক্ষমতা (৪০৭ ধারা)।
- (৯) কাগজ পত্র আনাইবার ক্ষমতা (৪৩৫ ধারা)।
- (১০) ৫১৪ ধারামতে প্রদত্ত আজ্ঞা সংশোধন করিবার ক্ষমতা (৫১৫ ধারা)।

চতুর্থ তফসীল।

(৩৭ ও ৩৮ ধারা দেখ।)

মকঃসদের মাজিস্ট্রেটদের প্রতি যে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে।

	<p>(১) সদাচরণের জামিন চাহিবার ক্ষমতা (১১০ ধারা)।</p> <p>(২) স্থানবিশেষে অনিষ্ট কার্য হইলে আজ্ঞা প্রদৃতি করিবার ক্ষমতা (১৩৩ ধারা)।</p> <p>(৩) অনিষ্টকার্য পুনশ্চ না হওনার্থে ভবিষ্যৎকালের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা)।</p> <p>(৪) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা।</p> <p>(৫) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা)।</p> <p>(৬) কোন ব্যক্তি মাজিস্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে তাহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার পয়ওয়ামা দেওনের ক্ষমতা (১৮৬ ধারা)।</p>
<p>স্থানীয় গবর্নমেন্ট এই এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।</p>	<p>(৭) নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)।</p> <p>(৮) পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)।</p> <p>(৯) লঙ্কানক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)।</p> <p>(১০) সরাসরীমতে বিচার করিবার ক্ষমতা (২৬০ ধারা)।</p> <p>(১১) দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটেরা অপরাধ নির্ণয় করিলে তাহার উপর আপীল শুনিবার ক্ষমতা (৪০৭ ধারা)।</p>
<p>প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটকে যে যে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে।</p>	<p>(১২) চোরা বালিয়া যৎসম্বন্ধে অভিযোগ কি সন্দেহ হয় এরূপ দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৫২৪ ধারা)।</p> <p>(১৩) যে ব্যক্তির প্রথমবার অপরাধ নির্ণয় হয় তাহার প্রতি আদেশ হইলেই উপস্থিত হইয়া মিল্পতি গ্রাহ্য করিবার ও ইতি মধ্যে শাস্তিভঙ্গ না করিবার ও সদাচরণ সম্পন্ন হইবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৫৬১ ধারা)।</p> <p>(১৪) পোলীসের তত্ত্বাবধানের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৫৬৪ ধারা)।</p>
<p>জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব এই এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।</p>	<p>(১) অনিষ্ট কার্য পুনশ্চ না হওনার্থে ভবিষ্যৎকালের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা)।</p> <p>(২) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা।</p> <p>(৩) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা)।</p> <p>(৪) নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)।</p> <p>(৫) পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)।</p> <p>(৬) মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দিবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা)।</p>

দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটকে যেই ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে।	স্থানীয় গবর্নমেন্ট এইই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।	<ul style="list-style-type: none"> (১) কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৩২ ধারা)। (২) অনিষ্ট কার্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা)। (৩) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা। (৪) মৃত্যুর কারণহিসস্ফান লইবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা)। (৫) না লশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)। (৬) পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)। (৭) সন্ধানক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)। (৮) বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা (২০৬ ধারা)। (৯) অনিষ্ট কার্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা)।
তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটকে যেই ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে।	জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব এইই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।	<ul style="list-style-type: none"> (১) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা। (২) মৃত্যুর কারণহিসস্ফান করিবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা)। (৩) না লশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)। (৪) পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)। (৫) অনিষ্ট কার্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা)। (৬) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা। (৭) মৃত্যুর কারণহিসস্ফান করিবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা)। (৮) না লশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)। (৯) পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)। (১০) বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা (২০৬ ধারা)।
মহকুমার মাজিস্ট্রেটকে যেই ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে।	স্থানীয় গবর্নমেন্ট এইই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।	<ul style="list-style-type: none"> (১) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা। (২) মৃত্যুর কারণহিসস্ফান করিবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা)। (৩) না লশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)। (৪) পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)। (৫) বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা (২০৬ ধারা)। (৬) অনিষ্ট কার্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা)। (৭) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা। (৮) মৃত্যুর কারণহিসস্ফান করিবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা)। (৯) না লশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)। (১০) পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)।

পঞ্চম তফসীল।

(৫৫৪ ধারা দেখ।)

পাঠ বিষয়ক।

১।—অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমন দিবার পাঠ।

(৬৮ ধারা দেখ।)

অনুক স্থাননিবাসী স্ত্রী অনুক সমীপেয়।

তোমার নামে অনুক (যে অপরাধের অভিযোগ হয় তাহার সংক্ষেপ মর্ম এই স্থলে লিখিতে হইবে) অপরাধের নালিশ হওয়াতে তাহার উক্তর দিবার জন্যে তোমার উপস্থিত হওয়া আবশ্যিক। অতএব তোমার

প্রতি এই আজ্ঞা হইল তুমি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আপনি (কিম্বা স্থল বিশেষে উকীলের দ্বারা) অমুক স্থানের মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। ইহাতে ক্রটি না হয়।

১৮ সাল তাং

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

২।—ধৃত করিবার ওয়ারন্ট লিখিবার পাঠ।

(৭৫ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু। (যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিকা এই ওয়ারন্ট জারী করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও পদ প্রভৃতি লিখিতে হইবে।)

অমুক স্থান নিবাসী অমুকের নামে অমুক অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে, অতএব উক্ত অমুককে ধরিয়া আমার নিকটে উপস্থিত কর তোমার প্রতি এই আদেশ হইতেছে। ইহাতে ক্রটি না হয়।

১৮ সাল তাং

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

(৭৬ ধারা দেখ।)

এই ওয়ারন্টের পৃষ্ঠে এইরূপ কথা লেখা যাইতে পারিবে।

উক্ত অমুক যদি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবার এবং আমার প্রকারান্তরের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকিবার জামিন অর্থাৎ আপনি এত টাকার ও একজন প্রতিভূ এত টাকার (অথবা দুইজন প্রতিভূ প্রত্যেকে এত টাকার) জামিন দেয় তবে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

৩।—ওয়ারন্টক্রমে ধরিবার পর নিবন্ধপত্র ও জামিন বন্ধপত্র লিখিবার পাঠ।

(৮৬ ধারা দেখ।)

অমুক অপরাধের অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে আমাকে উপস্থিত করাইবার ওয়ারন্টক্রমে অমুক জিলার (কিম্বা স্থল বিশেষে, অমুক) মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে আমাকে আনা গেলে অমুক স্থানবাসী আমি শ্রী অমুক এতদ্বারা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত অভিযোগে প্রতিবাদ করিতে অমুক স্থানের আদালতে উপস্থিত হইব, এবং আদালতের প্রকারান্তরের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকিব। তাহাতে আমার ক্রটি হইলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

যে অভিযোগে শ্রীঅমুককে ধৃত করা গিয়াছে সেই অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে সে অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা এত ঘটনার সময় অমুক স্থানের আদালতে উপস্থিত হইবে এবং আদালতের প্রকারান্তরের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকিবে এতদ্বিষয়ে আমি অমুক স্থানবাসী উক্ত অমুকের প্রতিভূ স্বীকার করিলাম এবং তাহার ক্রটি হইলে আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

৪।—অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার ঘোষণাপত্রের পাঠ।

(৮৭ ধারা দেখ।)

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা দিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের এত ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) এবং তাহাকে ধরিবার জন্য যে ওয়ারন্ট দেওয়া যায় উক্ত অমুককে (নাম দিবে) পাওয়া যায় না বলিয়া সেই ওয়ারন্ট ফেরত আসিয়াছে; এবং আমার হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) পলাইয়াছে (অথবা উক্ত ওয়ারন্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে);

এনিমিত্ত আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে অমুক স্থানবাসী অদ্যাবধি এতদিনের মধ্যে উক্ত নালিশের প্রতিবাদ করিতে এই আদালতে (অথবা আমার সম্মুখে) উপস্থিত হয়, এই আদেশ করা গেল।

১৮ সাল তাং

মোহর

(স্বাক্ষর)

৫।—সাক্ষীকে উপস্থিত করাইবার ঘোষণাপত্রের পাঠ।

(৮৭ ধারা দেখ।)

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) অমুক অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) এবং উক্ত নালিশের বিষয় সম্বন্ধে সাক্ষ্য লইবার জন্য অমুককে (সাক্ষীর নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) এই আদালতে উপস্থিত করাইবার ওয়ারন্ট দেওয়া যায়, এবং উক্ত অমুকের (সাক্ষীর নাম দিবে) উপর জারী করিতে পারা যায় না বলিয়া উক্ত ওয়ারন্ট ফেরত আসিয়াছে এবং আমার হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে সে পলাইয়াছে (অথবা উক্ত ওয়ারন্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে)।

এনিমিত্ত এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) উক্ত নালিশী অপরাধ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত আগামি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা এত ঘণ্টার সময় অমুক স্থানের আদালতে উপস্থিত হয় এই আদেশ করা গেল।

১৮ সাল তাং

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৬।—সাক্ষীকে উপস্থিত করাইবার ড্রোকের আজ্ঞার পাঠ।

(৮৮ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের পোলিস থানার অধ্যক্ষ শ্রী অমুক সমীপে।

এই আদালতে উপস্থিত নালিশ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত অমুককে (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) উপস্থিত করাইবার ওয়ারন্ট দেওয়া যায় এবং সেই ওয়ারন্ট জারী করিতে পারা যায় না বলিয়া তাহা ফেরত আসিয়াছে; এবং আমার হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে সে পলাইয়াছে (অথবা ওয়ারন্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে); এবং তজ্জন্য নিয়মমতে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া আদেশ দেওয়া যায় যে উক্ত অমুক তত্তল্লিখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দেয় এবং সে উপস্থিত হয় নাই।

এজন্য তোমার প্রতি অনুরোধ দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে অমুক জিলার মধ্যে উক্ত ব্যক্তির যে অস্থাবর সম্পত্তি থাকে এত টাকা মূল্য পরিমিত সেই সম্পত্তি আটক করিয়া ক্রোক করিবে, এবং এই আদালতের অন্যতর আজ্ঞার অপেক্ষায় উক্ত সম্পত্তি ক্রোক করিয়া রাখিবে এবং এই ওয়ারন্ট যে প্রকারে জারী হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

১৮ সাল তাং

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

অভিমুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার ক্রোচী আঞ্জার পাঠ।

(৮৮ ধারা দেখ।)

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অমুক ধারামতে দণ্ডনায় অমুক অপরাধ করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) এবং তদনুসারে যে ওয়ারন্ট দেওয়া যায় উক্ত অমুককে (নাম দিবে) পাওয়া যায় না বলিয়া সেই ওয়ারন্ট ফেরত আসিয়াছে এবং আমার হ্রদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) পলাইয়াছে (অথবা উক্ত ওয়ারন্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে) ও তজ্জন্য নিয়মমতে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া আঞ্জা দেওয়া যায় যে উক্ত অমুক উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে এত দিন মধ্যে উপস্থিত হয় ; এবং অমুক জেলার অমুক গ্রামে (কি নগরে) গবর্নমেন্টে রাজস্ব প্রদায়ী ভূমি ভিন্ন উক্ত অমুকের পশ্চাৎলিখিত সম্পত্তি আছে ও তাহা ক্রোক করিবার আঞ্জা দেওয়া গিয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সম্পত্তি আটক করিয়া ক্রোক করিবে এবং এই আদালতের অন্যতর আঞ্জার অপেক্ষায় তাহা ক্রোক রাখিবে ও যে প্রকারে এই ওয়ারন্ট জারী করা যায় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া ইহা ফেরত পাঠাইবে।

১৮ সাল তাং

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

কালেক্টরস্বরূপ ডেপুটী কমিশনারের দ্বারা ক্রোচী করিবার অনুমতি সূচক আঞ্জার পাঠ।

(৮৮ ধারা দেখ।)

অমুক জিলার ডেপুটী কমিশনার সাহেব সমীপেষু।

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অমুক ধারামতে দণ্ডনায় অমুক অপরাধ করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়), ও তদনুসারে যে ওয়ারন্ট দেওয়া যায় উক্ত অমুককে (নাম দিবে) পাওয়া যায় না বলিয়া সেই ওয়ারন্ট ফেরত আসিয়াছে ; ও আমার হ্রদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) পলাইয়াছে, (অথবা উক্ত ওয়ারন্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে) ও তজ্জন্য নিয়মমতে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া আঞ্জা দেওয়া যায় যে উক্ত অমুক উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে এত দিনের মধ্যে উপস্থিত হয়, কিন্তু সে উপস্থিত হয় নাই ; ও অমুক জিলার অমুক গ্রামে (কি নগরে) উক্ত অমুকের গবর্নমেন্টে রাজস্ব প্রদায়ী কিয়ৎ পরিমাণ ভূমি আছে।

এজন্য তোমাকে অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত ভূমি ক্রোক করাইবে ও এই আদালতের অন্যতর আঞ্জার অপেক্ষায় তাহা ক্রোক রাখিবে ও এই আঞ্জানুসারে তুমি যাহা কর অবিলম্বে তাহার সার্টিফিকেট পাঠাইবে।

১৮ সাল তাং

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৭।--- ওয়ারন্টক্রমে প্রথমেই সাক্ষীকে আনিতে হইলে ঐ ওয়ারন্টের পাঠ।

(৯০ ধারা দেখ।)

শ্রী অমুক সমীপেষু (যে পোলীসের কর্মচারী কি অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ ওয়ারন্ট জারী করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও খ্যাতি লিখিবে)।

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে অমুক স্থানবাসী অমুক এই অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) ও অমুক (সাক্ষীর নাম ও বর্ণনা লিখিবে) উক্ত নালিশ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারে এরূপ প্রতীতি হয় এবং এরূপ বিশ্বাস করিবার উত্তম ও বিশিষ্ট কারণ দেখিতে পাই যে বলপূর্বক না আনা হইলে উক্ত নালিশের শ্রবণ সময় সে সাক্ষীস্বরূপ উপস্থিত হইবে না।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে অমুককে (নাম দিবে) ধৃত করিবে, এবং অমুক মাসের অমুক তারিখে নালিশী অপরাধ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত তাহাকে এই আদালতে আনিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৮।—কোন বিশেষ অপরাধের সংবাদ পাওয়া গেলে পর, তলাশী পরওয়ানার পাঠ।

(১৬ ধারা দেখ।)

শ্রী অমুক সমাপেষু (যে পোলসের কর্মচারী কি অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ ওয়ারন্ট জারী করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও খ্যাতি লিখিবে)।

আমার নিকটে সংবাদ আসিয়াছে (কি নালিশ হইয়াছে) যে অমুক অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) ক্ষত হইয়াছে (কি ক্ষত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) এবং উক্ত অপরাধের (কি সন্দেহ অপরাধের) যে তদন্ত লওয়া যাইতেছে (কি যাইবে) তৎপক্ষে অমুক দ্রব্য (স্পষ্ট করিয়া ঐ দ্রব্য নির্দেশ করিবে) উপস্থিত করা প্রয়োজনীয় ইহা আমাকে দেখান গিয়াছে,

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত দ্রব্য (দ্রব্য নির্দেশ করিবে) অমুক স্থানে (যে বাটী কি স্থান কি তাহার অংশ তলাশ করিতে হইবে, তাহার বর্ণনা করিবে) অনুসন্ধান করিবে ও পাওয়া গেলে তাহা অবিলম্বে এই আদালতে উপস্থিত করিবে। ও এই ওয়ারন্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি কি করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৯।—গচ্ছিত রাখিবার সন্দেহ স্থানের তলাশী পরওয়ানার পাঠ।

(১৮ ধারা দেখ।)

শ্রী অমুক সমাপেষু। (কনফবলের উচ্চপদস্থ পোলসের কর্মচারীর নাম ও খ্যাতি লিখিবে)।

আমার নিকটে সংবাদ আসিয়াছে ও যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে অমুক বাটী (বাটীর কি অন্য স্থানের বর্ণনা লিখিবে) চোরা দ্রব্য গচ্ছিত রাখিবার (কি তাহা বিক্রয় করিবার) স্থানরূপে (কিছা উক্ত ধারা নির্দিষ্ট অন্যতর কার্য জন্য ব্যবহৃত হইলে, উক্ত ধারার কথায় তাহা লিখিবে) ব্যবহৃত হয়।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে প্রয়োজনীয় সাহায্য লইয়া তুমি উক্ত বাটীতে (কি স্থানে) অনুসন্ধান করিবে ও আবশ্যিক হইলে তদর্থে যুক্তিমত বল প্রয়োগ করিবে ও উক্ত বাটীর (কি অন্য স্থানের কিছা অংশ বিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইলে, তাহার স্পষ্ট নির্দেশ করিবে) সর্বাংশ খানাতলাশী করিবে ও কোন সম্পত্তি (কি দলীল কি, স্থল বিশেষে, ইন্সটাম্প কি মোহর কি মুদ্রা) [এবং আবশ্যিক হইলে এইং কথাও যোগ করিবে ও যে কোন ঘটনা কি দ্রব্য যুক্তিমতে তোমার বিবেচনায় জাল দলীল কি স্থল বিশেষে কৃত্রিম ইন্সটাম্প কি মোহর কি মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত রাখা যায়, তাহা] আটক করিয়া দখল করিবে।— এবং উক্ত যে দ্রব্য তদ্রূপে দখল করা যায় তাহা তৎক্ষণাৎ এই আদালতে আনিবে ও এই ওয়ারন্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি কি করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

১০।—শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখিবার পাঠ।

(১০৬ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসী শ্রী অমুক আমার প্রতি এতকাল শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা হইয়াছে ; এই হেতুক আমি উক্ত কাল পর্যন্ত শান্তিভঙ্গ করিব না কিম্বা যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা এমত কোন কার্য করিব না এই প্রতিজ্ঞা করিলাম, ইহাতে আমার ক্রটি হইলে আমি শ্রীশ্রীমতী মহারানী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

১১।—সদাচরণ করিবার নিবন্ধপত্র লিখিবার পাঠ।

(১০৯ ও ১১০ ধারা দেখ।)

অমুক স্থান নিবাসী শ্রী অমুক আমাকে শ্রীশ্রীমতী মহারানী ভারতেশ্বরীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি এতকাল (কাল নির্দেশ করিবে) সদাচরণ করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা হইয়াছে ; অতএব আমি উক্ত কাল পর্যন্ত শ্রীশ্রীমতীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি সদাচরণ করিব ; ইহাতে আমার ক্রটি হইলে শ্রীশ্রীমতীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

নিবন্ধপত্র জামিন সহিত লিখিয়া দিতে হইলে, এই কথাগুলি যোগ করিতে হইবে : -

আমরা উপরিলিখিত অমুকের জামিন হইয়া জানাইতেছি যে তিনি উক্ত কাল পর্যন্ত শ্রীশ্রীমতী মহারানী ভারতেশ্বরীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি সদাচরণ করিবেন ; এবং তাহাতে তাঁহার ক্রটি হইলে আমরা একত্র ও স্বতন্ত্র শ্রীশ্রীমতীকে এত টাকা দণ্ড দিব।

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

১২।—শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনার সংবাদ পাইলে, সমন লিখিবার পাঠ।

(১১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসী শ্রী অমুক সমীপেয়ু।

বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাইয়া আমার প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে (এই স্থানে সম্বাদের মর্ম লিখিবে) এবং তোমার দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইবার (কি যদ্বারা শান্তিভঙ্গ হইতে পারে তদ্রূপ কার্য হইবার) সম্ভাবনা এজন্য তোমাকে এতদ্বারা আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি স্বয়ং (কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তার দ্বারা) ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের পূর্বাঙ্ক বেলা ১০ ঘটিকার সময় অমুক স্থানের মাজিস্ট্রেটের কাছারিতে উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইবে যে এতকাল শান্তিভঙ্গ করিবে না এই নিয়মে কেন তোমার প্রতি এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার (জামিন আবশ্যিক হইলে এই কথাগুলি যোগ করিতে হইবে) ও একজন (কিম্বা স্থল বিশেষে দুই জন) প্রতিভূর কিম্বা একাধিক হইলে, প্রত্যেকের এত টাকার নিবন্ধপত্র দ্বারা জামিন দিবার আদেশ হইবে না।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই সমনপত্র প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

১৩।—শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিতে না পারিলে সমর্পণের ওয়ারন্টের পাঠ।

(১২৩ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

অমুক স্থানবাসী অমুক এত মাস শান্তিভঙ্গ করিবে না বলিয়া একজন প্রতিভূসহ (অথবা প্রত্যেকে এত টাকার দুই জন প্রতিভূসহ) এত টাকার নিবন্ধপত্র কেন লিখিয়া দিবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত যে সমন দ্বারা তাহাকে আদেশ করা যায় সেই সমনক্রমে সে অমুক মাসের অমুক তারিখে স্বয়ং কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তার দ্বারা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল; এবং তৎকালে আজ্ঞা হয় যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) এই আকার জামিন দেয় (যে জামিনের আজ্ঞা করা যায় সমন লিখিত জামিনের সহিত তাহার প্রভেদ থাকিলে তাহা এইস্থলে লিখিতে হইবে) ও সে উক্ত আজ্ঞা পালন করে নাই।

এ জন্য তোমার প্রতি অস্বীকারিতা দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারন্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও উক্ত জেলে এতকাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দেশ করিবে) তাহাকে নির্বিঘ্নে রাখিবে। কিন্তু উক্ত কাল মধ্যে সে স্বয়ং ও এক কি অধিক প্রতিভূ দ্বারা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া আজ্ঞা পালন করিলে, উক্ত নিবন্ধপত্র গ্রহণ করা যাইবে ও উক্ত অমুককে (নাম দিবে) মুক্ত করা যাইবে ও যেরূপে এই ওয়ারন্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

১৪।—সদাচরণের জামিন না দিলে সমর্পণ করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(১২৩ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুক জিলার মধ্যে গুপ্ত হইয়া আছে ও তাহার জীবনধারণের দৃশ্য সঙ্গতি নাই (অথবা সে আপনার কোন সন্তোষজনক বিবরণ দিতে পারে না);

কিন্তু

অমুকের (নাম ও বর্ণনা দিবে) সাধারণ চরিত্র সম্বন্ধে আমার সম্মুখে যে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে প্রতীতি হয় যে সে রাতিমত দস্যু (অথবা স্থল বিশেষে গৃহভেদকারী, ইত্যাদি)।

এবং উহা উল্লেখ করিয়া আজ্ঞা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে আদেশ করা গিয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) একজন (অথবা স্থল বিশেষে দুই কি তদধিকজন) প্রতিভূসহ আপনি এত টাকার ও উক্ত প্রতিভূ (কিন্তু তদ্রূপ প্রত্যেক প্রতিভূ) এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া এতকাল (কাল নির্দেশ করিবে) সদাচরণ করিবার জামিন দিবে ও উক্ত অমুক (নাম দিবে) উক্ত আজ্ঞা পালন করে নাই ও না করাতে ইতিমধ্যে জামিন না দিলে তাহার প্রতি এতকাল (কাল নির্দেশ করিবে) কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে;

এজন্য তোমার প্রতি অস্বীকারিতা দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারন্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও তাহাকে এতকাল (কাল নির্দেশ করিবে) নির্বিঘ্নে উক্ত জেলে রাখিবে, কিন্তু তন্মধ্যে সে স্বয়ং ও এক কি অধিক প্রতিভূদ্বারা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া আজ্ঞা পালন করিলে, উক্ত নিবন্ধপত্র গ্রহণ করা যাইবে ও উক্ত অমুককে (নাম দিবে) মুক্ত করা যাইবে ও যেরূপে এই ওয়ারন্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

১৫।—জামিন না দেওয়াতে যে ব্যক্তি কারাবদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে মুক্ত করিবার
ওয়ারণ্টের পাঠ।

(১২৩ ও ১২৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট (কি রক্ষক কিম্বা অন্য যে কর্মচারির হেতুতে এই ব্যক্তি আছে সেই কর্মচারী) সমীপে যু।

অমুককে (বন্দির নাম বর্ণনা দিবে) অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের এই আদালতের ওয়ারণ্ট-
ক্রমে তোমার হেতুতে সমর্পণ করা যায় ও সে পরে কোর্জদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের
অমুক ধারামতে নিয়মিতরূপে জামিন দিয়াছে,

কিম্বা

জননমাজে শঙ্কা বিনা তাহাকে মুক্ত করা যাউতে পারে এরূপ বিশ্বাস করিবার বিশিষ্ট হেতু দৃষ্ট
হইয়াছে,

এজন্য তোমার প্রতি অমুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) যদি অন্য কোন
কারণে আটক থাকিবার যোগ্য না হয়, তবে তাহাকে তোমার হেতুতে হইতে অবিলম্বে মুক্ত করিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই
ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

১৬।—অনিষ্টজনক বিষয় উঠাইয়া দিবার আজ্ঞার পাঠ।

(১৩৩ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপে যু (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)।

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি অমুক (পক্ষ কি অন্য সাধারণের স্থানে) এইরূপে (যেভাবে বাধা কি
অনিষ্টজনক কার্য হয় তাহার উল্লেখ করিবে) উক্ত রাজপথ (কি অন্য সাধারণের স্থান) ব্যবহারকারি ব্যক্তিদের
বাধাজনক (কি অনিষ্টজনক) কার্য করিয়াছ ও উক্ত বাধা (কি অনিষ্ট) অদ্যপি বর্তমান আছে;

কিম্বা

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি স্বামী কি কার্য্যাধ্যক্ষস্বরূপ অমুক ব্যবসায় কি কার্য্য (যে বিশেষ
ব্যবসায় কি কার্য্য যে স্থানে চালান যায় তাহার উল্লেখ করিবে) চালাইতেছ এবং এই কারণে (যেভাবে শুদ্ধারা
হানি হয় এই স্থানে সংক্ষেপে লিখিবে) তাহা সাধারণের স্বাস্থ্যের [কি স্বাচ্ছন্দ্যের] হানিজনক ও তাহার
লোপসাধন করা কি তাহা স্থানান্তরে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া উচিত;

কিম্বা

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি অমুক রাজপথের (পথের বর্ণনা লিখিবে) নিকটবর্তী অমুক পুক-
রিনীর (কি কূপের কি গর্তের) স্বামী (কি তাহা তোমার অধিকারে কি কর্তৃত্বাধীনে আছে) ও উক্ত পুকরিনীর (কি
কূপের কি গর্তের) বেড়া মা থাকাতে (কিম্বা শঙ্কানিবারক বেড়া না থাকাতে) সাধারণের বিপদ ঘটবার
সম্ভাবনা;

কিম্বা

(স্থলবিশেষে) আমার নিকটে ইত্যাদি ;

এজন্য আমি এতদ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে তুমি অমুক সময়ের মধ্যে (সম-
য়ের উল্লেখ করিবে) অমুক কার্য্য করিবে (অনিষ্টজনক বিষয় উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত যাছা করিতে হইবে তাহা
লিখিবে) কিম্বা আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে এত ঘটনার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত
হইয়া এই আজ্ঞা কেন প্রবল করা যাইবে না তাহার কারণ দর্শাইবে ;

কিম্বা

এজন্য আমি এতদ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে তুমি অমুক সময়ের মধ্যে (সম-
য়ের উল্লেখ করিবে) উক্ত স্থানে উক্ত ব্যবসায় কি কার্য্য চালান বন্ধ করিবে ও তাহা আর সেই স্থানে চালাইবে

না কিম্বা উক্ত স্থান হইতে উক্ত ব্যবসায় কি কার্য উঠাইয়া লইয়া যাইবে . কিম্বা আগামি অমুক মাসের ইত্যাদি ;

কিম্বা

এজন্য আমি এতদ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে তুমি অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) উপযুক্ত বেড়া দিবে (যে প্রকারের বেড়া দিতে হইবে ও যে ভাগে দিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবে) কিম্বা আগামি অমুক মাসের ইত্যাদি ;

কিম্বা

এজন্য আমি এতদ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে ইত্যাদি (যথা যেমন) ।
অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল ।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

১৭।—পঞ্চায়ৎ নিয়োগবিসয়ক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ ।

(১৩৮ ধারা দেখ ।)

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুকের (নাম দিবে) প্রতি এই আদেশ করিয়া (আজ্ঞা কিরূপ ফলাফল লিখিবে) আজ্ঞা দেওয়া যায়, এবং উক্ত আজ্ঞা যুক্তিমত ও উপযুক্ত কি না ইহার বিচার করণার্থ পঞ্চায়ৎ নিয়োগ করিবার আজ্ঞার নিমিত্ত উক্ত অমুক (নাম দিবে) অমুক মাসের অমুক তারিখের দরখাস্তের দ্বারা প্রার্থনা করিয়াছে, এজন্য উক্ত প্রশ্নের বিচার ও নিষ্পত্তি করণার্থে আমি অমুক ব্যক্তিদিগকে (পঞ্চায়তের পাঁচ কি তদধিক ব্যক্তির নাম এই স্থানে দিবে) পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিতেছি ও আদেশ দিতেছি যে উক্ত পঞ্চায়ৎ এই আজ্ঞার তারিখ অবধি এত দিনের মধ্যে অমুক স্থানে আমার আকিসে তাঁহাদের নিষ্পত্তি পাঠাইবেন ।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল ।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

১৮।—পঞ্চায়তের নিষ্পত্তির পর মাজিষ্ট্রেটের নোটিসের ও চূড়ান্ত আজ্ঞার পাঠ ।

(১৪০ ধারা দেখ ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম, বর্ণনা ও বাসস্থান লিখিবে) ।

আমি এতদ্বারা তোমাকে নোটিস দিতেছি যে অমুক মাসের অমুক তারিখের তোমার প্রদত্ত দরখাস্তক্রমে নিম্নমতে যে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করা যায় তাঁহারা নির্ণয় করিয়াছেন যে অমুক তারিখে তোমার প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া (আদেশের মর্ম লিখিবে) যে আজ্ঞা দেওয়া যায় তাহা যুক্তিমত ও উপযুক্ত, এজন্য উক্ত আজ্ঞা চূড়ান্ত করা গেল ও আমি তোমার প্রতি আজ্ঞা দিয়া আদেশ করিতেছি যে অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) তুমি উক্ত আজ্ঞা পালন করিবে নতুবা উক্ত আজ্ঞা পালন না করণের নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের নির্দিষ্ট দণ্ড প্রাপ্ত হইবে ।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই নোটিস প্রদত্ত হইল ।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

১৯।—পঞ্চায়তের তদন্ত লইবার অপেক্ষায় আসন্ন বিপদ নিবারণার্থে আজ্ঞার পাঠ।

(১৪২ ধারা দেখ।)

শ্রী অমুক সমীপেষু (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমি যে আজ্ঞা করি, তাহা যুক্তিসহ ও উপযুক্ত কিনা ইহার বিচার করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত পঞ্চায়তের তদন্তকার্য অদ্যাপি চলিতেছে ও আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে উক্ত আজ্ঞার লিখিত অনিষ্টজনক বিষয় সম্পর্কে সাধারণের এরূপ আসন্ন গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা যে উক্ত বিপদ নিবারণার্থে অবিলম্বে উপায় করা আবশ্যিক, এজন্য ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৪২ ধারার বিধানমতে তোমার প্রতি আজ্ঞা দিয়া এতদ্বারা আদেশ করিতেছি যে উক্ত পঞ্চায়তের স্থানীয় তদন্তের ফলাপেক্ষায় তুমি অবিলম্বে (কিয়ৎকালীন সংরক্ষণ নিমিত্ত যে কার্যের আদেশ হয় স্পষ্ট করিয়া তাহার উল্লেখ করিবে)।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

২০।—অনিষ্টজনক কার্য পুনশ্চ না করণ প্রভৃতি নিষেধসূচক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

(১৪৩ ধারা দেখ।)

শ্রী অমুক সমীপেষু (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)।

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে (১৬ বা স্থল বিশেষে ২১ পাঠ দেখিয়া যথাযোগ্য কথাগুলি লিখিবে)।

এজন্য আমি এতদ্বারা তোমার প্রতি বিশেষরূপে আজ্ঞা দিয়া আদেশ করিতেছি যে আবার উক্ত দ্রব্য রাখিয়া কি (স্থল বিশেষে) রাখিতে দিয়া ইত্যাদি, তুমি উক্ত অনিষ্টজনক কার্য পুনশ্চ করিবে না।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

২১।—বাধা জন্মাওন, হজ্জমা প্রভৃতি নিবারণার্থে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

(১৪৪ ধারা দেখ।)

শ্রী অমুক সমীপেষু (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)।

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তোমার অধিকারে (কি কর্তৃত্বাধীনে) অমুক (স্পষ্ট করিয়া দ্রব্যটির বর্ণন করিবে) আছে, ও তুমি উক্ত ভূমিতে নর্দামা কাটিয়া তাহার মাটি ও ইট নিকটস্থ রাজপথে ফেলিতে কি রাখিতে উদ্যত আছ ও তাহাতে উক্ত পথ ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের বাধা জন্মিবার সম্ভাবনা;

কিন্তু

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি ও অন্য কতকগুলি লোক (যে শ্রেণীর লোক তাহার উল্লেখ করিবে) অমুক রাজপথ (কি স্থল বিশেষ, অমুক স্থান) দিয়া ধর্মসংক্রান্ত লোকযাত্রার একত্র হইয়া যাইতে উদ্যত আছ ও উক্ত লোকযাত্রায় দাঙ্গা কি হজ্জমা হইবার সম্ভাবনা;

কিন্তু

আমার নিকটে ইত্যাদি;

এজন্য তোমার প্রতি এতদ্বারা আজ্ঞা দিতেছি যে তুমি তোমার ভূমি হইতে তোলা মাটি কি ইট উক্ত পথের কোন স্থানে রাখিবে না কি রাখিতে দিবে না; কিন্তু

উক্ত পথ দিয়া যাত্রার লোকজনের গমন এতদ্বারা নিষেধ করিতেছি, ও তোমাকে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দিয়া আজ্ঞা করিতেছি যে তুমি ঐ লোকযাত্রায় মিশিবে না (অথবা অন্য যেরূপ আজ্ঞা আবশ্যিক হইবে)।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

২২।—বিবাদীয় ভূমি প্রভৃতি অধিকারে রাখিবার স্বত্ত্বানপক্ষ নির্দেশ করিয়া
মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

(১৪৫ ধারা দেখ।)

আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্ভুক্তি অমুক বিষয় (বিবাদের বিষয় সংক্ষেপে লিখিবে) লইয়া অমুক ব্যক্তিদের মধ্যে (উভয় পক্ষের নাম ও বাসস্থান কিম্বা গ্রাম্যদলের বিবাদ হইলে, কেবল বাসস্থান লিখিবে) যে বিবাদ আছে তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা যথাযোগ্যরূপে লিপিবদ্ধ হেতুক্রমে আমার এইরূপ প্রতীতি হওয়াতে উক্ত (বিবাদীয় বিষয়) প্রকৃতরূপে দখল থাকিবার সম্বন্ধে আপনং দাওয়ার বর্ণনাপত্র দিবার নিমিত্ত উক্ত সকল পক্ষকে আদেশ করা যায় ও তৎক্রমে যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আইনমতে উভয় পক্ষের মধ্যে কে দখল থাকিবার সম্ভাবনা এই দাওয়ার বিবেচনা না করিয়া, আমার স্বস্থোধ জন্মিয়াছে যে উক্ত অমুকের (নাম কি নামসমূহ কি বর্ণনা দিবে) প্রকৃতপক্ষে দখল করিবার দাওয়া যথার্থ,

এজন্য আমি নিষ্পত্তি করিয়া নির্দেশ করিতেছি যে উক্ত অমুকের (কি অমুকের) দখলে উক্ত বিবাদীয় বিষয় আছে ও আইনের নিয়মিত প্রণালীক্রমে যাবৎ ভ্রষ্ট না হয় উক্ত ব্যক্তি (কি ব্যক্তির) তাহা দখল রাখিবার স্বত্ত্বান, এবং ইতিমধ্যে তাহার (কি তাহাদের) দখলের কোনরূপ বিঘ্নকরণ বিশেষরূপে নিষেধ করিতেছি ;

অন্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

২৩।—ভূমি প্রভৃতির দখল লইয়া বিবাদ হইলে ক্রোক করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(১৪৬ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ কিম্বা অমুক স্থানের

কালেক্টর সমাপেয়।

আমার নিকটে দর্শন গিয়াছে যে আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্ভুক্তি অমুক বিষয় (সংক্ষেপে বিবাদীয় বিষয়ের উল্লেখ করিবে) লইয়া অমুক ব্যক্তিদের মধ্যে (পক্ষদের নাম ও বাসস্থান কিম্বা গ্রাম্যদলের মধ্যে বিবাদ হইলে, কেবল বাসস্থান লিখিবে) যে বিবাদ আছে তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা, ও প্রকৃত পক্ষে উক্ত (বিবাদীয় বিষয়ের) দখল সম্বন্ধে তাহাদের আপনং দাওয়ার বর্ণনাপত্র লিখিয়া দিতে উক্ত উভয় পক্ষের প্রতি যথাযোগ্যরূপে আদেশ করা যায় ও উক্ত দাওয়ার নিয়মিত তদন্ত লইয়া আমি নিষ্পত্তি করিয়াছি যে উক্ত উভয় পক্ষের মধ্যে কাহারও দখলে উক্ত (বিবাদীয় বিষয়) নাই কিম্বা ঐ উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষ যে পূর্বেকৃতমতে দখলকার ছিলেন তদ্বিষয়ে আমি কিছুই স্থির করিতে পারি নাই ;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করিতেছি যে তুমি উক্ত (বিবাদীয় বিষয়) দখলে লইয়া রাখিয়া ক্রোক করিবে ও যাবৎ পক্ষদের স্বত্ত্ব কিম্বা দখল করিবার দাওয়া নির্ণয়সূচক উপযুক্ত আদালতের ডিক্রী কি আজ্ঞা না হয় উহা ক্রোক করিয়া রাখিবে ; ও যেরূপে এই ওয়ারন্ট সাধন হয় পৃষ্ঠা লিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরৎ পাঠাইবে।

অন্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

২৪।—স্থলে কি জলে কোন কার্য করিবার নিষেধসূচক মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

(১৪৭ ধারা দেখ।)

আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্ভুক্তি অমুক ভূমি (কি জল) (সংক্ষেপে বিবাদীয় বিষয়ের উল্লেখ করিবে) কেবল (অমুক ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ) দখলের দাওয়া করেন বলিয়া তাহার ব্যবহার করণের স্বত্ত্ব সম্পর্কে বিবাদ উত্থিত হওয়াতে, তদ্বিষয়ে যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আমার প্রতীতি হইয়াছে যে উক্ত ভূমি (কি জল)

সাধারণের তদ্রূপ ব্যবহারযোগ্য (কিম্বা কোন ব্যক্তির কি বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তির হইলে, তাহার কি তাহাদের বর্ণনা লিখিবে) ও (যদি বৎসরের সমুদয় সময় ব্যবহার করা যাইতে পারে) উক্ত তদন্তাচরণ করিবার তিন মাস মধ্যে কিম্বা যদি বৎসরের কাল বিশেষে ব্যবহার করা যাইতে পারে “ বৎসরের যে কাল বিশেষে ব্যবহার করা যাইতে পারে শেষ বারের সেই কালে ”) উক্তরূপ ব্যবহার হইয়াছে ।

এজন্য আমি আজ্ঞা করিতেছি যে উক্ত (দখলের দাওয়াদার কি দাওয়াদারেরা) কিম্বা তাহাদের পক্ষে কেহ, যাবৎ উপযুক্ত আদালতের এই মর্মেয় ডিক্রী কি আজ্ঞা না পান যে তিনি (কি তাহারা) কেবল উক্ত ভূমি (কি জল) দখল করিবার স্বত্ববান্, তাবৎ পূর্নোক্ত ব্যবহার করিবার স্বত্বভোগ বর্জিত উক্ত ভূমি (কি জলের) দখল লইবেন না (কি রাখিবেন না) ।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল ।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

২৫।—পোলীস কর্মচারির সম্মুখে প্রথম স্থলীয় তদন্ত সময়ে নিবন্ধপত্রের ও জামিনী নিবন্ধপত্রের পাঠ ।

(১৬৯ ধারা দেখ ।)

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক (নাম দিবে) আমার নামে অমুক অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে ও তদন্তের পর অমুক স্থানের মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার আদেশ হওয়াতে কিম্বা তদন্তের পর আদেশ হইলেই অমুক স্থানে উপস্থিত হইবার নিজে মুচলকা লিখিয়া দিবার আজ্ঞা হওয়াতে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে উক্ত অভিযোগের আরো প্রতিবাদ করিতে আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে (কিম্বা পরে যে দিনে উপস্থিত হইবার আদেশ হয় সেই দিনে) এত ঘণ্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইবে । ইহাতে আমার ক্রটি হইলে, আমি ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারানীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্মেয় নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম ।

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

শ্রীঅমুক অমুক মাসের অমুক তারিখে (কিম্বা পরে যে দিনে উপস্থিত হইবার আদেশ হয় সেই দিনে) এত ঘণ্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইবে ও তাহার নামে যে অভিযোগ আছে তাহার আরো প্রতিবাদ করিবে, এই বিষয়ে আমি (কিম্বা আমরা সংশ্লিষ্ট ও স্বতন্ত্রভাবে সকলে ও প্রত্যেকে) উপরোক্ত অমুকের জামিন স্বীকার করিতেছি ; ও তাহাতে তাহার ক্রটি হইলে আমি ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারানীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্মেয় নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম ।

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

২৬।—মোকদ্দমা করিবার বা সাক্ষ্য দিবার নিবন্ধপত্রের পাঠ ।

(১৭০ ধারা দেখ ।)

অমুকের নামে অপরাধের যে অভিযোগ হইয়াছে তদ্বিষয়ে অমুক স্থান নিবাসী শ্রীঅমুক আমি আগামি অমুক মাসে অমুক তারিখে বেলা এত ঘণ্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইয়া তৎকালে তাহার বিপক্ষে মোকদ্দমা চালাইব (অথবা স্থল বিশেষে মোকদ্দমা চালাইব ও সাক্ষ্য দিব অথবা সাক্ষ্য দিব) এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি ইহাতে আমার ক্রটি হইলে আমি ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারানীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্মেয় নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম ।

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

২৭।—গবর্ণমেন্টের উকীলকে মাজিস্ট্রেট কর্তৃক সমর্পণের নোটিস দিবার পাঠ।

(২১৮ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের মাজিস্ট্রেট এতদ্বারা নোটিস দিতেছেন যে তিনি অমুককে আগামি সেশনে বিচারার্থে সমর্পণ করিয়াছেন; ও উক্ত মাজিস্ট্রেট এতদ্বারা আদেশ দিতেছেন যে গবর্ণমেন্টের উকীল উক্ত মোকদ্দমার অভিযোগ চালান।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইয়াছে যে (অভিযোগপত্রে অপরাধের যে রূপ উল্লেখ আছে এই হলে তদ্রূপ উল্লেখ করিবে)।

১৯। সাক্ষ্য ভাং

(সাক্ষর)

২৮।—অভিযোগের পাঠ।

(২২১ ও ২২২ ও ২২৩ ধারা দেখ।)

(১)—অভিযোগপত্রে একমাত্র দফা থাকিলে।

(ক) অমুক স্থানের মাজিস্ট্রেট প্রকৃতি শ্রীঅমুক আমি শ্রীঅমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) তোমার নামে এই অভিযোগ করিলাম।

(খ) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাজার বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি

দণ্ডবিধির আইনের ১২১ ধারা।

আইনের ১২১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য অপরাধ করিয়াছ

(প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিলে সেশন আদালতের পরিবর্তে হাই কোর্ট লিখিতে হইবে।)

(গ) অতএব উক্ত আদালতে উক্ত অভিযোগপত্রে তোমার বিচার হয় এই আদেশ করিলাম।

(মাজিস্ট্রেট সাহেবের স্বাক্ষর ও মোহর)।

(খ) চিহ্নিত কথার পরিবর্তে পশ্চাৎ লিখিত অন্যতর প্রকারের কথা লেখা যাইতে পারিবে।

(২)—ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভার সভ্য মান্যবর অমুক সাহেব উক্ত সভ্যস্বরূপে বৈধ ক্রমভায়ে কার্য না করেন এই নিমিত্তে তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক

১২৪ ধারা।

মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে ঐ সভ্যের প্রতি

আক্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১২৪ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য অপরাধ করিয়াছ।

(৩)—তুমি অমুক কর্মবিভাগের রাজকীয় কার্যকারক হইয়া স্বীয় পদ সম্পর্কীয় কোন কর্ম না করিবার প্ররতিস্বরূপে আপনার আইনমত বেতন ভিন্ন অমুক [নামক] ব্যক্তির নিমিত্তে

১৬১ ধারা।

অমুক (নামক) ব্যক্তির স্থানে পারিতোষিক গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি

আইনের ১৬১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য অপরাধ করিয়াছ।

(৪)—তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে অমুক কর্ম করিয়াছিলে (কিন্তু স্থল বিশেষে অমুক কর্ম কর নাই) ও তাহা অমুক সালের

১৬৬ ধারা।

অমুক আইনের অমুক ধারার বিধানের বিপক্ষে অমূকের বিশ্বজনক ছিল ইহা

জামিন্তে; ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৬৬ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য অপরাধ করিয়াছ।

(৫) অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে শ্রীঅমূকের সম্মুখে অমূকের বিচার হওয়া সময়ে তুমি সাক্ষ্য দেওন কালে

১৯৩ ধারা।

এই কথা কহিয়াছিল যে,

আর তুমি সেই কথা মিথ্যা জানিয়া কিম্বা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া কিম্বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া কহিয়াছিলে, ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৯৩ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য অপরাধ করিয়াছ।

(৬) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে জ্ঞান কৃত বধের ভুল্য নয় এমন অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়া অমুকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছ, ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৪ ধারামতে

৩০৪ ধারা।

দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য অপরাধ করিয়াছ।

(৭) অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে আনন্দ মত্ত হইয়া আত্মহত্যা করিবার উদ্যোগ করিলে তুমি তাহার আত্মঘাতী হইবার সহায়তা করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৬ ধারামতে দণ্ডনীয়

৩০৬ ধারা।

ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য অপরাধ করিয়াছ।

(৮) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে ইচ্ছাপূর্বক অমুকের গুরুতর পীড়া জন্মাইয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩২৫ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের]

৩২৫ ধারা।

বিচার্য অপরাধ করিয়াছ।

(৯) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে অমুকের উপর (নাম দিবে) দস্থ্যতা করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৯২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের]

৩৯২ ধারা।

বিচার্য অপরাধ করিয়াছ।

(১০) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে ডাকাইতী করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৯৫ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য অপরাধ করিয়াছ।

৩৯৫ ধারা।

মাজিস্ট্রেটের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে “সেশন আদালতের বিচার্য” এই কথা ত্যাগ করিয়া “আমার বিচার্য” এই কথা প্রয়োগ করিতে হইবে। (গ) প্রকরণে “উক্ত আদালতে” এই কথা ত্যাগ করিতে হইবে।

(২)—অভিযোগ দুই কি তদধিক দফা থাকিলে।

(ক) অমুক স্থানের মাজিস্ট্রেট প্রভৃতি শ্রীঅমুক আমি শ্রীঅমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) তোমার নামে এই অভিযোগ করিলাম।

(খ) প্রথম। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে কোন মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া অকৃত্রিম বলিয়া অমুক (নামক) ব্যক্তিকে

দণ্ডবিধির আইনের ২৪১ ধারা।

দিয়াছিলে। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৪১ ধারামতে

দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য অপরাধ করিয়াছ।

দ্বিতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে কোন মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া তাহা অকৃত্রিমরূপে গ্রহণ করিতে অমুকের প্রস্তুতি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলে। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৪১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য অপরাধ করিয়াছ।

(গ) অতএব উক্ত অভিযোগক্রমে উক্ত আদালতে তোমার বিচার হয় আমার এই আদেশ (মাজিস্ট্রেট সাক্ষ্যের স্বাক্ষর ও মোহর)।

(খ) প্রকরণের পরিবর্তে এইরূপ কথা লেখা যাইতে পারে।

(২) প্রথম। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালে অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে, অমুকের মৃত্যুর কারণ হইয়া জ্ঞানকৃত বধ করিয়াছ। ইহাতে

৩০২ ও ৩০৪ ধারা।

ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদা-

লতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য অপরাধ করিয়াছ।

দ্বিতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে অমুকের মৃত্যুর কারণ হইয়া অপরাধ যুক্ত নরহত্যা করিয়াছ। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৪ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য অপরাধ করিয়াছ।

(৩) প্রথম। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে চুরি করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৭৯ ধারামতে দণ্ডনীয়

৩৭৯ ও ৩৮২ ধারা।

ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য অপরাধ করিয়াছ।

দ্বিতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে চুরি করিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির প্রাণ নাশ করিবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়াছিলে। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য অপরাধ করিয়াছ।

• তৃতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে চুরি করণের পর পলায়ন করিতে পারিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়াছিলে ; ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

• চতুর্থ। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে, চৌর্য্যক্রমে অপহৃত জব্দ রাখিতে পার এই নিমিত্তে কোন ব্যক্তির পীড়া দিবার ভয় জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়াছ ; ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(৪) অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে

১১৩ ধারামতে অশুকপে অভিযোগ।

কিহা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে শ্রীঅমুকের সম্মুখে অমুক ব্যাপারের তদন্ত লওন সময়ে তুমি সাক্ষ্য দেওন কালে এই কথা কহিয়াছিলে যে

“ এবং অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিহা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে শ্রীঅমুকের সম্মুখে অমুকের বিচার হওন সময়ে সাক্ষ্য দেওন কালে এই কথা কহিয়াছিলে যে

“ ইহার মধ্যে এক কথা তুমি মিথ্যা জানিতে কি মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিতে কিহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে না। ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১১৩ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

মাজিস্ট্রেটদের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে, “ সেশন আদালতের বিচার্য্য ” এই কথা ত্যাগ করিয়া “ আমার বিচার্য্য ” এই কথা প্রয়োগ করিতে হইবে এবং “ উক্ত আদালতে ” এই কথা ত্যাগ করিতে হইবে।

(৩) পূর্ব অপরাধ নির্ণয় হইবার পর চুরি করিবার অভিযোগ হইলে ;

অমুক স্থানের মাজিস্ট্রেট প্রভৃতি শ্রীঅমুক শ্রীঅমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) তোমার নামে এই অভিযোগ করিলাম।

তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিহা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে বা পরে চুরি করিয়াছিলে। ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩৭৯ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (অথবা স্থল বিশেষ হাই কোর্টের বা মাজিস্ট্রেটের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

এবং তুমি উক্ত শ্রীঅমুক অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) উক্ত অপরাধ করিবার পূর্বে, অর্থাৎ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৭ অধ্যায়মতে তিন বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে অর্থাৎ সাক্ষ্যযোগে দোষ ভাবে পরগৃহে প্রবেশ অপরাধে (যে ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় সেই ধারায় যে শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তদ্বারা অপরাধের বর্ণনা করিতে হইবে) অমুক আদালত কর্তৃক (যে আদালত কর্তৃক অপরাধী নির্ণীত হয় সেই আদালতের নাম দিবে) অপরাধী নির্ণীত হইয়াছিলে। উক্ত অপরাধ নির্ণয় অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে বলবৎ ও ফলবৎ আছে এবং তুমি তদন্য ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৭৫ ধারামতে অধিক দণ্ড পাইবার যোগ্য।

অতএব আমার আদেশ এই যে, উক্ত অভিযোগক্রমে উক্ত আদালতে তোমার বিচার হয়।

২৯।—কোন মাজিস্ট্রেট কারাদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিলে তদনুসারে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(২৪৫ ও ২৫৮ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট (কি রক্ষক) সমীপে।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার (নাম পদসূচক ধ্যাতি দিবে) সম্মুখে ১৮ সালের কালেগুরের এত নং মোকদ্দমার (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যে ইউক) আসামী অমুক (আসামীর নাম দিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের কি অমুক আইনের এই (কি এই২) ধারামতে অমুক অপরাধ নির্ণয় হওয়াতে এই দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে (সম্পূর্ণভাবে ও স্পষ্টরূপে দণ্ডের উল্লেখ করিবে)।

এজন্য তোমার প্রতি অস্বস্তি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিন্টেন্ডেন্ট (কি রক্ষক) উক্ত অমুককে (আসামীর নাম দিবে) এই ওয়ারণ্ট সহিত উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও তথায় আনয়নে পূর্বোক্ত দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৩০।—ক্রোক করিয়া কতিপূরণের টাকার আদায় না হইলে কারাদণ্ডের ওয়ারন্টের পাঠ।

(২৫০ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক) সমীপে যু।

অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুকের (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও বর্ণনা লিখিবে) বিরুদ্ধে এই বলিয়া নালিশ করে যে (নালিশের মর্মে সংক্ষেপে লিখিবে) ও অনর্থক ও বিরক্তিকর বলিয়া তাহা ডিসমিস করা গিয়াছে ও ডিসমিস করিবার আজ্ঞায় উক্ত অমুকের (বাদির নাম দিবে) প্রতি কতিপূরণ স্বরূপ এত টাকা দিবার আদেশ হইয়াছে ; ও উক্ত টাকা দেওয়া যায় নাই ও উক্ত অমুকের (বাদির নাম দিবে) অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া তাহা আদায় করা হইতে পারে না ও ইতি মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, তাহার এত দিনের কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে ;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) এই ওয়ারন্ট সহিত তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও তাহাকে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৬৯ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে এত কাল উক্ত জেলে নির্বিঘ্নে রাখিবে কিন্তু ইতিমধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া গেলে, তাহা পাইয়া তাহাকে মুক্ত করিবে। যেরূপে এই ওয়ারন্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৩১।—সাক্ষীর নামে সমনের পাঠ।

(৬৮ ও ২৫২ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসী শ্রী অমুক সমীপে যু।

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে অমুক স্থানবাসী অমুক অমুক অপরাধ (সময় ও স্থানসহ সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) ও আমার বোধ হয় যে তুমি অভিযোগের পক্ষে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য দিতে পারিবে।

এজন্য উক্ত নালিশের বিষয় সম্পর্কে তুমি যাহা জান তাহার সাক্ষ্য দিতে আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে পূর্বাঙ্ক দশ ঘটিকার সময়ে তুমি এই আদালতে উপস্থিত হইবে, ও আদালতের অনুমতি না লইয়া তথা হইতে চলিয়া যাইবে না এতদ্বারা তোমার প্রতি এই সমন দেওয়া গেল ও তোমাকে সাবধান করা যাইতেছে যে তুমি ন্যায়াভ্যুগত কারণ বিনা উক্ত তারিখে উপস্থিত হইতে উপেক্ষা কি অস্বীকার করিলে, তোমাকে বলপূর্বক উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত ওয়ারন্ট দেওয়া যাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই সমনপত্র প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৩২।—জুরর ও আসেসরদিগকে সমন করিবার নিমিত্ত জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রতি আদেশপত্রের পাঠ।

(৩২৬ ধারা দেখ।)

অমুক জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব সমীপে যু।

আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানের আদালত ঘরে কোর্জদারী সেশন বসিবে এই আদালতে জুরর ও আসেসরদের যে সংশোধিত কর্দ দেওয়া গিয়াছে তদ্বুক্ত নামের মধ্য হইতে নিয়মিতরূপে সুলিবার্টক্রমে এতলিখিত ব্যক্তিদের নাম নির্বাচিত হইয়াছে, এজন্য এতদ্বারা তোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত তারিখে পূর্বাঙ্ক দশ ঘটিকার সময় উক্ত সেশন আদালতে উপস্থিত হইবার সমন উক্ত

ব্যক্তিসিগকে দিবে ও এই আদেশ অনুসারে তুমি যে ইহা করিলে উক্ত সময়ের মধ্যে তাহার সার্টিফিকেট পাঠাইবে।

(এই স্থলে জুরর ও আসেসরদের নাম দিবে।)

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আদেশপত্র প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৩৩।—জুরর কি আসেসরকে সমন দিবার পাঠ।

(৩২৮ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসী স্ত্রীঅমুক সমীপেয়।

আগামি কোর্জদারী সেশনে আসেসর (কি জুরর) স্বরূপ তোমার উপস্থিত হইবার আজ্ঞাসূচক অমুক স্থানের সেশন আদালতের আদেশপত্র আমার নিকটে প্রেরিত হওয়াতে তুমি আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে পূর্বাঙ্ক দশ ঘটিকার সময় উক্ত সেশন আদালতে উপস্থিত হইবে, তোমাকে এতদ্বারা এই সমন দেওয়া গেল।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই সমনপত্র প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৩৪।—প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(৩৭৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক) সমীপেয়।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে সেশন হয় উক্ত সেশনে কালেক্টরের এত নম্বর মোকদ্দমার (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যে ইউক) আসামীর অমুককে (আসামির নাম দিবে) দণ্ডবিধির আইনের এত ধারামতে বধস্বরূপ অপরাধজনক নরহত্যাপরাধ নিয়মিতরূপে নিগীত হইয়া প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে ও অমুক স্থানের অমুক কোর্ট কর্তৃক উক্ত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করণের অপেক্ষা আছে;

এজন্য তোমার প্রতি অনুরোধ দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারন্টসহ উক্ত অমুককে (আসামির নাম দিবে) উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও যাবৎ অমুক কোর্টের আজ্ঞা ফলবতী করণার্থে এই আদালতের অন্যতর ওয়ারন্ট কি আজ্ঞা না পাও তাহাকে তথায় নির্কির্ষে রাখিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৩৫।—প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা সাধন করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(৩৮১ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক) সমীপেয়।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে যে সেশন বসে তাহাতে কালেক্টরের এত নম্বর মোকদ্দমায় (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যাহা ইউক) আসামী অমুককে (আসামির নাম দিবে) অমুক মাসের অমুক তারিখের এই আদালতের ওয়ারন্টক্রমে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাধানে তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা গিয়াছে এবং উক্ত দণ্ডাজ্ঞার দৃঢ়ীকরণজনক অমুক কোর্টের আজ্ঞা এই আদালতে গৃহীত হইয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুরোধ দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, [কি রক্ষক] তদাজ্ঞাসাধন করিবার নিয়মিত সময়ে ও স্থানে যাবৎ উক্ত অমুক না মরে তাহার গলায় উদ্বন্ধনদ্বারা উক্ত দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবে, এবং উক্ত দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইয়াছে, পৃষ্ঠলিপিক্রমে ইহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট এই আদালতে ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৩৬।—দণ্ড পরিবর্তনের পর ওয়ারন্টের পাঠ।

(৩৮১ ও ৩৮২ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে সেশন বসে তাহাতে কালেক্টরের এত নম্বর মোকদ্দমায় প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যে ইউক) আসামী অমুকের (আসামির নাম দিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির এত ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ নির্ণয় হইয়া এই দণ্ডের আজ্ঞা হয় ও তদনুসারে তাহাকে তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা যায়; এবং অমুক আদালতের আজ্ঞাধারা (যে আজ্ঞার দোকর লিপি এতৎসঙ্গে দেওয়া গেল) উক্ত দণ্ডাজ্ঞার নির্দিষ্ট দণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর (কি অন্য যেরূপ হয়) দণ্ডের আদেশ হইয়াছে;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুক সুপারিন্টেন্ডেন্ট (কি রক্ষক) যাবৎ উক্ত আজ্ঞামতে দ্বীপান্তর দণ্ড ভোগ করণার্থে উপযুক্ত কর্তৃত্বাধীনে ও হেফাজতে উক্ত অমুকে [নাম দিবে] সমর্পণ করিতে না পার, তাবৎ তাহাকে আইনের আদেশমতে নির্দিষ্ট উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে রাখিবে;

কিছা

অমুক দণ্ডের আজ্ঞা কারাদণ্ডের হইলে “যাবৎ” অবধি “তাবৎ” পর্যন্ত কথা না লিখিয়া “হেফাজতে রাখিবে” এই কথার পরে এই কথার দিবে “ও উক্ত আজ্ঞামতে আইন অনুসারে তথায় কারাদণ্ড সাধন করিবে।”

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল;

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৩৭।—ক্রোক ও বিক্রয় দ্বারা অর্থদণ্ড আদায় করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(৩৮৬ ধারা দেখ।)

শ্রী অমুক সমীপেষু (যে পোলীসের কর্মকার, কি অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তির) ওয়ারন্ট সাধন করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও খ্যাতি লিখিবে)।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে অমুকের (অপরাধীর নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুক অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবেক) নির্ণয় হইয়া এত টাকা অর্থ দণ্ড দিবার আজ্ঞা হয় এবং উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি উক্ত অর্থ দণ্ড দিবার আদেশ হইলেও সে উক্ত টাকা কি তাহার কোন অংশ দেয় নাই;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করিতেছি যে অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে ও তদ্রূপ ক্রোক হইবার পর এত কাল মধ্যে (যত দিন কি ঘণ্টা সময় দেওয়া যায় লিখিবে) কিছা অবিলম্বে উক্ত টাকা না দেওয়া গেলে উক্ত ক্রোককৃত অস্থাবর সম্পত্তি কিছা উক্ত অর্থ দণ্ডের টাকা পরিশোধ করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে। এবং এই ওয়ারন্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৩৮।—কোন ২ অবজ্ঞার মোকদ্দমার অর্থদণ্ড হইলে, কারাবদ্ধ করিবার

ওয়ারন্টের পাঠ।

(৪৮০ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

অদ্য আমার সম্মুখে আদালতের অধিবেশনে অমুক (অপরাধীর নাম ও বর্ণনা দিবে) আদালতের সম্মুখে (কি দৃষ্টিগোচরে) ইচ্ছাপূর্বক অবজ্ঞাকরণাপরাধ করিয়াছে।

এবং এইরূপ অবজ্ঞা নিমিত্ত আদালত অমুকের (অপরাধীর নাম দিবে) এত টাকা অর্থদণ্ডের, ও তাহা না দিলে এত কাল (মাস কি দিনের সংখ্যা লিখিবে) কারাদণ্ড ভোগের আজ্ঞা করিয়াছেন ;

এজন্য তোমার প্রতি অমুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারন্টের সহিত উক্ত অমুককে (অপরাধীর নাম দিবে) তোমার 'হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও ইতিমধ্যে উক্ত অর্থদণ্ড প্রদত্ত না হইলে এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্বিঘ্নে রাখিবে এবং উক্ত টাকা পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্ত করিবে ও যেরূপে এই ওয়ারন্ট সাধন হইল পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

• অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৩৯।—সাক্ষী উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে মাজিস্ট্রেটের বা জজের তাহাকে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(৪৮৫ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক (আদালতের কর্মকারকের নাম ও খ্যাতি দিবে) সমীপেষু ।

অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) সাক্ষীস্বরূপ সমন প্রাপ্ত হইয়া কিম্বা এই আদালতের সম্মুখে আনীত হইয়া ও অপরাধের অভিযোগের তদন্ত কালে অদ্য সাক্ষ্য দিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত অপরাধের অভিযোগ সম্বন্ধে যে (কি যে যে) প্রশ্ন তাহার প্রতি করা গিয়া নিয়মিতরূপে লেখা যায়, অস্বীকার করিবার ন্যায়াভিগত কারণ না দর্শাইয়া সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করে এবং উক্ত অবজ্ঞা নিমিত্ত তাহাকে এতকাল (আটক করিয়া রাখিবার কাল নির্দেশ করিবে) হেফাজতে আটক করিয়া রাখিবার আদেশ হইয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অমুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুককে (নাম দিবে) হেফাজতে গ্রহণ করিবে এবং ইতিমধ্যে সাক্ষ্য দিতে ও জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর করিতে সম্মত না হইলে এত দিন তাহাকে তোমার হেফাজতে নির্বিঘ্নে রাখিবে, ও তাহার শেষ দিনে কিম্বা তদ্রূপ সম্মতি জ্ঞাত হইবা মাত্র আইনমতে কার্য্য হইবার নিমিত্ত তাহাকে এই আদালতের সম্মুখে আনিবে, ও যেরূপে এই ওয়ারন্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৪০।—ভরণপোষণের টাকা না দিলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(৪৮৮ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট [কি রক্ষক] সমীপেষু ।

আমার সম্মুখে প্রমাণ হইয়াছে যে অমুকের [নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে] যে সঙ্গতি আছে তাহাতে সে আপন স্বীয় (নাম দিবে) কি এই কারণ [কারণ উল্লেখ করিবে] বশতঃ আত্মভরণপোষণাক্রম সন্তানের (নাম দিবে) ভরণপোষণ করিতে পারে ও তৎকার্য্য করিতে সে উপেক্ষা (কি অস্বীকার) করিয়াছে ও তাহার স্বীয় (কি সন্তানের) ভরণপোষণ নিমিত্ত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) প্রতি মাসিক এত টাকা দিবার আজ্ঞা নিয়মিতরূপে করা গিয়াছে এবং ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত আজ্ঞা অমান্য করিয়া অমুক (কি অমুক অমুক) মাসের হস্তিস্বরূপ এত টাকা দেয় নাই এবং তদন্য উক্ত জেলে তাহার এত কাল সামান্য (কি কঠোর) কারাদণ্ডের আজ্ঞা করা গিয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিন্টেন্ডেন্ট (কি স্বাক্ষর) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) এই ওয়ারন্ট সহিত উক্ত জেলে তোমার হোকারিতে গ্রহণ করিবে, ও তথায় আইনমতে উক্ত আজ্ঞা সাধন করিবে; ও যেরূপে এই ওয়ারন্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৪১।—ক্রোক ও বিক্রয় দ্বারা ভরণপোষণের টাকা আদায় প্রবল করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(৪৮৮ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

(যে পোলীস কর্মকারক কি অন্য ব্যক্তি ওয়ারন্ট সাধন করিবে তাহার নাম ও খ্যাতি লিখিবে)।

আপন দ্বীর (কি সম্বানের) ভরণপোষণ নিমিত্ত উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি মাসিক এত টাকা দিবার আজ্ঞা নিয়মিতরূপে করা গিয়াছে এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) স্বেচ্ছাপূর্বক উক্ত আজ্ঞা অমান্য করিয়া অমুক (কি অমুক অমুক) মাসের রুতিস্বরূপ এত টাকা দেয় নাই।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে ও তদ্রূপ ক্রোক হইবার পর এত কাল মধ্যে (যত দিন কি ঘণ্টা সময় দেওয়া যায় তাহা লিখিবে) কিছা অবিলম্বে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত ক্রোককৃত অস্থাবর সম্পত্তি কিছা উক্ত টাকা পরিশোধ করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে ও এই ওয়ারন্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৪২।—মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে প্রথম স্থলীয় তদন্ত সময়ে নিবন্ধপত্রের ও জামিনী

নিবন্ধ পত্রের পাঠ।

(৪৯৬ ও ৪৯৯ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসী আমি অমুক (নাম দিবে) অমুক অপরাধের অভিযোগে অমুক স্থানের মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে আনীত হইয়াছি ও তাহার আদালতে ও আবশ্যিক হইলে, সেশন আদালতে আমার উপস্থিত হইবার জামিন দিবার আদেশ পাইয়াছি, অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে উক্ত অভিযোগের প্রথমস্থলীয় তদন্তের প্রতিদিন উক্ত মাজিস্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হইব এবং উক্ত মোকদ্দমা যদি বিচারার্থে সেশন আদালতে প্রেরিত হয়, আমার বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার আদেশ পাইলেই উক্ত আদালতে উপস্থিত হইতে থাকিব, ইহাতে আমার ক্রটি হইলে, শ্রীশ্রীমতী মহারানী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

উক্ত অমুকের (নাম দিবে) নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে তাহার প্রথমস্থলীয় তদন্তের প্রতি দিন অমুকের আদালতে সে উপস্থিত হইবে, উক্ত মোকদ্দমা যদি বিচারার্থে সেশন আদালতে প্রেরিত হয় তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত উক্ত আদালতে উপস্থিত হইতে থাকিবে আমি (কিছা আমার সংস্কৃতভাবে কি স্বতন্ত্ররূপে সকলে ও এতদ্ব্যতীত) এই বিষয়ে অমুকের জামিন স্বীকার করিলাম, ইহাতে তাহার ক্রটি হইলে আমি শ্রীশ্রীমতী মহারানী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

৪৩।—জামিন না দেওয়াতে যে ব্যক্তি কারাবদ্ধ হয় তাহাকে মুক্ত করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৫০০ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট (কি রক্ষক কিম্বা অন্য যে কর্মচারির হেফাজতে উক্ত ব্যক্তি থাকে সেই কর্মচারী) সমীপেষু।

অমুক মাসের অমুক তারিখে এই আদালতের ওয়ারণ্টক্রমে অমুককে (বন্দির নাম ও বর্ণনা দিবে) তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা গিয়াছে ও তদনন্তর সে কোর্জদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৯৯ ধারামতে জামিন কি জামিনদের সহ নিয়মিতরূপে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়াছে ;

• এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করিতেছি যে তুমি উক্ত অমুক (নাম দিবে) অন্য কোন বিষয়ের নিমিত্ত আটক থাকিবার যোগ্য না হইলে তাহাকে অবিলম্বে তোমার হেফাজত হইতে মুক্ত করিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৪৪।—নিবন্ধপত্র প্রবল করণার্থে ক্রোক করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ সমীপেষু।

অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) স্বয়ং মুচলকা অনুসারে অমুক কার্যের উপলক্ষে (উপলক্ষের উল্লেখ করিবে) উপস্থিত হয় নাই ও তদ্রূপ ক্রটিপ্রযুক্ত শ্রীশ্রীমতী মহারানী ভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকা (নিবন্ধপত্রের অর্থদণ্ডের টাকা) দায়ী হইয়াছে ; এবং উক্ত অমুককে (নাম দিবে) নিয়মিতরূপে নোটিস দেওয়া গেলেও সে উক্ত টাকা দেয় নাই অথবা উক্ত টাকা তাহার নিকট কেন আদায় করা যাইবে না ইহার উপযুক্ত কারণ দেখায় নাই।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুককে (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া রাখিয়া ক্রোক করিবে এবং তিন দিনের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত ক্রোকক্রম সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে এবং এই ওয়ারণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটার্ন পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৪৫।—নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইলে জামিনকে নোটিস দিবার পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসী শ্রী অমুক সমীপেষু।

অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানবাসী অমুক (নাম দিবে) এই আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবে এই বিষয়ে তুমি ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে তাহার জামিন লইয়া নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়াছিলে যে ইহাতে তাহার ক্রটি হইলে তুমি শ্রীশ্রীমতী মহারানী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিবে এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) এই আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই, ও উক্ত ক্রটিপ্রযুক্ত তোমার এত টাকা দণ্ড হইয়াছে,

এজন্য এতদ্বারা তোমার প্রতি আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে তুমি উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা দিবে, কিম্বা তোমার নিকটে কেন উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা আদায় করা যাইবে না, এই তারিখ অবধি এত দিন মধ্যে তাহার কারণ দর্শাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই নোটিস প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৪৬।—সদাচরণের নিবন্ধপত্রের অর্থদণ্ডের নোটিস জামিনকে দিবার পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক সমীপেয়।

অমুক স্থানবাসী অমুক (নাম দিবে) এতকাল শান্তিভঙ্গ করিবে না এই বিষয়ে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া তুমি তাহার জামিন হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে ইহাতে ক্রটি হইলে তুমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিবে এবং তুমি জামিন হইবার পর অপরাধ করিয়াছে বলিয়া উক্ত অমুকের (নাম দিবে) অমুক অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) নির্ণয় হইয়াছে ও তাহাতে তোমার জামিনী নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি এতদ্বারা আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা দিবে, কিম্বা উহা কেন দিবে না, এত দিন মধ্যে ইহার কারণ দর্শাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই নোটিস প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৪৭।—জামিনের বিরুদ্ধে ক্রোক করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেয়

অমুক (নাম, বর্ণনা ঠিকানা লিখিবে) অমুকের উপস্থিত হইবার (নিবন্ধপত্রের নিয়মের উল্লেখ করিবে) জামিনস্বরূপ আপনাকে নিবন্ধ করিয়াছে ও উক্ত অমুক (নাম দিবে) তাহাতে ক্রটি করিয়াছে, সুতরাং শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকার (নিবন্ধপত্রের লিখিত অর্থদণ্ডের টাকার) দায় হইয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া রাখিয়া ক্রোক করিবে ও তিন দিন মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে উক্ত ক্রোককৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে ও এই ওয়ারন্ট সাধন করিবার অব্যবহিত পরেই এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটার্ন পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৪৮।—যে অভিযুক্ত ব্যক্তির হাজির জামিন লওয়া গিয়াছে, তাহার জামিনকে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট (কি রক্ষক) সমীপেয়।

অমুক (জামিনের নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুকের (নিবন্ধপত্রের নিয়মের উল্লেখ করিবে) উপস্থিত হইবার জামিনস্বরূপ আপনাকে নিবন্ধ করিয়াছে; ও উক্ত অমুক (নাম দিবে) তাহাতে ক্রটি করিয়াছে সুতরাং উক্ত নিবন্ধপত্রের লিখিত অর্থদণ্ডের টাকা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর পাওনা হইয়াছে এবং উক্ত অমুক (জামিনের নাম দিবে) যথাযোগ্য নোটিস পাইয়া উক্ত টাকা দেয় নাই কিম্বা তাহার নিকটে উহা কেন আদায় করা যাইবে না ইহার বিশিষ্ট কারণ দর্শায় নাই, ও ঐ টাকা তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া আদায় করা যাইতে পারে না ও তাহাকে এত কাল (কাল নির্দেশ করিবে) জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিন্টেন্ডেন্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারন্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে এবং এতকাল (কারাদণ্ডের)

কাল নির্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্বিঘ্নে রাখিবে, ও যেরূপে এই ওয়ারন্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট কেবল পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৪৯।—শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্রের অর্থদণ্ডের নোটিস মুখ্য ব্যক্তিকে দিবার পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেয় (নাম ও বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)।

তুমি শান্তিভঙ্গ করিবে না (নিবন্ধপত্রে যেরূপ থাকে তদ্রূপ লিখিবে) বলিয়া ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়াছিলে এবং তোমার উক্ত নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইবার প্রমাণ আমার সম্মুখে প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লেখা গিয়াছে,

এজন্য এতদ্বারা তোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি এত টাকা অর্থদণ্ড দিতে কিম্বা উক্ত টাকা কেন তোমার নিকটে আদায় করা যাইবে না, এত দিনের মধ্যে আমার সম্মুখে তাহার কারণ দর্শাইবে।

১৮ সাল তাং

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৫০।—শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্রের নিয়মভঙ্গ হইলে মুখ্য ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের পোলীস থানার শ্রীঅমুক (পোলীস কর্মচারির নাম ও খ্যাতি দিবে) সমীপেয়।

অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) শান্তিভঙ্গ করিবে না (যেরূপ নিবন্ধপত্রে লেখা থাকে) ইত্যাদি নিয়মে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেয় এবং উক্ত নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইবার প্রমাণ আমার সম্মুখে প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লেখা গিয়াছে এবং উক্ত টাকা কেন দেওয়া যাইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত উক্ত অমুকের প্রতি (নাম দিবে) নোটিস দিয়া আদেশ করা গিয়াছিল এবং সে কারণ দর্শায় নাই ও উক্ত টাকাও দেয় নাই,

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও এত টাকা মূল্য পরিমাণে তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে এবং এত দিন মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে উক্ত ক্রোকরূত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে এবং এই ওয়ারন্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটার্ন পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৫১।—শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক) সমীপেয়।

আমার নিকটে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে যে অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) শান্তিভঙ্গ না করিবার যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেয় তাহার নিয়মভঙ্গ করিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকার দায়ী হইয়াছে এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) উক্ত টাকা দেয় নাই কিম্বা উক্ত টাকা কেন দিবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত নিয়মিতরূপ আদেশ হইলেও কারণ দর্শায় নাই ও তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া টাকা আদায় করা যাইতে পারে না ও এতকাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দেশ করিবে) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) দেওয়ানী জেলে, কারাবদ্ধ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে,

এজন্য তোমার প্রতি অমুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিন্টেন্ডেন্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারন্ট সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্দিষ্ট রাখিবে ; ও যেরূপে এই ওয়ারন্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে ।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল ।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৫২।—সদাচরণের নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে ক্রোক ও বিক্রয় করিবার
ওয়ারন্টের পাঠ ।

(৫১৪ ধারা দেখ ।)

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ সমীপেষু ।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) অমুকের (মুখ্য ব্যক্তির নাম প্রভৃতি লিখিবে) সদাচরণের নিমিত্ত এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া জামিন দিয়াছিল এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) যে অমুক অপরাধ করিয়াছে আমার সম্মুখে ইহার প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে, সুতরাং উক্ত নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইয়াছে, এবং উক্ত টাকা কেন দেওয়া যাইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) প্রতি নোটিস দিয়া আদেশ করা গিয়াছে ও সে তাহা করে নাই কিম্বা উক্ত টাকা দেয় নাই ।

এজন্য তোমার প্রতি অমুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুককে (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে, ও এত দিন মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে উক্ত ক্রোকক্রম সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে ও এই ওয়ারন্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটর্ন পাঠাইবে ।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল ।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৫৩।—সদাচরণের নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারন্টের পাঠ ।

(৫১৪ ধারা দেখ ।)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু ।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) অমুকের (মুখ্য ব্যক্তির নাম প্রভৃতি দিবে) সদাচরণ নিমিত্ত এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া জামিন দিয়াছিল এবং উক্ত নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইবার প্রমাণ আমার সম্মুখে প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে সুতরাং উক্ত অমুক (নাম দিবে) খ্রীশ্রীমতী মহারানী ভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকার দায়ী হইয়াছে এবং সে উক্ত টাকা দেয় নাই ও উক্ত টাকা কেন দেওয়া যাইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাহার প্রতি নিয়মিতরূপে আদেশ করা গেলেও কারণ দর্শায় নাই ও তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া উক্ত টাকা আদায় করা যাইতে পারে না ও উক্ত অমুককে (নাম দিবে) এতকাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দেশ করিবে) দেওয়ানী জেলে কারাবদ্ধ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে ;

এজন্য তোমার প্রতি অমুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিন্টেন্ডেন্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারন্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্দিষ্ট রাখিবে ; যেরূপে এই ওয়ারন্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে ।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল ।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

অভিপ্রায় ও হেতুর বিবরণ।

প্রতি দশ বৎসরের শেষে কোর্জদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করিবার ক্রীতি চলিয়া আসিতেছে। কোর্জদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক প্রথম আইন অর্থাৎ ১৮৬১ সালের ২৫ আইনের পর ১৮৭২ সালের ১০ আইন বিধিবদ্ধ হয়, আবার শেষোক্ত আইন হইবার পর ১৮৮২ সালের ১০ আইনটি বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

১৮৮৪ সালের ৩ আইন।

১৮৮৬	..	১০	..
১৮৮৭	..	৫	..
১৮৮৭	..	১৪	..
১৮৮৯	..	১	..
১৮৮৯	..	৫	..
১৮৮৯	..	১৬	..
১৮৯১	..	৩	..
১৮৯১	..	৪	..
১৮৯১	..	১০	..
১৮৯১	..	১২	..
১৮৯৪	..	৩	..
১৮৯৪	..	১০	..
১৮৯৫	..	৪	..
১৮৯৬	..	৫	..
১৮৯৬	..	১৩	..

১৮৮২ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া কোর্জদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে ষোলটি আইন পাশ করা হইয়াছে, ১৮৮২ সালের আইনটির সংশোধন ইহার মধ্যে অনেকগুলিরই স্পষ্ট উদ্দেশ্য।

ইহা ছাড়া উক্ত আইনের আবশ্যিক সংশোধন সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের গোচর করা হইয়াছে, কিন্তু নিয়মিত কালানুসার যখন আইনটির সংশোধন কার্যে প্ররত্ত হওয়া যাইবে তখনই ঐ সকল সংশোধনের কথা বিবেচিত হইবে বলিয়া এত দিন এ বিষয়ে কিছুই করা হয় নাই। ল্যাপোর্টগুলি হইতেও দৃষ্ট হয় যে আইনটি কার্যে পরিণত করিতে অনেক ক্রটি ও কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে এবং হাই কোর্টগুলি আইনের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সময়ে সময়ে পরস্পর বিরোধী রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া ভারতবর্ষের গবর্নমেন্ট কোর্জদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন পুনর্কার সংগ্রহ ও সংশোধন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

ধারা সম্বন্ধে নতুন।

১ ধারা। - বর্তমান আইনের সমস্ত বিধান প্রেসিডেন্সী নগরের পোলীস সম্বন্ধে খাটিবে না উক্ত আইনে এইরূপ নিয়ম নির্দিষ্ট হওয়াতে কিয়ৎ পরিমাণ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে এই কারণে এক্ষণে প্রস্তাব করা যাইতেছে যে, কোন স্থানীয় গবর্নমেন্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের মঞ্জুরি লইয়া আইনের যে যে অংশ ইতি পূর্বেই স্পষ্ট করিয়া প্রেসিডেন্সী নগরের পোলীস সম্বন্ধে প্রচলিত করা হইয়াছে তদতিরিক্ত অন্য যে যে অংশ আবশ্যিক হয় তাহাও উক্ত পোলীসের সম্বন্ধে প্রচলিত করিতে পারিবেন।

৩ ধারা। - জাইন্ট সেশন জজ ও আডিশনাল সেশন জজ বলিতে একই শ্রেণীর বিচার পতি বুঝায়, এই কারণে প্রথমোক্ত শব্দগুলি ত্যাগ করিবার প্রস্তাব করা হইল।

৪ ধারা। - ইংরাজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে অর্থ নির্দেশগুলি লিখিত হইয়াছে।

(১) “অভিযুক্ত” শব্দের অর্থ প্রমাণিত করা হইয়াছে। উপস্থিত আইন অনুসারে যে ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন কার্যের অনুষ্ঠান করা হয় কিম্বা অনুষ্ঠান করিবার চেষ্টা করা হয় ঐ শব্দে এক্ষণে সেই সমস্ত ব্যক্তিকেই বুঝাইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সদাচরণের কিম্বা শাস্তিভঙ্গ না করিবার জন্য জামিন দিবার নিমিত্ত যে আনুষ্ঠানিক কার্য হয় তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য ও বিশেষ কোন অপরাধের বিচার কার্যের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে, অথচ “অভিযুক্ত” বলিতে যাহার বিরুদ্ধে বিশেষ কোন অপরাধের বিচার হয় এক্ষণে কেবল তাহাকেই বুঝায়।

“তদন্ত (ড)” ও “বিচার (এ)” এই দুইটি শব্দের অর্থনির্দেশে যে পরিবর্তন করা হইয়াছে তাহাতে পূর্বের ১৮৭২ সালের আইনে ঐ শব্দের যে অর্থ ছিল তাহাই পুনঃ প্রচলিত করা হইল, ইহাতে তদন্ত ও বিচারের প্রভেদ সূচিত হইল।

অন্যান্য অর্থনির্দেশে যে সকল পরিবর্তন করা হইয়াছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে, কিন্তু ১৮৮২ সালের আইনে প্রদত্ত কএকটি অর্থ সাধারণ ধারাবিষয়ক ১৮৯৭ সালের আইনের অন্তর্গত করা হইয়াছে বলিয়া উপস্থিত পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইল।

৫ ধারা। - সংশোধনটির দ্বারা ৫ ধারাটির অসম্পূর্ণ ১ দোষ পরিহার করা হইল। পোলীসের সম্মুখে যে আনুষ্ঠানিক কার্য অর্থাৎ অনুসন্ধান হয় এবং বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের নিকট যে আনুষ্ঠানিক কার্য অর্থাৎ তদন্ত ও বিচার হয় এক্ষণে আইন তৎসমস্ত কার্য সম্বন্ধেই খাটিবে।

১০ ধারা।—পঞ্জাব গবর্নমেন্টের পরামর্শানুসারে এই সংশোধনটি করা হইয়াছে। যদি এরূপ বিশেষ জরুরি কার্য উপস্থিত হয় যে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব তাহাতে ব্যাপৃত থাকিতে অন্য কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে সক্ষম না হন তাহা হইলে স্থানীয় গবর্নমেন্ট তিন মাসের অনধিক কালের জন্য এক জন আডিশনাল জিলার মাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করিতে পারিবেন এই সংশোধন দ্বারা স্থানীয় গবর্নমেন্টকে এইরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইল।

১৭ (৪) ধারা।—যে স্থলে অদৃষ্টপূর্ব দৈব ঘটনা বশতঃ সেশন জজ কর্তৃক অশক্ত হন সেই স্থলের বিধান করাই এই প্রকরণের অভিপ্রায়।

২১ (৬) ধারা।—এক্কে জিলাহু অপার মাজিস্ট্রেটদের উপর জিলার মাজিস্ট্রেটের সাধারণ কর্তৃত্ব করিবার যে সকল ক্ষমতা আছে এই স্থলে অন্যান্য প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের উপর প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটকেও সেই সকল ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব করা হইল।

২৩ ধারা।—মালদ্বাজ ও বোম্বাইয়ের গবর্নমেন্টেরা এক্কে ঐ ঐ প্রেসিডেন্সী নগর সম্বন্ধে শান্তিরক্ষার্থ জফিস নিযুক্ত করিবার যে একায়েক ক্ষমতার পরিচালন করেন কলিকাতার নিমিত্ত শান্তিরক্ষার্থ জফিস নিযুক্ত করণার্থ একমাত্র বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টকেই সেই ক্ষমতা প্রদান করিবার প্রস্তাব করা যাইতেছে। পূর্ব পূর্ব আইনে গভিন্সভাধিকৃত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবকে যে সমান ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছিল বহু বৎসর যাবৎ তাহার পরিচালন করা হয় নাই ও তাহা রক্ষা করিবার আবশ্যিকতাও নাই।

২৮ ধারা।—একটি শব্দগত অশুদ্ধির বিষয় অবগত করা যাওয়াতে এই সংশোধনটি করা হইল। ইহা মুসবিদার কথা মাত্র।

২৯ ধারা।—দ্বিতীয় তফসীলের শেষাংশের সহিত এই ধারাটির সম্বন্ধ, উপস্থিত সংশোধন দ্বারা ধারাটি ঐ অংশের বেশী অমুরূপ করা হইবে।

৩১ ও ৩২ ধারা।—কোন আসিফাট সেশন জজ কোন প্রণীর্ণ করিলে তৎসম্পর্কে আজ্ঞা দিবার সম্বন্ধে সেশন জজের যে ক্ষমতা আছে আডিশনাল সেশন জজকেও সেই ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব করা গেল।

৩৫ ধারা।—ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৭১ ধারার লিখিত পৃথক করা যাইতে পারে এরূপ সকল অপরাধ ও যে সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অপরাধের জন্য মাজিস্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতার বহির্ভূত পৃথক ও অতিরিক্ত দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করা যাইতে পারে এই দুইয়ের মধ্যে যে প্রভেদ আছে তৎসম্বন্ধে আইন আরো বিশদ করাই এই সংশোধনগুলির উদ্দেশ্য।

৪০ ধারা।—এই ধারার ঠিক অর্থ কি তাহা আরো পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া হইল।

৪১ ধারা।—জিলার মাজিস্ট্রেট অধীন মাজিস্ট্রেটদিগকে অনেকগুলি ক্ষমতা দিতে পারেন, এই কারণে কোন স্থানীয় গবর্নমেন্ট এক্কে আইনানুসারে যেমন এরূপ সমস্ত বা কোন ক্ষমতা প্রত্যাহার করিতে পারেন তেমনই জিলার মাজিস্ট্রেটও পারিবেন এইরূপ প্রস্তাব করা যাইতেছে।

৪২ ধারা।—এই সংশোধন দ্বারা ১২৮ ধারাটি কেবল পুনঃ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কোন মাজিস্ট্রেট ও পোলীসের কর্মচারী সাহায্য চাহিলে সর্বসাধারণের তাঁহাদিগকে সেই সাহায্য প্রদান বিষয়ে যে যে দায়িত্ব আছে এক স্থানে তৎসমুদয় সম্মিলিত হওয়াতে সুবিধা বোধ হইবে।

৪৪ ধারা।—দেশীয় রাজ্যগুলিতে বিশেষতঃ ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যিক দেশীয় রাজ্যগুলিতে যে সকল অপরাধ করা হয় বা করিবার অভিপ্রায় থাকে তৎসম্বন্ধে সম্বাদ প্রদান বিষয়ে এই নূতন ধারাটি আবশ্যিক।

৫৪ ধারা, (১) পারাগ্রাফ, শেষ দফা।—৫৬৬ ধারার একটি অংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে অসম্পূর্ণতা দোষ পরিহারার্থ ঐ অংশটি এই স্থানেও সম্মিলিত করিবার প্রস্তাব করা গেল।

(৩) পারাগ্রাফ।—বোম্বাই গবর্নমেন্টের পরামর্শমতে এই সংযোগটি করা হইল এবং অধীশ্বরী বনাম-বজ্জিগান মোকদ্দমায় (ই. লা.রি. ৫ মালদ্বাজ. ২২) ইহার আবশ্যিকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। উক্ত মোকদ্দমায় এরূপ নিষ্পত্তি করা হয় যে কোন গ্রাম্য চৌকিদার এই ধারার অর্থানুসারে ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন পোলীসের কর্মচারী নয় অতএব এরূপ চৌকিদারের হেফাজত আইনসম্মত হেফাজত না হওয়াতে তাহা হইতে পলায়ন করায় অপরাধ হয় না।

৫৭ ধারা।—কোন দেশীয় রাজ্যের অধিবাসী ব্রিটিশ ভারতবর্ষে কোন অধর্ষ্য অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হইলে তাহার সম্বন্ধে যে কার্যপ্রণালী খাটান যাইতে পারে তাহার বিধান করণার্থ ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের অভিপ্রায়ানুসারে ও স্থানীয় গবর্নমেন্টদিগের অনুমোদন সহকারে এই ধারাটির পুনর্কায় মুসবিদা করা হইল।

৬১ ধারা।—ধৃত ব্যক্তি কোন গ্রাম্য পোলীস কর্মচারির জিম্মায় রক্ষিত না হইয়া যে সময়ে কোন নিয়মিত পোলীস কর্মচারির জিম্মায় রক্ষিত হয় পোলীসের জিম্মায় আটক রাখিবার কাল সেই সময় হইতে যে আরম্ভ হইবে ইহা নির্দেশ করাই এই সংশোধনটির উদ্দেশ্য, এরূপ না হইলে অনেক স্থলে পোলীসের অনুসন্ধান আরম্ভ করিতে পারিবার পক্ষেই আটক রাখিবার আইন সঙ্গত কাল অতীত হইয়া যাইবে।

৬৯ ধারা।—দশম অধ্যায়মত সাধারণের অনিষ্টজনক বিষয় প্রভৃতি ঘটিলে কোন কোম্পানি বা করপো-
রেট সমাজের উপর সমন জারী করিবার বিধান এই সংশোধন দ্বারা করা হইল।

৮৩, ৮৫ ও ৮৬ ধারা।—এই ধারাগুলিতে “পোলীসের ডিস্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট” এই শব্দত্রয় যোগ
করা হইল, কারণ এই সকল ধারার অন্তর্গত বিষয় উক্ত কর্মচারির সম্মুখে উপস্থিত হওয়াই ঠিক ও কেবল
মাজিস্ট্রেটের সম্মুখেই উপস্থিত হইবে এরূপ কোন আবশ্যিকতা নাই।

৮৮ ধারা, (৪) পারাগ্রাফ।—জীবন্ত পশু পক্ষ্যাদি ও শীত্র নষ্ট হইতে পারে এরূপ সম্পত্তি ক্রোক করা
হইয়া থাকিলে তাহা নালান করিবার ক্ষমতা বিবেচনামতে পরিচালিত হইতে পারিবে এই স্থলে এইরূপ বিধান
করিবার প্রস্তাব করা গেল।

(৭) পারাগ্রাফ।—ক্রোক করা সম্পত্তি একাধিক ব্যক্তি দাওয়া করিলে সরাসরীমতে সেই দাওয়ার
নিষ্পত্তি করিবার বিধান না থাকিলে যে অস্থবিধা হয় তাহা কতগুলি রিপোর্ট করা মোকদ্দমায় দৃষ্ট হইয়াছে
এবং এই বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের যে ক্ষমতা আছে মাজিস্ট্রেটেরও সেই ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইবার কোন কারণ
নাই। এই নিমিত্তই এই সংশোধন।

৯৬ ধারা, (২) পারাগ্রাফ—ডাকের পুলিন্দার জন্য তালসী ওয়ারন্ট দিবার ক্ষমতা প্রদান করাই “কি
পুলিন্দা কি অপার ড্রব্য” এই শব্দগুলি সন্নিবেশিত করিবার অভিপ্রায়।

১০২ ধারা।—যে দ্রব্যের অনুসন্ধান হইতেছে তাহা কোন ব্যক্তির গায়ে লুক্কায়িত আছে বলিয়া যুক্তিযুক্ত
সন্দেহ হইলে কোন স্থানে বা তাহার নিকটে সেই ব্যক্তির গাত্র তালাস করা যাইতে পারিবে সংশোধনটির দ্বারা
এইরূপ ক্ষমতা প্রদত্ত হওয়াতে তালসী ওয়ারন্ট অধিকতর কার্যকর হইবে।

১০৬ ধারা।—রিপোর্ট করা মোকদ্দমাগুলিতে এই ধারামত ক্ষমতার পরিচালন সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী
মত প্রকাশিত হওয়াতে ধারাটি আপীল আদালত বা সংশোধনকারী আদালত সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া খাটাইয়া
এ সন্দেহ দূর করা হইয়াছে। “অপরাধজনকরূপে এইরূপ ভয় দেখাইয়াছে” এই শব্দগুলির পূর্বে “কোন ব্যক্তির
কি সম্পত্তির হানি করিবে” এই যে শব্দগুলি আছে তাহা উঠাইয়া দেওয়া গেল।

১০৭ ধারা।—এই ধারায় সাধারণতঃ কিরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ও ইহার অর্থ কতদূর প্রসারিত করা
উচিত সংশোধনগুলিতে তাহাই অধিকতর স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা হইল।

১০৯ ধারা।—এই ধারায় ছয়মাস বাড়াইয়া বারমাস কাল করা হইয়াছে। ইহাতে বর্তমান আইনের ১০৭
ধারার নির্দিষ্ট কালের সহিত ঐ কাল সমান করিয়া দেওয়া হইল।

১১০ ধারা।—ধারাটির সম্পূর্ণতা সাধনের অভিপ্রায়ে এই সংশোধনগুলির প্রস্তাব করা গেল। এই গুলি
অপরাধে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের সম্বন্ধায় আইনের পাণ্ডুলিপির ২ ধারা হইতে গৃহীত হইয়াছে। ঐ পাণ্ডুলিপিখানি
এক্ষণে ত্যাগ করিবার প্রস্তাব করা যাইতেছে। ১৮৭২ সালের ৯৯ ধারার একাংশ (চ) উপধারায় উদ্ধৃত করা
হইল, কারণ উহা ত্যাগ করাতে অস্থবিধা ঘটিয়াছে।

১১৭ ধারা, (২) পারাগ্রাফ।—সদাচরণের জন্য বা শাস্তিভঙ্গ না করিবার নিমিত্ত জামিন লওয়া সম্বন্ধীয়
তদন্তধীন কোন একই বিষয়ে দুই কি তদবিক ব্যক্তি একত্র লিপ্ত থাকিলে, মাজিস্ট্রেট একই আনুষ্ঠানিক কার্যে
তাহাদিগের বিচার করিতে পারিবেন এই সংশোধন দ্বারা এইরূপ ক্ষমতা দেওয়া গেল।

১১৮ ধারা।—যে স্থলে জামিন দিবার আজ্ঞা করা অপেক্ষা পোলীসের তত্ত্বাবধানের আজ্ঞা করা অধিক-
তর উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় সেই স্থলে শেষোক্তরূপ আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে (৫৬৫ ধারা দেখ) নিয়ম
বিধিগুলির এই অভিপ্রায়।

১২২ ধারা।—“সদাচরণের জন্য” এই শব্দগুলি উঠাইয়া দিয়া শাস্তিভঙ্গ না করিবার জামিন লওয়ার
স্থলেও যাহাতে কোন জামিনদারকে অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা থাকে, এইস্থলে এইরূপ প্রস্তাব করা যাইতেছে।

১২৩ ধারা।—প্রথম দফার শেষ অংশটি ত্যাগ করিবার এবং কোন জামিন দিবার প্রস্তাব করা হইলে ঐ
জামিন যথেষ্ট কি না ইহা স্থির করিবার ও তদনস্তর ব্যক্তি বিশেষকে কারাগার হইতে ছাড়িয়া দিবার যে ক্ষমতা
এক্ষণে জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্টের আছে অন্য একটি দফা যোগ করিয়া তাহার সেই ক্ষমতা কাড়িয়া লইবার
প্রস্তাব করা হইতেছে, কারণ এই ক্ষমতা ১২২ ধারার সহিত সঙ্গত নয় এবং সুপারিন্টেন্ডেন্ট এই বিষয়ের
নিষ্পত্তি করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি নহেন। সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট জামিন দিতে চাওয়া হইলে যে প্রণালীর অনু-
সরণ করিতে হইবে দ্বিতীয় দফায় তাহার বিধান করা হইল।

১২৪ ধারা।—প্রেসিডেন্সী নগরে কেবল প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট এই সকল ক্ষমতার পরিচালন করিতে
পারিবেন প্রথমতঃ এইরূপ ও বিশেষ যে আজ্ঞা করা গেল তাহার কঠোরতা হ্রাস করণার্থ পরে ঐ ধারামত
কার্যের প্রসার রুদ্ধ করিবার প্রস্তাব করা যাইতেছে।

১২৫ ধারা।—জামিন লওয়া সম্বন্ধে বর্তমান আইনের বিধান পোলীসের তত্ত্বাবধানের আজ্ঞা সম্বন্ধে ও
খাটিবে ইহাতে কেবল এই বিষয়েরই ব্যবস্থা হইয়াছে।

১৩২ ধারা।—নবম অধ্যায় অনুসারে কাণ্ডকারী ব্যক্তির একরূপ কার্যকরণ কালে যাহা কিছু করেন বলিয়া
প্রকাশ হয় তন্নিমিত্ত তাহাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইবার পূর্বে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল

সাহেবের মঞ্জুরি লওয়া আবশ্যিক এইরূপ বিধান করিয়া তাহাদিগের সকলকেই রক্ষা করিবার প্রস্তাব করা যাইতেছে। এক্ষণে কেবল মাজিস্ট্রেটেরাই ঐরূপে রক্ষিত হন। “সৈন্যসংক্রান্ত আইন অনুসারে” এই শব্দগুলি অনাবশ্যিক বলিয়া উঠাইয়া দেওয়া গেল।

১৪৪ ধারা।—প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটকে এই ধারা মতে কার্য্য করিবার ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব করা গেল।

১৪৫ ধারা।—পূর্বের আইনে ব্যবহৃত শব্দগুলির পরিবর্তে বর্তমান আইনে “ইন্ডিয়গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তি” এই শব্দগুলির ব্যবহার হওয়াতে এই ধারামুসারে কার্য্য করিবার সময় বিশেষ অন্তর্বিধা ও কাঠিন্য অনুভূত হইয়াছে, এই কারণে পূর্বের ব্যবহৃত শব্দগুলি পুনর্বার গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করা যাইতেছে এবং সাধারণতঃ খাজানা আদায় হারাই জমির দখল প্রকাশ ও বাহাল থাকে বলিয়া ও খাজানা আদায়ই বিবাদের প্রবল সূত্র হইয়া সাধারণতঃ শান্তিভঙ্গের কারণ হয় বলিয়া এই ধারাটি ঐরূপ সকল বিষয়েও খাটাইবার প্রস্তাব করা গেল।

রিপোর্ট করা অনেক মোকদ্দমায় দৃষ্ট হয় যে মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে দখলের যে সময় স্থির করিতে হইবে তাহা সন্দেহ আছে। এই বিষয়টি এক্ষণে পরিষ্কার করিয়া নির্দেশ করা হইল।

অধিকন্তু ঐরূপ ব্যক্ত করিবারও প্রস্তাব করা যাইতেছে যে, যাহাতে প্রথম দফার অর্থায়নিক শান্তিভঙ্গ ঘটবার সম্ভাবনা এইরূপ বিবাদ ছিল মাজিস্ট্রেট কর্তৃক এইরূপ নিষ্পত্তি করা হইলে মোকদ্দমা শুনার সময় কোন পক্ষ যদি তাহার প্রতিবাদ করিয়া না থাকেন তাহা হইলে যে চূড়ান্ত আজ্ঞা প্রদত্ত হয় তাহার ব্যাঘাত করণাভিপ্রায়ে পরে আর ঐ কথা উত্থাপিত করা যাইবে না।

১৪৬ ধারা।—ক্রোকাসীন সম্পত্তির কার্য্য নিব্বাহ সম্বন্ধে একটি বিষয়ে কাঠিন্য অনুভূত হয়। এই সংশোধনটিতে তাহার নিরাকরণ হইবে। ৮৮ ধারামতে ক্রোক করা সম্পত্তি সম্বন্ধে ইতি পূর্বেই যে বিধি প্রচলিত আছে এতদ্বারা সেই বিধি খাটান যাইবে।

১৪৭ ধারা।—১৪৫ ধারার সংশোধনে যে রূপ করা হইয়াছে সেইরূপ এই ধারাতেও বর্তমান আইনের “ইন্ডিয়গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তি” এই শব্দগুলির ব্যবহার না করিয়া পূর্বের আইনের শব্দগুলির প্রয়োগ করিবার প্রস্তাব করা গেল।

নিয়ম বিধিটির সংশোধনে ১৮৭২ সালের আইনের শব্দগুলি পুনরুদ্ধৃত হইল, বর্তমান আইন হইতে ঐ শব্দগুলি উঠাইয়া দেওয়াতে অসম্পূর্ণতা দোষ ঘটিয়াছে।

১৫৬ ধারা, (২) পারাগ্রাফ।—ইহাতে ধর্তব্য অপরাধের অনুসন্ধান করিবার আজ্ঞা করণার্থে মাজিস্ট্রেট ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন। বর্তমান আইনে এই সম্বন্ধে স্পষ্ট বিধান নাই। যে মাজিস্ট্রেট ১৯১ ধারামতে কোন অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন কেবল তিনিই উক্তরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন এইরূপ বিধান করা গেল।

১৫৭ ধারা।—কোন পোলীস কর্মচারী কোন ধর্তব্য অপরাধ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে অস্বীকার করিলে, তাহার সেই কথা নালিশকারীকে জানাইতে হইবে এই সংশোধন দ্বারা এইরূপ আদেশ করা গেল। তাহা হইলে নালিশকারী যদি তদ্রূপ পরামর্শপ্রাপ্ত হন তবে মাজিস্ট্রেটের নিকট নালিশ করিতে যাইতে পারিবেন।

১৬০ ধারা।—কোন অনুসন্ধান কার্য্যে কোন পদানশীন স্ত্রীলোকের উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধে পোলীস কর্মচারীর যে রূপ কার্য্য করিতে হইবে নিয়মবিধিটিতে তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

১৬২ ধারা।—পোলীসের কর্মচারী যে সকল উক্তি লিপিবদ্ধ করেন এই সংশোধনক্রমে তাহা রোজনামচার অংশ বলিয়া নির্দিষ্ট হওয়াতে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা তাহার এজেন্টেরা তাহা দেখিতে পাইবে না।

১৬৪ ধারা।—যে কোন মাজিস্ট্রেট কোন উক্তি বা স্বাক্ষরব্যাক্য লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন এবং তাহার যে ঐ বিশেষ মোকদ্দমার তদন্ত লইবার বা বিচার করিবার এলাকা থাকা আবশ্যিক হইবে না, এই ধারাসংযুক্ত ব্যাখ্যায় ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে।

১৬৯ ধারা, (২) পারাগ্রাফ।—ইহাতে এই ধারাটির সম্পূর্ণতা সাধিত হইবে।

১৭৪ ধারা।—অপর গুরুতর কার্য্যের আধিক্য বশতঃ কিছা স্থানীয় অবস্থা বিবেচনায় পোলীস থানার অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত পোলীস কর্মচারীর পক্ষে অনেক সময় অনুসন্ধান করা সম্ভব হয় না এইরূপ কথা জানান হইয়াছে। এই কারণে উক্ত কার্য্যের জন্য স্থানীয় গবর্নমেন্ট বিশেষ পোলীস কর্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিবেন এইরূপ প্রস্তাব করা গেল।

পারাগ্রাফ দফা।—গবর্নমেন্টের নিয়মিত চাকরী করেন না এমন কোন ভক্তরকে শব্দ পরীক্ষা করণার্থে নিযুক্ত করিতে স্থানীয় গবর্নমেন্ট এই দফা অনুসারে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

পারাগ্রাফ দফা।—কারাগারে কয়েদির মৃত্যু হইলে তৎসম্বন্ধে তদন্ত করিবার বিধান এই দফামুসারে করা হইল।

১৮৮ ধারা, (৩) পারাগ্রাফ।—পার্লমেন্টের যে সকল আইন অনুসারে অধিকারবহির্ভূত স্থানে বিচারাদিকার প্রদত্ত হয় তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য এই পারাগ্রাফকে কয়েকটি মুস্বিদাগত সংশোধন করা হইয়াছে এবং যে সকল স্থানের নিমিত্ত পলিটিকাল এজেন্ট নাই তথায় ক্ষত কোন অপরাধের জন্য অভিযোগ হইলে স্থানীয় গবর্নমেন্টের মঞ্জুরি লওয়া আবশ্যিক হইবে এইরূপ বিধান করা গেল।

১৯০ ধারা, (৩) পারাগ্রাফ।—বিশেষ কোন মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে যে আনুষ্ঠানিক কার্য হয় তৎসম্বন্ধে কোন আপত্তি করিতে হইলে তাহা মোকদ্দমা চলিবার প্রথম অবস্থায় ও সাক্ষ্য গ্রহীত হইবার পূর্বেই করিতে হইবে ইহাই এই সংশোধনটির উদ্দেশ্য।

১৯২ ধারা।—অধীন মাজিস্ট্রেটদিগের নিকটে যে সকল মোকদ্দমা হয় তৎসম্বন্ধে জিলার মাজিস্ট্রেটকে যে সকল ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই এই হুন্সে প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটকে দেওয়া হইল, অর্থাৎ তিনি আপন আদালতের কোন মোকদ্দমা অপর কোন প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের আদালতে পাঠাইয়া দিতে পারিবেন।

১৯৩ ধারা, শেষ পারাগ্রাফ।—শাসন কার্যের সৌকার্যার্থে এইটি সংযুক্ত করা হইয়াছে।

১৯৪ ধারা, (২) পারাগ্রাফ।—১৮৭৫ সালের ১০ আইনের ১৭৪ ধারাটি এই হুন্সে সন্নিবেশিত হইল। উক্ত আইনের যে ১৪৬ ধারা এক্ষণ পর্যন্ত রহিত হয় নাই তাহার উদ্দেশ্য বর্তমান আইনের ৩৩৩ ধারা দ্বারা যথেষ্টরূপ সিদ্ধ হইবে।

১৯৫ ধারা।—ভিন্ন ভিন্ন হাই কোর্টের পরস্পর বিরোধী নিষ্পত্তির মীমাংসা করণার্থ এবং রেজিস্ট্রীকরণ বিষয়ক আইনে এই সকল বিষয়ের যথেষ্টরূপ বিধান করা হইয়াছে বলিয়া, উক্ত আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্য যে এই ধারার অন্তর্গত নয় ইহাই ব্যক্ত করিবার প্রস্তাব করা গেল। আরো নির্দিষ্ট অপরাধগুলির কোনটির সহায়তা করণ বা কোনটি করিবার উদ্যোগও ১৯৫ ধারার অন্তর্গত করিবার প্রস্তাব করা যাইতেছে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, অনুমতি পাইলে যে সময়ের মধ্যে নাশিশ করিতে হইবে তাহা বাড়াইয়া দিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন হাই কোর্টের একমত্য না হওয়াতে, উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে কেবল কোন হাই কোর্টকেই উক্ত ক্ষমতা প্রদান করিবার নিমিত্ত স্পষ্ট করিয়া প্রস্তাব করা হইল।

২০৩ ও ২০৯ ধারা। সংশোধনকারী আদালতকে ৪৩৭ ধারানুসারে কার্য করিতে সক্ষম করণার্থে এই ধারায় যাহা সংযোগ করা হইল তাহা আবশ্যিক হইয়াছে।

২২৫ ধারা, (২) পারাগ্রাফ।—ইহাতে এই আদেশ করা হইল যে, অভিযোগপত্র সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে আপত্তি করিতে হইলে তাহা যত শীঘ্র সুযোগ পাওয়া যায় করিতে হইবে এবং আরো এই বিধান করা হইল যে, আপত্তি গ্রহণে কৃত না হইলে, আপীলে বা সংশোধন উপলক্ষে আর করা যাইতে পারিবে না।

২২৭ ও ২৩১ ধারা।—ভিন্ন ভিন্ন হাই কোর্টের পরস্পর বিরোধী নিষ্পত্তিতে আইন যেরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে এই সংশোধনগুলিতে তাহাই নির্ধারিত হইবে।—ই. লা, রি, ৮ বোম্বাই, ২০০ পৃষ্ঠা, ও. ই. লা, রি, ৯ এলাহাবাদ, ৫২৫ পৃষ্ঠা দেখ।

২৩৪ ধারা, (২) পারাগ্রাফ।—অনেক দিন ধরিয়া বহুবার তহবীল তগ্রপাত হইয়া বাকী টাকা দৃষ্টে তহবীল তগ্রপাত হইয়াছে এরূপ প্রমাণ হইবার কিছু বিশেষ কত টাকা বিশেষ কোন তারিখে তগ্রপাত করা হইল অভিযোগকারী ইহা দেখাইতে না পারিবার স্থল ঘটিলে এই দফানুসারে কার্য হইতে পারিবে।

২৩৬ ধারা (খ) উদাহরণ।—যদি কোন সাক্ষী এরূপ পরস্পর বিরোধী উক্তি করে যাহা একটি অন্যটির সহিত মিলে না তাহা হইলে ঐ দুইটি উক্তির কোনটি মিথ্যা ইহা প্রমাণ করিতে পারা না গেলেও সে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অপরাধ করিয়াছে ইহাই যে আইন তাহা নির্ধারিত করিবার নিমিত্ত এই উদাহরণটি দেওয়া হইয়াছে।

২৩৭ ধারা।—এই ধারায় ইহাই দেখাইবার অভিপ্রায় যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিংশ কোন অপরাধের জন্য অভিযোগ হইলে, ঐ অপরাধ করণের উদ্যোগ করিবার অভিযোগ না হইলেও সেই ব্যক্তি ঐ অপরাধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে বলিয়া তাহার দোষ নিরূপিত হইতে পারে।

২৫৬ ধারা।—যে সকল র্ত্তান্ত ধরিয়া অভিযোগ হয় অভিযোগপত্র লিখিত হইবার পূর্বে সেই সেই র্ত্তান্ত সম্বন্ধে ইতি পূর্বেই একবার জেরা করা হইয়া থাকিলে যাহাতে আবার দ্বিতীয়বার জেরা হইতে না পারে ও এইরূপে জেরা করিবার অধিকারের যে অপব্যবহার সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে তাহা হইতে না পারে তাহাই এই ধারাটির উদ্দেশ্য।

২৫৭ ধারা।—ঐ একই উদ্দেশ্য সাধনার্থ এই সংশোধনরূমে মাজিস্ট্রেটকে আপন বিবেচনামতে কার্য করিবার ক্ষমতা প্রদানার্থ প্রস্তাব করা হইয়াছে।

২৬০ ধারা, (৪) উপদফা।—সরাসরীমতে যে সকল মোকদ্দমার বিচার হইতে পারে পরের ভূমিতে গোমেসাদির প্রবেশ বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইনমত মোকদ্দমাও ইহাতে তাহার অন্তর্গত করা হইবে। উক্তরূপ মোকদ্দমার সরাসরীমতে বিচার হইতে পারে না এইরূপ নিষ্পত্তি করা হইয়াছে।

(২) পারাগ্রাফ।—২০৯ ধারার অন্তর্গত মোকদ্দমায় যে কার্যপ্রণালীর অনুসরণ করিতে হইবে আবশ্যিক পরিবর্তন সহকারে ইহা তৎসম্বন্ধে খাটিবে।

২৬৯ ধারা, (২) পারাগ্রাফ।—নেশন আদালত কোন্ বা কোন্ স্থানে স্থাপিত হইবে কোন স্থানীয় গবর্নমেন্ট সাধারণ বা বিশেষ ভাবে তাহার নির্দেশ করিতে পারিবেন এই পারাগ্রাফে এইরূপ ক্ষমতা প্রদত্ত হইল।

২৯২ ধারা।—যে স্থলে কেবল অভিযোগের পক্ষে কোন সাক্ষীর জেরা করিয়াই প্রতিবাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হয় সে স্থলে যাহাতে অভিযোগকারীর উত্তর দিবার অধিকার না থাকে এইরূপ নির্দেশ করাই এই ধারার অভিপ্রায়। এই বিষয়ে হাই কোর্টগুলির নিষ্পত্তি একরূপ নয়।

৩১০ ধারা।—যে বা যে যে অপরাধের অভিযোগ ও নিরূপণ হয় পূর্বে একবার বা একাধিকবার অপরাধ নির্ণয় হওয়াতে সেই বা সেই সেই অপরাধ বর্জিত হইয়াছে এইরূপ অভিযোগের বিচার করিতে প্ররক্ত হইবার পূর্বে আসেসরের সাহায্যে বিচারিত মোকদ্দমার মূল অভিযোগ সম্বন্ধে নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত করা অনাবশ্যিক নূতন (গ) উপদফা দ্বারা এইরূপ ব্যক্ত করিয়া কোন কোন স্থলে যে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার নিরসন করাই উদ্দেশ্য।

৩১৮ ধারা।—কোন জুরী আইনসম্মত ওজর ব্যতিরেকে উপস্থিত না হইলে কিম্বা আদালতের অমুমতি বিনা চলিয়া গেলে তজ্জন্য কোন হাই কোর্ট তাহার প্রতি যত কালের কারাদণ্ডাজ্ঞা করিতে পারেন তাহা ছয়মাস পর্যন্ত হইতে পারিবে এইরূপ সীমা নির্দেশ করিবার ও ঐ আদালত স্বীয় বিবেচনামতে কোন জরিমানা বা কারাদণ্ড ক্ষমা করিতে পারিবেন ইহাও স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিবার প্রস্তাব করা গেল।

৩২০ ধারা, (ঘ) উপদফা।—জুরী বা আসেসর স্বরূপ যে ব্যক্তিদের আদালতে উপস্থিত হইতে হয় না পোলীস কর্মচারিদিগকে তাহাদের তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। ইংলণ্ডের ন্যায় এখানেও ব্যবহারাজীবদিগকে ঐরূপে মস্তুর করা উচিত কি না ইহা বিবেচ্য।

৩৩২ ধারা। আদালতকে অবজ্ঞা করিবার সাধারণ স্থলে ৪৮৪ ধারাক্রমে ইতিপূর্বেই যে রূপ ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে যে জুরী বা আসেসর আইনসম্মত ওজর ব্যতিরেকে উপস্থিত না হন কিম্বা অমুমতি বিনা চলিয়া যান তাহার কোন জরিমানা বা কারাদণ্ড হইয়া থাকিলে সেশন আদালতও সেইরূপ আপন বিবেচনামতে উহা ক্ষমা করিতে বা কমাইয়া দিতে পারিবেন উক্ত আদালতকে এই ক্ষমতা প্রদত্ত হইল।

৩৪৫ ধারা—যে সকল অপরাধ সম্বন্ধে আদালতের অমুমতি লইয়া রক্ষা করা যাইতে পারে তাহার তালিকায় ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩২৫, ৪২৮, ৪২৯ ও ৪৩০ ধারামত অপরাধগুলি যোগ করা হইয়াছে।

(৫) পারাগ্রাফ।—মোকদ্দমা সেশন আদালতে সমর্পণ করিবার পর কিম্বা অপরাধ নির্ণয় হইবার পর আপীল করা গেলে, যে আদালতে মোকদ্দমা অর্পণ করা হইয়াছে বা যে আদালতে আপীলের শুনানি হইবে সেই আদালতের অমুমতি বিনা কোন অপরাধেরই রক্ষা করা যাইবে না, এইরূপ প্রস্তাব করা যাইতেছে।

৩৮০ ধারা, (ঙ) উপদফা।—সেশন আদালতে কোন মোকদ্দমা এইরূপে অর্পিত হইলে যদি ঐ আদালত এরূপ বিবেচনা করেন যে তদ্রূপে অর্পিত ঐ মোকদ্দমার যে দণ্ডাজ্ঞা করা যাইতে পারে তাহা যথেষ্ট নয় কিম্বা সুবিচারের প্রয়োজনার্থ ঐ মোকদ্দমার ঐ আদালতেই বিচার হওয়া অন্য রকমে বাঞ্ছনীয় তাহা হইলে ঐ মোকদ্দমা ঐ আদালতে বিচারার্থ সমর্পিত হইউক উক্ত আদালত এইরূপ আদেশ করিতে সক্ষম ইহা পরিষ্কার করিয়া নির্দেশ করিবার জন্যই এই উপদফাটি যোগ করা হইয়াছে।

৩৮৮ (২) ধারা।—ক্রোক করিবার ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবার জন্য যে দিন ধার্য হয় যে ব্যক্তির জরিমানা হইল তাহার সেই দিনে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আদালত তাহার প্রতি নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন, আদালতকে এইরূপ ক্ষমতা প্রদান করিয়া এই প্রকরণটি নিম্নলিখিতরূপ স্থলে খাটাইবার অভিপ্রায় করা হইয়াছে অর্থাৎ জরিমানা হইবার স্থলের ন্যায় ৫৬০ ধারামত হানি পূরণ দিবার আজ্ঞা হইবার যে স্থলে ক্রোককরণ দ্বারা ঐ টাকা আদায় হইতে পারে না এরূপ দৃষ্ট না হওয়া পর্যন্ত বৈকল্পিকভাবে কারাদণ্ডাজ্ঞা করা যাইতে পারে না সেইরূপ স্থলে।

৩৯১ ধারা।—তিন মাসের অন্যান্য কালের জন্য কারাদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া না হইলে কোন আদালত অতিরিক্ত দণ্ডস্বরূপ কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন না, এইরূপ ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব করা হইল।

৩৯৯ ধারা।—“মোল” এই শব্দের পরিবর্তে “পনর” শব্দ সন্নিবেশিত করাতে চরিত্র সংশোধনার্থ বিদ্যালয় বিষয়ক ১৮৯৭ সালের আইনের সহিত এই ধারাটির সামঞ্জস্য রক্ষিত হইল।

৪০১ ধারা।—নির্নীতাপরাধ ব্যক্তির দরখাস্তের উপর যাবৎ গবর্নমেন্টের আজ্ঞা পাওয়া না যায় তাবৎ দণ্ডাজ্ঞা বিশেষতঃ মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা যাহাতে স্থগিত থাকে তন্নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ জরুরি স্থলে দণ্ডাজ্ঞা গৌণ করিয়া সাধিত হইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন গবর্নমেন্ট বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন তাহাদিগকে এইরূপ ক্ষমতা প্রদান করাই এই ধারাটির অভিপ্রায়।

৪০৬ ধারা।—পোলীসের তত্ত্বাবধানের জন্য আজ্ঞা হইলে তদ্বিরুদ্ধে আপীলের বিধান করিবার জন্য এই ধারায় সংযোগ করা হইয়াছে।

৪২৩ ধারা, (ঘ) উপদফা।—১-৬ ধারার সংশোধন কার্যকর করণার্থ ইহা আবশ্যিক।

৪৩৯ ধারা, শেষ পারাগ্রাফ।—সম্পূর্ণ ব্যক্তির আপীল করিবার অধিকার থাকিলে, সে অগ্রে আপীল আদালতে প্রতিকার পাইবার প্রার্থনা না করিয়া কোন সংশোধনকারী আদালতে যাইতে পাইবে না, এই কারণেই এই সংশোধনটি করা হইল।

৪৬৫ ধারা।—অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা বলিয়া যতকাল তাহার বিচার হইবার পক্ষে অশক্ত থাকে সেই কালের মধ্যে যাহাতে সাক্ষীদের উক্তি লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে ইহাই এই সংশোধনটির উদ্দেশ্য। এইরূপ

না করিলে ঐরূপ সাক্ষ্য নষ্ট হইতে পারে। অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক হইলে যে কার্যপ্রণালী (৫১২ ধারা) অনুসৃত হইবে তাহা খাটান হইয়াছে।

৪৭১ ধারা, (৩) পারাগ্রাফ।—প্রত্যেক স্থলে বিশেষ করিয়া আজ্ঞা দিবার প্রয়োজন হইবে না এবং মন্ত্রিসভাধিকৃত শ্রীমন্ত গবর্নর জেনরল সাহেব সাধারণ আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া এই সকল বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন ইহাতে ঐরূপ বিধান করা গেল। যে প্রদেশে ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের কোন আশ্রয়স্থান স্থাপিত হয় নাই সেই প্রদেশের কোন আদালত যে স্থলে কোন ব্যক্তিকে ঐরূপ আশ্রয় স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা করেন বিশেষতঃ সেই স্থলে উক্তরূপ বিধান আবশ্যিক। (৪) পারাগ্রাফে বর্তমান আইনের ৪৭৫ (খ) ধারাটি পুনরুদ্ধৃত করা গেল।

৪৭৬ ধারা, শেষ পারাগ্রাফ।—রিপোর্ট করা মোকদ্দমাগুলি হইতে দৃষ্ট হয় যে, কোন আদালতের নিকট যে আনুষ্ঠানিক কার্য হয় তৎসম্বন্ধে ঐ আদালতের স্বীয় বিবেচনা মতে কার্য করিবার যে অধিকার আছে কোন সংশোধনকারী আদালত ঐরূপ সকল বিষয়ে সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন সুবিচারের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে ইহা বাঞ্ছনীয় নয়। ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত করা হইলে সরল অভিপ্রায়ে আপত্তি করিবার প্রচুর পরিমাণে সুযোগ করিয়া দেওয়া হইল। এই কারণেই এই ধারাটি প্রণীত হইয়াছে।

৪৮০ ধারা।—কোন সাক্ষী বেআইনী মতে কোন আদালত হইতে চলিয়া গেলে ঐ আদালতের অবজ্ঞা করা হইয়াছে বলিয়া যাহাতে উক্ত আদালত ঐ অপরাধের সরাসরীমতে বিচার করিতে পারেন তন্নিমিত্ত ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৭৪ ধারাটি সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল।

৪৮৮ ধারা, (২) পারাগ্রাফ।—কেবল মাত্র আপন আজ্ঞার তারিখ হইতে না হইয়া নালিশের তারিখ হইতেও মাজিস্ট্রেট ভরণ পোষণের টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এই পারাগ্রাফে তাহাকে ঐরূপ ক্ষমতা প্রদত্ত হইল।

৩ পারাগ্রাফ, নিয়ম বিধি।—শেষের শব্দগুলির পরিবর্তন করাতে, ভরণ পোষণের আজ্ঞা করণ বিষয়ে মাজিস্ট্রেটকে আপন বিবেচনামুসারে কার্য করিবার অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হইল। ঐরূপ করা আবশ্যিক হইয়াছে, কারণ একটি রিপোর্ট করা মোকদ্দমা হইতে দৃষ্ট হয় যে, অপরের যে বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত সহবাস করিলে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের অর্থামুসারে পরস্পরগমন অপরাধ হয় এরূপ স্ত্রী না হইয়া অপর স্ত্রীলোকের সহিত স্বামী সহবাস করিলেও তাহার স্ত্রীকে বলপূর্বক তাহার সহিত একত্র থাকিতে বাধ্য করা যাইতে পারে এবং তাহার স্ত্রী ঐরূপ না করিলে তাহাকে স্বতন্ত্র ভরণপোষণ পাইবার অধিকারচ্যুত করা যাইতে পারে। ই, লা, রি, ১৭ মাস্ত্রাজ, ২৬০ পৃষ্ঠা দেখ।

(৬) পারাগ্রাফ।—যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া হয় সে ব্যক্তি যদি অবজ্ঞা করিয়া উপস্থিতনা হয় তাহা হইলে মাজিস্ট্রেট মোকদ্দমার বিচার করিয়া ভরণপোষণের নিমিত্ত একতরফা আজ্ঞা করিতে পারিবেন, নিয়ম বিধিটিতে তাহাকে ঐরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইল। ঐরূপ মোকদ্দমা পুনরার আরম্ভ করিবারও বিধান করা গেল।

(৭) পারাগ্রাফ।—যাহার নামে সমন হয় সে যাহাতে আপনার পক্ষে সাক্ষাস্বরূপ আপনিই পরীক্ষিত হইতে পারে এই পারাগ্রাফে তাহাকে তদ্রূপ অধিকার প্রদত্ত হইল এবং এতৎক্রমে মাজিস্ট্রেট ভরণপোষণের মোকদ্দমায় খরচা সম্বন্ধেও আজ্ঞা করিতে সক্ষম হইবেন।

(৮) পারাগ্রাফ।—এতদ্বারা ঐরূপ মোকদ্দমায় মাজিস্ট্রেটের বিচারাধিকার ব্যক্ত করা হইল। রিপোর্ট করা মোকদ্দমা গুলিতে এই বিষয়ে স্পষ্টমত প্রকাশ করা হয় নাই।

৪৯৮ ধারা।—৪২৬ ধারার বিধানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া “ কিছা সেশন আদালত ” এই শব্দগুলি উঠাইয়া দেওয়া উচিত কি না ইহা পরে বিবেচনার জন্য রক্ষিত হইল।

৫১৪ ধারা।—কোন জামিনদারের মৃত্যুর পূর্বে তাহার দায়িত্ব ঘটয়া থাকিলে এই সকল সংশোধনক্রমে ঐ মৃত জামিনদারের ইস্টেটের বিরুদ্ধে কার্যামুষ্ঠান হইতে পারিবে।

৫১৭ ধারা।—কোন মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে যে কোন সম্পত্তি উপস্থিত করা যায় যাহাতে তাহার বিলিব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি আজ্ঞা দিতে পারেন তাহাকে তদ্রূপ ক্ষমতা দিবার জন্য এই ধারার প্রসঙ্গ বর্ধিত করা হইয়াছে।

৫২০ ধারা।—প্রথম আদালতের আজ্ঞা কার্যে পরিণত করা হইয়া থাকিলে, উর্দ্ধতন আদালত যদি ঐ আজ্ঞা অন্যথা করিয়া আজ্ঞা দেন তবে সম্পত্তি ফিরাইয়া দিবার আদেশ করিয়া এই ধারায় যে আপন আজ্ঞা কার্যকর করিতে পারিবেন।

৫২৬ ধারা।—কোন অধস্তন আদালত দাঁড়ামত কোন মোশন বা আফিডেবিট ব্যতীত সম্পর্কযুক্ত পক্ষদিগের সম্মতি সহকারে কোন হাই কোর্টে কোন বিষয় অর্পণ করিলে হাই কোর্ট এই সংশোধনক্রমে কোন মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার আজ্ঞা করিতে সক্ষম হইবেন। ঐরূপ সকল স্থলে এই সংশোধনটির দ্বারা সাধারণতঃ হাই কোর্টের ক্ষমতা বর্ধিত হইবে।

৫২৬ ধারা (৮) পারাগ্রাফ।—কোন তদন্ত বা বিচার মুলতবী রাখা হয় বা তন্নিমিত্ত দিনান্তর ধার্য করা যায় ঐরূপ প্রার্থনা করিবার ক্ষমতার অনেক সময়েই অপব্যবহার হওয়াতে, ঐরূপ স্থলে বিচার পতিকে কিয়ৎ পরিমাণে স্বীয় বিবেচনামুসারে কার্য করিবার অধিকার দেওয়া আবশ্যিক বলিয়া দৃষ্ট হইয়াছে।

৫২৮ ধারা।—বর্তমান আইন অনুসারে মাদ্রাজে কোন জিলার মাজিস্ট্রেট কোন গ্রাম্য মাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে কোন মোকদ্দমা অন্যের নিকট অর্পণ করিতে পারেন না এইরূপ নিষিদ্ধি হওয়াতে, উক্তরূপ জিলার মাজিস্ট্রেটকে ঐরূপ করিতে সক্ষম করণার্থ এই সংশোধনটি করা হইল।

৫৩৩ ধারা।—এই ধারাটি কোন আপীল আদালত কিম্বা সংশোধনকারী আদালত সঙ্ঘে খাটে ইহাই ব্যক্ত করিবার প্রস্তাব করা গেল।

৫৩৭ ধারা।—যে মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নাই যাহাতে এই ধারাটি সেই মোকদ্দমা সঙ্ঘে খাটিতে পারে তদভিত্তিতে ই, লা, রি, ২৩ কলিকাতা ৯৮৩ পৃষ্ঠার লিখিত আপত্তির নিরসনার্থ এই ধারাটি বর্জিত করা হইয়াছে।

৫৫৫ ধারা - ব্যাখ্যা ও উদাহরণ।—ই, লা, রি, ২৩ কলিকাতা ৩২৮ পৃষ্ঠার ও ই, লা, রি, ১৯ মাদ্রাজ ২৬৩ পৃষ্ঠার লিখিত ও ঐরূপ অন্যান্য মোকদ্দমায় উত্থাপিত আপত্তির খণ্ডনার্থ এই সংযোগগুলি করা হইয়াছে।

৫১১, ৫৬২ ও ৫৬৩ ধারা।— এই ধারাগুলি নূতন এবং কোন২ মাজিস্ট্রেট নির্দিষ্ট কোন২ মোকদ্দমায় প্রথমবার অপরাধীর প্রতি বিশেষ নিয়ম নির্ধারণ করিয়া দণ্ডাদান করিতে নিষেধ হইতে পারিবেন এতৎক্রমে তাঁহাদিগকে এইরূপ ক্ষমতা দেওয়া গেল। ঐ সকল নিয়ম পালন করিতে ক্রটি হইলে যে কার্যপ্রণালী অনুসৃত হইবে উক্ত সকল ধারায় তাহারও বিধান করা হইল।

৫৬৪ ও ৫৬৫ ধারা।—এই ধারা দুইটি নূতন ও ইহাতে পাকা বন্দ্যাসদের পোলীসের তত্ত্বাবধানে রাখিবার বিধান করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় তফসীল।

২৬৩ক ধারা ও ৪৭৭ ক ধারা।—১৮৯৫ সালের ৩ আইনক্রমে লুভ যে সকল অপরাধের নিষিদ্ধি কোজ-দারী মোকদ্দমায় কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে কোন বিধান করা হয় নাই তাহা ধরা হইয়াছে।

মাদ্রাজের গবর্নমেন্টের অমুরোধক্রমে ৩ বর্ষটিতে একটি পরিবর্তন করিয়া ৪০৯, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯ ও ৪২০ ধারায় অপরাধগুলিকে ধর্মব্য অপরাধ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সী নগরে আবশ্যিকতা আছে বলিয়া জানান হইয়াছে এই কারণে জালকরণ সঙ্ঘে (৪৬৫ ও পরবর্তী ধারা) তুল্যরূপ সংশোধন করা হইল।

১৮৯৭ সাল, ১৫ ই অক্টোবর।

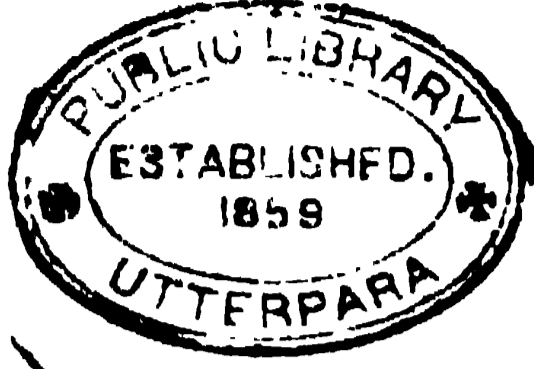
এম, ডি কালমার্স।

জে, এম, ম্যাক্কার্সন,

ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

CHUNDER NATH BOSE,

Bengali Translator.



গবর্ণমেন্ট গেজেট।

TUESDAY, DECEMBER 28, 1897.

বঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৮ ডিসেম্বর।

CONTENTS.

	Page.	বিবরণ।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	নাই।
PART II.—Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal	361—369	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	৩৬১—৩৬৯
PART III.—Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal	121—123	দ্বিতীয় ক খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আদেশ	১২১—১২৩
PART IIIA.—Acts of the Legislative Council of India	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাতুলিপি	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাতুলিপি	নাই।
PART VII.—Circular Orders by the High Court and Board of Revenue	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র	নাই।
PART VIII.—Advertisements	635—650	অষ্টম খণ্ড।—উদ্ভূতকার প্রভৃতি	৬৩৫—৬৫০
SUPPLEMENT	Nil.	পরিশিষ্ট গবর্ণমেন্টের গেজেট	নাই।

PART II.

Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MARINE DEPARTMENT.

The 20th December 1897.

No. 199 Marine.—The following Notification, No. 6450—4275P., dated the 20th November 1897, issued by the Government of Bombay, relative to the imposition of rules for quarantine against plague applicable to vessels arriving at Aden, is published for general information.

A. D. McARTHUR, *Col., R.E.,*
Secy. to the Govt. of Bengal.

GENERAL DEPARTMENT.

Bombay Castle, 20th November 1897.

No. 6450—4275-p.—In exercise of the powers delegated by the Governor-General in Council under section 2 (3) of the Epidemic Diseases Act III of 1897, His Excellency the Governor in Council is pleased to prescribe as a temporary measure the following rules for quarantine against plague applicable to vessels arriving at Aden:—

Rule I.—The commander of every vessel, including buggalows or other native craft arriving at Aden from an infected port, shall, before entering the harbour, hoist a yellow flag (or if entering the port at night-time, exhibit two red lights, one above the other, at the main) and indicate by signal the port from which such vessel has come, and shall keep such flag and signals flying until permitted to take them down. The pilot on going alongside a vessel from an infected port shall direct the flag prescribed above to be hoisted, if it has not been already done.

Rule II.—Such commander shall not, except as hereinafter provided, allow any communication, except orally, with the shore or with any other vessel or boat except the pilot boat, with which communication shall be limited to receiving the pilot who shall proceed straight to the bridge.

Rule III.—No vessel shall be given pratique until ten days from the date of its departure from an infected port. A vessel which carries no qualified Medical officer shall not be given pratique until ten days from the date of its arrival in Aden. Until the ten days' period has expired, a vessel shall, during its stay at Aden, remain at the quarantine anchorage appointed from time to time by the Resident by general or special order in this behalf. Until a vessel has been given pratique, it shall have no communication with the shore.

Rule IV.—On the arrival of a vessel whose destination is Aden, an officer appointed for the purpose by the Resident shall go alongside and ascertain whether ten days have or have not expired since its departure from an infected port.

(a) If ten days have expired since its departure from an infected port, and if it carries a qualified Medical officer,

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

মোরিন্ ডিপার্টমেন্ট ।

১৮৯৭ সাল ২০এ ডিসেম্বর ।

১৯৯ নং মোরিন্ ।—বোম্বাই গবর্নমেন্টের প্রকাশিত এদনে আগত জলযান প্রতি মড়কের কারান্টাইন বিধি প্রয়োগ সম্বন্ধে ১৮৯৭ সালের ২০এ নবেম্বর তারিখের ৬৪৫০—৪২৭৫ পি নং নিম্ন-লিখিত বিজ্ঞাপন সাধারণের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশিত হইল ।

এ, ডি, ম্যাকার্থর,
লেপ্টেনেন্ট কর্নেল, আর, ই ।
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

জেনরল ডিপার্টমেন্ট ।

বোম্বাই কাসল, ১৮৯৭ সাল ২০এ নবেম্বর ।

৬৪৫০—৪২৭৫ পি নং ।—ব্যাপক পাড়া বিষয়ক ১৮৯৭ সালের ৩ আইনের ২ (৩) ধারামতে মন্ত্রিসভাধিকৃত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব কর্তৃক যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাহার পরিচালনা করিয়া মন্ত্রিসভাধিকৃত মহিমবর শ্রীযুত গবর্নর সাহেব এদনে আগত জলযানের প্রতি প্রযোজ্য মড়ক সংক্রান্ত নিম্নলিখিত কারান্টাইন বিধি কিস্তিকালের নিমিত্ত নির্দেশ করিলেন :—

- ১ বিধি ।—বগালো ও অন্যান্য দেশীয় জাহাজ সমেত যে সকল জলযান দূষিত কোন বন্দর হইতে এদনে উপস্থিত হয় সেই সকল জলযানের কাপ্তান বন্দরে প্রবেশ করিবার পূর্বে একটা হল্দি নিশান তুলিয়া দিবেন এবং রাত্রিকালে বন্দরে প্রবেশ করিলে প্রধান মাস্তুলে উপরি উপরি দুইটা লাল আলো দেখাইবেন এবং ঐ জলযান যে বন্দর হইতে আসিয়াছে সিগনাল দ্বারা তাহা জানাইবেন এবং নামাইবার অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত ঐ নিশান বা আলো নামাইবেন না । কোন দূষিত বন্দর হইতে আগত জলযানের পার্শ্বে গিয়া আড়কাটা যদি দেখেন যে পক্ষ নির্দিষ্ট নিশান তখনও তোলা হয় নাই তাহা হইলে তিনি ঐ নিশান তুলিতে আদেশ করিবেন ।
- ২ বিধি ।—পশ্চাল্লিখিত বিধানানুসারে না হইলে ঐ কাপ্তান কুলের সহিত কিম্বা অপর কোন জলযানের বা আড়কাটার নৌকা ভিন্ন অপর কোন নৌকার সহিত মৌখিক ভিন্ন অপর কোন সংস্রব হইতে দিবেন না । আড়কাটার নৌকার সহিতও এই মাত্র সংস্রব হইবে যে আড়কাটাকে তুলিয়া লওয়া হইবে । আড়কাটা বরাবর পুলের কাছে চলিয়া যাইবেন ।
- ৩ বিধি ।—দূষিত বন্দর হইতে যাত্রা করিবার তারিখ হইতে দশ দিন কাল উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন জলযানকে কুলের সহিত অবাধে সংস্রব করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না । যে জলযানে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তর নাই তাহা এদনে আগমনের তারিখ হইতে দশ দিন কাল অতীত না হওয়া পর্যন্ত ঐ অনুমতি পাইবে না । ঐ দশ দিন কাল উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এদনে থাকিবার কালে রেসিডেন্ট সাহেব এতদর্থে সাধারণ বা বিশেষ আদেশক্রমে কারান্টাইন সূত্রে লঙ্ঘন করায় থাকিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে যে স্থান নিরূপিত করেন জলযান সেই স্থানে থাকিবে । সংস্রব করিবার অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত কোন জলযান কুলের সহিত সংস্রব করিবে না ।
- ৪ বিধি ।—এদন যে জলযানের উদ্দিষ্ট স্থান সেই জলযান আসিলে রেসিডেন্ট সাহেব কর্তৃক তদর্থে নিযুক্ত কর্মচারী জলযানের পার্শ্বে গিয়া দূষিত বন্দর হইতে জলযানের যাত্রার কাল হইতে দশদিন কাল উত্তীর্ণ হইয়াছে কি না এই কথা নিবয় করিবেন । (ক) দূষিত বন্দর হইতে জলযানের যাত্রার পর দশদিন কাল উত্তীর্ণ হইয়া থাকিলে এবং জলযানে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তর থাকিলে এতদর্থে

the officer appointed for the purpose shall board the vessel and make such inquiries and inspection as he thinks necessary and may require a declaration on oath from the Medical officer of the vessel or the captain, or both, as to the existence of plague or suspected plague on board the vessel either during the voyage or before its departure. He shall then declare whether the vessel is "healthy," "suspected" or "infected," as defined in Rule VII. If he is satisfied that the vessel is "healthy," it shall be given pratique forthwith. If he declares it to be "suspected" or "infected," it shall be dealt with in the manner prescribed in Rule VII.

- (b) If on the arrival of a vessel it is ascertained that ten days have not expired since its departure from an infected port, or if it carries no qualified Medical officer, it shall be detained at the quarantine anchorage until, in the former case, ten days have expired since its departure from an infected port, or, in the latter case, ten days have expired since its arrival at Aden, after which the officer appointed for the purpose shall take the measures specified in clause (a) of this rule, and classify the vessel:

Provided, however, that the officer appointed for the purpose may, at any time before the expiration of the aforesaid period of ten days, make such inquiries and inspections as he thinks necessary, and if, as the result thereof, he comes to the conclusion that the vessel is "infected," he shall forthwith, and without waiting for the expiration of the ten days' period, order it to be treated as infected.

Rule V.—On the arrival of a vessel, which is onward bound, and which uses Aden as merely a port of call, the officer appointed for the purpose by the Resident shall go alongside and ascertain whether ten days have or have not expired since its departure from an infected port.

- (a) If ten days have expired since its departure from an infected port and if it carries a qualified Medical officer, and if the officer appointed for the purpose is permitted to make such inspection as he thinks necessary, and, as the result thereof and as the result of any inquiries he may make, is satisfied that the vessel is "healthy," the vessel shall be given "pratique." Otherwise it shall remain in quarantine at the anchorage appointed for the purpose by the Resident during its stay in port: no person shall be landed therefrom except at the quarantine camps appointed by the Resident, and no communication with the shore or with other vessels shall be allowed except the landing of mails in quarantine and the embarkation and disembarkation of passengers in quarantine.
- (b) If ten days have not expired since its departure from an infected port, or if it carries no qualified Medical officer

নিযুক্ত কর্মচারী জাহাজে উঠিয়া যেরূপ অমুসন্ধান ও পরিদর্শন কর
আবশ্যিক বোধ করেন সেইরূপ অমুসন্ধান ও পরিদর্শন করিবেন
এবং যাত্রার পূর্বে কিম্বা যাত্রার মধ্যে জলযানে মড়ক কিম্বা মড়ক
বলিয়া সন্দেহ হয় এমন কোন রোগ হইয়াছিল কি না তদ্বিষয়
জলযানের ডাক্তরকে কিম্বা কাপ্তানকে কিম্বা উভয়কেই শপথক্রমে
ব্যক্ত করিতে বলিতে পারিবেন। তাহার পর তিনি ৭ বিধির অর্থ-
নির্দেশ অমুসারে ঐ জলযান “স্বস্থ” কি “সন্দেহের কারণযুক্ত”
কি “দূষিত” তাহা ব্যক্ত করিবেন যদি তাহার এরূপ প্রতীতি হয় যে
জলযান স্বস্থ তাহা হইলে উহাকে অবিলম্বে কুলের সহিত সংশ্রব
করিবার অমুমতি দেওয়া যাইবে। যদি তিনি উহাকে “সন্দেহের
কারণযুক্ত” বা “দূষিত” বলিয়া ব্যক্ত করেন তাহা হইলে
উহার সম্বন্ধে ৭ বিধির নির্দিষ্ট প্রকারেকার্য্য করা যাইবে।

- (খ) কোন জলযান আসিলে যদি এরূপ নির্ণীত হয় যে কোন দূষিত বন্দর
হইতে উহার যাত্রার তারিখ হইতে দশ দিন কাল অতীত হয় নাই
কিম্বা যদি উহাতে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তর না থাকে তাহা
হইলে পূর্কোক্ত স্থলে দূষিত বন্দর হইতে যাত্রার তারিখ হইতে
দশ দিন কাল উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত এবং শেষোক্ত স্থলে এদনে
উপনীত হইবার তারিখ হইতে দশ দিন কাল উত্তীর্ণ না হওয়া
পর্য্যন্ত ঐ জলযানকে ক্লারাটাইনসূত্রে লঞ্জর করিয়া থাকিবার স্থানে
আটকাইয়া রাখা যাইবে। ঐ কাল উত্তীর্ণ হইবার পর এতদর্থে নিযুক্ত
কর্মচারী এই বিধির (ক) দফার নির্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করিবেন
এবং জলযানের শ্রেণী নির্দেশ করিবেন।

কিন্তু এতদর্থে নিযুক্ত কর্মচারী উপরোক্ত দশ দিন কাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে যে কোন সময়ে
যেরূপ অমুসন্ধান ও পরিদর্শন করা আবশ্যিক বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন
এবং উহার ফলস্বরূপ যদি তিনি এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে জলযান
“দূষিত” তাহা হইলে তিনি দশ দিন কাল উত্তীর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা না
করিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ জলযানকে “দূষিত” বলিয়া গণ্য করিবার আদেশ দিবেন।

৫ বিধি।—যে জলযান ঙারও দূরে যাইবে এবং যাহা কেবল মাত্র মাল প্রভৃতি নামাইবার
ও তুলবার নিমিত্ত এদন হইয়া যায় সেই জলযান আসিলে রেসিডেন্ট সাহেব
কর্তৃক এতদর্থে নিযুক্ত কর্মচারী জলযানের পাশ্বে গিয়া উহার দূষিত বন্দরহইতে
যাত্রার তারিখ হইতে দশ দিন উত্তীর্ণ হইয়াছে কি না ইহা নির্ণয় করিবেন।

- (ক) কোন দূষিত বন্দর হইতে উহার যাত্রার তারিখ হইতে দশ দিন উত্তীর্ণ হইয়া
থাকিলে এবং উহাতে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তর থাকিলে এবং তদর্থে
নিযুক্ত কর্মচারী যেরূপ পরিদর্শন করা আবশ্যিক বোধ করেন তাহাকে সেইরূপ
পরিদর্শন করিতে দেওয়া হইলে এবং ঐ পরিদর্শনের এবং তিনি যে অমু-
সন্ধান করেন তাহার ফলস্বরূপ ঐ কর্মচারীর জলযান স্বস্থ বলিয়া প্রতীতি
হইলে ঐ জলযানকে কুলের সহিত সংশ্রব করিবার অমুমতি দেওয়া যাইবে।
তাহা না হইলে বন্দরে অবস্থান কালে উহাকে লঞ্জর করিয়া থাকিবার নিমিত্ত
রেসিডেন্ট সাহেব কর্তৃক নিরূপিত স্থানে ক্লারাটাইনের নিয়মাধীনে থাকিতে
হইবে, রেসিডেন্ট সাহেব যে ক্লারাটাইনের ক্যাম্প নিরূপিত করেন তন্মু
অপর কোন স্থানে ঐ জলযান হইতে কোন লোক নামান হইবেনা এবং
ক্লারাটাইনের নিয়মাধীনে ডাক নামান কিম্বা আরোহী তোলা কি নামান
ভিন্ন কুলের সহিত কিম্বা অপর জলযানের সহিত অন্য কোনরূপ সংশ্রব
করিতে দেওয়া হইবে না।

- (খ) কোন দূষিত বন্দরহইতে উহার যাত্রার তারিখ হইতে দশ দিন উত্তীর্ণ হইয়া
না থাকিলে কিম্বা উহাতে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তর না থাকিলে বন্দরে

it shall remain in quarantine at the quarantine anchorage appointed for the purpose during its stay in port.

N.B.—No inspection of a vessel under Rules IV and V shall ordinarily be made except by daylight.

Rule VI.—These rules shall not prevent the transshipment, in quarantine, of passengers or other persons or mails or cargo from a vessel in quarantine to another, provided that thereafter the latter vessel shall be in quarantine.

Rule VII.—For the purposes of these rules a “healthy” vessel means—
“A vessel which has had no case of plague on board and which has left an infected port ten days or more previously.”

A “suspected” vessel means—

“Any vessel on board which there has been a case of plague at the time of departure or during the voyage, but on which no fresh case has occurred for twelve days.”

An “infected” vessel means—

“Any vessel with plague on board or on board which one or more cases have taken place within twelve days.”

The only measures which the authorities of the Port of arrival may enforce with regard to “healthy” vessels are those which are prescribed for “suspected” vessels (medical inspection, disinfection, pumping out the bilge-water and the substitutions of good drinking water for the water on board) except that the measures prescribed for the disinfection of the vessel itself may not be enforced in the case of healthy vessels.

The following treatment is prescribed for “suspected” and “infected” vessel, respectively:—

Suspected vessels are subject to the following measures, which will be carried out under the orders and supervision of the officer appointed for the purpose.

1.—Medical inspection.

2.—Disinfection; the soiled linen and personal effects of the crew and passengers, which in the opinion of the officer appointed for the purpose may be regarded as contaminated, should be disinfected.

3.—Pumping out the bilge-water after disinfection, and the substitution of good drinking water for the water stored on board.

4.—Disinfection of all parts of the vessel which have been inhabited by plague patients, and any other measures of disinfection that may be ordered by the officer appointed for the purpose.

A watch should be kept over the health of the crew and passengers for ten days from the date of arrival of the vessel; and

the crew should not, without the special permission of the officer appointed for the purpose, be allowed to land, except on duty.

Infected vessels are subject to the following rules:

1.—The sick will be immediately disembarked and isolated.

2.—The other persons on board should also, if possible, be disembarked and kept under observation or surveillance* for a period varying according to the sanitary condition of the vessel and the date of the last case, but which must not exceed ten days.

* The expression ‘observation’ means segregation of the passengers, either on board a vessel or in a lazaretto, till they have obtained *free pratique*. The expression ‘surveillance’ means that the passengers will not be isolated; they will at once obtain *free pratique*, but on arriving at their destination they will be kept under medical surveillance.

অবস্থান কালে এতদর্থে কারাণ্টাইনসূত্রে লঙ্কর করিয়া থাকিবার নিমিত্ত যে স্থান নিরূপিত হয় সেই স্থানে কারাণ্টাইনের নিয়মাধানে উহা থাকিবে ।

মন্তব্য ।—৪ ও ৫ বিধি অনুসারে জলযানের পরিদর্শন সাধারণতঃ দিবা ভিন্ন অন্য সময়ে হইবে না ।

৬ বিধি ।—এই সকল বিধিবশতঃ কারাণ্টাইনের নিয়মাধীন এক জলযান হইতে অপর জলযানে আরোহী কিম্বা অন্য ব্যক্তি কিম্বা ডাক বা মাল স্থানান্তরিত করিবার প্রতিবন্ধক হইবে না । কিন্তু ঐরূপ স্থানান্তরিত করিবার পর শেষোক্ত জলযান কারাণ্টাইনের নিয়মাধীন হইবে ।

৭ বিধি ।—এই সকল বিধির অভিপ্রায়ার্থ “সুস্থ” জলযান বলিতে—

“যে জলযানে কোন ব্যক্তির মড়ক হয় নাই এবং যাহা দশ দিন বা তদপেক্ষা অধিক দিন পূর্বে কোন দূষিত বন্দর ছাড়িয়া আসিয়াছে সেই জলযান” বুঝাইবে ।

“সন্দেহের কারণযুক্ত” জলযান বলিতে—

“যাত্রা করিবার সময় বা যাত্রার মধ্যে যে জলযানে কোন ব্যক্তির মড়ক হইয়াছে কিন্তু যাহাতে বার দিনের মধ্যে নূতন কোন ব্যক্তির মড়ক হয় নাই সেই জলযান” বুঝাইবে ।

“দূষিত” জলযান বলিতে—

“যে জলযানে মড়ক ক্রান্ত ব্যক্তি আছে কিম্বা যাহাতে বার দিনের এক বা অধিক ব্যক্তি মড়কক্রান্ত হইয়াছে সেই জলযান” বুঝাইবে ।

“সন্দেহের কারণযুক্ত” জলযানের নিমিত্ত যে সকল ব্যবস্থা (অর্থাৎ ডাক্তরের পরিদর্শন, দোষশূন্য করণ ডহরার জল পম্প করিয়া ফেলন এবং জলযানে যে জল আছে তৎপরিবর্তে ভাল পানীয় জল গ্রহণ) নির্দিষ্ট হইল যে বন্দরে জলযান আগমন করে তাহার কর্তৃপক্ষেরা কোন “সুস্থ” জাহাজ সম্বন্ধে কেবল সেই সকল ব্যবস্থাই করিতে পারিবেন । কিন্তু সুস্থ জলযানের বেলা দোষশূন্য করণার্থ ব্যবস্থা কার্যে পরিণত করিতে পারা যাইবে না ।

“সন্দেহের কারণযুক্ত” ও “দূষিত” জলযানের নিমিত্তক্রমান্বয়ে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইল :—
সন্দেহ জলযান নিম্নলিখিত ব্যবস্থার অধীন হইবে । এতদর্থে নিযুক্ত কর্মচারির আদেশানুসারে ও তত্ত্বাবধানে এই সকল ব্যবস্থা কার্যে পরিণত করা হইবে ।

১ । ডাক্তরের পরিদর্শন ।

২ । দোষশূন্য করণ ; এতদর্থে নিযুক্ত কর্মচারিরমতে মালা এবং আরোহীদিগের যে সকল কামিজ প্রভৃতি এবং নিজস্ব সম্পত্তি দূষিত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে তাহা দোষশূন্য করিতে হইবে ।

৩ । দোষশূন্য করিবার পর ডহরার জল পম্প করিয়া ফেলন এবং জাহাজে যে জল আছে তৎপরিবর্তে ভাল পানীয় জল গ্রহণ ।

৪ । মড়কক্রান্ত ব্যক্তিগণ যে যে অংশে থাকিয়াছেন সেই সেই অংশ দোষশূন্য করণ এবং এতদর্থে নিযুক্ত কর্মচারী দোষশূন্য করণ সম্বন্ধে অপর যে ব্যবস্থার আদেশ করেন তাহা ।

জলযান আসিবার তারিখ হইতে দশ দিন কাল মালা এবং আরোহীদিগের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখিতে হইবে, এবং

এতদর্থে নিযুক্ত কর্মচারির বিশেষ অনুমতি ব্যতীত কর্তব্য কর্ম করিবার উদ্দেশ্যে ভিন্ন অপর কোন উদ্দেশ্যে মালাদিগকে কূলে নামিতে দেওয়া হইবে না ।

দূষিত জলযান নিম্নলিখিত নিয়মের অধীন হইবে :—

১ । পাদিত ব্যক্তিদিগকে অবিলম্বে জলযান হইতে নামাইয়া পৃথক রাখিতে হইবে ।

২ । সম্ভব হইলে জলযানস্থ অপর ব্যক্তিগণকেও জাহাজ হইতে নামাইয়া পরিদর্শনাধানে অথবা নজর বন্দিতে * রাখা হইবে । পরিদর্শনাধানে ও নজর বন্দিতে রাখিবার ঐ কাল জলযানের স্বাস্থ্যের অবস্থানুসারে এবং শেষ রোগ হইবার তারিখ অনুসারে কম বেশী হইবে কিন্তু কোন ক্রমেই দশ দিন অধিক হইবে না ।

* ‘পরিদর্শন’ বলিতে সংস্পর্শ করিবার অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত আবেগগণকে জলযানে কিম্বা হাঁস্পাতালে পৃথক করিয়া রাখন বুঝাইবে । ‘নজর বন্দি’ বলিতে এই বুঝাইবে যে আবেগগণকে পৃথক করিয়া রাখা হইবে না এবং তাহা-
দিগকে অবিলম্বে সংস্পর্শের অনুমতি দেওয়া হইবে কিন্তু উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলে তাহাদিগকে ডাক্তারের নজরবন্দিতে রাখা যাইবে ।

3.—The soiled linen and personal effects of the crew and passengers, which in the opinion of the sanitary authority of the port may be considered as *infected*, will be disinfected.

4.—The bilge-water will be pumped out after disinfection, and good drinking-water will be substituted for the water stored on board.

5.—All parts of the vessel which have been inhabited by plague patients should be disinfected, and such other measures of disinfection shall be taken as may be ordered by the officer appointed for the purpose.

Rule VIII.—The Resident shall have full power, subject to any orders that may be issued by the Government of Bombay, to make regulations or pass orders regarding the administration of quarantine camps and hospitals, whether ashore or afloat, and regarding quarantine anchorages, and all persons concerned shall be bound to obey such regulations and orders. Any vessel objecting to submit thereto or to any of the measures indicated in these rules, shall, however, be free to put back to sea.

Rule IX.—Any mails or cargo which may be brought by any vessel arriving from an infected port shall be landed under such precautions as the officer appointed for the purpose may deem necessary to prevent the spread of the disease.

Rule X.—It will be the duty of the Port Officer to facilitate the conveyance to all vessels in quarantine of such supplies of provisions, stores and other articles as may be required by those on board. Such supplies will be placed on the boats of the vessels in quarantine to be subsequently removed by members of their crews.

Rule XI.—All vessels arriving at Aden, which may have communicated with vessels coming from an infected port, shall be subjected to the same rules as vessels arriving at Aden from an infected port.

Rule XII.—All vessels which have undergone medical inspection and quarantine in the manner above prescribed, should have the fact clearly stated on their bills of health.

By order of His Excellency the Right Honourable the Governor in Council,

A. C. LOGAN,
Acting Secretary to Government.

৩।—মালা এবং আরোহীদিগের যে কামিজাদি বস্ত্র এবং নিজস্ব সম্পত্তি বন্দরের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের মতে দূষিত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে তাহা দোষশূন্য করিতে হইবে।

৪। দোষশূন্য করিবার পর ডহরার জল পম্প করিয়া ফেলিতে হইবে এবং জলখানে যে জল আছে তৎপরিবর্তে ভাল পানীয় জল গ্রহণ করিতে হইবে।

৫। মড়কাক্রান্ত ব্যক্তিগণ জলখানের যে যে অংশে থাকিয়াছেন সেই সেই অংশ দোষশূন্য করিতে হইবে এবং এতদর্থে নিযুক্ত কর্মচারী-দোষ শূন্যকরণ সম্বন্ধে অপর যে ব্যবস্থার আদেশ করেন তদনুসারে কার্য করিতে হইবে।

৮ বিধি।—বোম্বাই গবর্ণমেন্ট যে আদেশ করেন তাহার অধীন হইয়া কুলস্থ কিম্বা জলখানেরা উপস্থিত ক্লারান্টাইনের ক্যাম্প এবং হাঁস্পাতালের কায্যনির্বাহ সম্বন্ধে এবং ক্লারান্টাইন সূত্র লঙ্ঘন করিয়া থাকিবার স্থান সম্বন্ধে ব্যবস্থা ও আদেশ করণার্থ রেসিডেন্ট সাহেবের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে এবং সম্পর্কযুক্ত সকল ব্যক্তিকে ঐরূপ ব্যবস্থা ও আদেশ পালন করিতে হইবে। কিন্তু কোন জলখান ঐ সকল ব্যবস্থা ও আদেশের এবং এই সকল বিধিতে সূচিত ব্যবস্থার অধীন হইতে আপত্তি করিলে সেই জলখানকে সমুদ্রে বাহির হইয়া যাইতে দেওয়া যাইবে।

৯ বিধি।—কোন দূষিত বন্দর হইতে আগত জলখান কর্তৃক যে ডাক বা মাল আনীত হয় তাহা এতদর্থে নিযুক্ত কর্মচারী রোগের প্রচার নিবারণার্থ যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যিক বোধ করেন সেইরূপ সতর্কতা সহকারে জাহাজ হইতে নামাইতে হইবে।

১০ বিধি।—ক্লারান্টাইনের নিয়মাধীন জলখান সমূহে যে সকল লোক থাকেন তাহাদের যে খাদ্য ও অন্য দ্রব্যের প্রয়োজন তাহা ঐরূপ সকল জলখানে লইয়া যাইবার সুবিধা করিয়া দেওয়া বন্দরের কর্মচারীর কর্তব্য কর্ম হইবে। উক্ত দ্রব্যাদি ক্লারান্টাইনের নিয়মাধীন জলখান সমূহের বোটে রক্ষিত হইবে এবং পরে উক্ত জলখানের মালা তাহা উঠাইয়া লইয়া যাইবে।

১১ বিধি।—এদনে আগত যে সকল জলখান দূষিত বন্দর হইতে আগত জলখানের সহিত সংস্রব রাখিয়াছে তাহাদের দূষিত বন্দর হইতে এদনে আগত জলখান সমূহ যে নিয়মের অধীন হইবে সেই নিয়মের অধীন হইতে হইবে।

১২ বিধি।—যে সকল জলখান পূর্ননির্দিষ্ট প্রকারে ডাক্তরের পরিদর্শনের এবং ক্লারান্টাইনের অধীন হইয়াছে তাহাদের স্বাস্থ্যের সার্টিফিকেটে ঐ কথা স্পষ্ট করিয়া লিখিত থাকিতে হইবে।

মহিমবর প্রকৃত মান্যবর মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের আদেশক্রমে,

এ, সি, লোগান,

গবর্ণমেন্টের এক্টিং সেক্রেটারী।



গবৰ্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, DECEMBER 28, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৮ ডিসেম্বর।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আদেশ।

 ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

 MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 5635M.—The 16th December 1897.—Whereas a notification No. 779T.M., dated the 22nd September 1897, was published at page 221, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 29th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of Part IX of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as modified up to November 1896, to the Kandi Ward of the Kandi Municipality, in the district of Murshidabad, and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 221 of the Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Kandi Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the above provisions of the Municipal Act to the said Municipality.

H. H. RISLEY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

No. 5638M.—The 16th December 1897.—Whereas a notification No. 802T.M., dated the 22nd September 1897, was published at page 221, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 29th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of Part X of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as modified up to 1st November 1896, to the Pirojpur Municipality, in the district of Backergunge, and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 221 of the Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Pirojpur Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the above provisions of the Municipal Act to the said Municipality.

H. H. RISLEY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

মুন্সিপল ও স্থানীয় ।

বিজ্ঞাপন ।

৫৬৩৫ এম, নম্বর ।—১৮৯৭ সাল ১৬ ডিসেম্বর ।—মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত কান্দি মুন্সিপালিটার কান্দি ওয়ার্ডে ১৮৯৬ সালের নবেম্বর মাস পর্যন্ত সংশোধিত বঙ্গদেশের মুন্সিপালিটি বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ৯ম খণ্ডের বিধান প্রচলিত করণার্থ শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ২২ সেপ্টেম্বর তারিখের ৭৭৯ টি, এম নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ২৯ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১৪ খণ্ডের ২২১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রতি উক্ত আইনের ২২১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া এবং কান্দি মুন্সিপালিটার সভাগত কমিশনরদের অনুরোধক্রমে মুন্সিপল আইনের উক্ত বিধান উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রচলিত করিবার অনুমতি দিলেন ।

এচ, এচ, রিসলী,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

৫৬৩৮ এম, নম্বর ।—১৮৯৭ সাল ১৬ ডিসেম্বর ।—বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পিরোজপুর মুন্সিপালিটিতে ১৮৯৬ সালের ১ নবেম্বর মাস পর্যন্ত সংশোধিত বঙ্গদেশের মুন্সিপালিটি বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ১০ম খণ্ডের বিধান প্রচলিত করণার্থ শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ২২ সেপ্টেম্বর তারিখের ৮০২ টি, এম, নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ২৯ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১৪ খণ্ডের ২২১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রতি উক্ত আইনের ২২১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া এবং পিরোজপুর মুন্সিপালিটার সভাগত কমিশনরদের অনুরোধক্রমে মুন্সিপল আইনের উক্ত বিধান উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রচলিত করিবার অনুমতি দিলেন ।

এচ, এচ, রিসলী,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, DECEMBER 28, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৮ ডিসেম্বর।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইহা তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা বাকরগঞ্জ।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত নির্ধারিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সনের ১ আগস্ট সেপ্টেম্বর কিস্তির তলবী বাক রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সনের ৫ জুলাই তারিখ মোং ১৩০৪ সনের ২২ পৌষ বুধবার নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ সাল তারিখ ১৩ নবেম্বর।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ডৌজির নম্বর।	মহাল ও পবগণাব নাম।	সম্পূর্ণ মহা- লেব সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৪৫৪৬	পদ্মা ওরফে রম- জানপুর পং কাশীম- পুর সেহলাপট্টী।	৫৩৮৩)	সম্পূর্ণ মহা- লের মালিকী স্বত্ব নিলাম হইবে।	হরকুমার সেন গং	২০২৪)
৪৬০৫	চর সমসদী বালি- গাও পং সায়েস্তা- নগর।	১৪৪৫)	ঐ	দক্ষিণাকুমার রায় চৌধুরী গং।	৭৪৮/৮
৪৭৪৮	চর জঙ্গলা পং উত্তর সাবাজপুর।	৭৮৪)	ঐ	হরিমোহন ঘোষাল	৯৮)
১৭২৫	মৌজা চিকনোকান্দী পং চন্দ্রদ্বীপ।	এজমালী— ১০৪১/৭ = ১ ৮	অশ্বিনী কুমার দত্ত গং।	১৩১৯৬৭	২৮১৬/৮
১৯২৪	তালুক বিশ্বনাথ সেন পং খাঞ্জাবাহাদুর- নগর।	৫৭০১/১১১১	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।	রামনারায়ণ সেন গং	১৪২১/৮
১৯২৭	তালুক ফতে মাছামুদ পং খাঞ্জাবাহাদুর- নগর।	৭৩৮/৯	ঐ	রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী গং।	৯২/৮
১৬৭৭	তালুক সৌজুদ্দিন খাঁ গং পং বোজরগো- মেদপুর।	এজমালী— ৬১/১৫ গঙা অংশ নিলাম হইবে। এত- দ্ব্যতীত অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী গং।	১০৪৩৬/৪	২৩১/১১১১

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের মদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের মদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৫১৪৫	কিশমত তেওতা, পাওতা, রূপার-জোর গং পং বোজরগোমেদ-পুর।	৫১৪৯০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।	দেবনাথ দত্ত চৌধুরী গং।	৯৯৫/১১
২৭০৮	জমিদারী পং উত্তর সাবাজপুর।	১৪৯৪/৫	ঐ	আনন্দ চন্দ্র রায় গং।	১৩১/৪
১৯১৬	১০ গাঙা জমিদারী তপ্পে হাবেলী সীলিমাবাদ।	১০৪৫/১১	ঐ	সৌদামিনী গুপ্তা গং।	১১১/৫১
৫২৫৬	চর উমেদ মহালাধীন ৬৪ নং যোত পং জর্জীরা।	৯৫৮/৩	সম্পূর্ণ যোত নিলাম হইবে।	হরিচরণ হাওলাদার গং।	২৩৫/৩
৫২৪৩	চর পদ্মা মহালাধীন ১ নং গরমকররি তালুক গুপিরুগ বন্দোপাধ্যায় পং দক্ষিণ সাবাজপুর।	৪০৭৩/৫	সম্পূর্ণ তালুক নিলাম হইবে।	বিহারী লাল রায় চৌধুরী।	৫৪১)

টীকা।—যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

B. BELL,
Offg. Collector.

জিলা ঢাকা।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গাইতেছে যে ঢাকা জিলায় অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সালের ৬ই জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের মদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের মদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৪	পং বন্দরখোনা মং মায়ুদরাজা।	১৬৭০/৬০ ১০।	অবশিষ্ট	শশীকুমার পোদ্দার গং।	৯১৬।/২৬	২৬৭।/২।
৯০১৩	চর মুজাপুরের মধ্য-গত সালিনা ওরফে চক হরিচরণ।	৭৪২)	ষোলআনী	রুক্ষচন্দ্র সাহা গং	১৭৮/৬০

জেলা বাঁকুড়া।

নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাঁকুড়া জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সৰ্ব্ব অল্পসারে উক্ত বাঁকুড়া জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৮ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখ মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২০শে মাঘ তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক।

খরিদারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সৰ্ব্ব সকলে বাধ্য হইতে হইবে,—

নিলামের সৰ্ব্ব।—

- প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ত্ব খরিদারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবে।
- দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এই ক্ষণে যে সকল পাট্টা বর্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভিনিউ কার্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ত্ব স্বীকার করিতে খরিদারগণ বাধ্য হইবে।
- তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।
- চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০ টাকার উর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পক্ষ উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়কারি খরিদারের দায়িত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পর্বগণার নাম।	একরের হিসাবে যত- দূর খানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ।	গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব যাহা ধার্য হই- য়াছে।	মন্তব্য।
৮০	আমরাণী পরগণে বিষ্ণুপুর	মোট মহালের ৩ কাগ অংশ।	১০ চারি আনা দশ- পাই মাত্র।	খানা বিষ্ণুপুর সামিল ভাগেদিখা গ্রাম- নিবাসী দিনময়ী দেবীর বিরুদ্ধে ১৮৯৫ ৯৬ সালের ৭৩৯ নং সার্টফিকেট জারিতে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশ্য নিলামে খরিদ করা হইয়াছে।

কালেক্টরর কাছারি,
জেলা বাঁকুড়া,
তারিখ ২০শে নবেম্বর ১৮৯৭।

G. E. MANISTY.

Collector.

জিলা নদীয়া ।

নিলামি বিজ্ঞাপন ।

এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্নমেন্টের যে মালিকিস্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত নদীয়া জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৮ সনের ১০ই জ্যাম্বারি তারিখ মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২৭শে পৌষ তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক ।

খরিদারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে । —

নিলামের সর্ত্ত ।—

প্রথম । নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে । এই মহালের খরিদারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্নমেন্টের যে মালিকিস্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবে ।

দ্বিতীয় । চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণে যে সকল পাট্টা বর্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভে-নিউ কার্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদারগণ বাধ্য হইবে ।

তৃতীয় । নিলামি মূল্য ১০০ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে ।

চতুর্থ । নিলামি মূল্য ১০০ টাকার উর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পক্ষ উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়কারি খরিদারের দায়ীত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে ।

ক্রমিক নং ।	মহাল ও পরগণার নাম ।	একবেব হিসাবে যতদূর জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ ।	গবর্নমেন্টের বাজস্ব যাচা ধায়া হই- য়াছে ।	মন্তব্য ।
১০৯৭	সিমুলিয়া পরগণে শ্রীনগর	একর— ২০.৮৬ অর্থাৎ ৬৩/২১ বিঘা ।	টা: আ: পা: ১৬, ০ ০	

কালেক্টরের কাছারি

জিলা নদীয়া

তারিখ ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৯৭ সাল ।

L. A. ROSSITER,
For Collector.

জিলা নোয়াখালি।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩, ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ১১ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮। ৪ জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘর কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌমিক নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহা- লেব সদর ক্রমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, ঐ অংশের সদর ক্রমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২১১	বামনৌ জমিদারী চাকলে বামনৌ।	১১১০৭,	সম্পূর্ণ	বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মেনেজার অব মিস কোর্ডন ফোর্ট ও বাবু রঘুনাথ প্রসাদ তেওয়ারি গং।	...	৫০৫৫।।/১১
খাস মহাল টেনিউর —								
১৫৫১	চর শুলুকিয়ার ৯ নং গং মং হাওলা আবদুল রহমান।	৬১৮৫৬	সম্পূর্ণ	ওয়াজদিন ঘাট- মাজি।	১৪৯৬/৫
১৬৬২	চর মঘধরা গং মং হাওলা আজম- ভুল্লা গং ৮০ নং দখল।	৭০৮৫৬/৭	ঐ	ত্রৈলোক্যনাথ গুহ অভিভাবক জানিবে সচিনাথ গুহ।	১০০।।২
১৬৭১	চর গাজির ১ নং দখল।	২০২৭।।৮	ঐ	জমিয়ত আলি	৪৮৭।০
১৬৭১	ঐ চরের ২ নং দখল	১৫৫৯।।১১	ঐ	ঐ	৩৭৩।/৬
১৬৮৬	চর আলেকজেন্ডারের ১ নং গং মং হাওলা।	৫৪০৫/৭	ঐ	নবকুমার বসু	১৩৬৬/৯
১৬৮৬	ঐ চরের ২ নং গং মং হাওলা।	৬৪৯৫৯	ঐ	ঐ	১৭০।/৯

S. K. AGASTI.
Collector.

জিলা বর্ধমান।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৯৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বর্ধমান জিলায় অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সালের জুন কিস্তির বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত আগামী ১৮৯৮ সালের ৫ জাম্বুয়ারি তারিখে বেলা ১২টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌমিক নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহা- লের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বি- শেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৭২	মহাল পাটুলী পর- গণা পাটুলী।	৫৭৮৬৬৩	কেবল মূল মহাল নিলাম হইবে অন্যান্য অংশ নিলাম হইবে না।	নবিনচন্দ্র চৌধুরী দিং।	২৮৯৩/১০	৪৪৫

টীকা।—যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

C. FISHER,
Collector.

জিলা বীরভূম।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৯৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বীরভূম জিলায় অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সালের ১১ই জাম্বুয়ারি তারিখে বেলা ১টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌমিক নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৩৪ নং	আমড়াপালন পর- গণা ষট্কা থানা সিউড়ী।	৫৭৭৬৬০	এজমালি অংশ— দেবীপুর, দড়ি- বাজে জমি বাজে আপ্তি, দেবীপুর, জঙ্গল জমা ও আমড়াপালন মো- জুময় রকম ষোল আনা, এই অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	সুরেন্দ্র নারায়ণ সেন দিগর।	৫৪৬৬৬০	৩৬/৭

টীকা।—যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও উপরি লিখিত অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।

BIRBHUM COLLECTORATE.
Dated Suri, the 18th November 1897.

F. N. FISHER,
Collector.

জেলা ত্রিপুরা।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন খ।

৬৫৫ নং—

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৫ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে যদি নিম্নের লিখিত বাকী রাজস্ব আগামী রাজস্ব দিবস শেষ দিনে অর্থাৎ ১৮৯৮ ইং ১২ জাম্ময়ারি তারিখে বা তৎপূর্বে না দেওয়া হয় তাহা হইলে ত্রিপুর জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকিসে উক্ত বাকী রাজস্বের জন্য ১৮৯৭ ইং ২৫শে মার্চ তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইং ৩ ডিসেম্বর ১৮৯৭।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	যে দাবির অংশ নিলাম হইলে তাহার প্রকার ও পরিমাণ।
১৯৩৩	য়েয়াদি বন্দোবস্তী জোয়ার দৌল-তপুর পং বর-দাখাত ১২৬১ সন হইতে ১৩১০ পর্যন্ত ৫০ বৎসর।	১৩৭৯৮ (১°)	সম্পূর্ণ	উমা নাথ ঘোষ গং	১৭৮০/৬	দেওয়ানী আদালত কর্তৃক ক্রোকী মহাল ১৮৯৭ ইং ২৮শে সেপ্টেম্বরের দেয় বাকী ১৭৮০/৬ পাই।

টীকা।—যে স্থলে উপরোক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিম্ন লিখিত হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

যে প্রকারের বাকির এই ইস্তাহাবের ফারম বাবত হইবে তাহা আইনের ৫ ধারাতে উল্লিখিত আছে এবং তদনুসারে ১০ ঘরের বিবরণ লিখিতে হইবে।

TIPPERA COLLECTORATE,
The 7th December 1897.

J. KENNEDY,
Collector.

জেলা রাজশাহী।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে রাজশাহী জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ ইং ১১ই জাম্ময়ারি মোঃ ১৩০৪ বাং ২৮ পৌষ তারিখ মঙ্গলবার বেলা ২। ২টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৩৪ নং ৬ হিসাব বিশেষ নং ১।	হাটরা দিগর পরগণা তেগাছী।	২৩০৮৮°	* ১১০° আনা..	ধনরাজ মল ওরফে ঝড়ু বাবু বজাজ হীরালাল বাবু বজাজ গিরীধারী বজাজ।	৫৮১৮°	১°

* উল্লিখিত অংশ ব্যতীত অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হইবে না।

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে উক্ত বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশ নিম্নলিখিত হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

RAJ-SHAHI COLLECTORATE,
The 7th December 1897.

R. S. GREENSHIELDS,
Collector.

জিলা ২৪ পরগণা।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে নিম্নলিখিত জমিদারি মহালের সন ১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বর কিস্তির রাজস্ব ২৮ সেপ্টেম্বর সূর্যাস্ত পর্যন্ত দাখিল না হওয়ায় ঐ সমস্ত মহাল সন ১৮৯৯ সালের ১১ আইনমতে সন ১৮৯৮ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখে জেলা ২৪ পরগণার কালেক্টারিতে বেঞ্জর নিলামে ধরা যাইবেক।

১। প্রথম শ্রেণীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহাল।—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক্রমিক নম্বর।	তোজীর নম্বর।	পরগণা ও মহালের নাম।	পূর্বা মহালের সদব জমা।	পূর্বা মহাল বিক্রয় হইবে কিনা।	যদি একটি অংশ বিক্রয় হয় তবে সেই অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি নিলাম হইবেক তাহার মালিকের নাম।	যদি একটি অংশ বিক্রয় হয় তাহার সদব জমা।	যদি পূর্বা মহাল বিক্রয় ক্রমেতে হয় তাহার বাকিব পরিমাণ।	যদি অংশ বিক্রয় ক্রমেতে হয় তাহার বাকিব পরিমাণ।
১	৫৩	পং মাগুরা কিং রামেশ্বরপুর।	৩১২৬/৫	...	মোঁজে চাকারবেড়ে " পাকতিপুর, " রায়পুর, " রামচন্দ্রপুর, এই চারি মোঁজায় ১৮- ৥ = ক্রান্তি বাদে অবশিষ্ট ৥/১৯।— ক্রান্তি। মোঁজে রামেশ্বরপুর ৮/৬৮ কাগ বাদে অবশিষ্ট ৮/৩৮ কাগ আলীপুর প্রভৃতি অবশিষ্ট ১৪ মোঁজায় ১৬ আনা।	বাঁকে বিহারি লাল মণ্ডল।	২১৬২/৩১ ২	২২/৬
২	৮৫	পং মাগুরা কিং আবগাছিয়া দিং।	৯৮৪৮/৭	...	মোঁজে চক কাঁটালে ১৮০ বাদে ১৮০ আনা। মোঁজে বাবনপুর ও নোনা প্রত্যেক মোঁ- জায় ৮/১১ বাদে অবশিষ্ট ৮/১৮। আনা। অবশিষ্ট আবগাছিয়া দিং ৭ মোঁজার প্রত্যেক মোঁজায় ১৬ আনা।	জগৎচন্দ্র রায় চৌধুরী দিং।	৮৬১১/১০	১৭৮/৫
৩	১৫৯	পং মাগুরা কিং ইন্দ্রপালা দিং।	৮৪৫৮/৩ ৬ ৪	পুরা মহাল।	মানদাশুন্দরী দেবী দিং।	৭৩১/১০
৪	৩৪১। ৯	পং ঘড় দিং কিং রায়পুর।	৬৭৪২/১ ১ ২	...	৮/৬। = ক্রান্তি বাদে অবশিষ্ট ৮/৩।— ক্রান্তি।	বাঁকে বিহারি লাল মণ্ডল।	১১২৩৮০	১৩৮।/৮
৫	৩৮৫	পং আজিমাবাদ কিং হুদারস- খালি দিং।	১৯৪২/৪। ১ ২	...	৩৩ মোঁজার মধ্যে ৩২ মোঁ- জায় ৮/৫ আনা বাদে অবশিষ্ট ১৫ গাণ্ডা।	বাঁকে বিহারি লাল মণ্ডল।	৯০০/৭।	৯২/৬
৬	৩৯২	পং আজিমাবাদ কিং হুদাজয়- চণ্ডিপুর।	৮৩১৩/৮ ৮	...	৮/৬। = ক্রান্তি বাদে অবশিষ্ট ৮/৩।— ক্রান্তি।	বিশ্বেশ্বর লাল।	১৩৮৫।/২	২৫৩।/১১।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক্রমিক নম্বর।	ভৌগোলিক নম্বর।	পর্বগণা ও মহালের নাম।	পুরা মহালের সদর জমা।	পুরা মহাল বিক্রয় হইবে কিনা।	যদি একটি অংশ বিক্রয় হয় সেই অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি নিলাম হইবেক তাহার মালিকের নাম।	যদি একটি অংশ বিক্রয় হয় তাহার সদর জমা।	যদি পুরা মহাল বিক্রয় করিতে হয় তাহা বিক্রির পারমাণ।	যদি অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার বিক্রির পরিমাণ।
৭	৩৯২।	পং আজিমাবাদ কিং হুদাজয়-চণ্ডিপুর।	৮৩১৩।৮	...	৮/৬। = বাদে অবশিষ্ট ৮/১৩। - ক্রান্তি।	বাকি বিহারি লাল মণ্ডল দিং।	১৩৮৫।/০	২৫৩।৩
৮	৪০১	পং আজিমাবাদ কিং হুদা রাম-কৃষ্ণপুর দিং।	৮৯৪১।৮	...	৮/৯। = ক্রান্তি বাদে অবশিষ্ট ৮/১০। - ক্রান্তি।	বাকি বিহারি লাল মণ্ডল দিং।	৮৪৭।/১০	৯১৮।/৭।
৯	১৫২১	পং বালিয়া কিং দৌলতপুর।	১৮২৫।	পুরা মহাল।	চণ্ডিলাল সিং দিং	৩৬।/৩

আলিপুর,

সন ১৮৯৭। ১৮ ডিসেম্বর।

CHUNDER NARAIN SINGH,

For Collector

জিলা নদীয়া।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নদীয়া জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সালের ১০ জাম্বয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ধরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ভৌগোলিক নম্বর।	মহাল ও পর্বগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কিনা।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১	মহাল আলমপুর পরগণে আলমপুর।	৯২৯৬৬।/৮ পুলিস ১০৪৯।/৫	না	১।০ নং অংশ ৮/৬৪।/০/১০ উক্ত অংশ ব্যতীত অন্য অংশ বিক্রয় হইবেক না।	কালী প্রসন্ন ঘোষ	৪২৬৩৭/৩ পুলিস ৪৮২।/৫	২৩১।/৮
১৬৭নং	মহাল দুবড়া পরগণে পাচ নউর।	১৯৪১৩।/১ পুলিস ২১৩।/৮	না	১৬৭।২ নং অংশ ১/১৪।১৬।/০ উক্ত অংশ ব্যতীত অন্য অংশ বিক্রয় হইবে না।	সারদা প্রসাদ হুর ভবানী প্রসাদ হুর, অন্নপূর্ণা দাসী দিগর।	২০০৬৮৩ পুলিস ২২/৩	৭।/০

E. A. GAIT,

Collector.

জিলা নোয়াখালী।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ও ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ১১ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জিলায় অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮। ৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ধরে কোন অংশ আত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ডোজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কিনা।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২১১	বামনী জমিদারি চাকলে বামনী।	১১,১০৭)	সম্পূর্ণ	বাবু উপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত মেনেজার মিস কোর্জেন ফেট ও বাবু রঘুনাথ প্রসাদ তেওয়ারি ও গং।	রাজস্ব— ৪২৫১০ ছেছ ৬৮১৬/২ ৪৯৩২১৬/২
১৫৫১	চর শুলুকিরার ৯ নং গং মং হাওলা আবদুল রহমান।	৬১৮৬৬	ঐ	শাস মহাল টেনিউর— ওয়াজদ্দিন ঘাটমাজি	রাজস্ব— ১৩৫১/৫ ছেছ ১৩৬/
১৬৬২	চর মঘধরার গং মং হাওলা আজমতুল্লা গং ৮০ নং দখল।	৭০৮৬০/৭	ঐ	ত্রৈলোক্যনাথ গুহ অভিতাবক পক্ষে সচিনাথ গুহ গং।	রাজস্ব— ৮০, ছেছ ২০১১২ ১০০১১২
১৬৭১	চর গাজির ১ নং দখল।	২০২৭১/৪	ঐ	শ্রীজমিয়তালী	রাজস্ব— ৪৪৩১/৬ ছেছ ৪৩৬/৬
১৬৭১	চর গাজির ৩ নং দখল।	১৫৫২১/১১	ঐ	ঐ	রাজস্ব— ৪৮৭১০ ৬৪২৬/২ ছেছ ৩১/২
১৬৮৬	চর আনেকজেওয়ারের ১ নং গং মং হাওলা।	৫৪০৬/৭	সম্পূর্ণ	শ্রীনবকুমার বসু	৩৭৩১/৬ রাজস্ব— ১১৮০ ছেছ ১৮/২
১৬৮৬	চর আনেকজেওয়ারের ২ নং গং মং হাওলা।	৬৪৯৬২	ঐ	ঐ	১৩৬৬/২ রাজস্ব— ১৪২৬/০ ছেছ ২৮/২ ১৭০১/২

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *not more than* pounds at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, *Rs. 2 annas 8*; per eight-ounce tin, *Rs. 5*; per pound tin, *Rs. 10*. The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only*, at the undernoted rates: per four-ounce tin, *Rs. 3*; per eight-ounce tin, *Rs. 6*; per pound tin, *Rs. 12*. This medicine is also sold by the principal European and Native Druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 oz. tin, eight annas per 8 oz. tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিক্যাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড জ্বরঘ্ন করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ২।।০ টাকায়, আট ওন্স টিন ৫- টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০- টাকায় পাইবেন। সবসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট নগদ মূল্যে নিম্নে এই হিসাবে অর্থাৎ চারি ওন্স টিন ৩- টাকায়, আট ওন্স টিন ৬- টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২- টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার দাড়া চারি ওন্স টিনের ১০, আট ওন্স টিনের ১।০ ও এক পৌণ্ড টিনের ৫- ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন	১৮)	বা ডাক মাসুল সমেত	১৮৫০
৥ আধ ” ”	৯)	” ” ” ”	৯১০
১ শিকি ” ”	৪।।০	” ” ” ”	৫)

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনাডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্বক মিশ্রিত হয় নাই তাহার গ্যারান্টি দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance:—

For the Mufussal.

			Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
	Postage	...	2	8	0	”
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	”
	Postage	...	1	0	0	”
For a single copy—						
Entire Gazette	0	4	0	
	Postage	...	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
	Postage	...	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufussal, with the exception of the charge for postage

E. N. BAKER.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাফল এই অবধি নিম্ন-
লিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

	যকঃসলে	টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর ১০০
ডাকমাফল	২১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ- দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	৪১
ডাকমাফল	১০
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	১০
ডাকমাফল	১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	১০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একং আনা।
ডাকমাফল	১০

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও যকঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাফল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একুটিং ছোট সেক্রেটারী।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

- F. Max Müller, M.A., in two Volumes. Price Rs. 24 : packing and postage Re. 1-12.

* * * The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced student only, yet as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT., GOVT. PRINTING, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

NOTICE.

In continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers and for all works under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the case on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—Rates of advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

Full page, per issue	Rs. 20
Half " " "	10
Casual advertisement—4 annas per line.		

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্মে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্ট কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটে ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কোণ্টার্নের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিকোর্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি. ডবলিউ বন্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮৭ সালের ১২ ডিসেম্বর।

যন্ত্রণা।— কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এইঃ—	টাকা।
প্রথম এক পৃষ্ঠা একবার প্রকাশ করণের	২০
আধ পৃষ্ঠা	১০
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একই পৃষ্ঠা	১০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B. - Copies are still available

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিস্টার-আট-লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সার্ভিসে নিযুক্ত বর্তমানের ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি, সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারীর প্রাজ্ঞা বিষয়ক আইন সংহিতা।

একই খানি পুস্তকের মূল্য, ৫, পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কোণ্টার্নের নিকট একই খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।
যন্ত্রণা।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকাৰ্য্যালয়কে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিন্গ ফিল্ড টৌন হালের স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্টারের নামে শিহোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

ইহা সন ১৮৮৭ আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার স্প্রিন্গ কোম্পানির বাটিতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেন্টের ১৮৮১ সালের জুন মাসের ২৯ তারিখের আজ্ঞামুসারে নোভেল গ্রাহকস্বরূপ পোর্ট কমিশনদেরা নিম্নলিখিত যে সকল দ্রব্য অধিকারে লইয়াছেন তাহার মূল্য ১০০ টাকার অধিক হওয়াতে ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ৭৬ ধারার বিধানমতে তাহার বর্ণনা সাধারণের অবগত্যর্থ প্রকাশ কর গেল :—

তারিখ।	প্রাপণের নম্বর।	দ্রব্যের বর্ণনা।	কাছাকাছি মূল্য।	যে স্থানে পাওয়া গেল।	যে স্থানে আছে।
১	২	৩	৪	৫	৬
২৪শে নবে- ম্বর ১৮৯৭ সাল।	৪ পি, এ,	<p>শাল (মোট তুলার) ... ১৩ খানি ভিন্নং রঙ্গের ডোরা কাটা সূতীবস্ত্র ... ৯ ” ড্রিল (ডোরা কাটা ও শাদা)... ১৪ ” বেগুনিয়া রংঙ্গের ডোরা কাটা কটন রোল ... ১ ” তুলা ও পাট মিশ্রিত শাদা চাদর ... ২ ” লাল রঙ্গের সূতীকাপড় ... ১ ” লাল রঙ্গের পশমী কম্বল ... ৩ ” কাশ্মুরী চাদর ... ১ ” লাল, সবুজ ও কাল রঙ্গের সার্জ ... ৩ ” লাল ও সবুজ ফানেল ... ২ ” নীল রঙ্গের সূতীবস্ত্র (চেক) ... ২ ” সৌখিন রঞ্জিন শাড়ী (সূতী)... ১২ ” রেশম ও সূতা মিশ্রিত চাদর ৬ ” নানা রঙ্গের সামান্য বস্ত্রাদি ... ৫ ” মিশ্রিত টেঁচা বুননের কাল রঙ্গের রোল ... ১ ” গাঢ় নীল রঙ্গের মোটা সার্জ ৬ ” ভিন্নং রঙ্গের ডোরাকাটা ফানেল ... ৭ ” কাল আলপাকা ... ২ ” কাল সার্জের শাল ... ২ ” ১ খানি শাদা ও ১ খানি নীল রঙ্গের টেঁচা বুননের মিহি সার্জ ... ২ ” তসর কাপড়... ১১ ” পাটকিলা রঙ্গের সার্জ ... ২ ” টেঁচা বুননের ও চেকের সূতী চাদর ... ৯ ”</p>	৪০০	ভগলী পইন্ট	পোর্ট কমি- শনরদের হাবডার ডকু ইয়ার্ডে।

পোর্ট কমিশনরদের আপিস,

কলিকাতা, ২৪শে নবেম্বর, ১৮৯৭ সাল।

এ, জি, হফ,

আসিস্ট্যান্ট কমসারভেটর।

INSOLVENCY NOTICE.

COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of **GOLABRAI AGARWALLA AND ANOTHER (KALISHAI GOLABRAI)**, Insolvents.

NOTICE is hereby given that Tuesday, the 11th day of January next, is appointed for the further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend, and that an account in detail of the receipts and disbursements of the Official Assignee, from the 4th day of December 1896 until the 27th day of November 1897, has been filed, and may be inspected in the Office of the Chief Clerk. Any Creditor or other person interested who may intend to establish or oppose any claim upon the Estate of the said Insolvent will be heard, notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing.

The like Notice.—In the matter of **RAMKISSEN**, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee, from 29th May to 27th November 1897, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of **SOOGUN CHAND GOPEEKISSEN**, Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee, from 22nd April to 27th November 1897, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of **JOHN JAMES GILL, 2nd**, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee, from 31st July 1895 to 30th November 1897, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of **LEKHRAM BULDEO DASS**, Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee, from 16th July to 30th November 1897, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of **JODOO NATHI DEY, 2nd**, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee, from 4th February 1896 to 30th November 1897, has been filed in the Chief Clerk's Office.

OFFICIAL ASSIGNEE'S OFFICE,)
Calcutta, 21st December 1897.)

A. B. MILLER,
Official Assignee.

(14—1)

কলিকাতা প্রোগ্রামিং অফিসের দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে।

